













# পদ্মীত-বিজ্ঞান

প্রবেশিকা

বর্ণানুক্রমিক লেখকানুসৃত বার্ষিক সূচীপত্র

বৈশাখ—চৈত্র, ১৩৪২

ক		শ্রীঅনিল বাগ্‌চী	
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বাগ্‌চী		স্বরলিপি	৬২৭
স্বরলিপি	১০৬	অ	
“অমৃতভা”		শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়	
জীবন সঙ্কল (গান)	১৮৪	স্বরলিপি	১০, ১৭৭
শ্রীমতী অনিমা গুপ্তা (অনু)		শ্রীআশারানী মুখার্জী	
স্বরলিপি	২০১	গান	২২৪, ৭২৮
শ্রীঅসিতরঞ্জন ঘোষ (ভুলুবাবু)		আয়েত আলী খাঁ	
স্বরলিপি	২৩৬	গৎ	৩১৮
শ্রীঅশেষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়		মেতারের গৎ	৩৬১
স্বরলিপি	২৬৯	ঐক্যতালিক গৎ	৬২৯
শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্য্য		শ্রীমতী আলো মেন	
স্বরলিপি	২৯২	বাণী-বন্দনা (স্বরলিপি)	৬১৯
শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার		স্বরলিপি	৬৯৩
স্বরলিপি	৩২৩, ৬২১	ই	
শ্রীমতী অঞ্জলি দেবী		শ্রীইলা বন্দ্যোপাধ্যায়	
স্বরলিপি	৩৭৩	বিদায় বাণী (স্বরলিপি)	৩৯
কুমারী অমিয়া মুখার্জী		শ্রীইরা দেবী	
স্বরলিপি	৪০৭	স্বরলিপি	২৭৩
শ্রীঅর্কেন্দ্রশেখর দাস		উ	
হারমোনিয়মের গৎ	৪১৯	৩উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ	
শ্রীঅজিত দাশগুপ্ত		চয়ন—বাংলা গান	৭১৮
স্বরলিপি	৪২৫	এ	
কুমারী অমলা ঘোষ		কুমারী এষারানী মিত্র	
স্বরলিপি	৫৫৭	স্বরলিপি	৪৭৪, ৭০৬
শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়			
ভিলানা	৬১৭	ক	
শ্রীঅমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়		শ্রীকুমারেন্দ্র আচার্য্য	
স্বরলিপি	৬৫৯	স্বরলিপি	৯২

## শ্রীকানাইলাল হাজরা

মুদ্রাচার্য্য ৩দীননাথ হাজরা মহাশয়ের

কয়েকটি বোল ১০৭,১৭২,২৩০,২৭৬,৪৩৭,

৪২৩,৬১১,৬৭৬

নিবেদন

৬৭৬

## শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস

মুদ্রাচার্য্য স্বর্গীয় ভগবানচন্দ্র সেন

৩৮৫

## শ্রীকমল দাশগুপ্ত

স্বরলিপি

৪৫৬

## শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র রায় (অঙ্কগায়ক)

স্বরলিপি

৭০৮

## শ্রীকালিদাস চট্টোপাধ্যায়

স্বরলিপি

৭২৬

গ

## শ্রীগণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরলিপি

৩,১৩২,২৬১,৪২২

## শ্রীগিরীন চক্রবর্তী

গান

৬৬

## কুমারী গৌরী সেনগুপ্তা

স্বরলিপি

২৮১,৬০৮

## শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরলিপি

৩৩০,৬৯০,৪৫৩,৬৮৩

## শ্রীগোবর্দ্ধন চন্দ্র

স্বরলিপি

৭০৪

চ

## শ্রীচুণীলাল মুখোপাধ্যায়

স্বর্গীয় বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পটলবাৰু)

২৫৭

## শ্রীচাক্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গান

৪৭৮

জ

## শ্রীজগৎ ষটক

স্বরলিপি

১৭

## শ্রীজিৎজ্ঞাননাথ মুখোপাধ্যায়

ছলনা (কবিতা)

৩৮

গান

৫৫২

## শ্রীজীবনচন্দ্র উপাধ্যায়

স্বরলিপি

৮৬,৩৭১

## শ্রীজগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরলিপি

১৫৮,৫৪১,৭২২

## কুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী ঘোষ

স্বরলিপি

২২৬

## শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র চৌধুরী বি-এল্

স্বর্গম্

৩৬৮

## শ্রীজগদীশচন্দ্র সেন মজুমদার

গান

৩২৫,৬৮৫

## শ্রীজগদীশচন্দ্র পাল

গান

৫৮৭,৬২৬

## শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

স্বরলিপি

৬৪৫

ত

## কুমারী তৃপ্তিসুধা সর্বাধিকারী

শ্রীগৌরশ্রাম-বালা গোরা (স্বরলিপি)

১৫৭

বাগী-বন্দনা (স্বরলিপি)

৫২২

তেলেনা

৪৮৫

## শ্রীতিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য

সঙ্গীত ও শ্রোতা (চয়ন)

২৫১

## শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়

তেলেনা

৩১৫

বিখ্যাত তবলাবাদক শ্রীকৃষ্ণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

৫৩২

দ

## স্বামী দুর্গেশানন্দ

স্বরলিপি

৩৭

## শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দে (স্ববোধ বাবু)

মুদ্রা বানান ৪২,৭২,১৮৩,২৫৮,২৮০,৪৩৩,৪২৮,৫৬১

৬১২,৬৭৭,৭৩১

ঐচ্ছিক প্রসঙ্গ স্মৃতিভারতী		অ	
অথ রাগ লক্ষণং	৫০	শ্রীনির্মলচন্দ্র বড়াল, বাণীকণ্ঠ, বি, এল,	
কীৰ্ত্তন ও চপের পার্থক্য	২২০, ২৮৩	স্বরলিপি	১২, ৩৩৮
সঙ্গীতকুট্টা	৪৬৬, ৫১৮, ৬৫০	শ্রীননী গোপাল চৌধুরী	
ঐচ্ছিকচরণ বিশ্বাস		গান	১১৮, ৬০৭
মাধুর বিরহ	৫৩, ২৪, ৬০	শ্রীনরেশ্বর ভট্টাচার্য্য	
কীৰ্ত্তন	২০২, ৩০৩, ৩৪৫, ৪০১, ৪৮১, ৫৪৭, ৬৪১	গান	১৩১, ৬৮২
প্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী	৫২১	শ্রীনলিনীকান্ত লাহিড়ী	
ঐচ্ছিকপ্রসাদ রায়		স্বরলিপি	১৩২, ৫৮৫
সেতারের গৎ	৫৭, ৫৫০, ৫২৬	শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	
শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত		স্বরলিপি	১৫১
গান	৬০	শ্রীনির্মলচন্দ্র বর্ধন	
ঐচ্ছিকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়		গান	২১৮, ৬৩৫
স্বরলিপি	৭৩	শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী ( গোপালবাবু )	
শ্রীদিলীপকুমার রায়		মালকোষ	২৩৩
সহসা ( কীৰ্ত্তন )	৭৪	স্বরলিপি	৬১৩
ঐচ্ছিকালী দেবী		শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	
গান	১৫৬, ৬৫৮	শোকাঙ্কলি	২৪২
শ্রীদেবেশ মুখোপাধ্যায়		শ্রীননী গোপাল দাস	
গান	২৬৮, ৪২৮	হাবীর	২৮৭
বিনোদনাথ ঠাকুর		শ্রীনির্মলচন্দ্র দত্ত, এম, এ, বি, এল,	
রবীন্দ্র সঙ্গীত	৩৩৫	গান	২২১, ৫৪২
শ্রীদেবেশকৃষ্ণ মিত্র		শ্রীনীরেন্দ্রমোহন রায়	
স্বরলিপি	৪২২	গান	৩৮১, ৫০০
শ্রীদেবপ্রভ চট্টরাজ		কুমারী নীলিমা সিংহ	
স্বরলিপি	৭০৩	স্বরলিপি	৪২৬
		শ্রীনির্মলচন্দ্র চৌধুরী	
		লক্ষণ গীত	৫৩৫
শ্রীদীরেন্দ্রলাল ধর, বি-এ		নীলিমা ঘোষ	
গান	২২, ১৭১, ৬১৬	বদুগার গান ( স্বরলিপি )	৬৩২
শ্রীদীরেন্দ্রনাথ বল		কুমারী নির্মলা ঘোষ	
স্বরলিপি	১১২	স্বরলিপি	৭২৩
শ্রীদীরেন্দ্রনাথ দাস		শ্রীনীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	
স্বরলিপি	১৪৫	গান	৭২৫

প	ব
<b>শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়</b>	<b>শ্রী বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত</b>
স্বরলিপি ১৫,১৭৫,২০৬	লক্ষপ্রতিষ্ঠ গায়ক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী ১
সরস্বতী বন্দনা ৫১৫	ঋগদগায়ক স্বর্গগত হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৫
<b>স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ</b>	তিমিরবরণ ও তাঁহার অর্কেষ্ট্রা ১২২
সঙ্গীতে গ্রাম ও শ্রুতি ২৭	পরলোকে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২০
বাংলা ভাষায় ঋগদের চর্চা ২৮	গান ২৬২,৩২৫,৩৬৭
স্বরলিপি ১৮৮	বাণী-বন্দনা ( গীতি-কবিতা ) ৫২
সঙ্গীতের ভিত্তি ২. ৩	সঙ্গীতসাধক রজনীনাথ সিংহ দেব বাহাদুর ৬২৫
স্বরলিপি ৩০৫	স্বর্গীয় স্থিতিরাম পাঞ্জা ৬৮১
দেবী-পূজায় গীতবাচ্য ৩২১	<b>শ্রী ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী</b>
ভারতীয় সঙ্গীত বিজ্ঞা ৫৩১,৫২৩,৪৫৭,৬৪৩	আলাপচারী ২১
<b>কুমারী পারুলপ্রভা দাশগুপ্তা</b>	রাগালাপ ২৬৫
স্বরলিপি ৪১,৫৩৭	সুগায়ন ৩২৭
<b>শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার বি-এ</b>	৮টনারায়ণ রাগ পরিচয় ৩২৭,৫১৩,৪৪২
শ্রীখোল বাজ প্রণালী ৪৩,৮২ ১৪৭,২৪১,২৭০, ৪৪২,৪৬৩,৫৫৪ ৫৭৮,৬৬৮	ভারতীয় সঙ্গীতের প্রভাব ৫৭০
কীর্তন গান লোকপ্রিয় হয় না কেন ? ৩৬৫	মল্লার রাগ পরিচয় ৬৩৫
<b>শ্রীপাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়</b>	বর্গটি রাগ পরিচয় ৬৮৮
গান ২০৮	<b>শ্রী বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী</b>
<b>শ্রীপ্রসাদ বসু</b>	হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান ৩২,১৪৩,৫৮৪, ৬৬২,৬৯১
স্বরলিপি ২২৩	নব গীতিমঞ্জরী ( সয্যালোচনা ) ১১০
<b>শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়</b>	হিন্দুস্থানী যন্ত্র সঙ্গীত ৩৫৬
দণ্ডমাত্রিক ও আকার মাত্রিক স্বরলিপি ২২০	হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ঋগপদ্ধতি ৩২১
স্বরব্রহ্ম ৪০৫,৪৭৫	<b>শ্রী বিনোদ চক্রবর্তী</b>
<b>শ্রীপরেশচন্দ্র সিংহ</b>	তেলেনা ৪৬,১৮১
গান ৪১০	<b>শ্রী বিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়</b>
<b>শ্রীপ্রতাপচন্দ্র ব্রহ্মচারী</b>	সেতারের গৎ ১৬৫
বেহালায় গৎ ৬৬৩	<b>শ্রী বীথি মুখার্জী</b>
<b>শ্রী</b>	স্বরলিপি ১৬৫
<b>শ্রী কণিভূষণ মৈত্র</b>	<b>শ্রী বিমলকুমার রায়</b>
বৈশাখী ( গান ) ৪৫	প্রথম শিক্ষার্থীর গান ৪৭২
গান ১২৫	<b>শ্রী বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (রামগোপালপুর)</b>
<b>শ্রী কণীন্দ্রনাথ দে</b>	সেতারের গৎ ২২৫,৪০৫
গান ৫৩৬	

শ্রীবৈদ্যনাথ দে		সঙ্গীতে ত্রিপুরা	৩৪৭
স্বরলিপি	২২৭,৩৫৩	কর্ণাটী রাগ রাগিণী	৬০৫,৬২৮
শ্রীবিষ্ণুনাথ ঘোষ		শ্রীমতী মাধুরী দেবী ( কাজীলাল )	
স্বরলিপি	৩১১	স্বরলিপি	৪০২
শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য		শ্রীমুরারিমোহন সেন, এম, এ,	
স্বরলিপি	৩৪৩	সঙ্গীতবিৎ ষামিনীকান্ত	৪১৭
শ্রীবিমলাকান্ত রায়চৌধুরী		কুমারী মণিকা রায়	
বর্তমানে সঙ্গীত প্রচারের প্রয়োজনীয়তা	৪২৫	স্বরলিপি	৫৪৩
সেতারের গৎ	৬৫৭	শ্রীমানকুমারী সাত্তাল	
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দাস		গান	৫৯০
সঙ্গম	৪৭২	স্ব	
শ্রীবিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী		শ্রীযতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত	
স্বরলিপি	৫২৫	গান	৪,২২৬,৬৪৮,৬২২
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য		শ্রীষামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	
স্বরলিপি	৫৬২	স্বরলিপি	১৩৭,৩৩১৫৩৭
কুমারী বীণা দাশগুপ্তা		স্ব	
রাভের বিদায় ( স্বরলিপি )	৬০০	শ্রীরাখালদাস মজুমদার	
শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ		বেহালা শিক্ষা প্রণালী	২৪,১০১,১৮৫,২৪৭
স্বরলিপি	৬৩৬	কুমারী রেখা চট্টোপাধ্যায়	
শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত		স্বরলিপি	৩০,১৬৭,৬৪২
গান	৬৪৫	কুমারী রেণুকা বসু ( ছবি )	
শ্রীব্রজগোপাল গোস্বামী		স্বরলিপি	৭৭
হোলীর গান ( স্বরলিপি )	৬৭৩	শ্রীরাধাকান্ত দে	
শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র সিংহ		স্বরলিপি	১২১
স্বরলিপি	৬৯১	শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র	
স্ব		গান	১৪৪,৪৮০
শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষাল		কুমারী রেণুকা মজুমদার	
স্বরলিপি	১০৩,১৪২	স্বরলিপি	১৫৭,৫৬০
শ্রীমনোরঞ্জন সেন		শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	
স্বরলিপি	২৪৫	স্বরলিপি	৩৭৮,৪৬০
শ্রীমদ্বনাথ ঘোষ		অর্গীয় রজনীনাথ সিংহ দেব বাহাদুর	
গান	২৭৩	স্বরলিপি	৬২৭
শ্রীমণিলাল সেনশর্মা		শ্রীমণীলাল সরকার	
স্ববীজনাথের স্বর ( চরন )	২৯৫	স্বরলিপি	৬৬৫



স	স
শ্রীমতী লীলা দেবী ( মুকুল )	সৌকণ্ড আলি খাঁ ( মল্ল )
স্বরলিপি	৬৭ গোড়সারঙ্গ
শ্রীললিতমোহন দাস ( ভূমুবারু )	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ
স্বরলিপি	৬০৪ স্বরলিপি ১৪,৩০৮,৪৭৩,৫৮২,৬৮৭
শ্রীশান্তিদেব ঘোষ	শ্রীশুধীন চাকলাদার
স্বরলিপি	নববর্ষের গান ২৩
শ্রীশেতকুমার মুখোপাধ্যায়	গান ৪৮৬, ৬৭২
গান	২,১৭৮,২০৪,৩৬৪,৬২৫
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী	শ্রীস্বদেশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
স্বরলিপি	২০,৮১,২০৫ স্বরলিপি ২৫
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীশুচাক্ষুণ্য প্রামাণিক
স্বরলিপি	৬১ ১১,৮১,২০৫
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ রায়	রামদাস, হরদাস ও তানসেন
গান	২১ স্বরলিপি ২১২,৪১৫
শ্রীমতী শান্তি দেবী	সেতারের গণ ৩১৩
গান	২৪০ কুমারী সবিভা গুপ্তা
শ্রীশৈলেশকুমার দত্তগুপ্ত	স্বরলিপি ২৬
স্বরলিপি	১৭৭,৩২৬,৪৭০
শ্রীমতী শেফালি মুখার্জি	মীরার ভজন ( স্বরলিপি ) ৫২৩
স্বরলিপি	৩৭৫
শ্রীশঙ্কুনাথ ঘোষ	সম্পাদকীয়—
স্বরলিপি	৩৭২, ৪৩৫
শ্রীশিবনাথ মুখোপাধ্যায়	সংবাদ৬৩, ১২৫, ১২১, ২৫৪, ৩১২, ৩৮২, ৫৬৭, ৬২২, ৬৭৮, ৭৩৫
স্বরলিপি	৪৪১, ৬৭১
সেতারের গণ	৮০, ৫৬০
প্রফেসর শীতলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	সৌধীন অভিনেতা শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় ১২৪
ঐক্যতানিক এসোজের গণ	৪৬৫, ৫২৮
কুমারী শান্তিপ্রভা গুহ	শোক সংবাদ ১২০, ২৫০, ৩১৭, ৩৭০, ৪৪৭, ৭৩১
স্বরলিপি	৪৭৭, ৬৫৫
শ্রীশচীন্দ্রনাথ রায়	সমালোচনা ২৪০, ৩১৬, ৩৭৬, ৪৪৮, ৬২১
গান	৬৬৪
	সেনোলা ২৭২
	বর্ষ বার্ষিক এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্গীত
	প্রতিযোগিতার ফল ৫০৮, ৫৬৪
	শ্রীশুজাতা সিংহ
	গান ১০২
	শ্রীশুশীলকুমার ভট্ট চৌধুরী
	সেতারের গণ ১০২
	শ্রীশ্রজিৎকুমার মৌলিক
	গান ১১৬, ৪০০, ৫৭৪
	কুমারী শুলেখা রায়
	স্বরলিপি ১৪১, ৪১০, ৪২২

শ্রীসজনীকান্ত ঘোষ		শ্রীসত্যেন চক্রবর্তী ( অঙ্কগায়ক )	
স্বরলিপি	১৫৫	স্বরলিপি	৫৪৪
শ্রীসুধীরঞ্জন গুহ		শ্রীমতী সাবিত্রী বসু	
গান	১৬৬	স্বরলিপি	৫৮০
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ মিত্র			
গান	১৮৭, ৩০২, ৬৫৬	হ	
শ্রীসন্তোষকুমার পাত্র		শ্রীমতী হিরণপ্রভা দেবী	
স্বরলিপি	২১৬	স্বরলিপি	৮২
শ্রীসুধীর সরকার		শ্রীহরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	
গান	২৩১	আট মাত্রার স্বং	২০৩
শ্রীসুকুমার দেব		কাণ্ডালী তাল	২৭৪
স্বরলিপি	২৫৮, ৩৬৬, ৪৮৭, ৭০১	সাত মাত্রার স্বং	৫৮৮
শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী		শ্রীহিমাংশুভূষণ সেনগুপ্ত	
স্বরলিপি	২৬৭, ৩৪০, ৫৮৭	গান	২২৭, ৪২৭, ৫১৭, ৫৮৩
শ্রীসাধনচন্দ্র গুপ্ত		আগম্যনী	৬৭২
স্বরলিপি	৩৬৩	স্বরলিপি	৪৩১
শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্ত		শ্রীহাসিরাশি দেবী	
গান	৩৭৪	গান	৩৪২
শ্রীসুরেন-রায়		শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	
স্বরলিপি	৪২৬, ৫২২	গান	৩৬০, ৪৫৫
শ্রীসুবোধচন্দ্র চক্রবর্তী		শ্রীহরিহর রায়	
স্বরলিপি	৪৬২	স্বরলিপি	৪২১
কুমারী সবিভা লাহিড়ী		শ্রীহরেন্দ্রনাথ ষটক	
স্বরলিপি	৪৮২	বাণীসঙ্গীত	৪৭২, ৬১০



## চিত্র-সূচী

### বৈশাখ

- ১। ত্রিজ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী

### জ্যৈষ্ঠ

- ১। স্বর্গীয় হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়  
২। বটকুম্ভ বগদোপাধ্যায় ১৩৪  
৩। মণিবর্দ্ধন—সোমদেব নৃত্যে ১২৫

### আষাঢ়

- ১। হরশিল্পী তিমিরবরণ ভট্টাচার্য  
২। স্বর্গীয়া অশ্রমতী দেবী ১২০

### শ্রাবণ

- ১। স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর  
২। „ খাদেম হেসেন খাঁ ২৫৩

### ভাদ্র

- ১। স্বর্গীয় বিশ্বনাথ গদ্যোপাধ্যায়  
২। „ তার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ৩১৭  
৩। মণিবর্দ্ধন—শিবনৃত্যে ভূজঙ্গাস মূর্তি ৩১২

### আশ্বিন

- ১। তোড়ী রাগিণী  
২। স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৩৫  
৩। „ বসন্তকুমার দাশগুপ্ত ৩৩৭

### কান্তিক

- ১। ভক্তগবানচন্দ্র সেন  
২। সঙ্গীতবিৎ বামিনীকান্ত ৪১৮

### অগ্রহায়ণ

- ১। সঙ্গীতবিশারদ শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী  
২। রাণাস কাপ বিজয়ী সঙ্গীত কলাভবনের ছাত্র ছাত্রীগণ ৫০৮  
৩। বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য ৫০৯  
৪। দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য ৫০৯  
৫। শ্রীশ্রীতলপ্রসাদ মুখার্জী (ছাত্র ছাত্রীগণ সহ) ৫১০  
৬। কুমারী অমলা নন্দী ৫১১

### পৌষ

- ১। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়  
২। কুম্ভকুমার গদ্যোপাধ্যায় ৫৩৯  
৩। কুমারী সবিতা গুপ্তা ৫৬৭  
৪। মণিবর্দ্ধন—শিবনৃত্যে প্রেতখোলিত মূর্তি ৫৬৮

### মাঘ

- ১। বীণাপাণি  
২। স্বর্গীয় সম্রাট পঞ্চম জর্জ ৬২৩  
৩। শ্রীমান্ অশেষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৬২৩  
৪। শ্রীযুক্ত অরজিৎকুমার মৌলিক ৬২৪

### ফাল্গুন

- ১। স্বর্গীয় রজনীনাথ সিংহ দেব বাহাদুর  
২। কুমারী এযারাণী মিত্র ৬৭৯

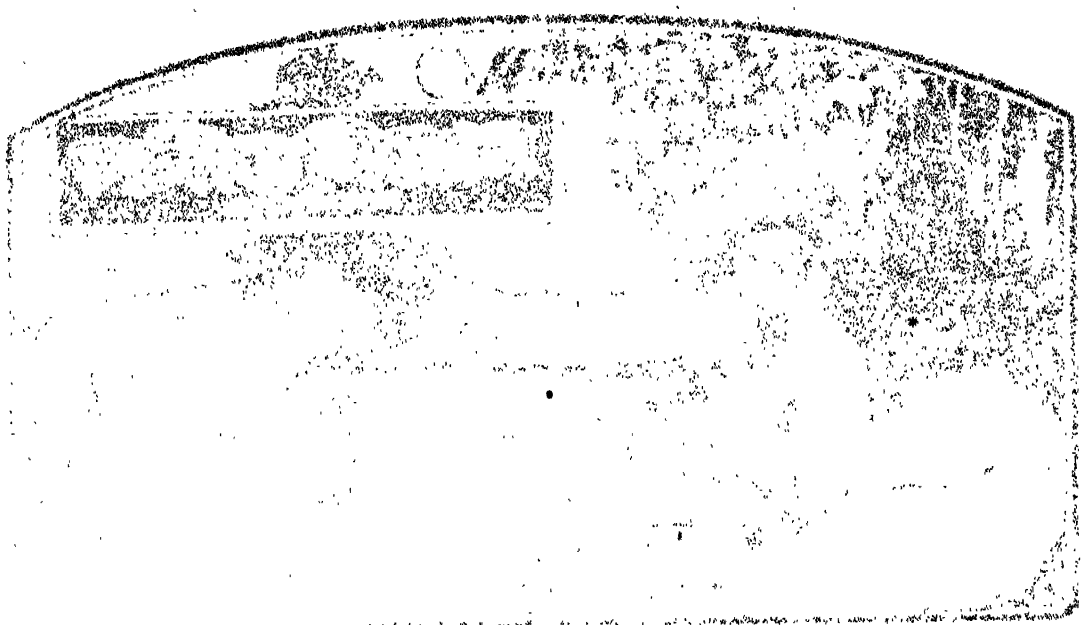
### চৈত্র

- ১। স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত হিতরাম পাড়া ও  
সঙ্গীত-নাট্যক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়  
(যৌবনে)



শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী





১২শ বর্ষ

বৈশাখ, ১৩৪২ সাল

১ম সংখ্যা

## লক্ষপ্রতিষ্ঠ গায়ক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

পরিবর্তনশীল অগতে কোন একটি বস্তুরই স্থায়ী রূপ দৃষ্ট হয় না। কালচক্রে নিত্যই নূতনের সৃষ্টি হইতেছে। সঙ্গীতের প্রভাব ও প্রচলনে যে এক নূতনের সাড়া জাগিয়াছে—এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যাুক্তি করা হইবে না। বাংলা তথা ভারতের অধিকাংশ পরিবারের বালক বালিকা ও তরুণ তরুণীদের মধ্যে সঙ্গীতচর্চার এক নূতন প্রেরণা জাগিয়াছে, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

একদা বাংলা দেশে সঙ্গীতচর্চার মাত্রা বিশেষভাবেই ছিল। প্রাচীন গায়কগণ ঋগ্বেদ, খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যখন মধুর সুরানা তুলিতেন, তখন ঘোড়ার প্রাঙ্গণে এক অপূর্ণ আনন্দে ভরিয়া উঠিত। কিছুদিন পূর্বে এই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত একটু ম্লান হইয়া

পড়িয়াছিল। কিন্তু আনন্দের বিষয়, আজকাল সঙ্গীতচর্চার যে আবহাওয়া বহিতেছে, তাহাতে আশা করা যায় সঙ্গীতের মূর্তি নবলীমণ্ডিত হইয়া বাংলার সঙ্গীতক্ষেত্র একটি আদর্শস্থান হইবে।

\* \* \* \*

বক্যমান প্রবন্ধে বর্তমান বাংলার একটি, বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞের পরিচয় দিতে প্রয়াস পাইয়া নিজেকে গোঁথবান্বিত বোধ করিতেছি। বাংলার গীতরসিকজনের নিকট শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয়ের নাম ও খ্যাতি বোধ হয় অজ্ঞাত নহে। বাঁকুড়া জেলার সুরেন্দ্র বিষ্ণুপুর গ্রামে ১৩০২ সালের ১০ই পৌষ, বৃহস্পতিবার তাহার জন্ম হয়। জ্ঞানেন্দ্রবাবুর বংশ-

পরিচয় প্রকাশ করিতে হইলে আমরা চৈতন্যযুগের এক মহাশয়র সন্ধান পাই; তিনি পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীনিবাস ঠাকুর গোস্বামী। চৈতন্যদেবের শিষ্যগণের মধ্যে আচার্য্য শ্রীনিবাস ঠাকুর ছিলেন অগ্ৰতম।

জ্ঞানেন্দ্রবাবুর পিতৃদেব স্বর্গগত বিপিনচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় ১২কালীন সঙ্গীতজ্ঞ সমাজে বিশেষ সুপরিচিত ছিলেন। কণ্ঠসঙ্গীত ও এসাঙ্ক বাদনেই তাঁহার সুখণ ছিল। জ্ঞানবাবুর পিতামহ-ক্রমে সকলেই সঙ্গীতচর্চা করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়া আসিতেছেন। জ্ঞানবাবুর পিতামহ স্বর্গগত জগৎচাঁদ ঠাকুর গোস্বামী মহাশয় তৎকালীন একজন প্রসিদ্ধ পাখোয়াজী ছিলেন। জগৎচাঁদ বাবুর ছোটপুত্র স্বর্গগত কীর্তিচন্দ্র ঠাকুর গোস্বামী মহাশয় পিতার পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক পাখোয়াজি বিদ্যায় বিশেষরূপে পারদর্শী হন। এক্ষণে আমরা জ্ঞানবাবুর সঙ্গীত শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু লিপিবদ্ধ করিতেছি।

মাত্রসের প্রতিভা শক্তি কখনও বয়সের বাধা মানে না, সময়েব গণ্ডী ছাড়াইয়া যায় তার চিত্তের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। জ্ঞানবাবুর সঙ্গীতপ্রতিভাও তদ্রূপ। যখন তাঁহার মাত্র ছয় বৎসর বয়স, তখন তাঁহার কনিষ্ঠ খুলতাত স্বর্গগত লোকনাথ ঠাকুর গোস্বামী মহাশয় তাঁর শিশুশুভ মধুর কণ্ঠের পরিচয় পাইয়া সময়েই তাঁহাকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে আবৃত্ত করিলেন। লোকনাথবাবু একজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। বিখ্যাত ববীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে বহুদিন যাবৎ তিনি সঙ্গীতাদ্যাপকের কাণ্ড করিয়াছিলেন। কিস্কবেশদিন তাঁহার আয়ু এ জগতে রহিল না, মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে বিষ্ণুপুরে তিনি পরলোক গমন করেন।

ইহার পর জ্ঞানবাবুর জীবনে এক সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয়। জ্ঞানবাবুর ৩য় খুলতাত প্রাতঃস্মরণীয় সঙ্গীতনাট্যক স্বর্গগত রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট শিক্ষালাভ করিবার প্রয়াস প্রাপ্ত হন। তখন জ্ঞানবাবুর বয়স মাত্র ৮ বৎসর। মাত্র কিছুদিনের শিক্ষায় তিনি

সঙ্গীতবিদ্যায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। এই সময় রাধিকাবাবু কাশিমবাজারাধিপতির নিকট নিমন্ত্রিত হইয়া জ্ঞানবাবুকে সঙ্গে লইয়া যান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রাধিকাবাবু বার্ল্ডকো পরিণত হইয়া কয়েকবৎসর মধ্যেই পরলোকগমন করেন। আজ সেই প্রাতঃস্মরণীয় সঙ্গীতজ্ঞের কথা স্মরণ হইলেই শ্রদ্ধায় হৃদয় ভরিয়া উঠে। রাধিকাবাবুর নিকট প্রায় ১৫ বৎসর সঙ্গীত শিক্ষাপ্রাপ্ত ও অকৃত্রিম স্নেহে বঞ্চিত হইয়া জ্ঞানবাবু তাঁহারই সঙ্গীত-ভাণ্ডারীরূপে বিদ্যমান।

জ্ঞানবাবুর কণ্ঠসঙ্গীত সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। তিনি বাংলার বহু দেশেই তাঁহার গীতবস বিতরণ করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব ও সম্মানলাভ করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গীত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আমরা একটি নূতন জিনিষ দেখিতে পাই যাহা সচবাসর খুব বেশী দৃষ্ট হয় না। বাংলা গানকে তিনি খেয়ালের ঢঙে প্রবর্তিত করিয়া প্রকৃত হিন্দুস্তানী পদ্ধতিতে গাহিয়া থাকেন। কলিকাতার “হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েন্স” এবং “মেগাফোন” রেকর্ডে তাঁহার গীত বহু প্রসিদ্ধ হিন্দী ও বাংলা গান আছে। সম্প্রতি ভারতবর্ষে Broadcasting Co. একটা বিরাট Recording-এর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। উহাতে জ্ঞানবাবুকে বহু সম্মানসূচক সর্ভে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

সঙ্গীত শিক্ষাদানেও তিনি বিশেষ কৃতী। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি ৬রাধিকাপ্রসাদ সঙ্গীত-চতুষ্পাঠী নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। এক্ষণে উহাতে বহু ছাত্র শিক্ষা লাভ করিতেছেন। তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে তারাপ্রসাদ চক্রবর্তী, নলিনীচন্দ্র মালাকার বাঁকুড়া নিবাসী ওকারনাথ চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ ঘটক প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পরিশেষে আমাদের প্রার্থনা, বাংলার সঙ্গীতক্ষেত্রেই সমুজ্জ্বল রাখিয়া তিনি দীর্ঘজীবী হউন—ঈশ্বর সমীপে ইহাই আমাদের নিবেদন জানাইতেছি।

## স্বরলিপি

ছায়া-তেতানা

(খান)

অজু' ন আয়ে শ্যামসুন্দর  
কৈসে রহত ভবন পর।  
নিশদিন উন লগী মন ভারত  
কব আয়ে মেরো ঘর ॥

কথা ও সুর—সঙ্গীত-নায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরলিপি—শ্রীগণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

### আব্হাঙ্গী

I { <sup>১</sup>সা ধা পা পা | <sup>২</sup>সা -া | <sup>৩</sup>সা সা রা গা না | <sup>০</sup>রা -া সা সা } I  
অ জ হ' ন আ ০ ০ য়ে জা ০ ০ ম হু ০ ন র

<sup>১</sup>না সা রগা মপা | <sup>২</sup>রা গা মা পা | <sup>৩</sup>মা পা গা মপা | <sup>০</sup>গা মা রা সা II  
কৈ ০ মে ০ ০ ০ ০ র হ ত ভ ব ন ০ ০ ০ ০ প র

### অন্তরা

I { <sup>১</sup>পা পা সা সা | <sup>২</sup>সা না রা সা | <sup>৩</sup>ধা না ধা রা | <sup>০</sup>সাঃ সাঃ ধা পা } I  
নি শ দি ন উ ন ল গী ম ন ভা ০ ০ ০ ব ত

<sup>১</sup>পা পা পা গা | <sup>২</sup>মা রা গা মপা | <sup>৩</sup>মা গা রা গা | <sup>০</sup>মপা গমা রা সা II  
ক ব আ ০ য়ে ০ মে ০ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ঘ র



তান:-

১।	<sup>৩</sup> ন'সা	র'গা	র'গা	ম'পা	<sup>০</sup> ম'গা	র'গা	র'সা	ন'সা I
	এ ০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০

২।	<sup>২</sup> র'গা	ম'পা	ধ'না	স'র'রা	<sup>৩</sup> স'স'রা	ধ'পা	ধ'না	রা	<sup>০</sup> স'না	ধ'পা	ম'গা	র'সা I
	আ ০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০	০০	০০	০০	০০

৩।	<sup>১</sup> প'পা	ধ'না	স'র'রা	গ'র'রা	<sup>২</sup> স'না	ধ'পা	ধ'না	স'না	<sup>৩</sup> ধ'পা	ধ'না	স'না	ধ'পা
	আ ০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০

<sup>০</sup> ম'গা	র'গা	র'সা	ন'সা I
০০	০০	০০	০০

## গান

## ত্রিযতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত

তোমার প্রেম সাগরে ডুবে আমি  
 মৃত্যুতে রাজি আছি।  
 "এবার যদি বাচি—  
 দেখি, এবার যদি বাচি  
 ( আমি ) মৃত্যুতে রাজি আছি।  
 জীবনটাকে হোলো মিচে,  
 আর কেন খাই সবার পিছে,  
 দাও ছেড়ে দাও এবার তবু  
 ডুবটা দিয়ে বাচি ॥

যাদের লাগি বার্থ হোলো  
 দীর্ঘ জীবন বেলা,  
 তারাই মোরে সবার চেয়ে  
 কম্বল বেশী হেলা;  
 আজ সাগর কূলে একলা বসে  
 আমি মন বেঁধেছি বেজায় কসে,  
 তুফান লাগি তাইতো একা—  
 জলের কাছাকাছি ॥

## স্বরলিপি

“ভাসের দেশ”

এলেম নতুন দেশে—

তলায় গেল ভগ্নতরী কূলে এলেম ভেসে ॥

অচিন মনের ভাষা

শোনাতে অপূর্ব কোন আশা,

বোনাতে রঙীন সূতোয় ছুঁতে সুখের জাল,

বাজবে প্রাণে নতুন গানের তাল,

নতুন বেদনায় ফিরব কেঁদে হেসে ॥

নাম-না-জানা প্রিয়া

নাম-না জানা ফুলের মালা নিয়া

হিয়ায় দেবে হিয়া।

যৌবনেরি নবোচ্ছ্বাসে

ফাগুন মাসে

বাজবে নূপুর বনের ঘাসে

মাতবে দখিন বায়

মঞ্জরিত লবঙ্গ লতায়

চঞ্চলিত এলোকেশে ॥

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শান্তিদেব ঘোষ

II { মপা া মা -গা | রা -গা রা -পা I মা গা রসা -া | (গা মা পা -া) } I -া -া -া -া I  
 এ ০ লে য় | ন ০ ছু ন্ দে ০ শে ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

নদা -া -সা -সা | গা -া -গা -া I সা -া -সা -সা | গা -া গা -া I  
 ত ০ লা য় | গে ০ ল ০ ভ ০ গ্ ন | ত ০ রী ০

গা -া গা -মা | পা -না -না -া I না -সী সী -া | পা ধা মা পা II  
 হু ০ লে ০ | এ ০ লে য় ভে ০ সে ০ | ০ ০ ০ ০

II পা -া পা -পা | না -া না -সী I সী -না র'সী -া | -া -া সী -স'না I  
অ ০ টি ন্ য ০ নে ব্ ভা ০ ষা ০ ০ | ০ ০ শো না ০

ধপা -া -া -া | পা -া পা -া I পনা -া না -সী | সী না র'সী -া I  
বে ০ ০ ০ অ ০ প্ ব্ ব ০ কো ন্ আ ০ শা ০ ০

-া -ধা র' সা | ধপা -া -া -া I পা -জ্জা পা না | ধা না পা ধা I  
০ ০ বো না বে ০ ০ ০ র ০ ডী ন্ স্ব ০ তো য

মপা -া -া মা | গা -মা রা মা I গা -া -া -া | সা -া -া -সা I  
ছঃ ০ ০ থ হ্ ০ থে র জা ০ ০ ল বা ০ ০ জবে

গা -া গা -া | গা -মা -মা -পা I মা গা রা -গমা | মগা -া -গা -া I  
ঞা ০ নে ০ ন ০ তু ন গা ০ নে ০ ব্ তা ০ ল্ ০

• সী -া সী -গী | রী -া রী -মী I গী -া -া -া | -গী -রী -সী -না I  
ন ০ তু ন্ বে ০ দ ০ না ০ ০ ০ | ০ ০ র ০

সী -া -া গী | রী -া সী -া I না -া ধা -না | পা -ধা -মা -পা II  
ফি ০ ব্ ব কে ০ দে ০ হে ০ দে ০ | ০ ০ ০ ০

[ ন্‌ -াঁ -াঁ ন্‌ | ন্‌ -াঁ ন্‌ -াঁ I ন্‌ -সা সা -াঁ | -াঁ -াঁ -াঁ -াঁ I  
নাং ০ ০ না জা ০ না ০ প্রি ০ যা ০ ০ ০ ০ ০

সা -াঁ -াঁ সা | সগা -াঁ গা -াঁ I গা -াঁ গা -মা | মা -াঁ মা -গা I  
না য় ০ না জা ০ না ০ ' ক ০ লে ব্‌ মা ০ লা ০

রা -মা যগা -াঁ | -াঁ -াঁ -াঁ -মা I রগা -াঁ গা রা | সা -ন্‌ ন্‌ -াঁ I  
নি ০ যা ০ ০ ০ ০ ০ হি ০ যা য় দে ০ বে ০

ন্‌ -াঁ সা -াঁ | -াঁ -াঁ -াঁ -াঁ I পা -াঁ -াঁ পা | না -াঁ না -সাঁ I  
হি ০ যা ০ ০ ০ ০ ০ ধৌ ০ ০ ব নে ০ রি ০

সাঁ -াঁ সাঁ -াঁ | সাঁ -না রঁসাঁ -াঁ I না -াঁ ধা -পা | ধা -াঁ না -াঁ I  
ন ০ ধৌ ০ ছা ০ সে ০ ০ ফা ০ গু ন্‌ মা ০ সে ০

পা -াঁ -াঁ না | ধা -না পা -ধা I অপা -াঁ মা গা | রা -মা গা -াঁ I  
বা ০ জ্‌ বে ন্‌ ০ পু ০ ব ০ ০ নে র বা ০ সে ০

গা -াঁ -গা পা | মা -াঁ গা -রা I সা -াঁ -াঁ -াঁ | -াঁ -াঁ -াঁ -াঁ I  
মা ০ ত্‌ বে দ ০ ক্রি ন্‌ বা য় ০ ০ ০ ০ ০ ০

সা -াঁ -াঁ সা | গা -াঁ গা -াঁ I গা -মা মা -পা | গমা -াঁ গা -াঁ I  
য ন্‌ ০ জ় রি ০ ত ০ ল ০ ব ০ ০ ০ ল ০

রসা -১ -১ -১ | সঁ সঁ -১ গঁ I রঁ -১ সঁ -১ | না -১ সঁ -না I  
তায় ০ ০ ০ | চ ন ০ চ লি ০ ত ০ | এ ০ লো ০

ধনা -১ ধপা -১ | -পা -ধা -মা -পা II II  
কে ০ ০ সে ০ ০ | ০ ০ ০ ০

## গোড় সারঙ্গ

সৌকত আলি খাঁ (ময়ূ)

ইহা একটি সম্পূর্ণ রাগ এবং ইহা বর্তমান সময়ে প্রচলিত আছে। এই রাগ সম্বন্ধে দুইটি প্রসিদ্ধ মত প্রচলিত আছে। প্রথম মতানুসারে রাত্রি ও অপর মতানুসারে দিনের বেলায় ইহা গীত হইবার কথা, কিন্তু কে:ল তীর্থ স্বর যুক্ত রাগ দিনে গাওয়া উচিত নহে; কেননা কড়ি মধ্যমের রাগগুলি রাত্রেই গাহিতে শোনা যায়। ঐ একটি নিয়ম যে রাগগুলি দিনের সময় গাওয়া হয় তাহাতে উত্তরাজের স্বরই সাধারণত বাদী হয় এবং যে রাগ সঙ্কী ও রাত্রিতে গাওয়া হয় তাহাতে পূর্বাঙ্গের কোন স্বর বাদী হয় যথা:—শ্রীরাগ, পুরিয়া, গৌরী, পূকী, ইমন, কল্যাণ ও ভূপালী ইত্যাদি রাগে ঋষভ বা গান্ধার স্বর বাদী। কল্যাণ ঠাটে আরও অনেক প্রকার রাগ আছে যথা:—গ্রাম-কল্যাণ, ইমন-কল্যাণ, ইমনি-বেলাবল, বেনারা, ছায়ানট, চন্দ্রকান্ত ও মালতী। এই সব রাগে পূর্বাঙ্গের স্বর বাদী ইহার দুই মধ্যমযুক্ত এবং রাত্রিতে গেয়, কিন্তু গোড়সারঙ্গ গায়ক ও যন্ত্রীরা দিনের বেলায় গাইয়া বা বাজাইয়া থাকেন। এই ধরণের অনিয়ম কল্যাণ ঠাটের অপর একটি রাগ হাছীরে দেখা যায়। হাছীরে ধৈবত স্বর বাদী অথচ রাত্রি সময় গাহিবার প্রথা। গোড় সারঙ্গ

একটি সাধারণ রাগ; প্রায় সকলেই ইহা জানেন। এই রাগ কোন কোন শাস্ত্র গ্রন্থে বেলাবল ঠাটের অন্তর্গত ও ধৈবত স্বর বাদী যুক্ত এইজন্ত দিনের সময় গাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু মধ্যযুগ হইতে উহাতে কড়ি মধ্যমের ব্যবহার আরম্ভ হয়। তখন হইতে ইহাকে কল্যাণ ঠাটের অন্তর্গত করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই রাগে কোমল নিখাদ একেবারে নিষিদ্ধ কিন্তু গুণীগণ ও যন্ত্রীরা অবরোহীতে পঞ্চমে নামিবার সময় ধৈবতের সহিত কোমল নিষাদের কন দিয়া থাকেন যথা:—সঁ ধা পা পা। এক্ষণ হইলে অগ্নাধিক নটের ছায়া প্রকাশ পায়। এই রাগ একটু মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করা উচিত। এইখানে এই রাগের একটি বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক তান দেওয়া হইল—না না গা রা মা গা, পা স্কা ধা পা, মা গা, গা মরা মা গা, গা মা ধা পা, মা গা রা মা গা, গা মা পা, রা, সা “গা রা মা গা,” এই টুকরাটি বারংবার ঘুরিয়া কিরিয়া প্রকাশ পাইতে দেখা যায় ও কোন কোন সময় “গা মা ধা পা” এই স্বরগুলি ব্যবহার করা হয়। এইরূপ করিলে হাছীরের অঙ্গ ছায়া প্রকাশ পাইতে পারে। কিন্তু বেহাগের রূপ দূর করিবার জন্ত এই স্বরগুলি প্রয়োগ করা উচিত।

ই রাগের আরোহী ও অবরোহী একেবারে বক্র এবং কড়ি  
য়ম সর্বদাই বক্র হইয়া ব্যবহৃত হয়। রাগ ভ্রষ্ট না করিয়া  
কি মধ্যম কি ভাবে ব্যবহার ইহাতে করা যায় সেই কথা  
স্বাইবার জন্ত একটি আরও তান দেওয়া হইল, যথা—  
পা রা মা গা, পা ক্রা ধা পা, ধা ক্রা পা মা গা, রা গা রা  
গা, পা ক্রা পা মা গা, মা গা পা ক্রা ধা পা সর্গা না ধা পা  
ধা পা মা পা, গা রা মা গা, গা মা ধা পা মা গা,  
রা মা গা গা মা পা রা সা” কড়ি মধ্যম এবং শুদ্ধ  
মধ্যম কখনও এক সঙ্গে প্রয়োগ করা হয় না, যথা—গা রা  
গা অথবা পা ক্রা পা মা গা। এই রাগের সমস্ত  
রগুলি সর্বদাই বক্র হইয়া ব্যবহার হওয়াতে কোন  
রাগের সঙ্গে ইহার গোলমাল হইতে পারে না। কল্যাণ  
টে এমন কোনও রাগ আর নাই। নিখাদ স্বর বার  
ব্যবহার করা বা উহাতে দাঁড়ান বা জোর দেওয়া  
চিৎ নহে। কারণ তাহা করিলে বেহাগের অল্প ছায়া  
কাশ পাইতে পারে। সেই জন্ত নিখাদ স্বর সর্বদা বক্র  
, যথা—না ধা সা। ধৈবত স্বরকে প্রবল রাখা ভাল।  
আরোহীতে নিখাদ একেবারে ব্যবহার করা হয় না।  
ভাবে আরোহণ করা উচিত। পা পা সর্গা, পা ধা

পা সর্গা, না ধা সর্গা। সকল গুণী ও যন্ত্রীই এই ভাবে  
আরোহণ করিয়া থাকেন। ইহাতে বেহাগের ছায়া  
কখনও উৎপন্ন হয় না। কিন্তু “পা না সর্গা অথবা পা না ধা  
না সর্গা” হইলে একেবারে রাগ ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। কোন  
কোন ওস্তাদ ধৈবত এবং ঋষভ স্বর প্রবল করিয়া থাকেন  
তাহাতে কখনও কখনও হাছীর ও ছায়ানটের অল্প বিস্তার  
প্রস্তুতি হইয়া থাকে, যথা—“গা রা মা গা, গা মা ধা”,  
পরে এই টুকরাটিনটের এক প্রধান অংশ। নট, হাছীর  
ও কেদারা, এই তিনটি রাগের সংমিশ্রণে গোড় সারঙ্গের  
সৃষ্টি হইয়াছে ইহাতে এই রাগগুলির ছায়া স্পষ্ট ভাবে  
প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। কোন কোন মতে কেদারা  
হাছীর ও ছায়ানটের মিলনে ইহার উৎপত্তি। এবং আর  
একটি মতানুসারে, কেদারা নট ও পুরবীর মিলন লিখিত  
আছে কিন্তু এই শোষণ মতটি সমর্থনযোগ্য নহে, কেননা  
পুরবীর ঠাটে কোমল ঋষভ ও ধৈবত লাগে। গোড়  
সারঙ্গ সাধারণত এই ভাবে গীত হইয়া থাকে।

পা ধা ক্রা পা মা গা গা রা মা গা গা মা পা রা সা  
আরোহী—সা রা সা গা রা মা গা পা মা ধা পা না ধা না  
অবরোহী—সা না ধা পা মা ধা পা মা গা রা সা।

## গান

### শ্রীশ্বেতকুমার মুখোপাধ্যায়

মায়ায় নহণ লাগিয়া যেই আলিল ছুখানল  
ব্যথার ব্যথী সেই ঝরালাে আঁখিজল।  
রাতের আঁধার কুপে  
কাঁদিছ যে চুপে চুপে—  
বেদন রূপেতে মোর কুটিল শতদল।

যখন তাহারে খুঁজি আমারি গৃহছায়  
সে যে গো লুকায়ে থাকে নিশীথের নিরালায়।  
নিভাছ দীপের শিখা  
সেতো শুধু মরীচিকা,  
নিবিড় আঁধারে হেরি সে চির উজল।

## স্বরলিপি

## গৌরসাড়ঙ্গ—কাওয়ালী

পি পলন লাগী মোরী আখিয়া ।  
 অলি বিন পি মোরে জিয়া ঘবড়াএনা,  
 চায়না পিয়া এক ঘরি পলছিন রএনা ॥  
 পিরে পতঙ্গয়া লে যাও সন্দেসয়া,  
 পিয়া সনে বোল হামারি কথা তরস দেখাযা ॥

রচনা—অজ্ঞাত

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়

## আম্বাহারী

পঙ্কা পা<sup>০</sup> | গা মা গা রা<sup>১</sup> | গা রা সা না<sup>২</sup> | সা গা রা মা<sup>৩</sup> | গা গা I  
 পি ০ ০ | প ল ন লা ০ | গী মো রী | আ খি য়া ০ | ০ ০

পা<sup>০</sup> পা<sup>১</sup> ক্কা পা<sup>২</sup> | না না সা রা<sup>৩</sup> | সা না ধা পা<sup>৪</sup> | পা মা গা রা I  
 অ লি বি ন | পি ০ মো রে | জি য়া ঘ ব | ডা এ না চা

গা<sup>০</sup> রা সা না<sup>১</sup> | সা পা ক্কা পা<sup>২</sup> | গা মা রা গা<sup>৩</sup> | -১ সা না সা II  
 হ্ না পি য়া | এ ক ঘ রি | প ল ছি ন | ০ র এ না

## অস্তর

II গা<sup>২</sup> মা পা সা<sup>৩</sup> | সা সা সা -১ | সা সা -১ সা<sup>২</sup> | সা সা সা -১ I  
 পি ০ রে প | ত দ য়া ০ | লে যা ও স | দে স ওয়া ০

২ সী ধা সী রী | ৩ সী -া ধা -া | ০ ক্রা পা গা মা | ১ গা -া -া -া I  
পি ঙা স নে | বো ০ লো ০ | হা মা রি ক | ধা ০ ০ ০

২ রা গা রা মা | ৩ গা রা সা -া II  
ভ র য দে | ধা ০ যা ০

তানঃ—

১। ২ গগা রসা গগা রসা | ৩ ন্‌সা গরা মগা রসা I

২। ২ স'না ধপা মগা রসা | ৩ ন্‌সা গরা মগা রসা I

৩। ২ স'রী স'না ধপা মগা | ৩ রগা রমা গরা সন্ I

৪। ২ স'না ধপা ক্রপা ধপা | ৩ মগা রমা গরা সন্ I

৫। ২ ন্‌সা গরা মগা রসা | ৩ ন্‌সা গরা মগা পা | ০ ক্রপা ধপা ক্রপা ধপা |

১  
১ রগা রমা গরা সন্ I

৬। ২ স'গা রমা গ'রা স'না | ৩ স'রী স'না ধপা ক্রপা | ০ স'না ধপা ক্রপা ধপা |

১  
১ মগা রমা গরা সন্ I



## স্বরলিপি

মিশ্র বাঁরোয়া-তেতাল

\* ঘুম চোখে নেমে আয়  
সুখ-স্বপনে ধরনী ঘুমায় !

চন্দ্রমা হেম-জ্যোছনায়  
চৌদিশি আলোকে ভাসায়।

স্তব্ধ আজি বনতল  
পথে ঘাটে নাই কোলাহল  
পশু পাখী নীরব সকল  
ঝিঁ ঝিঁ একটানা ডেকে যায়।

জ্যোৎস্না-সায়রে করি' স্নান  
তারাগুলি গাহে বুঝি গান  
মন্দ বায়ু তোলে তান  
ঘুম আনে অঁধির পাতায় ॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল, বাণীকণ্ঠ

### আস্থারী

II { মা -১ -১ জ্ঞা | সরা -সা ধা গা | সা -১ -১ -১ | -১ -১ (-মা -১) } I -১ -১ I  
ধু ০ ম্ চো খে ০ নে মে আ ০ ০ ০ ০ ০ য় ০ ০ ০ ০

{ সা পা পা -১ | পা ধপা মগরা গা | মা -১ -১ -১ | -১ -১ (সা সা) } I -১ -জ্ঞা I  
স প নে ০ ধ র গী ০ ০ ঘু মা ০ ০ ০ ০ ০ হু থ ০ ০

মজ্ঞা -১ -১ রা | সরা -সা ধা গা | সা -১ -১ -১ | -১ -১ -১ -মা II  
ধু ০ ম্ চো খে ০ নে মে আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

\* 'সঙ্গীত সম্মিলনী'র রজত-রত্ননোৎসব উপলক্ষে 'বেহলা' অভিনয়ে নব রচিত 'ঘুম-পাড়ানি গান'—৮ই  
১৫ই মার্চ, ম্যাডান থিয়েটারে গীত।

—রচয়িতা

অন্তরা ও আভোগ

০	১	২	৩
II { পা -১ পা পা	পা -১ না না	সী -১ -১ -১	-১ -১ -১ -১ I
ত ০ ক আ	জি ০ ব ন	ত ০ ০ ০	০ ০ ০ ০
	[পা] [পা ধা	না -১ -সী -১	-১ -১ -১ -১]
* জ্যো ৭	রা সা য়	রে ক রি	না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন ০

সী রী সী সী	গা -১ ধপা ধা	সর্গা -১ -১ -ধা	-পা -১ -১ -১ -১ I
প থে যা টে	না ই কো	লা হ ০ ০ ০	০ ০ ল ০
তা রা ও লি	গা হে বু	ঝি গা ০ ০ ০	০ ০ ন ০

মা ধা ধা ধা	ধা ধা পা ধা	সর্গা -১ -১ -ধা	-পা -১ -১ -১ -১ I
প ও পা ধী	নী র ব ল	ক ০ ০ ০ ০	০ ০ ল ০
ম ন দ বা	যু ০ তো লে	তা ০ ০ ০ ০	০ ০ ন ০

মা মা জ্ঞা জ্ঞা	রা সা সনা সা	রা -১ -১ -১	-১ -১ -১ -মা II
ঝি ঝি এ ক	টা না ডে	কে যা ০ ০ ০	০ ০ ০ র
খু ম আ নে	আ ধি র ০ পা	তা ০ ০ ০	০ ০ ০ য

সধগরী

০	১	২	৩
I { [পা] সা -গা গা গা	গা -১ রা গা	মা -১ -১ -১	-১ -১ -১ -জ্ঞা I
চ ০ জ্ঞা মা	হে ম জ্যো ছ	না ০ ০ ০	০ ০ ০ র . .

জ্ঞা -১ জ্ঞা জ্ঞা	রা সা না সা	রা -১ -১ -১	-১ -১ -১ -১ II
চৌ ০ দি শি	আ লো কে ভা	সা ০ ০ ০	০ ০ র ০

\* আভোগে সামান্য হ্রস্বের পরিবর্তন কৃত্ত অক্ষরে যথায় লেখা আছে।

## স্বরলিপি

শঙ্করা—খামার

কান্হানে রঙ্গ ডার দ্যায়ে লর লর

ঝিগরো যশোদা তুসে

মুখ্ পর মল্ ত্ আবীর গুলাল

রার করত মুসে।

প্রাপ্তি—ওস্তাদ মেহেদী হোসেন খাঁ।

স্বরলিপি—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষা

শঙ্করা বেলাবল ঠাটের রাগিণী; ইহাতে 'মা' বজ্জিত ও 'রে' দুর্বল। আরোহণে চার স্বর সা গা পা না, অবরোহণ সম্পূর্ণ—সাঁ না পা ধা গা পা গা রসা। মালত্ৰী ইহাতে পৃথক করিবার জন্ত 'পা ধা গা পা' এইভাবে 'ধা'এর ব্যবহার করা হয়। বর্তমান গানটিতে 'ধা'ও দুর্বলভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

## আস্থারী

II	নসঃ	সঃ	নপঃ	গা	পধঃ	গা	গা	সমা	সমা	গগা	গপপা	পনা	সর্গা	রর্সাঃ	নঃ	পা	II
	কান্	হা	নে	র	ক	ডা	র	দ্যায়ে	লর	লর	ঝিগ	রো	যশো	দা	তু	সে	

## অস্তর

II	পপঃ	না	সঃ	সঃ	সঃ	সঃ	গা	গঃ	পঃ	গাঃ	সঃ	সগা	পঃ	পঃ	ধপঃ	রসঃ
	মুখ	প	র	ম	ল্	ত্	আ	বী	র	ঙ	লা	ল	রার	ক	র	ত মু

নপা:II

সে

## স্বরলিপি

## মিথ্র-দাদরা

দিনের পরে দিন চ'লে যায়  
মিছে আর এ গান গাওয়া ।  
ধামুক বীণা নিভুক বাতি  
ঘুচুক এ মিছে চাওয়া ॥

আজকে আমার অঁধার সবি'  
রাতের তারা দিনের রবি  
মিলন তুষা আকুল প্রাণে  
দেয় না দোল দখিন হাওয়া ।

হয়ত' বা সে নিশীথ রাতে  
আসবে মিলন-মালা হাতে  
মনের এ মন দেয় সে কঁাকি  
নিতুই তবু পথ চাওয়া ॥

ধা ও সুর—ত্ৰীভুলসী সাহিড়ী

স্বরলিপি—ত্ৰীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

II	+	রা	রজ্জা	-মা	জ্জা	-া	রা	I	সা	-া	পা	সা	সা	-া	I
		দি	নে	০	প	০	রে		দি	ন্	চ	লে	যা	য়	

সা	সা	-রা	রা	-মা	মপা	I	মপা	-ধপা	মা	-জ্জা	-রা	-া	I
মি	ছে	০	আ	র	এ	০	গা	০	০	গা	ওয়া	০	০

রা	সা	-া	ন্সা	ধা	-গা	I	প্ধা	মা	-পা	পা	পা	-সা	I
ধা	য়	ক	বী	০	গা	০	নি	০	তু	ক	বা	তি	০

সা	সা	-রা	মা	-পা	মপা	I	-মপা	-ধপা	মা	-জ্জা	-রা	-া	II
যু	হু	ক	এ	০	মি	০	ছে	০	০	চা	ওয়া	০	০

II {সা সা রা | মরা রা -মা I মপা রমা -পধণা | ধা -া পা I  
আ জ্ কে | আ০ মা র আ০ ধা০ ০০ বু | স ০ বি

ক্কা ক্কা -া | ক্কা ক্কা -পা I জ্জা জ্জা জ্জা | রা -জ্জা সা | I  
রা তে ব্ তা রা ০ ০ দি নের | র ০ বি

রা রজ্জা -মা | জ্জা -া রা I সা সা -পা | সা -া সা I  
মি ল০ ন ত্ ০ যা আ কু ল | প্রা ০ গে

সা -সা রা | রা -মা -পা I মপা -ধপা মা | জ্জা -রা -া II  
দে য্ না | দো ০ ল্ দ০ থিন্ হা | ওয়া ০ ০

II মা -মা মা | গা -া ধা I না না -া | না -সা সা I  
হ য্ ত বা ০ সে নি কী ধ | রা ০ তে

গা -গা গা | গা গা -া I গা গধা -পমা | মপা -ধপা জ্জা I  
আ স্ বে | মি ল ন্ মা লা০ ০০ | হা০ ০০ তে

রা রজ্জা -মা | জ্জা -া রা I সা -সা পা | সা -া সা I  
ম নে০ র এ ম ন দে য় সে | ফাঁ ০ কি

সা সা -রা | রা -মা পা I মপা -ধপা মা | জ্জা -রা -া II  
নি ত্ ই | ত ০ বু প০ ০০ চাও | রা ০ ০

## স্বরলিপি

আষাঢ়—কাফী

বাঁশী বাজাবে কবে আবার

বাঁশরীবালা ।

তব পথ চাহি' ভারত-যশোদা

জাগে নিরালা ॥

কৃষ্ণা-তিথির তিমির-হারী

ত্রিকৃষ্ণ এসো এসো মুরারী

ঘরে ঘরে আজ পুতনা

ভীতি হানিছে কালা ॥

কংস-কারার ভাঙো ভাঙো দ্বার

দেবকীর বুকে পাষণ-ভার

নামাও নামাও ;

যুগ যুগ সম্ভব পূর্ণাবতার,

নিরানন্দ দেশ হামুক আবার—

আনন্দে নন্দ-লালা ॥

মধা ও সুর—কাজী নজরুল ইসলাম

স্বরলিপি—জগৎ ঘটক

।। সা II { -। রমা -রা মা | পা -। ধা -রা I সা -। -। -। | না -স'না -ধপা -ধনা I  
 ।। শী ০ বা ০ ০ জা | বে ০ ক ০ বে ০ ০ ০ | আ ০ ০ ০ ০

. . .

নধা -পা -। -। | -। মা -ধা পা I মা -গা রা -সা | সধা -সা -। -। I  
 বা ০ ০ ০ ০ | ০ বা ০ শ রী ০ বা ০ | লা ০ ০ ০

সরা -গা -সরা -গপা | -গমা -গরা -সরা -গপা | -সা -। -। -ধা | -সা -। সা সা I  
 আ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০



-া -া -া -া II গাঁ -া গাঁ রাঁ | গাঁ -া গাঁ গাঁ I রঁমা -গাঁ গাঁ -সাঁ | সাঁ -া -া -া I  
০ ০ ০ ০ ক ং শ কা | রা বু ভা ডো ডো ০ ডো ০ | ছা ০ ০ বু

না নসাঁ খনা -া | না -সাঁ খনা -া I ধা খনা -খনধা ধা | পা -া -া -া I  
দে ব০ কী বু | বু ০ কে ০ পা যা ০ ০০০ ৭ | ভা ০ ০ বু

গা -া গপা -া | গা -মগা গসা -া I সা রা মা পা | ধা -া ধা ধপা I  
না ০ মা ও | না ০ মা ও যু গ যু গ | স ম্ ড ব০

পধা-রাঁ রঁসাঁ সাঁ | সাঁ -া -া -া I -া -া পা ধা | ধরাঁ -া -সাঁ সাঁ I  
পু বু গা ব | ডা ০ ০ বু ০ ০ নি রা | ন০ ০ ন্ দ

সাঁ -া -া নসাঁ | না -া -া না I পধা -না -পা মা | মা -ধা পা মা I  
দে ০ শ হা | হ ০ ক্ আ বা ০ ০ বু আ | ন ন্ দে ন

-গাঁ রা সা -া | পধা সা -া -া I সরা -গাঁ -সরা -গপা | -গমা -গরা -সরা -গরা I  
ন্ দ লা ০ | লা ০ ০ ০ ০০ ০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০০ . .

-সাঁ -া -া -ধা | -সাঁ -া সা সা II II  
০ ০ ০ ০ | ০ ০ বা নী



## স্বরলিপি

(ছন্দী)

তাল—তেতাল

জানে ন ছুঁগি ময় জানে ন ছুঁগি ময়  
জানে ন ছুঁগি ময় শ্যাম হো।  
রাখুঁগি নয়নন মে করুঁগি ময়  
টহল তুমারো তুম কহেও না মানো  
মেরে প্যারে বনওয়ারী।  
এতনি অরজ মোরি মানোবি হারি-জু  
রহো নএহিঁ আজকে রএন তুম কহো সেওয়াক  
কয়সে বাতিয়া বনওয়াত গিরধারী।

কথা ও সুর—ওস্তাদ রামকিষণ মিশ্র

স্বরলিপি—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী

### আম্ভারী

II না<sup>০</sup> সা<sup>১</sup> নর্সর্সা<sup>+</sup> সা<sup>৩</sup> | না<sup>০</sup> সা<sup>১</sup> গর্সগণা<sup>+</sup> ধা<sup>৩</sup> | পা<sup>০</sup> মা<sup>১</sup> পধণা<sup>+</sup> ধপা<sup>৩</sup> | মা<sup>০</sup> মা<sup>১</sup> পা<sup>৩</sup> জমজজজ I  
জা নে ন ০০ ছুঁ | ০ গি ময় ০০ ০ | ০ জা নে ০০ ন ০ | ছুঁ ০ গি ময় ০০০

রা<sup>০</sup> জা<sup>১</sup> রজমা<sup>+</sup> জা<sup>৩</sup> | রা<sup>০</sup> সা<sup>১</sup> - সা<sup>+</sup> জা<sup>৩</sup> রা<sup>০</sup> জা<sup>১</sup> মা<sup>৩</sup> | পা<sup>০</sup> মা<sup>১</sup> পধপমা<sup>+</sup> পা<sup>৩</sup> II  
০ ০ জা ০০ নে | ন ছুঁ ০ গি | ময় ০ ০ জা | ০ ম হো ০০০ ০

### ১ম অন্তরা

II মা<sup>০</sup> জা<sup>১</sup> রা<sup>৩</sup> মা<sup>৩</sup> | জা<sup>০</sup> রা<sup>১</sup> সা<sup>৩</sup> রা<sup>৩</sup> | না<sup>০</sup> সা<sup>১</sup> জা<sup>৩</sup> মা<sup>৩</sup> | পা<sup>০</sup> পা<sup>১</sup> গা<sup>৩</sup> মা<sup>৩</sup> I  
রা খুঁ গি নয় | ন ন মে ক | করুঁ গি ময় ট | হ ল তু ম

পা<sup>০</sup> না<sup>১</sup> সা<sup>৩</sup> রী<sup>৩</sup> | মা<sup>০</sup> জা<sup>১</sup> রা<sup>৩</sup> সা<sup>৩</sup> | রা<sup>০</sup> সা<sup>১</sup> না<sup>৩</sup> সা<sup>৩</sup> | নর্সর্সা<sup>০</sup> সা<sup>১</sup> গা<sup>৩</sup> পা<sup>৩</sup> II  
যো তু ম ক | হেও না মা নো | মে রে প্যা রে | ব ০০ ন ওয়া যি

## ২য় অন্তরা

II মা মা পা পা | গা পা না না | <sup>+</sup>সী -া সী সী | <sup>০</sup>রী না সী -া I  
এ ত নি অ | র জ মো রি | মা ০ নো বি | হা রি জু ০

<sup>০</sup>পা গা পা না | <sup>১</sup>সী রী জী রী | <sup>+</sup>মী জী রী সী | <sup>০</sup>সী পা না সী I  
র হো ন এ | হি আ জ কে | র এ ন তু | ম ক হো সে

<sup>০</sup>সী রী জী রী | <sup>১</sup>সী রী না সী | <sup>+</sup>রী জী জী রী সী | <sup>০</sup>রী সী গা পা II II  
০ ভয়া ক কয়ে | সে বা তি য়া | র ০ ০ ন ওয়া ত | গি র ধা রী

## আলাপচারী

শ্রী ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

আলাপচারী শব্দের যথার্থ ব্যুৎপত্তি কি তাহা আমরা মবগত নই; বোধ হয় রাগ আলাপের আচার—এই অর্থই ইহার প্রতিপাদ্য। একরূপ উপদেশ প্রাচীন দুই একজন গায়ক মুখেও শুনিয়াছিলাম যেন। যাহা হউক, আলাপচারী, আলাপ বা রাগালাপন অর্থে আমরা বুঝি—কণ্ঠ বা বস্ত্রসাহায্যে কোন রাগের রূপ বা মূর্তি নানা প্রকার ছন্দ, অলঙ্কার ও স্বরবিভাগ দ্বারা বিশিষ্টরূপে প্রদর্শন।

চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে দেখিয়াছি দুই একখানি রাগের আলাপচারী না করিয়া কোন গুণীই গান গাহিতেন না বা বস্ত্রবাদন করিতেন না। তখনকার দিনে আলাপ-চারীতে সূক্ষ্ম দৃষ্টি প্রকাশ করিতে না পারিলে গীত বা বস্ত্র বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিলেও বিদ্বান্

কলাবিৎ পর্য্যায়ে স্থান লাভ করা সম্ভবপর হইত না। তখন আমাদের সঙ্গীতে অমুরাগ থাকিলেও সঙ্গীতের মর্ম উপলব্ধি করিবার শক্তি ছিল না সত্য; তবু প্রাচীন গুণিগণের পুরুষোচিত স্বকণ্ঠে যখন গুরুগম্ভীর স্বরে গীত আলাপচারী শুনিতাম তখন না জানি কি এক অদ্ভুত অমুভূতি হৃদয়ে জাগরুক হইয়া দেহমন মত্তমুগ্ধবৎ নিম্ভল নিখর করিয়া দিত। সেই আসর ছাড়িয়া উঠিতে ইচ্ছা হইত না—কেন তাহা বুঝিতে পারিতাম না। কিশোর বয়সের সেই সদা চঞ্চল প্রকৃতি কোন্ এক মহাশক্তি বলে ধীর স্থির গম্ভীর হইয়া কেবল সেই অবোধ্য ধনিরাশির মধ্যেই নিমজ্জিত হইয়া চাহিত। কবি যথার্থই বলিচাছেন—“শিশুবেত্তি পশুবেত্তি বেত্তি রাগ-রসং কপিঃ।”

আর হয়, এখন তেহিনো দিবস গতাঃ। আজকাল আলাপ অভিধানে যাহা অভিহিত হয়, তাহা বহুক্ষেত্রেই প্রলাপ আখ্যালাভেরই ঘোণ্য। যথার্থ আলাপের কঙ্কালও আজকালকার আলাপে পরিলক্ষিত হয় না। কণ্ঠে রাগালাপ তো যথেষ্ট কৃচ্ছ সাধনার বস্তু, স্ততরাং সুদূর্লভ; যস্মৈ রাগের আলাপনও কচিং শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। যাহা শুনা যায় তাহাও নিতান্তই অপূর্ণাঙ্গ এবং তাহাতে হৃদয়ে উন্মাদনার উদ্বেক দূরে থাকুক আনন্দের আন্দোলনও সৃষ্টি করিতে বহু স্থলেই সক্ষম হয় না। কেন এমন হইল, ভাবিবার বিষয় সন্দেহ নাই। এখনও যে সকল সঙ্গীত ব্যবসায়ী হুনিপুণ কলাবিৎ বলিয়া প্রখ্যাত তাঁহারা বলেন—এ কালের শ্রোতৃবর্গ আলাপের মর্ষগ্রহণে অক্ষম, স্ততরাং আলাপচারী শুনিবার বা বুঝিবার ধৈর্য্য তাঁহাদের নাই; অর্থাৎ সরল ভাষায় যাহাকে বলা যায়—তাঁহারা আলাপের মহিমা উপলব্ধি করিতে শক্তিহীন। সেইজন্তই আলাপচারীর উৎকর্ষ সাধনের প্রয়াস না করিয়া গায়ক গুণিগণ ঠুংরী গজল এবং যন্ত্রী গুণিগণ গং-তোড়া সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে বাধ্য হন। ইহার সম্যক্ প্রমাণ দুই তিনটি বিশিষ্ট ক্ষেত্রে সমগ্র ভারতের শ্রেষ্ঠ গুণিগণের মজলিসে আমাদের স্বক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার দুর্ভাগ্যও ঘটিয়াছে। নিতান্তই দর্শকরূপে সেই সকল ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকায় তৎকালে বিনীত প্রতিবাদ করিবার সংসাহসও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এখন সভ্য শিক্ষিত সমাজে স্বাধীন সৌখীন অথচ কৃতী ও যথার্থ বিদ্বান্ কলাবিদগণের সাক্ষাৎ লাভও সুদূর্লভ। অন্তরিক্তে—অর্থ বিনিময়ে বাহারা সঙ্গীত কলানৈপুণ্য প্রদর্শনে বাধ্য তাহাদের স্বাধীন অভিমত যতই সুসঙ্গত হউক না কেন, অহুগ্রাহক অর্থদাতা শ্রোতৃবৃন্দের আচরণ সর্বথা অসঙ্গত হইলেও তাহার প্রতিবাদ করিবার প্রচেষ্টা অহুগ্রহজীবীর পক্ষে অশোভন ও অসম্ভব। কাজেই নিরুপায় সঙ্গীত ব্যবসায়িগণ নীরবে অনভিজ্ঞ শ্রোতৃবর্গের সর্বপ্রকার

খেয়াল পরিত্যক্ত করিয়া তাঁহাদের তরল চিত্ত বিনোদনের চেষ্টাই করিয়া থাকেন।

এই বিশাল ভারতের সঙ্গীতাহুরাগী জনমণ্ডলীর পক্ষে এরূপ একটি উচ্চ বিজ্ঞানসম্মত সঙ্গীত পদ্ধতির প্রতি এ হেন শোচনীয় ওদাসীত্ব ও উপেক্ষা—যেচ্ছারূতই হউক বা অজ্ঞতা নিবন্ধনই হউক—উহা যে কত বড় মানি ও কলঙ্কের কথা, স্বধীজন সহজেই তাহা অনুধাবন করিতে পারেন। প্রায় দশ বৎসর পূর্বে অসাধারণ কৃতিত্ব-সম্পন্ন সুপ্রসিদ্ধ গায়ক স্বর্গীয় আল্লাবান্দা খাঁ লক্কাশীধামে অবস্থিত ভারত ধর্ম মহামণ্ডল-গৃহে স্বামী জ্ঞানানন্দজির দরবারে অদ্বুত কলানৈপুণ্যপূর্ণ আলাপ, জোড়, ঝালা প্রভৃতি দ্বারা কণ্ঠে আলাপচারীর সুকোশল প্রদর্শনপূর্বক বলিয়াছিলেন—বাবুজি, জীবন তুচ্ছ করিয়া বহু বর্ষের অক্লান্ত শ্রমে যে বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলাম তাহার পরিচয় প্রদানের স্থান পাই না—এমনি দুর্ভাগ্য আমাদের! এমন কি আজকাল প্রপদ গান শুনাইবার শ্রোতাও আমরা পাই না, অর্থ তো বহু দূরের কথা। আজও আমরা রাজদরবারের আশ্রয়েই আছি সত্য, কিন্তু আমার প্রভুর চিত্ত সঙ্গীত দ্বারা বিনোদিত করিবার জগ্গ নয়,—আছি শুধু দরবারের শোভা বর্দ্ধনের জগ্গ; যেমন হাতী, ঘোড়া, বাঘ, ভালুক শত পক্ষী প্রভৃতি রাজার বাড়ীতে পালিত হয়—দরবারের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জগ্গ।

এই তো হইল অবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। এখন সঙ্গীতাহুরাগী দেশবাসিগণের নিকট এই বার্তাক্যক্ষিপ কণ্ঠে দুই একটি কাতর নিবেদন করিয়াই এই অপ্রীতিকর আলোচনার সমাপ্তি করিব। বস্তুতঃ আমরা মনে করি ভারতীয় সঙ্গীতকলার প্রকৃষ্ট অবদানই যে আলাপচারী তাহা সঙ্গীত বিজ্ঞানে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতাও বাহ্যিক আছে তিনি নিশ্চয়ই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। দুই চারিখানি গীতের ক্ষীণ কলেবরে একটি রাগের পূর্ণ বিকাশ সাধন সম্ভবপর নয়। রাগের পূর্ণ অভিব্যক্তি একমাত্র

আলাপচারীতেই সম্ভবপর। এ হেন সঙ্গীতের ঐচ্ছিক  
আলাপটি আজ নির্মম উপেক্ষায়—চিন্তাহীন ঔদাস্তে লুপ্ত  
হইতে বসিয়াছে ইহা স্বধীমণ্ডলীর পক্ষে শুধু অশোভন নয়,  
মতিমাত্র অকল্যাণকর—একথা বলাই বাহুল্য। অতিকায়  
ভারতের কোন্ নিভৃত প্রান্তে আলাপচারীতে জিয়াসিদ্ধ  
কোন্ গুণী বিদ্যমান রহিয়াছেন তাহার সম্যক সন্ধান  
আমরা অবগত নই। বোধাইএব অতি বৃদ্ধ কোকিল  
কণ্ঠ গায়ক আব্দুল করিম খাঁ এখনও জীবিত কিনা স্মরণ  
নাই—ভগবান তাঁহাকে শতায়ু করুন। স্বর্গীয় আল্লাবান্দা  
খাঁ ও ছাকর উদ্দীন খাঁর বংশধর প্রসিদ্ধ গায়ক নাসীর  
উদ্দীন খাঁ আজও ইন্দোরে রহিয়াছেন। কণ্ঠ সঙ্গীতে  
তাঁহার অনন্ত সাধারণ শক্তি দেশবিখ্যাত। ইনি কেবল

আলাপেই স্ফদক নহেন, স্বল্প স্বরবিচারে, এমন কি শ্রুতি  
স্বর প্রদর্শনেও তিনি অদ্বিতীয় শক্তিমান। যজ্ঞ সঙ্গীতে এ  
যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীণাবাদক রামপুর নবাব দরবারের  
খলিফা স্বর্গীয় উজীর খাঁর পৌত্র দবীর খাঁ এখন কলিকাতা  
নগরীতেই অবস্থান করিতেছেন। এই সকল গুণীর  
সাহায্যে আলাপচারীর সম্যক বিজ্ঞান শিক্ষাও তাহার  
উৎকর্ষ সাধনকল্পে আমাদের সঙ্গীতাত্মরাগী তরুণ সম্প্রদায়ের  
একান্ত সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য। আশাকরি বৃদ্ধের এই  
সনির্বন্ধ অনুরোধ অরণ্যে যোদনে পর্য্যবসিত হইবে না।

বারাস্তরে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে  
কণ্ঠ ও যন্ত্রে আলাপচারীর প্রাণালী সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ  
আলোচনা করিতে প্রয়াস করিব।

## নববর্ষের গান

শ্রীশুধীন চাকলাদার

নব সুরে আজি উঠিয়াছে বাজি

বিশ্ব-বীণাতে নূতন গীতি।

নব হাসি ভরা, এ নিখিল ধরা

পরে নব মালা নব ফুলে গাঁথি।

বিগত যত অতীতে মিশে

গিয়াছে সে যে করুণ হেসে

য়েথে গেছে কত, শোক ব্যথা শত,

কত স্মৃতিভরা মাধবী রাতি।

নব বরষের নবীন আভাস

আকাশ ভুবন উঠিল ছাপিয়া,

ভেদাভেদ ভুলি, এস সব মিলি

নূতন অরণ্যে ভরি' সব হিয়া।

নব ভাবে কর কুসুম চয়ন

নব প্রাণে কর বরষ বরণ

নূতন করিয়া লহগো বরিয়া

নূতন পথের নূতন সাথী।

## বেহালা শিক্কা প্রণালী

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

শ্রীরাখালদাস মজুমদার

নিম্নলিখিত অধ্যায়টিতে প্রথম স্বর হইতে প্রতি ৬ষ্ঠ স্বরে ভিন্ন ছড়ি দ্বারা অভ্যাস করিতে হইবে। ক্রমত অভ্যাসের সময় বিশেষ যত্ন লইতে হইবে।

৩৬। মা রা | পা গা | ধা মা | গা পা | সা ধা | রা গা | গা সা |

মা রা | পা গা | ধা মা | গা ধা | গা পা | রা মা | সা গা |

গা রা | ধা সা | পা গা | মা ধা | গা পা | রা মা |

নিম্নলিখিত অধ্যায়টিতে উপরেরটি অপেক্ষা তারের উপর ছড়ি চালান কঠিন। কারণ ইহাতে প্রথম স্বর হইতে প্রতি সপ্তম কিংবা অষ্টম স্বরে বাজাইতে হইবে এবং সেই নিমিত্ত এক তার হইতে অত্র তারে বাজাইবার সময় মধ্যে একটি লঙ্ঘন করিয়া ছড়ি চালাইবার সময় বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত, নতুবা অত্র তারে ছড়ি স্পর্শ করিতে পারে।

৩৭। মা গা | মা মা | পা মা | পা পা | ধা পা | ধা ধা | গা ধা |

গা গা | সা গা | সা সা | রা সা | রা রা | রা | গা রা | গা গা |

মা গা | মা মা | মা পা | মা মা | গা মা | গা গা | রা গা |

রা রা | সা রা | সা সা | গা সা | গা গা | ধা গা | ধা ধা |

পা ধা | পা পা | মা পা | মা মা |

ক্রমঃ

## স্বরলিপি

মিশ্র আসোয়ারী—কাহারবা

হিরণ কিরণে মৃদল চরণে

কে তুমি এলে গো শেফালি তল ?

অঞ্চল হ'তে ঝরিয়া পড়িছে

অমল ধবল কমল দল ।

স্নিগ্ধ বাতাস ছন্দে ছন্দে

উতলা আকুল মধুর গন্ধে

বেদন বাসরে পুলক শিহরে

মুছে গেছে গত নয়ন জল ।

পরানে পরানে অমুরনি ওঠে

কোন অতিথির বরণ শাঁখ

অস্তুর ভরি শ্যামলা ধরণী

শুনে যেন কার আকুল ডাক ।

মুকুলে মুকুলে যে স্বপনখানি

পুলকিয়া তুলে নিবিড় বনানী

পরশনে তার বাহিরে ভিতরে

সহসা জীবন হল সফল ।

পথ—সুরসেবক শ্রীহর্গেশচন্দ্র দত্ত

সুর—শ্রীবিনয়কুমার ভট্টাচার্য্য

স্বরলিপি—শ্রীস্বদেশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

### আস্থায়ী

I { ধা গা মা -া | রগা পমা গা -া I না সা গা -া | রদা না ধা -া I  
হি র গ ০ | কি ০ র ০ গে ০ মৃ হ ল ০ | চ র গে ০

ধা না রা -া | গা ধা ধা -া I পা ঋপধনা ধা -া | পা মগরা সন্ধা -া } I  
কে তু মি ০ | এ লে গো ০ শে ফা ০০ লি ০ | ত ল ০০ ০০ ০ ০

{ সা -া সা -া | না ধা ধা -া I পা ঋপধনা ধা -া | পা মা গা -া I  
অ ন চ ০ | ল হ তে ০ ঝ রি ০০ যা ০ | প ড়ি ছে ০

গা মা রা -া | গা মপা ধা -া I পমা গা রা -া | সন্ধা ধা -া -া } II  
জ ম ল ০ | ধ ব ০ ল ০ ক ০ ম ল ০ | দ ০ ল ০ ০

অন্তরা ও আভোগের ১ম ২ লাইন

II রা	-।	গা	-।	পা	মা	পা	-।	I ধা	ধা	ধা	-।	না	ধপা	ধা	-।	I
স্রি	গ	ধ	০	বা	তা	স	০	ছ	ন্	দে	০	ছ	ন্	দে	০	
মু	কু	লে	০	মু	কু	লে	০	যে	ঞ	প	০	ন	খা	নি	০	
ধা	না	-।	ধনসাঁ	না	ধা	ধা	-।	I পা	কপধনা	ধা	-।	পা	মা	গা	-।	I
উ	ত	০	লা০০	আ	কু	ল	০	ম	ধু০০	র	০	গ	ন্	ধে	০	
পু	ল	০	কি০০	য়া	তু	লে	০	নি	বি০০	ড	০	ব	না	নী	০	
সাঁ	সাঁ	-।	-।	না	-।	ধা	ধা	I পা	কপধনা	ধা	-।	পা	মা	গা	-।	I
বে	দ	ন্	০	বা	০	স	রে	পু	ল০০	ক	০	শি	হ	রে	০	
গা	মা	রা	-।	গা	মপা	ধা	-।	I পমা	গা	রা	-।	সন্	ধা	-।	-।	II
মু	ছে	গে	০	ছে	গ০	ত	০	ন০	য়	ন	০	জ০	ল	০	০	

সঞ্চারী

II সা	সা	সা	-।	সা	সা	ন্ধা	-।	I ন্	ন্	সা	-।	ন্	ধা	ধা	-।	I
প	রা	ণে	০	প	রা	ণে	০	০	অ	হু	র	০	নি	ও	ঠে	০
ধ্ন্	ধা	ধা	-।	রা	ধা	-।	-।	I ধা	ন্	রগমা	-।	রা	গা	-।	-।	I
কো	ন্	অ	০	তি	ধি	বু	০	ব	র	৭০০	০	শাঁ	ধ	০	০	
গা	পা	পা	-।	পা	পক্ষা	গা	-।	I গা	ক্ষা	পা	-।	ক্ষা	গা	গা	-।	I
অ	ন্	ত	০	র	ভ০	রি	০	শ্রা	ম০	লা	০	ধ	র	গী	০	
গা	ক্ষা	গা	-।	রা	ধা	ন্ধা	-।	I ধা	ন্	রগমা	-।	রা	গা	-।	-।	I
ও	নে	ধে	০	ন	কা	র০	০	আ	কু	ল০০	০	ডা	ক	০	০	

( আভোগের শেষের দুই লাইন )

সী সী সী -৭ | সী সী -৭ -৭ I না রা সী -৭ | না ধা ধা -৭ I  
প র শ ০ | নে তা র ০ বা হি রে ০ | ডি ত রে ০

রা রা গা -৭ | মপা ধা ধা -৭ I পা মা গা -৭ | রসনা ধা -৭ -৭ II  
স হ সা ০ | জী০ ব ন ০ হ ল স ০ | ফ০০ ল ০ ০

## সঙ্গীতে গ্রাম ও শ্রুতি

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সঙ্গীত-শাস্ত্রে তিনটি গ্রাম দৃষ্ট হয়, যথা—

“অথ গ্রামত্ৰয়ঃ প্রোক্তা স্বরসন্দোহরূপিনঃ ।

ষড়্জ মধ্যমগান্ধার সঙ্গীতভিন্দে সমাশ্রিতা ॥”

অর্থাৎ স্বর ও শ্রুত্যাতির একত্র মিলনে গ্রামের উৎপত্তি। গ্রাম তিন প্রকার, যথা—(১) ষড়্জ গ্রাম (২) মধ্যমগ্রাম ও (৩) গান্ধার গ্রাম। সঙ্গীতবিজ্ঞানবিদ মতঙ্গ বলেছেন—

“যথা কুটুম্বিনঃ সর্কেহপ্যেকৌভূতা ভবন্তি হি ।

তথা স্বরানাং সন্দোহো গ্রাম ইত্যভিদীয়তে ॥”

অর্থাৎ লোকে যেরূপ বাগদান, সমাজবন্ধন, জাতি, ধর্ম, সম্রাট্যর ও স্থানীয়মাদিযুক্ত হোয়ে অনেকগুলি একসঙ্গে বাগ কোরে গ্রাম (village) প্রস্তুত করে, সঙ্গীতেও সেদ্রুপ মূর্ছনা, তান, জাতি ও শ্রুতি প্রভৃতি সমন্বিত হোয়ে স্বরসকলের একজোড়বন্ধনে ষড়্জাদি গ্রামের উৎপত্তি হোয়েছে। সেই নিমিত্ত ভাগ্যকার “মূর্ছনাতানপ্রভৃতীনাম্ আভয়ঃ অবলম্বনভূতঃ স্বরসমূহঃ গ্রাম স্তাৎ” বলেছেন। এদের মধ্যে—

“ষড়্জমধ্যমনামানো গ্রামৌ গায়ন্তি মানবাঃ ।

ন তু গান্ধারনামানং স লভ্যো দেবযোনিভিঃ ॥”

অর্থাৎ ষড়্জ ও মধ্যমগ্রাম মর্ত্যালোকে মানবগণ কর্তৃক গীত হোয়ে থাকে এবং গান্ধারগ্রাম স্বর্গলোকে দেবগণ কর্তৃক গীত হয়। তবে মর্ত্যালোকে প্রচলিত ষড়্জ ও মধ্যম গ্রামের মধ্যে ষড়্জই প্রধান।

একণে ষড়্জাদি গ্রাম কাকে বলে ?

(১) যে কোন স্বরকে ষড়্জ (স) কোরে তার অমুগামী আর যে ছয়টি স্বর পাওয়া যায়, তাকে ‘ষড়্জগ্রাম’ বলে। এর ষড়্জ নাম হবার কারণ ‘ষট্জায়ন্তে বস্মাৎ সঃ ষড়্জঃ’—যা হোতে অপর ছয়টি স্বর উৎপন্ন হয়, তাকে ষড়্জ স্বর বলে। আর এ হতে সরগমপধন এই সাতটি স্বর আমরা প্রাপ্ত হয়ে থাকি।

(২) ষড়্জের মধ্যমকে ‘ম’ ধরলে, তার অমুগামী যে অপর ছ’টি স্বর পাওয়া যায়, তাকে ‘মধ্যমগ্রাম’ বলে, এতে মাত্র একটি নূতন (বিকৃত) স্বর কোমল নিষাদ (ণ) পাওয়া যায়।



(৩) ষড়জ গ্রামের গান্ধারকে ষড়জ ধরে তদন্তবর্তী যে ছ'টি সুর পাওয়া যায়, তাকে গান্ধার গ্রাম বলে। এতে আমরা চারিটি নূতন (বিকৃত) সুর যথা কড়ি মধ্যম, কোমল গান্ধার, কোমল ঋষভ ও কোমল ধৈবত (ক্ষ, জ্ঞ, ঋ, স) প্রাপ্ত হই। এ ছাড়া অপর দু'টি সুর পঞ্চম ও নিষাদ স্বাভাবিকই থাকে। যাহোক এ তিনটি গ্রাম পর্যালোচনা করলে আমরা পাই দ্বাদশটি সুর, যথা—

স র গ জ ম প ধ দ ন ণ = ৭টি শুদ্ধ + ৫টি বিকৃত।

তৎপরে সপ্তসুর পুনরায় উদারা, মোদারা ও তারা (খাদ, মধ্যম ও চড়া) এ তিন সপ্তক বা গ্রামে বিভক্ত তন্মধ্যে—

(১) উদারা—স্ ব্ গ্ ম প্ ধ্ ন্

মোদারা—স র গ ম প ধ ন

তারা—স' র' গ' ম' প' ধ' ন'

এদের পাঁচটি বিকৃত ঋ জ্ঞ ক্ষ দ ণ সুর ও ঐ স্বভাব প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে দেখা যাক 'ঋতি' বল্তে আমার বুঝি কি।

### ঋতি

ঋতি শব্দে আমরা বুঝি—

“প্রথম অবগাচ্ছদঃ শ্রুতে হৃদ্যমাত্রকঃ।

স। ঋতিঃ সম্পরিজ্ঞেয়া স্বরাবয়ব লক্ষণা ॥”

অর্থাৎ একটি শব্দের উৎপত্তি হোলে তা প্রথমে হৃদ্যমাত্রা স্বরূপ ঋতি হয়, এজন্ত বিশেষজ্ঞগণ স্বরারম্ভকাবয়ব শব্দ বিশেষের নাম 'ঋতি' বলেছেন। এর উপমা অনেকটা তরঙ্গমালার সঙ্গে দেওয়া যেতে পারে। জলে একটি ঢিল ফেললে জল ক্ষুদ্র হয় এবং তা হতে একটি দুটি ক্রমে ক্ষুদ্রতম হোতে ক্ষুদ্রতর, ক্ষুদ্র ও তদপেক্ষা বড়—এরূপ ক্রমিক তরঙ্গমালা উৎপন্ন হয়ে চতুর্দিকে প্রসারিত হতে থাকে। এক্ষণে ঋতি বল্তে আমরা উক্ত ক্ষুদ্রতম তরঙ্গ (বা কম্পন)-টিকে বুঝি।

শাস্ত্র ঋতিসংখ্যা দ্বাবিংশটি নির্দেশ করেন না; তবে পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞেরা তা স্বীকার করেন নি, তাঁর ২২টি ঋতির স্থানে সূক্ষ্মাংশ বা ঋতিসংখ্যা ৫৩টি বলে থাকে।

শাস্ত্র বলেন—

“ঋতিভ্যঃ স্যুঃ স্বরাঃ ষড়জ্বর্ষভগান্ধারমধ্যমাঃ।

পঞ্চমো ধৈবতাশ্চ নিষাদ ইতি সপ্ততে ॥”

অর্থাৎ সূক্ষ্ম শব্দতরঙ্গ বা ঋতি হোতেই সপ্তসুরের উৎপত্তি তারা পুনঃ “মঙ্গ্র, মধ্য চ তারাথ্যস্থানভেদাঙ্গিধামতাঃ” অর্থাৎ মঙ্গ্র, মধ্য ও তার সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত, এ পূর্বে বলা হয়েছে।

উক্ত দ্বাবিংশ ঋতির নাম, যথা—

“তীব্রাকুমুদতীমদ্রাচ্ছন্দোবত্যস্ত ষড়জগাঃ।

দম্বাবতী রঞ্জনী চ রতিকা ঋষভেস্থিতাঃ ॥

রৌদ্রী ক্রোদা চ গান্ধারে বজ্রিকাদৃথ প্রসারিণী।

প্রতিশ্চ মার্জ্জনোত্যোতাঃ ঋতমোমধ্যমাত্রিতাঃ ॥

ক্ষিতিরক্তা চ সন্দীপিত্বাণ্যাপিন্যাপি পঞ্চমে।

মদন্তী রোহিণী রম্যোত্যোতা ধৈবত সংশ্রয়াঃ ॥

উগ্রা চ ক্ষোভিণীতিদ্বৈ নিষাদে বসতঃ ঋতি ॥”

সঙ্গীত দর্পণ, ৫৩।৫

অর্থাৎ—	স	...	৪ ঋতি
	র	...	৩ ”
	গ	...	২ ”
	ম	...	৪ ”
	প	...	৪ ”
	ধ	...	৩ ”
	ন	...	২ ”

মোট—২২ ”

তবে দ্বাবিংশ ঋতি-সংস্থান নিয়ে বৈদিক ও আধুনিক বিভাগে যথেষ্ট মতভেদ আছে। আধুনিক মতবাদের

বলেন, প্রথমেই প্রথম শ্রুতিতে ষড়্জ উদ্ভূত হয়ে তৎপরে পর পর তিনটি শ্রুতিতে তরঙ্গাকারে গমন করে থাকে, অর্থাৎ কম্পন উৎপাদন করে। কিন্তু বৈদিক মতবাদী বলেন—তা নয়, অগ্রে ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রুতি প্রকৃত, তর ও তমরূপে পুষ্ট হোয়ে ৪র্থ শ্রুতিতে মূর্ত্ত হয় ও ষড়্জের আকার ধারণ করে। উভয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত মতটি দৃষ্টতঃ সত্য বোলে অস্বীকৃত হয় বটে যে, কোন প্রবেশ প্রথম আঘাত প্রয়োজন, তৎপরে আঘাতজনিত কম্পন (vibration) তম, তর ও স্বশ্বে ক্রমনিম্নতরঙ্গে বিলীন হয়ে যায়; কিন্তু শেণোক্ত বৈদিক মতও সমীচীন বোলে মনে হয়। কারণ কোন শব্দই একেবারে স্বশ্বেশের মধ্য দিয়ে না গিয়ে কখনও স্থূলরূপে প্রকাশিত হোতে

পারে না। এত বড় জগতও মহর্ষি কণাদ ও নৈয়ায়িক-গণের মতে অণু, দ্ব্যণু, ত্র্যসরেণু, চতুরণুক ক্রমে সৃষ্ট হোয়েছে। তাঁরা বলেন স্বশ্বে অণু বা পরমাণুই ওর কারণ। তর্কসংগ্রহটীকাকার বলেছেন—“তস্যাং রূপরহিতত্বাং বায়ুরপ্রত্যক্ষঃ। ঈশ্বরস্য চিকীর্ষাবশাং পরমাণু ক্রিয়া জায়তে। ততঃ পরমাণুদ্বয়সংযোগে সতি দ্ব্যণুকমুৎপদ্যতে। ত্রিভির্দ্ব্যণুর্নৈকঃ ত্র্যণুকম্ এবং চতুরণুকাদিক্রমেণ মহাপৃথিবী, মহত্য আপঃ, মহৎ তেজঃ, মহাবায়ুঃ উৎপদ্যতে।”

এর দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, কোন স্বর উৎপন্নের পূর্বে কণ্টার ইচ্ছা প্রথমে উদ্ভূত হয়, তৎপরে তাতে বাতাস vibrated হয় এবং vibrationএর ক্রমোচ্চাধিক্যে অবশেষে যথার্থ স্থূলমূর্ত্তি স্বরটি প্রকটিত হয়।

## গান

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর, বি. এ.

দূরে—অতিদূরে—

শ্রাবল মাঠের বুক-চেরা ওই

সুদূর পথের সুরে।

কাজ্লা কালো মেঘের মায়ায়

বিজলী-হানা আলো ছায়ায়

বেপথুমানা আঁধার রাতে

যাত্রা সুদূরে।

বাখা বেদন বিরহ রাগে

সজল আঁখি পিছনে আগে

সঙ্গীহীন পাখ চলে

কোন্ সে সুদূর পুরে

দূরে—অতিদূরে।

## স্বরলিপি

দেশ মিত্র—একতারা

দূরে, মনপুরে,  
কে যেন বাজায় মিলন বাঁধরী  
সকরণ মৃদু সুরে।

আজি সুরভি দখিনা বায়ে  
মুকুলিত মন-ছায়ে ॥  
কোন মরমীর মরমের বাণী,  
বনে বনে কেঁদে বুঝে ॥

আজি নিবিড় বাদল সাঁঝে,  
ভুলে যাওয়া স্মৃতি মাঝে  
কোন্ সে বিরহ মিলনের গীতি  
বাজে দূরে নব-সুরে ॥

কথা ও সুর—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

স্বরলিপি—কুমারী রেখা ভট্টাচার্য

II সা -দা পা | -মা মপা মপা | জ্ঞা -রা সা | -া -া -া I  
দু ০ রে | ০ ম০ ন০ | পু ০ রে | ০ ০ ০

• • ০ সরা রা -মা | জ্ঞা রমজ্ঞা -রসা | সরা রা জ্ঞরজ্ঞা | সরা সা গা I  
কে০ যে ন | বা জ্ঞা০০ ০য় | মি০ ল ন০০ | বা০ শ রী

০ গা সা জ্ঞা | মা ধা গা | ধগা -মগা -সগা | দা -পা -পা II  
স ক ক | গ য় ছ | হ০ ০০ ০০ | রে ০ ০

জ্ঞা জ্ঞা II { রা জ্ঞা দা | -পা মা পা | ধা -১ -গা | গধা -স'গা -ধগা I  
আ জি স্ব র ডি দ ধি না বা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

[স' জ' স'] ১ [স' -১ -মা | -১ -১ -১]  
মা ধা ধা | গা ধা গা | ধগা -ধগা -স'গা | দা -পা -মা } I  
মু কু লি ত ম ন ছা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

জ্ঞা -পা পা | দা গা গধস'গা | দা পা গদা | পা মা মা I  
কো ন ম র মী ০০ ০ র ম র মে র বা কী

মপা মপা মা | জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | রসা -রা -সা | সা -১ -১ I  
ব ০ নে ০ ব নে কে দে কু ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

জ্ঞা জ্ঞা II { জ্ঞা মা মা | জ্ঞা স্বা জ্ঞা | মা -ধা -ধগা | গধা -স'গা -ধগা I  
আ জি নি বি ড বা দ ল সা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

মা স্বা -স'স' | স'জ' স্বা -স' -গা | গা গস' ধা | গস'গা -ধগা -১ } I  
কু লে যাও রা ০ ০ স্ব তি মা ০ ০ ০ ০ ০ ০

গা -স' গস' | গা -দা -পমা | মা পা দপা | -দপমা জ্ঞা জ্ঞা I  
কো ন সে বি র হ ০ মি ল নে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

সা -রা জ্ঞরসরা | সা গা গা | সরা -জমা -জরা | সা -১ -১ II I  
বা ছে দু ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

## হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

প্যারে মিয়ার তিরোধানের পর ভগ্নহৃদয় উজীর খাঁ সাহেব আর বেকীদিন জীবিত থাকেন নাই। সেই দুর্ঘটনার দুই-তিন বৎসরের মধ্যেই খাঁ সাহেব সঙ্গীতজগৎ অন্ধকার করে মহাপ্রস্থান করেন। খাঁ সাহেবের দেহ যেরূপ সূদৃঢ় ছিল, তাতে আরো কুড়ি বৎসরকাল তিনি স্বচ্ছন্দে সুস্থদেহে থাকতে পারতেন—কিন্তু অসহ পুত্র-শোকেই তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় ও কালব্যাদির আক্রমণ হয়। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে খাঁ সাহেব ইহলীলা সম্বরণ করেন। ছোষ্ঠ-পুত্রের মৃত্যুর পর যে কয়েক বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন, তাঁর প্রাণপণ চেষ্টা ছিল যাতে তাঁর বংশগত অমূল্য সঙ্গীত সম্পদ আপন বংশে উপযুক্ত আধারে রক্ষিত হয়। তিনি দেখলেন যে তাঁর পৌত্র দবীর খাঁ ও কনিষ্ঠ পুত্র সগীর খাঁই তাঁর প্রতিভার উপযুক্ত অধিকারী। এঁদের শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ ক'রে যাওয়াই তখন তাঁর জীবনের কাজ হ'ল। ঈশ্বরকৃপায় তাঁর সে চেষ্টা যথার্থই সফল হ'ল। দবীর খাঁ বীণায়ন্ত্রে উজীর খাঁ সাহেবের সমুদয় বিদ্যাই আয়ত্ত করে নিলেন অতি অল্প কালে। সগীর খাঁ ও কনিষ্ঠ-সঙ্গীতে খাঁ সাহেবের বিদ্যা ও অতুলনীয় স্বরমাণ্ডল্যের প্রতিক্রম দেখাতে লাগলেন। বিধির বিধানে ইহারাই খাঁ সাহেবের বিদ্যা ও স্বরলালিত্যের অধিকারী হলেন—এঁদের দ্বারা খাঁ সাহেবের বংশ উজ্জল রইল।

শিষ্যদের মধ্যে খাঁ সাহেবের সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন আল্লাউদ্দিন খাঁ। আল্লাউদ্দিনের তুল্য তপস্বী বর্তমান-যুগে কেহ হন নি। ইনি প্রাচীন মুন বালকগণের মত সর্বস্ব ত্যাগ করে অতি কঠোর তপস্যায় সঙ্গীতসাধনা ক'রে গেছেন—বৎসরের পর বৎসর। খাঁ সাহেবের প্রতি ইহার ভক্তি বর্তমান সময়ে গুরুভক্তির এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। উজীর খাঁ সাহেবও তাই আল্লাউদ্দিনকে পরম স্নেহের

সহিত স্বরোদ যন্ত্র, রবাব ও স্বরশৃঙ্গারের বাদ্যপদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে গেলেন—বহু গানও শেখালেন যা কোনও শিষ্য কখনও পান নি।

আজ খাঁ সাহেবের তিরোধানের পর একদিকে দবীর খাঁ সাহেব বীণায়ন্ত্রে তাঁরই অপূর্ণ ঝঙ্কারের রেশ আনতে পেরেছেন সগীর খাঁ তাঁরই কণ্ঠের মিষ্টতা ও ধ্রুপদ হোরির অননুকারণীয় পদ্ধতির ছবি দেখাতে পেরেছেন আর শিষ্যদের মধ্যে আল্লাউদ্দিন সঙ্গীতগুরুর কীর্তিস্বরূপ সারা ভারতে সঙ্গীত বিতরণ করছেন। ইহাদের দ্বারাই খাঁ সাহেব আজও অমর হয়ে রইলেন। উজীর খাঁ সাহেব সারা ভারতের সঙ্গীত সৃষ্টির পিছনে রয়েছেন—তাঁর প্রেরণা আমরা পাচ্ছি হিন্দুস্থানের দিকে দিকে যেখানেই উচ্চাঙ্গের ও মধুর সঙ্গীত শুনতে পাই—সেখানেই খাঁ সাহেবের প্রভাব জ্বলন্তমান দেখতে পাচ্ছি। খাঁ সাহেব জীবিতকালে যেরূপ অদ্বিতীয় সঙ্গীতগুরুরূপে পূজা পেয়েছেন মৃত্যুতেও সেই পূজার বেদীতে তাঁর স্থান চিরদিনের জন্ত রইল।

উজীর খাঁ সাহেবের মৃত্যুর কিছুকাল পর রামপুরের বরেন্দ্র নবাব হামিদ আলিও দেহত্যাগ করলেন। খাঁ সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র খলিফা সগীর খাঁ সাহেব অতঃপর রামপুর ছেড়ে কলিকাতা মহানগরীতে আগমন করেছেন—স্বর্গীয় রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পৌত্র সঙ্গীতসাধক কুমার কেমেন্দ্রমোহন ঠাকুর, অঙ্কগায়ক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে এবং আমাদের তাঁরা সঙ্গীত শিক্ষা দিচ্ছেন। ঈশ্বর আশীর্বাদে তাঁরা দীর্ঘজীবী হয়ে ভারতে উচ্চ সঙ্গীতের উজ্জল গৌরবময় যুগের উদ্বোধন করুন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা। এঁদের জীবনী অন্ত প্রবন্ধে আমরা পরে প্রকাশ করব।

ক্রমণ:

## স্বরলিপি

## ছায়ানট—ত্রিতাল

কোন করত তোরি বিনতি পিয়ারওয়া  
শাস ননদী তন আওয়া সুন্দরওয়া  
ছাঁড় দে মোহে আজ লঙ্গরওয়া।  
পানী ঘাট পর আওয়া ন অবহু,  
রাত বীত গয়ী ক্যায়সে ঘর যাউ,  
মান রাখ অব সখীকে কন্থাইয়া ॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—স্বামী ভূর্গেশানন্দ

আরোহণ—সা, রা, গা মা পা, না ধা, সা; অবরোহণ—সানা ধাপা, জাপা ধাপা, গামা রাসা;  
মড়—পা, রা, গা মা পা, মা গা, মা রাসা। ইহার বাদী রা ও সখাদী পা, আবোহণে না এবং অবরোহণে গা  
ব দিতে হয়। ইহার গ্রহ সুর ধা এবং ত্রাস সুর পা; কামোদের সঙ্গে ইহার অনেক মিল আছে। ইহাতে পঞ্চম ও  
ব সঙ্গে সঙ্গে রাগিতে হয়। অনেকে ইহাকে স্বাভাবিক ভাবে অর্থাৎ কড়ি মধ্যম ব্যতীত না করিয়া গীত করেন।

## আস্থারী

০ সা ধা ধা পা ১ জা পা ধা পা + পমা মা গা মা ৩ রা নরা সা -১ I  
কো ০ ন ক র ত তো রি বি ন তি পি হা র ওয়া ০

সরা পধা ধা পা রা গমা মমা পা পমা মা গা মা রা রা সা -১ I  
কো ০ ০ ০ ন ক ০ রত ০তো রে বি ০ ন তি পি যা র ওয়া ০

সা -১ রা রা গা মা পা পা নধা সা না ধা পা জধা পা রা I  
শা ০ স ন ন দী ত ন আ ০ ও য়ে হু ন র ০ ওয়া ০

পা -১ রা রা গা মা ধা পা পমা মা গা মা রা নরা সা -১ I  
ছাঁ ০ ০ ড় দে ০ মো হে আ ০ ০ জ ল ক র ০ ওয়া ০

অস্তুরা

II <sup>০</sup>পা -। -। <sup>১</sup>পা | <sup>১</sup>না <sup>১</sup>ধা <sup>১</sup>সী <sup>১</sup>সী | <sup>+</sup>সী <sup>১</sup>না <sup>১</sup>রী <sup>১</sup>সী | <sup>০</sup>না <sup>১</sup>ধা <sup>১</sup>পা -। I  
পা ০ ০ নী ঘা ট প র আ ও য় ন অ ব হঁ ০

ক্রা -। -। <sup>১</sup>পা | <sup>১</sup>ক্রা <sup>১</sup>পা <sup>১</sup>ধা <sup>১</sup>পা | <sup>১</sup>রা <sup>১</sup>গা <sup>১</sup>মা <sup>১</sup>পা | <sup>১</sup>গমা <sup>১</sup>রা <sup>১</sup>সী -। I  
রা ০ ০ ত বী ত গ য়ী ক্যায় সে ঘ র যা ০ ০ উ ০

সা -। <sup>১</sup>গা <sup>১</sup>গা | <sup>১</sup>মা <sup>১</sup>পা <sup>১</sup>পা <sup>১</sup>পা | <sup>১</sup>সী <sup>১</sup>না <sup>১</sup>ধা <sup>১</sup>পা | <sup>১</sup>ক্রা <sup>১</sup>ধা <sup>১</sup>পা -। I  
মা ০ ০ ন রা থ অ ব স খী কে কন্ হা ই ঘা ০

তান

১। <sup>১</sup>ন্সা <sup>১</sup>রগা <sup>১</sup>মপা <sup>১</sup>ধপা | <sup>+</sup>পগা <sup>১</sup>মরা <sup>১</sup>গমা <sup>১</sup>ধপা | <sup>০</sup>গমা <sup>১</sup>পগা <sup>১</sup>মরা <sup>১</sup>সসা I

২। <sup>১</sup>পপা <sup>১</sup>মগা <sup>১</sup>রগা <sup>১</sup>মমা | <sup>+</sup>রসা <sup>১</sup>ন্সা <sup>১</sup>রগা <sup>১</sup>মপা | <sup>০</sup>ধপা <sup>১</sup>গমা <sup>১</sup>রসা -। I

৩। <sup>+</sup>সনা <sup>১</sup>ধপা <sup>১</sup>ক্রপা <sup>১</sup>ধপা | <sup>০</sup>গমা <sup>১</sup>পা <sup>১</sup>গমা <sup>১</sup>রসা I

৪। <sup>+</sup>সসা <sup>১</sup>ররা <sup>১</sup>গমা <sup>১</sup>পপা | <sup>০</sup>মপা <sup>১</sup>মগা <sup>১</sup>রগা <sup>১</sup>মপা I <sup>০</sup>মগা <sup>১</sup>রগা <sup>১</sup>মমা <sup>১</sup>রসা | <sup>১</sup>ন্সা <sup>১</sup>রগা <sup>১</sup>মপা <sup>১</sup>ধনা I

৫। <sup>+</sup>সরী <sup>১</sup>সনা <sup>১</sup>ধপা <sup>১</sup>মগা | <sup>০</sup>রগা <sup>১</sup>মপা <sup>১</sup>গমা <sup>১</sup>রসা I

৬। <sup>১</sup>ন্সা <sup>১</sup>ররা <sup>১</sup>সরা <sup>১</sup>গগা | <sup>+</sup>রগা <sup>১</sup>মমা <sup>১</sup>গমা <sup>১</sup>পপা | <sup>০</sup>গমা <sup>১</sup>ধপা <sup>১</sup>সসী <sup>১</sup>ধপা I <sup>০</sup>পসী <sup>১</sup>ধপা <sup>১</sup>ক্রপা <sup>১</sup>ধপা

<sup>১</sup>পগা <sup>১</sup>মরা <sup>১</sup>গমা <sup>১</sup>ধপা | <sup>+</sup>ন্সা <sup>১</sup>রগা <sup>১</sup>মপা <sup>১</sup>ধপা | <sup>০</sup>মগা <sup>১</sup>মরা <sup>১</sup>সসা -। I

## রামদাস, সুরদাস ও তানসেন

শ্রীশ্রীচাকুভূষণ প্রামাণিক

আনুমানিক ১৫০০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর নিকট সিহী নামক একটি গওগ্রামে ব্রহ্মভট্ট বা ভাটকুলে সুরদাস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বাবা রামদাস গোয়ালিয়ारी, গায়েরন্দা। রামদাস অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। রামদাসের সাতটি পুত্র ছিল। ছয়টি পুত্র যুদ্ধে মুসলমান-দগের হস্তে নিহত হয়—কেবল সর্বকনিষ্ঠ অঙ্ক সুরদাস পিতার নয়নের মণি হইয়া জীবিত রহিলেন।

সেই সময় গোয়ালিয়র প্রাচীন সঙ্গীত-বিদ্যায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। রামদাস সঙ্গীতে ব্যুৎপত্তি লাভ পরিবার নিমিত্ত সেখানে অনেকদিন বাস করিয়া সঙ্গীত শিক্ষা করেন এবং পরে অতি উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতজ্ঞরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আকবরের গুরু বৈরাম খাঁ রামদাসের গানের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শ্রোতা ছিলেন। রামদাসের মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বৈরামের চক্ষু অশ্রুতে গিয়া যাইত। রাজকোষের অতি সঙ্কটময় আর্থিক অবস্থার দিনেও তিনি রামদাসকে লক্ষ্যমাত্রা দান করিয়াছিলেন। আকবরের সময়ের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক দাউদী কখনও কাহারও প্রায়ই স্তুতি করিতেন না। কিন্তু তাঁহার মত লোকও রামদাসের গানের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। ইহাতে স্বতঃই প্রতীয়মান হয় যে রামদাস অতি উচ্চ শ্রেণীর গায়ক ছিলেন।

সুরদাস জন্মকর্তা ছিলেন। কিন্তু কথিত আছে যে সুরদাস জন্মকর্তা ছিলেন না। যৌবনে সুরদাস এক পূজারিণীর বপকল্প রূপলাবণ্যে বিমুগ্ধ হন। একদিন পূজারিণী মন্দির ত্যাগ করিয়া ঘাইবার সময় সুরদাস তাঁহার অনুসরণ করেন। কিছুদূর ঘাইবার পর পূজারিণী পশ্চাৎ ফিরিয়া

দেখিলেন যে একটি সুন্দর যুবক তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। তখন তিনি রাগিয়া অতি তীব্রকণ্ঠে বলিলেন “তোমাকে দেখিয়া জ্ঞানী ব্রাহ্মণ যুবক বলিয়া বোধ হইতেছে; তুমি কি জ্ঞান আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এতদূর অনুসরণ করিয়াছ?” সুরদাস লজ্জিত হইয়া বলিলেন; “আমার একটি বিশেষ প্রার্থনা আছে, তাহা পূর্ণ করিবে কি?” পূজারিণী বলিল, “যদি সম্ভব হয় ত করিব।” সুরদাস বলিলেন, “আমার ধর্মকর্মের বিঘ্নরূপ এই চক্ষুটি তুমি কণ্টক বিদ্ধ করিয়া দাও।” এই সময় হইতে তিনি অন্ধ।

যুদ্ধ বয়সে সুরদাস বিষমী লোকদের নিকট হইতে দূরে থাকিবার জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া সাধু বৈরাগীর জীবন বন্দাবনে বাস করিতেন। সম্রাট আকবর তাঁহার স্তুতি শুনিয়া বন্দাবনের মুসলমান শাসনকর্তাকে দিয়া সুরদাসকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। সম্রাটের চিঠিতে লেখা ছিল “বন্দাবনে সুরদাস নামে এক বিখ্যাত কবি ও গায়ক আছে শুনিয়াছি, তাঁহাকে আমার নিকট পাঠাইবে।” সুরদাস প্রথমে যাইতে স্বীকৃত না হওয়ায় বন্দাবনের মুসলমান শাসনকর্তা তাঁহাকে সর্বিনয়ে বলিলেন, “আপনি সাধু; আপনি ইচ্ছা করিলে না যাইতে পারেন; সম্রাট আপনার কিছুই করিতে পারিবেন না; কিন্তু আপনি না যাইলে হৃদয় সম্রাট আমার চাকরী নষ্ট করিয়া দিবেন।” ইহার পর আকবরের সহিত সুরদাস ফতেপুর সিক্রিতে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। আকবর গান শুনিবার নিমিত্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সুরদাস সঙ্গে সঙ্গে গান রচনা করিয়া গাইলেন—

“কহা ভগৎ কো কাম ?

সীকরী মে

কহা ভগৎ কো কাম ?



আঁওৎ যাৎ পান হৈয়া ফাটা ভুল গয়ে হরিনাম।  
জা কো মুখ দেপে হোয় পাতক, তাকো করো পরনাম।  
ফির কভয়ে এইগী জিন করিও সুরদাসকে শ্রম।

কহা ভগৎ কো কাম ?

সীকরী মেঁ কহা ভগৎ কো কাম ?”

এই গানটা তিনি এরূপ অন্তরের সহিত গাহিয়াছিলেন যে সম্রাট ও তাঁর পারিষদবর্গ কিছুকালের জন্য মস্তমুগ্ধবৎ বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়াছিল। ইহার পরও তিনি সম্রাটের আদেশে কৃষ্ণপ্রেম বিষয়ক অনেকগুলি গান করেন। সম্রাটের পরিষদবর্গ তাঁহাকে সম্রাটের গুণ বর্ণনা করিয়া একটি গান করিতে বলিলে তিনি চূপ কবিতা রহিলেন। তখন তাঁহার এক শিষ্য আকবরকে বলিলেন “সাধু হইবার পর সুরদাসজী পরমেশ্বর বাতীত অস্ত্র কাহারও মহিমা কীর্তন করেন না।” তখন আকবর বলিলেন, “আমি তোমাকে ভাল কবি ও গায়ক বলিয়া জানিতাম; এখন দেখিতেছি তুমি প্রকৃত সৎ সাধুও বটে।” তখন সম্রাট তাঁহাকে একশতাংশ “মনসব” উপহার দিতে চাহিলে তিনি বলেন, “আমি সাধু মানুষ, এ মনসব লইয়া কি করিব! আপনি ইহা দরিদ্রদিগকে দান করিবেন।”

সুরদাস প্রথমে শৈবধর্মাবলম্বী ছিলেন। পরে বলভাচার্য্যের নিকট দীক্ষিত হইয়া কৃষ্ণের উপাসনা আরম্ভ করেন। মহাপ্রভু বলভাচার্য্য ব্রজভাষায় আটজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত-কবির নাম দিয়ে “অষ্টছাপ” স্থাপিত করেন। তাহাদের মধ্যে সুরদাসের আসন ও মান সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। কবিত্বে তাহার আসন কত উর্দ্ধে ছিল তাহা এই শ্লোকে প্রকাশ পায়—

“সুর সুরজ, তুলসী শশী, উড়গণ কেশোদাস।

অব্ কে কবি খদ্যোত সন, ষিগা উঁহা হোত প্রকাশ।”

সুরদাসের অল্পম কবিত্বশক্তি, ভাবের ও ভাষার জালিত্য এবং হৃন্দের সাবলীল গতি পাঠকের মনকে অপূর্ণ

আনন্দরসে পূর্ণ করিয়া দেয়। তাঁহার বাৎসল্যভাবের ও মাতৃস্নেহের মধুরতায় মন মুগ্ধ হয়—

“চন্দ্র খিলানো ল্যাহোঁ মাইয়া মেরৌ, চন্দ্র খিলানো লইহৌ।  
ধোঁরী কো পায় পানান করি হো বেলী, শির ন গুঁথে হৌ।  
জৈ হৌ লোট অভই ধরলীপর, তেরৌ গোদ ন অই হৌ।

লাল কাই হৌ নন্দ ববা কো, তেরো সুন কাই হৌ।

কান লায় কছু কহৎ যশোলা দাউ হি নাহি গুনই হৌ।

চন্দ্রাহত অতি সুনন্দর তোহি নবল দুলাহিমিয়া বিয়ে হৌ।

তেরৌ সৌ মেরৌ গুন মৈয়া, অবহি বিয়াহন জৈহৌ।

সুরদাস সব সখা বরাভৌ নূতন মঙ্গল গৈ হৌ।”

যথাসম্ভব ঐতিহাসিক সত্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তানসেনের জীবনীর উপাদান অতি সামান্যই পরিদৃষ্ট হয়। তানসেনের পিতার নাম মকদ্দ পাড়ে। ইনি ছিলেন গোড়ীয় ব্রাহ্মণ। “শিবসিংহ-সুরজ”এ লিখিত আছে যে তানসেন ১৫৩১-১৫৩২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তানসেন ছিলেন বেশ খরস্রোতের মানুষ। তাহার শত্রুরের বর্ণ ছিল কাল। প্রথমে তানসেন বৃন্দাবনের হরিনাস স্বামীর নিকট কবিতা রচনা এবং সঙ্গীত শিক্ষা করেন। তৎকালে গোয়ালিয়রের স্থধী সাধক মহম্মদ ঘোষ একজন খুব বিখ্যাত গায়ক ছিলেন। তানসেন কিছুদিন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রথম যৌবনে তানসেন শের সাহের পুত্র দৌলত খাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। কিছুকাল তিনি দৌলত খাঁর বন্ধু এবং সভাগায়করূপে আগ্রায় রাজদরবারে বাস করিয়াছিলেন। দৌলত খাঁর মৃত্যুর পর তিনি মধ্যভারতে রেওয়া রাজ্যের অস্থঃপাতী বান্দোর রাজা রামচাঁদ সিংহ বিদেলার সভাগায়করূপে বহু বৎসর অতিবাহিত করেন। রাজা রামচাঁদ তানসেনকে যথেষ্ট সম্মান ও অর্থ দান করিতে কোন দিন কুণ্ঠিত হন নাই। তানসেন অনেক উৎকৃষ্ট রূপদ গানে রাজারামের যশ ও মহিমা কীর্তন করিয়া তাঁহাকে অমর করিয়া গিয়াছেন—

“এ রাজারাম নিরঞ্জন হিন্দুপতি স্থলতান  
কিরো করতার, সকল সৃষ্টি ভরণ পোখন।  
অতি প্রবীণ বীরভান-নন্দন অতি জগবন্দন  
দলিত্ত হরণ শুভ করণ যো লাগতি,  
মহাজানী গুণনিধান হর দুখন।  
অতুল শুভাব্ যাকো কৈসে বরণন আবে  
দশদিশ লোগ সব গাবে যখন  
যেসে দিন চন্দ্রভান জপ রাজত  
ঐ সে দিন রহো নরেশ, তানসেন য়হ কখন ॥”

ক্রমশঃ তানসেনের খ্যাতি দেশবিদেশে ছড়াইয়া পড়িল। বাদশাহ ইব্রাহিম খাঁ তখন নিজ দরবারে তানসেনকে লইবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু তানসেন রাজারামের সভা ত্যাগ করিয়া আসিতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

নানা বৈচিত্র্যময় ঘটনাবলীর মধ্যে আকবর দিল্লীর অধিপতি হইয়া ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে জালালুদ্দিন কর্ণী নামক এক মনসবদারকে রীষায় পাঠাইয়া তানসেনকে নিজ দরবারে আসিবার জন্য অহুরোধ করিলেন। তানসেন এবার সম্রাটের আহ্বান অমান্য করেন নাই। তিনি তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি আকবরের দরবারে অতিবাহিত করেন। তিনি অনেক গানে আল্লার মহিমা কীর্তন ও মুসলমান রাজাদের গৌরব বর্ণনা করিয়াছেন তথাপি তাঁহার রচিত পরব্রহ্ম, শিব, উমা, সূর্য্য, ত্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি দেবতাগণের বিষয়ে রচিত গানের ভাব ও ভাবার লালিত্যহইতে তাঁহাকে উচ্চ শ্রেণীর ভক্তিশ্রবণ হিন্দু-সাধক ব্যতীত আর কিছু ছিলেন বলিয়া ধারণা হইত না।

পূর্বে বলিয়াছি যে তানসেনের সঙ্গীতগুরু ছিলেন হরিদাস স্বামী। তিনি সংসার ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া যুগ্মাবনে সাধুসন্ন্যাসীর জ্ঞান জীবন বাপন করিতেন এবং তদ্ব্যবহিত সঙ্গীতরূপ পরব্রহ্মের তত্ত্ব সাধন করিতেন। আকবর হরিদাস স্বামীর প্রকৃত গুণের সংবাদ পাইয়া

তাঁহার গান শুনিবার নিমিত্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং তাঁহাকে দরবারে আনাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করেন। হরিদাস স্বামী দরবারে আসিতে রাজী না হওয়ায় আকবর স্বয়ং তানসেনের সহিত তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হন। হরিদাস স্বামী সমাগত আকবরের সমক্ষে গান করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন তানসেন কোণে তাহাকে গান গাওয়াইবার নিমিত্ত নিজে ইচ্ছাপূর্ব্বক তুল করিয়া একটি গান গাহিতে আন্তরিক করিলেন। তখন হরিদাস স্বামী শিষ্টের ভ্রম সংশোধন করিবার মানসে গান আরম্ভ করিলেন। স্তম্ভুৎ বংশীনিদানে আশীষ যেমন অভিজ্ঞত হয় সম্রাট আকবর সেইরূপ হরিদাস স্বামীর অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সঙ্গীত শ্রবণে ভাবাবেশে কিয়ৎকালের নিমিত্ত বাহ্যজ্ঞান রহিত অবস্থায় রহিলেন। হরিদাস স্বামীর আশ্রম ত্যাগ করিবার সময় আকবর তানসেনকে শুধাইলেন, “তানসেন, তোমার গান তোমার এই গুরু জায় হৃদয় হয় না কেন?” উত্তরে তানসেন বলিলেন “মহারাজ, আমি গান করি একজন সামান্ত পার্শ্ব সম্রাটের দরবারে; আর আমার গুরু গান করেন স্বয়ং পরমেশ্বরের দরবারে।”

আকবরের দরবারে লিখিত ফারসী ইতিহাস অনুসারে জ্ঞাত হওয়া যায় যে তিনি ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তানসেনের মৃত্যুর পর গোয়ালিয়রের পার্শ্বভাগে দুর্গের সান্নিধ্যদেশে মহম্মদ ঘোসের সমাধিস্থানের পার্শ্বে মুক্ত প্রাঙ্গণে তাঁহার পবিত্র দেহ সমাহিত করা হয়।

প্রাচীন সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহ অহুরাগ সত্ত্বেও তানসেন কয়েকটি নূতন রাগিণী সৃষ্টি করেন—মির্জাকিমনার, দরবারী কান্ড়া প্রভৃতি। তানসেন অতি উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন। তাঁহার রচিত দেবদেবীর বর্ণনার কবিতা সাধকের মনে ধর্মের পবিত্র রূপ ফুটাইয়া তুলে। প্রাকৃতিক বর্ণনার চিত্রগুলি আত্ম ও ভাবকের মনকে কল্পনালোকে পাঠাইয়া দেয়—

“হেম কিরিটিগী উষাদেবী কনক-বরগী।  
সবিতা-গেহিগী উদত মধুর হাস জগ হসায়ো  
সিন্ধু-বারি উদত ভানু, বিমল সোহ জৈসে

মার্টেঁ দিসানায়রী।

কনক-গাগরী পানী ভরি ভরি মঙ্গল অসনান করায়ো ॥  
বিহগ মধুর ললিত তান গাঠৈ ভুবন নব জীবন।  
আজদ মগন সব জগজন মঙ্গল গীত গায়ো ॥  
আয়ী উষা কবলনেত্রী, গায়ত্রী, জগধাত্রী  
লেকে অরুণ-কিরণ-মঙ্গল তানসেন মানস তামস  
দূর লিয়ো ॥”

স্বরদাস ও তানসেনের মধ্যে পরম বন্ধুত্ব ছিল।  
উভয়ে উভয়ের প্রতিভা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া বন্ধুত্ব স্থাপন  
করেন এবং ক্রমশঃ সে সম্বন্ধ আরও নিবিড় হইয়াছিল  
তানসেন স্বরদাসের রচিত গান গাহিতে বিশেষ আনন্দ  
পাইতেন। কথিত আছে স্বরদাসের রচিত “যশোদা  
বার বার হয়ো ভাখে। হ্যা কই ব্রজ হিতু হমায়ো চলত

গোপাল হি রাখে।” এই গানটি তানসেনের মুখে  
তানিয়া আকবর মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং প্রায়ই তিনি এই  
পদটি গাইতে বলিতেন। তানসেন আকবরের সভায়  
নবংস্ত্রের একজন ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে সর্বদা দিল্লীতে  
থাকিতে হইত; এজন্য স্বরদাসের সঙ্গে তাঁহার বড় একটা  
দেখা সাক্ষাৎ হইত না। বহুদিন পরে স্বরদাসের একটি  
ভজন গাহিয়া তানসেন খুসী হইয়া স্বরদাসকে চিঠি  
লিখিলেন—

“কি ধোঁ স্বর কো পর লগেও কী ধোঁ স্বর কি পীর।  
কি ধোঁ স্বর কি তন লগেও তনমন দহত শরীর ॥”

উত্তরে স্বরদাস নিয়লিখিত চিঠি লিখে পাঠান—

“বিধনা এহ জিয়া জান কর, শেষ ন দিহো কান,  
ধরা মের সব ভোলতা, তানসেন কি তান।”

বোধ হয় উভয়ে উভয়ের গুণে ও নিবিড় প্রেমে মুগ্ধ  
হয়ে এই পত্রগুলি লিখেছেন।

## ছলনা

ত্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

‘ভিক্ষা দাও’ বলি ডাকে বালক ভিখারী,  
খিড়খির দুয়ারে আসি’ কহিছে ফুকারি’।  
‘হাত-জোড়া’, ‘ফিরে এস’ গৃহিণী কহিল,  
মূহূর্ত্তের মধ্যে বালক মিলাইয়া গেল।  
হাতে চাল, কাঁদে গিল্লী “ভিখারীর বেশে  
বুঝিবা দেবতা কোন্‌ ছলি’ গেল এনে”।

# বিদায় বাণী

### কানাড়া মিশ্র-দাদরা

মরম ব্যথা শেষ না হ'তে গাইল বাউল শেমের গান,  
বিদায় স'ঙ্গে বিষাদ ঘোরে বেদন ব্যথায় আকুল প্রাণ

इय्यनि बला बलार याश।

রইল বাকী ব'লতে তাহা

ভাবের ঘরে ভাবুক হয়ে হয়নি পরম্পরের দান,  
ভায়ে ভায়ে অমন ভাবী হয় যেন গো ভগবান ॥

कथा—श्रीमृगैश्वरप्रसाद सर्वसाधिकारी

ସ୍ବର—ଶ୍ରୀପ୍ରମଥନାଥ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ

স্বরমিপি—শ্রীইলা বন্দ্যোপাধ্যায়

II    <sup>+</sup>রা    জা    মা    <sup>o</sup>রা    -জা    সা I    সা    -া    ধ্গা    গ্গা    -রা    সা I  
ম    র    ম    বা    o    থা    শে    ষ্    না o    হ    o    তে

মা -রা মা | মা -পা পা I মপা মপধা -পা | জ্ঞা -া -রা I  
 গা হ ল বা ০ উল শে০ ষে০০ বু গা ০ ন

রা	না	-সা	ধা	-গা	পা I	পা	ম্পা	-সা	সা	-া	সা I
বি	দা	য়	সা	০	ঝে	বি	যা ০	দ	ঘো	০	ঝে

সাঁ রা -মা | মা -পা -। I মপা মপা -ধপা | জ্ঞা -। -রা II  
বে দ ন্ ব্য থা য ব্যাং কুং লুং

II { <sup>+</sup>সা -সা সরী | <sup>০</sup>মা -রা মপা I রমা রমা -পধণা | ধা -া \* পা I  
হ য় নি০ ব ০ লা০ ব০ লা০ ০০ বু যা ০ হা

ক্ষা -ক্ষা ক্ষা | ক্ষা ক্ষা -পা I -জা জা জা | রা -জা সা } I  
র ই ল বা কী ০ ০ বল তে তা ০ হা

সা সা -ধা | সরী না -সা I ধা গা -সা | মা মা -া I  
ভা বে বু ঘ০ রে ০ ভা বু ক হ য়ে ০

ধা -ধা ধা | ধা গা -মা I রমা পা -ধা | মা -মা -া I  
হ ঙ্গ নি প র স প০ রে বু দা ন্ ০

সাঁ মাঁ -া | জাঁ -জাঁ -া I রাঁ রাঁ -জাঁ | রাঁ -জাঁ সাঁ I  
ভা য়ে ০ ভা য়ে ০ অ ম ন্ ভা ০ বী

সা -সা রা | পমা জা -া I -া রা জা | সা সা -া I  
হ য় য়ে ন০ গো ০ ০ ভ গ বা ন্ ০



## স্বরলিপি

## টৈল্লবী মিশ্র—দাদরা

অন্ধ নয়ন খোল গো খোল

জীবন নদী বহিয়া যায়

প্রাণের বেদীতে জাগিল দেবতা

মনোমন্দিরে ডাক রে তায়।

শত রবি শশী তাহারি চরণে

জ্বলিছে নিত্য নবীন বরণে,

আনন্দ-জোয়ারে ঘিরে চারিধার

লুটায় ধরণী তারি পায়।

বন্ধ এ তব অন্তর মাঝে

ডাকো ডাকো সেই বিশ্বরাজে,

ধন্য হইবে জনম তোমার

তাহারি পুণ্য প্রেম-কণায়।

ধা—শ্রীনরেশ্বর ভট্টাচার্য্য

স্বর—শ্রীবিনোদবিহারী গাঙ্গুলী

স্বরলিপি—কুমারী পারুলপ্রভা দাশগুপ্তা

+	I	সা	-সা	গ্‌স্‌স্‌সা	২	গ্‌	গ্‌দা	-গ্‌	I	সা	গা	সগা	-মা	মা	মা	I
		অ	ন	ধ ০ ০ ০		ন	য়	ন		খো	ল	গো	০	খো	ল	

মা	পা	পা	-সাঁ	গা	দপমা	I	জমা	জপা	মা	জা	-খা	সা	I
জী	ব	ন	০	ন	দী ০ ০		ব ০	হি ০	ঘা	না	০	য়	

সসাঁ	সাঁ	সাঁ	সাঁ	খাঁ	সাঁ	I	গা	ধা	গা	গ্‌দা	গ্‌দা	পা	I
প্রা	ধে	র	বে	দী	তে		জা	গি	ল	দে	ব	ভা	

সা	জা	সজা	-সজমপা	পা	মা	I	জরা	জা	খা	সা	-াঁ	-াঁ	II
য়	নো	য ০	০ ০ ০ ন	দি	রে		ভা	ক	রে	ভা	০	য়	

II  $\begin{matrix} + \\ \text{জ্ঞা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ১ \\ \text{মা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ২ \\ \text{গা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ৩ \\ \text{দা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ৪ \\ \text{দা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ৫ \\ \text{গা} \end{matrix}$  I  $\begin{matrix} ৬ \\ \text{সী} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ৭ \\ \text{সী} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ৮ \\ \text{সী} \end{matrix}$  |  $\begin{matrix} ৯ \\ \text{গস'খী} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ১০ \\ \text{খী} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ১১ \\ \text{সী} \end{matrix}$  I  
শ ত র বি শ শী তা হা রি চ ০ ০ ব গে

$\begin{matrix} ১২ \\ \text{স'গা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ১৩ \\ \text{স'গা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ১৪ \\ \text{স'গা} \end{matrix}$  |  $\begin{matrix} ১৫ \\ \text{সী} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ১৬ \\ \text{-া} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ১৭ \\ \text{সী} \end{matrix}$  I  $\begin{matrix} ১৮ \\ \text{গস'গা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ১৯ \\ \text{গজ'জ্ঞা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ২০ \\ \text{সী} \end{matrix}$  |  $\begin{matrix} ২১ \\ \text{স'গা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ২২ \\ \text{দা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ২৩ \\ \text{পা} \end{matrix}$  I  
জ লি ছে নি ০ ত্য ন ০ বী ০ ০ ন ব র গে

(  $\begin{matrix} ২৪ \\ \text{প'গা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ২৫ \\ \text{-দা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ২৬ \\ \text{-পা} \end{matrix}$  |  $\begin{matrix} ২৭ \\ \text{-মা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ২৮ \\ \text{-জ্ঞা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ২৯ \\ \text{-া} \end{matrix}$  ) } I  $\begin{matrix} ৩০ \\ \text{সী} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ৩১ \\ \text{রী} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ৩২ \\ \text{স'র'জ্ঞা} \end{matrix}$  |  $\begin{matrix} ৩৩ \\ \text{জ্ঞা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ৩৪ \\ \text{জ্ঞা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ৩৫ \\ \text{জ্ঞা} \end{matrix}$  I  
০ ০ ০ ০ ০ ০ আ নন্ দ ০ ০ জ্ঞো যা রে

$\begin{matrix} ৩৬ \\ \text{জ্ঞা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ৩৭ \\ \text{মী} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ৩৮ \\ \text{মী} \end{matrix}$  |  $\begin{matrix} ৩৯ \\ \text{রী} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ৪০ \\ \text{সী} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ৪১ \\ \text{-া} \end{matrix}$  I  $\begin{matrix} ৪২ \\ \text{স'মা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ৪৩ \\ \text{মা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ৪৪ \\ \text{-া} \end{matrix}$  |  $\begin{matrix} ৪৫ \\ \text{মপা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ৪৬ \\ \text{মপদা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ৪৭ \\ \text{পা} \end{matrix}$  I  
ঘি রে চা রি খা ব লু টা য ধ ০ র ০ ০ গী

$\begin{matrix} ৪৮ \\ \text{মজ্ঞা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ৪৯ \\ \text{রা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ৫০ \\ \text{জ্ঞা} \end{matrix}$  |  $\begin{matrix} ৫১ \\ \text{জ্ঞা'খা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ৫২ \\ \text{-া} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ৫৩ \\ \text{-সা} \end{matrix}$  II  
তা ০ রি পা ০ য

II  $\begin{matrix} + \\ \text{জ্ঞা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ১ \\ \text{-া} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ২ \\ \text{জ্ঞা} \end{matrix}$  |  $\begin{matrix} ৩ \\ \text{খা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ৪ \\ \text{খা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ৫ \\ \text{সা} \end{matrix}$  I  $\begin{matrix} ৬ \\ \text{সা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ৭ \\ \text{-রা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ৮ \\ \text{রমা} \end{matrix}$  |  $\begin{matrix} ৯ \\ \text{মা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ১০ \\ \text{মা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ১১ \\ \text{মা} \end{matrix}$  I  
ব ন্ ধ এ ত ব অ ন্ ত র মা বে

$\begin{matrix} ১২ \\ \text{রা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ১৩ \\ \text{মা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ১৪ \\ \text{মা} \end{matrix}$  |  $\begin{matrix} ১৫ \\ \text{পা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ১৬ \\ \text{পা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ১৭ \\ \text{পা} \end{matrix}$  I  $\begin{matrix} ১৮ \\ \text{পা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ১৯ \\ \text{-া} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ২০ \\ \text{পা} \end{matrix}$  |  $\begin{matrix} ২১ \\ \text{মপা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ২২ \\ \text{-রমপদা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ২৩ \\ \text{পা} \end{matrix}$  I  
ভা কো ডা কো সে ই বি ০ খ রা ০ ০০ ০০ জে

$\begin{matrix} ২৪ \\ \text{সী} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ২৫ \\ \text{-া} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ২৬ \\ \text{সী} \end{matrix}$  |  $\begin{matrix} ২৭ \\ \text{সী} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ২৮ \\ \text{রী} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ২৯ \\ \text{জ্ঞা} \end{matrix}$  I  $\begin{matrix} ৩০ \\ \text{জ্ঞা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ৩১ \\ \text{মী} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ৩২ \\ \text{জ্ঞা} \end{matrix}$  |  $\begin{matrix} ৩৩ \\ \text{খী} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ৩৪ \\ \text{সী} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ৩৫ \\ \text{-া} \end{matrix}$  I  
ধ ০ গ্ হ ই বে জ ন ম তো মা ব্

$\begin{matrix} ৩৬ \\ \text{স'মী} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ৩৭ \\ \text{মা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ৩৮ \\ \text{মা} \end{matrix}$  |  $\begin{matrix} ৩৯ \\ \text{মপা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ৪০ \\ \text{-দা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ৪১ \\ \text{পা} \end{matrix}$  I  $\begin{matrix} ৪২ \\ \text{জ্ঞরা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ৪৩ \\ \text{জ্ঞা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ৪৪ \\ \text{জ্ঞা} \end{matrix}$  |  $\begin{matrix} ৪৫ \\ \text{খা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ৪৬ \\ \text{-া} \end{matrix}$   $\begin{matrix} ৪৭ \\ \text{সা} \end{matrix}$  II I!  
তা হা রি পু ০ ০ গ্য প্রে ০ ম ক গা ০ য

## শ্রীখোল বাদ্য প্রণালী

শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার, বি. এ.

### অনুক্রমণিকা

কীর্তন এবং খোলবাদ্য বর্তমানে যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহাতে এই দুইটি জিনিষকে বাংলার নিজস্ব সম্পদ বলা যায়। কারণ বাংলা দেশেই ইহাদের উৎপত্তি এবং বাংলা দেশেই ইহাদের প্রসার। আমাদের যতদূর ধারণা তাহাতে মনে হয় যে প্রাচীন যুদ্ধ বা মর্দল নামক তাল যন্ত্রই শ্রীগৌরান্দেবের সময় হইতে ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত হইয়া বর্তমান খোলে পরিণত হইয়াছে এবং ইহার বাদ্যপ্রয়োগ বিধিতেও নানাপ্রকার নূতনত্ব দেখা দিয়াছে। যুদ্ধের এই নূতন রূপ প্রদান এবং ইহার বাদ্যবিধিতে নানাপ্রকার নব নব ছন্দ এবং প্রণালীর প্রবর্তন বাংলার বৈষ্ণবগণেরই কৃতিত্ব। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলার এই অভিনব সৃষ্টি যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়া এবং হৃদয়গ্রাহী হইয়াও সমগ্র ভারতের সঙ্গীত সমাজ কর্তৃক গৃহীত হয় নাই। ইহা বাংলা দেশেই অবরুদ্ধ রহিয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ ক্রপদ, খেয়াল প্রভৃতি সঙ্গীতে লোকের লক্ষ্য নিবদ্ধ হয় স্বরবিত্তারে এবং ছন্দোবৈচিত্র্যে; কথার প্রতি কাহারও বিশেষ লক্ষ্য থাকে না। কিন্তু কীর্তন শুধু সঙ্গীত নহে। ইহাতে সঙ্গীত, ধর্ম এবং কাব্য এই তিনটি বিষয় একত্র হইয়াছে এবং সেইজন্য ইহাতে কথাগুলিই অজ্ঞাত বিষয় হইতে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। তান এবং লয় শুধু গুণীভূত (subordinate) ভাবে সেই কাব্যরসেরই প্রকাশে সাহায্য করিয়া থাকে; কখনও প্রধান হইয়া দাঁড়ায় না। সেইজন্যই হয় ত লয় তানজগণ কীর্তন গান এবং খোল বাদ্যের প্রতি তেমন আকৃষ্ট হইতে পারেন নাই। কিন্তু বাস্তবিক কীর্তন গানেও লয় তানের মাধুর্য যথেষ্ট

রহিয়াছে। তবে তাহার নিয়ম প্রণালী বৈঠকী গানের নিয়ম প্রণালী হইতে পৃথক। অনেকেই এইসব না জানিয়া নিজ নিজ সংস্কারের (prejudice) বশবর্তী হইয়া কীর্তন গানের প্রতি অযথা অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। খোল বাদ্যের এই আলোচনা দ্বারা সঙ্গীতকলাবিদগণ যদি কিছুমাত্রও কীর্তন গান এবং খোলবাদ্যের প্রতি আকৃষ্ট হন তাহা হইলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

### পরিভাষা

প্রত্যেক বিজ্ঞান দর্শন অথবা যে কোন শাস্ত্রের আলোচনা করিতে গেলেই তত্ত্ব শাস্ত্রে বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত কতকগুলি শব্দ পাওয়া যায় সেই পারিভাষিক শব্দ সমূহের (technical terms) সঙ্গে সম্যক পরিচয় না থাকিলে কোন শাস্ত্রের আলোচনা অসম্ভব। সুতরাং আমরা প্রথমেই শ্রীখোল বাদন বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দগুলির যথাসম্ভব ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব।

১। বর্ণ বা বাণী—যুদ্ধে আঘাত করিলে যে অব্যক্ত ধ্বনি (inarticulate sound) নির্গত হয় সেই ধ্বনিকে আমরা শিকার সৌকার্যার্থ ব্যক্ত ধ্বনিতে কল্পনা করিয়া, তা, থি, ধা, ধিন্ প্রভৃতিরূপে প্রকাশ করি। এগুলিকেই বর্ণ বা বাণী বলা হয়। সঙ্গীতদামোদর্যকার, এগুলির “পাচবর্ণ” সংজ্ঞা দিয়াছেন। অনেক সময় দুইটি বা ততোধিক বাণী দ্রুত নির্গত হইয়া মিশ্র বাণীর সৃষ্টি করে।

২। বোল—কতকগুলি বাণী যখন একত্রী কৃত হইয়া ছন্দোবিশেষে গ্রথিত হয় তখন সেই বাণী সমষ্টিকে বোল বলা হয়।



৩। লয়—লয়স্বত্তে লিঙ্গস্বত্তে অনেক ইতি লয়ঃ, অথবা লয়স্বত্তি ব্রহ্মস্বত্তি সাম্যং গীতাদয়োহত্র ইতি লী+অল্=লয়ঃ অর্থাৎ গীত বাদ্যের মাত্রা কালঃ এবং প্রস্থনের সমতাকে (harmony) লয় বলা হয়। কিন্তু খোল বাদকগণ প্রত্যেক ছন্দের বা তালের প্রাথমিক সহজ বোলকেই (যাহাকে তবলা বাদকগণ ঠেকা বলেন) লয় অথবা লয়া বলিয়া থাকেন।

৪। পরণ বা প্রবন্ধ—সঙ্গীতের সময় গায়ক যেমন গমক, গিট্কারী, প্রভৃতি দ্বারা স্বরের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেন, বাদকও তদ্রূপ লয় বাজাইবার পর ক্রমে তাহাতে নানা প্রকার বিচিত্র ছন্দের সংযোগ করিয়া বাদ্যের চমৎকারিত্ব বৃদ্ধি করেন। সেইরূপ বাদ্যকে পরণ বা প্রবন্ধ বলা হয়। আধুনিক অনেক বাদক প্রবন্ধ বলিতে শোত্র বাদ্যকে (যে বোল বাজাইবার সময় তাহার ধ্বনির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া নানা প্রকার শ্লোক আবৃত্তি করা হয়) বুঝিয়া থাকেন। প্রবন্ধ অনেক প্রকার, যথা—হাত, ঘাত, মাতন, লহর, মুচ্ছন ইত্যাদি।

৫। লহর—লয়ের পথেই মৃদু আঘাত করিয়া অথবা গুপা দিয়া যে পরণ বাজান হয় তাহাকে লহর বলা হয়। অনেক বাদক এই প্রকার প্রবন্ধকে টুকির বাদ্য বা কাহারবন্দী বোল বলিয়া থাকেন।

৬। হাত—যে পরণগুলিতে কোন জটিলতা নাই, প্রথমাবধি শেষ পর্যন্ত প্রায় একই রকমের ছন্দে রচিত সেগুলিকে হাত বলা হয়।

৭। ঘাত—জটিল এবং দীর্ঘ পরণকেই ঘাত বলা হয়। কেহ কেহ তেহাই যুক্ত প্রবন্ধকেই ঘাত বলেন।

৮। ছকা—ইহাও একপ্রকার ঘাত কিন্তু ইহার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া কোন বাদকের নিকট সম্ভাব্যজনক উত্তর না পাওয়াতে ইহার লক্ষণ বলিতে পারিলাম না।

৯। জমাট—কীর্তনে অনেক সময় খোল করতাল সজোরে বাজাইয়া উচ্চ স্বরে এবং সমবেত কণ্ঠে এক কথার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। ইহাকে এবং তৎ কালীন বাদ্যকে জমাট বলা হয়। তবে জমাট বলিতে সাধারণতঃ গৌরচন্দ্রিকার শেষ পদের এইরূপ আবৃত্তিকেই বুঝাইয়া থাকে।

১০। মাতন—জমাটের যে বাদ্যে স্বভাবতঃই এত নৃত্যের আবেশ হয় তাহাকে মাতন বলা হয়।

১১। মুচ্ছন—পরণ বাজাইবার সময় গীতবাদ্য একটু দ্রুতমাত্রিক হইয়া যায়। যে বাদ্য দ্বারা পরণ শেষ করিয়া পুনরায় গীতবাদ্যকে ধীরগতিযুক্ত লয়ে আনয়ন করা হয় তাহাকে মুচ্ছন বলা হয়। সহজ কথায় বাদ্য শেষ করিবার বোলকেই মুচ্ছন বলা হয়। ময়নাডোল নিবাসী বাদকগণ ইহাকেই পরণ বলেন। সঙ্গীত দামোদরে ইহাকে ছন্দন বলা হইয়াছে।

“বাদ্যং বিমুচ্যতে বেন ছন্দনং তন্নিগদ্যতে”

১২। তাল—কোন ছন্দের যে যে স্থান প্রবলিত (accented) হয় সেইস্থানগুলিকে তাল বলা হয় বাদ্যের বিভিন্ন ছন্দকেও সাধারণতঃ তাল বলা হয় যেমন রূপক তাল, তেওট তাল ইত্যাদি।

১৩। সম—সঙ্গীতের বা বোলের ছন্দে যে স্থানে সর্বাঙ্গপেক্ষা অধিক প্রস্থান হয় এবং ছন্দের যে স্থানে গীত বাদ্য শেষ করিবার ইচ্ছা সর্বাঙ্গপেক্ষা বেশী হয় তাহাকেই সম বলা হয়। সাধারণতঃ সমেই গীতবাদ্য শেষ হয় বলিয়া ইহাকে মান বা মোকামও বলা হয়।

১৪। ফাঁক—ছন্দের যে স্থানে সর্বাঙ্গপেক্ষা লঘু প্রস্থান হয়, তাহাকে ফাঁক বলে। অনেক সময় শুধু ছন্দের আবর্তনের হিসাব রাখিবার জন্তই ফাঁকের ব্যবহার হয়।

১৫। কোবী—যদি ক্রমান্বয়ে একাধিক ফাঁক থাকে অর্থাৎ ঐ ফাঁকগুলির ব্যবধানে যদি তাল না থাকে তাহা হইলে ঐ ফাঁকগুলিকে কোবী বলা হয়।

১৬। কাল—তাল ফাঁক এবং কোবী সমূহের ব্যবধানস্থিত মাত্রাকে কাল বলা হয়।

১৭। আবর্তন—কোন ছন্দের এক সম হইতে অল্প সম পর্যন্ত তাহার এক এক আবর্তন বা ওয়াদ্য হয়।

১৮। মাত্রা—কোন ছন্দের এক আবর্তন হইতে অল্প আবর্তন পর্যন্ত সময়ের ছন্দোগত পরিমাপের একককে (unit) মাত্রা বলা হয়। সঙ্গীত দামোদরকার এই মাত্রার একটা সময় পরিমাণ নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন।  
৫খা—

কালেন যাবতা পাণি পর্যোতি জাক মণ্ডলে।

স মাত্রা কবিত্তি: প্রোক্তা হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুতো মতা।

ইহাতে সম্বন্ধে শুধু প্রাথমিক বোধ জন্মিতে পারে। কিন্তু ইহাতে মাত্রা শব্দের প্রকৃত সংজ্ঞা (logical definition) হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

১৯। পদ—ছন্দের এক প্রশ্বনের স্থান হইতে অল্প প্রশ্বনের স্থান পর্যন্ত এক একটি পদ।

২০। তেহাই—কোন বোল তিনবার বাজিবার পর তাহার শেষ বর্ণ আসিয়া সমে পতিত হইলে তাহাকে তেহাই বলা হয়।

২১। গুরু, লঘু—কোন বোলের গ ঘ জ ঝ প্রভৃতি ঘোষ বর্ণ বহুল অংশকে গুরু এবং ক খ ত থ প্রভৃতি অঘোষ বর্ণবহুল অংশকে লঘু বলা হয়।

২২। ছন্দ—বোলের গতি দ্বিগুনীকৃত হইলে তাহাকে ছন্দ বলা হয়।

২৩। অনাঘাত বোলের কোন মাত্রার বা তাল ফাঁকের স্থানে যুদ্ধে আঘাত না পড়িলে তাহাকে অনাঘাত বলা হয়।

২৪। আড়ি—কোন বোলের কোন স্বাভাবিক প্রশ্বনের স্থানে যদি প্রশ্বনিত বাণী ব্যবহৃত না হয়, অথচ সেই স্থানে কল্পনায় প্রশ্বন ধরিয়া নিতে হয় তবে সেই বোলকে আড়ি বোল বলা হয়। অনাঘাতেও একপ্রকার আড়ির সৃষ্টি হইয়া থাকে।

২৫। মাথট—বান্দো ঘাঁত প্রয়োগ করিয়া তাচা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই অনেক সময় খুব বিরল সন্নিবিষ্ট বোল বিশেষ অপেক্ষাকৃত ধীরগতিতে বাজান হয়। ইহাকেই মাথট (slow) করা বলা হয় এবং উক্ত বোল বিশেষকেই মাথটের বোল বলা হয়।

২৬। হাতুটী—কীর্তন গান আরম্ভ করিবার সময় প্রথমেই একবার করতাল সহযোগে কতকগুলি খোল বাজান হয়। ঐ সময়ের বাদ্যগুলিকেই হাতুটীর বাদ্য বলা হয়।

২৭। মেল জমাত—কীর্তন গান আরম্ভ করিবার সময় সমস্ত গায়ক একটি বিশেষ সুরে গোল করতাল সহযোগে কণ্ঠ মিলাইয়া লন। এই মিল করাকে মেল জমাত বা আপত্তন (inauguration) বলা হয়। (ক্রমশঃ)

## বৈশাখী

শ্রীফণিভূষণ মৈত্র

বৈশাখে কাল বৈশাখে।

আল-ভাড়া ঐ ধানের ক্ষেতে মনের ময়ূর ঐ ভাকে।

আবাচ আসার স্বপন জাগে—

মাঠের কাটল-হিয়ার ফাকে,

মেঘের মাছুর বিছায় বাণী

তড়িৎ-মারার মৈনাকে।

দ্বিগুণে যাত্রা এক ঝড়ের বাথায় তল্লাসী—

কোন মেনকা মস্ত্র টানে তোমায় নবীন সন্ন্যাসী;

জাগর মরুর জালায় ধু ধু—

জাগল কি ঘোর নেশাই শুধু,

শিউলি-হরণ পথের সাথী

কুড়ির কদর কৈ রাখে।

## তেলেনা

বাগীশ্বরী—ত্রিতাল\* (জুতগতি)

তাহুম তানা দেরে দীম্ তা দেরে না,  
 তোম দের দের না দের না দীম তোম  
 দের দের তোম না,  
 তাদাবে তোম্ নানা তা নানা তোম দের না ॥  
 তাদিয়া দীম তানা তানা দীম তান।  
 তাদানি নি তান্না তাহুম দারে দানি ॥  
 ম গ র স ন ধ ন ধ ম ধ ন স স র স ম ধ ন স  
 ন ধ ন গ গ র স ম গ র স ন ধ প ধ ম ন ধ প  
 ম গ র স ম স ন ধ ম ম ম ন গ র গ স  
 ওদানি দানি দীম দীম দীম তা দেরেনা  
 ধা ঘেনে জাগ ধিন তেরেকেটে গদিঘেনে নাগদিং  
 তেরেকেটে ধা নাগদিং তেরেকেটে ধা  
 নাগদিং তেরেকেটে ধা ॥

রচনা ও স্বরলিপি—শ্রীবিনোদ চক্রবর্তী, বি. এ.

## আস্থারী

II { সা সা -া মা | জ্ঞরা -সন্না -ধ্ণা গ্ণা | সা -া -া মা | জ্ঞা রা সা -া } I  
 তা হু ম্ তা | না দে ০০ ০ রে | দী ম্ ০ তা | দে রে না ০

গ্ণা ধ্ণা -া মা | মা ধ্ণা -া সা | সা রা -সরা মা | জ্ঞা রা রা -সা I  
 তোম্ দের ০ দের | না দেয় ০ না | দীম্ তোম্ ০০ দের | দেয় তোম না ০

সা মা -া ধা | গা পা -া ধা | মপধা গা -ধপমা জ্ঞা | মা জ্ঞা -া রসা II  
 তা দা ০ রে | তোম্ না ০ না | তা ০০ না ০০০ না | তোম দেয় ০ না

\* পাঞ্জাবী ঠেকা।

১ম অন্তরা

I { মা গধা -পা ধা | মপধা সা -া সা | -া মজ্জা -রা সা | গা পধা -গা ধা } I  
তা দি০ ০ রা দীম্ তা ০ না ০ তা ০ না দীম্ তা০ ০ না

মা ধা -া ধা | গা পা -া ধা | মপা ধগা -া ধা | মা জ্জা -া রসা I  
তা দা ০ নি নি তা ০ না তা০ জ্জ ০ দা রে দা ০ নি

২য় অন্তরা

মা জ্জরা -া সা | গা ধ্গা -া ধা | মা ধ্গা -া সা | সা রঃ -া সা I  
ম গর ০ স ন ধন ০ ধ ম ধন ০ স স র ০ স

মা ধা -া গা | সা গা -া ধা | গা জ্জা -া -া জ্জা রা -া সা I  
ম ধ ০ ন স ন ০ ধ ন গ ০ ০ গ র ০ স

মা জ্জরা -া সা | গা ধপা -া ধা | মা গা -া ধা | পমা জ্জা -া রসা I  
ম গর ০ স ন ধপ ০ ধ ম ন ০ ধ পম গ ০ রদ

মা সা -া গা | ধা মা -া মা | মা গা -া জ্জা | রা জ্জা -া সা II  
ম স ০ ন ধ ম ০ ম ম ন ০ গ র গ ০ র

৩য় অন্তরা

II { মা ধা -া ধা | গা ধা -া মা | মা জ্জা -া রা | সা গা -া ধা } I  
ও দা ০ নি দা নি ০ দীম দীম্ দীম্ ০ তা দে রে ০ না

মা সগা ধা গা | জ্জরা সগা ধগা পধা | মা সা গধা পধা | মা -া মা গা I  
ধা ঘেনে তাগ ধিন তেরে কেটে গদি ঘেনে ধা ঘেনে তেরে কেটে ধা ০ নাগ দিং

ধপা মপা জ্জা -া | সা রা সগা ধ্গা | সা -া -া মা | জ্জা রা সা -া II  
তেরে কেটে ধা ০ নাগ দিং তেরে কেটে ধা ০ ০ তা দে রে না ০

## তান

১। তান্নম তানা দেৱে—গ<sup>২</sup>ধা মপা জরা সরা | গ<sup>৩</sup>ধা মপা জরা সা I

২। " " " —সমা রজা সরা গ<sup>২</sup>সা | ধ<sup>৩</sup>গ<sup>৩</sup> সমা জরা সা I

৩। " " " —গ<sup>২</sup>ধা পধা মপা মপা | গ<sup>৩</sup>ধা পধা জা রসা I

৪। তান্নম ত না দেৱে দীম তা দেৱেনা—গা<sup>০</sup> —ধা গা<sup>০</sup> —মা | গা<sup>১</sup> —ধা —সাঁ .।

গা<sup>২</sup> —ধা -। গা<sup>৩</sup> —জা -। রা সা I

৫। তাদিষা দীম তানা তানা দীম তানা—ম<sup>০</sup>ধা পগা ধসাঁ সাঁ | সঁমাঁ জঁরাঁ সঁরাঁ গসাঁ |

সাঁ সরা মপা ধগা | জা সরা মধা গসাঁ I

৬। তাদিষা দীম তানা তানা দীম তানা—র<sup>০</sup>মা গধা পধা গধা | সঁগাঁ ধমা গধা জঁসাঁ |

গ<sup>২</sup>ধা মপা ধগা মমা | ম<sup>৩</sup>ধা গধা মধা মধা গসাঁ I

## মুদ্র-বাদন

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

ত্রীদেবেশ্রনাথ দে ( সুবোধবাবু )

## সুরকাক তাল

২২। দেঘেনে <sup>০</sup>তাতা <sup>১</sup>তাতা কত <sup>২</sup>থুউঘন <sup>০</sup>ঘড়ান

<sup>+</sup>থুয়া <sup>০</sup>কড়ান্না তেটে <sup>১</sup>তেটেক <sup>২</sup>ধা আনে তাগ

<sup>০</sup>ধা <sup>+</sup>তাগ <sup>০</sup>দিগ <sup>১</sup>ধেরেকটে <sup>২</sup>দিঘেনে <sup>০</sup>দীইনা

<sup>০</sup>ধে <sup>+</sup>ধে <sup>০</sup>ঘড়ান <sup>১</sup>কেটেতাগ <sup>২</sup>ধা কত <sup>০</sup>ঘড়ান

<sup>২</sup>কেটেতাগ <sup>০</sup>ধা কত <sup>১</sup>ঘড়ান <sup>২</sup>কেটেতাগ <sup>০</sup>ধা

২৩। <sup>+</sup>ঘেগে <sup>০</sup>দিন <sup>১</sup>তাবেয়া <sup>২</sup>কত <sup>০</sup>গদিঘেন্ তেরে

<sup>০</sup>কেটেতাগ <sup>+</sup>দেং, <sup>০</sup>ঘেনাক <sup>১</sup>ধা <sup>২</sup>আনে <sup>০</sup>কত

<sup>১</sup>হেগে <sup>২</sup>থুউন <sup>০</sup>তাতা <sup>১</sup>আতা <sup>২</sup>দেং <sup>০</sup>তা <sup>১</sup>কড়া

<sup>১</sup>আনেকতা <sup>২</sup>তাবেয়া <sup>০</sup>ঘেদে <sup>১</sup>ক্রেদা <sup>২</sup>থুয়া <sup>০</sup>মিঠে—<sup>১</sup>ধা

<sup>১</sup>হেগে <sup>২</sup>তেটে <sup>০</sup>তাতাতেটে <sup>১</sup>নিদেক <sup>২</sup>ধা

<sup>০</sup>দেং <sup>+</sup>তাতা <sup>০</sup>ঘেনক <sup>১</sup>দীদীকড়ান <sup>২</sup>ক্রেধেনে

<sup>০</sup>কং <sup>+</sup>কড়ানে <sup>১</sup>ঘেনে <sup>২</sup>দেএং <sup>০</sup>তাতা <sup>১</sup>ধাধা <sup>২</sup>ধা

## চতুর্বিধ রস

৩২৫। <sup>০</sup>বীররস—<sup>১</sup>ধা কত <sup>০</sup>গদিঘেনে <sup>১</sup>ক্রেধেনে <sup>২</sup>থুউন

<sup>০</sup>নাড়ে <sup>১</sup>দেং

<sup>০</sup>তীর—<sup>১</sup>তা <sup>০</sup>আনে <sup>১</sup>দীতাকতা <sup>২</sup>তাবেনে <sup>০</sup>হেগে <sup>১</sup>হেগে

<sup>০</sup>তাতা

<sup>০</sup>বীভংস—<sup>১</sup>থুগেনে <sup>০</sup>ধাঘেনে <sup>১</sup>ধাতা <sup>২</sup>তাকতা <sup>০</sup>ক্রেধে

<sup>১</sup>ঘেনে

<sup>১</sup>মিঠে—<sup>১</sup>ধা <sup>০</sup>আনে <sup>১</sup>ধা <sup>২</sup>ধাকং <sup>০</sup>ধেরেকটে <sup>১</sup>কং

<sup>০</sup>হেগে <sup>১</sup>থুন <sup>২</sup>থুন <sup>০</sup>ধা

## তীজ রস

২৪। <sup>+</sup>তাবেনে <sup>০</sup>তা <sup>১</sup>কড়ানে <sup>২</sup>কত <sup>০</sup>দিতা <sup>১</sup>ঘেনে

<sup>০</sup>দী <sup>+</sup>ধেরেক <sup>১</sup>তাবেডেনাগ <sup>২</sup>ধে <sup>০</sup>এটে <sup>১</sup>ঘড়ানক

## রণসজ্জা

৩২৬। <sup>০</sup>তাবাক <sup>১</sup>নাধা <sup>২</sup>ঘেগেনে <sup>০</sup>দেস্তা <sup>১</sup>কত <sup>২</sup>ধুঁদি

<sup>০</sup>হেগেরে <sup>১</sup>থুউন <sup>২</sup>কড়া <sup>০</sup>আনেকতা <sup>১</sup>কদেনে

ঘড়া<sup>০</sup> আনদেৎ<sup>+</sup> ধাধেমে<sup>০</sup> কড়ানে<sup>১</sup> কতা<sup>১</sup> তাতা

২<sup>২</sup>তাথুন<sup>০</sup> থুন<sup>০</sup> গদিঘেনে<sup>+</sup> দীই<sup>০</sup> রাড়ে<sup>০</sup> ঘেগে

১<sup>১</sup>কমেনে<sup>২</sup> দীইদী<sup>০</sup> কং<sup>০</sup> তা<sup>০</sup> কড়ানক<sup>+</sup> ধা

ক্রমশঃ

### ভ্রম সংশোধন

৩১৭ নং বোলে ২য় লাইনে ৩তা<sup>+</sup> আনে<sup>০</sup> ধুনা<sup>০</sup> স্থানে

সোমটা অর্ধমাত্রার উপর যাইবে; যথা—৩তা<sup>+</sup> আনে<sup>০</sup> ধুনা<sup>০</sup> হইবে।

৩১৮ নং বোলে ২য় লাইনে “না<sup>+</sup> ধানক<sup>০</sup>” স্থানে

“নানক<sup>+</sup> ধানক<sup>০</sup>” হইবে।

৩য় লাইনে “কড়ান<sup>২</sup> কড়ান<sup>২</sup> দে<sup>+</sup> দীতাকং<sup>০</sup>” স্থানে

“কড়ানে<sup>২</sup> কড়াআনে<sup>০</sup> দে<sup>+</sup> দীকং<sup>০</sup> হইবে।

৬ষ্ঠ লাইনে “থুন<sup>০</sup> থুন<sup>০</sup> ধা<sup>০</sup>” স্থানে “থুন<sup>০</sup> থুন<sup>০</sup> ধা<sup>০</sup>” হইবে।

৩২০ নং বোলে ১ম লাইনে “৩ত্রেকেটে<sup>১</sup> তাগ<sup>০</sup>” স্থানে

“৩ত্রেকেটে<sup>১</sup> তাগ<sup>০</sup>” হইবে।

৩ “গদি<sup>০</sup> কেড়েনাগ<sup>০</sup>” স্থানে “গদি<sup>০</sup> কেড়ে নাগ<sup>০</sup>” হইবে।

৫ম লাইনে “দি<sup>১</sup>দি<sup>২</sup> তাগ<sup>০</sup> দি<sup>২</sup>দি<sup>২</sup> তাগ<sup>০</sup>” স্থানে “দি<sup>১</sup>দি<sup>২</sup>

তাগ<sup>২</sup> দি<sup>২</sup>দি<sup>২</sup> তাগ<sup>০</sup>” হইবে।

৩২১ নং বোলে ১ম লাইনে “৩তা<sup>২</sup> কড়ানক<sup>০</sup>” স্থানে

“৩তা<sup>২</sup> কড়ানক<sup>০</sup>” হইবে।

## অথ রাগ লক্ষণং

( পূর্বাভূতি )

শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন স্মৃতিভারতী

অলুপ্ত ও লুপ্ত রাগ-রাগিণীর সংজ্ঞা দিলাম বটে, কিন্তু ইহা ভিন্ন আরও যাহা আছে, ঐ সমষ্টির একটা শেষ করনা করিয়া তাহাদের স্বরূপময় মূর্তিটির ধ্যানাত্মক বঙ্গানুবাদ সহ নির্দেশ করিতে প্রযত্নবান হইলাম, যথা—( পার্শ্বতী মহাদেব সংবাদে নিয়ম স্বর-বিস্তার ও মূর্তি লিখিত আছে )।

শ্রীরাগ—গ্রহ, অংশ, ত্রাস যড়জে ভূষিত, জাতি সম্পূর্ণ, উত্তরমন্ত্রী-মূর্ছনাযুক্ত, কেহবা যড়জের বদলে ঋষভের উল্লেখ করিয়াছেন।

সরি গ ম প ধ নি, সরি গ ম প ধ নি সরি।

মূর্তি—দিব্য মূর্তিদারী, বিলাস বেশী, শ্রীরাগ জীগণ সমভিব্যাহারে প্রমোদ কাননে, বিহারার্থ প্রসন্নচয় চরণ করিতেছে।

মালশ্রী—শ্রীরাগ-পত্নী, মালশ্রী, শ্রীরাগের মত যড়জ গ্রহাংশ ত্রাস রাগাদে পূর্ণা উত্তরমন্ত্রী মূর্ছনাযুক্ত ও শৃঙ্গার-রস মণ্ডিতা, অর্থাৎ শৃঙ্গার রসে গেয় বলিয়া উক্ত।

মূর্তি—কীনাঙ্গী, মালশ্রী, আশ্রয়কমলে উপবিষ্ট হইয়া একটা রক্তোৎপল হস্তে ধারণ পূর্বক ঘুরাইতে ঘুরাইতে মন্দ মন্দ হাস্য করিতেছে।

**ত্রিষনী**—এইটি ঋষভ ও পঞ্চমহীন ঔড়ব জাতীয়, হার গ্রহাংশ ত্রাস স্বর ধৈবত।

**মৃষ্টি**—অতি গীতবর্ণী কৃশাকী ও হার শোভিতা হবণী নিজ কান্তের সহিত রম্যাতর মূলে উপবিষ্ট।

**গৌরী**—ঋষভ ও পঞ্চমহীন, ঔড়ব জাতীয়, গ্রহাংশ, ত্রাস স্বরষড়জ, উত্তরমত্ৰা মুচ্ছনা প্রযুক্ত হয়।

**মৃষ্টি**—পূর্ণেন্দু বক্তা ও অতি সৌভাগ্যবতী, গৌরী, জ মুক্তাহার, প্রফুল্ল কুমুমমালায় শোভিতা, মধুপুচ্ছ নির্মিত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও নানা অমূল্যপন দ্রব্যে বলিষ্ঠ সর্বাঙ্গী হইয়া অতি মনোহর বেশ ধারণ করিয়াছে।

**কেন্দারী**—ঋষভ ও ধৈবত বজ্জিতা ঔড়ব জাতীয় মেবাদ গ্রহাংশ ত্রাসযুক্তা কাকলী স্বর ভূষিতা ও মাগী মুচ্ছনা বিশিষ্টা বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

স রি ম প নি স

**মৃষ্টি**—মস্তকে জটাতার, কপালে চক্রখণ্ড ও গলদেশে পর্ণের উত্তরীয় শোভা পাইতেছে। ইনি যোগপীঠে মাগীনা হইয়া সর্বদা দেবাদিদেব মহাদেবের ধ্যানে নিমগ্ন চিত্ত হইয়া রহিয়াছেন।

**মধুমাধবী**—উহার গ্রহাংশ ত্রাসস্বর ষড়জ, উত্তরমত্ৰা মুচ্ছনা, পাঙ্কার, ধৈবতহীন, ঔড়ব-জাতি।

স রি ম প নি স।

**মৃষ্টি**—মধুমাধবীর নেত্রযুগল প্রফুল্ল, নীলোৎপল সদৃশ, বদ কৃশ, পরিধানে নীল বস্ত্র, অতি পতিব্রতা, তমাল তরু-তলস্থ বেদিকোপরি সর্বদা অবস্থান করিতেছে।

**পাহাড়ী**—ঋষভ ও পঞ্চমহীন, ঔড়বজাতি, গ্রহাংশ ত্রাস স্বর ষড়জ, এই রাগিণী শুনিতে কতকটা, তৈলজ শৈবীর মনের মত হয়।

**মৃষ্টি**—অতি গৌরাকী অতি মনোহর দেখিতে, শুক

পক্ষীর পুচ্ছ নির্মিত বস্ত্র-পরিধানা, সর্বদা রস পূর্ণ চিত্তা। স্বরতোৎস্রুকা হইয়া নিম্নাগত কান্ডকে নানা ছল করিয়া প্রবোধিত করিতেছে।

**দেবগিরি**—উহাতে বক্ষ্যমান সারঙ্গীর জায় স্বর বিভ্রাসাদি দেখিতে পাওয়া যায়।

**মৃষ্টি**—কাদম্বিনী সদৃশ শ্রামাকী, মদমত্তা দেবগিরীর অবয়ব উত্তম, নয়ন-যুগল মস্তকোত্তর তুল্য অতি মনোহর ও ওষ্ঠদ্বয় পক্ষ বিষফল সমান লোহিত, গলদেশ অতি সুন্দর হারলতার সুশোভিত থাকায় অধিকতর মনোজ্ঞ বলিয়া বোধ হয়।

**বরাটী**—সম্পূর্ণা, গ্রহাংশ ত্রাসস্বর ষড়জ, ইহাতে উত্তর মত্ৰা, মুচ্ছনার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই রাগিণী অত্যন্ত কীর্তি বর্দ্ধন করিয়া থাকে।

সরি গম পথ নি স।

**মৃষ্টি**—সুকেশী, অতি বরাটনা, “বরাটী” হস্তে কঙ্কণ ও কর্ণে পারিজাত কুমুম ধারণ করিয়া চামর ব্যঞ্জন দ্বারা নিজ পতিকেকে প্রমোদিত করিতেছে।

**হাজিরী**—সম্পূর্ণা, গ্রহাংশ ত্রাস ধৈবত, পৌরবী মুচ্ছনা।

**মৃষ্টি**—শ্রামাকী, নটভামিনী পুষ্পচয়ন তৎপর হইয়া একজন সখীর হস্ত ধারণ পূর্বক একপভাবে বিচরণ করিতেছে, যেসহসা দেখিলে যেন নৃত্য করিতেছে মনে হয়।

**সারঙ্গী**—গাছার ধৈবতহীন ঔড়ব জাতীয়, সারঙ্গীর গ্রহাংশ ত্রাস স্বর ষড়জ, সৌবীরী মুচ্ছনা।

**মৃষ্টি**—রঙ্গপ্রিয়া, দৃঢ়রূপে কবরী বন্ধন ও হস্তে একটি বীণা ধারণ করিয়া একটি সখীর সহিত কল্প-তরু মূলে উপবিষ্টা আছে।

**নাটিকা**—বহু প্রকার গমকযুক্ত সম্পূর্ণা, গ্রহাংশ ত্রাস স্বর ষড়জ, উত্তর-মত্ৰা মুচ্ছনা।



**মুষ্টি**—বিচিত্র রত্নাভরণ ভূষিতা, মনোহর, অতি উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিহিতা, কুশাগ্রী। নাটিকা গীত তালের প্রতি মনোযোগ সহকারে রঙ্গস্থলে নৃত্য করিতেছে।

**গাঙ্গারী**—গৌরবী মুচ্ছনা, গ্রহাংশ ত্রাস ষড়জ, দিবা-রাত্রির সামান্য সময়ে গেয়। সরি গ ম প ধ নি স।

**মুষ্টি**—জটা-ভূষিতা, পবিত্র ভাবে মুদ্রিত লোচনা, নীলাম্বর পরিধানা, মেঘপত্নী গাঙ্গারী, গলদেশে যোগপট্টি ধারণ করিয়া আসনোপরি শান্ত ও সন্নত ভাবে উপবিষ্টা।

**হরশৃঙ্গারী**—সম্পূর্ণা, গ্রহাংশ ত্রাস ধৈবত, উত্তর-মজ্রা মুচ্ছনা। ধনি সরি গ ম প ধ নি স।

**মুষ্টি**—গৌরাদ্রী, আমোদপ্রিয়া, অতি প্রিয়বাদিনী, মেঘপত্নী হরশৃঙ্গারী নানা জাতীয় গীত ও নৃত্যাদি চতুঃষষ্টি কলায় অতি নিপুণা বলিয়া খ্যাত।

**কৌশিকী**—বাঙ্গালী হইতেই ইহার জন্ম, গ্রহাংশ ত্রাসস্বর কৌশিকীতে গমকের সহিত মজ্র গাঙ্গারের প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই রাগিণী হস্ত ও করুণ রসেই অধিক প্রযুক্ত হয়। সরি গ ম প ধ নি স।

**মুষ্টি**—আমাদ্রী, স্ববেশধারিণী ষোমল গাত্রা, রক্ত-নয়না, শ্বেদবিন্দু স্বশোভিত মুখচন্দ্রমা, স্বামী বিচ্ছেদ ভীতা, পাছে পতি-বিচ্ছেদ ঘটে এই আশঙ্কায় সর্বদাই স্বামী সহচারিণী হইয়া ভ্রমণ করিতেছে।

**নট্টনারায়ণ বা নট**—সম্পূর্ণা, গ্রহাংশ ত্রাস স্বর

ষড়জ, বহুবিধ গমকযুক্ত প্রথমা অর্থাৎ উত্তরমজ্রা মুচ্ছনা। সরি গ ম প ধ নি স।

**মুষ্টি**—স্ববর্ণের ত্রায় গৌরবর্ণ, যোদ্ধাবেশধারী, অতি প্রতাপী নটরাগ শত্রুশোণিতে রক্তবর্ণ ধারণ করিয়া অস্বারোহণ পূর্বক অশ্বত্বক্ষে বামবাহু স্থাপনপূর্বক রণভূমিতে বিচরণ করিতেছে।

**কাদমাদী**—ষড়জ গ্রহাংশত্রাসা কামোদীর ত্রাস স্বর ষড়জ, করুণ ও হান্তরসযুক্তা সামান্যে গেয়।

সরি গ ম প ধ নি স।

**মুষ্টি** হেমবর্ণা, স্বামীর সঙ্গে জলক্রীড়া কালে পঙ্কজ গর্ভে প্রমোদিত হইয়া প্রফুল্ল পদ্ম-সমূহ চয়ন করিতেছে।

**কল্যাণী**—সম্পূর্ণা, গ্রহাংশ ত্রাস পঞ্চম, সৌবীরি মুচ্ছনা তীব্র মধ্যম প্রযুক্ত হয়। প ধ নি সরি গ ম প।

**মুষ্টি**—গৌরবর্ণা, কোমলাঙ্গী, বিলাস-প্রিয়া কান্তাত-রক্তা, অতি মৃদু ভাবযুক্তা নট্যঙ্গণা “কল্যাণী” অনবরত চতুর্দিকে সহৃদয় দৃষ্টিপাত করিতেছে।

**আভীরী**—গ্রহাংশাদি সর্ব বিষয়ে কল্যাণী সঙ্গী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প ধ নি সরি গ ম প।

**মুষ্টি**—প্রস্তুতিত চম্পক কুসুমতুল্য মনোহর গৌরবর্ণা, হস্ত সঞ্চালনে শব্দায় নাম কঙ্কণ বিভূষিত বাহুলতা আভিরী চন্দ্র সদৃশ শুভ্রবর্ণ গজমুক্তামলা গলদেশে ধারণ করিয় ত্রীকণ্ঠ পর্বতের শিখরে উপবেশন করিয়া রহিয়াছে।

ক্রমশঃ

## মাথুর বিরহ

রচনা—প্রাচীন কবি বিজ্ঞাপতি

স্বরলিপি—শ্রীহর্গাচরণ বিশ্বাস

- ১। বলনাবে সখি কহনারে সখি হামারি পিয়া কোন্ দেশ।  
( কোন্ দেশে বা গেল গো, আমায় অনাধিনী করে কোন্ দেশে বা গেল গো )  
হামাবি পিয়া কোন্ দেশ ।
- ২। মদন শববানে এ তনু জব জর কুশল শুনিতে সন্দেস ॥ \*  
( কেও আব বলেনা বলেনা, আমার পিয়াব কুশল কথা কেও আব বলেনা বলেনা )  
কুশল শুনিতে সন্দেস ॥
- ৩। শঙ্খ বরহ চুর বেশ কবহ দূর—শঙ্খ করহ চুর।  
( আমার বেশভূষণে কাজ কি আছে, আমাব দেহের ভূষণ ছেড়ে গ্যাছে )  
শঙ্খ করহ চুর বেশ করহ দূর, তোড়হি গজমতি-হাব ॥  
( হার ফেলে-দে, তোরা দে-দে হাব ফেলে-দে, তোরা দেগো যমুনার জলে দে দে হাব ফেলে-দে )  
তোড়হি গজমতিহার ॥
- ৪। সিতাকো সিন্দুব মুছই কর দূব, ( সিতাকো সিন্দুব পতি মঙ্গলে আব কাজ কি আছে )  
সিতাকো সিন্দুব মুছই কব দূব, পিয়া বিনা সব আঁধিয়ার ॥  
( সব আঁধিয়া দেখি, পিয়া বিনা সব আঁধিয়া দেখি, যদিকে ফিরাই আঁখি পিয়া বিনা সব  
আঁধিয়া দেখি ) পিয়া বিনা সব আঁধিয়াব ॥
- ৫। হামারি নাগর তথায় বিভোর—( হামারি নাগর শ্রামনাগর কোথায় বিভোর হয়েছে )  
হামারি নাগর তথায় বিভোর, কেমন নাগরী মেল ॥
- ৬। পাইয়ে নাগরী নাগর সুখী ভেল—( পাইয়ে নাগরী শ্রাম নাগর বড় সুখে আছে )  
পাইয়ে নাগরী নাগর সুখী ভেল, হামারি বুক দিয়া শেল ॥  
( শেল হেনেছে, আমার হৃদে দাকণ শেল হেনেছে, তার ধর্ম্যে সবেনাগো আমার হৃদে দাকণ  
শেল হেনেছে ) হামারী বুক দিয়া শেল ॥
- ৭। শুন ওগো সজনী দিবস রজনী ; ( শুন ওগো সজনী আমার মনের কথা তোরে বলিগো )  
শুন ওগো সজনী দিবস রজনী, ছিলাম পিয়ার পিরীতে বিভোর ॥
- ৮। হুংথের সাগরে ভাসাইয়ে গ্যাছে মোরে, ( হুংথের সাগরে, সে আমায় ভাসিয়ে গ্যাছে )  
হুংথের সাগরে ভাসাইয়ে গ্যাছে মোরে, কবি বিজ্ঞাপতি বিভোর ॥  
( ভাসিয়ে গ্যাছে, সে আমায় ভাসিয়ে গ্যাছে, হুংথ সাগরের মাঝে সে আমায় ভাসিয়ে গ্যাছে )  
হুংথের সাগরে ভাসাইয়ে গ্যাছে মোরে, কবি বিজ্ঞাপতি বিভোর ॥



গল লোকা:—

I {<sup>০</sup> -<sup>১</sup> -<sup>১</sup> মা | <sup>১</sup> গা রা সা | <sup>২</sup> রা রা গা | <sup>৩</sup> রা রা -<sup>১</sup> I <sup>০</sup> -<sup>১</sup> -<sup>১</sup> মা |  
<sup>০</sup> ০ ০ শ | <sup>০</sup> ০ ০ ক | <sup>০</sup> ০ ০ হ | <sup>০</sup> ০ ০ চ | <sup>০</sup> ০ ০ বে |  
<sup>১</sup> মা মা মমা | <sup>২</sup> মা গা -<sup>১</sup> রমা গরা সা } II  
<sup>০</sup> ০ ০ ক | <sup>০</sup> ০ ০ র | <sup>০</sup> ০ ০ ০ | <sup>০</sup> ০ ০ ০ | <sup>০</sup> ০ ০ ০

মাথর:—

II {<sup>০</sup> -<sup>১</sup> -<sup>১</sup> মা | <sup>১</sup> গা বা সা | <sup>২</sup> বা বা গা | <sup>৩</sup> বা গা গা I <sup>০</sup> গা সা সা |  
<sup>০</sup> ০ ০ শ | <sup>০</sup> ০ ০ ক | <sup>০</sup> ০ ০ হ | <sup>০</sup> ০ ০ চ | <sup>০</sup> ০ ০ আ | <sup>০</sup> ০ ০ মার | <sup>০</sup> ০ ০ বে | <sup>০</sup> ০ ০ শ | <sup>০</sup> ০ ০ ড় |  
<sup>১</sup> -<sup>১</sup> সা রগা | <sup>২</sup> সা রা মা | <sup>৩</sup> গা রা -<sup>১</sup> } I {<sup>০</sup> -<sup>১</sup> -<sup>১</sup> মা | <sup>১</sup> গা রা সা |  
<sup>০</sup> ০ ০ ০ | <sup>০</sup> ০ ০ ০ | <sup>০</sup> ০ ০ ০ | <sup>০</sup> ০ ০ ০ | <sup>০</sup> ০ ০ ০ | <sup>০</sup> ০ ০ ০ |  
<sup>২</sup> রা রা সা | <sup>৩</sup> রা রা গা I <sup>০</sup> মা পা পা | <sup>১</sup> পধা গা ধপা | <sup>২</sup> মা পা মা |  
<sup>০</sup> ০ ০ ০ | <sup>০</sup> ০ ০ ০ | <sup>০</sup> ০ ০ ০ | <sup>০</sup> ০ ০ ০ | <sup>০</sup> ০ ০ ০ | <sup>০</sup> ০ ০ ০ |  
<sup>৩</sup> গা -<sup>১</sup> -<sup>১</sup> } I <sup>০</sup> -<sup>১</sup> -<sup>১</sup> মা | <sup>১</sup> গা রা সা | <sup>২</sup> রা রা গা | <sup>৩</sup> গা রা -<sup>১</sup> I  
<sup>০</sup> ০ ০ ০ | <sup>০</sup> ০ ০ ০ | <sup>০</sup> ০ ০ ০ | <sup>০</sup> ০ ০ ০ | <sup>০</sup> ০ ০ ০ | <sup>০</sup> ০ ০ ০ |  
<sup>০</sup> -<sup>১</sup> -<sup>১</sup> মা | <sup>১</sup> মা মা মমা | <sup>২</sup> মা গা -<sup>১</sup> | <sup>৩</sup> রমা গবা সা I {<sup>০</sup> -<sup>১</sup> -<sup>১</sup> মা |  
<sup>০</sup> ০ ০ ০ | <sup>০</sup> ০ ০ ০ | <sup>০</sup> ০ ০ ০ | <sup>০</sup> ০ ০ ০ | <sup>০</sup> ০ ০ ০ | <sup>০</sup> ০ ০ ০ |  
<sup>১</sup> মা মা -<sup>১</sup> | <sup>২</sup> গা মা গা | <sup>৩</sup> রা গা রা I <sup>০</sup> সা রা সা | <sup>১</sup> গ্ধা গ্ধা রগা |  
<sup>০</sup> ০ ০ ০ | <sup>০</sup> ০ ০ ০ | <sup>০</sup> ০ ০ ০ | <sup>০</sup> ০ ০ ০ | <sup>০</sup> ০ ০ ০ | <sup>০</sup> ০ ০ ০ |  
<sup>২</sup> রমা রমা সা | <sup>৩</sup> -<sup>১</sup> -<sup>১</sup> -<sup>১</sup> } II  
<sup>০</sup> ০ ০ ০ | <sup>০</sup> ০ ০ ০ | <sup>০</sup> ০ ০ ০ |

আখর :-

II <sup>০</sup> -<sup>১</sup> -<sup>১</sup> -<sup>১</sup> | <sup>১</sup> -<sup>১</sup> -<sup>১</sup> সমা | <sup>২</sup> সা গা রা | <sup>৩</sup> গা (গা গা I <sup>০</sup> মা -<sup>১</sup> মা |  
 ০ ০ ০ | ০ ০ হার | ফে লে দে | ০ তো রা দে ০ দে |

<sup>১</sup> -<sup>১</sup> গরা সা | <sup>২</sup> সা গা রা | <sup>৩</sup> গা) {মা মা I <sup>০</sup> মা -<sup>১</sup> -<sup>১</sup> | <sup>১</sup> মা -<sup>১</sup> মা |  
 ০ হা ০ র | ফে লে দে | ০ তো রা দে ০ ০ | গো ০ য |

<sup>২</sup> মা মা মা | <sup>৩</sup> মা মা পা I <sup>০</sup> গা মা গা | <sup>১</sup> -<sup>১</sup> গরা সা | <sup>২</sup> সা গা রা |  
 মু না র | জ লে ০ দে ০ দে | ০ হা ০ র | ফে লে দে |

<sup>৩</sup> গা} {মা মা I <sup>০</sup> অপধা পা -<sup>১</sup> | <sup>১</sup> -<sup>১</sup> -<sup>১</sup> মা | <sup>২</sup> মা মা মা | <sup>৩</sup> মা মা পা I  
 ০ তো রা দে ০ ০ গো ০ | ০ ০ য | মু না র | জ লে ০

<sup>০</sup> গা মা গা | <sup>১</sup> -<sup>১</sup> গরা সা | <sup>২</sup> সা গা রা | <sup>৩</sup> গা} -<sup>১</sup> -<sup>১</sup> I <sup>০</sup> -<sup>১</sup> -<sup>১</sup> মা |  
 দে ০ দে | ০ হা ০ র | ফে লে দে | ০ ০ ০ ০ ০ তো |

<sup>১</sup> মা মা -<sup>১</sup> | <sup>২</sup> গা মা গা | <sup>৩</sup> রা গা রা I <sup>০</sup> সা রা সা | <sup>১</sup> গ্ধা গ্ধা রগা |  
 ড হি ০ | গ জ ০ | ম ০ ০ তি ০ ০ | ০ ০ হার ০ ০ |

<sup>২</sup> মগা রসা সা | <sup>৩</sup> -<sup>১</sup> -<sup>১</sup> -<sup>১</sup> II II \*  
 ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০

অগ্রাগ্র কলিগুলির স্বর তৃতীয় কলির তায়।

\* হারমোনিয়মের স্কেল—ত্রীকণ্ঠে মুদারা সি-সার্প ( কোমল রে ) কিংবা ডি-সার্প ( কোমল গা ), পুরুষ কণ্ঠে উদারার এফ-সার্প ( কড়ি মা ) কিংবা জি-সার্প ( কোমল ধা )।



# সেতার শিক্ষা

সেতারের গৎ

হিণ্ডোল—চিমা ত্রিতাল

জাতি—ওড়ব। ব্যবহার—ক্কা। বাদী—গা। সংবাদী—ধা। বিবাদী—রে, পা। সময়—রাজি ওয় প্রহর।

রচনা ও স্বরলিপি—শ্রীতুর্গাপ্রসাদ রায়

আম্ভারী

II ধ্ধা | { সা গগা ক্কা ধা | সা<sup>+</sup> না ধা ক্কা | গা<sup>৩</sup> ক্কা ধা ক্কা | গা<sup>০</sup> সা সা } I  
ডিরি ডা ডিরি ডা রা ডা ডা রা ডিরি ডা ডিরি ডা রা ডা ডা রা

ক্কা গ্গা সা গ্গা | ক্কা<sup>+</sup> ধ্ধা না সা | গা<sup>৩</sup> ক্কা ধা ক্কা | গা<sup>০</sup> সা সা II  
ডা ডিরি ডা রা ডা ডিরি ডা রা ডা ডিরি ডা রা ডা ডা রা

অস্তরা

II গগা | ক্কা ধধা সা সা | সা<sup>+</sup> না সা গ্গা | সা<sup>৩</sup> ননা ধা ক্কা | ধা<sup>০</sup> নসা গা গা I  
ডিরি ডা ডিরি ডা রা ডা ডা রা ডিরি ডা ডিরি ডা রা ডা ডিরি ডা ডা

সা<sup>৩</sup> গ্গা সা না | ধা<sup>+</sup> না সা না | ক্কা<sup>৩</sup> ধধা গা ক্কা | গা<sup>০</sup> সা সা II  
ডা ডিরি ডা রা ডা ডা রা ডা রা ডিরি ডা রা ডা ডা রা

ভান ভোড়া

১। গন্ধনা সন্ধনসা গন্ধগন্ধা সগন্সা I  
ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি

২। গন্ধগা গন্ধনসা নধন্ধা মগমা I  
ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি

৩। গন্ধনসা গসনধা গগসনা সা I  
ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভা

৪। গন্ধনসা গসনধা গন্ধনা সা | সগন্ধা নসনধা গন্ধনা সা I  
ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভা ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভা

৫। গন্ধনসা গসনধা গগসনা সা | সা গন্ধা গন্ধা ধনা | সা গন্ধা গন্ধা ধনা |  
ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভা ভা ভিরি ভা ভিরি ভিরি ভা ভিরি ভা ভিরি ভিরি

সা গন্ধা গন্ধা ধনা I সা  
ভা ভিরি ভা ভিরি ভিরি ভা

৬। গসনসা নধন্ধা সগন্ধা নসনধা | গন্ধগা সসধা ধগন্ধা গগন্ধা |  
ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি

সন্ধসা ন্ধসনা সনধসা নধসনা | গন্ধগা সন্ধা সগগা গন্ধা I সা  
ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভা ভিরি ভা বা ভা

৭। <sup>৩</sup>সংক্র° গসন্সা গ°ধ° ক্রগসগা | <sup>০</sup>ক্র°ন° ধক্রগক্রা ধ°স° নধক্রবা |  
ডা ডা ডিরিডিরি ডা ডা ডিরিডিরি ডা ডা ডিরিডিরি ডা ডা ডিরিডিরি

<sup>১</sup>গস'নধা ক্রধস'সা ধ্ন্সসা গক্রধনা | <sup>+</sup>স' -া নস'গ'না স'গ'নসা |  
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা ০ ডাড়াডাড়া ডাড়াডাড়া

<sup>৩</sup>গা -া ধ্ন্সধা ন্ন্সধনা | <sup>০</sup>গা -া ন্ন্সগনা সগন্সা |  
ডা ০ ডাড়াডাড়া রাডাডাড়া ডা ০ ডাড়াডাড়া রাডাডাড়া

<sup>১</sup>গা -া ধনস'ধা নস'ধনা | <sup>+</sup>স'।  
ডা ০ ডাড়াডাড়া রাডাডাড়া ডা

<sup>+</sup>ধ্ন্সসা সসসসা ধ্ন্সসা সসসসা | <sup>৩</sup>ধ্ন্সসা ধ্ন্সসা ধ্ন্সসা ধ্ন্সসা |  
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি

<sup>০</sup>ধ্ন্সধা ন্ন্সধনা সধ্ন্সা সন্ধনা | <sup>১</sup>সগসগা ক্রগক্রধা গক্রধনা স'নধনা | <sup>+</sup>স'।  
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা

৯। <sup>৩</sup>স'স'নসা গ'গ'র'মা ধধক্রধা গক্রধক্রা | <sup>০</sup>সসন্সা গগসসা ধ্ধ'ক্রধা গক্রধক্রা |  
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি

<sup>১</sup>গগসগা ক্রগগগা ধধক্রধা ননধধা | <sup>+</sup>স'।  
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা



১০। গগন্ধা<sup>০</sup> সগন্ধা<sup>০</sup> | ননধনা<sup>০</sup> নধন্ধা<sup>০</sup> ক্ষধনসা<sup>০</sup> গ'স'নধা<sup>১</sup> | নধন্ধা<sup>১</sup> গা<sup>১</sup> ক্ষধননা<sup>১</sup>  
 ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি

ধন্ধাধা<sup>+</sup> গন্ধধনা<sup>+</sup> I স'<sup>+</sup>  
 ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা

১১। গগন্ধা<sup>০</sup> স'স'স'স' | নস'ধনা<sup>+</sup> ক্ষধন্ধা<sup>০</sup> গগনগা<sup>০</sup> সন্থন্ধা<sup>০</sup> | ধ'ন'সগা<sup>১</sup> গসন'সা<sup>১</sup>  
 ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি

গন্ধাধা<sup>০</sup> ক্ষগন্ধা<sup>০</sup> | গসন'সা<sup>০</sup> ধ'ন'সগা<sup>১</sup> ক্ষধননা<sup>০</sup> ধন্ধগন্ধা<sup>১</sup> | ধ'ন'সগা<sup>১</sup> সন্থন্ধা<sup>১</sup>  
 ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি

গন্ধাগসা<sup>+</sup> গন্ধধনা<sup>+</sup> I স'<sup>+</sup>  
 ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা

## গান

### শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত

স্বপন আমার ভাঙার আগেই আমার তুমি রইবে ভুলে ?      যার শিরেরে রইবে জেগে হে প্রিয়তম একা !  
 ভ্রমর যদি ফুলবাসরে তাকায় করুণ নয়ন তুলে ?      সেই রাতেই অরণ কোরো মোদের যেদিন দেখা ।

যে অতিথির মনের ধোঁয়া      মোর পরাণের গোপন বনে  
 মনকে তোমার দিচ্ছে ছোঁয়া,      একটি ব্যথা সজোপনে ;

তার সে কাজল আঁখির তারায় নিঃশাস মম উঠবে ভুলে ।      কানন আমার কণ্ঠে উজল ফোটা তোমার একটি ফুলে

## স্বরলিপি

কামোদ-তেতাল

বাজিও না আর মোহন বাঁশী ওহে নিষ্ঠুর চিকণ কালা ।  
তোমার বাঁশী প্রাণ উদাসী দিবানিশি দেয় যে জালা ।  
সুখ হিয়ার গোপন পুরে, তব্রা ভাঙ্গায় মোহন সুরে ।  
তাইতো ছুটে আসি নিতি যমুনাতে সাঁঝের বেলা ॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—সঙ্গীত-নায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ছাত্র—  
সঙ্গীত-শিক্ষক শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত

## আস্থায়ী

II <sup>০</sup> পা পা পা পা | <sup>১</sup> মা পা ধা পা | <sup>+</sup> মা পা গপধা পা | <sup>৩</sup> মা মমা রা সা I  
বাজি ও না আর মো হন বাঁ শী | ও হে নি<sup>০০</sup> ঠুব | চি কণ কা লা

<sup>০</sup> সা সা রা রা | <sup>১</sup> গরা গা মা পা | <sup>+</sup> পা গপধা নসর্সা ধপা | <sup>৩</sup> মমা মা রা সা II  
তো মার বাঁ শী | প্রাণ উ দা সা | দি বা<sup>০০</sup> <sup>০০০</sup> নিশি | দেয় যে জা লা

## অন্তরা

II <sup>০</sup> পা পা সর্ধা সা | <sup>১</sup> সর্সা সর্সা সর্সা সর্সা | <sup>+</sup> ধা না সা রা | <sup>৩</sup> সর্সা নসর্সর্সা ধপা ধপা I  
সু খ হি<sup>০</sup> য়ার | গো পন পু রে | ত ব্রা ভা ঙায় | মো হ<sup>০০০০</sup> ন সুরে

<sup>০</sup> মা মা মা মা | <sup>১</sup> পা পা ধা পা | <sup>+</sup> পা গপধা নসর্সা ধপা | <sup>৩</sup> মা মরা সনা সা IIII  
তাই তো ছু টে | আ সি নি ত্রি | য মু<sup>০০০০০</sup> নাতে | সাঁ ঝের বে<sup>০</sup> লা

## স্বরলিপি

### সোহিনী—ত্রিতাল

দেখ বেক ম্যায়ুন লাল চায়,  
পিয়াকো দরশ বারী ননদী  
জিয়া না মানে মোরা ।  
রাত সনদ পিয়া সুপুনে মে দেখে,  
ভোরকে নজর নাহি আয়,  
পিয়াকো দরশ বারী ননদী  
জিয়া না মানে মোরা ॥

স্বর শিক্ষক—শ্রী জীবনচন্দ্র উপাধ্যায়

স্বরলিপি—কুমারী সবিতা গুপ্ত

আধা নসী II না আ ধা গা | আ ধা না সী | ঋ সী ধা না | সী ঋ সী ঋ |  
দে ০ ০ ০ খ বে ০ ক | ম্যায় ন লা ল | চা য় পি য়া | কো দ র শ

না সী ধা না | সী গী ঋ ঋ গী | না সী না ধা | না ধা II  
বা রী ন ন | দী জি য়া ০ না | য়া ০ নে মো | ০ রা

II আ - গা গা | আ ধা না সী | সী ঋ সী ঋ | না সী না ধা I  
রা ০ ত স | ন দ পি য়া | সু পু নে মে | দে ০ থে ০

সী সী গী গী | আ গী ঋ সী | না সী ধা না | সী ঋ সী ঋ I  
ভো র কে ন | জ র না হি | আ য় পি য়া | কো দ র শ

না সী ধা না | সী গী ঋ ঋ গী | না সী না ধা | না ধা II  
বা রী ন ন | দী জি য়া ০ না | য়া ০ নে মো | ০ রা

## তান

অস্থায়ী তান

০ ননা ১না স'না ধনা | ০ ধক্কা গক্কা গক্কা সা | ১ মায়ন লাল | চায় +

+ গ'খা' ক'গ' খ'স' গ'খা | ০ ক'গ' খ'স' ক' গ'খা | ০ স'না ধক্কা গক্কা সা | ১ মায়ন লাল | চায় +

অস্থায়ী তান

১। স'খা গক্কা ধনা স'খা | ০ স'না ধক্কা গক্কা সা |

৩। ০ স'না ধক্কা ধনা স' | ১ ধনা ধক্কা ধনা স' | ধনা স'খা গ'খা স'খা |

০ স'না ধক্কা গক্কা সা I

## সংবাদ

## সঙ্গীত জলসা

গত ৭ই এপ্রিল শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর মল্লিক মহাশয়ের বাগান-বাটিতে কলিকাতা এথলেটিক ক্লাবের বার্ষিক Garden party উপলক্ষে সঙ্গীতাহুষ্ঠান হইয়াছিল। সকাল প্রায় ২ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮।০ ঘটিকা পর্যন্ত ক্রন্দন, খেয়াল, ঠুংরী ও বাংলা এবং যন্ত্রসঙ্গীত ও গটল-ডাঙ্গা ড্রামাটিক কন্সার্ট পাটীর ঐক্যতান বাদন সমবেত ভক্তমণ্ডলীদের বিশেষ আনন্দদান করিয়াছিল।

প্রথমে প্রবীন গায়ক শ্রীযুক্ত অম্বুজলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ক্রন্দন গান করেন এবং প্রসিদ্ধ যুগল বাদক কেবল-বাবু যুগল লক্ষ্য করেন। পরে শ্রীযুক্ত জীবনচন্দ্র উপাধ্যায় মহাশয় খেয়াল, ঠুংরী ও বাংলা গান করেন এবং তবলা

সঙ্গত করেন শ্রীযুক্ত গঙ্গানন মুখোপাধ্যায়। তারপর শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় আধুনিক বাংলা গান করেন পরে শ্রীমান সরোজকুমার ঘোষ ডাটওয়ালী ও আধুনিক বাংলা গান করেন। পরে শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরিহর গুপ্ত মহাশয় ঠুংরী ও বাংলা গান করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। অতঃপর উদীয়মান স্বরোদ বাদক শ্রীযুক্ত বিনয়মাধব মুখোপাধ্যায়ের স্বরোদ বাঁজনা বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। উক্ত সঙ্গীতাদির সহিত শ্রীযুক্ত গঙ্গানন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অম্বুজল তবলা সঙ্গত করিয়াছিলেন এবং উক্ত ক্লাবের পাটীতে বহু সঙ্গীত ভক্তমহোদয়গণ যোগদান করিয়া অহুষ্ঠানের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

## শ্রীরামপুরে সঙ্গীত-সম্মেলন

গত ২৩এ চৈত্র, শ্রীরামপুর নিবাসী সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত হরিহর রায় মহাশয়ের উদ্যোগে শ্রীরামপুরে একটি সঙ্গীত সম্মেলন স্থাপন উপলক্ষে তাহার ভিত্তি উৎসব হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে কলিকাতার সঙ্গীতবিশারদ শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সঙ্গীত সম্মেলনের সভাগণ তাঁহাকে পুষ্পমালায় ভূষিত করিবার পর নিম্নলিখিত অভিনন্দন পত্রটি পাঠ করিয়াছিলেন।

## অভিনন্দন

হে ষাটুকর! মন্ত্র তব মন ভুলানো

পাগল করা;

কণ্ঠে তব স্বধার সাগর স্রবের রূপে

দেয় যে ধরা!

বন্দী-বাণীর মুক্তি কামী

স্বর্গ হ'তে আসলে নামি'

তাইত' বাণীর বীণার স্রব, বঙ্গ-গগন

আজ মুখরা।

নিখিল-ভারত ভ্রমণ করি, ক'বলে চয়ন

স্রবের স্বধা;

মিটিয়ে দিলে বান্ধলা মায়ের, চিরদিনের

মনের ক্ষুধা!

আপ্নাকে আজ নিঃস্ব ক'রে,

স্রব-শিখার প্রদীপ ধ'রে,

বাঙালীকে আসন দিলে, গুণীর সভায়

গর্ব-ভরা!

পরিশেষে সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে উচ্চা:

হিন্দু সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রায় এক ঘণ্টাকাল ব্যাপী একটি সূক্ষ্ম বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পরে তিনি একখানি খেয়াল গা গাহিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করেন তাঁহার সহিত ভারতের অন্ততম শ্রেষ্ঠ তবলা বাদক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তবলা সঙ্গ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য শ্রীরামপুরে এইরূপ সমাবেশ খুব কমই হইয়াছে। সভায় কলিকাতা ও শ্রীরামপুরে বহু ভদ্র মহোদয়গণ যোগদান করিয়া সভাটির অপূর্ণ শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

## আসন্ন

গত ২৭-এ এপ্রিল, শনিবার ২০নং চৌরঙ্গীস্থিত 'আসন্ন' প্রতিষ্ঠানের মাসিক অধিবেশনোপলক্ষে বিশ্ব বিখ্যাত সুরশিল্পী শ্রীযুক্ত তিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্বরোদ বাজের আয়োজন হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে তিমিরবাবু প্রথমে পুরিয়া ধানেশ্বরী রাগিণীর একটি স্বমধুর আলাপ ও গং বাজান। ইহার পর ক্রমান্বয়ে কল্যাণ পিলু, ভৈরবী রাগিণীর কয়েকটি গং, তোড়া প্রভৃতি বাজাইয়া উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ করিয়াছিলেন তাঁহার সহিত কলিকাতার সঙ্গীতজ্ঞ তবলা বাদক শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় তবলা সঙ্গত করিয়া এক অভূতপূর্ব আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সভায় কলিকাতার বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ যোগদান করিয়া সভার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। পরিশেষে আসন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদিগকে এইরূপ অধিবেশনের জন্য আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতবিশারদ শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী,

ত্রিদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর,

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ।



স্বর্গীয় ডাবিডাথ এলেনা পামোনি





১২শ বর্ষ

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২ সাল

২য় সংখ্যা

## সুপ্রসিদ্ধ ক্রপদ গায়ক স্বর্গগত হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

আজ যে সঙ্গীতজ্ঞের পরিচয় লিখিতেছি, বাংলার সঙ্গীতজ্ঞ-সমাজের নিকট তাঁহার নাম অবিস্মৃত নহে। বর্তমান বাংলায় যে কয়জন প্রাচীন ক্রপদী আছেন, তন্মধ্যে হরিনাথবাবু ছিলেন অন্যতম। স্বর্গীয় হরিনাথবাবু কলিকাতার ইটালি অঞ্চলে তাঁহার মাতুলালয়ে ১২৭২ সালের ২ই পৌষ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৮জনধর বন্দ্যোপাধ্যায়। জনধরবাবু একজন তেজস্বী ও সঙ্গুণশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা বিশেষ অচ্ছন্ন না থাকা হেতু তাঁহার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর সংসারের দায়িত্ব বিধস্ত হইয়া গিয়াছিল। হরিনাথবাবু চারিটি শিশুতুল্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও বিধবা মাতাকে লইয়া অতি অল্প বয়সেই সংসার-

ধর্মে প্রবিষ্ট হইলেন। এই সময় তিনি কলিকাতা পেপার কারেন্সি অফিসে চাকুরী গ্রহণ করেন।

৮হরিনাথবাবুর সঙ্গীতপ্রতিভা বাল্যকালেই উন্মেষিত হইয়াছিল। তৎকালীন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ দেব মহাশয়ের নিকট প্রথম তিনি কিছুদিন সঙ্গীত শিক্ষালাভ করেন। ইহার কিছুদিন পর তাঁহার সঙ্গীত শিক্ষার এক সুবর্ণ সুযোগ ঘটে; বাংলার স্নানমথ্যাত ক্রপদ গায়ক পূজাপান স্বর্গীয় অঘোরনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট তিনি সঙ্গীত শিখিবার সুযোগ লাভ করেন। স্বর্গীয় অঘোরবাবু তাঁহাকে সম্মুখে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। উপযুক্ত গুরু নিকট একনিষ্ঠ সাধনায় সঙ্গীত শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় শক্তি জন্মে এবং সঙ্গীতজ্ঞ



সমাজে একজন ধ্রুপদ ও ভজ্ঞন গায়করূপে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। সাধনক্ষেত্রে শিষ্যের অকৃত্রিম সাধনা দৃষ্টে অঘোরবাবু অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে স্বল্পলভ সঙ্গীত-সমূহ শিক্ষা দিয়াছিলেন। ৬৭ হরিনাথবাবুর কণ্ঠসঙ্গীত শ্রীহার। শুনিয়াছেন, তাঁহাদের শ্রবণে মনে আজিও সেই মধুরধ্বনি অম্লরশিত হইতেছে। তাঁহার সঙ্গীতে ছিল এক প্রাণোন্মাদকারী ভাববিস্ময়তা। সঙ্গীতই ছিল তাঁর হৃৎকের একমাত্র বন্ধু।

আজকাল ধ্রুপদের চর্চা একরূপ মন্দীভূত হইতে চলিয়াছে। কিন্তু একদা এই ধ্রুপদই ছিল সঙ্গীতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভারতীয় সঙ্গীতের সৃষ্টির সন্ধান করিতে গেলে আমরা ধ্রুপদকেই পাইয়া থাকি। হরিনাথবাবু ধ্রুপদ ও ভজ্ঞন গানেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতার ইটালী নিবাসী ব্যক্তিগণ তাঁহাকে সুরসিদ্ধ হরিনাথ বলিয়া যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার জ্ঞান সরল নিষ্ঠাবান ও অমায়িক ব্যক্তি সচরাচর দৃষ্ট হয় না। তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্ত ইটালী পল্লীতে কিছুদিন পূর্বে ৬৭ দেবনারায়ণ দেব মহাশয়ের বাটীতে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভায় মাননীয় নাটোরাধিপতি সভাপতিত্ব করিয়া সভার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

তাঁহার পবিত্র স্মৃতিরক্ষার্থে ইটালীবাসীগণ ৪৩ নং দেব লেনস্থ ৬৭ হুনাথ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে “হরিনাথ সঙ্গীত সঙ্ঘ” নামে একটি সঙ্ঘ স্থাপন করিয়াছেন। উক্ত সঙ্ঘের কার্য্যকরী সমিতি কর্তৃক ইটালী পল্লীতে হরিনাথবাবুর একটি মন্দির মুক্তি লীভ্রই প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রস্তাব সমর্থন করিয়া কলিকাতা করপোরেশনের নিকট আবেদন প্রেরিত হইয়াছে। তাঁহাদের এই সাধু উদ্দেশ্যে জন্ত আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

হরিনাথবাবু মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে পেন্সন গ্রহণ করিয়া চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণ করায় তিনি সঙ্গীত প্রচারার্থে কখনও ক্লাস্তিবোধ করিতেন না। কলিকাতায় তাঁহার অনেক ছাত্র আছেন। তিনি কোনও গায়কের শিক্ষা করিতেন না, বরং হরিনাথবাবু একজন সঙ্গীতজ্ঞ হইয়াও তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ মনে করিতেন। সঙ্গীত সাধনাই তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। সঙ্গীত সাধনার নিযুক্ত থাকিয়াই তিনি ১৩৪০ সালের কার্তিক মাসে ৬৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে সঙ্গীত-সমাজের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। পরিশেষে তাঁহার প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া অমরাঙ্গার শান্তিকামনা করিতেছি।

## গান

### ঐগিরী চক্রবর্তী

ওগো পরদেশীয়া—

যাবার বেলা দাওগো বিদায়

মধু হাসিয়া।

ঘুম-ঘোরে স্বপন সাথে

পাও যাওয়ারে আঁখির পাতে

রয় কি সেজন ভোর বেলাতে

হিয়া ভরিয়া ?

ফাগুন দিনে ফুলবাগানে

যে হর বহে রক্তের গানে,

ধায় সে ভেঙ্গে বর্ষা-বানে

জলে নাহিয়া।

## স্বরলিপি

ঝাঁঝিট—একতাল

জগত জননী ভারত তুমি  
চঞ্চল-মন-হারিণি ।  
অগণন জীব মানব আদি  
সকল সৃজন কারিণি ।  
ক্লেণে লয় কর কি কারণে মাগো  
বুঝি না বিশ্বব্যাপিনি ।  
আজ্ঞা তোমার অসীম মহিমা  
অন্ত কবিতে কেহ ত পারে না,  
কত যে শাস্ত্র বেদ বেদান্ত  
সকল গর্ব নাশিনি ।  
গোপেশ তোমার চরণ দুখানি  
আশ কবে আছে দিবস রজনী  
দেব অর্চিত পদ সে কি পাবে  
বল গো শিব-ভামিনি ॥

ও সুর—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপবন্ধর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরলিপি—শ্রীমতী লীনা দেবী ( মুকুল )

০ গা রা গা | ১ সা সা রা | ২ সা -১ গা | ৩ গা ধা প্ I ধা -১ সা |  
জ গ ত | জ ন নি | ভা ০ ব | ত তু মি চ ০ ঙ |

১ সা সা সা | ২ রা -১ গা | ৩ রগা পমা -১ II  
ল ঙ ন | হা ০ মি | নি ০ ০ ০ ০

০	গা	মা	গা	১	রা	সা	রা	২	গা	গা	গা	৩	গা	-	গা	I	০	গা	গা
(১)	অ	গ	গ	ন	জী	ব		মা	ন	ব		আ	০	দি	স	ক	ল		
(২)	আ	০	জো	তো	মা	র		অ	সী	ম		ম	হি	মা	অ	০	স্ত		
(৩)	গো	পে	শ	তো	মা	র		চ	র	ণ		ছ	থা	নি	আ	শ	ক		

	১	২	৩	০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
	মা	পা	পা	পা	মা	মা	গা	-	-	I	মা	মা	মা	মা	মা	মা	মা	মা	মা
(১)	স্ব	জ	ন	কা	০	০	০	রি	গি	০	০	ক	ণে	ল	য়	ক	র		
(২)	ক	রি	তে	কে	০	২	০	ত	পা	রে	না	ক	ত	যে	শা	০	স্ত		
(৩)	রে	আ	ছে	দি	০	ব	০	স	র	জ	নি	দে	ব	অ	০	চ্চি	ত		

	২	মা	মা	৩	মা	পা	পা	I	০	গা	মা	গা	১	রা	-	রা	২	রা	-	গা
(১)	কি	কা	র	ণে	মা	গো	বু	ঝি	না	বি	০	খ	ব্যা	০	পি					
(২)	বে	দ	বে	দা	০	স্ত	স	ক	ল	গ	০	ক	না	০	শি					
(৩)	প	দ	সে	কি	পা	বে	ব	ল	গো	শি	০	ব	ভা	০	মি					

৩	রগা	পমা	-	II
(১)	নি০	০ ০	০	
(২)	নি০	০ ০	০	
(৩)	নি০	০ ০	০	



গা -১ মা | গা মা -১ I পা ধা ধা | না স'১ -১ I  
ল ০ স্বী রে হা ০ রা ব ই ষ দি ০

না না -১ | না স'১ -১ I না স'১ -১ | -গা ধা -পা II  
অ ল ০ স্বী রে ০ পা বো ০ ০ ই ০

II গা মা মা | গা মা -১ I মা পা পা | মা গা -১ I  
সা জি যে নি যে ০ জা হা জ থা নি ০

মা ধা ধা | পা পা স'১ I গা ধা -১ | ধা গা গা I  
ব সি যে হা জা র দা ডি ০ কো ন পু

গা গা -১ | গা গা স'১ I স'১ স'১ -১ | গস'১ -১ গা I  
রী তে ০ যা বো ০ দি যে ০ কোন্ ০ সা

ধা পা -স'১ | গা ধা -১ I -১ -১ -১ | মা ধা ধা I  
গ রে ০ পা ডি ০ ০ ০ ০ কো ন তা

ধা ধা -না | না স'১ -১ I না স'১ -১ | না না না I  
র কা ০ ল ক্য ০ ক রি ০ ক ল কি

না স'১ -১ | না স'১ -১ I গা ধা -১ | গা -রা র'১ I  
না রা ০ প রি ০ হ রি ০ কো ন দি

সাঁ সাঁ -রাঁ | গসাঁ -াঁ সাঁ I গা ধা -াঁ | পা পা -ধা I  
কে যে ০ বাই ০ বো ত রী ০ বি রা ট

পা পা -সাঁ | গা ধা -াঁ I খগা -াঁ ধা | পা -াঁ -াঁ I  
কা লো ০ নী রে ০ ম বু বো না ০ ০

গধা -াঁ পা | মা -গা -াঁ I সা -াঁ মা | গা মা -মা I  
ম বু বো না ০ ০ মা বু বো না আ বু

পা ধা ধা | না সাঁ সাঁ I না না না | না সাঁ -াঁ I  
ব্য বু ধ আ শা র সো না র বা বু বু

না -সাঁ -রাঁ | সগাঁ -াঁ -ধধা II  
ভী ০ ০ রে ০ ০ ০০

II সাঁ সাঁ সাঁ | রাঁ রাঁ -াঁ I রাঁ গা -াঁ | রাঁ গা -াঁ I  
নী লে র কো লে ০ জা ম লু সে বী প্

সাঁ রাঁ -াঁ | গা রাঁ পা I মা গা -াঁ | গা -মা মা I  
প্র বা লু দি রে ০ বে রা ০ শৈ ০ ল

মা মা মা | মা -পা পা I পা পা -দা | পা পা -দা I  
হু ডা য নী ড্ বে খে ছে ০ সা গ বু

পা পদা -গা | দা পা -া I -া -া -া | মা মা -ধা I  
বি হ ০ ঙ্গে রা ০ ০ ০ ০ | না রি ০

ধা ধা না | না স' -া I না স' -া | স'মা -মা -ম'গা I  
কে লে র শা থে ০ শা থে ০ | ঝো ০ ডো ০

র' স' -া | না স' স' I গা ধা -গা | পা -া -া I  
বা তা স্কে ব ল্ ডা কে ০ | ভা ০ ০

-ধা -স'গা -া | ধা -া -া I ধা ধা -গা | ধা পা -া I  
০ ০ ০ ০ | কে ০ ০ ঘ ন ০ | ব নে ব্

মা গা -া | রা সা -া I রা রা গা | গা গা -মা I  
ফা কে ০ ফা কে ০ | ব ই ছে | ন গ ০

গা মা -া | -া -া -া I গা গা মা | গা মা -া I  
ন দী ০ ০ ০ ০ | সা ত রা | জার ধ ন্

পা ধা ধা | না স' -া I না না -া | না -া -া I  
মা গি ক্ পা বো ই মা গি ক্ পা ০ ০

স' -া -া | -া -পা -া I পা ধা -র' | স' স'গা -া I  
বো ০ ০ ০ ই সে থা য্ না মি ০

ধা পা -ধপা | মা গা -মা II II  
য দি ০ ০ | আ মি ০

## স্বরলিপি

(ধেমাল)

কেদারা-কাওয়ালী

যোগী তেরা মরম নাহি পায় রে।

কান্ধে কুণ্ডল গলে বিচ শেলী

ঘর ঘর অলস জাগায়ারে ॥

রচনা—অজ্ঞাত।

প্রাপ্তি—সুরবাহারী পণ্ডিত রামগোবিন্দ পাঠক (৮গয়াধাম)।

স্বরলিপি—তদীয় ছাত্র, শ্রীদুর্গাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

ব্যবহার—দুই মধ্যম।

### আস্থারী

II	সাঁ	-না	মা	-গা	পাঁ	-ক্রা	ক্রপধা	ক্রপা	মা	-না	-গা	-মা	রা	-সা	-না	-সা	I
	ধো	০	গী	০	তে	০	রা	০০	ম	০	র	০	০	০	ম	০	০
	মা	-গা	ক্রা	-পা	ক্রা	-পা	-ধা	-না	-ক্রা	-পা	-ধা	-মা	মা	রা	-না	-সা	II
	না	০	হি	০	পা	০	০	০	০	০	০	০	হা	রে	০	০	

### অন্তরা

II	গাঁ	-মা	পাঁ	সাঁ	-না	সাঁ	-না	রা	সাঁ	-না	সাঁ	পাঁ	-না	সাঁ	-না	-রা	I
	কা	০	ন	মে	০	হু	ন	ড	ল	০	গ	লে	০	বি	০	০	
	সাঁ	না	-ধা	পাঁ	-না	পাঁ	মা	-গাঁ	-মা	রা	সাঁ	-রা	সাঁ	-না	ধা	-পাঁ	I
	চ	শে	০	লি	০	ঘ	র	০	০	ঘ	র	০	০	অ	০	ল	০
	ক্রা	-পাঁ	-না	সাঁ	-না	-পাঁ	ধা	-না	মা	রা	-না	-সা					
	স	০	০	জা	০	০	গা	০	মা	রে	০	০					



তান

১। গমা পনা সঁরা সঁনা | ধপা মগা রসা ন্‌সা I

২। গ পনা সঁরা গঁরা | সঁনা ধপা মগা রসা I

৩। গমা পনা সঁরা গঁরা | সঁনা ধপা ক্রপা ধনা | সঁরা গঁমা গঁরা সঁনা |  
ধপা মগা রসা ন্‌সা I

৪। মমা রসা ন্‌সা ধপা | ক্রপা ধনা সরা ন্‌সা | গমা রসা ন্‌সা ক্রপা |  
ধপা মগা রসা ন্‌সা I ননা ধনা ধপা মগা | রসা রঁরা সঁরা সঁনা |  
ধপা ক্রপা ধনা সঁরা | সঁনা ধপা মগা রসা I

সহসা

(কীর্তন)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

শ্রামল! তব প্রেমোৎসব আজি কী রাগে বংশিলে—  
আপনি রহি' আড়ালে মহী মাতিয়া!

(রহি' আড়ালে—

প্রভু, আপনি মায়া আড়ালে—

হাসি' যবনি-পিছে লুকালে!—

তুমি কেমনে বেলো হৃদয়দল

মুরলীধনে জাগালে!—

দেখা না দিয়ে শুধু মুরলীমধু

ঝরায়ে মহী মাতালে!—)

নির্ঝরিয়া হৃদা নাশিয়া করকা সখা, ঝঙ্কলে  
অভয়-স্বর মলয় পরকাশিয়া!

(হৃদা ঝরিয়া—

যবে এল করকা নাশিয়া—সখা

তব অলকা বহিয়া—

এলে ভাবনা ভীতি ঘুচায়ে প্রীতি—

মলয় পরকাশিয়া!—)

তনিহু যবে সে-স্বর—সবে কহে: “ও ছবি-জল্পনা  
যারণ-মোহে দাহন দহে ডুবাবে”;

( যবে মুরলী কাণে শুনিল—

তারাত্তরজি' সবে উঠিল :

"বৃথা ছবির লাগি" ওরে বিরাগী

সবি যে হৃদি ভুলিল—

"মন গলাবে,—

"পরে ডুবায়ে,—

"শুধু যাতনা সার ব্যর্থতার

পক্ষে তোরে মজাবে—

যত আলেয়া ছবি আঁকিয়া—কবি

জীবনরবি ভুলাবে ।" )

ছিল হিয়া উজ্জ্বলিয়া : "নহে ও কবি-কল্পনা,

শোরে অতুল তারকাহুল ছুলাবে ।"

( শুধু জীবনে—

হিয়া কহে বেহুঁর লগনে :

"নহে কল্পকথা গাশি বারতা,

হুলিবে মোর নয়নে—

যত অশ্রুহলে তারকা জলে

উঠিবে প্রেম মিলনে"— )

ব' সে দিশা নিশা চলিত্ত উষা রঞ্জনা

অপিয়া মনে অরুণ-অনে বিবাগী ;

( যবে অনিহু—

যবে সে-দিশা মোরে মধুর স্বরে

ডাকিল—আমি ছুটিহু—

সেই নিশীথবনে অরুণ-অনে

বিবাগী হ'য়ে ধাইহু—

চোখে অরুণ নাহি হেরিয়া :

ভাঙ্গ অস্তাচলে উঠিবে অ'লে

অপি'—চলিহু অরিয়া । )

৪৩ ডাক কহিল : "রাখ্ নিশীথে ভাঙ্গ বন্দনা,

লে কি আশ সমীপ পাশ ভিয়াগি ?"

( তারাত্তরজি—

ঘরে বাথিতে ধ'রে চাহিল—

কহি' : নিশায় কবে মহোৎসবে

তপন ভবে উদিল ?

"সেতো নাহি রে—

"গেছে বিদায়-ছলে ডুবি' অতলে

অন্তপথ বাহি' বে—

"ছাড়্ ছরাশা—

"কেন অপিবি বৃথা হতাশা ?

"কাটি' সমীপ-ভোর বহায়ে লোব

পুরিবে বল্ কৌ আশা ?" )

কণে কণে কাঁটার বনে নিযুত কত-বন্ধে হে—

নীলিমা-নাশা এলো নিরাশা ছাইয়া ;—

( বাথা আসিল—

যবে নিবাশা ধারা নামিল—

হবে লক্ষ ক্ষতে কাঁটার পথে

যাতনা-লহ ঝরিল—

সেই বেদনরাত্রে নিরাশা-পাতে

নীলিমা-উষা নিভিল । )

সহসা দেবি মায়াবী একৌ আসিলে বাথা ছন্দে বে ।—

নিশোক সুরে নিরালা পূবে নামিয়া ।

( আমি হেরিহু—

ওহে মায়াবী, আমি লখিহু—

সেই নিকষ কালো যবে লুটালো

সে-খণে এ কী দেখিহু—

তুমি আসিলে—

ধু তোরিলে—

প্রমে নামিয়া আমি' তারিলে ।—

নাথ । আচম্বিতে বেদনচিতে

ইন্দ্রজালে ঝরিলে ।—

মোর দুরিলে—

হৃথ দুরিলে!—

মম সকল মানি দহিলে!—

ওগো শোকহরণ করি' পাবন  
বেদনে স্থখা স্বনিলে!)

সঙ্গ তব নিতুই নব নীলায় বঁধু, কাজিহু

বিকশি' হৃদি-মুণালে প্রীতি-কমলে;

( আমি চাহিহু—

মোর হৃথমাঝেও চাহিহু—

তব সঙ্গ কম পরাণতম  
হৃদয়ে গম যাচিহু—

মোর নিরুলা হৃদি-মুণালে প্রীতি  
কমল 'পরে রাখিহু—

তব চরণখানি চরণ,—

জপি' রাতুল পদ-শরণ—

তব মহিমা ছবি ভুবন-রবি!  
আঁকিল মম জীবন—

দলি' মরণ

বঁধু জীবনে জিনি' মরণ!)

ঘনালে কভু বাদল প্রভু, সে বরজ্ঞেও বাহিহু

ওনিতে তব অমিয়া-রব অমলে!

( যবে ঘনায়ে—

এলো বাদলভীতি ঘনায়ে—

যবে অশনি জ্বালা তড়িৎ মালা  
আলিল প্রাণ কাঁপায়ে

আমি যাচিহু—

নাথ! সে-লগনেও মাগিহু তোমা মাগিহু—

পাতি' কাণ ওনিতে চাহিহু—

যত বরজ্ঞেবে স্থখাবিভবে

পিইতে সখা ধাইহু )

লুটিল বাধা-বাহিনী, আঁধা তাই নখন নিশ্চিতি'

রহে না আর রূপ তোমার ঢাকিয়া;

( আঁধি ফুটিল—

মম অন্ধ আঁধি ফুটিল—

কাটি' কুহেলি—আঁধি খুলিল—

সেই নিমেঘে বঁধু! ও-রূপ মধু

ঝরি' পরাণ মোহিল—

যবে দলিয়া অরি— বাহিনী ঝরি'!

তব বাঁশরী স্বনিল )

বেহুত সব হ'ল নীরব, দীপিলে দীপ বৈভবি'

বিরহ-পথে মিলন-রথে গাহিয়া।

( এলে গাহিয়া—

তাই প্রেমের সুরে গাহিয়া—

বুঝি মুরলী-তাণে নাচিয়া

শ্রাম রূপান্তরি' বেহুত মরি!

গানে গগন ছাইয়া—

সব টুটিল—

যত বেহুত বাধা টুটিল—

তব আলোক হাসে তিমির জ্বালে

মুখি' কৃমে লুটিল।—

তুমি জালিলে—

কোটি দীপালি-মণি জালিলে—

মোর নীরবনতি ধূপ-আরতি—

থালে দীপালি ভাতিলে!—

দুরি' বিরহ-আঁধা মিলন-সাধা

সুরে বাঁশরী গাহিলে!)

## স্বরলিপি

\* মিশ্র ঠৈরবী-দাদরা

আজো পড়ে গো মনে  
হুঁচী কাজল আঁখি,—  
মোরে হেরিত শুধু  
লাজে লুকায়ে থাকি'।  
মেঘ- মেঘুর নভে  
যেন হেরিয়া কবে,—  
তারে খুঁজিয়া মরে  
মম পরাণ-পাখী।

হেরি' অরুণ রাগে  
নব কমল কলি,  
মম হিয়া-সরসী  
আজি উঠে উছলি'।  
কেন চলিতে পথে  
ডাক পিছন হ'তে  
অব- গুণ্ঠন খুলি'  
মোরে লহ গো ডাকি'।

কথা—শ্রীনরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সুর—শ্রীশৈলেশকুমার দত্তগুপ্ত

স্বরলিপি—কুমারী রেণুকা বসু ( ছবি )

সংখ্যা গা II	সা	-দা	দা	-	পা	ঝা I	পা	-	-	-	পা	পা I
আও জো	প	০	ডে	০	গো	ম	নে	০	০	০	হ	টী

মা	-	মপা	-দা	মা	পা I	মজা	-	-	-	জা	জা I
কা	০	জ০	০	ল	আ	খি	০	০	০	মো	রে

রা	-	রজা	রা	সা	সা I	-রা	-মা	-পা	-দা	দপমা	পা I
হে	০	রি০	ত	শু	ধু	০	০	০	০	লা০	জো

মজা	-	জরা	-সং	সা	ঝা I	সা	-	-	-	সংখ্যা	গা II
লু	০	কা০	০০	যে	খা	কি	০	০	০	"আও জো"	

\* এই গানখানি শ্রীমদ্রোহ সেন কর্তৃক "সেনোলা" বেকর্ডে গীত হইয়াছে।

পদা মা II পা<sup>+</sup> -া পসী<sup>২</sup> | -খী<sup>২</sup> সী না I সী -া -া | -া সী সী I  
মে ০ ঘ মে ০ ছ ০ র ন ভে ০ ০ | ০ ঘে ন

গা -া গসী<sup>২</sup> | -খী<sup>২</sup> গা সী I গদা গপা -া -া | -া পা পদা I  
হে ০ রি ০ ০ যা ক বে ০ ০ | ০ তা রে ০

মা -া মপা | -দা মা পা I মজা -া -া | -া জা জা I  
খু ০ জি ০ ০ যা ম রে ০ ০ | ০ ম ম

জরা -সা গা<sup>২</sup> | -া সা খা I সা -া -া | -া সখা গা II  
প ০ ০ রা ০ ০ পা খী ০ ০ | ০ "আ ০ জো"

পা দা II না<sup>+</sup> -া না<sup>২</sup> | -া সা খা I সা -া -া | -া সা সদা I  
হে রি অ ০ ক ০ ০ রা গে ০ ০ | ০ ন ব

দা জা জা | -া জা রা I জা -া -া | -া জা সা I  
ক ০ ম ০ ল ক লি ০ ০ | ০ ম ম

সা -পা পা | -া পা পা I পকা -জা -া -া | -া জা জা I  
হি ০ রা ০ স র সী ০ ০ | ০ আ জি

খা -জা খা | -া সা না I সা -া -া | -া সপদা মা I  
উ ০ ঠে ০ উ ছ লি ০ ০ | ০ কে ০ ন

পা -াঁ গসাঁ | -খাঁ সাঁ না I সাঁ -াঁ -াঁ | -াঁ সাঁ সাঁ I  
চ ০ লি ০ তে প থে ০ ০ ০ ডা ক

গাঁ -াঁ গসাঁ | -খাঁ গাঁ সাঁ I গদাঁ গপাঁ -াঁ | -াঁ পাঁ পদাঁ I  
পি ০ ছ ০ ০ ন হ তে ০ ০ ০ জ ব ০

মা -াঁ মপাঁ | -দাঁ মাঁ পাঁ I মজ্ঞা -াঁ -াঁ | -াঁ জ্ঞা জ্ঞা I  
ঙ ন ঠ ০ ০ ন খু লি ০ ০ ০ মো রে

জ্ঞরা -সাঁ গাঁ | -াঁ সা খাঁ I সা -াঁ -াঁ | -াঁ সখাঁ গাঁ II II  
ল ০ ০ হ ০ গো ডা কি ০ ০ ০ "আ ০ জো"

## মুদ্রক বাদন

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দে (সুবোধবাবু)

সুরক্ষাকৃতাল (গজকীড়া)

(রগাগত)

৩২৭। + ০ ১ ২ ০  
ধা ক্রেধেএয়ে কতা দিধেতেটে ক ধাআনে

+ ০ ১ ২  
ধা ৬তা আনে কং ৬তা কতা দিতাগ

০ + ০ ১  
খুউমা খুন ঘড়ান তা আনে দেং তা

২ ০ + ০  
৬তাকেড়ে নাগ দেং খুদিকহে ঘড়ানদেং

১ ২ ০ +  
ধা দেং ৬তা ক্রেধা দেং দেং ধা

৩২৮। + ০ ১ ২ ০  
ধা ধা কতা ঘেগে ৬ক্রেধেনে খুউমাড়ে দেং

+ ০ ১  
দীই কড়াআনে ত্রেগে কদেনে .তা ,

২ ০ + ০ ১  
খুগেমাড়ে যে তাতা দেং দেং গ্রেদেন্দে

২ ০ + ০  
ধাকড়া আনে দে ধেরেকেটে কং দেং ধা

১  
কড়ান ধেরেকেটে কং দেং ধা কড়ান

০ +  
ধেরেকেটে কং দেং ধা

৩২৯।	<sup>+</sup> ধা	<sup>০</sup> কতা	<sup>১</sup> থুম্মাতেটে	<sup>২</sup> ষেগে	<sup>৩</sup> নাগ	<sup>৪</sup> তা	<sup>৫</sup> দেং	<sup>০</sup> ঘড়াআন	<sup>১</sup> ধা	<sup>২</sup> দী	<sup>৩</sup> দী	<sup>৪</sup> কেটে	<sup>৫</sup> তাগ	<sup>০</sup> ধা	<sup>১</sup> কতা
	<sup>০</sup> থুন	<sup>+</sup> ক	<sup>০</sup> দেনে	<sup>১</sup> ষেগে	<sup>২</sup> ধা	<sup>৩</sup> ধেমা	<sup>৪</sup> তাআ	<sup>১</sup> দী	<sup>২</sup> দী	<sup>৩</sup> কেটে	<sup>৪</sup> তাগ	<sup>৫</sup> ধা	<sup>০</sup> কতা	<sup>১</sup> দী	<sup>২</sup> দী
	<sup>০</sup> তাআনে	<sup>১</sup> দেং	<sup>২</sup> থ্রেগেনে	<sup>৩</sup> কড়ান	<sup>৪</sup> ধা	<sup>৫</sup> তাগ	<sup>০</sup> ধা								
	<sup>২</sup> কড়াআনে	<sup>৩</sup> তেটে	<sup>৪</sup> ধা	<sup>৫</sup> কড়াআন	<sup>০</sup> তেটে										
	<sup>১</sup> ধা	<sup>২</sup> কড়াআন	<sup>৩</sup> তেটে	<sup>৪</sup> ধা											
৩৩০।	<sup>+</sup> ধাকন	<sup>০</sup> ক্রেধেনে	<sup>১</sup> থুউমা	<sup>২</sup> দেং	<sup>৩</sup> দিতাঘেনে	<sup>৪</sup> ধা	<sup>৫</sup> কং	<sup>০</sup> কং	<sup>১</sup> ক্রেধেং	<sup>২</sup> ধেকেটে	<sup>৩</sup> থুনা	<sup>৪</sup> ঘেড়েনাগ	<sup>৫</sup> দেং	<sup>০</sup> থুনা	<sup>১</sup> ঘেড়েনাগ
	<sup>০</sup> দী	<sup>+</sup> তা	<sup>০</sup> কড়ানক	<sup>১</sup> দেঘেনেতা	<sup>২</sup> দেদে	<sup>৩</sup> ঘড়ান	<sup>৪</sup> দেং	<sup>৫</sup> থুনা	<sup>০</sup> ঘেড়েনাগ	<sup>১</sup> দেং	<sup>২</sup> থুনা	<sup>৩</sup> ঘেড়েনাগ	<sup>৪</sup> দেং	<sup>৫</sup> থুনা	<sup>০</sup> ঘেড়েনাগ
	<sup>০</sup> ধাতা	<sup>১</sup> দেঘেনে	<sup>২</sup> থুদিঘেনে	<sup>৩</sup> তা	<sup>৪</sup> কড়ান	<sup>৫</sup> কং	<sup>০</sup> দেং	<sup>১</sup> ধা							

### সুরকাক্ আড়ি

## ভ্রম সংশোধন

গত বৈশাখ সংখ্যার ৪৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'ত্রিখোল বাদ্য প্রণালী' প্রবন্ধে নিম্নলিখিত ভ্রমগুলি পাঠকবর্গ অনুল্লেখ্যপূর্বক সংশোধন করিয়া লইবেন।

- ১ নং পরিভাষায় সৌকার্যার্থ স্থানে সৌকর্যার্থ হইবে।
- ৫ নং পরিভাষায় কাহারবন্দী স্থানে কহারবন্দী হইবে।
- ১১ নং পরিভাষায় ময়নাডোল স্থানে ময়নাডাল হইবে।
- ১৮ নং পরিভাষায় জাক স্থানে জাক্ হইবে এবং হুখ দীর্ঘ পুতো স্থানে হুখ দীর্ঘ পুতা হইবে।

## স্বরলিপি

তিলক বেহাগ—ভেতাল

ঠুমরী

উগর চগত মোসে করত রার  
দদি বেচন মায় না যাউ'গি রে।  
লপটি ঝপটি মোরি শিরসে মায় টুকি  
ইয়া ফোরিরে সগর সু'দর প্যারে  
যমুনা কিনারে মোসে করত রার।

প্রাপ্তি—সঙ্গীতাত্যাক্ষ্য রামকিমণ মিশ্র

স্বরলিপি—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী

### আস্থারী

II না<sup>০</sup> সা<sup>১</sup> গা<sup>২</sup> মা<sup>৩</sup> | পা<sup>৪</sup> পা<sup>৫</sup> না<sup>৬</sup> না<sup>৭</sup> | না<sup>৮</sup> সা<sup>৯</sup> সা<sup>১০</sup> নধা<sup>১১</sup> | পক্ষা<sup>১২</sup> গমা<sup>১৩</sup> গরা<sup>১৪</sup> সরা<sup>১৫</sup> I  
ড গ র চ ল ত মো সে ক র ত রা০ ০০ ০০ র০ ০০

গগা<sup>০</sup> মা<sup>১</sup> পা<sup>২</sup> পা<sup>৩</sup> | সা<sup>৪</sup> গপা<sup>৫</sup> গা<sup>৬</sup> মা<sup>৭</sup> | গা<sup>৮</sup> গা<sup>৯</sup> গা<sup>১০</sup> গা<sup>১১</sup> | গমা<sup>১২</sup> পমা<sup>১৩</sup> গরা<sup>১৪</sup> সরা<sup>১৫</sup> II  
দদি বে চ ন মায় না০ যা উ' গি ০ ০ ০ রে০ ০০ ০০ ০০

### অন্তরা

II গমা<sup>০</sup> গণা<sup>১</sup> ধধা<sup>২</sup> না<sup>৩</sup> | সা<sup>৪</sup> না<sup>৫</sup> সা<sup>৬</sup> সা<sup>৭</sup> | পা<sup>৮</sup> না<sup>৯</sup> সা<sup>১০</sup> রা<sup>১১</sup> | না<sup>১২</sup> সা<sup>১৩</sup> গণা<sup>১৪</sup> ধধা<sup>১৫</sup> I  
লপ টি০ ০০ ঝ প টি মো রি শি র মে মায় টু কি ইয়া০ ০০ . ,

না<sup>০</sup> সা<sup>১</sup> ধধা<sup>২</sup> সা<sup>৩</sup> | ধপা<sup>৪</sup> মপা<sup>৫</sup> গা<sup>৬</sup> মা<sup>৭</sup> | পা<sup>৮</sup> গমা<sup>৯</sup> পধা<sup>১০</sup> গণা<sup>১১</sup> | ধপা<sup>১২</sup> ধপা<sup>১৩</sup> মা<sup>১৪</sup> গা<sup>১৫</sup> I  
ফো রি রে০ ০০ ০০ ০০ ০০ স গ র সু' ০০ ০০ ০০ দ০ র০ প্যা রে

না<sup>০</sup> সা<sup>১</sup> গা<sup>২</sup> মা<sup>৩</sup> | পা<sup>৪</sup> পা<sup>৫</sup> না<sup>৬</sup> না<sup>৭</sup> | না<sup>৮</sup> সা<sup>৯</sup> সা<sup>১০</sup> নধা<sup>১১</sup> | পক্ষা<sup>১২</sup> গমা<sup>১৩</sup> গরা<sup>১৪</sup> সরা<sup>১৫</sup> II  
য মু না কি না রে মো সে ক র ত রা০ ০০ ০০ র০০০



## শ্রীখোল বাদ্য প্রণালী

( পূর্বসম্বন্ধ )

শ্রীপারেশচন্দ্র মজুমদার, বি-এ

২৮। ২২। জোরা, ছুটা, —দশকোষী, শশিশেখর এবং  
আড় প্রভৃতি কতকগুলি ছন্দে দুইটি করিয়া তাল সঙ্গীত  
এবং অপর তালগুলি তদপেক্ষা দ্বিগুণ ব্যবহৃত থাকে।  
ই সঙ্গীত তালগুলিকে জোরা বা যুগ্ম তাল এবং  
ব্যবহৃত তালগুলিকে ছুটা বলা হয়।

৩০। লোম—কোন বাণী উখিত হইবার পর মৃদঙ্গ-  
ধ্বনির যে স্বর হয় তাহাকে লোম বলা হয়।

### চিহ্ন প্রকরণ

মাত্রা—। অর্ধমাত্রা— $\frac{1}{2}$   
কাল—• অনাঘাত—(আ), (ই)  
তাল—১, ২ প্রভৃতি ফাঁক—○  
সম—+ জোরা—□  
লোম—ম্, ন্, ঙ্, ও

### ঘাতনপ্রণালী

মৃদঙ্গে কি ভাবে আঘাত করিলে কোন বাণীর উৎপত্তি  
হয় তাহার ধরাধা নিয়ম করা বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার।  
কারণ এ সম্বন্ধে যে কোন সূত্র করিতে গেলেই তাহার  
প্রতিপ্রসব (exception) হইবে অনেক। তবে বাদকের  
একবার মৃদঙ্গধ্বনি সম্বন্ধে বোধ জন্মিলে আর সূত্রের  
প্রয়োজন হইবে না। তখন তিনি বাণী শুনিয়া তাহার  
স্থানবিশেষের ঘাতনপ্রণালী নিজেই নিরূপণ করিয়া  
লইতে পারিবেন। সুতরাং এ বিষয়ে আমরা শুধু দৃষ্টান্ত  
করিয়া যাইব।

### দক্ষিণহস্তোদ্ধিত বাণী

১। তা, না, না, লা, টা, যা—অঙ্গুষ্ঠ ভিন্ন অঙ্গুলি-  
সমূহ সংযুক্ত করিয়া এবং অঙ্গুলিসমূহের মূল স্পর্শ করিয়া

ডাহিনার বেটনীর উপর করতলের অঙ্গুলি মূলের নিম্নভাগ  
দ্বারা এমন ভাবে আঘাত করিতে হইবে যাঁহাতে সংযুক্ত  
অঙ্গুলিচতুষ্টয়ের অগ্রভাগের আঘাত খরলীর (গাবের)  
উপর লাগে। এইরূপ আঘাতে উক্ত বাণীগুলির  
উৎপত্তি হয়।

২। না, নি, তি, নিং—খরলীর উপর শুধু তর্জনির  
সলোম (ঝঙ্কারযুক্ত) আঘাতে উক্ত বাণীগুলির উদ্ভব হয়।

৩। টা, টে, না, নে—অঙ্গুষ্ঠের পার্শ্বদেশদ্বারা  
খরলীর উপর সলোম আঘাতে উক্ত বাণীচতুষ্টয়  
উৎপন্ন হয়।

৪। ডা, ডে—‘গ’র পরস্থিত ট কে ড বলা হয়।

৫। দিং, তেং, তি, তে, তা—খরলীর উপর  
অনামিকা, মধ্যমা এবং তর্জনির লোমবর্জিত (চাপা)  
আঘাতে উক্ত বাণীগুলি উদ্ভূত হয়।

৬। ত্বি, ত্বেই—দ্বিগুণ প্রযুক্ত তে বাণী উৎপন্ন  
করিলেই উক্ত বাণীদ্বয়ের উৎপত্তি হয়।

৭। রে—তেটে খুব দ্রুত বাজিলেই তাহা ‘তেরে’  
তে পরিণত হয়। এতদ্ভিন্ন স্থানে রে বাণীর  
প্রয়োগ নাই।

### বামহস্তোদ্ধিত বাণী

১। ক, কে, কি—অঙ্গুষ্ঠ ব্যতীত অঙ্গুলিসমূহের  
অগ্রভাগ দ্বারা খরলীর উপর চাপা আঘাত করিলে এ  
বাণীগুলি উখিত হয়।

২। খে, থি—দ্বিগুণ প্রযুক্ত কে বাণী উৎপন্ন করিলে  
এই বাণীদ্বয়ের উৎপত্তি হয়।

৩। গ, গে, গি—ভাহিনাতে ঘেরূপ আঘাতে তা বাণী উৎপন্ন হয় তাঁয়াতে তদনুরূপ আঘাতে উক্ত বাণীজয়ের উদ্ভব হয়।

৪। ঘে, ঘি—দ্বিগুণ প্রযুক্তে গ বাণী উৎপন্ন করিলেই এষ্ট বাণীষয় উদ্ভূত হয়।

### উভয় হস্তের যুগপৎ আঘাতে উৎপন্ন বাণী

১। জা, জে—যথাক্রমে গ+তা, গ+তে।

২। দা, দে—গ+তা।

৩। বা, বে, খা, খেই, ধো—ঘ+তা।

৪। পে—ঘ+তে।

৫। থে, থি, থেই—খ+তা।

### মিশ্রবর্ণোপাদান এবং অন্যান্য বিশেষ বিধি

১। গুরু গুরু—যত সংখ্যক গুরু থাকিবে তাহা হইতে একবার কম গেতেটে বাজাইয়া সর্বশেষে গেনা বাজাইলেই উক্ত মিশ্র বাণী উদ্ভূত হইবে।

২। কুরু কুরু—গুরু গুরু এর মত; প্রভেদ এই যে ইহাতে গে স্থানে থে ব্যবহার করিতে হইবে।

৩। ক্রানু—ভাহিনার উপর প্রায় একই সঙ্গে যদি উভয় হস্তে তা বাণী উদ্ভূত করা হয় তবেই উক্ত মিশ্র বাণীর উৎপত্তি হয়।

৪। ঘেধেন্না—বাঁয়ার উপর ক্রানু বাণীতে ঘেরূপ বিধান আছে তদনুরূপ আঘাত করিয়া তৎপরে ঘেন্না বাজাইলেই উক্ত বাণীর উৎপত্তি হয়।

৫। তাকাতাই—মৃদঙ্গের উপরিভাগে প্রথম দক্ষিণ হস্তের এবং তৎপরে বাম হস্তের করতল দ্বারা মৃদু আঘাত করিয়া পরে হস্তদ্বয় উত্তোলনপূর্বক করতালি দিলেই উক্ত বর্ণজর পর পর উৎপন্ন হয়। ( শুধু মুখে বোল বলিয়া বাজাইবার সময়ের ক্ষণই এইরূপ বিধান )।

৬। দিগি দিগি—এই স্থানের দি বাণী বাঁয়ার উপর দক্ষিণ হস্তের আঘাতে উৎপন্ন হয়।

৭। তাকা তাকা—এই স্থানের কা বাণী ভাহিনার উপর বাম হস্তের আঘাতে উদ্ভূত হয়।

৮। জাজাঝিনাঝিনি, তাজিনি, ধেনেধেনে নাক, নাগধেনে, নাকধেনে, দাধিনি, বাঁতেনি—নিম্নরেখ বাণীগুলি উৎপন্ন করিতে হইলে বাম হস্তের যথাবিহিত আঘাতের সঙ্গে ভাহিনার উপর শুধু তর্জনীর আঘাত করিতে হয় এবং তৎপূর্ববাণীতে ভাহিনার আঘাতে শুধু সংযুক্ত অনামিকা ও মধ্যমার ব্যবহার করিতে হয়।

৯। ধোগা—ধোতা।

১০। থেদোলি—থেটেতা।

১১। ধ্রাং—ঝা; প্রভেদ এই যে ইহাতে দক্ষিণ হস্তের আঘাত ঈষৎ পরে করিতে হয়।

দ্রষ্টব্যঃ—যে সব বাণী অঙ্কুরের আঘাতে উৎপন্ন হয় সেই সব বাণীর পূর্ববর্তী দক্ষিণ হস্তের বাণী উৎপাদন করিয়াই করতল ঈষৎ উর্দ্ধদিকে ঘুরাইয়া লইতে হইবে।

### হস্ত সাধন প্রণালী

ঘড়ির দোলকের একবার এদিক একবার ওদিক যাওয়ার অর্থাৎ দুইবার টক্‌টক্‌ শব্দ হইবার সময়কে একমাত্রা কাল ধরিয়া প্রথমতঃ প্রতি মাত্রায় হাতে তালি দিয়া নিম্নলিখিত বোলগুলি মুখস্থ করিতে হইবে। পরে মুখে বলিতে বলিতে বোলগুলি বাজাইতে হইবে। হাতের জড়তা দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাদ্য ক্রমশঃ দ্রুত করিতে হইবে। ভোর বেলাই মৃদঙ্গে হস্ত সাধনের প্রশস্ত সময়। অনেকে হস্ত সাধনের পূর্বে প্রায় আশ ঘণ্টাকাল উভয় হস্ত লীতল জলে নিমজ্জিত করিয়া রাখেন এবং বাজাইবার সময় বাহাতে করতলে কড়া (corn) উৎপন্ন না হয় তজ্জন্ম একটু পর পর মুখে মাখিবার পাউডারে করতল ঘর্ষণ করিয়া থাকেন।

১। তে টে থে টা

২। তেরে তেরে তেরে থেটা

তেরে থেটা তেরে থেটা

৩। তিং তাথি ( = নাকতাথি ) তেরে থেটা

তেরে থেটা তেরে থেটা

৪। খেনা তেরে গেনে খেনা

তেরে খেনা তা খেনে

৫। খেনা তেরে গেনা দা

খেনা তেরে খেনে (নে শুধু অনামিকা দ্বারা)

নাক তেরে খেটে তিং তাথি

তেরে খেটে তেরে খেটে

( এই বোল দ্রুত হইলে ইহার পাঠ হইবে ঘের গেনা  
ঘের খেনে নাও একেট তিং তাক একেট একেট )

৬। দা খেনা দেরে খেনা

দা খেনা দেরে খেনা

দা খেনা দেরে দে ( = তে ) রে

খেনা তাথি তেরে থেটা

৮। ঝা তেরে তেরে থেটা

তিং তাথি তেরে থেটা

তেরে থেটা খেনা নেবে

খেনে তাথি তেরে থেটা

৮। গে তেটে গে তেটে

গে তেটে গেনা

( এই বোল দ্রুত হইলে গুরু গুরু গুরু গুরু হইবে )

দ্রষ্টব্যঃ—অতঃপর কোন বোল বাজাইবার সময়  
তাহার অংশ বিশেষ কষ্টসাধ্য মনে হইলে শুধু সেই  
অংশগুলি উল্লিখিত নিয়মে ধীরে ধীরে সাধন করিয়া  
লইতে হইবে।

## টুকি বাজের প্রণালী

### দক্ষিণহস্তোপস্থিত বানী

১। তি, তিন্—বেটনীর উপর অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ  
ধারণ করিয়া অনামিকাধারা খরলীমগুলের নিয়মিত বৃহৎ  
স্পর্শ করতঃ তাহার বহিঃস্থিত খেতাংশে তর্জনীর সলোম  
আঘাতে উক্ত বাণীষয় উজ্জ্বল হয়। অনেক বাদক এইস্থানে  
অনামিকা খরলী হইতে বিযুক্ত রাখেন।

১। তা, না—অজুঠ এবং অনামিকা পূর্ববৎ স্থাপন  
বিধা বেটনীর অব্যবহিত নিয়ে তর্জনী দ্বারা লোম-  
বিশ্রাম আঘাত করিলে উক্ত বাণীজয়ের উৎপত্তি হয়।

২। তে—ধরলীর মধ্যভাগে তর্জনীর লোমবজ্রিত  
মধ্যমত এই বাণী উৎপন্ন হয়।

৩। টে, নে, নি—ধরলীর উপর অনামিকার লোম-  
বজ্রিত আঘাতে এই বাণীর উদ্ভব হয়।

৪। ত্বি—ধরলীর মধ্যস্থলে মধ্যমার তলদেশে চাপিয়া  
বিধা তর্জনী তাহার পৃষ্ঠে তুলিয়া এবং তৎপরে চাপ  
দিয় ধরলীতে আঘাত করিলে তুড়ির মত শব্দ হইবে।  
হাতাই ত্বি বাণী।

দ্রষ্টব্যঃ—অনেক বাদক অনামিকার পরিবর্তে  
মধ্যমার ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং অজুঠ সর্বদাই  
বেটনী হইতে বিযুক্ত রাখেন।

### বাম হস্তোপস্থিত বাণী

১। গ, গি, গে—ধরলীর একদিকে অজুঠপাখ  
স্থাপন করিয়া অল্প পার্শ্বে মধ্যমার অগ্র ভাগে দ্বিগুণ বজ্র  
বিধা আঘাত করিলে উক্ত বাণীজয় উৎপন্ন হয়।  
হাকেই গুপো দেওয়া বলে। (প্রকারান্তর) অজুঠ  
কল্পে স্থাপনপূর্বক করতল ধরলীর উপর এমনভাবে  
স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে অজুঠ অল্প সমস্ত অজুলি  
হতে বিযুক্ত এবং সম্পূর্ণ প্রসারিত থাকে। অতঃপর  
তর্জনীর মূল এবং অগ্রভাগ উত্তোলন করিয়া এবং সংযুক্ত  
ধনো এবং অনামিকা বজ্র করিয়া তাহাদের অগ্রভাগ-  
বা ধরলীপাখ চাপিয়া তর্জনীর মূলদ্বারা ধরলীর উপর  
পিয়া আঘাত করিলে উক্ত বাণীজয় উৎপন্ন হইবে।  
হাকে চাপা গুপো বলে।

২। ঘ, ঘি, ঘে—বিশ্রাম প্রয়ত্নের সহিত গ বাণী উৎপন্ন  
করিলে উক্ত বাণীজয়ের উৎপত্তি হয়।

৩। ক, কে, কি, খে, খি—পূর্বাধিকরণ।

### উভয়হস্তোপস্থিত বাণী

১। দা—গ+তা, দা—গ+তি, দে—গ+টে, দি—  
গ+তি, বা, ধা—ঘ+তা, খেই, ঘি, ধিন্—ঘ+তিন্,  
খে—ঘ+তে, খে—খ+তে, খেই, ঘি, ধিন্—খ+তিন্।

#### বিশেষ বিধি

১। দে দে দে দাধিনি—১ম দে=দা, ২য় দে=গ+তে।

২। দে দে দাধি—১ম দে=দা, ২য় দে=গ+তে,  
দা=দে।

৩। খেটে তা তাধিনি—খে=ধা, টে=তে,  
তা=টে।

৪। দিদ্ধা, তিত্তা—দি=দা, তি=তা, দা=দি,  
তা=তি।

যে সব বাণী এবং বোলের উৎপাদন প্রণালী দেওয়া  
হয় নাই সেগুলি পূর্ববৎ বাজিবে। প্রত্যেক এই যে  
টুকিতে বায়্য গুপো হইবে এবং দক্ষিণ হস্তে অজুঠের  
স্থান তর্জনী এবং সংযুক্ত অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জনীর  
স্থান শুধু অনামিকা গ্রহণ করিবে।

### টুকি সাধনের বোল

১। ধেনে ধেনে নাগ ধেনে

ধেনে নাক তেনে নাগ

২। তেরেকেটে তা দাধিনি নাতেটে নাতেটে

৩। গেদা গেদা গেদা (আ)দা

ধিন্(=বা) দা(=দি) গেদা(=দি)

তেরেকেটে খেই তা

৪। খেটে তাধি তেটে তাক (ক্রমশঃ)

## স্বরলিপি

## ভাটিয়ালী—কাফ

স্বপ্নে আমি দেখি যে গো মধুমালার দেশ,  
সাঁপের বেণী বাঁধে কণ্ঠা মেঘ বরণ কেশ ॥  
স্বপ্ন যদি মিথ্যা হইত, অঙ্গুরী কি বদল হ'ত,  
হীরামন সে পাখী কি গো কইত কথা বেশ ॥  
একলা বইয়া কান্দে কণ্ঠা

না পাই তাহার দেখা,  
পঙ্খ যদি দিতরে বিধি  
উইড়্যা যাইতাম একা,  
মনের মানুষ আছে সেথা,  
বুঝল না সে প্রাণের ব্যথা,  
ওরে পবন বইয়া নিও, আমার গানের রেশ ॥

কথা—শ্রীঅজয়কুমার ভট্টাচার্য্য, এম্-এ

সুর—শ্রীজ্ঞান দত্ত

স্বরলিপি—শ্রীজীবনচন্দ্র উপাধ্যায়

II	-	-	সা	-সা	গা	মা	ধা	-	I	গধা	পা	জা	পা	-	মা	গমা	রগা	I
	০	০	স	প্	নে	আ	মি	০	০০	০	দে	ধি	০	ঘে	গো	০০		

	-	-	জা	পা	-	-	মগা	রসা	I	সা	-সা	-	-	-	-	-	-	II
	০	০	ম	ধু	০	০	মা	০	লার	দে	শ্	০	০	০	০	০	০	

II	-	-	পা	পা	ধা	ধা	ধা	ধা	I	পা	-	ধনা	সঁ	নসঁ	না	ধনা	ধা	I
	০	০	সঁ	পে	র	বে	গী	০	ধা	০	ধে	০	০	ক	০	০	জা	০
	০	০	হী	রা	ম	ন	সে	০	পা	০	খী	০	০	কি	০	গো	০	০
	০	০	ও	রে	০	প	ব	ন	বই	০	রা	০	০	নি	০	ও	০	০

পা	-	-	পা	পা	ধা	পা	মা	I	পা	-পা	-	-	মা	-	গা	-	I
০	০	০	মে	ঘ	০	ব	রগ্	কে	ল্	০	০	০	০	০	০	০	০
০	০	০	ক	ই	০	ত	ক	ধা	বে	ল্	০	০	০	০	০	০	০
০	০	০	আ	মা	০	র	গা	নের্	রে	ল্	০	০	০	০	০	০	০

-	-	মা	-মা	পা	জা	পা	-	I	-	-	গা	মা	গা	রা	সা	-সা	I
০	০	ঘ	প্	নে	দে	ধি	০	০	০	০	ম	ধু	০	মা	লা	ব	
০	০	ঘ	প্	নে	দে	ধি	০	০	০	০	ম	ধু	০	মা	লা	ব	
০	০	ঘ	প্	নে	দে	ধি	০	০	০	০	ম	ধু	০	মা	লা	ব	

রা	-	সা	-সা	-	-	-	-	II
দে	০	ল্	০	০	০	০	০	
দে	০	ল্	০	০	০	০	০	
দে	০	ল্	০	০	০	০	০	

-	-	না	না	-	না	না	না	I	সী	-	সী	-	রী	রী	গী	রী	I
০	০	অ	প	ন্	য	দি	০	মি	০	থা	০	হ	ই	ত	০		

সী	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	না	সী	না	ধা	পা	-	I
০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	অ	হু	০	রী	কি	০	

মা	-	পা	-পা	-মপা	ধা	মা	পা	I	মা	-	-	পা	গা	-	-	-	II
ব	০	দ	ল্	হ	০	০	০	০	ত	০	০	০	০	০	০	০	

II গা -গা মা গা | রা রা সা সা I না -না গ্ধা গ্ধা | সা -া গা -া I  
এ ক লা ০ ব ই শ্রা ০ কা ন্ দে ০ ০ | ক ০ ল্লা ০

-া -া গা গা | মা মা মা -মা I মা -া মপা মপা | মা গমা রগা -া I  
০ ০ না পা | ই তা হা ব্ দে ০ খা ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০

-া -া পা -পা | ধা ধা ধা -া I পা পা ধনা সা | নসা না ধনা ধা I  
০ ০ প ঙ্ থ য দি ০ দি ত রে ০ ০ | বি ০ ০ ধি ০ ০

পা -া -া পা | পা ধা পা মা I পা পা -া -া | -া -া -া -া I  
০ ০ ০ উই | ড্যা যাই তা ম্ এ কা ০ ০ | ০ ০ ০ ০

II -া -া সা রা | -রা রা রা -রা I সা -া র'গা মা | গ'মা গা র'গা রা I  
০ ০ ম নে | ব্ মা হ্ য্ আ ০ ছে ০ ০ | সে ০ ০ খা ০ ০

সা -া -া -া -া -া -া -া I -া -া সা -রা | রা রা রা -া I  
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ব্ ব্ | ল না সে ০

স'রা সা নসা -না | ধনা ধা পধা পা I মপা -া -া -া | -া -া -া -া I  
শ্রা ০ ০ পে ০ ব্ ব্যা ০ ০ খা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

## স্বরলিপি

## খাস্তা-একতালী

শুধু করুণার কণা চেয়েছিলাম আমি

করুণা কুপণ হে

তাই অঞ্জলি করি আনিয়া দিয়াছ

দহন দীপণ হে !

আমি তোমারি দুয়ারে রহিনু পড়িয়া

অঁচলে তুলিয়া নাও,

যারা তোমারি ছয়াতে পাতিল ছ'হাত

তাহারে তুলিয়া নাও ।

আমি করুণা ভিখারী রূপে,

গিয়েছিলুম দ্বারে চুপে,

ভোগে করুণা বিপণি ফুরাতনা তব

বিপুল বিপণ হে !

আমি করক করিব পূর্ণ,

যার যতটুকু শ্রুতি,

আর তোমার দহন করিব বহন

নিপট নিপুণ হে ॥

କଥା—ଶ୍ରୀକମଳାକାନ୍ତ ବନ୍ଧୁ

স্বর—সঙ্গীত শিক্ষক শ্রী প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী

স্বরলিপি—শ্রীহরিশ্রী দেবী

II    মা    ধা    ধা    -গর্জা    না    সর্গা    ধা    -সর্গা    গা    ধা    পা    পা    I  
       ক    ক    গা    ০ ব্র    ক    গা    চে    ষ্ঠে    ছি    হু    আ    মি

পধা যপধর্মা	না	ধা	পমা	গমা	পা	-পা	-পা	-পা	মা	গা	I
ক০	ক০০০	গা	কু	প০	গ০	হে	০	০	০	ঙ	ধু

पा ना ना ना ना ना ना नी नी नी नी नी I  
अ ० इ जि क खि णा नि शा दि था छ

পা	না	না	সী	সী	সী	নসী	-র'রী	-স'না	-ধনা	-স'সী	-গধনা	II
৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮০	০০	০০	০০	০০	০০০	



II {মা মা মা | গা ধপা ধা | না -না না | -সাঁ সাঁ সাঁ I  
ক ক গা | ভি থা০ রৌ রু ০ পে ০ আ মি

পা না না | সাঁ সাঁ সাঁ | নসাঁ -রঁরঁ সাঁ | -ধা গা ধপমগা} I  
গি য়ে ছি হু দ্বা রে চু০ ০০ পে০ ০ আ মি০০০

ধা ধা -গাঁ | গাঁ গাঁ গাঁ | রঁসাঁ পাঁ মাঁ | গাঁ রঁসাঁ -নসাঁ I  
ক ক গা | বি প গি০ ফু০ রা ত না ত০ ০ব

পা না না | সাঁ সাঁ সাঁ | নসাঁ -রঁরঁ -সাঁ | -ধা -সাঁ -ধপা I  
বি পু ল | বি প গ হে০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০০

II মা মা মা মা | গরা গা | মা মা পা | পা পা পা I  
তো মা রি ছ যা০ রে র হি হু প ডি যা

পা ধা গা | ধা পমা -গমা | মা -ধা ধা | -ধা ধা ধা I  
আ চ লে তু লি০ ০ যা না ০ ৩ ০ যা রা

ধা সাঁ সাঁ | গা গা ধা | পা ধা পা | মা গা গা I  
তো মা রি ছ যা রে পা তি ল ছ হা ত

সাঁ সাঁ সাঁ | গা গা মা | পা -পা -পা | -পা -পা -পা I  
তা হা রে তু লি যা না ৩ ০ ০ ০ ০

মা মা মা | গা ধপা ধা | না -না সাঁ | -সাঁ -সাঁ -সাঁ I  
ক র ক | ক রিও ব প্ ০ ৭ | ০ ০ ০

পা -না না | সাঁ সাঁ সাঁ | নসাঁ -রঁরঁ সাঁ | -ধা পা ধপমগা I  
ঘা ব্ ব | ত ট্ ক্ শ্ ০ ০০ গ্য ০ আ মি ০০০

ধা ধা গাঁ | গাঁ গাঁ গাঁ | রঁগাঁ পাঁ মাঁ | গাঁ -রঁসাঁ নসাঁ I  
তো মা র | দ হ ন ০ ক ০ রি ব | ব ০০ হ ন

পা না না | সাঁ সাঁ সাঁ | নসাঁ -রঁরঁ -সাঁ | -ধপা -সাঁ -ধপা II  
নি প ট | নি প্ ৭ | হে ০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০০

## গান

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ রায়

জ্যোছনা রাতে বিজন পথে

তোমারি সাথে মিলিব গো।

প্রাণের যত গোপন কথা

সেখায় সব বলিব গো।

আকাশ ছাওয়া চন্দ্রালোকে

স্বপ্ন-মধুর মিলন ডাকে

তোমারি সাথে সেই নিশীথে

মিলন মালা গাঁথিব গো,

অশ্রুধারে দে ব্যথা ঝরে

ভাহারি ভাষা বুঝাব গো।

## স্বরলিপি

কামোদ—ত্রিতাল (মধ্যলয়)

মোহে জানে ন দেউলী এরি ম্যায়

আপনা বলমাকো।

নয়নন মে' করু' রাখো পলকন্ মুদ মুদ।

চমকে বিজুরী মেহা বরষে

সদারজিলে মহম্মদ শা।

বরষ মেহা বুঁদ বুঁদ।

কথা ও শুর—সদারজ

স্বরলিপি—শ্রীকুমারেন্দ্র আচার্য

ইহা বিলাবল ঠাটের অন্তর্গত। জাতি—খাড়ব, নিখাদ—বর্জিত। ইহার মধ্যম শুদ্ধ, তবে কখনো কখনো দুই মধ্যম দ্বারা কাফি ঠাটের অন্তর্গত করিয়া গীত হইতে দেখা যায়। ইহার গাহিবার সময় রাজির প্রথম প্রহর বাদী—পঞ্চম, সঙ্গী—রেখাব।

### আনুসারী

সা II মা রা পা পা | পা -া পা পধা | পা -া -া -া | পধা পা -া পা I  
মো হে ০ ০ জা | নে ০ ন দেউ | কী ০ ০ ০ | এরি ০ ০ ম্যায়

গা মা পা গা | মা রা সা -া | সা রা -া সা | সধা ধা পা পা I  
আ প না ব | ল মা কো ০ | নয় ন ন মে' | ০০ ০ ক ক

পা -া সা -া | রা রা সা সা | গমা পধা পা পা | গা মা রা II  
রা ০ খো ০ | প ল ক ন | মু ০ ০ ০ দ মু | ০ ০ দ

অস্তুরা

পা<sup>০</sup> পা পা সা<sup>১</sup> | সা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> | সা<sup>২</sup> - সা<sup>২</sup> সা<sup>২</sup> সা<sup>২</sup> | রা<sup>৩</sup> সা<sup>৩</sup> - সা<sup>৩</sup> - সা<sup>৩</sup> I  
চ ম কে বি ০ ০ ০ জু রী মে ০ হা ০ ব র যে ০ ০

সা<sup>০</sup> সা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> - সা<sup>১</sup> | সা<sup>১</sup> - সা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> - সা<sup>১</sup> | সা<sup>২</sup> সা<sup>২</sup> সা<sup>২</sup> সা<sup>২</sup> | সা<sup>৩</sup> সা<sup>৩</sup> সা<sup>৩</sup> সা<sup>৩</sup> - সা<sup>৩</sup> I  
স দা ০ ০ র দি ০ লে ০ ম হ ঞ দ শা ০ ০ ০ ০

মা<sup>০</sup> রা<sup>১</sup> পা<sup>১</sup> - সা<sup>১</sup> | সা<sup>১</sup> - সা<sup>১</sup> পা<sup>১</sup> - সা<sup>১</sup> | গা<sup>২</sup> মা<sup>২</sup> পা<sup>২</sup> গা<sup>২</sup> | গা<sup>৩</sup> মা<sup>৩</sup> রা<sup>৩</sup> | সা<sup>৩</sup> II  
ব র ব ০ মে ০ হা ০ ব ০ দ ব ০ ০ ০ দ মো

ভান

১। মরা | মা<sup>০</sup> গমা<sup>১</sup> পমা<sup>১</sup> পমা<sup>১</sup> | নেমা ইত্যাদি।

২। সা<sup>০</sup> সা<sup>১</sup> রা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> ধপা<sup>১</sup> | গমা<sup>১</sup> পগা<sup>১</sup> মরা<sup>১</sup> সসা<sup>১</sup> | রা<sup>২</sup> পপা<sup>২</sup> ধপা<sup>২</sup> পপা<sup>২</sup> |

গমা<sup>৩</sup> পগা<sup>৩</sup> মরা<sup>৩</sup> সসা<sup>৩</sup> I রে যানে না দেউকী।

৩। ন<sup>০</sup> সা<sup>১</sup> গমা<sup>১</sup> পমা<sup>১</sup> মপা<sup>১</sup> | ননা<sup>১</sup> মপা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> রা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> | সা<sup>২</sup> সা<sup>২</sup> ধপা<sup>২</sup> গমা<sup>২</sup> পগা<sup>২</sup> |

মরা<sup>৩</sup> সসা<sup>৩</sup> মমা<sup>৩</sup> ররা<sup>৩</sup> I পসা<sup>৩</sup> সা<sup>৩</sup> রা<sup>৩</sup> রা<sup>৩</sup> পপা<sup>৩</sup> | নে না দেউকী।

৪। মরা<sup>০</sup> পঃ ধমা<sup>১</sup> পঃ মপা<sup>১</sup> | মরা<sup>১</sup> সরা<sup>১</sup> পপা<sup>১</sup> ধমা<sup>১</sup> | পপা<sup>২</sup> সা<sup>২</sup> সা<sup>২</sup> ধপা<sup>২</sup> মপা<sup>২</sup> |

ধমা<sup>৩</sup> পপা<sup>৩</sup> মরা<sup>৩</sup> পঃ পঃ I ধমা<sup>৩</sup> পপা<sup>৩</sup> গমা<sup>৩</sup> পগা<sup>৩</sup> | মরা<sup>৩</sup> সসা<sup>৩</sup> রপা<sup>৩</sup> পমা<sup>৩</sup> |

## মাথুর বিরহ \*

কীর্তন

রচনা—প্রাচীন কবি গোবিন্দ দাস

সুর ও স্বরলিপি—সঙ্গীতাত্ম্যাপক শ্রীচূর্ণাচরণ বিশ্বাস

- ১। মুই যদি জানিতাম পিয়া যাবে গো ছাড়িয়া,  
পরানে পরাণ দিয়া রাখিতাম বাঁধিয়া।  
( ছেড়ে দিতাম না, আমি জানলে ছেড়ে দিতাম না, তারে হিয়ার মাঝারে রাখিতাম জানলে  
ছেড়ে দিতাম না ) ( প্রহরি দিতাম, ছুটি নয়ন প্রহরি দিতাম, তারে হিয়ার মাঝারে রেখে  
নয়ন প্রহরি দিতাম ) পরানে পরাণ দিয়া রাখিতাম বাঁধিয়া।
- ২। কোন নিদারুণ বিধি এত দুঃখ দিল, এ ছার পরাণ কেন অবহুঁ রহিল।  
( কেন গেল না, আমার প্রাণ কেন গেল না, আমার প্রাণ পিয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ কেন  
গেল না ) এ ছার পরাণ কেন অবহুঁ রহিল।
- ৩। এইখানে করিত কেলী নাগর রাজ, কেবা নিল কি হইল কে সাধিল বাদ।  
( কে হ'রে নিল, আমার গুণনিধি কে হ'রে নিল, আমি কার কি মন্দ করেছিলাম  
গুণনিধি কে হ'রে নিল ) কেবা নিল কি হইল কে সাধিল বাদ।
- ৪। পিয়ার ফুলের বনে পিয়ার সে ভ্রমরা, পিয়া বিনা মধু না খায় উড়ে বেড়ায় তারা।  
( মধু খায় না, তারা আর মধু খায় না, ফুলে বসে না মধু খায় না ) পিয়া বিনা, মধু না খায়  
উড়ে বেড়ায় তারা।
- ৫। সেই পিয়ার প্রেয়সী আমি আছি একাকিনী, এ ছার শরীরে রহে নিলাজ পরাণী।  
( কি সুখে আছে, নিলাজ প্রাণ আমার কি সুখে আছে, প্রাণকৃষ্ণ হারাইয়ে প্রাণ আমার  
কি সুখে আছে ) এ ছার শরীরে রহে নিলাজ পরাণী।
- ৬। মরম ভিতরে মোর রহি গেল দুঃখ, নিশ্চয় মরিব পিয়ার না হেরে চাঁদ মুখ।  
( প্রাণ আর রাখব না, এ ছার প্রাণ আর রাখব না, আমার ছার প্রাণে আর কি কাজ  
আছে এ ছার প্রাণ আর রাখব না ) ( বাঁপ দেব, আমি শ্রামকুণ্ডে বাঁপ দেব, শ্রাম নাম  
হৃদয়ে লিখে শ্রামকুণ্ডে বাঁপ দেব ) নিশ্চয় মরিব পিয়ার না হেরে চাঁদমুখ।
- ৭। চরণে ধরিয়া কাঁদে গোবিন্দ দাসীয়া, মুই অভাগিয়া কেন না গেলাম মরিয়া।  
( কেন মলাম না, আমি কেন মলাম না, রাই ধনির দুঃখ দেখবার আগে আমি কেন মলাম না )  
মুই অভাগিয়া কেন না গেলাম মরিয়া ॥

\* সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

০	১	২	৩	০											
গা	মা	গা	রগা	মা	মা	গা	মা	-	গপা	মগা	রসা	I	{সা	-	রা
বা	বে	০	গো	০	ছা	ডি	রা	০	০০	০০	০০	০	০	০	প

১ পা মা মা | ২ গা মা গা | ৩ রা -া -া I ০ -া -া সা | ১ রা সা সা |  
রা বে প | রা ণ দি | রা ০ ০ ০ ০ রা ধি তাম্ বা |

২ ন্ সা -া | ৩ -া -া -া } II  
ধি রা ০ ০ ০ ০

আখর :-

II ০ -া -া -া | ১ -া সা সা | ২ সা গা রা | ৩ (গা -া -া) } I ০ {গা গা গা I  
০ ০ ০ ০ ছে ড়ে | দি তাম্ না ০ ০ ০ ০ আ মি

০ মা মা মা | ১ গা রসা ন্ সা | ২ সা গা রা } | ৩ {গা গা গা I ০ মা মা -া |  
জা ন্ লে | ছে ড়ে ০ ০ | দি তাম্ না ০ তা রে হি রা ০

১ মা -া মা | ২ মা মা -া | ৩ মা মা পা I ০ গা গা মা | ১ গা রসা ন্ সা |  
র ০ মা | রা রে ০ | রা ঞ্ তাম্ জা ন্ লে | ছে ড়ে ০ ০

২ সা গা রা } | ৩ {গা গা গা I ০ গা মপা ধা | ১ পা -া মা | ২ মা মা -া |  
দি তাম্ না ০ তা রে হি রা ০ ০ | র ০ মা | রা রে ০

৩ মা মা পা I ০ গা গা মা | ১ গা রসা ন্ সা | ২ সা গা রা } | ৩ গা -া -া I  
রা ঞ্ তাম্ জা ন্ লে | ছে ড়ে ০ ০ | দি তাম্ না ০ ০ ০

০     ১     ২     ৩     ৪     ৫     ৬     ৭     ৮     ৯     ১০     ১১     ১২  
 -১   -১   -১   সা   রা   রা   রা   গা   গা   গা   মা   মা   মা   I   {মা   -১   মা  
 ০   ০   ০   প্র   হ   রি   দি   তা   ম্   ০   ছ   টি   ন   ০   র

১     ২     ৩     ৪     ৫     ৬     ৭     ৮     ৯     ১০     ১১     ১২  
 গা   রা   গা   সা   রা   রা   (রা   গা   গা) } I   রা   গা   গা   I   {মা   মা   -১  
 ন   ০   ০   প্র   হ   রি   দি   তা   ম্   দি   তা   রে   হি   যা   ০

১     ২     ৩     ৪     ৫     ৬     ৭     ৮     ৯     ১০     ১১     ১২  
 মা   -১   মা   মা   মা   -১   মা   মা   পা   I   গা   -১   মা   গা   রা   গা  
 র   ০   মা   ঝা   রে   ০   রে   থে   ০   ন   ০   র   ন   ০   ০

১     ২     ৩     ৪     ৫     ৬     ৭     ৮     ৯     ১০     ১১     ১২  
 সা   রা   রা   রা   গা   গা   I   {গা   মপা   ধা   পা   -১   মা   মা   মা   -১  
 প্র   হ   রি   দি   তা   ম্   হি   যা   ০   ০   র   ০   মা   ঝা   রে   ০

৩     ৪     ৫     ৬     ৭     ৮     ৯     ১০     ১১     ১২     ১৩     ১৪     ১৫  
 মা   মা   পা   I   গা   -১   মা   গা   রা   গা   সা   রা   রা   রা   গা   গা } I  
 রে   থে   ০   ন   ০   র   ন   ০   ০   প্র   হ   রি   দি   তা   ম্

০     ১     ২     ৩     ৪     ৫     ৬     ৭     ৮     ৯     ১০     ১১     ১২  
 -১   -১   রা   পা   মা   মা   গা   মা   গা   রা   -১   -১   I   জা   -১   রা  
 ০   ০   প   রা   নে   প   রা   ণ   দি   রা   ০   ০   ০   ০   রা

১     ২     ৩     ৪     ৫     ৬     ৭     ৮     ৯     ১০     ১১     ১২  
 জা   সা   রা   না   সা   -১   -১   -১   -১   II   II\*  
 ধি   তাম   বা   ধি   রা   ০   ০   ০   ০   অপরাপর কলিগুলির হ্রস্ব প্রথম কলির অত্বরূপ।

\* হারমোনিয়মের খেল—কী-বর্গে সুদারার সি-সার্প কিংবা ডি-সার্প, পুরুষ বর্গে উদারার এক-সার্প কিংবা মি-সার্প।  
 ৫ন অক্টেভ হারমোনিয়মের প্রথম অক্টেভ উদার।



## বাঙ্গালা ভাষায় ধ্রুপদের চর্চা

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

‘ধ্রুপদ’ সঙ্গীত-সম্পদের অগ্রতম শ্রেষ্ঠ রত্ন। একেই আমরা আদি সঙ্গীত বা ‘ধ্রুপদ’ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত বলে থাকি। পূর্বে যখন খেয়াল ও টপ্পাদির উৎপত্তি আদৌ হয়নি, তখন হিন্দুর একমাত্র সুরময় উপাসনার অঙ্গ ছিল ধ্রুপদ, তাই সাধকগণ শ্রদ্ধা-ভক্তির ছাঁচে উপাসনার মাঝে গুরুগম্ভীর ধ্রুপদের সাহায্যে সর্বাত্মা ভগবানের গুণগান কোরে আত্মপ্রসন্নতা লাভ করতেন। ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী ও তার উপরাগ-রাগিণী সকল ঐ ধ্রুপদের মাঝেই গাওয়া হোত এবং সে ধারা অক্ষুণ্ণও ছিল আমীর খস্র ‘খেয়াল’ সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত। তারপর আমীর খস্র খেয়ালের রূপ দিলেন, কিন্তু তাতে ধ্রুপদের কিছুই ক্ষণ হয়নি অবশ্য, বরং আরও তা লীলায়িত ও উজ্জ্বল হ’য়ে উঠেছিল। বৈজ্ঞানিক, গোপাল নায়ক, তানসেন, বিলাস খাঁ, হরদাস, মানদাস, আমদাস, জুগরাজ দাস, হরসেন, হরবল্লভ, ধীরজ, রূপরজ, অদারজ, সদারজ, রজনাক্ষ, উদোদাস, মুরারী দাস, নন্দদাস, জানকীদাস, রামদাস, লক্ষণদাস, তানতরজ, ধোঁধি খাঁ, সজ্জান খাঁ, বিরজু, কৃষ্ণানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, গুলাব খাঁ, আনন্দকিশোর ও জীবনদাস প্রভৃতি ও আধুনিক সঙ্গীতজগৎয়ের অনেকে বহু সঙ্গীত রচনা ক’রে ধ্রুপদের কলেবর পুষ্ট করেছেন। ধ্রুপদ নবরসে সিক্ত হ’য়ে তার অপূর্ব মাধুর্য্যে বাস্তবিকই মানবের যাবতীয় দুঃখ-কষ্টের অবসান ক’রে থাকে, এজন্ত অবাধগতিতে ধ্রুপদের রাগ-রাগিণী দেবতা-মন্দিরে, রাজদরবারে, সমরে ও শ্মশানে চির-ঝঙ্কারিত ছিল এবং ধনি-নিধন ও পতিত-অভিজাত কেউই তাই এ সম্পদ হ’তে বঞ্চিত ছিল না।

ধ্রুপদ বলতে আমরা classical সঙ্গীতই বুঝে থাকি; অবশ্য যদিও উচ্চাঙ্গের খেয়াল টপ্পাদিও এর অন্তর্ভুক্ত।

এতে সম ও বিধম ভেদে দু’প্রকার তাল ব্যবহৃত হ’য়ে থাকে, যথা চৌতাল, ব্রহ্মতাল, রুদ্রতাল, সুলতাল বা সুরফাক তাল ও রূপক প্রভৃতি। ধ্রুপদের বাণী সবই উর্দু ও ফার্সি মিশ্রিত হিন্দি ছন্দে। পূর্বে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক, নায়কগোপাল ও তানসেনের পূর্বে হরিদাস স্বামী ও রামদাস স্বামীর সময়ে এবং তারও পূর্বে ধ্রুপদের বাণী কিরূপ ছিল, তা আমরা অবগত নই। তবে এখন ধ্রুপদের বাণী যা আমরা দেখতে পাই, তা সবই বৈজ্ঞানিক, নায়কগোপাল ও তানসেন প্রভৃতির রচিত। এঁরা ভাবের সহিত যথার্থ-ই সাধকের অহুপ্রেরণার সুরের মাঝে বাণী বিজড়িত করেছিলেন। তাঁদের এমনই ছিল রচনার বৈশিষ্ট্য যে, সুরের স্বাধীনতা বা অধিকারের মূল বাণী কখনই কুঠারাঘাত করতে পারত না, পরন্তু বাণী সুরের অহুসঙ্গীতরূপেই সুরের মাধুর্য্যকে ফুটিয়ে তুলত। এ সকল মাধুর্য্য, ধারা ঐ সকল সাধকগণের সঙ্গীতের বাণী নিয়োগ বা রচনার প্রতি দৃষ্টি করেছেন, তাঁরাই বুঝতে পারেন যে, বাস্তবিকই তার তুলনা মিলে না। স্থানে স্থানে বাণীর পারিপাট্য তাঁদের গানে বর্তমান থাকলেও, বেশীর ভাগই তাঁরা ওতে সম্পূর্ণ উদাসীন হ’য়ে সুরের গতিকেই অক্ষুণ্ণ রেখে গেছেন, কারণ তাঁরা যথার্থই মর্মে মর্মে বুঝতেন যে, বাণী সঙ্গীত নয়, বস্তুতঃ সুরই সঙ্গীত।

কিন্তু কোন ক্রিষ ত আর চিরদিন সমান যায় না, মাহুষের ক্রটির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বস্তুর ধারারই পরিবর্তন ঘটে। মাহুষ কালের স্বার্থে গম্ভীর হ’তে ক্রমশঃ ধীরে ধীরে পথে নেমে আসতে লাগল তত ক্রটির বেশে গায় ছেড়ে সোজাকে তারা বরণ ক’রে বসল; কাহ্ন এটা প্রকৃতির স্বার্থ বিশেষ। এজন্ত ধ্রুপদের পর খেয়াল,

খেয়ালের পর টপ্পা ও গজলাদি চকল তরঙ্গের সৃষ্টি হ'তে লাগল—তাদের কচির বৈচিত্র্য অস্বাভাবিক। ঋণদের দিকে যতটুকু টান ছিল, খেলাদির সৃষ্টির পর সে টান ক্রমশঃই কমে আসতে লাগল ও সে কবার সঙ্গে সঙ্গে যথার্থ চর্চার মূলেও বাধা উপস্থিত হ'ল; আর সে বাধার ফলেই আজ আমরা ঋণদের প্রকৃত সাধনাকে হারাতে বসেছি এবং আদরের অভাবে কচি-বৈচিত্র্য এমন কি ঋণদকে আমরা কর্মকর্তা হবিরের সামগ্রীভুক্ত করতেও পশ্চাৎপদ হই না। আমরা সত্যকথা বলতে কি, ঋণদের সঙ্গে দীর্ঘকাল অপরিচিত থেকে অনেকই তার ছন্দের গতিকে একেবারে ভুলেই গেছি; এজন্য হুর ও তালের মাধুর্য্য ঋণদের মাঝে ঠিক ঠিক উপভোগ করতে না পেরে, আজকাল আর আমরা প্রকৃত স্থখী হ'তে পারিনি।

অবশ্য এর জন্তে চর্চার অভাবই যে দায়ী, একথা স্বীকার্য্য। তবে কেউ আবার গানের বাণী না বোঝাতে সাধকের নানারূপ আকার বিকার ও কালোয়াভী যুদ্ধকেও দোষের ভাগী ক'রে থাকেন। কথাটা অবশ্য একেবারে ভিত্তিহীন নয়। হিন্দুস্থানী সম্প্রদায় হিন্দি গানের যথার্থ মর্মবাণী হ'তে অলুপ্ত কবুলেও বাঙ্গালীর সকলের মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে চায় না—এ কথা বোধ হয় মিথ্যা নয়; অবশ্য তার কারণও যথেষ্ট আছে। বাল্যকাল হ'তে বাঙ্গালার আবহাওয়ায় লালিত-পালিত হ'য়ে বাঙ্গালা ভাষাই বাঙ্গালীর মজাগততে পরিণত হয়, কাজেই সাধারণের কাছে বাঙ্গালা ভাষা যত স্বাভাবিক ও সহজবোধ্য, অপর ভাষা তত হওয়া অসম্ভব। তবে অবশ্য ধারা রীতিমত হিন্দি ও উর্দু ভাষার চর্চা ক'রে থাকেন, তাঁদের কথা বড়। কিন্তু ধারা অনভিজ্ঞ, তাঁদের কাছে বিসদৃশ ব'লেই অলুপ্ত হ'বে।

তারপর সঙ্গীতের শ্রোতা যদি গানের ভাষা না বুঝেন, তার পক্ষে তাই গ্রহণ করাও সম্ভব হয় না; কাজেই সঙ্গীতের ভাব গ্রহণে অক্ষমতার জন্তে তার প্রতি তাদের

উদাসীন ভাবই প্রকটিত হ'য়ে উঠে। উদাসীনতার যথার্থ চর্চার পথও রুদ্ধ হয় ও সে যথার্থ চর্চার অভাবে কলারও বিস্তার থর্ক হয়। কাজেই উন্নতির পরিবর্তে অবনতি নিয়েই যে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হবে, তাতে আর সন্দেহ কি?

\* \* \* \*

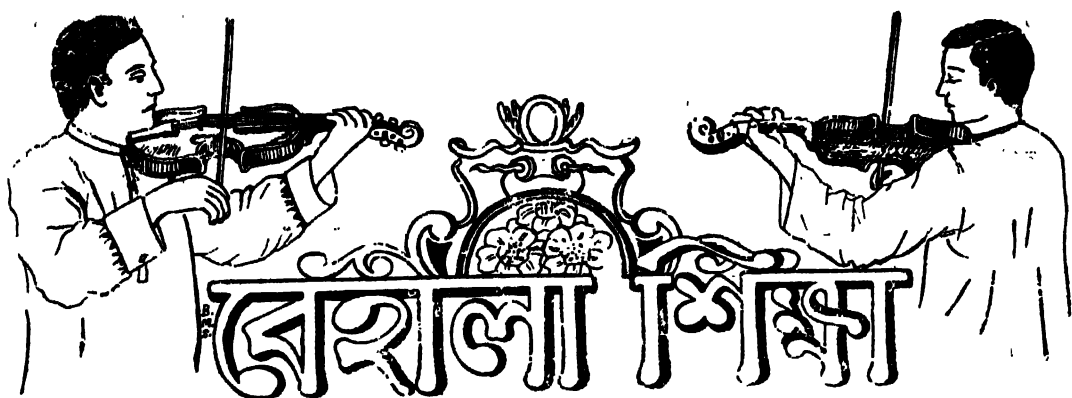
কোন জিনিষ একেবারে বা একদিনে সৃষ্ট বা বিনষ্ট হ'তে পারে না। সবেমাত্র একটা ক্রমিক ধারা আছে, অর্থাৎ উন্নতিরও যেমন ধ্বংসেরও ভেতন। বৈদিক-যুগ হ'তে মুসলমান রাজত্বের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে সঙ্গীতের যে ক্রমোন্নতি ধারা অক্ষুণ্ণ ছিল, মুসলমান রাজত্বের শেষ অর্থাৎ সন্ন্যাসী আওরঙ্গজেবের সময় হ'তেই ধীরে ধীরে সে ধারাকে অলুপ্ত ক'রে সঙ্গীতে ক্রম-অবনতির দিকে বুকে পড়ল এবং বর্তমানে পূর্বের তুলনায় একরূপ রুদ্ধগতি বলেও অত্যাঙ্কিত হয় না। কাজেই এ 'সুকান বাগানকে' আবার সাজিয়ে তুলতে হ'লে আমাদের ধীরে ধীরে তার প্রতিকূলে অগ্রসর হওয়া ভিন্ন উপায় নেই, কারণ তাতেই কলারূপ সম্পদ আমাদের কালে পুনরায় উজ্জীবিত ও সরস হ'য়ে পূর্বের মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রেখে থকত হ'তে সক্ষম হবে।

এখন অনেকে হয়ত বলতে পারেন যে, 'উজ্জীবিত করার অর্থ যদি বিস্তার বা প্রচার হয়, তবে যে প্রচেষ্টারই বা সার্থকতা কী? আসল বস্তুর কদর চিরকাল সামান্য মধ্যোই সীমাবদ্ধ থাকে; Classical যে সকলকে বুদ্ধিতে হবে বা তার প্রচার করার মধ্যে একান্ত প্রয়োজন, এমনই কি কথা আছে?' কথাটা অবশ্য সত্য একদিক দিয়ে, কারণ ভাল জিনিষের আদর চিরদিনই অল্পসংখ্যকের মধ্যে থাকে। কিন্তু এখানে কথা হচ্ছে, বিস্তার বা সকলের মধ্যে প্রচার কেবল প্রচার মাঝেই পর্য্যাবসিত থাকবে না, পরন্তু সঙ্গীতও একটা পথ, বরং শ্রেষ্ঠ পথ সে অধ্যাত্ম জীবনে পূর্ণতা লাভ কববার জন্তে। পূর্বে ঋণদের

সাহায্যে সঙ্গীত-সাধকগণ ভগবানের আরাধনা করতেন যথার্থ শান্তি বা মোক্ষকে লাভ করতে, কিন্তু আজকাল সে উদ্দেশ্য ঠিক ঠিক নিহিত নেই। তারপর কলা হিসাবে রূপদের স্থান যখন অনেক উচ্চে, তখন মানব সাধারণ তার অধিকার লাভ করলে তাদের উন্নতি ভিন্ন অবনতি বিলুপ্ত নেই। কিন্তু কালের স্বার্থে ভাষা ও আচার ব্যবহারের নিত্য নূতন পরিবর্তনের জন্য সঙ্গীতেরও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে ভাষার দিক দিয়ে। তবে ভাষার দিক দিয়ে “কথাটা অবশ্য কেবল আমাদের বাঙ্গালা দেশেই প্রযুক্ত হ’তে পারে। ভারতের অপরাপর অংশের কথা আমরা বলছি না, প্রবন্ধোক্ত বাঙ্গালা ভাষায় রূপদের চর্চার” মর্ম বাঙ্গালী জনসাধারণের জন্যই বলা হয়েছে। একে রূপদ কঠিন সাধ্যসাধনা, তারপর বর্তমান প্রচলিত ভাষাও অনেকের নিকট সহজবোধ্য নয়, এ কারণ ঘাতে সকলে বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে রূপদের চর্চা ক’রে তার যথার্থ সাধারণত্ব জন্মদায় করতে পারে, তার ব্যবস্থা করার সাধারণেরও ফলার উপকার ভিন্ন অপকার কিসে? সাধারণকে ভাল জিনিষের অধিকার দানের জন্যে পূর্ব আচার্যগণের মধ্যে কি আকুল প্রচেষ্টাই না দৃষ্টিগোচর হত। তাই মনে হয় খাঁটি হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকলাবিদের চিরবরণীয় হ’লেও সাধারণ বা Massএর জন্যেও বস্তুর আদর বাড়ানোর জন্যে বাঙ্গালাদেশে বাঙ্গালা ভাষারও রূপদ গাওয়ার রীতি প্রচলিত করা একান্ত বিধেয়। এর

জন্মে আমাদের ব্রাহ্ম-সমাজের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকে উচিত; কারণ তাঁরা বহু পূর্বেই এ মর্মের যথার্থতা অনুভব ক’রে তাঁদের ব্রাহ্মপনায় বাঙ্গালা রূপদ খেলাদির প্রচলন করেছেন। স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিজ্ঞাননাথ ঠাকুর ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির অবদান অবশ্য এ ভাণ্ডারকে সুসমৃদ্ধ করে রেখেছে। হরকে অনুগ্ন রেখে তাঁরা বহু হিন্দীগানকে বঙ্গ ভাষায় রূপায়িত করেছেন।

যদিও হিন্দি গানের মাধুর্য ও রচনা বৈচিত্র্য অতুলনীয় তথাচ একথা বলা বোধ হয় অজ্ঞায় হবে না যে, যদি আমরা হিন্দি গানের রচনা ও সুর যোজনা প্রথাকে অনুসরণ করে ও সুরের স্বাধীনতাকে অনুগ্ন রেখে তাতে বাণী সংযোজিত করতে পারি এবং গানের ধারা বা চড়কে বজায় রেখে সঙ্গীতের রূপ বিজ্ঞান ও আচার্য শিক্ষা অর্থাৎ ‘ধারণা’ সম্বত ফুটিয়ে তুলতে পারি, তা’হলে বোধ হয় রূপদের সম্মান মোটেই লুপ্তিত হবে না; কারণ এতে Mass সহজে গানের ভাষা ও সুরের মধ্যে প্রকৃত ভাবে অনুধাবন করে কলার কদর করতে শিখবে। কদর বাড়লেই পুনঃচর্চা দিবে আসবে—এ কথা সত্য। তারপর বাঙ্গালার মধ্য দিয়ে কচি ফিরে এলে কালে এত অসম্ভব নয় যে, এই বর্তমানে রূপদের অমাত্রকারী জনসাধারণই আবার classical সঙ্গীতের যথার্থ আদর ও তার সাধনা করতে শিখবে।



## বেহালা শিক্ষা প্রণালী

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

শ্রীরাখালদাস মজুমদার

স্বর—Harmonions Blacksmith.

সা -৭ গা -৭ | রা -৭ পা -৭ | গা -৭ সা -৭ | রা -৭ পা -৭ |

গা -৭ ধা -৭ | রা -৭ পা -৭ | সা -৭ কা -৭ | পা -৭ প্ -৭ |

সাঁ -৭ পা -৭ | ধা -৭ পা -৭ | সাঁ -৭ পা -৭ | ধা -৭ পা -৭ |

সাঁ -৭ পা -৭ | ধা -৭ পা -৭ | সাঁ -৭ পা -৭ | ধা -৭ পা -৭ |

মা -৭ গা -৭ | রা -৭ প্ -৭ | পা -৭ সা -৭ | রা -৭ সা -৭ |

পা -৭ সা -৭ | রা -৭ সা -৭ | পা -৭ সা -৭ | রা -৭ গাঁ মা |

গা -৭ রা -৭ | সা -৭ -৭ -৭ |

ভিন্ন মধ্য অর্ধ ছড়ি দ্বারা :—পূর্বের লয়ে মাত্রা ঠিক রাখিরা

সা সা গা গা | রা রা পা পা | গা গা সা সা | রা রা পা পা |  
 গা গা ধা ধা | রা রা পা পা | সা সা ক্রা ক্রা | পা রা গ্ পা |  
 সঁ সঁ পা পা | ধা ধা পা পা | সঁ সঁ পা পা | ধা ধা পা পা |  
 সঁ পা গা পা | ধা ধা পা পা | সঁ সঁ পা পা | ধা ধা পা পা |  
 মা মা গা গা | রা গ্ পা পা | পা পা সা সা | রা রা সা সা |  
 পা গা রা সা | রা গা সা সা | পা গা রা সা | গা মা গা রা |  
 গা গা রা রা | সা - - - II

ক্রম

## গান

শ্রীমুজাতা সিংহ

সময় হ'ল যাবার তোমার বিদায় দিচ্ছ নয়নজলে—

আসন তবু রইবে পাতা ক্ষত এ মোর হৃদয় দলে।

আজকে শুধু নমস্কারে

ব্যর্থ হই বারে বারে,

এই করেছ বেশ হে প্রিয় পরাগধানি তবু বলে।

গোপন বাণী ছায়ার সনে জড়িয়ে রবে হেথা

তোমার স্মৃতির একটা ব্যথা কাঁদছে নিতি যেথা।

এই মুছিছ সজল আঁখি

বেদন দেবার যেটুক বাকি,

ওগো নিষ্ঠুর, তাহার নিও একটু ভব মরম তলে।

## স্বরলিপি

রাত্রি শেষের তারা তুমি

অনেক জানো,

ক্ষীণালোকের করুণ সুরে

ঘর ছাড়ায়ে বাইরে টানো।

তব নিদহারা অঁখি

জাগে অপলক থাকি'

শিউলি ফোটার ছন্দে যে গান

সে গান তুমিই জানো,

কেবল তুমি তুমিই জানো ॥

নিবিড় আমার তন্দ্ৰা মাঝে

পশি' বাতায়নের পথে,

বুলিয়ে কোমল তোমার পরশ

দোলাও আমায় স্বপ্ন-রথে।

বহি' সন্ধ্যা প্রদীপ থালি,

দাও ভোরের পায়ে ডালি

নিত্য তোমার এই অভিসার

কোথায় তুমিই জানো,

কেবল তুমি, তুমিই জানো ॥

সুর—শ্রীমতী বিভা ঘোষ

কথা ও স্বরলিপি—শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষাল

II	{রা	-মা	জা		রা	সা	-া	প্	সা	-া		রা	জা	-া	I
	রা	০	জি		শে	ষে	ব্	তা	রা	০		তু	মি	০	

সা	রা	-া		-সা	-রা	জা	ন্	সা	-া	-া	-া	-া	-া	I
অ	নে	০		০	০	ক	জা	নো	০	০	০	০	০	

(রা	-মা	জা		রা	সা	-া	প্	সা	-া		রা	জা	-া	I
রা	০	জি		শে	ষে	ব্	তা	রা	০		তু	মি	০	

সা	রা	-া		-সা	-রা	জা	ন্	সা	-া		-সরা	-সরজা	-মা))	I
অ	নে	০		০	০	ক	জা	নো	০		০০	০০০	০	

সা	সা	-া	গা	-কা	-া	কা	-পা	-া	দা	পা	-া I
কী	ণা	০	লো	কে	বু	ক	ক	ণ	সু	রে	০

কা	-া	পা	দা	পা	-া	রা	-মা	জা	রা	সা	-া II
র	বু	চা	ডা	ধে	০	রা	ই	রে	টা	নো	০

II {পণা    গা   -গা    ধা    গা    -া    ধা    গা    -া    -ধা    -পা    -া I  
তব    নি    দ    হা    রা    ০    আ    ধি    ০    ০    ০    আগে

ধা	-গা	সী	গা	ধা	দা	পা	-া	-া	(-া    -া    -া) গমা    পধা    গা	I
অ	০	প	ল	ক	থা	কি	০	০	০০    ০০    ০	

গা	গা	গা	দা	পা	দা	মা	-পা	মা	জা	রজা	-া I
শি	উ	লি	ফো	টা	র	ছ	ন্	দে	যে	গা	ন্

সা	জা	জা	মা	জমা	পদা	মা	পা	-া	-া	-া	-া I
সে	গা	ন	তু	মি০	ই০	জা	নো	০	০	০	০

রা	মা	মা	জা	রা	জা	সা	রা	জা	সা	না	-না II
কে	ব	ল	তু	মি	০	তু	মি	ই	জা	নো	০

II পাঁ পাঁ পাঁ | সাঁ সাঁ -াঁ | সাঁ -াঁ | সাঁ | সাঁ | সাঁ | -াঁ I  
নি বি ড় আ মা র ত ০ জ্ঞা মা বে ০

সাঁ সাঁ -াঁ | সাঁ সাঁ -াঁ | জ্ঞা জ্ঞা -াঁ | জ্ঞা জ্ঞা -াঁ I  
প লি ০ বা তা ০ য নে র প থে ০

পাঁ পাঁ পাঁ | দাঁ পাঁ দাঁ | মপাঁ মা জ্ঞা রা সাঁ -াঁ I  
বু লি য়ে কো ম ল তো ০ মা র প র শ

রাঁ মাঁ মাঁ | জ্ঞা রাঁ সাঁ রাঁ -াঁ | রাঁ রাঁ -াঁ | -াঁ I  
দো লা ও আ মা র য ০ প্র র থে ০

মাঁ পাঁ পাঁ | পাঁ দাঁ দাঁ | নাঁ সাঁ -াঁ | -াঁ -াঁ | -াঁ I  
বহি স জ্ঞা প্র দৌ প থা লি ০ ০ ০ দাও

খাঁ সাঁ সাঁ | নাঁ সাঁ -নাঁ | দাঁ পাঁ -াঁ | -াঁ -াঁ | -াঁ I  
ভো রে র পা য়ে ০ ডা লি ০ ০ ০

গাঁ গাঁ গাঁ | দাঁ পাঁ দাঁ | মাঁ পাঁ মাঁ | জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা I  
নি ০ ত্য তো মা র এ ই অ ভি সা র

সাঁ জ্ঞা জ্ঞা | মাঁ জ্ঞমা পদাঁ | মাঁ পাঁ -াঁ | -াঁ -াঁ | -াঁ I  
কো থা র তু মি ০ ই ০ আ নো ০ ০ ০

রাঁ মাঁ মাঁ | জ্ঞা রাঁ জ্ঞা | সাঁ রাঁ জ্ঞা | সাঁ নাঁ নাঁ II II  
কে য ল তু মি ০ তু মি ই আ নো ০



## স্বরলিপি

ভৈরবী-তেতালী (মধ্যম)

নয়নের ঘুম ঘোর মোহ সজনী,  
জাগিয়া উঠিল ধরা পোহাল রজনী।

বসিয়া বনের ছায়,  
বিহগ বিহগী গায়,  
তুলিয়া প্রভাত বীণে নব জাগরণী।

নলিন নয়ন মেলি, ফুল কমল হাসে  
মেলিয়া অরুণ আঁখি দাঁড়াও তাহার পাশে।

কাহার আনন শোভা,  
অধিক হৃদয় লোভা,  
হেরি এ সুখদ প্রাতে, ওগো মনোহরণী ॥

কথা—শ্রীপ্রসাদ বসু

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বাগ্‌চী

II {<sup>০</sup>সাঁ গাঁ গাঁ - | <sup>১</sup>সাঁ জাঁ রজাঁ - | <sup>+</sup>সাঁ জাঁ সজাঁ মপাঁ | <sup>৩</sup>মা জাঁ সা (জাঁ) - | I  
ন য় নে র ০ ঘু ০ মঘো র | মো ০ ছ ০ ০ ০ | স জ নী ০ ০

<sup>০</sup>ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ - | <sup>১</sup>সাঁ জাঁ ঝাঁ সা | <sup>+</sup>পাঁ পা মজাঁ মপাঁ | <sup>৩</sup>জমপাঁ গদপাঁ মজাঁ সজাঁ II  
জা গি যা উ | টি ল ধ রা | পো হা ল ০ র জ | নৌ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II {<sup>০</sup>জমাঁ গদাঁ - | <sup>১</sup>সাঁ সা সা - | <sup>+</sup>দাঁ গাঁ সা সা | <sup>৩</sup>দগাঁ জাঁ সা গদপাঁ (দমাঁ) - | I  
ব সি ঝা ০ ০ ব | নে র ছা য় | বিহ গ বি হ | গী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০  
কাহা র ০ ০ আ | ন ন শো ভা | অধি ক হ ০ | দয় ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

<sup>০</sup>দাঁ - | <sup>১</sup>জমাঁ মজাঁ পমাঁ দপমাঁ | <sup>+</sup>সাঁ জাঁ সজাঁ মপাঁ | <sup>৩</sup>মা জাঁ ঝাঁ সজাঁ II  
তুলি যা প্রভা ত ০ | ০ বা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ | ন ০ ব ০ ০ ০ | জা গ র গী ০  
হেরি এ সুখ দ ০ | ০ প্রা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ | ও ০ গো ০ ০ ০ | মনো হ র গী ০

০ জ্ঞা ঋা সা -। ১ গ্ সা গ্ সধাত্তা ঋা সা + মা -। মা গা ৩ জ্ঞমা জ্ঞমদ্বাদা ঋা মা I  
ন লি ন ন য় ০ ন ০০০ মে লি ফু ০ ল ক ম ০ ল ০০০ হা সে

০ জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা ১ রা জ্ঞা রা জ্ঞা + প্ প্ দ্ গ্ ৩ সা জ্ঞা ঋা সা II II  
মে লি য়া অ ক গ ঐ ধি দা ডা ও তা হা র পা শে

## মুদ্রাচার্য্য ওদীননাথ হাজরা মহাশয়ের কয়েকটি বোল

শ্রীকানাইলাল হাজরা

অমর নগরে সুরপতি সভায় দেবদেবীদিগের নৃত্য  
গময়ে তালের হুটি হয়। পুরুষের যে নৃত্য তাহাকে  
তাণ্ডব কহে এবং স্ত্রীলোকের নৃত্যকে লাস কহে। এই  
তাণ্ডব এবং লাস উভয় শব্দের আদ্যক্ষর লইয়া “তাল”  
শব্দের উৎপত্তি হয়। এক্ষণে ঐ শব্দ তাল বলিয়া বিখ্যাত।  
ভগবান মহাদেব ঐ তাল শব্দ লইয়া অনেক প্রকার  
তালের হুটি করিয়াছেন। ১ম, আদি তাল বা মূলতাল  
যাহাকে টিমা তেতাল কহে। ২য়, সুরকাক্তা যাহাকে  
সুরকাক্তাল কহে। ৩য়, তীব্রতাল যাহাকে তেওরা  
কহে। ৪র্থ, রূপকতাল। ৫ম, ধর্ম্মতাল যাহাকে ধাম্মার কহে।  
৬ষ্ঠ, বাস্পতাল যাহাকে বাপতাল কহে। ৭ম, কন্ঠোদ্রত।  
৮ম, পঞ্চম। ৯ম, সওয়ারি। ১০ম, চারিতাল অর্থাৎ  
চৌতাল। ১১শ, আড়া চৌতাল। ১২শ, লক্ষ্মীতাল বা  
লক্ষ্মীতাল। ১৩শ, সরগভী। ১৪শ, দুর্গা। ১৫শ,  
সমুদ্র। ১৬শ, ব্রজা অর্থাৎ ব্রজতাল। ১৭শ, বিষ্ণুতাল।  
১৮শ, রজতাল। প্রধানতঃ এই অষ্টাদশ তাল  
ব্যতীত অনেক তাল আছে। এই সকল বোল হইতে  
অনেক প্রকার ভাবনার বোলের হুটি হইয়াছে। এক্ষণে

ব্রজতাল, রজতাল ও লক্ষ্মী তালের ঠেকা সমেত বোল  
দেওয়া হইল।

### ব্রজতাল

ব্রজতাল ১৪ মাত্রার তাল, ইহাতে ১০টি আঘাত ও  
৪টি ফাঁক।

### ঠেকা—

+      ০      |      |      |      ০  
ধা দিন তা দেং ধা ধা ধা দিন তা দেং  
|      |      |      ০      |      |      |  
ধা ধা কেটে ধা দিন তা দেং ধা ধা কেটে  
তাগ তেটে কতা গদিঘেনে ০ ধা ধুন।  
+      ০      |      |      |      |  
ধা কেটে তাকা ধুমা কেটে তাকা ধুমা  
কেটে ০ কেটে | তাকারকেটে | তাকা ধুন

ধুমাকটে তাকাদুমা কেটে তাকা ধুমা কেটে কতা ধেন্তেরে কেটে তাগ তাগ তেটে  
 তা কেটে তাকায় কেটে তাকা থুন। কেড়ান তাক কেড়ান গদি ঘেনে ধা তেবে  
 + তাকা থুন তাকা থুন থুন থুন ধেরেকেটে কেটে তাক ক্রান্ গদিঘেনে ধা তেরেকেটে  
 কেটে তাগ তাগে তেটে ঘেঘে তেটে ঘেড়ান্ তাগ ক্রান্ গদিঘেনে | ধা।  
 ধেরে কেটে ঘেড়ান্ তাক আন্থা ঘেঘে  
 তেটে বদিঘেনে | ধা।

### রুদ্রতাল

ইহা ১৬ মাত্রার তাল। তন্মধ্যে ১১টি তাল বা  
আঘাত ও ৫টি ফাঁক বা শূন্য।

#### ঠেকা—

+ ধা দেন্ তা দেং তেটেতা দেন্তা থুন  
 থুন ধাগে তেটে কেটেতাক ধেংতা কেড়ান

ধা দেং তাগে দেং তাগে তাগে তেটে কেড়ান  
 তাগ তেরে কেটে তাগ থুন।

+ গদি ঘেনে নাগ তেটে কেটে তাক তেরে

কেটে ধেংএতান্ গদি ঘেনে কতান্ ধেকেটে

### লক্ষ্মীতাল বা লছ্মীতাল

ইহা ১৮ মাত্রার তাল, তন্মধ্যে পূর্ণ ১৭ মাত্রা ও দুইটি  
অর্ধ মাত্রার একটি পূর্ণ মাত্রা। ইহাতে ১৫টি আঘাত  
ও তিনটি ফাঁক। ইহার ছন্দ নৃত্যের স্থায়। পাশ্চাত্যদেশে  
এই তালের ব্যবহার এদেশ অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে।

#### ঠেকা—

+ ধা কেটে দেন্ তা কং তেটে ঘেনে ধা ধুমা  
 কেটে কেটে তা গদিন তা গদিন তাগ দেং।

#### পরম—

+ ক্রে ধেংতা কেটেতাক তা কতেটে দেতা

তেটে ক্রে ধেং তা-আ গে ঘেনে ধা তেটে

তা গে দেং তা তা | ধা

ক্রমশঃ



# সেতার শিক্ষা

সেতারের গৎ

বৃন্দাবনী সারঙ্গ—ত্রিভাল ( দ্রুতলয় )

ব্যবহার—কোমল ও স্বাভাবিক নিখাদ । আরোহাবরোহ—সা রা মা পা না সা ; গা পা মা রা সা ।

জাতি—উড়ব ; বজ্রিত স্বর—গান্ধার ও ধৈবত । বাদী—রা ; সংবাদী—পা ।

সময়—দিবা দ্বিতীয় গ্রহর ।

রচনা ও স্বরলিপি—শ্রীশ্রীলকুমার ভঞ্জচৌধুরী, বি-এ

আস্তানী

II <sup>৩</sup>রা <sup>০</sup>মা <sup>১</sup>রা <sup>২</sup>পা | <sup>৩</sup>মা <sup>০</sup>রা <sup>১</sup>না <sup>২</sup>সা | <sup>৩</sup>না <sup>০</sup>ররা <sup>১</sup>না <sup>২</sup>না | <sup>৩</sup>সা <sup>০</sup>না <sup>১</sup>না <sup>২</sup>সা II  
ডা ডিরি ডা রা ডা ডা ব ডা ০ ডা ব ডা ডা ব ডা রা

II <sup>৩</sup>পা <sup>০</sup>মা <sup>১</sup>পা <sup>২</sup>সা | <sup>৩</sup>না <sup>০</sup>সা <sup>১</sup>না <sup>২</sup>সা | <sup>৩</sup>রা <sup>০</sup>মা <sup>১</sup>রা <sup>২</sup>মা | <sup>৩</sup>পা <sup>০</sup>মা <sup>১</sup>পা <sup>২</sup>না I  
ডা রা ডা ডা রা ডা ডা রা ডা ডিরি ডা রা ডা রা ডা ০

<sup>৩</sup>মা <sup>০</sup>পা <sup>১</sup>রা <sup>২</sup>মা | <sup>৩</sup>সা <sup>০</sup>ররা <sup>১</sup>মা <sup>২</sup>পপা | <sup>৩</sup>গণা <sup>০</sup>গণা <sup>১</sup>পা <sup>২</sup>মা | <sup>৩</sup>রা <sup>০</sup>সা <sup>১</sup>না <sup>২</sup>সা II  
ডা রা ডা রা ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা রা ডা রা ডা রা .

অন্তরা

II <sup>৩</sup>গণা <sup>০</sup>গণা <sup>১</sup>পা <sup>২</sup>গণা | <sup>৩</sup>গণা <sup>০</sup>পা <sup>১</sup>মা <sup>২</sup>পা | <sup>৩</sup>রা <sup>০</sup>মা <sup>১</sup>পা <sup>২</sup>না | <sup>৩</sup>না <sup>০</sup>না <sup>১</sup>না <sup>২</sup>না I  
ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডা ডা রা ডা ডিরি ডা ডা ব ডা ডা রা

<sup>৩</sup>রা <sup>০</sup>না <sup>১</sup>রা <sup>২</sup>রা | <sup>৩</sup>না <sup>০</sup>রা <sup>১</sup>মা <sup>২</sup>পা | <sup>৩</sup>গণা <sup>০</sup>গণা <sup>১</sup>পা <sup>২</sup>মা | <sup>৩</sup>রা <sup>০</sup>সা <sup>১</sup>না <sup>২</sup>সা II  
ডা ব ডা ডা ব ডা ডা রা ডিরি ডিরি ডা রা ডা রা ডা রা

তান

১। <sup>+</sup>সা রা মা পা | <sup>৩</sup>না না পা না | <sup>০</sup>না পা মা পা | <sup>১</sup>রা মা না না I  
ডা রা ডা রা ডা রা ডা ডা রা ডা ডা রা ডা রা ডা রা

<sup>+</sup>পা মা রা সা | স্থায়ীর প্রথম হইতে আরম্ভ.....  
ডা রা ডা রা

২। <sup>৩</sup>না সসা ররা মমা | <sup>০</sup>পপা ননা স'স' র'র' | <sup>১</sup>স' গগা - পা | <sup>+</sup>মা ররা সা সা I  
ভিরিভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ডা আ০ ব ডা ডা ভিরি ডা রা

৩। <sup>+</sup>সা - রা - | <sup>৩</sup>মা - পা - | <sup>০</sup>রা মা পা না | <sup>১</sup>স' র' না স' I  
ডা ০ রা ০ ডা ০ রা ০ ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

<sup>+</sup>মা মা র' মা | <sup>৩</sup>মা র' স' র' | <sup>০</sup>না স' র' স' | <sup>১</sup>না না পা - I  
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা ব

<sup>+</sup>পা - র' - | <sup>৩</sup>স' - না স' | <sup>০</sup>র' স' - পা | <sup>১</sup>পা - না - I  
ডা ব ডা ব ডা ব ডা রা ডা রা ব ডা ডা ব ডা ব

<sup>+</sup>মা - পা মা | <sup>৩</sup>- রা সা - | <sup>০</sup>না - সা - | <sup>১</sup>মা পা - না I <sup>+</sup>সা...  
ডা ব ডা রা ব ডা ডা ব ডা ব ডা ব ডা ডা ব ডা ডা

৪। <sup>+</sup>সসা ররা ন্ন্না সসা | <sup>৩</sup>ররা মমা সসা ররা | <sup>০</sup>মমা পপা ররা মমা | <sup>১</sup>পপা গগা মমা পপা I  
ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি

<sup>+</sup>ননা সসা পপা ননা | <sup>৩</sup>সসা ররা ননা সসা | <sup>০</sup>ররা সসা ননা সসা | <sup>১</sup>পপা -া না I  
ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি

<sup>+</sup>সসা -া পা না | <sup>৩</sup>সসা -া গগা গগা | <sup>০</sup>পপা মা -া ররা | <sup>১</sup>-া মা পা -া I  
ভা ০ ভা রা ভা ০ ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভা ০ ভা ব ভা ভা ০

<sup>+</sup>রা মা পা -া | <sup>৩</sup>পপা মমা ররা সা | <sup>০</sup>পপা -া না | <sup>১</sup>সা -া পা না I সা...  
ভা রা ভা ০ ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভা ০ ভা ব ভা ভা ০ ভা রা ভা

৫। <sup>৩</sup>সা রা মা পা | <sup>০</sup>মা পপা ননা সসা | <sup>১</sup>পা গগা গগা মা | <sup>+</sup>পপা পপা রা সা I  
ভা রা ভা রা ভা ভিরি ভিরি ভিরি ভা ভিরি ভিরি ভা ভিরি ভিরি ভা রা

<sup>৩</sup>সা ররা ন্ন্না সা | <sup>০</sup>রা রা সা মা | <sup>১</sup>মা রা পা পা | <sup>+</sup>মা গা গা পা I  
ভা ভিরি ভা রা ভা ভা রা ভা ভা রা ভা ভা রা ভা ভা রা

<sup>৩</sup>রা রা সা রা | <sup>০</sup>রা সা পা পা | <sup>১</sup>গা গা পা গা | <sup>+</sup>গা পা মা পা I  
ভা ভা রা ভা ভা রা ভা রা ভা ভা রা ভা ভা রা ভা রা

পা<sup>০</sup> পা<sup>০</sup> মা<sup>০</sup> প<sup>০</sup> | পা<sup>০</sup> মা<sup>০</sup> রা<sup>১</sup> রা<sup>১</sup> | মা<sup>১</sup> মা<sup>১</sup> রা<sup>১</sup> মা<sup>১</sup> | মা<sup>১</sup> রা<sup>১</sup> সা<sup>+</sup> -<sup>+</sup> I  
ডা ডা রা ডা ডা রা ডা রা ডা ডা রা ডা ডা রা ডা

পপা<sup>০</sup> মমা<sup>০</sup> পপা<sup>০</sup> ননা<sup>০</sup> | সা<sup>০</sup> -<sup>০</sup> সা<sup>০</sup> -<sup>০</sup> | সা<sup>১</sup> -<sup>১</sup> পপা<sup>১</sup> মমা<sup>১</sup> | পপা<sup>১</sup> ননা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> -<sup>১</sup> I  
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা ০ ডা ০ ডা ০ ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা ০

সা<sup>০</sup> -<sup>০</sup> সা<sup>০</sup> -<sup>০</sup> | পপা<sup>০</sup> মমা<sup>০</sup> পপা<sup>০</sup> ননা<sup>০</sup> | সা<sup>১</sup> -<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> -<sup>১</sup> | সা<sup>১</sup>...  
ডা ০ ডা ০ ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা ০ ডা ০ ডা

৬। {সা<sup>০</sup> রা<sup>০</sup> মমা<sup>০</sup> পপা<sup>০</sup> | গণা<sup>০</sup> গণা<sup>০</sup> গণা<sup>০</sup> গণা<sup>০</sup> | গণা<sup>০</sup> গণা<sup>০</sup> পপা<sup>০</sup> পপা<sup>০</sup> | পপা<sup>১</sup> পপা<sup>১</sup> পপা<sup>১</sup> পপা<sup>১</sup>} I  
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

সা<sup>০</sup> রা<sup>০</sup> মমা<sup>০</sup> পপা<sup>০</sup> | গণা<sup>০</sup> গণা<sup>০</sup> পপা<sup>০</sup> পপা<sup>০</sup> | সা<sup>০</sup> রা<sup>০</sup> মমা<sup>০</sup> পপা<sup>০</sup> | গণা<sup>১</sup> গণা<sup>১</sup> পপা<sup>১</sup> পপা<sup>১</sup> I  
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

গণা<sup>০</sup> গণা<sup>০</sup> পপা<sup>০</sup> পপা<sup>০</sup> | গণা<sup>০</sup> গণা<sup>০</sup> পপা<sup>০</sup> পপা<sup>০</sup> | গণা<sup>০</sup> গণা<sup>০</sup> পপা<sup>০</sup> গণা<sup>১</sup> | গণা<sup>১</sup> পপা<sup>১</sup> মমা<sup>১</sup> পপা<sup>১</sup> I  
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

রা<sup>০</sup> মমা<sup>০</sup> পপা<sup>০</sup> রা<sup>০</sup> | মমা<sup>০</sup> পপা<sup>০</sup> রা<sup>০</sup> মমা<sup>০</sup> | পপা<sup>০</sup> রা<sup>০</sup> মমা<sup>০</sup> পপা<sup>০</sup> | মমা<sup>১</sup> রা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> I  
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

+  
ন্না সসা ররা ররা | ররা ররা ররা ররা | ররা ররা ররা ররা | ররা ররা ররা ররা I  
ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি

+  
ররা ররা ন্না ন্না | সসা সসা সসা সসা | ন্না সসা ন্না সসা | সসা সসা সসা সসা  
ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি

+  
ন্না সসা সসা সসা | ররা সসা সসা সসা | ররা মমা মমা মমা | ররা সসা সসা সসা I  
ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি

+  
ন্না সসা ররা সসা | সসা সসা, ররা মমা | ররা সসা সসা সসা, | ররা মমা ররা মমা I  
ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি

+  
পপা পপা, পপা মমা | ররা সসা সসা সসা, | ম্মা প্পা ন্না সসা | সসা সসা, ররা মমা I  
ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি

+  
ররা সসা সসা সসা, | ররা মমা ররা মমা | পপা গণা, পপা মমা | ররা সসা সসা সসা, I  
ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি

+  
ন্না সসা ররা ন্না | সসা ররা ন্না সসা | ন্না সসা ররা সসা | গ্ণা গ্ণা প্পা প্পা I  
ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি



+  
 ন্‌ ন্‌ ন্‌ ন্‌ | ন্‌ ন্‌ ন্‌ ন্‌ | ন্‌ সসা ন্‌ সসা | ন্‌ সসা সসা সসা I  
 ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

+  
 সসা ররা মমা ররা | মমা পপা মমা পপা | গণা গণা পপা গণা | গণা পপা মমা পপা I  
 ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

+  
 ররা মমা মমা ররা | পপা পপা মমা পপা | ররা মমা ররা পপা | মমা ররা সসা সসা I  
 ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

+  
 সসা সসা ররা ররা | মমা মমা পপা পপা | গণা গণা মমা পপা | ননা ননা সঁ -া I  
 ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

+  
 সঁ পা -া না | সঁ -া পা রা | -া মা পা -া | রা সা -া ন্‌ I সা...  
 ডা ডা ব্‌ ডা ডা ব্‌ ডা ডা ব্‌ ডা ডা ০ ডা ডা ব্‌ ডা ডা

## ঝঙ্কার\*

.৭। +  
 না ০ ০ ০ | না ০ ০ ০ | না -সঁ ০ না | -সঁ ০ না -সঁ I  
 ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা ০ রা ডা ০ রা রা ০

+  
 মা পা না সঁ | রা ০ মা মা | মা মা রা সঁ | -া সঁ না সঁ I  
 ডা রা ডা রা ডা রা ডা ০ ডা ০ ডা রা ব্‌ ডা ডা রা

\* ঝঙ্কারে ০ শূন্য চিহ্নগুলির দ্বারা চিকারীর তারে 'রা' আঘাত বুঝিতে হইবে। যে কয়টি শূন্য আছে সে কয়টি আঘাত হইবে। শূন্যগুলির প্রত্যেকটি একমাত্রা ধরিতে হইবে।  
 —রচয়িতা

+ না<sup>১</sup> সা<sup>০</sup> • না<sup>৩</sup> সা<sup>০</sup> • রা<sup>১</sup> • সা<sup>০</sup> • • গা<sup>১</sup> • পা<sup>০</sup> • I  
ডা<sup>০</sup> রা ডা<sup>০</sup> রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

+ সা<sup>১</sup> • • না<sup>৩</sup> সা<sup>০</sup> • রা<sup>১</sup> • সা<sup>০</sup> • • গা<sup>১</sup> পা<sup>০</sup> • মা<sup>১</sup> -পা<sup>০</sup> • I  
ডা রা রা ডা<sup>০</sup> রা ডা রা ডা রা রা ডা রা ডা রা

+ সা<sup>১</sup> • • রা<sup>৩</sup> মা<sup>০</sup> • রা<sup>১</sup> • সা<sup>০</sup> • • গা<sup>১</sup> পা<sup>০</sup> • মা<sup>১</sup> পা<sup>০</sup> • I  
ডা রা রা ডা<sup>০</sup> রা ডা রা ডা রা রা ডা রা ডা রা

+ মরা<sup>১</sup> • পমা<sup>০</sup> • | গপা<sup>৩</sup> • গা<sup>১</sup> গা<sup>০</sup> | গা<sup>১</sup> • পা<sup>০</sup> মা<sup>১</sup> | -রা<sup>১</sup> সা<sup>০</sup> সা<sup>১</sup> • I  
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা<sup>০</sup> রা ডা<sup>০</sup> রা ডা রা

+ না<sup>১</sup> সা<sup>০</sup> • না<sup>৩</sup> সা<sup>০</sup> • রা<sup>১</sup> • সা<sup>০</sup> • • গা<sup>১</sup> • পা<sup>০</sup> • I  
ডা রা রা ডা রা রা ডা রা ডা রা রা ডা রা ডা রা

+ না<sup>১</sup> • • সা<sup>৩</sup> • • রা<sup>১</sup> • সা<sup>০</sup> • • গা<sup>১</sup> পা<sup>০</sup> • মা<sup>১</sup> পা<sup>০</sup> • I  
ডা রা রা ডা রা রা ডা রা ডা রা রা ডা রা রা ডা রা

+ গা<sup>১</sup> গা<sup>০</sup> পা<sup>১</sup> গা<sup>৩</sup> | গা<sup>১</sup> পা<sup>০</sup> মা<sup>১</sup> পা<sup>০</sup> | না<sup>১</sup> • • সা<sup>১</sup> • • না<sup>১</sup> সা<sup>০</sup> • I  
ডা রা ডা ডা রা ডা ডা রা ডা রা রা ডা রা রা ডা রা

+  
সা রা মা পা | গা গা গা গা | পা মা রা সা | - সা ন্ সা I  
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ঝ ডা ডা রা

+  
সা ররা ররা ন্ | সসা সসা ন্ সা | ন্ সা সসা ররা সসা | গ্ গ্ গ্ গ্ প্ প্ প্ প্ I  
ডা ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

+  
ম্ মা প্ প্ ন্ সা | ররা সসা ররা সসা | মমা ররা পপা মমা | ররা সসা ন্ সা I  
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

+  
মমা পপা মনা স'স' | স' - মমা পপা | ননা স'স' স' - | ম্ মা প্ প্ ন্ সা I  
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা ০ ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা ০ ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা

রচয়িতার অন্তর্গত ব্যতীত এই গৎ বা ইহার কোনও অংশ কোনও পুস্তকে প্রকাশিত করিতে পারিবেন না  
বা রেকর্ড করাইতে পারিবেন না। —রচয়িতা

## গান

শ্রীশ্ররজিৎকুমার মৌলিক, এম্-এ

শুনিগো স্বপন হারা হৃদয়পুরে

গাহিছ যে গান তুমি পাগল সুরে।

জানতো জীবনে হবেনা অভিসার

বেদনা চরণে বাজিবে অনিবার

ওগো অকারণ বৃথা এ আয়োজন

বৃথা এ গান গাওয়া আধারে সুরে।

যদি কোনদিন আমি নয়ন জলে

ভিজায় থাকি তব ফোটা ফুলদলে

তোমার মিলন লাগি রহিব জাগি

ধুলার ধরণী হতে অনেক দূরে।

## নব গীতিমঞ্জরী

(সমালোচনা)

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

নব গীতিমঞ্জরী একটি গানের বই। শ্রীমতী সাহানা দেবী ও শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় পূর্বে গীতিমঞ্জরী নামক যে বইটি ছাপিয়েছিলেন, এটি তাঁর নূতন সংস্করণ হ'লেও এতে পূর্বগ্রন্থের অনেক গানের অনেক অংশ এত সংশোধিত ও বিস্তারিত করা হয়েছে ও এত নূতন গান এতে সংযোজিত হয়েছে যে এই বইটিকে একটি নূতন বই বলাই সম্ভব। বইটিতে দিলীপকুমার তাঁর স্বরচিত অনেক উৎকৃষ্ট গীতি স্বকৃত বা শ্রীমতী সাহানা দেবী প্রদত্ত স্বরলিপিসহ প্রকাশ করেছেন। তন্মিঃ চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদের বিখ্যাত কীর্তন আঁখর সমেত, জয়দেবের পদাবলী, উদীয়মান কয়েকটি বাঙ্গালী কবির হিন্দী ও বাংলা গান, অতুলপ্রসাদের গান, মীরা, কবীর, তুলসীদাস প্রভৃতি ভক্তগণের ভজন, দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথের দু'একটি গান ও পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজীর বিখ্যাত লক্ষণগীতি কয়েকটিও এই সঙ্গে প্রকাশিত করেছেন। ফলে গ্রন্থটি শিক্ষিত বাঙালী তরুণ গায়কগণের সামনে অতি লোভনীয় সঙ্গীত উপকরণ সব নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এই গ্রন্থের স্বরলিপি অতি সুন্দররূপেই রয়েছে—স্বরলিপিতে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার ও শ্রীমতী সাহানা দেবী সিদ্ধহস্ত তাতে আর কোনও ভুল নেই। স্বরসংযোজনা ও তালের বৈশিষ্ট্যও এঁরা যথেষ্ট দেখিয়েছেন।

দিলীপকুমার এই বইটির ভূমিকায় লিখেছেন যে একটি বিশেষ আদর্শে তিনি তাঁর গানগুলি রচনা করেছেন তা হচ্ছে এই, যে বাংলা গানকে স্বরপ্রধান করিতে হবে—কথা হবে সুরের বাহন। দ্বিতীয় আদর্শ তাঁর এই যে গানে তানসমৃদ্ধি ও ধ্বনি বিস্তারিত নিত্য নূতন সৃষ্টির অবশর

চাই তিনি গানকে অচল স্বর করতে চান না। প্রতি গানেই গায়কের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দেখাবার ও গানকে নূতন নূতন পথে পরিচালিত করবার স্বাধীনতা থাকবে। দিলীপকুমারের এই দুইটি মূখ্য আদর্শ। তা ছাড়া তিনি গানে বহু রাগের সংমিশ্রণ, বহু সুরের খেলা দেখিয়েছেন এক কথায় দিলীপকুমারের সঙ্গীত-প্রাণ বিচিত্র পন্থার অমুদ্বন্দ্বক। একভাবে এক সুরে গান গাইতে তাঁর প্রাণ চায় না। বৈচিত্র্যময় বিকাশেই তাঁর প্রাণ পরিভূপ্ত। শ্রীমতী সাহানা দেবীর স্বর সংযোজনাও এই আদর্শকেই সফল করেছে।

দিলীপকুমারের সঙ্গীত প্রতিভার ধারা বিশিষ্ট পথে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাঁর পূর্বে রচিত গীতির সহিত অধুনা রচিত গীতিগুলির প্রভেদ সুস্পষ্ট ও তাঁর নব গীতিগুলি শুধু কবিতার কথার ঐশ্বর্য্যে ও লালিত্যে নয় স্বরমাধুর্য্যে ও স্বর বৈচিত্র্য্যেও চের সমৃদ্ধ। “তারার ফুল চয়নি” ও “আজি শঙ্কিত গান বঞ্চিত প্রাণ” গান দুটি বিশেষ করে অতীব মধুর ও এ'দুটি গান বাংলার ললিত মধুর সঙ্গীতরাজির মধ্যে চিরদিন উজ্জলরূপে বিরাজ করবে। একটি শিবমত ভৈরোর ছায়া নিয়ে সুর হয়েছে অপরটি সুরমধুর পুরবী রাগিণীর তান নিয়ে ফুটে উঠেছে। প্রতি গীতিরই আরম্ভেই সুরের উন্নাদক প্রভাব শ্রোতার প্রাণকে স্পন্দিত করা চাই—এইগুলি না থাকলে গানের মধ্যে প্রাণের সঞ্চায় পাওয়া যায় না। দিলীপকুমারের গানের প্রথমই প্রাণকে সাড়া দেয় এটি তাঁর স্বর রচনার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। দিলীপকুমারের পরবর্ত্তী রচিত গীতিগুলি সুদীর্ঘ তাতে সুরের নানামুখী গতি-

প্রকাশের যথেষ্ট সহায়তা হয়েছে—যারা অল্প সময়ের মধ্যে ছোট ছোট গান শিখে অল্পক্ষণ গেয়ে সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁদের জন্য এ সব গান নয়; যারা ধৈর্যের সহিত বড় বড় গান শিখে বিচিত্রভাবে তা ফুটিয়ে ফলিয়ে দেগাতে চান, তাঁদের জন্যই এ সব গান।

বাংলার অসংখ্য কবিগণের স্রষ্টা দিলীপকুমারও তাঁর গীতিগুলি কবিতার বিশিষ্ট ছন্দোবন্ধে বেঁধেছেন সঙ্গে সঙ্গে তালেরও মর্যাদা রেখেছেন। কিন্তু গীতিকে ছন্দোবন্ধে বাঁধতেই হবে এমন কোনও মানে নেই—গানের ছন্দ হচ্ছে তাল ও লয়। হিন্দুস্থানী ঋপদ খেয়াল ও ঠুংরিতে ছন্দের বিশেষ বাঁধন নেই। দিলীপকুমারের গানে সুরের মর্যাদাই প্রধান কথা—তাই এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে সুরের স্বাধীন ও সাবলীল বিকাশের জন্য তিনি ছন্দের দিকে না তাকিয়েও সুরের উন্মুক্ত শব্দ চয়ন করে গান রচনা করতে পারেন—বিশেষতঃ মীড়ের খেলা খেলাতে হ'লে ঝঙ্কার বহুল শব্দ ও ছন্দের বাঁধন ততটা চলে না। দিলীপকুমারের গীতে তানের বৈচিত্র্য আছে কিন্তু মীড়ের বাহারের অভাব আছে। মীড়ের ব্যবহার বাংলা গানে আজও যথাযোগ্যরূপে দেখা যায় নি।

গীতে সুর রচয়িতার উপর গায়কের স্বাধীনতা কতটা থাকবে তা নিয়ে প্রাচীনকাল থেকে মতভেদ চলে আসছে। প্রতিভাশালী গায়কগণ নব নব ভাবে ও সুরে গানকে বিকশিত না করে তৃপ্তি পান না। ঋপদ সঙ্গীতেও গানকে নূতন নূতন রূপ দিবার বিশিষ্ট ধারা আছে—কিন্তু তাঁরা সুরকারের বৈশিষ্ট্যকে ক্ষুণ্ণ করেন না। সুরকারের প্রদত্ত বিশিষ্ট সুরে গানকে ভালরূপে গেয়ে প্রকাশ করে তারপর গানের বিভিন্ন কলি নিয়ে বিভিন্ন তালের খেলা দেখান। দিলীপকুমার যাকে অচলসুরপন্থা বলেছেন তাতে গায়কের ব্যক্তিগত কোনও স্বাধীনতাই থাকে না—ঋপদের পন্থা কিন্তু তা নয়।

রবীন্দ্রনাথ যাকে সঙ্গীতের ঋপপন্থা বলেন, তা হচ্ছে সুরকারের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা। গায়ক অভিনবত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে গানের সুর বদলে দিলে সুরকারের সৃষ্টির মর্যাদা থাকে না। সুরকারের সুরও ক্রমে বিস্মৃতির তলে চলে যায়। একথাও স্মরণ রাখা উচিত। সঙ্গীতের ঋপপন্থা স্থির রেখেও গায়ক স্বাধীন ইচ্ছামত নানা সুর, তাল ও রাগ-রাগিণীর খেলা দেখাতে পারেন। সুরকারেরও গায়কের উভয়েরই মর্যাদা তাতে রক্ষিত হয়, আমাদের মতে প্রতি সঙ্গীতেই তাই বাঞ্ছনীয়।

## গান

### শ্রীননীগোপাল চৌধুরী

নব মিলনের ছন্দে আজি ভুবন উঠিছে জাগিয়া।

ফাগুন বায়ু পাগল সে কোন্ গোপন স্বা নিয়া ॥

বিশ্ব সভার তলে

অধীর কুতূহলে,

চকল হ'ল জীবনানন্দে নব অঙ্গুর হিয়া ॥

স্বধাক্ষী কোকিলা বঁধু আগমনী গান গায়,

সুগন্ধ পাখিকে ডাকিয়া বলে জেগে উঠ্ আয় আয়।

যেন হ'ল নিশি ভোর

কাটিল আঁধার ঘোর,

নূতন জীবনে প্রাণের নাচনে উঠেই নিখিল হলিয়া ॥

## স্বরলিপি

## ভৈরব--দাদরা

আমার ময়ূরপঙ্খী নায়ে,  
চল্বে ভেসে এই গাঁ হ'তে  
মাণিকমালার গাঁয়ে।  
বাঁশীতে মোর নিদ্রমহলার,  
ঘুম টুটিবে মাণিকমালার  
সবার চোখের আড়াল দিয়ে  
আসবে নিথর পায়ে।

আমায় যদি না চেনে সে  
চিন্বে আমার বাঁশী,  
স্বপন মোদের সফল হয়ে  
উঠবে চোখে ভাসি'।  
পথের যে হয় নাই নিশানা,  
নামটী সেও স্বপ্নে জানা,  
কল্পনারি রঙীন পালে  
ভাসি উজান বায়ে।

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বল, বি-এ

II সা	ধা	-I	I গা	মা	-I	গা	-I	ধা	I না	সা	-I
আ	মা	র	ম	য়	র	প	ঙ	খী	না	য়ে	০
দা	-I	দা	দা	দা	-I	I পা	-I	দা	পা	মা	-I
চ	ল	ব	ভে	নে	০	এ	ই	গা	হ	তে	০
গা	মা	-I	পা	দা	-I	I মা	পা	-I	II		
মা	গি	ক	মা	লা	র	গা	য়ে	০			

II	মা	মা	-১	দা	দা	-১ I	না	না	সাঁ	সাঁ	সাঁ	-১ I
	বা	শী	০	তে	মো	র	নি	দ	ম	হ	লা	র
	প	থে	র	যে	হা	য	না	ই	নি	শা	না	০

না	-১	সাঁ	সাঁ	সাঁ	-১ I	না	সাঁ	-১	দা	পা	-১ I
ঘু	ম	ট	টি	বে	০	মা	নি	ক	মা	লা	র
না	ম	টা	সে	ও	০	স্ব	প	নে	জা	না	০

দা	দা	-১	দা	পা	-১ I	দা	সাঁ	না	দা	পা	-১ I
স	বা	র	চো	থে	র	আ	ডা	ল	দি	য়ে	০
ক	ল	প	না	রি	০	র	ডী	ন	পা	লে	০

গা	-১	মা	পা	দা	পা I	মা	পা	-১ II
আ	স্	বে	নি	থ	র	পা	য়ে	০
ভা	গি	০	উ	জা	ন	বা	য়ে	০

II	প্	দা	-১	ন্	ন্	-১ I	সাঁ	-১	সাঁ	সাঁ	-১ I
	আ	মা	য়	য	দি	০	না	০	চে	নে	সে

সাঁ	-১	সাঁ	গা	গা	মা I	গা	মা	-১	-১	-১	-১ I
চি	ন্	বে	আ	মা	র	বা	শী	০	০	০	০

মা	মা	-১	মা	মা	-১ I	গা	মা	গা	সাঁ	সাঁ	-১ I
স্ব	প	ন	মো	দে	র	স	ক	ল	হ	য়ে	০

ন্	-১	সাঁ	সাঁ	সাঁ	-১ I	ন্	সাঁ	ন্	দা	পা	-১ II
উ	ঠ	বে	চো	থে	০	ভা	সি	০	০	০	০

## স্বরলিপি

## ইমন মিশ্র—একতালী

তুমি যে বলিয়াছিলে  
এ পথে ফিরিবে গোধূলি লগনে  
সে কি আজ ভুলে গেলে।  
সেদিন মনে কি আছে,—  
কাঁপিল বুকের কাছে  
শতেক যুগের ব্যাকুল বাসনা  
অঙ্ক হৃদয় মাঝে,—  
খনে খনে পলে পলে ?

বকুল বনের তল  
এখন আঁধার হল,  
এখন জ্বলিল জ্বোনাকি-প্রদীপ,  
ঝরিছে শেফালি-দল।  
এখন রাতের দেশে,  
যেতেছে হৃদয় মিশে,—  
এখন স্বপনে মনের গোপনে  
তুমি কি দাঁড়াবে এসে  
নিরজন বনতলে ?

কথা ও সুর—শ্রীশুধীন্দ্রনাথ মিত্র

স্বরলিপি—শ্রীরাধাকান্ত দে

## আস্থারী

II	সাঁ	সাঁ	সাঁ	সাঁ	সাঁ	সঁনধা	না	ধপা	-াঁ	-াঁ	জ্ঞা	গা I
	তু	মি	যে	ব	লি	ধা ০০	ছি	লে ০	০	০	০	০

গজ্ঞাপা	পা	পা	পা	পা	পা	পা	জ্ঞা	জ্ঞাপা	পা	জ্ঞা	জ্ঞাপা	গা I
এ ০ ০	প	থে	ফি	রি	বে	গো	ধু ০	লি	ল	গ ০	নে	

সা	রা	রগা	-াঁ	গরা	সা	সা	রা	সা	পা	পজ্ঞা	গা I
সে	কি	আ ০	০	০ ০	জ	সে	কি	আ	০	০ ০	জ

সা	গরা	রসা	সা	-াঁ	রগা	গা	গরা	রসা	সা	-াঁ	-াঁ II
তু	লে ০	গে ০	লে	০	০ ০	তু	লে ০	গে ০	লে	০	০



অন্তরা

II সা রা গা | পা পা ধনা | ধনা ধপা -১ | -১ -১ -১ I  
সে দি ন | ম নে কি ০ | আ ০ ছে ০ ০ | ০ ০ ০ ০

পধা ধসাঁ সাঁ | সঁরা রঁগাঁ গঁরা | রঁসাঁ সাঁ -১ | -১ -১ -১ I  
কাঁ ০ পি ০ ল | বু ০ কে ০ র ০ | কা ০ ছে ০ ০ | ০ ০ ০ ০

সঁরঁগাঁ গাঁ গঁরা | রাঁ রঁসাঁ সাঁ | না নরাঁ সাঁ | নধা পধা পা I  
শ ০ ০ তে ক ০ | য় গে ০ র | ব্যা কু ০ ল | বা ০ স ০ না

ধা সা সরা | রগাঁ গপা পধা | ধনা নসাঁ নসঁধনা | পা -১ -১ I  
অ ন ধ ০ | হ ০ দ য ০ ০ | মা ০ কে ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০

সা রা রগাঁ | গাঁ রগঁরসা -১ | সা রা রগাঁ | সা পা জগাঁ I  
খ নে খ ০ | নে ০ ০ ০ ০ ০ | খ নে খ ০ | নে ০ ০ c ০

গা গঁরা রসা | সা -১ রগাঁ | গা গঁরা রসা | সা -১ -১ II  
প লে ০ প ০ | লে ০ ০ ০ ০ | প লে ০ প ০ | লে ০ ০ ০

সংগারী

II ধা ধসাঁ সরা | রগাঁ গমা গরা | রসা সা -১ | -১ -১ -১ I  
ব কু ০ ল ০ | ব ০ নে ০ র ০ | ত ০ ল ০ ০ | ০ ০ ০ ০

সা রা গা | গাঁ গপা পধা | ধনা নসাঁ নধা | পা -১ -১ I  
এ খ ন | আ ধা ০ র ০ | হ ০ ল ০ ০ ০ | ০ ০ ০

পধা	ধর্মা	সী	সী	সী	সর্মা	না	নর্মা	সী	ধনা	ধা	পা I
এ০	খ০	ন	জ	লি	ল০	জো	না০	কি	প্র০	দী	প

গা	গপা	পধা	ধনা	নর্মা	নধা	ধপা	পা	-১	-১	-১	-১ I
ঝ	রি০	ছে০	শে০	ফা০	লি০	দ০	ল	০	০	০	০

গা	মগা	রসা	সরা	রগা	গমগা	রা	রসা	-১	-১	-১	-১ II
এ	খ০	ন০	আ০	ধা০	র০০	হ	ল	০	০	০	০

### আভোগ

সা	রা	গা	পা	পা	ধনা	ধনা	ধপা	-১	-১	-১	-১ I
এ	খ	ন	রা	তে	র০	দে০	শে০	০	০	০	০

পধা	ধর্মা	সী	সর্মা	রর্মা	গর্মা	রর্মা	সী	-১	-১	-১	-১ I
যে০	তে০	ছে	হ০	দয়	০০	মি০	শে	০	০	০	০

সর্মা	গা	গর্মা	রা	রর্মা	সী	না	নর্মা	সী	নধা	ধপা	পা I
এ০০	খ	ন০	ষ	প০	নে	ম	নে০	র	গো০	প০	নে

ধা	ধর্মা	সরা	রগা	গপা	পধা	ধনা	নর্মা	নর্মা	পা	-১	-১ I
ভু	মি০	কি০	দা০	ডা০	বে০	এ০	সে০	০০০০	০	০	০

সা	রা	রগা	গা	রগরসা	-১	গা	গরা	রসা	সা	-১	রগা I
নি	র	জ০	ন	০০০০	০	ব	ন০	ত০	লে	০	০০

পা	গরা	রসা	সা	-১	-১ II II
ধ	ন০	ত০	লে	০	০

## সুপ্রসিদ্ধ সৌখীন অভিনেতা শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কলিকাতা সৌখীন-সম্প্রদায়ভুক্ত নাট্যাভিনেতাদিগের মধ্যে প্রথিতযশাঃ অভিনেতা শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম বোধ হয় অপরিচিত নহে। দীর্ঘকাল পূর্বে যখন তাহার যৌবনেব প্রারম্ভ, তখন হইতেই তাহার নটশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যখন যাহার অন্তরস্থ প্রতিভা বিকশিত হয়, তখন সে কোনও বাধার গণ্ডী মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। তাই বটুবাবু অনেক প্রকার



বাদ্যবিঃ অতিক্রম করিয়া নিজ পল্লীস্থিত সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। কিছুদিন মাত্র তৎসম্প্রদায়ে অভিনয় করিবার পর তাহার অভিনয়চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তদানীন্তন স্বগীয় অনুরোক্তনাথ দত্ত, রসরাজ অমৃতলাল বসু, কুঞ্জবাবু, হীরালালবাবু প্রভৃতি প্রখ্যাতনামা অভিনেতাগণ তাহাকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন। কিছুদিন পর তিনি তাহার কতিপয় বন্ধুর সাহায্যে Esplanade (Club) এর প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনিই ইহার Dramatic director নিযুক্ত হন।

যাহা হউক আলোচ্য বিষয়ে তিনি যে যে নাটকগুলির প্রধান চরিত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কিছু লিখিব। ‘সাজাহান’ নাটকে কূটচরিত্র আওরঙ্গজেবের ভূমিকা এত সুন্দর ও স্বাভাবিকরূপে করিয়া থাকেন যে তাহাতে দর্শক-মাত্রকেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে হইবে। ‘চন্দ্রগুপ্ত’ নাটকের মূল চরিত্র চাণক্য পণ্ডিতের ভূমিকা তিনি অতি সুন্দররূপে করিয়া থাকেন, বিশেষতঃ “নিজ উপবীত ছিন্ন করিয়া নন্দগুপ্তকে অভিষিক্ত করা”, “নন্দগুপ্তকে হত্যা করার অভিপ্রায়ে কাত্যায়ণকে উত্তেজিত করা”, “নন্দগুপ্তের শোণিতে শিখারঞ্জিত করা”র দৃশ্যগুলি দেখিলে মনে হয় যেন একটি বাস্তব ঘটনা ঘটিতেছে। অতঃপর ‘বঙ্গবর্গী’ নাটকের ভাস্কর পণ্ডিতের ভূমিকায় অর্থলিপ্সু বর্গীদলের দলপতি হইয়া চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষাপূর্ব্বক অর্থলুপ্তন করা এবং অশ্রান্ত দৃশ্যগুলির রস বাস্তবরূপে ফুটাইয়া দর্শক মাত্রকেই তিনি মুগ্ধ করিয়া থাকেন।

সামাজিক নাটকেও তাহার প্রতিভা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ‘সরলাতে’ গদাধরচন্দ্রের ভূমিকার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছিলেন। ‘বগিদানে’ করুণাময়, ‘বিব্রমঙ্গলে’ নাম ভূমিকায়, ‘বিবাহ-বিভ্রাটে’ মিঃ সিংহ প্রভৃতি ভূমিকাগুলিতে প্রাণ ফুটাইতে সক্ষম হইয়াছেন।

কলিকাতার প্রায় অধিকাংশ বিখ্যাত রঙ্গমঞ্চগুলিতে তিনি অভিনয় করিয়াছেন, তন্মধ্যে এম্পায়ার থিয়েটার, এ্যালফ্রেড থিয়েটার, নাট্যানিকেতন প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহার অভিনয় দর্শনে অধুনা প্রচলিত সংবাদ পত্রসমূহে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা প্রকাশিত হইয়াছে। আমরাও তাহার নটশক্তির পরিচয় পাইয়াছি। তিনি যে একজন খ্যাতিমান নট এ বিষয় বহুদিন পূর্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি। দেশর সমীপে এই প্রতিভাবান নটের দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি।



## সংবাদ

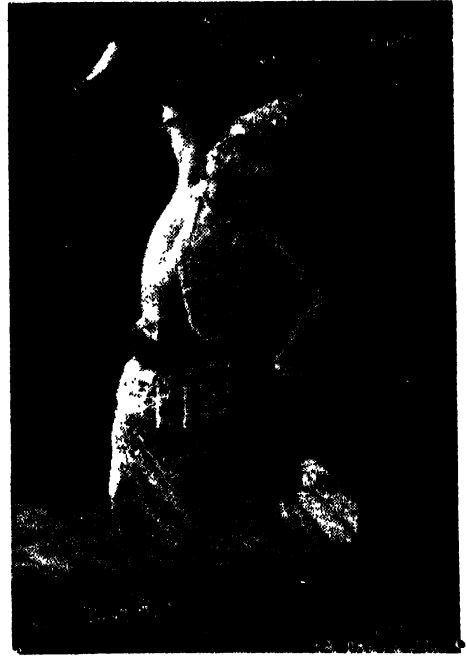


### নৃত্যকুশলী মণিবর্ধনের প্রাচ্যনৃত্য

অক্ষয় তৃতীয়ার উৎসব উপলক্ষে গত ২০এ বৈশাখ, রবিবার, প্রবর্তক সজ্জে প্রাচ্যনৃত্যের একনিষ্ঠ সাধক মণিবর্ধন সদলবলে নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার নৃত্যাভিনয় দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার নৃত্য দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ ও পরিতুষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার শিবনৃত্য, অজস্র নৃত্য, গন্ধর্ব নৃত্য এবং সোমদেব নৃত্য স্মরণ ও উচ্চাঙ্গের হইয়াছে। বিবিধ মূর্তার ব্যঙ্গনা, বিভিন্ন তালে চরণাঘাত, স্থায়ী অঙ্গের বিচিত্র ভঙ্গিমা এবং নৃত্যের পরিকল্পনা দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়াছিল। নৃত্যাহুযজ্ঞিক যন্ত্রসঙ্গীত নিউ ইণ্ডিয়ান অর্কেস্ট্রার শ্রীযুক্ত রাখালদাস মজুমদার মহাশয় পরিচালনা করিয়াছিলেন।

একদা যখন ভারতের সর্বতোমুখী সৃষ্টিপ্রতিভা চরম নিকাশ লাভ করিয়াছিল, তখন ভাস্কর্য ও নৃত্যকলায় ভারত জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। ভারতের শিল্পীর দৃষ্টিতে প্রকৃতির বৈচিত্র্যালীলা দেবতারই নৃত্য-বিলাস। ভারতের শিল্পীগণ প্রতীচোর মত পার্থিব জড়-সৌন্দর্যকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে নাই। প্রাচীন ভারতের তদ্বায়েযী শিল্পীগণ বস্তুজগতকে উপেক্ষা করিয়া অতীন্দ্রিয় জগতের সূক্ষ্মাভূতি, মানব চিত্তের অতি সূক্ষ্ম স্রুষ্টিগতি ভাবরহস্যকে রূপায়িত করিয়াছিলেন তাঁহাদের দর্শনে, কাব্যে, তুলির রেখার আল্পনায়, ভাস্কর্যে—মূর্তিবাদের পরিকল্পনায়, নৃত্যছন্দের অপরূপ দেহভঙ্গীর ব্যঙ্গনায়—বার নিদর্শন আজও অজস্র, ইলোরা প্রভৃতি গিরিগাত্রে বিদ্যমান আছে। ভারতের ভাস্করগণ স্থিতি ও গতির যুগ্ম অবস্থাকে শরীরী করিয়া ত্রিমূর্তি অল্পতম মহাদেবকে নটমূর্তির পরিকল্পনায় সহজ সরলভাবে রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সমস্ত সৃষ্টিই যে হিলোলিত রূপের একটা অনির্বচনীয় ছন্দ। আবর্ত সৌরজগৎ যে ছন্দে গ্রথিত

এই সূক্ষ্ম জটিল তত্ত্বের রূপ দিবার চেষ্টা অল্প কোন সভ্য-দেশেই সম্ভব হয় নাই, কিন্তু এই ভারতেই নটরাজের নটমূর্তির পরিকল্পনায় ভারতের শিল্পীগণ দ্বারা সম্ভব হইয়াছিল। শুধু তাই নয়, ধর্ম্মাচরণের সঙ্গে উপাসনার সময়েও নৃত্যগীত ধর্ম্মাত্মত্বের অঙ্গই প্রাচীনেরা মনে করিতেন, কিন্তু দেশের এমনই দুর্ভাগা যে এদেশে এমন



সোমদেব নৃত্যে মণিবর্ধন

অবস্থাই হইল, যখন ভারতীয় নৃত্য বলিতে শুধু অর্থহীন দেহ সঞ্চালনযুক্ত মোগলযুগের দরবারী নৃত্যই বুঝাইত।

নট-নটীর চরণধূলি হইতে উদ্ধার করিয়া এই নৃত্য-কলাতে যিনি প্রাণসঞ্চার করিলেন, তিনি বাংলারই রূপদক্ষ সন্তান বিশ্ববরেণ্য উদয়শঙ্কর। একনিষ্ঠ সাধনায় তিনি ভারতের এই লুপ্তপ্রায় নৃত্যকলাকে স্বীয় প্রতিভাবলে সাধারণের দৃষ্টিপথে আনিয়াছেন, সেজন্য দেশ তাঁহার

নিকট স্বামী। সভ্যজগতের রসজ্ঞ ব্যক্তিগণ আজ তাঁহার নৃত্য দর্শনে বিম্বিত মুগ্ধ। প্রাচ্যের বৈশিষ্ট্য, প্রাচ্যের ভাবসম্পদ নিয়া সুন্দর জটিল অনুরূপিতকে নৃত্য-ছন্দে মধ্য দিয়া রূপায়িত করার প্রচেষ্টা অপর একজন তরুণ শিল্পীতেও আমরা দেখি—তিনি শ্রীযুক্ত মণিবর্দ্ধন। তাঁহার বিভিন্ন নৃত্যের ভাবধারা ও পদ্ধতি আলোচনা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে প্রাচীন ভারতের রস সাধনা, কল্পনা, ভাবপ্রবণতা ভঙ্গুর ভিত্তির উপর নিহিত ছিল না—নৃত্য পরিকল্পনার বস্তুতাত্ত্বিকতায় জগতের বহু উর্দ্ধে মানব-চিন্তকে ভাবে ইঙ্গিতে নিয়া বাইতে চাহিয়াছে। বিচিত্র দেহভঙ্গী, অঙ্গহার, দেহ সঞ্চালন মাত্বেই নির্বিকার-চিত্তে চিন্তার ছবি আঁকে, বহু দূরের বৃহত্তর বিশ্বের দিকে ইঙ্গিত করে, গতানুগতিক দৈনন্দিন ঘটনার একঘেয়ে মনোভাব যে রাজ্যের সন্ধান দিতে পারে না। শ্রীযুক্ত মণিবর্দ্ধনের অজ্ঞা নট-নৃত্যের পরিকল্পনা ও প্রকাশভঙ্গী—তাঁহার শিবনৃত্যে, রুদ্রদেব, গন্ধর্ক, সোমদেব প্রভৃতি অজ্ঞাত নৃত্যের স্বকীয়তা ও প্রকাশভঙ্গীতে রসের নির্ভীক সুরে দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। প্রাচ্য-নৃত্যের নব জাগরণের দিনে অভিনব রূপ-গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় এই তরুণ শিল্পীর উৎসাহ, উদ্দীপনা, আকাঙ্ক্ষা, অমসাহিত্য প্রাণসমীয়া। নিখুঁতভাবে ভারতের সমস্ত প্রাদেশিক নৃত্য-শিক্ষার্থে তিনি গত কয়েক বৎসর যাবৎ কলাবিদের সন্ধান করিয়া দেশ-বিদেশে ঘুরিতেছেন। সুদূর আসামের মণিপুরে দীর্ঘ ৬ মাস অবস্থান করিয়া তথাকার বিখ্যাত রাসনৃত্য, লায়হরাওবা নৃত্য, অসিনৃত্য, এমন কি অসভ্য নাগাদের বিভিন্ন প্রকারের শূলনৃত্য (রণনৃত্য) পর্যন্ত শিখিয়া আসিয়াছেন। নৃত্য-শিক্ষার্থে ইতিপূর্বে তিনি দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ অঞ্চলেও একবার গিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতের হিন্দু নৃত্য শিখিতে তিনি যাভা ও বলিষীপে বাইতে প্রস্তুত হইতেছেন। এই নৃত্যকুশল

পুজারীর প্রাণপণ সঙ্কল্প দেখিয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উৎফুল্ল হওয়া যায়। প্রাচ্যনৃত্যকে রূপগরিমায় সমৃদ্ধশালী করিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা বাংলাদেশেই বিশেষভাবে চলিয়াছে, ইহা বাঙ্গালীর গৌরবের কথা।

### ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে জুবিলি উৎসব উপলক্ষে সঙ্গীত জলসা এবং বিচিত্র অনুষ্ঠান

সভ্যদের জুবিলি উৎসব উপলক্ষে গত সোমবার ১১ই মে সন্ধ্যায় ইনষ্টিটিউট হলে কলিকাতা বালিকা বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রীগণের আমোদ-প্রমোদের জন্য ইনষ্টিটিউটের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গীতবাদ্য, অভিনয় ও কৌতুকাতির ব্যবস্থা হইয়াছিল। ভাইসচ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্রীমামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং মহারাজ স্ত্রীর প্রদ্যোৎকৃষ্ট ঠাকুর মহোদয় উক্ত সভায় উপস্থিত থাকিয়া সকলকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। জুবিলি উপলক্ষে কলিকাতার ইহা শেষ উৎসব ছিল এবং সেইজন্য কার্যসূচি বাহাতে অতি চমৎকার হয় সে বিষয়ে সকলের লক্ষ্য ছিল। প্রথম ভারতী বিদ্যালয়ের বালিকাগণ কর্তৃক এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন সরকার রচিত একটি উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হয়। তৎপরে শ্রীযুক্ত বিষ্ণু ঘোষের ব্যাঘাম বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীগণের ব্যাঘামকৌশল দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যাবিত হন। তৎপরে সঙ্গীত ভারতী ও সঙ্গীত সম্মিলনীর ছাত্রীগণের গীতবাদ্য হয়। সঙ্গীত-ভারতীর সেতার এসরাজ ঐক্যতান এবং কুমারী অমিয়া সেনের স্থললিত খ্যাল গান শুনিয়া সকলে মোহিত হন। সঙ্গীত সম্মিলনীর ছাত্রীগণের মধ্যে কুমারী গীতা দাস ও ইভা গুহের ঠুমরী গান এবং কুমারী মালা দাস এবং কবি চ্যাটার্জির নৃত্য অভিনয় চমৎকার হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত পরিমল ঘোষ মহাশয়ের অক্লান্ত চেষ্টাতেই উপরোক্ত বিদ্যালয় দুইটির ঐচ্ছ ছাত্রীস্বদের গান বাজনা

শুনিবার স্বযোগ সকলের হইয়াছিল। কুমারী নির্মলা ঘোষের নৃত্য, হেমলতা ঘোষের ভাটিয়াল গান, উমা মুখার্জির নৃত্য এবং প্রতিভা সেনের গানও বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। শ্রীমান্ অশেবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতারের সহিত মাষ্টার কুলু মুখার্জীর সঙ্গতও খুব স্বন্দর হইয়াছিল। তৎপরে ধীরেন ঘোষের কবিতা শুনিয়া সকলে আনন্দিত হন। রমেশ মিত্র বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ বুদ্ধদেবের জীবনী হইতে একটি ট্যাব্লেঁ দেখাইয়া প্রভূত প্রাণশ্রী লাভ করিয়াছেন। সময় সংক্ষেপবশতঃ সকলের আপত্তি সত্ত্বেও সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতবিশারদ গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্ধ্যাল প্রভৃতির গান বাদ দিতে হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর হাস্যকৌতুকের পর সভা ভঙ্গ হয়।

### মহেন্দ্রোৎসব

গত ২৮শে বৈশাখ শনিবার সন্ধ্যায় ৮নং নিউ বহু-বাজার লেনস্থ বাটীতে মহেন্দ্রোৎসবের দশম বাৎসরিক অধিবেশন অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। নাটোরাধিপতি শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। বহু সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তি উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, ললিত মোহন মুখোপাধ্যায়, অমরনাথ ভট্টাচার্য্য, যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞগণের গীতবাদ্য প্রবণে সকলেই অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। রাত্রি ২।০ ঘটিকায় সভা ভঙ্গ হয়।

### কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনা

গত ২০শে বৈশাখ কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পঞ্চসপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

যন্ত্রের উক্ত পরিষৎ কর্তৃক তাঁহার সংবর্ধনা হইয়া গিয়াছে। সাহিত্য-সম্রাট শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন এবং চন্দন, ধান, দুর্বা দান করেন। রবীন্দ্রনাথকে ধূতি, চাদর, অজুর্বা এবং ফাউন্টেন পেন উপহার দেওয়া হয়। তিনি একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। ঐ সভায় রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গান গাওয়া হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একটি গান গাহিয়া সভাস্থ সকলকে মোহিত করেন। শ্রীযুক্ত অনিল বাগ্‌চি, সতী দেবী ও স্থলীল বসুর গান এবং কোরাস গানগুলিও বেশ উপভোগ্য হইয়াছিল। উক্ত সভায় শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, শ্রীযুক্তা অহরুপা দেবী, শ্রীযুক্ত অমল হোম, এম্, এম্, বোস, রায় জলধর সেন বাহাদুর, ডাক্তার স্বকুমাররঞ্জন দাস প্রভৃতি বহু গণ্যমান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

### খিদিরপুরে সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা

( দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন )

গত ১৫ই বৈশাখ, রবিবার দিবস খিদিরপুর বালিকা-গণের সঙ্গীত প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন অতি সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কুমারী নমিতা চ্যাটার্জি— ৫ বৎসর বয়স্কা বালিকার মধ্যে খেয়াল গানে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। এই অধিবেশনের সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল গোস্বামী বি, এল, মহাশয় বালিকাটিকে একটি রৌপ্যপদক পুরস্কার দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। কুমারী পুষ্পরাণী মণ্ডলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি একখানি বাগেত্রী রাগিণীর খেয়াল গান তাল লয় সহ নিখুঁতভাবে গাহিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং সভাস্থ জনমণ্ডলী তাঁহার গানে বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। কুমারী রমা মুখার্জি খেয়াল গানে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। বাঙালা গানে কুমারী পুষ্পরাণী

রায় প্রথম স্থান এবং কুমারী বিজনরাণী মজুমদার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

উক্ত অমুঠানে সঙ্গীতবিশারদ মাননীয় শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয় গানের ফলাফল বিচার করিয়া ২৫ জন বালিকাকে পুরস্কার বিতরণ করিতে আদেশ দিয়া তিনি সঙ্গীত সম্বন্ধে সংক্ষেপে উপদেশ দিয়া শ্রোতাগণকে প্রচুর আনন্দ দান করিয়াছিলেন। সভায় কলিকাতার বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ যোগদান করিয়াছিলেন।

সভাস্থ ভদ্রমহোদয়গণ শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয়ের গান শুনিবার জন্ত বড়ই উৎসুক হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অস্থায়ী থাকায় সভাপতি মহাশয় শ্রোতৃমণ্ডলীকে আশ্বাসবাণী দিয়া আগামী খিদিরপুর সঙ্গীত জলসায় শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয়কে সঙ্গীতাদি করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। অতএব আমরা সকলেই সর্বাঙ্গতঃ করণে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তিনি খুব শীঘ্রই নিরোগী হউন।

এতদুপলক্ষে শ্রীযুক্ত শিবদাস দাস মহাশয় খিদিরপুর গল্পী-সমাজের ভিতর যেরূপভাবে সঙ্গীত প্রচারে মনোযোগ দিয়াছেন তজ্জন্ত খিদিরপুরবাসীগণ আন্তরিক সহায়ত্ব জ্ঞাপন করিতেছেন। অধিবেশনটি সর্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়াছিল। রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

### বাৎসরিক সঙ্গীত উৎসব

গত ২২শে বৈশাখ রবিবার শুভ অক্ষয় তৃতীয়া দিবস বগুড়া কুঠী বাড়ী সঙ্গীত সমাজের সপ্তম বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে জমিদার শ্রীযুক্ত গোবিন্দবন্ধু দত্ত মহাশয়ের গৃহে একটি বিরাট সঙ্গীত জল্লা হইয়াছিল। উক্ত জলসায়

পাবনার সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়, বি-এ মহাশয় তাঁহার স্বমুখ থেয়াল ও ঠুংরী সঙ্গীতে সকলকে বিশেষভাবে আকর্ষিত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া বগুড়ার লক্ষ-প্রতিষ্ঠ উকিল শ্রীযুক্ত অমিত্যচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের থেয়াল ও ঠুংরী সঙ্গীত শুনিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়াছেন। বগুড়ার সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টার শ্রীযুক্ত বগলাপ্রসন্ন চক্রবর্তী মহাশয়ের একটি সপ্তম বর্ষীয় ও একটি অষ্টাদশ বর্ষীয় পুত্র উচ্চাঙ্গের ক্রন্দন সঙ্গীতে সকলকে মুগ্ধ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া বগুড়া সহরের অধিকাংশ গায়ক ও বাদকবৃন্দ উপস্থিত থাকিয়া জলসাটি সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়াছিলেন। বগুড়া সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উক্ত জলসায় উপস্থিত ছিলেন।

### দুর্গাপুরে সপ্তম বার্ষিক সঙ্গীত-সম্মিলন

গত ৬ই ও ৭ই মে দুর্গাপুরে সপ্তম বার্ষিক সঙ্গীত সম্মিলনের অধিবেশন অতি সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। প্রধান উদ্যোগী শ্রীযুক্ত নীরদবরণ রায় মহাশয়ের আন্তরিক চেষ্টাতেই এই সম্মিলন সর্বাঙ্গসুন্দর ও সফল হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যকিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, উচ্চ-শ্রেণীর স্থললিত সঙ্গীত দ্বারা প্রায় তিন সহস্র শ্রোতৃবর্গকে কয়েক ঘণ্টা যাবৎ মস্তমুগ্ধ করিয়া রাখিয়া-ছিলেন। শ্রীযুক্ত অনন্তবাবুর তবলা সঙ্গত অতিশয় মধুর হইয়াছিল। স্থানীয় গায়ক-বাদকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত সীতারাম মিশ্র অতুলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপেন্দ্রলাল সিংহ, অমূল্য মুখোপাধ্যায়, মদন মুখোপাধ্যায় (৮ম বর্ষীয় বালক), বিজয় চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতবিশারদ শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী,  
ত্রিদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমদ্রথমোহন বসু, এম-এ।



স্ববিশিষ্ট শ্রীযুক্ত তিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য







১২শ বর্ষ

আষাঢ়, ১৩৪২ সাল

৩য় সংখ্যা

## তিমিরবরণ ও তাঁহার অর্কেষ্ট্রা

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

বক্ষ্যমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য শুধু বিশ্ববিখ্যাত সুরশিল্পী তিমিরবরণের অর্কেষ্ট্রা সম্বন্ধে আলোচনা করা। অবশ্য এ কথা লেখাই বাহুল্য যে অর্কেষ্ট্রা শ্রোতার সংখ্যা আমাদের দেশে খুবই কম—তাঁহার কারণ অবশ্য অনেক। প্রধান কয়েকটি কারণ, প্রথমতঃ এখানে অর্কেষ্ট্রা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাতে একটা গৎ কতকগুলি যন্ত্র সহযোগে একজ্ঞ বাজাইয়া তাঁহার সমাপ্তি করা। তন্মধ্যে আবার বিশেষজ্ঞ আছে—প্রাচ্যজ্ঞের চেষ্টায় সকলেই নিজ নিজ যন্ত্রধ্বনি কি করিয়া অপর সমূহের যন্ত্রকে ছাপাইয়া জ্যোত্বর্গের চিত্তাকর্ষণ করিবে, সে চেষ্টাই অধিক ক্ষেত্রে দৃষ্ট হয়। ইহার ফলে সাধারণের বিরক্তি উৎপাদন ব্যতীত অন্য কিছুই হয় না। তদুপরি এদেশে বাঁহারা প্রকৃতপক্ষে

শিল্পী ও স্বরজ্ঞ, তাঁহারা এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন নাই, বরং ইহাকে নিয়ন্ত্রণের কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। এই মনোভাবের প্রথম ব্যতিক্রম হয় যখন তিমিরবরণের গুরু ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব তাঁহার 'ব্যাণ্ড' লইয়া ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মী মিউজিক কন্ফারেন্সে উপস্থিত হন। প্রথমে অল্পষ্ঠানের উত্তোক্তাগণ খাঁ সাহেবকে কন্ফারেন্সে ব্যাণ্ড বাজাইবার অহুমতি কিছুতেই দেন নাই—শুধু শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তির চেষ্টায় মাত্র দশ মিনিটের জন্য বাজাইবার অহুমতি দিয়া ছিলেন। কিন্তু আনন্দের বিষয়, উক্ত ব্যাণ্ড দশ মিনিটের পরিবর্তে তিন ঘণ্টাব্যাপী বাজাইবার পরেও চতুর্দিক হইতে হর্ষকোলাহলের সহিত পুনঃ পুনঃ বাজাইবার

অন্তরোধ বাণী ধ্বনিত হইতে লাগিল। নানাদেশ হইতে আগত শুভাদমণ্ডলী প্রশংসায় মুখরিত, অমুঠাতাগণ বিষয়ে বিমুগ্ধ। সম্ভবতঃ ভারতীয় উচ্চ সঙ্গীতক্ষেত্রে অর্কেষ্ট্রার এই প্রথম উদ্বোধন ও প্রচেষ্টা।

বাংলাদেশে অর্কেষ্ট্রার প্রচলন বহুদিন হইতেই আছে। স্বর্গীয় হাবু দত্ত, দক্ষিণা সেন প্রভৃতি গুণীগণ ইহার প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু বিদেশের চক্ষে প্রশংসা পাইবার মত অবস্থা ইহার কোনদিন ছিল না। দক্ষিণাবাবুর অর্কেষ্ট্রা অবশ্য উল্লেখযোগ্য, কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীতে তাহার কোন স্থান ছিল না—কারণ, ইংরাজী গৎ ইংরাজী প্রথায় হাঞ্চোনাইজ্ করা—বিদেশের চক্ষে ইহাকে অন্তরূপ ব্যতীত আর কিছুই বলা চলে না। তা' ছাড়া ক্লারিওনেট, কর্ণেট প্রভৃতি বিদেশীয় বাদ্যযন্ত্রে নিছক ভারতীয় অর্কেষ্ট্রা হওয়া সম্ভব নয় বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

ভারতীয় যন্ত্র সহযোগে প্রথম অর্কেষ্ট্রা শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে এম্পায়ার থিয়েটারে উদযশঙ্করের নৃত্যে শ্রীযুক্ত তিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরিচালনায় যে বাদ্য হইয়াছিল। পরে অনেকের সহিত আমার এ বিষয় আলোচনা হইয়াছিল—সকলেরই মতে এ রকম সর্বাঙ্গসুন্দর অর্কেষ্ট্রা কল্পনা করা যায় না। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত উদযশঙ্করের সঙ্গেও আমার আলোচনা হইয়াছিল—তিনি কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, “আমি গত সাত মাস ধরে সারা ভারতবর্ষে একটি সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রথায় অর্কেষ্ট্রা শোনাবার জন্ত ঘুরেছি, কিন্তু আমার মতে তিমিরবরণের পরিচালনায় তাঁর পারিবারিক অর্কেষ্ট্রার মত সর্বাঙ্গসুন্দর ভারতীয় অর্কেষ্ট্রা আমি শুনি নাই।” তখনকার অর্কেষ্ট্রায় কোথাও সুরের একঘেয়েমি (monotony) ছিল না—তিমিরবরণ যেটুকু হাঞ্চোনাইজ্ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজস্ব—ইউরোপের অন্তরূপ নাই, কোথাও হাঞ্চোনাইজ্ করিয়া ভারতীয় সুরের স্বভাবগতি

ও melodyকে স্ক্রল করেন নাই। এইজন্তই সারা সভ্য-জগতে (সমগ্র ইউরোপ এবং আমেরিকায়) তাঁহার অর্কেষ্ট্রা যশোগানে মুখরিত হইয়াছিল। তিনি ইউরোপ বা আমেরিকার নকল করিয়া তাহাদের তুট করিবার চেষ্টা করেন নাই—তিনি তাঁহাদিগকে যাহা দিয়া মুগ্ধ করিয়াছিলেন—সেটা তাঁহার নিজস্ব সৃষ্টি। এ সম্বন্ধে ইউরোপীয় পত্রিকাসমূহের মতামত লিপিবদ্ধ করিবার স্থান এ প্রবন্ধে হইবেনা—তথাপি কয়েকটি মত উদ্ধৃত করিবার লোভ সধরণ করিতে পারিতেছি না। ফরাসী-দিগের প্রসিদ্ধ পত্রিকা Candide, 13-3-30. বলেন (শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় কৃত অন্তরূপ হইতে উদ্ধৃত)—“এই অপূর্ব ঐক্যতান যে ‘আবহ গড়ে’ তোলে তার প্রচণ্ড স্বরম্পন্দন অতুলনীয়! ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র আমাদের বাজ্যযন্ত্রের অনেক বেশী প্রকৃতির অনুরূপী তারা যে গম্ভীর নাদের সৃষ্টি করে, তা' যেন স্বর-উৎসকে আবাহন করে আনে, সুরের বর্ণাধারাকে বইয়ে দেয়, সঙ্গীত-তরঙ্গে বান ডাকায়। কখনো বজ্রের ধ্বনিতে গর্জে ওঠে, কখনো বা পূরবী গানের সুরে কঁদে কঁদে রুরে পড়ে। ওরা যেন প্রকৃতির স্বরমূর্ছনাকে পোষ মানিয়েছে। যারা এমন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের সৃষ্টি করতে পেরেছে, এমন তাল, মান, লয়ের উদ্ভাবন করেছে—যার পেলবতা ও জটিলতা সমানই বিস্ময়কর, তারা আমাদের ধন্তবাদার্দ।……” ইত্যাদি। তিমিরবরণ তথা ভারতবাসীর পক্ষে এ বড় কম গৌরবের কথা নয়। উক্ত পত্রিকায় অন্ত্র লিখেছেন, “তিমিরবরণের ঐক্যতানের নৈপুণ্য ও সঙ্গীতের সূক্ষ্ম কলাকান্ড আমাদের ঐক্যতানকে লজ্জা দেয়……”। এই ধরণের প্রশংসা ও সম্মান তিমিরবরণ সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে পাইয়াছেন।

কয়েকটি কারণে ভারতীয় অর্কেষ্ট্রার জন্ত আমরা তিমিরবরণের নিকট অনেক কিছু প্রত্যাশা করি। তিনি শুধু ভারতীয় সঙ্গীতে নয় ইউরোপের ও বাজ্য,

বলী প্রভৃতি দেশের সঙ্গীতেও তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। তা'ছাড়া এই সমস্ত দেশে তিনি পর্যটন করিয়া তাঁহাদের অর্কেষ্ট্রার পদ্ধতিও বিশেষভাবে আয়ত্ত করিয়া আসিয়াছেন।

সম্রাতি কুমার সিং হলে তিমিরবরণের নেতৃত্বে তাঁহার অর্কেষ্ট্রা গুনিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তিমিরবরণের ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি ভ্রমণের পরে এই প্রথম তাঁহার অর্কেষ্ট্রা সাধারণের সম্মুখে বাজানো হইয়াছে এবং তিন মাস অন্তর তিনি সাধারণের সম্মুখে তাঁহার অর্কেষ্ট্রা উপস্থিত করিবেন, এই তাঁহার ইচ্ছা। সেনিনের অর্কেষ্ট্রার সম্যক স্বখ্যাতির ভাষা নাই—ইহা একটি তাঁহার বিরাট সৃষ্টি। ভারতীয় স্বরের বৈশিষ্ট্য কোথাও নষ্ট না করিয়া কি প্রকারে হার্মোনাইজ করা যায়, তিমিরবরণ তাঁহার অর্কেষ্ট্রায় তাহা ভালরূপেই

দেখাইয়াছেন। কোথাও স্বরের একঘেরেমি নাই—সেতার, স্বরোদ, বেহালা, এসরাজ, সারেকী প্রভৃতির পৃথক পৃথক বিশেষত্ব ও সম্পূর্ণ মাধুর্য্য উপলব্ধি হইতেছিল। সর্বোপরি স্বরের বিচিত্র সমাবেশে উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কয়েকজন ইউরোপীয় ভক্ত-মহোদয় উপস্থিত ছিলেন, তিমিরবরণের সহিত তাঁহার অর্কেষ্ট্রার আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, যে, ইউরোপের যে কোন শ্রেষ্ঠতম অর্কেষ্ট্রার সহিত ইহাকে সমপর্যায়কুল্য করা চলে।

জগদীশ্বর তিমিরবরণকে দীর্ঘজীবী করুন। তিনি সারা সভ্যজগতে ভারতীয় সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করিয়া বিদেশভূমিতে স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, ভারতীয় অর্কেষ্ট্রার নবযুগ সূচনাও যে তিনি করিতেছেন, সে বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ করিবার অবকাশ আমাদের নাই।

## গান

### শ্রীনরেশ্বর ভট্টাচার্য্য

প্রাণের বাউল বঁধু আমার  
প্রাণ যে তোমায় চায়  
তোমায় দেখে আমার দীঘির  
কমল শিহরায়।

ফুটল সোনার পাপড়ি খুলি'  
আমার প্রেমের কুসুমগুলি,—  
বাঁধনহার্য্য মো'-স্বরতি  
তোমার পানে ধায়।

ঝড়ের মতন ছন্দ তোমার  
তাইধে তাইধে বোলে।  
বাদল রাত্তির মাতন আনে  
আমার নদীর জলে।

ঘরের বাঁধন ভাঙলে যদি  
উতল হ'ল আশা-নদী;  
একলা বসে ভাবি কখন  
আসবে সোনার নার।

## স্বরলিপি

### ইমন-চৌতাল

( ঐকপদ )

তেরোহী ধ্যান ধরত ব্রহ্মা বিষ্ণু ব্যালী\* ব্যাস  
নারদ মুনি সনকাদিক শেষ সুরেশ নিশ বাসর ।  
চন্দ্র সুরয তারাগণ ভূআ মেরু পরন  
পশু পক্ষী জল থল তুঁহি সৃজন কর ।  
দীননাথ দীনবন্ধু সবকো করতা হরতা  
বিশাননা দাতা হুখ হর ।  
তানসেন সুখ সম্পদ সচ্চিতঘন জগন্নাথ  
জগজীরন জগপর ॥

কথা ও সুর—তানসেন

স্বরলিপি—শ্রীগণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

II সা<sup>৩</sup> রা<sup>৪</sup> -গরা<sup>৪</sup> গা<sup>১</sup> I ক্ষা<sup>১</sup> -পা<sup>০</sup> পা<sup>০</sup> পা<sup>২</sup> পা<sup>০</sup> ধক্ষা<sup>০</sup> -া<sup>০</sup> |  
তে গো ০০ হী ধ্যা ০ ন ধ র ত ব্র ০ |

গরা<sup>৩</sup> গা<sup>৪</sup> -ক্ষা<sup>৪</sup> পা<sup>১</sup> I পনা<sup>১</sup> -ধা<sup>০</sup> পা<sup>০</sup> পা<sup>২</sup> -া<sup>০</sup> ধা<sup>০</sup> সা<sup>০</sup> -া<sup>০</sup> |  
ক্ষা০ বি ০ ক্ষু ব্যা ০ লী ব্যা ০ স না ০ |

না<sup>৩</sup> ধা<sup>৪</sup> না<sup>৪</sup> ধা<sup>১</sup> I পা<sup>১</sup> পা<sup>০</sup> ধক্ষা<sup>০</sup> -া<sup>২</sup> গা<sup>০</sup> রা<sup>০</sup> না<sup>০</sup> রা<sup>০</sup> |  
র দ য় নি স ন কা ০ দি ক শে ০ |

সা<sup>৩</sup> না<sup>৪</sup> ধা<sup>৪</sup> না<sup>১</sup> I সা<sup>১</sup> রা<sup>০</sup> গা<sup>০</sup> -পা<sup>২</sup> -রা<sup>০</sup> -গা<sup>০</sup> রা<sup>০</sup> সা<sup>০</sup> |  
ষ হ :রে শ নি শ বা ০ ০ ০ স র |

\* ব্যালী—শিব ।

† বিশান—সম্পত্তি ।

II {পা<sup>১</sup> -ধা<sup>০</sup> | পা<sup>০</sup> সা<sup>১</sup> | সা<sup>২</sup> সা<sup>১</sup> | সা<sup>০</sup> সা<sup>১</sup> -সা<sup>৩</sup> | সা<sup>৪</sup> সা<sup>১</sup> |  
চ ০ | জ্ঞ স্ব | র য | তা ০ | রা ০০ | গ ৭

সনা<sup>১</sup> রা<sup>১</sup> | -গা<sup>০</sup> -সা<sup>১</sup> | রা<sup>২</sup> -না<sup>০</sup> | -রা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> | না<sup>৩</sup> ধা<sup>৪</sup> | -না<sup>৪</sup> ধা<sup>১</sup> } I  
ভু আ | ০ ০ | মে ০ | ০ ক | প ব | ০ ন

পা<sup>১</sup> পা<sup>০</sup> | -সা<sup>১</sup> জ্ঞা<sup>২</sup> | -গা<sup>০</sup> গা<sup>১</sup> | জ্ঞা<sup>৩</sup> রা<sup>৪</sup> | -সা<sup>১</sup> গপা<sup>৪</sup> | জ্ঞা<sup>৪</sup> -ধা<sup>১</sup> I  
প ৩ | ০ প ০ | হী জ ল ০ | ০ থ ০ | ল ০

না<sup>১</sup> ধা<sup>০</sup> | পক্ষা<sup>২</sup> রা<sup>১</sup> | -গা<sup>০</sup> গা<sup>১</sup> | রা<sup>৩</sup> সা<sup>৪</sup> |  
ভু হি | ২০ জ ০ | ০ ন ক র

II {পা<sup>১</sup> -জ্ঞা<sup>০</sup> | গা<sup>১</sup> গপা<sup>২</sup> | -সা<sup>১</sup> পা<sup>০</sup> | পনা<sup>১</sup> -ধা<sup>৩</sup> | পা<sup>৪</sup> পা<sup>১</sup> | -সা<sup>১</sup> পা<sup>৪</sup> |  
দী ০ | ন না | ০ থ দী ০ | ০ ন ব | ০ হু

পক্ষা<sup>১</sup> ধা<sup>০</sup> | নধা<sup>১</sup> -না<sup>২</sup> | -সা<sup>১</sup> -সা<sup>১</sup> | না<sup>০</sup> ধা<sup>৩</sup> | -না<sup>৪</sup> ধা<sup>৪</sup> | পা<sup>১</sup> -সা<sup>১</sup> I  
স ব | কো ০ | ০ ০ | ক র | ০ তা | ০ ০

পা<sup>১</sup> পা<sup>০</sup> | পা<sup>১</sup> -ধা<sup>২</sup> | -ধা<sup>১</sup> -না<sup>০</sup> | -সা<sup>১</sup> -না<sup>৩</sup> | -ধা<sup>৪</sup> -পা<sup>৪</sup> | -জ্ঞা<sup>৪</sup> -গা<sup>১</sup> I  
হ র | তা ০ | ০ ০ | ০ ০ | ০ ০ | ০ ০ | ০

গা<sup>১</sup> গা<sup>০</sup> | -সা<sup>১</sup> রা<sup>২</sup> | গা<sup>১</sup> -পক্ষা<sup>০</sup> | গা<sup>৩</sup> -রা<sup>৪</sup> | সনা<sup>৪</sup> রা<sup>৪</sup> | সা<sup>৪</sup> সা<sup>১</sup> II  
বি শা | ০ ন | দা ০০ | তা ০ | হু থ | হ র

II <sup>১</sup>পা -<sup>০</sup>পা <sup>২</sup>ধা -<sup>০</sup>পা <sup>৩</sup>সী <sup>৪</sup>সী <sup>৫</sup>সী <sup>৬</sup>সী <sup>৭</sup>সী <sup>৮</sup>সী I  
তা ০ ন সে ০ ন হ ধ স ০ ০ প দ

<sup>১</sup>সী -<sup>০</sup>সী <sup>২</sup>না <sup>৩</sup>সী <sup>৪</sup>-রী <sup>৫</sup>-রী <sup>৬</sup>-গী <sup>৭</sup>-রী <sup>৮</sup>-না <sup>৯</sup>-রী <sup>১০</sup>সী I  
স ০ চি ত ধ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন

<sup>১</sup>সী <sup>০</sup>না <sup>২</sup>ধা <sup>৩</sup>-না <sup>৪</sup>-ধা <sup>৫</sup>পা <sup>৬</sup>জ্ঞা <sup>৭</sup>রা <sup>৮</sup>গা <sup>৯</sup>-জ্ঞা <sup>১০</sup>পা <sup>১১</sup>ধা I  
জ গ রা ০ ০ ০ ০ ০ জ গ জী ০ ব ন

<sup>১</sup>পা <sup>০</sup>জ্ঞা <sup>২</sup>-গা <sup>৩</sup>গা <sup>৪</sup>-পজ্ঞা <sup>৫</sup>-পজ্ঞা <sup>৬</sup>গা <sup>৭</sup>-রা  
জ ল ০ প ০ ০ ০ ০ র ০

### আস্থারী—দূন

II <sup>১</sup>সরা গরঃ গঃ I <sup>২</sup>কপা পপা <sup>৩</sup>পপা ধক্কা <sup>৪</sup>গরঃ গঃ কপা <sup>৫</sup>গনধা পপা <sup>৬</sup>ঃ ধঃ সী  
তেরো ০০ হী ধ্যা ০ ন ধ র ত ব জ্ঞা ০ বি ০ ফু ব্যা ০ লী ব্যা ০ স না

<sup>১</sup>নধা <sup>২</sup>নধা I <sup>৩</sup>পপা <sup>৪</sup>ধক্কা <sup>৫</sup>গরা <sup>৬</sup>নরা <sup>৭</sup>সনা <sup>৮</sup>ধনা <sup>৯</sup>সরা <sup>১০</sup>গপা <sup>১১</sup>রগা <sup>১২</sup>রসা  
র দ হুনি সন কা দিক শে ০ ব হ রেশ নিশ বা ০ ০০ স র

<sup>১</sup>সরা গরঃ গঃ II <sup>২</sup>জ্ঞা <sup>৩</sup>পা  
“তেরো ০০ হী” ধ্যা ০

অঙ্করা—দ্বন

II {<sup>১</sup>পধা পসাঁ | <sup>০</sup>সঁসাঁ সঁ | <sup>২</sup>সঁনঃ সঁঃ সঁসাঁ | <sup>০</sup>সঁনরাঁ গাঁ | <sup>৩</sup>রঁনা রঁসাঁ | <sup>৪</sup>নধা নধা} I  
চ ০ জ হ় | র ব | রা ০ ০ গ প | ভূষা ০ | মে ০ ০ ক | প ব ০ ন

<sup>১</sup>পঃ পা ক্রঃ | <sup>০</sup>গগাঁ ক্ররা | <sup>২</sup>গপঃ ক্রধা | <sup>০</sup>নধা পক্রঃ রঃ | <sup>৩</sup>গগাঁ রসাঁ | <sup>৪</sup>সরাঁ গরঃ গঃ II  
প ও প | ০হী জ ল | খ ০ ল ০ | ভূঁহি হ় ০ জ | ০ ন কর "তেরো ০০ হী"

সংগারী—দ্বন

II <sup>১</sup>পক্রা গঃ গপঃ | <sup>০</sup>পঃ পনঃ ধঃ | <sup>২</sup>পঃ পা পঃ | <sup>০</sup>পক্রধা নধঃ নঃ | <sup>৩</sup>সঁসাঁ নধা | <sup>৪</sup>নধা পা I  
দী ০ ন না | খ দী ০ ০ | ন ব ছ | সব ০ ০ ০ | ০কো কর | ০তা ০

<sup>১</sup>পপা পধা | <sup>০</sup>ধনা সঁনা | <sup>২</sup>ধপা ক্রগাঁ | <sup>০</sup>গঃ গাঁ রঃ | <sup>৩</sup>গঃ পক্রঃ গরাঁ | <sup>৪</sup>সনুঃ রঃ সনা II  
হ র | তা ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ | বি শা ন | দা ০ ০ তা ০ | হ খ হ র

আভোগ—দ্বন

II <sup>১</sup>পা পধা | <sup>০</sup>পসাঁ সঁসাঁ | <sup>২</sup>সঁনঃ সঁঃ সঁসাঁ | <sup>০</sup>সঁ সঁনা | <sup>৩</sup>সঁরাঁ রঁগাঁ | <sup>৪</sup>রঁনা রঁসাঁ I  
তা ন সে | ০ ন হ় খ | স ০ ০ ন্দ | স চিত | ব ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ন

<sup>১</sup>সঁনা ধনা | <sup>০</sup>ধপা ক্ররা | <sup>২</sup>গক্রা পক্রা | <sup>০</sup>পক্রা গগাঁ | <sup>৩</sup>পক্রঃ পক্রঃ গরাঁ | <sup>৪</sup>সরাঁ গরঃ গঃ II  
জ গ রা ০ | ০ খ জ গ | জী ০ ব ন | জ গ ০ প | ০ ০ র ০ | তেরো ০০ হী



অন্তরা-ত্রিদুন

- II <sup>১</sup>পধা পসাঁ সঁসাঁ | <sup>০</sup>সাঁ সঁনা সঁসাঁ | <sup>২</sup>সঁনরাঁ গাঁ রঁনা | <sup>০</sup>রঁসাঁ নধা নধা |  
চ০ জ্রস্থ র য় | তা রা ০ গণ ভূষা ০ মে ০ | ০ ক পব ০ ন |
- <sup>০</sup>পধা পসাঁ সঁসাঁ | <sup>৪</sup>সাঁ সঁনা সঁসাঁ | <sup>১</sup>সঁনরাঁ গাঁ রঁনা | <sup>০</sup>রঁসাঁ নধা নধা |  
চ০ জ্রস্থ র য় | তা রা ০ গণ ভূষা ০ মে ০ | ০ ক পব ০ ন |
- <sup>২</sup>পঃ পা ক্রঃ গগা | <sup>০</sup>ক্রঃ রা গপঃ ক্রধা | <sup>০</sup>নধা পক্রঃ রঃ গগা | <sup>৪</sup>রসা সরা গরঃ গঃ II  
প শু প ০ ক্রী | জ ল থ ০ ল ০ | তুঁহি স্থ ০ জ ০ ন | কর তেরো ০০ হী

অন্তরা-চৌদুন

- II <sup>১</sup>পধপসাঁ সঁসঃ সঁঃ | <sup>০</sup>সঁনঃ সঁঃ সঁসঃ সঁনরঃ গঃ | <sup>২</sup>রঁনরঁসাঁ নধনধা | <sup>০</sup>পঃ পঃ ক্রঃ গগক্রা |  
চ০ জ্রস্থ র য় তা | রা ০ ০ গণ ভূষা ০ | মে ০ ০ ক পব ০ ন | প শু প ০ ক্রীজল |
- <sup>০</sup>গপঃ ক্রধঃ নধঃ পক্রঃ রঃ | <sup>৪</sup>গগরসা সরঃ গরঃ গঃ II  
০ থ ০ ল ০ তুঁহি স্থ ০ জ | ০ নকর তেরো ০০ হী

আন্তারী-বাঁট (দুন ছন্দে)

- II <sup>৪</sup>নধা নসাঁ | <sup>১</sup>না ধক্রা | <sup>০</sup>ধপা ক্রা | <sup>২</sup>রগা ক্রপা | <sup>০</sup>পনা ধপা | <sup>০</sup>ক্রগা ক্ররা |  
তে০ রোহী ধা ন ধ | রত ত্র | ক্রা বি ০ য়ু | বা নী ব্যা | ০ স না ০ |
- <sup>৪</sup>গগা রসা | <sup>১</sup>ধনা সরা | <sup>০</sup>গগা ক্রগা | <sup>২</sup>ক্রক্রা পপা | <sup>০</sup>নধা পক্রা | <sup>০</sup>রগা রসা |  
র দ মুনি সন কা ০ | দিক শে ০ | য স্থ রে শ | নিশ বা ০ | ০০ সর |
- <sup>৪</sup>সরা গরঃ গঃ II  
ভেরো ০০ হী

আস্থারী-বাঁট (চৌদুন ছন্দ)

গঃ রঃ II নঃ ধনঃ রঃ নঃ ধক্ষধপা আরা | গক্ষগক্ষা পধননা | নঃগক্ষা পধনধা |  
ডে রোহী ধা ন ধ র ত ব আবিঃক্ষ বালী | বাঃসনা র দমুনি | সনকাঃ দিকশেঃ |

নঃনধা পক্ষপরা | গঃ রঃ সরঃ গরঃ গঃ II II  
বহুরেশ নিশ বাঃ ০ সর তেরো ০০ হী

স্বরলিপি

দেশকার-ত্রিতাল

হাঁরে দইয়ারে লজরওয়া হাঁরে  
আজিয়াকে বন্দ খোলে  
সারি ছুয়াতা মোরি বহিয়া  
মুরক গই করসো কর জোরি ॥

স্বরলিপি—সঙ্গীতবিহারদ্র ত্রিযুক্ত গিরিজাশঙ্কর মহাশয়ের ছাত্র—  
শ্রীযামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ।

আস্থারী

II ধসাঁ পধা সাঁ - | + রাঁ সাঁ ধা পা | ৩ পা গা রা সা | ০ সা ধা - ধা I  
হাঁঃ ০০ রে ০ | দই রা রে ০ | লং গ র ওয়া | ০ হাঁ ০ রে

পা গা পা ধা | + ধা - পধা সাঁ | ৩ রাঁ সাঁ ধা পা | ০ গা রা গা রসা II  
মো রি আ দি রা ০ কেঃ ০ | ব দ খো ০ | ০ ০ ০ ০লে

অন্তরা

II পা ধা সা সা | সা সা সা সা | সা ধা -১ সরী | সা সা ধা পা I  
সা ০ রি ছু | যা তা মো রি | বহি যা ০ মু ০ | র ক গ ই

পা ধা ধা -১ | সা ধা সা -১ | সা সা রী -১ | সা সা ধা পা I  
ক র সো ০ | ক র ০ ০ | ০ জো ০ ০ | রি ০ ০ ০

পা গা পা ধা | ধা -১ পধা সা | রী সা ধা পা | গা রা গা রসা II  
মো রি আ দি | যা ০ কে ০ ০ | ব দ খো লে | ০ ০ ০ ০লে

তান

১। সা সা রী সা পধা | সা ধা গপা ধধা |  
আ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

২। সা সা রী সা পধা | ধসা ধপা গপা ধধা |  
আ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০



## স্বরলিপি

## মিথ্রা মানসজিনী—কাহারুবা

আমার কানন তরুতলে                      এখনো পোহাবে রাতি হায়  
 হে পাছু, বীণা তব কখন বাজায় গেছ চ'লে।                      শিহরে শিখিল বায়ু নিখর কানন বীথিকায়।  
 সেই সুর ক্ষণে ক্ষণে                      এখনো প্রাণের মাঝে  
 মোর খোলা বাতায়নে                      সুর তব থামে না যে—  
 ভেসে এসেছিল মিশে ঝরা বকুলের পরিমলে।                      এখনো বেদনা তারি জাগায় রাখিল অঁখিজলে ॥  
 কথা—শ্রীসুবোধ পুরকায়স্থ।                      সুর—শ্রীঅনিলভূষণ বাগ্‌চী।                      স্বরলিপি—শ্রীনলিনীকান্ত লাহিড়ী।

## আস্থারী

II {রজ্জা রজ্জা -া সা I রা জ্জা পা পা | পধণা -পধা সা -া I -া -া -া -া |  
 আ ০ যা ০ ব্ কা ন ন ত ক | ড০০ ০০ লে ০ ০ ০ ০ ০ |

(সাঁ ধসাঁ র'জ্জাঁ রা I সঁরা সঁ ধা পা | দাঁ দাঁ দাঁ দাঁ I জ্জা জ্জা রা সা |  
 হে পা ০ ০ ন্ ধ বী ০ গা ত ব | ক ধ ন্ বা জা য়ে গে ছ |

ধসা রজ্জা রা -া I -া -া জ্জা সা)) |  
 চ ০ ০০ লে ০ ০ ০ ০ ০ |

## অন্তরা

II {পা পা পা পা I পদা যা পদণা পদা | সাঁ -া -া -া I -া -া -া -া |  
 সে ই হ্ র ক ০ গে ক০০ ০০ | গে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ |

পণা সঁরজ্জা রা সাঁ I সঁগা রঁসা নদা -া | দণা -দণা -পা -া I -পমা -পদা -মপা -মপা |  
 মো ০ ০০ হ্ ধো লা বা ০ তা ০ য ০ ০ | নে ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ |

পা ধা গা গা I সী সী পগসরী গরসী | দা -া -দগা -দগা I -পদা -পদমা -পা -া |  
ভে সে এ সে ছি ল মি ০০০ ০০০০ | শে ০ ০০ ০০ ০০ ০০০ ০ ০ |

পা পা পমা পা I দা দা জরা সা | ধমা -রজা রা -া I -া -া -জা সা |  
ঝ রা ব ০ কু লে র প ০ রি | য ০ ০০ লে ০ ০ ০ ০ ০ |

### সধারী

II {পা ক্রা জা ক্রা I জা ধা সা না | (সা জা -া -া I -ধজা -ক্রা -জক্রা -পা)} |  
এ থ নো গো হা বে রা তি | হা ০ য় ০ ০০ ০ ০০ ০ |

দা গা সা সজা I জা জা জরা জা | মা -া -া -া I জমা -পা -া -া |  
শি হ রে শি ০ খি ল বা ০ ০ য় ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ |

পা পা পা পা I পা পা পক্রা পা | দা -া -া -া I -পদা -পদা -জক্রা -ধজা |  
নি থ র কা ন ন বী ০ খি | কা ০ য় ০ ০০ ০০ ০০ ০০ |

### আভোগ

II {পা পা পা পা I পদা মা পদগা পদা | সী -া -া -া I -া -া -া -া |  
এ থ নো প্রা গে ০ র মা ০০ ০০ | বে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ |

পগা সর্গজা রা সী I সর্গা রসী গদা -া | -দগা -দগা -পা -া I পদা পদা মপা মপা |  
হু ০ ০০ র ত ব থা ০ মে ০ না ০ ০ | যে ০ ০০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ |

পা ধা গা গা I সী সী পগসরী গরসী | গদা -া -দগা -দগা I -পদা -পদমা -পা -া |  
এ থ নো বে দ না ০০০ ০০০ | রি ০ ০০ ০০ ০০ ০০০ ০ ০ |

পা পা পক্রা পা I দা দা জরা সা | ধমা -রজা রা -া I -া -া -জা সা |  
জা গা রে ০ রা খি ল আ ০ খি | জ ০ ০০ লে ০ ০ ০ ০ ০ |

## স্বরলিপি

ভিলক কামোদ দেশ মিশ্র—দাদরা

গগন ছেয়ে কাজলা মেয়ে ঐ বরষা এল,  
 তুষা ভরা বসুন্ধরা কারে খুঁজে পেল।  
 এল সে আজ কেয়ার বনে  
 গন্ধ মধুর শিহরণে,  
 কদম-কুঁড়ির মুক্তি স্বপন কোথায় ভেসে গেল ॥  
 কলাপীরা কল্লনাতে আঁকছে সুরের আল্পনা,  
 পুচ্ছ মেলি নৃত্য তাদের জাগায় মনের জল্লনা।  
 কুন্দ যুথীর গন্ধ সাথে  
 কোন্ খেয়ালী ছন্দে মাতে,  
 করুণ তাহার নয়ন দিঠি কি যেন আজ পেল ॥

কথা—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

সুর—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য

স্বরলিপি—কুমারী সুলেখা রায় (শাস্তি)

II {পা<sup>+</sup> জপধপা পা<sup>o</sup> | মা<sup>+</sup> গা<sup>o</sup> -রা I রগরা -মা গরা | সা<sup>o</sup> না<sup>+</sup> -া I  
 গ গ ০০০ ন | ছে<sup>+</sup> য়ে<sup>o</sup> ০ কা<sup>+</sup> জ্ লা<sup>o</sup> | মে<sup>+</sup> য়ে<sup>o</sup> ০

পা<sup>+</sup> -না<sup>+</sup> সা<sup>+</sup> | রা<sup>+</sup> রা<sup>+</sup> -গরা I সনা<sup>+</sup> সা<sup>+</sup> -া<sup>+</sup> | -া<sup>+</sup> -া<sup>+</sup> -া<sup>+</sup> I  
 ঐ ০ ব | র বা ০০ এ ০ লো ০ | ০ ০ ০

(সা<sup>+</sup> -া<sup>+</sup> সমা<sup>+</sup> | গা<sup>+</sup> মগা<sup>+</sup> -মরা I রা<sup>+</sup> রগজা<sup>+</sup> -পা<sup>+</sup> | জা<sup>+</sup> পজা<sup>+</sup> -পা<sup>+</sup> I  
 হ ০ কা<sup>+</sup> | ভ রা<sup>+</sup> ০০ ব হ ০০ ন | ধ রা<sup>+</sup> ০০

রা<sup>+</sup> রজা<sup>+</sup> -া<sup>+</sup> | জা<sup>+</sup> পজা<sup>+</sup> -পা<sup>+</sup> I গা<sup>+</sup> -া<sup>+</sup> -গপা<sup>+</sup> | -পমা<sup>+</sup> -া<sup>+</sup> -গরা I  
 কা<sup>+</sup> য়ে ০ ০ খু<sup>+</sup> জে ০ ০ পে ০ ০০ | ০ লো ০ ০০

-রা -মগা -রা | সা না -। I পা -না সা | রা রা -গরা I  
০ ০০ ০ ও গো ০ ঐ ০ ব র বা ০০

সনা সা -। -। -। -। II  
এ ০ লো ০ ০ ০ ০

II মা পা পা | -পনা -না -সা I সা সা -সা | সরা -সনা -। I  
এ লো ০ ০ সে আ জ্ কে রা ব্ ব ০ ০০ ০  
কু ০ ক্ষ ০ য় ধী ব্ গ ন্ ধ সা ০ ০০ ০

নসা -। -। -। -। -। I নসা -সরা -গা | ধা -পা পা I  
০ নে ০ ০ ০ ০ ০ গ ০ ০০ ক্ য ধ্ র  
০ থে ০ ০ ০ ০ ০ কো ০০ ন্ থে রা লী

পধা মপধা -পমা | মা গা -রা I রা রা -গা | ধা পা -। I  
শি ০ হ ০০ ০০ র গে ০ ক দ য় কুঁ ডি ব্  
ছ ০ ০০০ ক্ষে ০ মা তে ০ ক ক্ গ্ তা হা ব্

পধা -পধা পা | -মা -মগা -গরা I রগা রা -পা | মা গরা -গা I  
মু ০ ০০ জি স্ব ০ প ০ ন্ কো থা য় ভে সে ০  
ন ০ ০০ য় দি ০ টি ০০ কি ০ যে ন আ ০০ জ্

সরগা -রা -সা | -না -। -। I পা -না সা | রা রা -গরা I  
গে ০০ ০ ল ০ ০ ০ ঐ ০ ব র বা ০০  
পে ০০ ০ ল ০ ০ ০

সনা সা -। -। -। -। II  
এ ০ লো ০ ০ ০ ০

II সা সপা -া | পা পা -া I ক্রা -া -গা | মা গা -া I  
ক লা ০ ০ | পী রা ০ ক ০ ০ | না তে ০

ক্রা -ক্রা ক্রা | ক্রা ক্রা -পা I পা -ধা ক্রা | পা -া -া I  
অাঁ ক ছে | স্ব রে ব্ আ ল্ প | না ০ ০

পা -না -না | না না -সাঁ I ধা -া ধা | গক্রা পা -া I  
পু ০ ছ | মে লি ০ ন্ ০ ত্য | তা দে ব্

সাঁ সঁগা -গা | ধা পা -রা I রা -া গা | মা -পমা -গমা II II  
আ গা ০ য় | ম নে ব্ জ ০ ০ | না ০০ ০০

## হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

বর্তমান শতাব্দীতে ঝারা মিহা তানসেনের প্রতিভার বংশগত উত্তরাধিকার পেয়ে সঙ্গীতের বিভিন্ন অংশে কলাকল্যাণ ও কলা-স্বয়মার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন— তাঁদের ছ'জনের অর্থাৎ বীণাবিশারদ স্বর্গীয় উজীর খাঁ ও রবাবী মহম্মদ আলি খাঁর জীবন বৃত্তান্ত আমরা বিশদরূপে লিখেছি। বর্তমান কালে সেনী সঙ্গীতের যা কিছু জীবন্ত নিদর্শন তা তাঁদেরই হ'ল। স্বথের বিবয় এই যে তাঁদের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সেনী সঙ্গীত ভারত হ'তে অন্তর্হিত হ'ল না। মহম্মদ আলির পোস্তপুত্রের যবের পৌত্র সৌক্য আলি খাঁ রসে বালক হ'লেও বিশেষ মেধার সহিত রবাবী বংশের অবশিষ্ট সকল গীতিই আয়ত্ত

করতে পেরেছেন। তন্নিম্ন বিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষা ও লক্ষ্যে ম্যারিস্ কলেজে বর্তমান স্বরলিপি পদ্ধতি ও রাগের ঠাট ও গঠন শিক্ষা পেয়ে বর্তমান কালের উপযোগীরূপে সেনী সঙ্গীত প্রচার করতে পারছেন। রবাব স্বরশৃঙ্গারের বাস্তবীতিও তাঁর করায়ত্ত। স্বতরাং রবাব ও স্বরশৃঙ্গার যন্ত্রের বিকাশ মহম্মদ আলির সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষ হ'ল না। বর্তমানে তাঁকে নিয়ে Calcutta musical association নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে—নাটোরাধিপতি, অগায়ক, স্ববাদক ও সঙ্গীতের উচ্চমার্গের এক প্রধান পথপ্রদর্শক মহারাজ যোগীন্নাথ রায় বাহাদুর উক্ত associationএর স্থায়ী সভাপতি পদ অলঙ্কৃত করেছেন।



এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সকল গুণীগণের সম্মিলন ও যথার্থ সেনী সঙ্গীতের সংরক্ষণ ও নূতন বিকাশ। এই association সকলের জন্তই উন্মুক্ত।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ সঙ্গীত বিদ্যালয় দুইটিতে যারা প্রধান অধ্যাপক পদে প্রতিষ্ঠিত, তাঁরা অর্থাৎ সঙ্গীত সজ্জের সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও সঙ্গীত সম্মিলনীর প্রধান শিক্ষক গুণীধর শ্রীযুক্ত গিরিজা-শঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয় উভয়েই সেনী সঙ্গীতে শিক্ষিত। তাঁরা সেনী সঙ্গীতের বিভিন্ন পথ অন্বেষণ করে নিজ নিজ গুণগণা প্রদর্শন ও বঙ্গদেশে উচ্চ ও স্নকুমার সঙ্গীতকলার বিকাশে যথেষ্ট সহায়তা করছেন। স্বর্গীয় উজীর খাঁ সাহেবের পুত্র খলিফা সগীর খাঁ ও পৌত্র বীণকার দবীর খাঁ সাহেব কলিকাতায় স্থায়ীভাবে অবস্থান করার বঙ্গদেশে সেনী সঙ্গীতের স্থায়ী উন্নতির সম্ভাবনা অশেষরূপেই বন্ধিত হয়েছে। বর্তমানে তাঁরা কুমার ক্ষেমেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে আছেন। সঙ্গীত শিক্ষাদানে ইহারাও অকুণ্ঠিত ও উদার। আলাপ, প্রণদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী, গজল প্রভৃতি সর্বপ্রকার যন্ত্রসঙ্গীতই ইহারা

আধারভেদে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তবে ইহারা বিদ্যালয়ের পরিবর্তে স্ব-ভবনেই শিক্ষা দেন।

মদীয় পিতৃদেব সঙ্গীতপ্রাণ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের চেষ্টায়ই তানসেনের বংশধরদের এ সময়ে এদেশে পাওয়া গেল। স্বর্গীয় মহম্মদ আলিকে তিনিই আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন। বর্তমানে খলিফা সগীর খাঁ, বীণকার দবীর খাঁ ও বালক রবাবী সৌকৎ আলীর যাবজ্জীবন বৃত্তিভার তিনি গ্রহণ করায় সঙ্গীত-সরস্বতীর যথার্থ সেবা দেশে অকুণ্ঠিত হ'তে পেরেছে। মহারাজ যোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর তাঁর ভবনে সৌকৎ আলিকে আশ্রয় দিয়ে মদীয় পিতৃদেবের অমূল্য সাহচর্য দিয়েছেন। সর্বোপরি বীণাকার কুমার ক্ষেমেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় সগীর খাঁ ও দবীর খাঁর চিরজীবনের আশ্রয়-ভার গ্রহণ করায় সঙ্গীত সেবার পরাকাষ্ঠা হয়েছে। বঙ্গীয় ও বঙ্গের বাহিরের বাঙালী সঙ্গীতানুষ্ঠানীগণের অবগতির জন্ত আমরা সঙ্গীত-সেবার এ সকল শুভ সংবাদ বিবৃত করলাম।

ক্রমশঃ

## গান

### শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র

ওগো স্বদূরের অতিথি !

মম অলিন তলে

এসে যেওনা চলে,—

জলিছে সোহাগ মিলন বাতি ।

হাসে মালিকা তারকা বীধ

নীলিমার অলকে

চাঁদিনি ঝলকে

এস গো কুটীরে জীবন সাথী ॥

বিধুর চিত্ত জ্যোছনা তিথি

ঘন বরষার

এনো না আঁধার

করি' অনাদর মধুর রাত্তি ।

## স্বরলিপি

মালকোষ মিথ্র-দাদরা

রাত্রি শেষের যাত্রী আমি, যাই চলে যাই একা।  
 শুকতারাতে রইল আমার চোখের জলের লেখা ॥  
 ফোটার আগেই ঝরে যে ফুল  
 সঙ্গী আমার সেই সে মুকুল,  
 ছায়াপথে জাগে আমার বিদায়-পথ রেখা ॥  
 অনেক ছিল আশা আমার অনেক ছিল সাধ  
 বার্ষ হ'ল না পেয়ে কার অঁধির পরসাদ।  
 দীপ-নেভানো শূন্য ঘরে  
 এস না আর খুঁজতে মোরে,  
 তারার দেশে চন্দ্র-লোকে হবে আবার দেখা ॥

কথা—কাজী নজরুল ইসলাম

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীশীতলনাথ দাস

II	সাঁ	-	গা	দা	মা	-জা	I	জমা	-দগসাঁ	দগা	গসাঁ	সাঁ	-	I
	রা	০	জি	শে	যে	ব		যা ০	০ ০ ০	জা ০	আ ০	মি	০	
	সা	সা	গা	সার	গা	দগদগা	I	সমা	জমা	-সা	-	-	-	I
	যা	ই	চ	লে	যা	ই ০ ০ ০		এ ০	কা ০	০	০	০	০	
	সা	-জা	জা	রা	-জা	জা	I	সজমা	-পা	মপমা	জমজা	সা	-	I
	ও	ক	তা	রা	০	তে		র ০ ০	ই	ল ০ ০	আ ০ ০	মা	ব	
	সমা	জমা	-জা	জপা	মপা	-মা	I	মপা	পা	-গা	-	-	-	II
	চো ০	খো ০	ব	জ ০	লো ০	ব		লো ০	খা ০	০	০	০	০	

যাই চলে যাই একা... ইত্যাদি।

II  $\begin{array}{c} + \\ \text{দা} \end{array}$   $\begin{array}{c} 0 \\ \text{দা} \end{array}$  -দা |  $\begin{array}{c} 0 \\ \text{পা} \end{array}$   $\begin{array}{c} 0 \\ \text{দা} \end{array}$  -মা I মদা মদা -গর্সী | দগদা ক্রমা -ক্রা I  
কো টা ব আ গে ই বো রে ০০ ঘে০০ কু ০ ল

গর্সী -গা গর্সগা | দা পা -দা I মা -দা দা | ক্রা মা -মা I I  
স০ উ গী০০ আ মা ব সে ই সে ম্ ক ল

জা মা -১ | দা গা -১ I গর্সী গর্সখ্যা -সর্সখ্যা | দা পদপদা -পমজা I  
ছা ঙা ০ প থে ০ জা০ গে০ ০০০০ আ মা০০০ ০০০

জপা মদা -পমা | -জা জা মা I খা -১ সা | -১ -১ -১ II  
বি০ দা০ ০০ য় প থ রে ০ খা ০ ০ ০

যাই চলে যাই একা... ইত্যাদি।

II  $\begin{array}{c} + \\ \text{গ্} \end{array}$   $\begin{array}{c} 0 \\ \text{সমা} \end{array}$  -মা |  $\begin{array}{c} 0 \\ \text{মা} \end{array}$   $\begin{array}{c} 0 \\ \text{মা} \end{array}$  -জা I জা জা -১ | রা সা -১ I  
অ০ নে০ ক ছি ল ০ আ লা ০ আ মা ব

সা মা -জা | মা জমা -পা I মা -১ -১ | -পা -১ -১ I  
অ নে ক ছি ল ০ ০ সা ০ ০ ০ ধ ০ ০

গা -১ গা | ধা গা -পা I পা গাস সর্স | সর্স সর্সসর্স -গা I  
বা ০ ব হ লো ০ না ০ পে ঘে কা০০০০ ব

গা ধগা -ধগা | -পমা পা দা I পা -১ -পা | -১ -১ -১ } I  
অা থি০ ০০ ০০ প র সা ০ দ ০ ০ ০

{জা -মা মা | গা দা -গা I গসাঁ দা -গা | গসাঁ সাঁ -াঁ I  
দৌ প্ নে | ত্তা নো ০ খু ০ জ ০ ঘ ০ রে ০

সঁরা সঁরা -জাঁ | রাঁ সঁগা -পা I পগসঁরা -গা গসঁগা | দা পা -াঁ I  
এ ০ স ০ ০ | না আ ০ ব্ খু ০ ০ ০ জ্ তে ০ ০ | মো রে ০

সা -সাঁ -াঁ | সাঁ সাঁ -াঁ I সা -মা মা | মা মা -জা I  
তা রা ব্ দে শে ০ চ ন্ জ্ লো কে ০

মা গা -দাঁ | গসাঁ গা -সাঁ I দগা গা -সাঁ | -াঁ -াঁ -াঁ II  
হ বে ০ আ ০ বা ব্ দে ০ খা ০ ০ ০ ০ ০

যাই চলে যাই একা... ইত্যাদি।

## শ্রীখোল বাদ্য প্রণালী\*

(পূর্বসংখ্যায়)

শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার বি-এ

### বাত্তকালীন শ্রীখোল ধারণ-বিধি

বাদক নিজের হৃবিধা মত এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর দৃষ্টিতে যে ভাবে বিরক্তিকর না হয় সেই ভাবেই শ্রীখোলকে ধারণ করিবেন। তবে ময়নাডাল এবং রাঢ়দেশের বাদকগণ যে ভাবে শ্রীখোল ধারণ করেন তাহাই এখানে বিবৃত করিতেছি। প্রথমতঃ বাদক গায়কের এক পার্শ্বে এমন ভাবে উপবেশন করিবেন যাহাতে শ্রীখোলের ডাহিনা

শ্রোতৃবর্গের অভিমুখে থাকে। অতঃপর ইহার দুই পার্শ্বে একটি পুরু ফিতার দুই প্রান্ত এমন ভাবে বাঁধিতে হইবে যাহাতে ফিতার মধ্যস্থানে ধরিয়া উপরের দিকে খুব টান করিয়া তুলিয়া ধরিলে সেই উত্তোলিত মধ্যস্থান শ্রীখোলের উপরিভাগ হইতে বাদকের স্বহস্তে এক হস্ত প্রমিত ব্যবধানে থাকে। অতঃপর বাদক দক্ষিণ হস্তের উপর দিয়া এবং বাম বাহুর নীচ দিয়া অর্থাৎ প্রাচীনাবর্তি ভাবে

\* আমরা পূর্বসংখ্যায় বাতন প্রণালীতে 'রে'র জন্ত যে বিধান করিয়াছি তদনুযায়ী ব্যাপক বিধান প্রয়োজন। বাদক অস্ত্র বর্ণের পরস্থিত ঋতুোচ্চারিত টে বাগীকেই রে বলিয়া বুঝিবেন। গ, ঘ অথবা ঙ বর্ণের অব্যবহিত বা অন্ত্যব্যবহিত পরে তেটে থাকিলে বাত্ত যখন ঋত হইবে তখন তে বাগী উৎপাদনে তজ্জনীর ব্যবহার করিবেন না এবং ঐ 'তেটে'কে নেয়ে বলিয়া অভিহিত করিবেন।

ঐ ফিতায় ত্রীখোলকে স্বীয় দেহের সঙ্গে আবদ্ধ করিবেন এবং তাহাকে এমন ভাবে স্থাপন করিবেন যেন বাদনের সময় দক্ষিণ হস্ত যথাসম্ভব প্রসারিত এবং বাম হস্ত অপেক্ষাকৃত আকৃষ্ট থাকে। ঝাঁহারা বাজকালে স্বস্তিকাসনে অথবা বীরাসনে (সহজে আসন করিয়া) উপবেশন করেন তাঁহারা ত্রীখোলকে জাহ্নবীর অগ্রে স্থাপনপূর্বক উভয় হস্তকেই সমভাবে প্রসারিত করিয়া বাদন করিয়া থাকেন। রাঢ়দেশীয় বাদকগণ উপবেশন করিয়া বাজাইবার সময় সাধারণতঃ দক্ষিণ জাহ্নবী সরল ভাবে উন্মিত করিয়া তাহার অগ্রে ডাহিনার পার্শ্ব স্থাপন করেন এবং বাম জাহ্নবী ভূমিতে স্থাপনপূর্বক বামপদের গুল্ফে উপবেশন করতঃ ঐ উরুর উপর বাঁয়ার পার্শ্ব রক্ষা করিয়া বাদন করেন। দাঁড়াইয়া বাজ করিবার সময় বাদক দক্ষিণ চরণ সম্মুখমুখী এবং বাম চরণ বামাভিমুখী স্থাপন করিয়া ঈষৎ হ্রস্বভাবে থাকিয়া বাম উরুতে বাঁয়ার পার্শ্ব স্থাপন পূর্বক বাজ করিয়া থাকেন। গ্রেথেন্ না, দিগি দিগি প্রভৃতি বাণী উৎপাদন কালে দক্ষিণ হস্তে বাঁয়ার উপর আঘাত করিবার সময় বাদকগণ জাহ্নবী ঈষৎ বক্র করিয়া ত্রীখোলকে বাহ্যমূলের সন্নিহিত করিয়া থাকেন এবং তাকা তাকা প্রভৃতি বাণী উৎপাদন কালে ডাহিনার দিকে ঈষৎ আনত হন।

### ত্রীখোল বাদন কালীন বিধি এবং নিয়মাদি

প্রথমেই বলিয়াছি যে কীর্ত্তন শুধু সঙ্গীত নহে। ইহার মূল বিষয় ত্রীভগবানের লীলারস আশ্বাদন। ত্রীরাধা এবং ত্রীকৃষ্ণের সেই মধুর লীলারসকে অধিকতর রসাল এবং হৃদয়গ্রাহী করিবার উদ্দেশ্যেই ইহাতে তান লগাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। কীর্ত্তনই বৈষ্ণবদিগের ভজন। স্বতরাং কীর্ত্তনগায়ক এবং কীর্ত্তনের শ্রোতা সকলেরই লক্ষ্য রাখা উচিত যাহাতে কীর্ত্তনের স্থানটি সর্বতোভাবে ভক্তনের অশুকল হয়। সেইজন্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ত্রীখোল

বাদকের জন্তও নানাপ্রকার বিধি নিবেদন করিয়া গিয়াছেন। প্রথমতঃ একজন বৈষ্ণব মাল্য চন্দনাদি দ্বারা ত্রীখোলকে ভূষিত করিবেন। (মাধুর লীলা কীর্ত্তনে ত্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনের পূর্বে মাল্য চন্দন দানের বিধি নাই)। অন্তঃপর বাদক ত্রীখোলকে নিম্নলিখিত শ্লোক আবৃত্তি পূর্বক প্রণাম করিবেন—

মৃদঙ্গব্রহ্মরূপায় লাবণ্যরসমাধুরী-।

সহস্র গুণসংযুক্তমৃদঙ্গায় নমোনমঃ ॥

অনন্তর বাদক গুরুদেবের ত্রীচরণ স্মরণ পূর্বক মৃদঙ্গে হস্তক্ষেপ করিবেন এবং চৌপাশে অধৈতাদি ভক্তগণ বেষ্টিত নর্ত্তনরত নদীয়াবিহারী শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাক্ষ দেবের মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে বাদন আরম্ভ করিবেন। প্রথমে বাঁয়াতে হস্তক্ষেপ করা বিধিবিবাক্ত। প্রথমেই ডাহিনাতে আঘাত করিতে হইবে। কিন্তু ময়নাড়ালের বাদকগণ প্রথমেই উভয় হস্ত ক্ষেপণ পূর্বক নিম্নলিখিত বোল বাদন করিয়া হাতুটি আরম্ভ করেন।

খেইখে (ই) জেকেটে না তি (ইন্) না

না তে (ই) খেইখে (ই) জেকেটে

না তি (ইন্) না না তে (ই) খেই খে

(ই) জেকেটে না তি (ইন্) না না তে (ই)

দেটে খেই দেটে খেই তা (আ) কুর্ কুর্

তা (আ) কুর্ কুর্ খেই যা তিনি তাষি

তা গে ত্রেগে না ধেরে নি তা (ই) ঘে

(তাঁতথে টা খিট তাঁগেঘে না ঘেনে

না (লোম বজ্জিত) ধেরে (জে তে না না

ঝা ঝা গুরগুর) ২ তা তাঁথে টাখিট

তেনা দে তেনা দে) ৩

তাঁগে ঘেনা ঘেনে—ঝা

ঐ শেষের ঝা হইতেই হাতুটী বাজ আরম্ভ হইবে।

ময়নাড়ালের প্রাচীন যুদজাচার্যগণ বর্ণাঙ্কমিক আদ্যাক্ষরযুক্ত ত্রীকৃষ্ণের স্তোত্রমালা আবৃত্তি করিতে প্রথম বাদন আরম্ভ করিতেন। ত্তোত্র যথা—

অচ্যুত জয়জয় আর্তক পাময় ইন্দ্রয খার্দন

ঈতিবি ঘাতন (ইত্যাাদি)।

বাহুল্য ভয়ে এবং প্রয়োগ দেখা যায় না বলিয়া নিরর্থক বোধে এই প্রবন্ধ পরিত্যক্ত হইল।

বাজ্য সমাপনান্তে বাদক প্রণামপূর্বক ত্রীখোলকে স্বদেহ হইতে বিযুক্ত করিয়া যত্নের সহিত মুছিয়া রাখিবেন। অনেক বাদক বাদ্য শেষ করিয়া ত্রীখোলে পাখার বাতাস করিয়া থাকেন।

### হাতে তাল কাঁক প্রভৃতি নির্দেশ করিবার নিয়ম

তাল নির্দেশ করিবার সময় দক্ষিণ হস্তে তুড়ি দিতে হইবে অথবা দক্ষিণ করতল দ্বারা বাম করতলে আঘাত করিতে হইবে এবং ফাঁক ও কোষী নির্দেশ করিবার সময় দক্ষিণ হস্তের গ্রীষ্ম শিখিল করিয়া এবং করতল নিজের অভিমুখে রাখিয়া বাহু সম্মুখদিকে প্রসারিত করিতে হইবে। তবে পর পর তিনটি কোষী থাকিলে বাহু আবৃত্তি করিয়া দ্বিতীয় কোষী নির্দেশ করিতে হইবে। কাল নির্দেশের সময় হস্ত জঁয়ৎ উত্তোলিত করিতে হইবে।

ঐষ্টব্য :—কোন বোলের অংশ বিশেষ বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ থাকিলে এবং তৎপরে কোন সংখ্যা দেওয়া থাকিলে যত সংখ্যা দেওয়া থাকে ততবার ঐ বন্ধনীবদ্ধ অংশের আবৃত্তি হয়।

উক্ত বোল বাজাইবার সময় প্রথমে তাল দিয়া এবং মধ্যে একটি করিয়া মাত্রা বাদ দিয়া যথাক্রমে ফাঁক ও তাল দিতে দিতে নিয় প্রবন্ধ আবৃত্তি করিতে হইবে।

ভাই ভাই ত্রী চৈতন্ত নিতাই ভাই ভাই ত্রী

চৈতন্ত নিতাই ভাই ভাই ত্রী চৈতন্ত নিতাই (ই)

ছুটী ভাই ছুটী ভাই তা হুহুহু তা হুহুহু

ধেইয়া তিনি তাখি তা (আ) গোরগ দাখর

নিতাইহ লখর (ত্রীচর নেচিত দেচিত দে) ৩

### অন্তঃপর মুচ্ছন

ধো খেটা তা ধো তাঁতা খেটা

ঘেনা দাদা দাখি নাভা ঘেনা (আ) গুরগুর

## হাতুটী

## অতঃপর তেহাই

[প্রতি মাত্রায় যতগুলি বর্ণ থাকিবে তাহার  
সবগুলিকেই সমকালব্যাপক বলিয়া ধরিতে হইবে]

তাঁতা খেঁটা গেঁষে নে ঝা গুরগুর

১। ঝা ঘে (এ) নেরে ঘেনা ঝা বে (এ) নেরে

তাঁতা খেঁটা গেঁষে নে ঝা গুরগুর

ঘেনা ঝা ঘেনা (বহুবার)

তাঁতা খেঁটা গেঁষে নে—ঝা

২। ধেইয়া তাঁ ধেই জা জা বে না  
(একবার)

৪নং বোলের পাঠ—

৩। জা ঝি না ঝি না জা বে না  
(বহুবার)

দাগুর গুরদা গুরগুর দাগুর

৫নং বোলের পাঠ—

ক্রমে ক্রম হইয়া

জাঝি নাঝি নাজা খেনা  
(বহুবার)

ঘের গুরদা গুরগুর দাগুর

দাগুর গুরদা গুরগুর দাগুর

৪। জা গেনের গেনা জা গেনের গেনা জা গেনা  
(১নং বোলের ক্রমরূপ)  
(বহুবার)

৫। ঘেনে নেরে গেনে জা গেনের গেনা জা গেনা

জা গেনের গেনা জা গেনের গেনা জা গেনা  
(বহুবার)

শেষ ঝা হইতে ফেরৎ হাতুটী আরম্ভ হইবে।  
কীৰ্ত্তনের বাদ্যে এবং গানে স্থানে স্থানে মাত্রার সমগতি  
রক্ষিত না হইয়া একটি মাত্রা পুত অর্থাৎ ত্রিগুণ সময়ব্যাপী  
অথবা তদপেক্ষাও দীর্ঘ হয়। সাধারণতঃ প্রত্যেক  
তালেরই সময়ের পূর্ব মাত্রা এবং যে সময় তালে জোড়া  
আছে তাহার জোড়ার শেষ তালের পূর্বমাত্রা এবং  
যুর্চ্ছন বা তেহাইর শেষমাত্রা অর্থাৎ সময়ের পূর্ব মাত্রা  
এইরূপ দীর্ঘ হয়। আমরা যথাসম্ভব তত্তৎ মাত্রার পর  
একটি — চিহ্ন দিয়া দিব। হাতুটী আগামী সংখ্যায়  
সমাপ্য।

অতঃপর ৫নং বোলের প্রথমার্ধ ৩ বার আবৃত্তি করিয়া  
তৎপরে শেষার্ধ একবার বাজাইতে হইবে।

(ক্রমঃ)

## স্বরলিপি

### জোনপুরী-ত্রিতাল

এরি ফিরত সজনকে কুঁজন,  
দরশন হোতে রটত মোরে বলমা ॥  
বাউর মনকো নেহি চয়্ন পড়তু হায়,  
ইব্রাহিম কহ যতনে পীতমসে মিলনা ॥

কথা ও সুর—অজ্ঞাত।

স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ছাত্র, শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

### আস্থারী

II <sup>০</sup> -<sup>১</sup> স<sup>১</sup> গা স<sup>১</sup> | <sup>১</sup> দা পা মা -পা | <sup>+</sup> জা রা মা -পা | <sup>৩</sup> দপা -গা দা পা I  
০ এ রি ফি | র ত স ০ | জ ন কে ০ | কুঁ ০ ০ জ ন

মা পা গা স<sup>১</sup> | গস<sup>১</sup> -র<sup>১</sup> স<sup>১</sup> স<sup>১</sup> | গা স<sup>১</sup> গস<sup>১</sup> র<sup>১</sup> স<sup>১</sup> | গস<sup>১</sup> গদা -দগা -দপা II  
দ র শ ন | হো ০ ০ তে র | ট ত মো ০ ০ রে | বল মা ০ ০ ০ ০

### অন্তরা

II <sup>+</sup> মা মা পা পা | <sup>৩</sup> দা দা দা দা | <sup>০</sup> স<sup>১</sup> -<sup>১</sup> স<sup>১</sup> স<sup>১</sup> | <sup>১</sup> র<sup>১</sup> গা স<sup>১</sup> -<sup>১</sup> I  
বা উ র ম | ন কো নে হি | চ য় ন প | ড তু হা য়

দা দা -<sup>১</sup> স<sup>১</sup> | <sup>১</sup> স<sup>১</sup> স<sup>১</sup> -র<sup>১</sup> | স<sup>১</sup> -জ<sup>১</sup> র<sup>১</sup> স<sup>১</sup> | গস<sup>১</sup> -র<sup>১</sup> স<sup>১</sup> গা দপা I  
ই জা ০ হি | ০ ম ক ০ | হ ০ ০ য ত | নে ০ ০ পী ০ তম্

মপা -দগা -স<sup>১</sup> -জ<sup>১</sup> | স<sup>১</sup> স<sup>১</sup> গা -দপা -মপা II  
সে ০ ০ ০ ০ ০ | মিল না ০ ০ ০ ০



### তান

- ১। <sup>+</sup>সরা -<sup>৩</sup>মপা -<sup>০</sup>মজা -<sup>০</sup>রমা | -<sup>০</sup>পদা -<sup>০</sup>মপা -<sup>০</sup>দণা -<sup>০</sup>দপা | <sup>০</sup>সাঁ
- ২। <sup>০</sup>জঁজঁ -<sup>০</sup>রঁসাঁ -<sup>০</sup>রঁরঁ -<sup>০</sup>সঁগা | -<sup>০</sup>সঁসাঁ -<sup>০</sup>গদা -<sup>০</sup>গণা -<sup>০</sup>দপা | -<sup>০</sup>মপা -<sup>০</sup>দণা -<sup>০</sup>সঁরঁ -<sup>০</sup>জঁরঁ |
- <sup>০</sup>সঁগা -<sup>০</sup>দপা -<sup>০</sup>মজা -<sup>০</sup>রমা | <sup>০</sup>সাঁ
- ৩। <sup>+</sup>সঁরঁ -<sup>০</sup>সঁগা -<sup>০</sup>দপা -<sup>০</sup>মপা | -<sup>০</sup>দণা -<sup>০</sup>সঁরঁ -<sup>০</sup>জঁরঁ -<sup>০</sup>সঁগা | -<sup>০</sup>দপা -<sup>০</sup>মজা -<sup>০</sup>রমা ফি | রত লজ

### বোল তান

<sup>+</sup>জঁরঁ সঁগা সঁরঁ জঁরঁ | <sup>০</sup>সঁরঁ -<sup>০</sup>সঁগা দপা মপা | <sup>০</sup>দণা দণা -<sup>০</sup>সঁগা গঁসাঁ |

দ ০ র ০ শ ০ ন ০ হো ০ ০ ০ তে ০ র ০ ০ ০ ট ০ ০ ০ ত ০

<sup>০</sup>রঁজঁ রঁসাঁ গঁসাঁ -<sup>০</sup>রঁরঁ I <sup>+</sup>সঁগা দপা মপা দণা | <sup>০</sup>সঁরঁ -<sup>০</sup>জঁরঁ -<sup>০</sup>সঁগা -<sup>০</sup>দপা |

০ ০ মো ০ রে ০ ০ ০ ব ০ ল ০ মা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

### স্বরগ্রাম

II <sup>+</sup>পা পদা মপা জা | <sup>০</sup>সরা মপা দা দা | <sup>০</sup>দা দা পা গা | <sup>০</sup>গাঁ গাঁ দপা সা I

<sup>+</sup>সা সা গঁসাঁ রঁজঁ | <sup>০</sup>রঁসাঁ গঁসাঁ রঁরঁ সঁগা | <sup>০</sup>দপা মপা দপা গদা | <sup>০</sup>সাঁ সা সা মপা II <sup>+</sup>

স ০ জ

## “শ্রীগৌর শ্যাম—কালী গৌরা”

জোনপুরী—ধামার

যশোদা নন্দন বৃন্দাবন প্রাণ,

রাধাবল্লভ সুন্দর শ্যাম ।

সেই শচীনন্দন নদীয়া-সুধাকর ;

গৌর সুন্দর মোহন ঠাম ॥

ব্রজ গোপিগণ মিলি’ রচি রাস মণ্ডলী,

নাচিতে গাহিতে রাস বিহারী ।

(আজ) ভক্তগণ সনে ভাব বিভোর মনে,

হাসিলে কাঁদিলে গৌর হরি ।

যমুনা পুলিনে কুঞ্জ-কাননে,

তুলিতে মুরলি তান ;

আজি) সুরধুনী তীরে ভাসি অঁখি নীরে,

গাহিলে হরিশুণ গান ।

রাখাল বালক লয়ে কানাই বলাই ছুয়ে,

ধেহু চরাতে ব্রজধাম ;

(এবে) নিমাই নিতাই হয়ে আচণ্ডালে প্রেম দিয়ে,

প্রচারিলে শ্রীহরি নাম ॥

ধা—শ্রীনির্মলচন্দ্র সর্বাধিকারী ।

সুর—স্বর্গীয় সঙ্গীতাচার্য্য চন্দ্রমোহন ঘোষ ।

স্বরলিপি—কুমারী তৃপ্তিসুধা সর্বাধিকারী (গৌরী) ।

## আস্তারী

I	সা	সা	সা	রা	মা	পা	পা	দা	-	মা	পা	-	পা	পা	I
	য	শো	দা	ন	ন	দ	ন	হ	ন	দা	ব	ন	প্রা	ণ	

জ্ঞা	-	জ্ঞা	মপা	দা	মা	পা	জ্ঞা	-	জ্ঞা	রা	-	সা	-	I
রা	০	ধা	ব০	ল	ল	ভ	হ	ন	দ	র	০	জা	ম	

পা	দা	দা	সাঁ	-	সাঁ	সাঁ	গা	সাঁ	গা	দা	-	পা	পা	I
সেই	শ	চী	ন	ন	দ	ন	ন	দী	য়া	হ	ধা	ক	র	

মা	পা	জ্ঞা	মপা	দা	মা	পা	জ্ঞা	-	জ্ঞা	রা	-	সা	-	II
গৌ	০	র	হ০	ন	দ	র	যো	হ	ন	ঠা	০	০	ম	

অন্তরা ও আভোগ

II	+	দা	দা	মা	দা	সী	সী	সী	সী	রী	-	গা	সী	-	সী	সী	I
	ঘ	যু	না	পু	০	লি	নে	হু	ঞ	জ	কা	০	ন	নে			
	রা	খাল	বা	ল	ক	ল	য়ে	কা	না	ই	ব	লাই	হু	য়ে			
	সী	-	রী	সী	রজী	রী	সী	গা	সী	গা	দা	-	পা	-	I		
	তু	লি	তে	যু	০ ০	র	লী	তা	০	০	০	০	০	ন			
	খে	০	হু	চ	০ ০	রা	তে	ত্র	০	জ	ধা	০	০	ম			
	পা	সী	সী	সী	-	রী	সী	গা	সী	গা	দা	-	পা	পা	I		
	হু	র	ধু	নী	০	তী	য়ে	ভা	সি	আ	ধি	০	নী	য়ে			
	নি	মা	ই	নি	তাই	হ	য়ে	আ	চন্	ডালে	প্রে	ম	দি	য়ে			
	মা	পা	জা	মপা	দা	মা	পা	জা	-	জা	রা	-	সা	-	I		
	গা	হি	লে	হ ০	রি	ঙ	৭	গা	০	০	০	০	০	০	০		
	প্র	০	চা	রি ০	লে	ত্ৰী	০	হ	০	রি	না	০	০	০	০		

সংগারী

II	+	মা	মা	মা	পা	-	দা	দা	দা	পা	মা	পা	-	পা	পা	I
	ত্র	জ	গো	পি	গণ	মি	লি	র	চি	রা	স	মন্	ড	লী		
	পা	দা	সী	সী	-	সী	সী	গা	সী	গা	দা	দা	পা	-	I	
	না	চি	তে	গা	০	হি	তে	রা	স	বি	হা	০	রী	০		
	মা	পা	জা	মপা	দা	মা	পা	জা	-	জা	রা	-	সা	-	I	
	ড	০	জ	জ ০	ন	স	নে	ভা	ব	বি	ভো	র	ম	নে		
	সা	সা	সা	রা	মা	পা	পা	দা	-	মা	পা	-	পা	পা	II II	
	হা	সি	লে	কা	০	দি	লে	গো	০	র	হ	রি	০	০		

## স্বরলিপি

বিভাগ পাহাড়ী মিশ্র—দাদরা

ডেকে ডেকে পাইনি তোমায়  
 আজ অবেলায় তাই কি এলে;  
 মালকে তাই ফুল ধরেছে  
 শুকনো গাছের ডালে ডালে।

অঁধার কুটার তাই কি আমার  
 উজল হ'ল রূপে তোমার  
 চরণ ধ্বনি তাই কি তোমার  
 দোলা দিল নূতন তালে।

দৃষ্টি হ'তে ঘুচল অঁধার  
 শিহর লাগে তাই বারে বার  
 লক্ষ চাঁদের জ্যোৎস্না-ধারায়  
 আজি আমায় স্নান করালে ॥

কথা ও সুর—“হাসি”।

স্বরলিপি—শ্রীসজনীকান্ত ঘোষ।

II	+	পা	পা	পা	o	পা	ক্কা	-।	I	গা	মা	মপা	গা	রগা	মপা	I.
	তে	কে	ডে	কে	পাই	o	নি	তো	মায়	o	আo	o জ				
	মা	ল	কে	তাই	ফুল	o	ধ	রে	ছে	o	ও o	o ক				

পা	মা	মা	-।	গমগা	গরসা	I	সা	রগমা	রগা	পা	-।	-।	II
অ	বে	লা	র	০ডা০	০ই০		কি	০এ০	০লে	০	০	০	
ন	গা	ছে	র	০ডা০	০লে০		০	০ডা০	০লে	০	০	০	

[গমপধা নসাঁ না   সাঁ স'না ধা I ধনা ধনা -াঁ]													
II	গাঁ	মা	পাঁ	না	না	-াঁ	I	সাঁ	না	সাঁ	-াঁ	-াঁ	-াঁ I
	আঁ	ধার	কু	টার	তা	ই		কি	আ	মা	০	০	বু
	দৃষ্	টি	হ	তে	ঘু	চ্		ল	আঁ	ধা	০	০	বু
	পা	না	না	না	না	স'না	I	ধপা	ধা	পা	-াঁ	-াঁ	-াঁ I
	উ	জল	হ	ল	রু	পে ০		০০	তো	মা	০	০	বু
	শি	হর	লা	গে	তা	ই ০		বা ০	রে	বা	০	০	বু
	পা	পা	পা	পা	ক্কা	-াঁ	I	গা	মা	মপা	গা	গা	গা I
	চ	রণ	ধ	নি	তাই	০		কি	তো	মার	০	দো	লা
	ল	ক্ষ	টা	দে	জ্যাং	০		রা	ধা	রা	য়	আ	জি
	মা	পা	মা	মা	গমা	গরসা	I	সাঁ	রগা	রগা	পা	-াঁ	-াঁ II
	০	০	দি	ল	নু ০	০ত০		ন	০ তা	লো	০	০	০
	০	০	আ	মায়	স্না ০	০নু ০		ক	০ রা	লো	০	০	০

## গান

## শ্রীজুলালী দেবী

দীরঘ বিরহে অন্তরে মোর  
 শুকাবে না প্রেম-লতিকা  
 তোমারি হিম্মার মুক আকুলতা  
 এ অধরে রবে লিখা।

মনের গগনে মুরতি আঁকিব  
 সে মুখের হাসি যতনে রাখিব  
 স্বপনের মোহে নয়নে মাখিব  
 তোমার রূপের শিখা।

স্বপ্নমাস শেষে বহিলে অনল  
 মলিন ধূসর ব্যরে ফুলদল  
 লভিয়া তোমার পরশ কোমল  
 ভরে যেন বন-বীথিকা।

কতু যদি নাহি এ ব্যথার শেষ  
 তুলিব না তবু একটি নিমেষ  
 মনে রবে সদা তব স্মৃতি-বেশ  
 (তাই) প্রেমের বিজয়-টাকা।

## স্বরলিপি

### মিশ্র টৈত্তরবী—কাঞ্চণ

আজি ছলল বুলনে দোলে মাতায়ে গো কুল ।  
কাহ্নু সনে বিনোদিনী আনন্দে বিভোল ॥  
মাধবী তমাল গায়  
মিশায়ে আপন কায়  
রচিল বুলন দোলা হইয়া পাগল ॥  
অধরে মুরলী পরি' রাধিকায় রাখি' বাঁয়ে  
বুলিতেছে শ্রামরায় নিকুঞ্জ-কদম্ব ছায়ে ;  
হাসি হাসি গোপবালা  
পড়ায় কুসুম মালা—  
পুলকে যমুনা আজি বহে উত্তরোল ॥

কথা—শ্রীযামিনীমোহন শূর ।

সুর—শ্রীকালীনাথ ভট্টাচার্য্য ।

স্বরলিপি—কুমারী রেণুকণা মজুমদার ।

### আস্তান্নী

II দা পা | রা মা পদা পা | সা রা গা মা I ধা ধা ধা গা | ধা গসাঁ I  
আ জি | ছ ল ০ ল বু | ল নে দো লে মা তা য়ে গো | ক ০ ল

ধা ধা ধা ধা | ধা গা ধা গা I মা পা গা সা | গসাঁ স্বাঁ দা পা II.  
কা ছ স নে | বি নো দি নী আ ন দে বি | ভো ০ ল “আ জি”

### অস্তান্না

II {জা জা পা পা | পা পা পা ধা I ধা গা ধা গা | ধা গা গা গা} I  
মা ধ বী ত | মা ল গা য় যি শা য়ে আ | প ন কা য়

ঝা মা ধা ধা | গা ধা গা গা I মা পা গসাঁ জাঁ | স্বাঁ -া স'গা, দপা II  
র চি ল বু | ল ন দো ল হ ই য়া ০ পা | গ ল “আ ০ জি”

### সঞ্চারী

II {জা জা জা জা | রা জা সা রা I রা জা মা -া | মা গা মা মা I  
অ খ রে য় | র লী খ রি রা ধি কা য় | রা ধি বা য়

গা গা গা গা | মা গা মা মা I সা গা মা পা | রা মা জা রা} II  
ঝু লি তে ছে | শ্যা ম রা য় নি কু জ ক | দ য় ছা য়

### আভোগ

II {মা মা মা মা | মা পা মা পা I গা গা দা পা | মা পমা জা রা} I  
হা সি হা সি | গো প বা লা প ডা য় কু | হু ০ ম মা লা

সা রা জা মা | ধা ধা গা গা I মা ধা ধা গা | ধনা সা দা পা II  
পু ল কে য় | মু না আ জি ব হে উ ত | রো০ ল 'আ জি'

### স্বরলিপি

#### ভৈরবী—কাফ

কাঁহা কাছাইয়া মেরে অব্  
জিয়া অকুলাই বিন তুঁহারে।  
অগণিত ভকতজন তুঁহ লিয়ে নিত রোত রে  
বিনতি গুন বনোয়ারী, দরশ দীজে নাথ হমারে॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীজগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ

### আস্তারী

II {গ্গা -সা মমা মা | ধা -া সা (গা)} -া I দদা দদা পদা -পমা | পগা দপা মজা সসা II  
কাঁহা ০ কা ছাইয়া | মে ০ রে অব্ ০ জিয়া অকু লা০ ০ই | দি০ ন তু হা ০ রে০

ଅକ୍ଷରା

II {<sup>୦</sup>ସା ସମା ଦା ଦମା | <sup>୧</sup>ଗମା ଗମା ଗମା ଗମା I ଉତ୍ତମା ଉତ୍ତମା ଶାମା ଗମା | ଗଦା ଗମା ଗମା -I} I  
ଅ ଂ ଗ ଣି ଂତ ଡକ ଂତ ଜ ନ ହୁଁ ହ ଗିୟେ ନି ତ ଯୋଂ ତଂ ରେ ଂ

ଗମା ଗମା ଗମା ଗମା | ଶା ଶମା ଦା ପା I ଗମା ଗମା ଗମା ଶା ଶମା | ଶା ଗମା ଗମା ଦା ପା I  
ବିନ ଂତି ଶ ନ ବ ଂନୋ ଶା ରୀ ବିନ ଂତି ଶଂ ନଂ ବଂ ଂନୋ ଶା ରୀ

ପମା ଗମା ଦମା ସମା | ଉତ୍ତମା ଶା ଶା ମା ଗ୍ମା II II  
ଦର ଂଶ ଦୀଂ ଜେଂ ନାଥ ହମା ରେ “ଅବ”

ତାନ

୧। <sup>୦</sup>ଉତ୍ତମା ଦମା ଶା ଶମା | <sup>୧</sup>ଗଦା ପମା ଉତ୍ତମା ମା I

୨। <sup>୦</sup>ଉତ୍ତମା ଗମା ଦମା ଶା ଶମା | <sup>୧</sup>ଗମା ଦମା ଉତ୍ତମା ଶା ଶମା I

୩। <sup>୦</sup>ଗମା ଶା ଶମା ଉତ୍ତମା ଶା ଶମା | <sup>୧</sup>ଗମା ପମା ପମା ଗମା I

୪। <sup>୦</sup>ଉତ୍ତମା ଗମା ଦମା ଶା ଶମା | <sup>୧</sup>ଉତ୍ତମା ଗମା ଶା ଶମା ଉତ୍ତମା I <sup>୦</sup>ଉତ୍ତମା ଗମା ଦମା ସମା |

<sup>୧</sup>ଗମା ଦମା ଉତ୍ତମା ଶା ଶମା I



## মাধুর বিরহ \*

রচনা—প্রাচীন বৈষ্ণব কবি শশিশেখর।

স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীহর্গাচরণ বসু।

১। অতি শীতল মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহনা।

( ভাল লাগেনা গো, আমার ভাল লাগেনা গো, কৃষ্ণের বিরহেতে প্রাণ জ্বলে যায়, ভাল লাগেনা গো ) মন্দ মন্দ বহনা।

হরি বৈমুখী হামারি অঙ্গ মদনানলে দহনা ॥

( প্রাণ আর বাঁচেনা গো, আমার প্রাণ আর বাঁচেনা গো, আমি মলাম কৃষ্ণের বিরহেতে প্রাণ আর বাঁচেনা গো ) মদনানলে দহনা ॥

২। কোকিলাগণ কুহু কুহু স্বরে ঝঙ্কারে অলি কুসুমেরে।

( গুন্ গুন্ গুন্ গুন্ স্বরে, ঝঙ্কারে গুন্ গুন্ গুন্ গুন্ স্বরে, এক ফুলে যুগল হ'য়ে ঝঙ্কারে গুন্ গুন্ গুন্ গুন্ স্বরে ) ঝঙ্কারে অলি কুসুমেরে।

হরি লালসে তনু তেজব পায়ব আন জনমে ॥

( আন জনমে পাব, এবার মলে আন জনমে পাব, এ জনমে পেলাম না—আন জনমে পাব ) পায়ব আন জনমে ॥

৩। সব সঙ্গিনী ঘেরি বৈঠত গায়ত হরি নামে।

( একবার নাম শুনা গো, একবার কৃষ্ণ নাম শুনা গো, কৃষ্ণ নামের সহিত প্রাণ যাক—কৃষ্ণ নাম শুনাগো ) গায়ত হরি নামে।

যৈখনে শুনি তৈখনে উঠি নব রাগিনী গানে ॥

( গান শুন্তে শুন্তে, কৃষ্ণ গুণগান শুন্তে শুন্তে, কৃষ্ণ অমুরাগিনী ধনি কৃষ্ণ গুণগান শুন্তে শুন্তে ) নব রাগিনী গানে ॥

৪। ললিতা কোবে করি বৈঠল বিশাখা ধরে অঁটিয়া।

( কি হ'ল কি হ'ল বলে, রাধার কি হ'ল কি হ'ল বলে, এই যে কথা কইতেছিল, কি হ'ল কি হ'ল বলে ) বিশাখা ধরে অঁটিয়া।

শশিশেখর কহত ধনি যায়ত জীউ ফাটিয়া ॥

( দশা দেখে, রাধার দশা দেখে, মুখ দেখে বুক ফেটে যায় রাধার দশা দেখে ) যায়ত জীউ ফাটিয়া ॥

II -া মা মা | মা -া পা | পা মা ধা | পা -া মা I  
o অ তি শী o ত ল ম ল যা o নি

গা -া -া | মা পা পা | পা -া পা | পা ধা না I  
ল o o ম o দ ম o দ ব হ না

সাঁ না ধা | পা -া -া }  
o o o o o o

ধর :- { -া মা মা | মা -া পা | পা সা সা | সা রা রা I  
o অ তি শী o ত ল ম ল যা ব বা

রা রা গা | মা পা ধা | পা মা গা } | { -া মা মা I  
তাং ভা ল লা গে o না গো o o অ তি

মা -া পা | পা সাঁ সাঁ | না রাঁ সাঁ | গা ধা পা  
শী o ত ল কু ফের বি র হে তে প্রা গ্

মা গা রা | -া সা সা | সা রা রা | রা রা গা I  
লা লে ষায় o ম ল যা ব বা তাং ভা ল

মা পা ধা | পা মা গা } |  
লা গে o না গো o

{ -া মা মা | মা -া পা | পা মা ধা | পা -া মা I  
০ অ তি শী ০ ত ল ম ল ঘা ০ নি

গা -া -া | মা পা পা | পা -া পা | পা ধা গা I  
ল ০ ০ ম ০ ন্দ ম ০ ন্দ ব হ না

সাঁ না ধা | পা -া -া }  
০ ০ ০ ০ ০ ০

আধর :- -া -া -া | -া পা পা | পা -া ধা | না ধা পা I  
০ ০ ০ ০ ভা ল লা ০ গে না গো ০

{ মা -া পা | পা পা ধা | পা -া ধা | (না ধা -া) } I  
আ ০ মা ব্ ভা ল লা ০ গে না গো ০

{ (না ধা ধা) | ধা সাঁ সাঁ | সাঁ না ধা | ধা না না I  
না কৃ ষ্ণে ব্ বি র হে তে ০ ০ প্রা গ জ

ধা না ধা | মা -া পা | পা পা ধা | পা -া ধা } I  
লে যা ষ্ আ ০ মা র ভা ল লা ০ গে

না ধা -া | মা পা পা | পা -া পা | পা ধা না I  
না গো ০ ম ০ ন্দ ম ০ ন্দ ব হ না

সাঁ না ধা | পা -া -া II  
০ ০ ০ ০ ০ ০

{ পা ধা স' | -া স' স' | না স' না | ধা না ধা I  
হ রি বৈ | ০ মূ খী | হা মা রি | অ ০ ক

পা ধা পা | -া পা পা | পা ধা না | স' না ধা } I  
ম দ না | ০ ন লে | দ হ না | ০ ০ ০

ৱাথর :- পা -া -া | -া -া -া | -া পা পা | পা -া ধা I  
০ ০ ০ | ০ ০ ০ | ০ প্রাণ আর ব' ০ চে

না ধা -া | -া -া -া | { মা -া পা | পা পা পা I  
না গো ০ | ০ ০ ০ | আ ০ মা | ব্ প্রাণ আব্

পা -া ধা | ( না ধা -া ) } | { ( না ধা ধা ) | ধা ধা স' I  
বা ০ চে | না গো ০ | না আ মি | ম লা ম্

স' -া স' না | ধা ধা না | ধা পা পা | পা -া ধা } I  
ক ০ ফেব্ | বি র হে | তে প্রাণ আর বা ০ চে

না ধা -া | পা ধা পা | -া পা পা | পা ধা না I  
না গো ০ | ম দ না | ০ ন লে | দ হ না

স' না ধা | পা -া -া | -া -া -া II  
০ ০ ০ | ০ ০ ০ | ০ ০ ০ অপরপর কলিগুলির হর ১ম কলির অঙ্করূপ।

হারমোনিয়মের কেল :- জী কণ্ঠে মুলারার সি-সাপ ( কোমল রে ) কিছা ডি-সাপ ( কোমল গা ), পুরুষ কণ্ঠে—  
দারার এক-সাপ ( কড়ি মা ) কিছা জি-সাপ ( কোমল ধা )।



# সেতার শিক্ষা

সেতারের গৎ

বাগেচ্ছী—একতাল

রচনা ও স্বরলিপি—সঙ্গীত শিক্ষক ত্রিবিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়

আম্ভারী

II { সা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> -৭ | গা<sup>২</sup> ধা<sup>৩</sup> মা<sup>৩</sup> | পধা<sup>৩</sup> মা<sup>৩</sup> মমা<sup>৩</sup> | জ্ঞা<sup>৩</sup> রা<sup>৩</sup> সসা<sup>৩</sup> } II  
 ডা ডা ব ডা ডা রা ডারা ডা ডারা ডা রা ডারা

অস্তুরা

মা -৭ II ধা<sup>৩</sup> -৭ গা<sup>১</sup> | -৭ সা<sup>১</sup> স'রা<sup>১</sup> | স'মা<sup>২</sup> জ্ঞ'রা<sup>১</sup> সা<sup>৩</sup> | -৭ গণা<sup>৩</sup> ধা<sup>৩</sup> I  
 ডা ব ডা ব ডা ব ডা ডারা ডারা ডারা ডা ব ডারা ডা

মজ্ঞা<sup>৩</sup> রজ্ঞা<sup>৩</sup> রসা<sup>৩</sup> |  
 ডারা ডারা ডারা

তোড়া

১। স'গা<sup>৩</sup> ধমা<sup>৩</sup> | ধগা<sup>৩</sup> সা<sup>৩</sup> | স'গা<sup>৩</sup> ধমা<sup>৩</sup> জ্ঞরা<sup>৩</sup> সসা<sup>৩</sup> I  
 ডারা ডারা ডারা ডা ডারা ডারা ডারা ডারা

২। সঁসাঁ জঁরাঁ | সঁসাঁ জঁরাঁ সঁগাঁ | ধমাঁ জঁরাঁ সঁসাঁ I  
ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা

৩। রঁজঁসাঁ সঁসাঁ | গঁসাঁ ধঁগাঁ মঁধাঁ | গঁধাঁ মঁজঁসাঁ রঁসাঁ I  
ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা

৪। মঁধাঁ গঁসাঁ মঁধাঁ | গঁসাঁ মঁজঁসাঁ রঁসাঁ | সঁরঁসাঁ সঁগাঁ ধমাঁ | পঁধাঁ মঁজঁসাঁ রঁসাঁ I  
ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা

৫। গঁধাঁ সঁগাঁ রঁসাঁ | জঁরাঁ মঁজঁসাঁ ধমাঁ | গঁধাঁ সঁগাঁ ধমাঁ | পঁধাঁ মঁজঁসাঁ রঁসাঁ I  
ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা

৬। সঁসঁঃ জঁঃ রঁসঁগঁধাঁ মঁজঁরঁসাঁ | সঁসঁঃ জঁঃ রঁসঁগঁধাঁ মঁজঁরঁসাঁ |  
ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা

সঁসঁঃ জঁঃ রঁসঁগঁধাঁ মঁজঁরঁসাঁ | গাঁ  
ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা

৭। মঁধাঁ গঁসাঁ ধঁগাঁ | সঁসাঁ সঁসাঁ মঁধাঁ | গঁসাঁ ধঁগাঁ সা | সঁসাঁ ধঁগাঁ সঁসাঁ I  
ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা

ধঁগাঁ সা মঁধাঁ | গঁধাঁ মঁজঁসাঁ রঁসাঁ |  
ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা

### আস্থারীর বাঁট

<sup>১</sup>স'স'স'স' স'স' স'স'র'র' | <sup>২</sup>গণা ধধধধা মমা | <sup>৩</sup>পপধধা মমা মমমমা |  
ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা

<sup>০</sup>  
জ্ঞজ্ঞা ররররা সস' I  
ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা

### অস্তরার বাঁট

মমমমা মমা | <sup>০</sup>ধধধধা ধধা গণগণা | <sup>১</sup>গণা স'স'স'স' স'র' |  
ভাৱাভাৱা ভাৱা ভাৱাভাৱা ভাৱা ভাৱাভাৱা ভাৱা ভাৱাভাৱা ভাৱা ভাৱাভাৱা ভাৱা

<sup>২</sup>স'স'ম'ম' জ্ঞ'র' স'স'স'স' | <sup>৩</sup>স'স' গণগণা ধধা I <sup>০</sup>মমজ্ঞজ্ঞা রজ্ঞা ররসসা |  
ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা ভাৱা

## গান

### শ্রীমুখীরঞ্জন গুহ

কুটীর কোণে প্রদীপ জ্বলে  
একলা জেগে র'ব ;  
জীবন ভরি ব্যথার জ্বালা  
শুধু হয়ে স'ব ।

তবু প্রিয়া তোমার তরে  
কাদবো না আর বেদন ভরে,  
বিচ্ছেদ ব্যথার তীব্র দহন  
বন্ধ পেতে ল'ব ।

হঠাৎ যদি প্রদীপখানি  
নেভে বাহুর বেগে  
ক্ষণিক তরে প্রাণের কোণে  
উঠবে ব্যথা জেগে ।

তবু প্রিয়া জীবন ভরি'  
নয়ন তারায় রাখ'বো ধরি'  
বিচ্ছেদ ব্যথার অন্তরালে  
মিলন প্রদীপ তব ।

## স্বরলিপি

পিলু গারা মিশ্র-দাদরা

তব স্বরণ রেখা এ প্রাণে  
ভাসে মঞ্জরী সম  
মনোবনে মম  
গন্ধে, বরণে, গানে ॥

তব হারানো স্মৃতিখানি  
আনে কল্পনা নব  
ধেয়ানেতে সব  
ছন্দে নবীন বাণী ॥

কোন্ অজানা সুঅভিমাণে  
গাহ মর্ম্মর গীতি  
বিরহেতে নিতি  
ছন্দে, আপন প্রাণে  
ওগো আমারি স্মৃতি বিমাণে ॥

কথা ও সুর—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য।

স্বরলিপি—কুমারী রেখা চট্টোপাধ্যায়।

{{সরা সগা} II সা মা মা | জা -রা জা I রা -া সা | -া সা গা I  
ত০ ব০ স্ব র গ | রে খা এ প্রা ০ গে | ০ ভা যে

সা -গা মা | গমপা পা পা I গা গা ধপা | পধপমা গা মা I  
ম ০ জ | রী০০ স ম ম নো ব০ | নে০০০ ম ম

পা -সাঁ গা | ধপা পধা পধপমা I গা মা -জা | -রা -সা -া } II  
গ ০ ছে | ব০ র০ গে০০০ | গা নে ০ | ০ ০ ০



{(পা না )I গা গা গা | ধা পা মা I রমা -পধা -পা | পধা (সঁরা সঁরা)} I  
ত ব হা রা নো | ম্ র তি ধা ০ ০ ০ ০ | নি ০ ০ হা ০

পা পা I দা - দা | দা দা দা I পা গা দা | পা দা পমা I  
আ নে ক ০ ল্ল | না ন ব ধে যা নে | তে স ব ০

মা পা মা | গা গা সা I গা মা - দা | - দা মা গা I  
ছ ০ ল্লে | ন বী ন বা গী ০ ০ | ও গো

গমা -পগা -গা | পমা মপা মপা I জা -রা -জা | সা - দা মা II  
ছ ০ ০ ০ ল্লে | ন ০ বী ০ ন ০ বা ০ ০ | গী ০ কোন্

II মা পা গপা | না না নসঁ I সঁ -না সঁ | - দা সঁ রঁ I  
অ জা না ০ | স্ব অ ভি ০ স ০ নে ০ | গা হ

সঁ -গা গা | গা গা গা I ধা সঁ গা | ধা পা পা I  
ম ০ ল্লে | র গী তি বি র হে | তে নি তি

পা -ধা পা | মা গা সা I গা মা - দা | - দা গা মা I  
ছ ০ ল্লে | আ প ন আ গে ০ ০ | ও গো

পা গা -দা | পা মা পা I জা -রা -জা | সা ধা না II II  
আ মা রি | স্ব তি বি মা ০ ০ | নে ত ব

## স্বরলিপি

মিশ্র দেশ খান্ধাজ—একতাল ( জলদ )

নিদহারা-তারা জেগে রয় নভে

ঘরে জাগে মোর অঁখি ।

বকুলের ডালে একা বসে ডাকে

হারা-জনে কোন্ পাখী ।

ক্লান্ত রজনী নিবুন্ ঘুমায়,

সুরভি বিলায় শ্রান্ত হেনায়,

ক্ষণে ক্ষণে ওঠে মর্ম্মরি' ওই

যৌবন-তরু-শাখী ।

স্মৃতি জাগানিয়া ফুলবাস ভাসে

নিখর নিশীথ বৃকে,

নয়ন আমার ঘুমহারা আজ

অতীতের স্মৃতি হৃথে ।

সেই মধুমাস এসেছে আবার

মদির স্বপন নয়নে সবার ;

মোর মন-তরু রিক্ত শুধুই

ফুলে ভরা আর শাখী ॥

খা ও সুর—ত্রীনিতাই ঘটক

স্বরলিপি—ত্রীবীধি মুখার্জী

II    <sup>০</sup>না    -না    না    <sup>১</sup>সাঁ    নসাঁ    নসাঁ    <sup>+</sup>পাঁ    নসাঁ    সগাঁ    <sup>৩</sup>-পাঁ    মগাঁ    -রা    I

নি    দ্    হা    রা    তা০    রা০    জে    গে০০    রয়    ০০    ন০    ভে

রা    <sup>০</sup>রা    গা    ধা    পা    -পা    মপা    -মপা    মগা    -রা    -াঁ    -াঁ    I

ঘ    রে০    জা    গে    মো    ০ব    আঁ০    ০০০০    খি০    ০    ০    ০

রা    রসা    রা    -জা    রা    সরা    ধা    গা    রা    মজা    রা    সা    I

ব    হু০    লে    ব    ডা    লে০    এ    কা    ব    সে    ডা    কে

রা    গা    মা    পা    পা    -পা    গমা    -পা    -গমা    -রজা    -রসা    নসা    II

হা    রা    জ    নে    কো    ব    পা০    ০    ০০    ০০    ০০    খী০

II যগা -মা মা | -গা ধা ধা | -না সাঁ -সাঁ | না সাঁ -া I  
ক্কা ন্ ত র জ নী নি বু য় য় মা য়

পা নসঁরা সঁগা | গা ধা -া | রগা -পা ধা ধা সঁগা গধপা I  
হু র ০ ০ ভি বি লা য় আ ০ ন্ ত হে না ০য়

পা পা পধা | মপধা মপা গা | গা -মা পা | ধা না সাঁ I  
ক্কা গে ক ০ গে ০ ০ ও ০ ঠে য় য় য় য় ও ই

পনা সঁরা সঁগা | ধা পা ধা | মপা -ধপা মগা | -রা -া -া I  
য ০ ০ উ ব ন ত ক্কা শা ০ ০ ০ ০ ০ ০

বকুলের ডালে ইত্যাদি ॥

II সাঁ সরা সাঁ | গঁসা গঁ ধঁগঁ | ধঁ গঁ সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ I  
হু তি ০ জা গা ০ নি য়া ০ ক্কা ল বা স ভা সে

রা গা মা | পা -রা গা | রা সা -া -া -া -া I  
নি থ র নি কী থ বু কে ০ ০ ০ ০ ০

সাঁ রা মা | মপা মপা -া | রমা -পধা মা | -গা রা -া I  
ন য় ন আ ০ মা ০ য় য় ০ ০ হা রা আ জ

রা রসা রা | মজা রা রজা | সরা সা -া -া -া -া I  
অ তী ০ তে য় হু তি ০ হু ০ থে ০ ০ ০ ০

সমা মা মা | গধা ধা -ধনা না সা সা | নসাঁ নসাঁ -া I  
সে ই ম ধু মা ০ স এ সে ছে আ ০ বা ০ র

পা নসাঁ রা | -গা ধা -া রা গা পা ধা ধগা -ধপা I  
ম দি ০ র ষ প ন প রা গে স বা ০ ০র

পা ধা পা | -মধপা মা গমা পা -ধা না নসাঁ নসাঁ -া I  
মো র ম ন ০০ ত রু ০ রি ক ত ০ ০ দুই ০

পা নসাঁ সা | -ধা পা ধা মপা -মধপা মগা -রা -া -া I  
ফ লে ০০ ড রা আ র শা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

বহুলের ডালে ইত্যাদি ॥

## গান

ঐধীরেজ্জলাল ধর, বি-এ

সজ্জাতারা, ওগো সজ্জাতারা,

কাহার লাগি সজাগ আঁখি

নীল গগনে পলকহারা ?

সজ্জারাগীর আঁচল ছায়ায়

ঢাকছে ধরা আঁধার মায়ায়,

কঁপন লাগা আলোর শিখায়

চাও অনিতে কাহার সাড়া ?

অরি' সে কোন্ ঘরের মায়া

মাটির বুকের শ্রামল ছায়া,

সাঁঝের কোলে তোমায় চাহি'

চোখের মণি নিষেধ হারা ।

## মুদঙ্গাচার্য্য ওদীননাথ হাজারা মহাশয়ের কয়েকটি বোল

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

শ্রীকানাইলাল হাজারা

তালের পরেই “লয়” শব্দের কথা উত্থাপিত হয়। সময়ের অবিচ্ছিন্ন গতির নাম লয়। লয় চারি প্রকার—ক্রত, বিলম্বিত, মধ্য ও আড়ি। ঐ সময়ের নির্ধারণ করিয়া মাত্রার স্বজন হইয়াছে। পরে ঐ মাত্রা নানা ছন্দ অমুখ্যায়িক বিভাগ হইয়া আঘাত ও অনাঘাত অক্ষর বসাইয়া নানা প্রকার তাল, লয়, মান বা প্রক্রমণিকার সৃষ্টি হইয়াছে। যথা :—

বরাবর লয় বা রেলা লয়—অর্থাৎ সকল স্থানের পরিমাণ সমান যাহাতে এক কিংবা দুই কি চারি কিংবা আট ইত্যাদি মাত্রা সমভাবে আছে তাহাকে বরাবর লয় কহে।

আড়ি লয়—যাহাতে ৩ কিংবা ৬ এইরূপ মাত্রা দেখা যায় তাহাকে আড়ি লয় কহে। ইহার প্রতি মাত্রায় প্রায়ই ৩টি করিয়া অক্ষর বসান থাকে।

দেড়ি লয়—৩ মাত্রাকে ২ মাত্রা বা ৬ মাত্রাকে ৪ মাত্রা করাকে দেড়ি লয় কহে।

শোইয়ে লয়—যাহাতে আড়াই কি ৫ কিংবা ১০ মাত্রা ব্যবহার হয়, তাহাকে শোইয়ে লয় কহে। ইহার প্রথমে দুইটি পরে তিনটি এইপ্রকার অক্ষর বসান থাকে।

কুআড়ি লয়—যাহাতে রেলা ও আড়ি এই উভয় লয় মিশ্রিত, তাহাকে কুআড়ি লয় কহে।

ঠাছনি লয়—যাহাতে কোন স্থানে একগুণ কোন স্থানে দ্বিগুণ বা কোন স্থানে চতুগুণ অক্ষর সাজান আছে। ইহার কোন স্থানে এক মাত্রার কালের মধ্যে একটি কিংবা দুইটি এবং কোন স্থানে ঐ এক মাত্রা সময়ের মধ্যে ত্রিসংখ্যক অক্ষর সন্নিবেশিত আছে। সমান মাত্রায় বলম্বিত ও ক্রতলয় রাখিয়া ঠাছনি বোলের সৃষ্টি হয়।

মাত্রা—এক হইতে দুই উচ্চারণ কিংবা অ হইতে আ উচ্চারণ করিতে যে সময় তাহাকে মাত্রা কহে। ঘড়ির শব্দের গ্রায় মাত্রা সমভাবে অভ্যাস করা উচিত। পেণ্ডুলমের জোর শব্দ ১ মাত্রা ও হ্রস্ব শব্দ অর্দ্ধ মাত্রা। মাত্রা পাঁচ প্রকার—হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লত, অর্দ্ধ ও অণু।

চিহ্ন—(১) এইরূপ দণ্ড চিহ্নকে কাল নিরূপক মাত্রা চিহ্ন কহে। যদ্যপি কোন স্থানে একত্রে দুইটি দণ্ড চিহ্ন থাকে তাহা হইলে সেস্থানে দুই মাত্রাকাল লইতে হইবে। মাত্রা শব্দের উপরে থাকে।

(৬) এইরূপ অর্দ্ধচন্দ্র অর্দ্ধমাত্রা কালের চিহ্ন। (x) (চেরা) ইহা সিকি বা অণু মাত্রার চিহ্ন। (১) প্রথম তালের চিহ্ন। (২) দ্বিতীয় তাল বা তৎপরিবর্তে। (+) এইরূপ পতঙ্গ চিহ্ন সম্ম কহে। (৩) তৃতীয় তালের চিহ্ন। (o) ইহা ফাঁকের চিহ্ন। (‘) রেফ্ এই চিহ্নকে যতি কহে, উহা যে শব্দের উপরে থাকিবে তাহা তাল ও মাত্রার ছন্দোমুরূপ বিশ্রাম দ্বারা লয় প্রকাশ করা মাত্র। যথা :—

ধা—ধাঁ, তা—তাঁ, ঘেড়া—ঘাঁন ইত্যাদি।

অপ্রচলিত তালের ও অল্প প্রচলিত তালের বোলগুলি প্রচলনের নিমিত্ত প্রথম প্রকাশ করিলাম। আগামী মাসে প্রচলিত বোলগুলি টীকা সমেত বাহির করিবার ইচ্ছা রহিল।

### বীরপঞ্চ তাল

বীরপঞ্চ আট মাত্রার তাল। ইহাতে পাঁচটি আঘাত ও তিনটি ফাঁক।

ঠেকা—

+  
ধা ধা তেটে তেটে ধুমাকটে নাগদেং গদিন্  
তাগে ধাগে তেটেকতা গদিঘেনে।

পরম—

+  
ধাগে তেটে কেটেতাগ্ ধেননাগ্ ধেননাগ্  
ধেটেতাগ্ কেটেতাক্ তেটেকতা গদিঘেনে | ধা

মোহন তাল

মোহন তাল আট মাত্রার, ইহাতে সাতটি আঘাত ও  
পাঁচটি ফাঁক।

ঠেকা—

+ ১ ০ ১ ০ ১ ০ ১ ১ ০  
ধা দেং ধা ধা কেটে তাক্ ধুমা কেটে তাকা থুন  
তেরে কেটে।

পরম—

+ ১ ০ ১ ০ ১  
ধা ধা দেন্তা কেটেতাক্ দেন্তা থুন্থু ধাগেনাগ্  
তেটেতেটে ধুমাকটে তাগেদেং তাগেতেটে  
কেটেতাগ্ গদিঘেনে | ধা

ক্লপক তাল

ইহা সাত মাত্রার তাল, ইহাতে দুইটি দীর্ঘ মাত্রার তাল  
বা আঘাত এবং তিনটি লঘু মাত্রার শৃঙ্গ।

+  
ধা—০ ০ ০ ১ ১ ১ প্রথম শৃঙ্গ মাত্রাটি সম।  
| | | | |

ঠেকা—

+  
ধা ধিন তা তেটে কতা গদিঘেনে।

পরম—

+  
ত্রোগে তেটে ঘেননাগ্ দিগনাগ্ তেটেতেটে  
কেটেতাগ্ তাগেতেটে গদিঘেনে ধা দিন্তা ধা  
দিন্তা গদিঘেনে ধা গদিঘেনে ধা গদিঘেনে | ধা

পটতাল

পটতাল দুইটি দীর্ঘ মাত্রার তাল, ইহাতে একটি  
আঘাত ও একটি শৃঙ্গ।

ঠেকা—

+  
১। ধা ধা দেন্তা তেটেকতা গদিঘেনে।

+  
২। ধা দেং ধাধা ধেটে তেটে গদিঘেনে।

পরম—

+  
ধা ঘেঘে ধা ঘেঘে তেটে কেটেতাগ্ তাগ তাকে  
তেটে কতা ঘেঘে তেটেকতা তাক্ ভ্রান্ ধা  
তেটেকতা গদিঘেনে | ধা

### খামুগা

### পরম—

খামুগা আট মাত্রার তাল, ইহাতে পাঁচটি আঘাত ও তিনটি ফাঁক।

+  
ধা ষেড়ে নাক্দি ষেড়েনাক্ গদি ষেড়ে নাগ্  
১  
ষেড়েনাগ্ গদি ষেড়েনাগ্।

+  
ধাগেতেটে তাগেতেটে ষেধেতেটে কেটেতাগ

০  
তাগেতেটে কং ত্রেকেটেতাগ্ তাগেতেটে

০  
গদিঘেনে | ধা

### রাসতাল

রাসতাল ত্রয়োদশ মাত্রার তাল। ইহাতে আটটি আঘাত ও পাঁচটি ফাঁক।

### ঠেকা—

+  
ধাকেটে তাকা খুন্ ধা ঘেনে নাগ্ ধেধে ঘেনে নাগ

০ ১  
খুন্ কংতেটে তাকা খুন্ তাগেদিগ নাগ্তেটে কেটে

১  
তাক্ তেটেকতা গদিঘেনে | ধা

+  
ধা তেটে তা তেটে তেটে তাগ্ দিগনাগ তেটেঘেনে

নাগ্ ধেংতা কতাহু তেটে তেটে কতা

কতা কতা কেড়ান্ ধা কতা কেড়ান্ ধা

০  
কতা কেড়ান। ধা

### সান্তিতাল

সান্তি দশ মাত্রার তাল, ইহাতে সাতটি আঘাত ও তিনটি ফাঁক।

### ঠেকা—

+  
ধা দেং খুন্ কেটে তাগ ধাগে দেত্তা কতেটে

১  
তা তেটে তেটে ধুন্ কেটে কেটেতাকা গদিঘেনে।

### পরম—

+  
তেটেতেটে ধুন্কেটে গদিঘেনে নাগ দেং তাগেগা

১  
ঘেন তেরেকেটে তাগ্ তাগ্ তেরে কেটেতাগ্

১  
তাগ দিগ্ তাক্ তেরেকেটে তাক্ তেরেকেটে

০  
তাগ্ তেরেকেটে তাক্ | ধা

ক্রমশঃ

## স্বরলিপি

## মিশ্র মল্লার—দাদুনা

আজি আষাঢ়ের সন্ধ্যায় যদি এলে,  
তুমি জাগো হে বন্ধু বন্ধ্যার বুকে  
সজল নয়ন মেলে।

ময়ূর মনের আড়ালে যে মন কাঁদে  
ময়ূরী বহিছে তারি অভিশাপ  
দেবতার পরমাদে ;

কুঁড়ির কামনা ভরা এ আঁচল  
মুছে দাও জলে বিরহ কাজল,  
এস ফুল হয়ে ফোটা হিরণ-হিয়ার  
ভরসায় কাঁটা ঠেলে।

আমি ত চাহিনি আলোকের ডোর  
আঁধার আমারে করিয়াছে ভোর,  
এযে মরণের নেশা বন্ধু আমার  
উজাড়ি আপনা ঢেলে।

কথা—শ্রীকণিভূষণ মৈত্র

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

না সা II সা<sup>+</sup> রা মা<sup>o</sup> -পা<sup>+</sup> -া<sup>+</sup> -না I না<sup>+</sup> -না সা<sup>o</sup> -া<sup>+</sup> -া<sup>+</sup> -া<sup>+</sup> I  
মা জি আ বা ঢে ব<sup>o</sup> ০ ০ স ন্ ধ্যা ০ ০ য়

নসাঁ নসাঁ -রাঁ | গা -পা -া I মা পা পা মপা গা -পা I  
য ০ দি ০ ০ এ লে (তুমি) জা গো হে ব ০ কু ০

মা জা -রাঁ | -রাঁ রা সা I রা রপা -পা | মা গা রগা I  
ব ক্যা ০ ব ব কে স জ ০ ল্ ন য় ন ০

সা -রা -গা | সা (সা সা) II  
মে ০ ০ লে আ জি



II { মা মা মা | গা ধা না I না না সা | না না সা I  
কুঁ ডি র কা ম না ভ রা এ আ চ ল  
আ মি তো চা হি নি আ লো কে র ভো র

রাঁ পাঁ পাঁ | পাঁ মঁ মঁগঁরাঁ I রাঁ গাঁ সঁরঁগাঁ | রাঁ সাঁ -সাঁ } I  
মু ছে দা ও জ লে০০ বি র হ০০ কা জ ল  
আ ধা র আ মা রে০০ ক রি ০০০ যাছে ভো র

সা সা I না সাঁ গা | পা পা পা I মপা মপা -গা | পা জ্ঞা -সা I  
এ স ফু ল হ য়ে ফো টা হির ৭০ ০ হি যা র  
এ যে ম র গে র নে শা ব০ ০০ কু আ মা র

রাঁ পাঁ পাঁ | মা গা রগা I সা -রাঁ -গা | সা (সা সা) II  
ভ র সা য় কা টা০ চৈ ০ ০ লে এ স  
উ জা ডি আ প না ঢে ০ ০ লে এ যে

II { সা সা সা | ন্‌সা ধ্‌ গ্‌ I প্‌ ম্‌ -প্‌ | -সা -া -া I  
ম য় র ম০ নে র আ ডা ০ লে ০ ০

রাঁ সগাঁ -দা | সা -া সা I সা সা রা | রা রা রা I  
যে ম০ ন কা ০ দে ম য় রী ব হি ছে

রাঁ পাঁ পাঁ | পমা জ্ঞা জ্ঞা I জ্ঞা মা পা | -া দ্‌ গ্‌ I  
তা রি অ ভি০ শা প দে ব তা র প র

গ্‌ -গ্‌ -সা | সা -া -া } II II  
মা ০ ০ দে ০ ০

## স্বরলিপি

### বাগীশ্বরী—ত্রিতাল

বাজুরী মুর গই মোরে লঙ্গরওয়া ।  
করকি কালাই ডোলন লাগি নিডরওয়া ॥  
সদারঙ্গিলে মহম্মদ শা,  
নিপট চতুর বলিহারি তুমহারী  
মিনতি করত কর হার গইলওয়া ॥

রচনা—অজ্ঞাত ।

সুর ও স্বরলিপি—শ্রী আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় ।

### আম্বারী

II <sup>০</sup> সা <sup>১</sup> সা <sup>২</sup> সা <sup>৩</sup> গা | গা -ধা মা ধা | গা -গা ধা মা | জ্ঞা রা সা সা  
বা দ্বু রি মু র ০ গ ই মো ০ রে ল দ্ব র ও যা

সা গা ধা গা | সা মা ধপা ধা | গা -গা ধা মা | জ্ঞা রা সা সা II  
ক র কি কা লা ই ডো ০ লন লা ০ গি নি ড র ও যা

### অস্তুরা

II <sup>০</sup> মা <sup>১</sup> গা -ধা <sup>২</sup> গা <sup>৩</sup> সা -সা সা -সা | সা সা সা সা সা সা -সা -সা -সা I  
স দা ০ র কি ০ লে ০ ম হ অ দ শা ০ ০ ০

সা সা সা মা | জ্ঞা রা সা রা | গা -গা ধা মা | জ্ঞা -রা সা -সা I  
নি প ট চ ত্ব র ব লি হা ০ রি ত্ব মহা ০ রী ০

সা গা ধা গা | সা মা ধপা ধা | গা -গা ধা মা | জ্ঞা -রা সা সা II  
মি ন তি ক র ত ক ০ র হা ০ র গই ল ০ ও যা

তান—

- ১। সী<sup>২</sup> গধা মধা গসী<sup>৩</sup> | গধা পমা জরা সা I
- ২। মধা গসী<sup>২</sup> মজরা রসী<sup>৩</sup> | গধা পমা জরা সা I
- ৩। সী<sup>০</sup> গধা সসী<sup>১</sup> জরা<sup>২</sup> | সগা ধপা মজা রসা |
- ৪। মজা রসা ধগা<sup>০</sup> সমা<sup>১</sup> | জরা সা মধা গসী<sup>২</sup> | মজরা রসী<sup>৩</sup> গধা পমা |
- জরা সা ধগা<sup>০</sup> সা I
- ৫। জরা<sup>০</sup> রসী<sup>১</sup> ররা<sup>২</sup> সগা<sup>৩</sup> | সসী<sup>০</sup> গধা গগা<sup>১</sup> ধমা<sup>২</sup> | মধা গসী<sup>৩</sup> রজরা<sup>০</sup> রসী<sup>১</sup> |
- গধা পমা জরা সা I

## গান

শ্রীশ্বেতকুমার মুখোপাধ্যায়

আছি বাদল বেলার অরুণ-আলো  
কোন কথাটা জানায় মোরে  
ঘুটিয়ে মনের নিকষ কালো।

আকাশ ধরা মঞ্জু হাসি'  
অসীম প্রেমে উঠল ভাসি',  
স্বপন মায়ায় কে যেন রে  
নৃতন করে বাস্লে ভালো।

বেদন গীতির করুণ স্বরে  
উদাসী মন গগন পারে  
বেড়ায় ঘুরে ঘুরে।

মিলন লাগি হৃদয় মম  
মৌন ব্যথার বিধুরতম,  
প্রাস্ত বুকে শান্তিধারা  
বন্ধু আমার ঢালো ঢালো।

## প্রথম শিক্ষার্থীর গান

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

শ্রীবিমলকুমার রায়

দেবগিরির যে স্বরলিপি দিয়াছি তাহাতে আছে শুধু গান ও ছ'একটি ছোট তান ; কিন্তু গান কেবলমাত্র স্বরের কাঠামো আর তানের উপর নির্ভর করে না—ইহার সৌন্দর্য ও মিষ্টত্ব নির্ভর করে কথিত রাগিণীর স্রষ্টা বিস্তার ও সূক্ষ্ম কার্যের উপর। হোরী, খেয়াল, ঠুংরী, যাহাই গান না কেন, এই বিস্তারেই তাহাদের কলাকুশলতার পরিচয় ; আ আ, ই ই করিয়া যে তান লওয়া হয়, তাহা হইতেছে একেবারে বাহিরের বস্তু। যাহা হউক তানের কথা লইয়া পরে আলোচনা করা যাইবে, এবার বিস্তারের কথা বলি। বিস্তার হইতেছে তিন প্রকার—

বিলম্বিত ( ওস্তাদী ভাষা বিলম্বিত ) বা মন্দ

মধ্য " " " বা মধ্

দ্রুত " " " বা জলদ

সাধারণতঃ বড় খেয়ালে এই তিন প্রকার বিস্তার

চলে, ছোট বা জলদ ধরনের খেয়ালে মধ্য ও দ্রুতলয়ের বিস্তারই করা হয়। শেষে আসে তান—যথা :—

(ক) বোল তান। (খ) অক্ষর তান।

ইহাদের সম্বন্ধে পরে বিশদভাবে লিখিব।

এবার দেবগিরির বিস্তারের পালা আরম্ভ করিলাম ; অবশ্য সম্পূর্ণ বিস্তার দিব না, বিস্তারের ধরণটি বুঝাইয়া দিব, তাহা হইলে পরে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই গান, গানের স্বর ও টঙ্ক অল্পসারে বাড়াইতে পারিবেন এবং আমার মনে হয় অল্প ভাবে স্বরলিপি অনুসরণ করা অপেক্ষা, স্বরলিপির রূপটি বুঝিলা লইয়া শেষে আপনার ধারণা অল্পসারে সেই রাগিণীর রূপ ফুটাইবার চেষ্টা করা উচিত, কারণ তাহাতে জ্ঞানের উন্নতিও হয় ও সৌন্দর্য্যসৃষ্টির প্রবৃত্তিও আসে ; তাহা না হইলে থাকে কেবল অল্পকরণ প্রবৃত্তি—যাহা নূতন রসসৃষ্টির মূলে কুঠারাঘাত করে।

## দেবগিরি—ত্রিতাল

## বিস্তার বিলম্বিত

( শিক্ষার্থীর সুবিধার জন্ত তিন প্রকার বিস্তার পর পর দিব )

১। মোর এ ন | যান ০ ০ ০ | গপা -পা -মা -গা | -পা -পা পা -পা I  
তোমা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

পধা ধা -ধা -পা | -মা -গা -গা -রা | -গা -মা ধপা -মা | -গা গা -রা -মা I  
দর ল ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

২।  $\overset{১}{মো}$   $\overset{১}{র}$   $\overset{১}{এ}$   $\overset{১}{ন}$  |  $\overset{+}{মা}$   $\overset{+}{ন}$   $\overset{+}{০}$   $\overset{+}{০}$  |  $\overset{৩}{সগা}$   $\overset{৩}{-গা}$   $\overset{৩}{-গা}$   $\overset{৩}{-গা}$  |  $\overset{০}{-রা}$   $\overset{০}{-গা}$   $\overset{০}{মা}$   $\overset{০}{মা}$  I  
 $\overset{০}{মো}$   $\overset{০}{০}$   $\overset{০}{০}$   $\overset{০}{০}$  |  $\overset{০}{০}$   $\overset{০}{০}$   $\overset{০}{র}$   $\overset{০}{এ}$

$\overset{১}{-রা}$   $\overset{১}{-গা}$   $\overset{১}{-রগা}$   $\overset{১}{মা}$  |  $\overset{+}{গা}$   $\overset{+}{-গা}$   $\overset{+}{-গা}$   $\overset{+}{গা}$  |  $\overset{৩}{সা}$   $\overset{৩}{মগা}$   $\overset{৩}{-পা}$   $\overset{৩}{-পা}$  |  $\overset{০}{পা}$   $\overset{০}{ধপা}$   $\overset{০}{-ধা}$   $\overset{০}{-ধনা}$  I  
 $\overset{০}{০}$   $\overset{০}{০}$   $\overset{০}{০০}$   $\overset{০}{ন}$  |  $\overset{০}{মা}$   $\overset{০}{০}$   $\overset{০}{০}$   $\overset{০}{ন}$  |  $\overset{০}{তো}$   $\overset{০}{০}$   $\overset{০}{০}$   $\overset{০}{০}$  |  $\overset{০}{মা}$   $\overset{০}{০}$   $\overset{০}{০}$   $\overset{০}{০০}$

$\overset{১}{ধা}$   $\overset{১}{-পা}$   $\overset{১}{মা}$   $\overset{১}{-গা}$  |  $\overset{+}{রা}$   $\overset{+}{গা}$   $\overset{+}{পা}$   $\overset{+}{-মা}$  |  $\overset{৩}{-গা}$   $\overset{৩}{-গা}$   $\overset{৩}{-রা}$   $\overset{৩}{-গা}$  |  $\overset{০}{-রগা}$   $\overset{০}{মা}$   $\overset{০}{গা}$   $\overset{০}{-রসা}$  II  
 $\overset{০}{০}$   $\overset{০}{০}$   $\overset{০}{রি}$   $\overset{০}{০}$  |  $\overset{০}{দ}$   $\overset{০}{র}$   $\overset{০}{শ}$   $\overset{০}{০}$  |  $\overset{০}{০}$   $\overset{০}{০}$   $\overset{০}{০}$   $\overset{০}{০}$  |  $\overset{০}{০০}$   $\overset{০}{যা}$   $\overset{০}{চে}$   $\overset{০}{০০}$

৩।  $\overset{১}{মো}$   $\overset{১}{র}$   $\overset{১}{এ}$   $\overset{১}{ন}$  |  $\overset{+}{মা}$   $\overset{+}{ন}$   $\overset{+}{০}$   $\overset{+}{০}$  |  $\overset{৩}{পা}$   $\overset{৩}{পা}$   $\overset{৩}{ধা}$   $\overset{৩}{-পা}$  |  $\overset{০}{-ধা}$   $\overset{০}{-না}$   $\overset{০}{-ধা}$   $\overset{০}{পা}$  I  
 $\overset{০}{মো}$   $\overset{০}{র}$   $\overset{০}{এ}$   $\overset{০}{০}$  |  $\overset{০}{০}$   $\overset{০}{০}$   $\overset{০}{০}$   $\overset{০}{ন}$

$\overset{১}{সঁ}$   $\overset{১}{-সঁ}$   $\overset{১}{-সঁ}$   $\overset{১}{-সঁ}$  |  $\overset{+}{-সঁ}$   $\overset{+}{-সঁ}$   $\overset{+}{-সঁ}$   $\overset{+}{সঁ}$  |  $\overset{৩}{সঁ}$   $\overset{৩}{সঁগা}$   $\overset{৩}{-গা}$   $\overset{৩}{-গা}$  |  $\overset{০}{-রাঁ}$   $\overset{০}{-রাঁ}$   $\overset{০}{সঁ}$   $\overset{০}{-সঁ}$  I  
 $\overset{০}{মা}$   $\overset{০}{০}$   $\overset{০}{০}$   $\overset{০}{০}$  |  $\overset{০}{০}$   $\overset{০}{০}$   $\overset{০}{০}$   $\overset{০}{ন}$  |  $\overset{০}{তো}$   $\overset{০}{মা}$   $\overset{০}{০}$   $\overset{০}{০}$  |  $\overset{০}{০}$   $\overset{০}{০}$   $\overset{০}{রি}$   $\overset{০}{০}$

$\overset{১}{সঁ}$   $\overset{১}{না}$   $\overset{১}{-সঁ}$   $\overset{১}{-ধা}$  |  $\overset{+}{-পা}$   $\overset{+}{ধা}$   $\overset{+}{-ধপা}$   $\overset{+}{-পা}$  |  $\overset{৩}{-মা}$   $\overset{৩}{-গা}$   $\overset{৩}{-গা}$   $\overset{৩}{-রা}$  |  $\overset{০}{-রগা}$   $\overset{০}{মা}$   $\overset{০}{-সা}$   $\overset{০}{-রসা}$  II  
 $\overset{০}{দ}$   $\overset{০}{র}$   $\overset{০}{০}$   $\overset{০}{০}$  |  $\overset{০}{০}$   $\overset{০}{শ}$   $\overset{০}{০}$   $\overset{০}{০}$  |  $\overset{০}{০}$   $\overset{০}{০}$   $\overset{০}{০}$   $\overset{০}{০}$  |  $\overset{০}{০০}$   $\overset{০}{যাচে}$   $\overset{০}{০}$   $\overset{০}{০০}$

ক্রমশঃ

### ভ্রমসংশোধন—

এই প্রবন্ধের পৃষ্ঠাংশ ১৩৪১ সনের চৈত্র সংখ্যায় রগা মা : গঃ | স্থানে রগা মা -ঃ গঃ | হইবে।  
 প্রকাশিত স্বরলিপির অন্তরায় ৩য় পংক্তিতে— তাঃ ইঃ হঃ | তাঃ ইঃ হঃ |

## স্বরলিপি

মিন্নামল্লার—তেতাল ( মধ্যগতি )

ঘুম না আসে চোখে শাওন বাতে ।  
মন জাগে মোর ধাবার সাথে ।  
পণ্ডন শননন, দেয়ারি গবজন,  
পিষা লাগি হোলো যে মন উচাটন,  
গোপনে ঝরে বারি আঁখি পাতে ।

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীবিনোদ চক্রবর্তী, বি এ

ব্যবহার—জ, গ, ন। সম্পূর্ণ জাতি । রাত্রি ২য় প্রহর ।  
পকড়—রা মা রা সা ধা গা পা ম্পা প্ধা না সা ।

### আস্তহারী

II ন্‌<sup>০</sup> সা রজ্জঃ মঃ রা সা<sup>১</sup> , গা<sup>১</sup> ধা গঃ প্ধঃ ম্‌<sup>২</sup> প্‌<sup>৩</sup> : | সা<sup>২</sup> -<sup>৩</sup> বা সা<sup>৩</sup> প্‌<sup>৩</sup> ম্প্‌<sup>৩</sup> সা<sup>৩</sup> -<sup>৩</sup> I  
ঘু ০ ০ ০ ০ ম না । আ স চো ০ ০ ০ থে | গা ০ ও ন বা ০ ০ তে ০

সা -<sup>৩</sup> ধা<sup>৩</sup> ধা<sup>৩</sup> -<sup>৩</sup> পা<sup>৩</sup> ধা<sup>৩</sup> মা<sup>৩</sup> -<sup>৩</sup> পা<sup>৩</sup> মপধা<sup>৩</sup> -<sup>৩</sup> গা<sup>৩</sup> ধপমা<sup>৩</sup> -<sup>৩</sup> জমা<sup>৩</sup> বা -<sup>৩</sup> জা<sup>৩</sup> সা<sup>৩</sup> -<sup>৩</sup> I II  
ম ০ ন জা ০ গে মো ঝ ধা ০ ০ রা ০ ০ রি সা ০ থে ০

### অন্তরা

II পা<sup>০</sup> মা<sup>১</sup> গা<sup>১</sup> ধা<sup>১</sup> | না<sup>১</sup> না<sup>১</sup> না<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> না<sup>২</sup> সা<sup>২</sup> -<sup>২</sup> রা<sup>২</sup> সা<sup>২</sup> না<sup>৩</sup> সা<sup>৩</sup> রা<sup>৩</sup> রা<sup>৩</sup> I  
প ও য ন | শ ন ন ন দে ঘা ০ রি | গ র জ ন

জা<sup>৩</sup> জা<sup>৩</sup> জমা<sup>৩</sup> জমা<sup>৩</sup> | রা<sup>৩</sup> -<sup>৩</sup> জা<sup>৩</sup> রা<sup>৩</sup> সা<sup>৩</sup> সা<sup>৩</sup> -<sup>৩</sup> না<sup>৩</sup> -<sup>৩</sup> রা<sup>৩</sup> সা<sup>৩</sup> গা<sup>৩</sup> ধা<sup>৩</sup> গা<sup>৩</sup> পা<sup>৩</sup> I  
পি ঝা লা ০ গি ০ | হো ০ ল যে ম ০ ০ ন | উ চা ট ন

পা<sup>৩</sup> রা<sup>৩</sup> সা<sup>৩</sup> -<sup>৩</sup> গা<sup>৩</sup> | ধগা<sup>৩</sup> পধা<sup>৩</sup> মা<sup>৩</sup> পা<sup>৩</sup> | মপধা<sup>৩</sup> -<sup>৩</sup> সা<sup>৩</sup> জা<sup>৩</sup> -<sup>৩</sup> | রা<sup>৩</sup> -<sup>৩</sup> সা<sup>৩</sup> -<sup>৩</sup> I II  
গো প নে ০ | ঝা ০ রে ০ বা রি | আ ০ ০ ধি ০ | পা ০ তে ০

ভান

( আস্থায়ীর )

১। ধুম না আসে চোখে— <sup>২</sup>গ্‌পা <sup>৩</sup>গ্‌মা সন্‌ রসা | মজ্জা মরা সরা ন্‌সা I

২। " — <sup>২</sup>প্‌ধ্‌গা <sup>৩</sup>ধ্‌গ্‌মা ন্‌সরা সন্‌সা | পমজ্জা মজ্জরা জরসা রন্‌সা I

৩। মন জাগে মোর — <sup>২</sup>পগা <sup>৩</sup>ধপা মপা মপা | রমা রপা সরা ন্‌সা I

৪। " — <sup>২</sup>সরা <sup>৩</sup>জমা গধা পপা | জমা রজা সরা ন্‌সা I

( অন্তরার )

৫। পণ্ডন শননন — <sup>২</sup>মপা <sup>৩</sup>গপা নসাঁ রঁসাঁ | গধা গপা গধা নসাঁ I

৬। " — <sup>২</sup>নসাঁ <sup>৩</sup>রঁসাঁ গধা পমা | মপা গধা ননা সঁসাঁ I

৭। পণ্ডন শননন দেয়ারি গবজন— <sup>০</sup>রজ্জরা <sup>১</sup>সরসা <sup>২</sup>গ্‌সগ্‌া <sup>৩</sup>ধ্‌গ্‌ধা | পধমা পধগা জমজ্জা রজ্জসা |

<sup>২</sup>সরজ্জা <sup>৩</sup>রজ্জমা <sup>৪</sup>জমপা <sup>৫</sup>মপধা | <sup>৬</sup>পধগা <sup>৭</sup>ধনসাঁ <sup>৮</sup>নরঁসাঁ <sup>৯</sup>গধপা I

৮। " <sup>০</sup>রা <sup>১</sup>জ্জা <sup>২</sup>মা <sup>৩</sup>পা | <sup>৪</sup>সাঁ <sup>৫</sup>জ্জা <sup>৬</sup>মা <sup>৭</sup>পা | <sup>৮</sup>সাঁ <sup>৯</sup>রা <sup>১০</sup>মা <sup>১১</sup>পা | <sup>১২</sup>গাঁ <sup>১৩</sup>ধা <sup>১৪</sup>না <sup>১৫</sup>সাঁ I

## মৃদঙ্গ বাদন

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দে (সুবোধবাবু)

## সুরস্বাক্ষর আড়ি

১৩২।  $\begin{matrix} + \\ \text{থুগেনে} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{কড়ান্না} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{ধেতা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 1 \\ \text{ধা ধা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 1 \\ \text{ত্রেকেটে} \end{matrix}$   $\begin{matrix} + \\ \text{তাগ} \end{matrix}$

$\begin{matrix} 2 \\ \text{ধেয়ে} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 2 \\ \text{তাগেনে} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{দিন} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{কড়ান্} \end{matrix}$   $\begin{matrix} + \\ \text{তেটে} \end{matrix}$   $\begin{matrix} + \\ \text{কদে} \end{matrix}$   $\begin{matrix} + \\ \text{ধা} \end{matrix}$

$\begin{matrix} 0 \\ \text{কং} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{কং} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{ক্ষেখেং} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 1 \\ \text{খেকেটে} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 1 \\ \text{থুনা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{ঘেড়ানাগ} \end{matrix}$

$\begin{matrix} 2 \\ \text{দেং} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 2 \\ \text{থুনা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{ঘেড়েনাগ} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{দেং} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{থুনা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{ঘেড়ানাগ} \end{matrix}$

$\begin{matrix} + \\ \text{দেং} \end{matrix}$   $\begin{matrix} + \\ \text{ধা} \end{matrix}$

## আড়ি

১৩৩।  $\begin{matrix} + \\ \text{ধা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{আন} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{কতেটে} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{ত্রেগেনে} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 1 \\ \text{থুনা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 1 \\ \text{নাগ} \end{matrix}$

$\begin{matrix} 2 \\ \text{নারাণ} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 2 \\ \text{তাগে} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{তেটে} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{ধাতি} \end{matrix}$   $\begin{matrix} + \\ \text{থুনা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} + \\ \text{কতা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} + \\ \text{তেটে} \end{matrix}$

$\begin{matrix} 0 \\ \text{দেয়েঘেনে} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 1 \\ \text{কড়ান} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 1 \\ \text{ধেতা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 2 \\ \text{তাগেনে} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 2 \\ \text{কতা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{কতা} \end{matrix}$

$\begin{matrix} 0 \\ \text{যেগে} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{থুগনা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} + \\ \text{ত্রেগেন্} \end{matrix}$   $\begin{matrix} + \\ \text{তাগে} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{কতা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{তাআনে} \end{matrix}$

$\begin{matrix} 1 \\ \text{নাগ্না} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 1 \\ \text{তাগ} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 1 \\ \text{দিন} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 2 \\ \text{তাগে} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 2 \\ \text{ত্রেগেঘেনে} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{নাগ} \end{matrix}$

$\begin{matrix} 0 \\ \text{থুগেনে} \end{matrix}$   $\begin{matrix} + \\ \text{থু} \end{matrix}$   $\begin{matrix} + \\ \text{কড়ান} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{তাগ} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{দিই} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 1 \\ \text{দি} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{কেটে} \end{matrix}$

$\begin{matrix} 1 \\ \text{ত্রেগে} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 2 \\ \text{ধানক} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 2 \\ \text{ত্রেগে} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{ধানক} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{ত্রেগে} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{ধানক} \end{matrix}$

$\begin{matrix} + \\ \text{ধা} \end{matrix}$

$\begin{matrix} + \\ \text{৩৩৪।} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{ধেনান্} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{হেটে} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{ঘে} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 1 \\ \text{ঘে} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 1 \\ \text{নাগেনে} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 2 \\ \text{কং} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 2 \\ \text{তা} \end{matrix}$

$\begin{matrix} 0 \\ \text{কতা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{দিন} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{দেন} \end{matrix}$   $\begin{matrix} + \\ \text{তাগে} \end{matrix}$   $\begin{matrix} + \\ \text{তা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{দেং} \end{matrix}$

$\begin{matrix} 0 \\ \text{থুনা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{ত্রেগে} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 1 \\ \text{থুনা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 1 \\ \text{থুন্} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 2 \\ \text{খেএকং} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 2 \\ \text{কং} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 2 \\ \text{কদে} \end{matrix}$

$\begin{matrix} 0 \\ \text{কেড়ে} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{নাগ} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{দীইতা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} + \\ \text{কড়ান্} \end{matrix}$   $\begin{matrix} + \\ \text{তা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{কেড়ে} \end{matrix}$

$\begin{matrix} 0 \\ \text{ত্রেগে} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{কতা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 1 \\ \text{ঘেনে} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 1 \\ \text{কতা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 2 \\ \text{থুন্} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 2 \\ \text{থুন্} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 2 \\ \text{দেঘে} \end{matrix}$

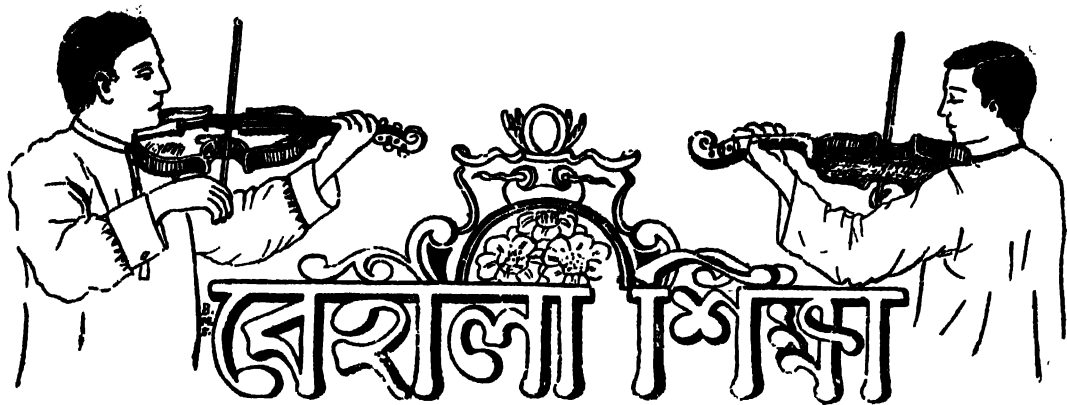
$\begin{matrix} 0 \\ \text{ঘেদে} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{কড়ান} \end{matrix}$   $\begin{matrix} + \\ \text{তাগ} \end{matrix}$   $\begin{matrix} + \\ \text{তাগেনে} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{তাতা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{ধা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{কং} \end{matrix}$

$\begin{matrix} 1 \\ \text{কং} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 1 \\ \text{তাগেনে} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 2 \\ \text{তাতা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 2 \\ \text{ধা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{কং} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{কং} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{তাগেনে} \end{matrix}$

$\begin{matrix} + \\ \text{তাতা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} + \\ \text{ধা} \end{matrix}$







## বেহালা শিক্ষা প্রণালী

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

ঐরাখালদাস মজুমদার

নিম্নের অধ্যায়গুলিতে যেখানে মধ্য-অর্ধ ছড়ি ও সম্পূর্ণ ছড়ি ব্যবহার করিতে হইবে সেই স্বরলিপির উপর সজ্ঞেপে "ম. অ." ও "স" চিহ্ন দেওয়া হইল। যে স্বরলিপির উপর — এই চিহ্ন দেওয়া আছে, তাহা সম্পূর্ণ ছড়ি দ্বারা বাজাইতে হইবে।

ম. অ.

৩৮। সা রা সা রা | গা পা মা গা | পা না পা না | সা<sub>৪</sub> পা<sub>৪</sub> গা পা I

মা না সা<sub>৪</sub> মা | গা ধা না গা | মা পা<sub>৪</sub> রা পা<sub>৪</sub> | গা পা<sub>৪</sub> গা সা I

গা সা<sub>৪</sub> গা সা<sub>৪</sub> | পা পা<sub>৪</sub> গা পা | গা রা<sub>৪</sub> সা<sub>৪</sub> গা | গা রা সা<sub>৪</sub> রা I

গা গা রা<sub>৪</sub> সা<sub>৪</sub> | না ধা পা মা | গা রা গা পা | সা<sub>৪</sub> - - - II

৩৯। মা <sup>স.</sup> -া ধা -া | ধা <sup>স.</sup> গা পা | মা -া না -া | <sup>স.</sup> না ধা পা I

মা -া সা -া | গা <sup>স.</sup> রা <sup>স.</sup> না | ধা -া মা -া | পা গা রা <sup>স.</sup> I

সা -া সা -া | সা <sup>স.</sup> না ধা পা | মা -া -া -া | <sup>স.</sup> না -া -া -া I

৪০। না <sup>ম. অ.</sup> রা মা না | সা <sup>স.</sup> -া <sup>ম. অ.</sup> গা -া | ধা মা <sup>স.</sup> গা রা | রা <sup>স.</sup> -া না -া I

<sup>ম. অ.</sup> পা না গা পা | মা <sup>স.</sup> রা না মা | গা <sup>স.</sup> সা রা না | ধা মা পা ধা I

না রা মা না | সা <sup>স.</sup> -া <sup>ম. অ.</sup> গা -া | ধা মা <sup>স.</sup> গা রা | রা <sup>স.</sup> -া না -া I

<sup>ম. অ.</sup> রা না মা রা | সা গা পা <sup>স.</sup> সা | ধা মা পা ধা | না মা রা না II

ক্রমশঃ

গৎ

ভৈরবী—কাওয়ালী

রচনা—সঙ্গীত শিক্ষক শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দত্তের ছাত্র, শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

আস্থারী

II মা মা মপা মা | জা জা খা সা | গা সা খা মা | জমা জখা সা - I  
 পা পা পা পা | গা গা দা পা | গা মা দা পা | জমা জখা সা - II

অস্তুরা

II মা মা দা দণা | সা সা সা সা | গা সা গমা খা সা | গা দা পা পা I  
 জা জা জা জমা | জা জা খা সা | জা মা দা পা | জমা জখা সা - I

উপেজ

II সা সা সখা দা | গা সা জা জা | মা মা মপা মা | দা গা সা সা I  
 জা জা জা জমা | খা খা সা সা | জা মা দা পা | জমা জখা সা - II

গান

শ্রীমধীন্দ্রনাথ মিত্র

যোর বিজ্ঞান মরমে নৃপূর বাজে কি ঐ  
 কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিছে সে 'কৈ কৈ ?'

আঁধারে আঁধারে ঝরিয়া বাদলধারা  
 বনের পাতায় নামিছে অশ্রুপারা,  
 বিরহ-বাধায় মিলিতেছে ঐ ঐ !

কে অভিসারিকা মনের বনের পথে  
 চলে একাকিনী অকূল আঁধার রাতে।

বাউল বাতাস কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফেরে  
 কদম-কেয়ার গোপন বৃকের পরে,  
 হৃদয়-সাগর ছলিতেছে থৈ থৈ !

\* গানখানি শ্রীমতী ছবিরাণী রায় হিন্দুস্থান রেকর্ডে গাহিয়াছেন।

## স্বরলিপি

### মালকোশ-ত্রিতাল

শ্রাবণ গগনে ঝরে জলধারা ।  
করুণকণ্ঠে কাঁদি চাতকিণী সারা ।  
অঁধার অস্থর বিজলো চমকিত,  
ধরাবাসী নরনারী আকুলিত ;  
হিমকরকারাশি ছাইল ধরা ॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

### আম্ভারী

II [ সমা জা সা ] ১ + ৩  
II সা সা সা সা | গ -সা দা গা | -সা সমা মা মা | জা -মা জমা -জমা I  
শ্রা ব গ | গ ০ গ নে | ০ ঝরে জ ল | ধা ০ রা ০ ০০

০ ১ + ৩  
-সা সা সা সা | গা -সা দা গা | -সা সমা মা মা | মা -সা মা -সা I  
০ শ্রা ব গ | গ ০ গ নে | ০ ঝরে জ ল | ধা ০ রা ০

০ ১ + ৩ ০  
মা মা জা মা | -দা গা দগা সা | গা গা দা মা | জা -মা জমা -জমা I -সা  
ক ক গ ক | ০ ঠে কাঁ ০ দি | চা ত কি গী | সা ০ রা ০ ০০ ০

### অস্তুরা

II জমা দা গা | সা -সা সা সা | + -সা স'সা গা দা | গ'সা -সা সা সা I  
জা ০ ধা র | অ ০ ধ র | ০ বিজ লী চ | য ০ ০ কি ত

<sup>০</sup>সী <sup>১</sup>মী -<sup>১</sup> মী | <sup>২</sup>জ'মী -<sup>৩</sup>জ'মী সী সী | <sup>৪</sup>সী -<sup>৫</sup>গা দা | <sup>৬</sup>গা -<sup>৭</sup>গা গা I  
ধ রা ০ বা | সী ০ ০০ ন র | না ০ রী আ | কৃ ০ লি ত

<sup>০</sup>মী -<sup>১</sup>জা জা | <sup>২</sup>মী দগ'সী সী সী | <sup>৩</sup>গা -<sup>৪</sup>দা মা | <sup>৫</sup>জা -<sup>৬</sup>মা জ'মা -<sup>৭</sup>জ'মা I <sup>৮</sup>সী  
হি ০ ম ক | র কা ০০ রা মি | ছা ০ ই ল | ধ ০ রা ০ ০০ ০

### তান—

১। <sup>১</sup>দ'গা <sup>২</sup>সজা <sup>৩</sup>মা -<sup>৪</sup> | <sup>৫</sup>মদা <sup>৬</sup>মজা <sup>৭</sup>মজা <sup>৮</sup>সা I <sup>৯</sup>সা  
আ ০ ০০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০ ০

২। <sup>১</sup>গ'সা <sup>২</sup>দ'গা <sup>৩</sup>সজা <sup>৪</sup>মমা | <sup>৫</sup>দদা <sup>৬</sup>মজা <sup>৭</sup>মমা <sup>৮</sup>জ'সা I <sup>৯</sup>সা  
আ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

৩। <sup>১</sup>দ'গা <sup>২</sup>সজা <sup>৩</sup>মদা <sup>৪</sup>গ'সী | <sup>৫</sup>গ'গা <sup>৬</sup>দমা <sup>৭</sup>জ'মা <sup>৮</sup>জ'সা I <sup>৯</sup>সা  
আ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

৪। <sup>১</sup>গ'গা <sup>২</sup>দমা <sup>৩</sup>দদা <sup>৪</sup>মজা | <sup>৫</sup>মমা <sup>৬</sup>জ'সা <sup>৭</sup>গ'সা <sup>৮</sup>দ'গা I <sup>৯</sup>সমা  
আ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

৫। <sup>১</sup>দ'গা <sup>২</sup>সজা <sup>৩</sup>মদা <sup>৪</sup>গ'সী | <sup>৫</sup>গ'দা <sup>৬</sup>মজা <sup>৭</sup>মদা <sup>৮</sup>গ'সী | <sup>৯</sup>গ'দা <sup>১০</sup>মজা <sup>১১</sup>মমা <sup>১২</sup>জ'সা I <sup>১৩</sup>গ'সা  
আ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

৬। <sup>১</sup>জ'মা <sup>২</sup>দগা <sup>৩</sup>সী <sup>৪</sup>দগা | <sup>৫</sup>স'সী <sup>৬</sup>গদা <sup>৭</sup>মদা <sup>৮</sup>গদা | <sup>৯</sup>মজা <sup>১০</sup>মদা <sup>১১</sup>গ'সী <sup>১২</sup>গদা | <sup>১৩</sup>মদা <sup>১৪</sup>মজা <sup>১৫</sup>মজা <sup>১৬</sup>সা I <sup>১৭</sup>সা  
আ ০ ০০ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০ ০

৭। <sup>০</sup>জমা <sup>০</sup>দণা <sup>০</sup>সর্মা <sup>০</sup>জর্মা | <sup>০</sup>গর্মা <sup>০</sup>গদা <sup>০</sup>মদা <sup>০</sup>গর্মা | <sup>+</sup>জমা <sup>০</sup>দণা <sup>০</sup>সর্মা <sup>০</sup>দমা |  
আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

<sup>০</sup>জমা <sup>০</sup>জমা <sup>০</sup>দণা <sup>০</sup>সমা | <sup>০</sup>মা  
০ ০ ০ ০ ০

<sup>+</sup>সর্জর্মা <sup>০</sup>গর্গর্মা <sup>০</sup>দর্গর্মা <sup>০</sup>মর্গর্মা | <sup>০</sup>জর্জর্মা <sup>০</sup>সর্জর্মা <sup>০</sup>গর্সর্গর্মা <sup>০</sup>দর্সর্গর্মা | <sup>০</sup>মা  
আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

## শোক সংবাদ

গত ১০ই জুন, সোমবার, রাত্রি দুই ঘটিকার সময় সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী অশ্রমতী দেবী অকস্মাৎ ইহধাম ত্যাগ করিয়া



পরলোকগমন করিয়াছেন। স্বর্গীয়া অশ্রমতী দেবী বহু সঙ্গুণসম্পন্ন আদর্শ মহিলা ছিলেন। ষাঁহার তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহার তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও

ভক্তি করিতেন। তিনি একজন সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা ছিলেন। তাঁহার পিতা কলিকাতার ইটালী নিবাসী স্বর্গীয় কেশবলাল অধিকারী। কেশববাবু একজন প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন। অশ্রমতী দেবী কেশববাবুর কনিষ্ঠা কন্যা। কেশববাবুদের গৃহে সঙ্গীতচর্চা থাকায় অশ্রমতী দেবী শিশুকাল হইতেই সঙ্গীতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ফ্রান্স গায়ক স্বর্গত হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার মাতুল হইতেন। মাতুলালয়ের দিক্ দিয়াও তিনি সঙ্গীতচর্চায় বিশেষ সহায়তা পাইয়াছিলেন। একদিকে তিনি যেমন আদর্শ গৃহিণী ছিলেন অন্যদিকেও তিনি বিবিধ সঙ্গুণালঙ্কৃত ছিলেন। তিনি সংসারের যাবতীয় কার্যাদি করিয়াও ছোট ছোট পুত্রকন্যাদিগকে নিয়মিত সঙ্গীত ও লেখাপড়া শিক্ষা দিতেন। মৃত্যুকালীন তাঁহার পাঁচটি পুত্র ও চারিটি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে তাঁহার এই পরলোকগমন আমাদের কাছে অত্যন্ত বাতাতুর করিয়াছে। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইয়া অমরাত্মার শান্তিকামনা করিতেছি।

## A black and white illustration of a woman with long dark hair, wearing a long, flowing dress with a high collar and long sleeves. She is sitting on the ground, leaning back on her left arm, and holding a large, open book with both hands, looking down at it intently. The style is simple and graphic, with bold lines and no shading.



মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তবলা সজ্জত করিয়া বিশেষ প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন। এই উদীয়মান বাদক অধূর ভবিষ্যতে একজন খ্যাতনামা বাদকশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইবেন, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। অহুষ্ঠানে কতিপয় খ্যাতনামা ভদ্রমহোদয় ও মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় সাড়ে নয় ঘটিকার সময় অহুষ্ঠান ভঙ্গ হয়।

### সুরশিল্পী তিমিরবরণ ও তাঁহার ঐক্যতান বাদক সত্ত্ব

গত ২ই জুন সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকার সময় ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীটস্থ কুমার সিং হলে বিশ্ববিখ্যাত সুরশিল্পী তিমিরবরণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের স্বরোদ বাদ্য এবং তাঁহার সুপরিচালিত ঐক্যতান বাদক সজ্জের ঐক্যতান বাদনের আয়োজন হইয়াছিল। প্রথমে সুরশিল্পী তিমিরবাবু একটি ললিত গৌরী যিশ্র রাগিণীর স্তমধুর আলাপ অতিশয় কৃতিত্বের সহিত বাজাইয়া তাঁহার স্তন্যম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। পরে ইমন-কল্যাণ রাগিণীর একটি গং বাজাইয়া সভাস্থ সকলকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেন। ইহার পর তাঁহার ঐক্যতান সজ্জের বিশিষ্ট শিল্পীগণ কর্তৃক দুইখানি ঐক্যতানিক গং বাজান হয়। বলা বাহুল্য তিমিরবাবুর স্তমধুর পরিচালনা ও সুশিক্ষিত গঠিত শিল্পীগণ স্ব স্ব যন্ত্রবাদনে ঐক্যতানের বৈশিষ্ট্য অতি স্তমধুররূপে বজায় রাখিয়াছিলেন। এই অহুষ্ঠানে সাহিত্যসম্রাট শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। শরৎবাবু তাঁহার বাজনা শুনিয়া অশেষ ধন্যবাদ ও উৎসাহ প্রদান করেন। এই সব সঙ্গীতাদির সহিত তিমিরবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শিশিরশোভন ভট্টাচার্য মহাশয় তবলা সজ্জত করিয়া বিশেষ ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন।

এই অহুষ্ঠানে কলিকাতার বহু সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় ও ভারতীয় ভদ্র মহোদয় ও মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রী আর, এম, ঠাকুর, নন্দলাল বসু, অসিত হালদার, নরেন্দ্র দেব, অক্ষয়কুমার নন্দী, শ্রীযুক্ত ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, প্রমদা চৌধুরাণী, রাধারাণী দেবী, কুমারী অমলা নন্দী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকায় অহুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

### শ্রীশ্রীগোরাঙ্গ স্মৃতি-মন্দির (ভিত্তি স্থাপনোৎসব)

গত ২৩এ জ্যৈষ্ঠ, শনিবার দিবস হাওড়া ৩১ নং বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জী লেনস্থ শ্রীশ্রীগোরাঙ্গ স্মৃতি-মন্দিরের স্তম্ভ ভিত্তি স্থাপনোৎসবে হাওড়া সমাজ কর্তৃক সুপ্রসিদ্ধ গীতাভিনয় “নদের নিমাই” অভিনীত হইয়াছিল। উক্ত গীতাভিনয়ের পরিচয় দেওয়া নিম্নয়োজন। আজ প্রায় তিন বৎসরের অধিক হইতে চলিল বাংলার সর্বত্রই ইহা সমাদৃত হইতেছে। এই সম্প্রদায়ের অভিনয়-কৌশল সত্যি স্বাভাবিক, প্রাণস্পর্শী ও প্রশংসনীয়। প্রত্যেকটি চরিত্র এত স্তমধুর ও স্বাভাবিকরূপে অভিনয় করিয়া থাকেন, যে, তদ্রূপে দর্শকবৃন্দ মুগ্ধ না হইয়া পারেন না। উক্ত মন্দিরের কর্তৃপক্ষ মহোদয়গণ মনীয় পত্রিকার কার্যাব্যয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর দাস এবং তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কালীচরণ দাস মহাশয়কে যথাসম্ভব আদর আপ্যায়নাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে কোনরূপ ক্রটি করেন নাই। উক্ত অভিনয়ে বহু দর্শকের সমাবেশ হওয়ার তিলধারণের স্থান পর্যাপ্ত ছিল না। আমরা এই মন্দির প্রতিষ্ঠাতা ও হাওড়া সমাজের কর্তৃপক্ষদিগকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়া তাঁহাদের ক্রমোন্নতি বাঞ্ছা করিতেছি।

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতবিশারদ শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্তী,  
শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ।



১২শ বর্ষ

শ্রাবণ, ১৩৪২ সাল

৪র্থ সংখ্যা

## পরলোকে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দাশগুপ্ত

জীবন-মৃত্যুর সঙ্কল্প যে কখন উপস্থিত হয়, তাহা কেহই বলিতে পারে না। মূহূর্তপূর্বে যাহাকে হাসিতে, খেলিতে দেখিতেছি, মূহূর্তপরে হয় ত তাহাকে দেখিব তার হাসি খেলার চিরাবসান হইয়া গিয়াছে। মৃত্যু যে জীবনের পশ্চাতে চায়ার মত অতুসরণ করে, আর জীবন তাহাকে এড়াইতে গিয়া কতপ্রকার ভীকতার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। জীবনকে মৃত্যুর নিকট পরাজয় মানিতেই হইবে। কিন্তু পরাজয় মানিবেনা জীবনের মহিমময় কীর্তি। সে যেন বিজয়-গর্ভ লইয়া নিখিল বিশ্বকে মহত্তর পথে ইচ্ছিত করিতেছে। যে মানব তাহার এই ইচ্ছার প্রতি প্রত্যাবান, সেই শ্রেষ্ঠ; যে মানব তাহাকে অবজ্ঞা করে, সে জগতের নিকট চির অবজিত।

আজ দিনেন্দ্রনাথ নাই, কিন্তু তিনি যে সকলের হৃদয় জুড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহার সেই সদাশান্তময় প্রফুল্ল আনন যে মানসকে আজিও ভাসিতেছে, বোধ হয় চিরদিনও ভাসিবে। তাঁহার মধুময় সম্ভাষণ যে জীবনের শেষক্ষণেও ভুলিবার নয়। গত ২১এ জুলাই, রবিবার সকাল দশ ঘটিকার সময় আমরা তাঁহার প্রীতিময় সাহচর্য্য হইতে সত্যি বঞ্চিত হইলাম। মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি আত্মীয়বর্গ ও বন্ধুবান্ধবদিগকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া পরলোকগমন করিলেন।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে দিনেন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর সুবিখ্যাত ঠাকুর বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। দিনেন্দ্রনাথ প্রাতঃস্মরণীয়

স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র এবং দীপেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র ছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার খুল-পিতামহ। বরিশাল জেলাস্থ লালকুটিরায় সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ৮রাখালচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় দিনেন্দ্রনাথের মাতামহ হইতেন। দিনেন্দ্রনাথের মাতুল স্বর্গীয় দেবকুমার রায়চৌধুরী মহাশয় একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই দিনেন্দ্রনাথের মেধাশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তিনি বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা লোরেটো কন্ভেন্টে স্থলে আরম্ভ করেন। পরে সেন্ট-জিভিয়ার কলেজ ও সিটি কলেজে অধ্যয়ন করিয়া তৎকালে সম্মানের সহিত এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

দিনেন্দ্রবাবু যখন চারি বৎসরের শিশু, তখন হইতেই তাঁহার সঙ্গীতাত্মরাগ দৃষ্ট হয়। তখন তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের রচিত “সত্যমঙ্গল প্রেমময় ভূমি” শীর্ষক সুবিখ্যাত গানখানি শ্রবণ ও ভাল সম্বন্ধে অতি সুন্দররূপে গাহিতে পারিতেন। তাঁহার এই শিশুকণ্ঠে এমন সুমধুর গান শুনিয়া তৎকালে বাটীর সকলেই বিশেষরূপে মুগ্ধ হইতেন। তাঁহার স্নেহময়ী জননীও বিশেষভাবে সঙ্গীতচর্চা করিতেন। তদানীন্তন ঠাকুর বাটীতে সঙ্গীতচর্চার মাত্রা অধিকরূপেই ছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সুবিখ্যাত ওস্তাদগণ আসিয়া ঠাকুর বাটীর সঙ্গীত-আসর পরিপূর্ণ করিয়া রাখিতেন। সুতরাং দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গীত শিক্ষার কোনপ্রকার অসুবিধা ছিল না। দিনেন্দ্রনাথ তাঁহাদের গান শুনিয়া অতি সহজেই নিজ কণ্ঠে আয়ত্ত করিয়া লইতে পারিতেন, এমনই ছিল তাঁহার মেধাশক্তি। সঙ্গীত ছিল তাঁহার সহজাত স্বরূপ। ক্রমে ক্রমে ভারতীয় উচ্চ সঙ্গীতে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য জন্মে। যন্ত্রসঙ্গীতেও তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। এশ্রাজ ও পিয়ানো বাজে তাঁহার দক্ষতার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। সঙ্গীতে এইরূপ পারদর্শিতা থাকা হেতু কিছুদিন

পরে তিনি যথার্থই একজন সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বার-এ্যাট-ল পরীক্ষা দিবার মানসে বিলাত গমন করিলেন, কিন্তু তথায় কিছুদিন অধ্যয়ন করিবার পর তাঁহার মনের গতি সঙ্গীত শিক্ষার পথেই অগ্রসর হইল। সঙ্গীত বাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও সহজাত—অন্ত পথ যে তাঁহার পক্ষে কণ্টকময় দুর্গম; স্পৃহা থাকিলেও তাঁর পক্ষে সে পথ অগম্য হয় না। দিনেন্দ্রনাথ বার-এ্যাট-ল অধ্যয়নের পরিবর্তে ইউরোপীয় সঙ্গীতচর্চায় আত্মনিয়োগ করিলেন। কোথায় কোন সুবিধ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ আছেন, তিনি একে একে তাঁহাদের সন্ধান করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তৎদেখি কয়েকজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞের সাহচর্য ও শিক্ষা পাইয়া তিনি ইউরোপীয় সঙ্গীতে একজন সুপণ্ডিত হইলেন।

স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া দিনেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের শাস্তি নিকেতন আশ্রমে সঙ্গীতাদ্যাপকের পদে বৃত্ত হইলেন। একাদিক্রমে তিনি পশ্চিম বংসর যাবৎ তথায় বহু ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে দক্ষতার সহিত সঙ্গীত শিক্ষা দিয়াছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার “ফাল্গুনী” নাটকের উৎসর্গ পত্রে লিখিয়াছেন:—“আমার সকল গানের একমাত্র ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথ”। রবীন্দ্রনাথ গীত রচনা করিতেন, কিন্তু তাহাকে সুরের রূপে রূপায়িত করিতেন দিনেন্দ্রনাথ। তিনি তাহাকে আরও সুন্দররূপে সাজাইয়া তুলিবার প্রয়াসী হইতেন।

দিনেন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা ছিল। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকে তিনি শ্রেষ্ঠ ভূমিকায় অবতারণা হইয়া সু-অভিনয় করিয়াছেন। “বিসর্জন” নাটকে রঘুপতি ভূমিকায় তিনি যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন একদিকে তিনি যেমন সঙ্গীতজ্ঞ, সুঅভিনেতা ছিলেন অত্রদিকেও তিনি ছিলেন দরদী কবি। গীত ও কবিতা রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এই পত্রিকায় তাঁহার

বহু গান স্বরলিপি সহ পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। গান ও কবিতার সমাবেশ করিয়া “বীণ” নামে তিনি একখানি পুস্তক রচনা করিয়া সাধারণের নিকট স্থাপন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় গানের স্বরলিপি পুস্তক তাঁহারই প্রণয়নে প্রকাশিত। পত্রিকার সম্পাদনা কার্যেও তাঁর অসাধারণ ক্রমতা ছিল। “সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা” পত্রিকার তিনি অন্ত্যন্তম সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকার প্রতিনিধি হিসাবে তাঁহার সহিত আমার যে ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল, তাহা এ জীবনে ভুলিবার নয়। কী মধুর তাঁর স্নেহ সঙ্গাষণ! এক মুহূর্তের মধ্যেই তিনি মাহুকের হৃদয়কে জয় করিতে পারিতেন। তরুণরুদ্ধের সেই “দীহু দা” আজ আর নাই। এ কথা ভাবিতেও হৃদয় ব্যথাতুর হইয়া উঠে। অপর মনকে সান্ত্বনা দিবার পূর্বে নিজের মন বেদনায় ভরপুর হয়। দিনেন্দ্রনাথ ছিলেন, আত্মভোলা স্বর-সাধক। তাঁহার বিশাল বণু ছিল, সঙ্গীতের হিমাদ্রি। হৃদয় ছিল, স্নেহ-করণায় ভরা। প্রফুল্ল আননে ছিল শিশুর মত সরল হাসি। দাতা হিসাবেও তিনি ছিলেন

যুক্তহস্ত। তাঁহার দ্বার আনন্দময় হৃৎকব বাংলায় স্থা-সমাজে বিরল।

দিনেন্দ্রনাথ দুইবার দার-পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রথম পত্নী স্বর্গীয়া বীণাপাণি দেবী, সুপ্রসিদ্ধ আইন-ব্যবসায়ী স্বর্গীয় রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা ছিলেন। বিবাহের পর তিনি মাত্র আড়াই বৎসর মধ্যে পরলোকগমন করেন।

দিনেন্দ্রনাথ অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার বিমাতা বর্তমান। তাঁহার সাক্ষী পত্নী শ্রীমুক্তা কমলা ঠাকুর মহোদয়াকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। তাঁহার মৃত্যুতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যে আজ কি রত্ন হারাইলেন, তাহার সন্ধান আর এ জীবনে পাইবার নহে। তাঁহার অভাবে বাংলার সঙ্গীত সমাজেরও বিশেষ ক্ষতি হইল। বিশেষতঃ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের দিক দিয়া যে ক্ষতি হইল, তাহা হৃদয় ভবিষ্যতেও পূর্ণ হইবে কিনা সন্দেহ। আমরা তাঁহার পরিবারবর্গ ও হৃদয়-মণ্ডলীকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইয়া ভগবদ্‌সমীপে তাঁর অবিনশ্বর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও শান্তি কামনা করিতেছি।

## গান

### শ্রীকণিষ্ঠমণ মৈত্র

আজি বাদল দিনে বন্ধু আমার

তোমারি কথা ভাবি।

তাই মনে পড়ে যায় তোমারি ছোঁয়া

তোমারি অন্তর দাবী।

কোথায় কোন নিবিড় আঁধার

সমুখে আছে গভীর পাথার

যেন তাঁরি মাঝে কে ডাকিয়া বলে—

‘সন্ধানী, আমারে পাবি।’

বনের পথে অজানা পথিক

নয়নে তাহার নামিল ধারা—

নামিল বাদল পলক-হারি ;

গুরু গভীর দেয়ার ডাকে

বাজের আঙুন হরিণী মাগে,

বুঝি কাদিয়া ফিরে গছে আকুল

কাননেয় যুগনাতি !

## স্বরলিপি

“ভাসের দেশ”

হেরো সাগর ওঠে তরঙ্গিয়া,

বাতাস বহে বেগে ।

সূর্য্য যেথায় অস্তে নামে

ঝিলিক্ মারে মেঘে ॥

দক্ষিণে চাই উত্তরে চাই

ফেনায় ফেনা, আর কিছু নাই,

যদি কোথাও কুল নাহি পাই

তল পাবো তো তবু ।

ভিটার কোণে হতাশ মনে

রইবনা আর কভু ॥

যাবোই আমি যাবোই, ওগো

বাণিজ্যেতে যাবোই ।

অকূল মাঝে ভাসিয়ে তরী

যাচ্ছি অজানায় ।

আমি শুধু একলা নেয়ে

আমার শূন্য নায় ।

নব নব পবন ভরে

যাবো দ্বীপে দ্বীপান্তরে,

নেব তরী পূর্ণ করে

অপূর্ব্ব ধন যত ।

ভিখারী মন ফিরবে যখন

ফিরবে রাজার মতো ॥

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শাস্তিদেব ঘোষ

গা	মা	II	পা	পা	-সাঁ	গা	ধা	-খপা	I	মা	গমা	-রগা	মা	পা	-	I
হে	র		সা	গ	ব	উ	ঠে	০		ত	র০	ং০	গি	মা	০	

-গা	-মা	-পা	-ধা	-গা	-সাঁ	I	-না	-সাঁ	-	-	-পা	-	I
০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০

পা	ধা	-ধা	গা	গা	-	I	ধা	পা	-খপা	মা	গা	-মা	I
বা	ভা	স	ব	হে	০		বে	গে	০	হে	র	০	

পা	-ধা	পা	মা	গা	-	I	সা	-	রা	গা	-	-	I
স্ব	ব	ধা	যে	থা	স		অ	স	ত	না	০	০	

-মা -া -া | -া -া -া I গা মা -পা | গঙ্গা পা -া I  
মে ০ ০ | ০ ০ ০ | ০ ০ ০ | ০ ০ ০ | ০ ০ ০ | ০ ০ ০

-া -া -া | -মা -গা -া I মা ধা -ধা | পা ধা -া I  
০ ০ ০ | ০ ০ ০ | ০ ০ ০ | ০ ০ ০ | ০ ০ ০

গা ধা -া | মা গা -মা II  
মে মে ০ | হে র ০

II মা -া মা | ধা ধা না I না -া সাঁ | না সাঁ সাঁ I  
দ ০ কি | নে চা ই উ ০ ত | রে চা ই

না না -না | না -া -া I সাঁ -া -া | -া -া -া I  
ফে না র্ ফে ০ ০ | না ০ ০ | ০ ০ ০

না -না রাঁ | না নসাঁ -সাঁ I -া -া গা | ধা গা -া I  
আ ব্ কি | ছ মা ই ০ ০ | কি | ছ না ই

-া -া গা | ধা পা পা I -া -া -া | -া -া -া I  
০ ০ ০ | ০ ০ ০ | ০ ০ ০ | ০ ০ ০

মা মা -া | গা রসা -া I রা -া গা | গা রসা -া I  
ব্ দি ০ | কো ধা ও হ্ ল্ না | হি পা ই

রা -রা গা | গা গা -মা I গা মা -া | -া -া -া I  
ত লু পা | ব ত ০ ত বু ০ ০ ০ ০

গা মা -া | গা মা -া I পা ধা -া | না -া -া I  
ভি টা ব কো নে ০ হ তা শ্ ম ০ ০

-সী -া -া | -া -া -া I না না না | সী -া -া I  
নে ০ ০ ০ ০ ০ ০ র ই বো না ০ ০

-া -া -া | -পা -ধা -া I গা রী রী | সী গা -ধা I  
০ ০ ০ ০ ০ ০ র ই বো না আ বু ০

ধা পা -ধা | মা গা -মা I পা -ধা -ধরী | সী -গা -া I  
ক ভু ০ আ মি ০ যা ০ ০ বো ০ ০

গা -া -া | ধা পা -ধা I মা -গরা -গা | মা -পা -া I  
ই ০ ০ আ মি ০ যা ০০ ০ বো ০ ই

-া -া -া | মা গা -া I মা ধা -া | গা সী -া I  
০ ০ ০ ও গো ০ বা মি ০ জো তে ০

ধা সগা -া | ধা -পা -া I পা -ধা -ধরী | সী -গা -া I  
যা বো ০ ই ০ ০ যা ০ ০ বো ০ ০

গা -১ -১ | ধা পা -১পা I মা -গরা -গা | মা পা -১ I  
ই ০ ০ | আ মি ০ বা ০০ ০ | বো ০ ই

-১ -১ -১ | -১ -১ -১ II  
০ ০ ০ | ০ ০ ০

II সা সা -সা | রা রা -১ I রা গা রা | গা গা -১ I  
অ ক ল | মা বে ০ ভা সি য়ে | ত রী ০

গমা -১ মা | মা মা -গা I গপা -১ -১ | -পা -১ -১ I  
ঘা চ্ ছি | অ জা ০ না ০ ০ | য়্ ০ ০

মা মা -ধা | ধা ধা -১ I ধা -ধা ধা | ধা -পা -ধা I  
আ মি ০ জ ধু ০ এ ক্ জা | নে ০ ০

গা -১ -১ | -১ -১ -১ I ধা পা -১পা | মগা রা -গা I  
য়ে ০ ০ | ০ ০ ০ আ মা য়্ শূ ০ জ ০

মা -১ -১ | -১ -মা -১ I মা মা -ধা | ধা ধা -না I  
না ০ ০ | ০ য়্ ০ ন ব ০ | ন ব ০

না সা -সা | না সা -১ I না না -১ | না সা -১ I  
প ব ন্ ত রে ০ বা বো ০ | বী পে ০



না সী -সী | গা ধা -গা I পা -না না | -ধা -সী -গা I  
দী পা ন | ত রে '০ ধা '০ '০ | '০ '০ '০

ধা -না -না | -না -না -না I ধা ধা -গা | ধা পা -না I  
যো ০ ০ | ০ ০ ০ নে বো ০ | ত রী ০

মা -না গা | রা গা -না I রা 'গা -গা | গা গা -মা I  
পু ব ৭ | ক রে ০ 'অ পু 'ব 'ব 'ন

গা মা -না | -না -না -না I গা মা গা | মা -মা -না I  
ব ত ০ | ০ ০ ০ ভি ধা রী | ম ন ০

পা -না ধা | না সী -না I না -না -না | সী -না -না I  
কি ব বে | ব ধ ন কি ব ০ | বে ০ ০

-না -না -না | -না -পা -ধা I পা -রী রী | সী ধসী -গা I  
০ ০ ০ | ০ ০ ০ কি ব বে | রা আ ব

ধা পা -পা | মা গা -মা II II  
ব ত ০ | আ মি ০

বাবোই ইত্যাদি।



স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর



## স্বরলিপি

মালকৌশ-তেতাল।

(খ্যাল)

ন লাগী মোরী ঠুমক পলঙ্গনা অরু ননদীয়া  
তুমরে বীরন মোসে করত ফয়ল বাজে ঘুঁঘরিয়া।  
তম মন ধন নোছাবর কয়োরী ভস্ম অজ পিয়া রাজ বনিকো  
অদারজ হস মোসে তুজ পকরত স্তম্বর জাত কুবক্তা মূদরীয়া ॥

না—অদারজ

স্বর শিক্ষক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরলিপি—শ্রীমতী অনিমা গুপ্ত (অমু)

০ {মা জ্ঞা সা সা | গা সা গদা গা | সা সা মা মা | মা মা মা -।} I  
ন লা ০ গী | মো ০ রী ০ | ঠু ম ক প | ল জ না ০

মজ্ঞা জ্ঞা -। মা | দা দা মা জ্ঞা | মজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | মা দা মা দা I  
অ ক ০ ন | ন দী রা ০ | তু ম রে বো | র ন মো সে

গা সা সা গা | সা সা দা গা | দা মা জ্ঞা সা | সা সগা দা মা II  
ক র ত ক | র ল বা ০ | ০ জে ০ ঘুঁ | ঘ রি ০ রা ০

{সা সা সা সা | সগা গদা দা মা | জ্ঞা মা দা গা | সা সা সা -। I  
ত ন ম ন | ধ ০ ন ০ নো ০ | ছা ০ ব র | ক রো রী ০

সা -। সা সা | -। সা গা গা | দগা সা গা সা | গা দা মা -।} I  
ত ০ অ অ | ০ জ পি রা | রা ০ ০ জ ব | নি ০ কো ০

সা সা -। মা | -। মা মা মা | মজ্ঞা মা দা গা | সা সা সা সা I  
অ দা ০ র | ০ জ হ স | মো সে তু জ | প ক র ত

দগা সগা সা সা | গদা -। মা জ্ঞা | মা দা গা সা | গা দা মা -। II  
হ ০ প ক জ র | জা ০ ০ ত হু | ব জা ত মু | দ রী রা ০

তান :—

১। স<sup>২</sup>জ্ঞা মদা গসী জ<sup>৩</sup>সী | গদা স'গা দমা জ্ঞমা |  
আ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

২। জ<sup>৩</sup>জ্ঞা স'জ্ঞা জ<sup>৩</sup>সী গদা | স'গা দমা জ্ঞমা জ্ঞমা |  
আ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

৩। দ<sup>০</sup>গা সসী গ'সী জ্ঞজ্ঞা | স<sup>১</sup>জ্ঞা মমা জ্ঞমা দদা | মদা গ'গা দগা স'সী |  
আ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

দ<sup>৩</sup>সী স'গা দমা জ্ঞমা |  
০০ ০০ ০০ ০০

অন্তরান তান :—

৪। মা<sup>০</sup> গা দা সী | -<sup>১</sup> -<sup>১</sup> -<sup>১</sup> -<sup>১</sup> | দ<sup>২</sup>গা স'মী -<sup>১</sup> -<sup>১</sup> |  
আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০ ০

মা<sup>৩</sup> -<sup>১</sup> -<sup>১</sup> -<sup>১</sup> |  
০ ০ ০ ০

আট মাত্রার যৎ  
শ্রীহরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

এই ভালটি আগকাল বঙ্গদেশ বিশ্রুত হইয়া পড়িয়াছে।  
তৎপ্রতি হেতু নির্দেশ করিতে গিয়া দেখা যায় যে ঠুংরী  
গান এই ভালটিকে লোকপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছে, কারণ  
বঙ্গদেশের সাম্প্রতিক ক্ষেত্রে অধুনা ঠুংরীই বিস্তৃতি লাভ  
করিয়াছে। সুতরাং ইহার অবয়ব আপনারা সহজেই  
ধারণা করিতে পারিবেন। বর্তমানের প্রচলিত রূপ, যথা :—

+                      ১                      ০                      ১  
 |                      |                      |                      |  
 ধা    ধিন্    ধাধা    তিন,    তা    তিন্    ধাধা    ধিন্।

মৌখিক পরিচয় দিতে ৮ মাত্রা, ৩ তাল ও ১ ফাঁকযুক্ত আট মাত্রার যৎ বলা হইয়া থাকে। এই সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা পাই যে তালটি প্রকৃত “যৎ”। যৎ তাল ৭ মাত্রা, ৩ তাল ও ১ ফাঁকযুক্ত বলিয়া আমাদের জানা আছে। এই স্থলে বিশেষণ-যুক্ত করিয়া ৭ মাত্রার যৎ হইতে পৃথক করা হইয়াছে। পৃথকীকৃত হইয়া থাকিলেও যৎ বলার সার্থকতা রহিয়াছে, ভিন্ন সংজ্ঞাতে বোধহয় ততদূর শোভনীয় হইত না। মাত্রা সংখ্যা ব্যতীত ঠেকার বোলের সহিত পরস্পর সম্পূর্ণ ঐক্য থাকা হেতু যৎ-সংজ্ঞাকে পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন সংজ্ঞা ধারণ করিতে পারে নাই। যৎ সংজ্ঞার আলোচনা এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে; কেবল বিশেষণযুক্ত যৎএর আলোচনায় লেখনীয় বলিয়া তারই অবতারণা করিতেছি। বারাসতের যৎএর বিষয় দেখা বাইবে ভগবৎ ইচ্ছা হইলে।

তৎপন্ন নিবেত্ত, এই প্রবন্ধ পাঠকালে মংলিখিত  
পূৰ্ণপ্রকাশিত তেতালা ও কাহান্ধা ভাল সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ-  
গুলির প্রতি লক্ষ্য হারাইবেন না। এখন আমার

অপ্রকাশিত অভিধানকে ( এই প্রবন্ধ লিখার পূর্বকাল পর্যন্ত সংগৃহীত সামগ্রীকে ) আশ্রয় করিয়া বাহা পাইলাম তাহাই অংপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। ভ্রম-সংশোধন যোগ্য রহিল।

উপরে বলিয়াছি, আট মাত্রার বৎ বঙ্গদেশ বিস্তৃত। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ইহা কিছুকাল পূর্বে বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইত। কোথাও এই তাল “ঠুংরী” নামে অভিহিত—তাহার কারণও এই বোধ হয় যে এই ঠেকা ঠুংরী গানের সঙ্গতে মাত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আবার কোথাও ইহা “ভরতঙ্গা” নাম প্রাপ্ত হইয়াছে—এই নামের কোন সার্থকতা অত্‍যাপি জানিতে পারি নাই। “ভরতঙ্গা” কিন্তু “ভরতঙ্গা” তাল নহে। হিন্দুস্থানে ইহা “হালিয়া” নামে পরিচিত। দাক্ষিণাত্যের সংবাদ এখনও পাই নাই। শাস্ত্রীয় “গজলীল”, “গজলীলা”, “গজলীল” বা “গজ” তালের সহিত ইহার সাদৃশ্য এখনও স্থাপনে অসমর্থ। কোন কৃতীর নিকট “গজলীলা” তালের অপর একটি রূপ প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু তাহার সহিত আট মাত্রার যতের কোন সাদৃশ্য নাই। কোন গ্রন্থকার শাস্ত্রীয় “চাচপুট” তালের রূপ প্রদান করিয়াছেন—তাহা শাস্ত্রাঙ্ক-মোদিত কি অশাস্ত্রীয় সে আলোচনার স্থান ইহা নহে। কিন্তু তাহার মাত্রা ও তাল স্থান আট মাত্রার যতের অনুরূপ হইলেও ঠেকার রূপ পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। “গণমঠ” তাল সম্বন্ধেও একই বক্তব্য আমার আজ পর্যন্ত রহিল। তৎপর “ছাপ্কা” নামে একটি তাল আমরা বঙ্গদেশে ব্যবহার করিয়া থাকি। তাহার রূপও আট মাত্রার যতের স্তায় নহে। হিন্দুস্থানীয় কোন গ্রন্থকার

ইহার যে রূপ দেখাইতেছেন, তাহা আবার আট মাত্রার যতের ত্রায় হইয়া পড়ে, যদিও ঠেকার বোলে সামান্য পার্থক্য আছে, তথাপি তাহার চেহারার সহিত সাদৃশ্য রহিয়াছে। দেশ ভেদে রূপের পার্থক্য থাকা হেতু ইহাকে এক বলা সম্ভব হইবে না। তেতালা, আড়া, তিলোয়াড়া, কাওয়ালী, কাহারবা, পাঞ্জাবী ইত্যাদি তালের সহিত ইহার পার্থক্য আপনাদের অবদিত নাই। ঠুমরী গানের সঙ্গতে পাঞ্জাবী ঠেকার পরিবর্তে এদেশে আট মাত্রার যৎ প্রচলিত রহিয়াছে অনেকদিন হইতে। শাস্ত্রীয় “তৃতীয়” তাল ভিন্ন লক্ষণযুক্ত, কিন্তু জনৈক গ্রন্থকার ইহার এক প্রকার রূপ প্রদান করিয়াছেন তাহা অনেকাংশে আট মাত্রার যতের অনুরূপ। বাধাতীত না হওয়ায় ইহার সহিত আট মাত্রার যতের ঐক্য স্থাপনে আমি অসমর্থ। অপর এক গ্রন্থকার “ললিতা” তালের অবয়ব গঠন করিয়াছেন—ঠেকাটি পাখোয়াজের বোল সংযুক্ত হইয়া ছন্দে আট মাত্রার যতের সাদৃশ্য গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রীয় “ললিতা” তালের অবয়বের পূর্ণ পরিচয় অত্য়াপি পাই নাই অত্য়া ইহাকেও এক বলিতে পারি না। আর একজন গ্রন্থকার “স্বল্ফ” তাল লিখিয়াছেন। ইহা শাস্ত্রগত কিনা তাহার সন্ধান এখনও জানি না। এবং ইহার কোন রূপান্তরেরও পরিচয় পাই নাই, কিন্তু ইহার রূপ আট মাত্রার যতের তুল্য। কীর্তনাকীর্ণ “ছোট ডাশ-

পাড়িয়া” তালের সহিত ইহার মাত্রা ও তাল সংখ্যার সাদৃশ্য থাকিলেও ঠেকার চেহারা অত্য়া প্রকার। কীর্তনাকীর্ণ “ছোট দুঠুঁকী” তাল প্রকৃত সাত মাত্রাগত কিন্তু ক্রত লয়কে প্রাপ্ত হইয়া ৪ মাত্রাগত হইয়া ৩ তাল ও ১ ফাঁককে আশ্রয় করে। তখন ইহা “আড়া দুঠুঁকী” সংজ্ঞা গ্রহণ করে। “আড়া দুঠুঁকী”র সহিত আট মাত্রার যতের বিলক্ষণ সাদৃশ্য রহিয়াছে। “অদা” এবং “তপইয়া” তালের সহিত মাত্রা ও তালের সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও ঠেকার রূপ ভিন্নপ্রকার বলিয়া ঐক্য স্থাপন করিতে পারিলাম না এবং এই তালদ্বয় শাস্ত্রগত কিনা তাহার পরিচয়ও অত্য়াপি পাই নাই।

পাশ্চাত্য তাল মাত্রার খোঁজ করিয়া আমাদের তাল-সঙ্গীতের মত কোন Time Measure দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ আমাদের ফাঁকের মত কোন জিনিষ পাশ্চাত্য তালশাস্ত্রে আছে বলিয়া জানি না। এই ক্ষেত্রে ফাঁককে তাল ধরিয়া নিলে বলা যায় যে এই তাল Compound Binary Time (গতি) বিশিষ্ট, Quadruple Time নহে।

এ পর্যন্ত আলোচনার ফলে দেখা যাইতেছে যে আট মাত্রার যৎ, ঠুমরী, হালিয়া, ভরতলা, আড়া দুঠুঁকী ও স্বল্ফ এই ছ’টা তাল এক বলিয়া স্বীকার করিতে আমরা কুণ্ঠাবোধ করিতে পারি না।

## গান

শ্রীশ্বেতকুমার মুখোপাধ্যায়

কে তুমি আজিকে এলে,

গোপনে চরণ ফেলে!

ঘন কালো মেঘে আঁচল ছড়াবে,  
মুক্ত অলকে কুসুম জড়াবে,  
চরণ পরশে বকুল ঝরায়ে, উজল প্রদীপ জ্বলে।

আকাশে উড়ায় ঘন এলোচুল,  
কণ্ঠে জড়াবে যত বনফুল,  
কে গো তুমি প্রিয় ভাবিয়াছ ভুল, স্বপ্নে আসন মেলে!

## স্বরলিপি

বাগেশ্বরী—তেতান

(ঠুমরী)

কাহ্নে করত মোসে রার

এ গিরিধারী

বর বস ছাতিয়া ছুঁয়াত

এ বনওয়ারী

পইয়া পরত হুঁ

বিনতি করত হুঁ

শোনো সেরক এক ন মানে

বনশীধারী ॥

প্রাপ্তি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীরামকিষণ মিশ্র

স্বরলিপি—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী

আস্থায়ী

০	১	+	৩
II মা -মা জ্ঞা রা	সা গা ধা গা	সা -সা সা ধণা	ধপা মজ্ঞা রসা গুসা I
কা ০ হে ক	র ত মো সে	রা ০ র এ ০	গিরি ধা ০ ০ ০ ০ রী

০	১	+	৩
মা গা ধা গা	সা গা ধা গা	ধা মা মধা -গসা	গধা মজ্ঞা রসা গুসা II
ক র ব স	ছা তি য়া ছুঁ	য়া ত এ ০ ০ ০	বন ওয়া ০ ০ ০ ০ রি

অন্তরা

০	১	+	৩
II মা -মা ধা গা	সা গা সা সা	সা মা জ্ঞা রা	সা গা ধা মা I
পই ০ য়া প	র ত হুঁ ০	বি ন তি ক	র ত হুঁ ০

০	১	+	৩
ধা গা মা মা	জ্ঞা রা সা গা	গা ধা মা ধণা	ধপা মজ্ঞা রসা গুসা II
শো না সে ০	র ক এ ক	ন মা নে বন	শী ০ ধা ০ ০ ০ ধারী



## স্বরলিপি

## মিশ্র—কাহারবা

উতল হ'ল শাস্ত্র আকাশ তোমার কলগীতে। কেন তুমি গানের ছলে বঁধু বেড়াও কেঁদে ?  
বাদল ধারা ঝরে বুঝি তাই আজ নিশীথে ॥ তীরের চেয়েও সুর যে তোমার প্রাণে অধিক বেঁধে ॥

সুর যে তোমার নেশার মত  
মনকে দোলায় অবিরত—

তোমার সুরে কি সে ব্যথা  
দিল এত বিহ্বলতা !

ফুলকে শেখায় ফুটিতে গো, পাখীকে শিম দিতে ॥ আমি জানি সে বারতা তাই কাঁদি নিভুতে ॥\*

কথা—কাজী নজরুল ইসলাম

সুর—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস

স্বরলিপি—শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

II সা<sup>+</sup> -মা<sup>০</sup> মা<sup>০</sup> -মা<sup>০</sup> | পা<sup>০</sup> -ধা<sup>০</sup> গা<sup>০</sup> -সা<sup>+</sup> I -মা<sup>০</sup> -া<sup>০</sup> মা<sup>০</sup> মা<sup>০</sup> | মা<sup>০</sup> -া<sup>০</sup> -মা<sup>০</sup> -া<sup>০</sup> I  
উ ০ ত ল হ ০ ল ০ শা ন ত আ ঙা ০ শ ০

রজ্জা মা -পা -দা | পণা দণা -দা পা I মা -া -া -া | -া -া -া -া I  
তো ০ মা ০ ব ক ০ ল ০ ০ গী তে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

জরা জা -সা সা | গা<sup>০</sup> -া<sup>০</sup> -া<sup>০</sup> -া<sup>০</sup> I ধা<sup>০</sup> গা<sup>০</sup> জা রা | মা -া মা -া I  
বা ০ দ ল ধা রা ০ ০ ০ ঝ রে ব় ঝি তা ০ ই ০

মা -পা গা ধা | গা -দা -পা -া I রজ্জা মা -পা -দা | পণা দণা -দা পা I  
আ জ্ নি শী থে ০ ০ ০ তো ০ মা ০ ব ক ০ ল ০ ০ গী

মা -া -া -া | -া -া -া -া II  
তে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

\* উক্ত গানখানি “হিজ মাষ্টার ভয়েস” রেকর্ডে গীত হইয়াছে।—স্বরলিপিকার।

II  $\begin{array}{c} + \\ \text{সাঁ} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$   $\begin{array}{c} + \\ \text{সাঁ} \end{array}$   $\begin{array}{c} 0 \\ \text{গা} \end{array}$  |  $\begin{array}{c} 0 \\ \text{সাঁ} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$  I  $\begin{array}{c} + \\ \text{সাঁ} \end{array}$   $\begin{array}{c} 0 \\ \text{গা} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{দা} \end{array}$   $\begin{array}{c} 0 \\ \text{মা} \end{array}$  |  $\begin{array}{c} 0 \\ \text{গা} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$  I  
হু হু যে তো মা ০ হু ০ নে শা হু য় ত ০ ০ ০

$\begin{array}{c} \text{গা} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$   $\begin{array}{c} \text{গা} \end{array}$   $\begin{array}{c} \text{গা} \end{array}$   $\begin{array}{c} \text{দা} \end{array}$   $\begin{array}{c} \text{দা} \end{array}$  |  $\begin{array}{c} \text{পা} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$  I  $\begin{array}{c} \text{জা} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{জা} \end{array}$   $\begin{array}{c} \text{জা} \end{array}$   $\begin{array}{c} \text{জা} \end{array}$   $\begin{array}{c} \text{জা} \end{array}$  |  $\begin{array}{c} \text{সা} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{জা} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$  I  
ম নু কে০০ দো০০ লা ০ য় ০ অ ০০ বি র ত ০ ০ ০

{ $\begin{array}{c} \text{জা} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{জা} \end{array}$   $\begin{array}{c} \text{জা} \end{array}$   $\begin{array}{c} \text{জা} \end{array}$   $\begin{array}{c} \text{জা} \end{array}$  |  $\begin{array}{c} \text{গা} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{গা} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$  I  $\begin{array}{c} \text{গা} \end{array}$   $\begin{array}{c} \text{জা} \end{array}$   $\begin{array}{c} \text{মা} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{পা} \end{array}$  |  $\begin{array}{c} \text{জা} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$  } I  
ফু ০ লু কে০ শে০ খা ০ য় ০ ফু ০ টি তে ০ গো ০ ০ ০

$\begin{array}{c} \text{দা} \end{array}$   $\begin{array}{c} \text{পা} \end{array}$   $\begin{array}{c} \text{গা} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$  |  $\begin{array}{c} \text{সাঁ} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$   $\begin{array}{c} \text{জা} \end{array}$  I  $\begin{array}{c} \text{সাঁ} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$  |  $\begin{array}{c} \text{গা} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$   $\begin{array}{c} \text{গা} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$  I  
গা ধী কে ০ শী ০ ব দি তে ০ ০ ০ তো ০ মা হু

$\begin{array}{c} \text{পা} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$   $\begin{array}{c} \text{দা} \end{array}$   $\begin{array}{c} \text{দা} \end{array}$   $\begin{array}{c} \text{পা} \end{array}$  |  $\begin{array}{c} \text{মা} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$  II  
ক ০ ল০০ গী তে ০ ০ ০

II  $\begin{array}{c} + \\ \text{সা} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$   $\begin{array}{c} \text{সা} \end{array}$   $\begin{array}{c} \text{গা} \end{array}$  |  $\begin{array}{c} 0 \\ \text{সা} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$  I  $\begin{array}{c} + \\ \text{সা} \end{array}$   $\begin{array}{c} \text{পা} \end{array}$   $\begin{array}{c} \text{দা} \end{array}$   $\begin{array}{c} \text{দা} \end{array}$  |  $\begin{array}{c} 0 \\ \text{সা} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$   $\begin{array}{c} \text{মপা} \end{array}$   $\begin{array}{c} \text{মপা} \end{array}$  I  
কে ০ ন তু মি ০ ০ ০ গা নে হু কু ০ লে ০ বৈ ০ ধু ০০

$\begin{array}{c} \text{জা} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$   $\begin{array}{c} \text{জা} \end{array}$   $\begin{array}{c} \text{জা} \end{array}$  |  $\begin{array}{c} \text{জা} \end{array}$   $\begin{array}{c} \text{সা} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$  } I { $\begin{array}{c} \text{সা} \end{array}$   $\begin{array}{c} \text{সা} \end{array}$   $\begin{array}{c} \text{সা} \end{array}$   $\begin{array}{c} \text{সা} \end{array}$  |  $\begin{array}{c} \text{পা} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$  I  
বে ০ ডা ও কেঁ দে ০ ০ তী রে হু চেঁ য়ে ও ০ ০

$\begin{array}{c} \text{সাঁ} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$   $\begin{array}{c} \text{দা} \end{array}$   $\begin{array}{c} \text{মা} \end{array}$  |  $\begin{array}{c} \text{সাঁ} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$  I  $\begin{array}{c} \text{গা} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$   $\begin{array}{c} \text{গা} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$  |  $\begin{array}{c} \text{পা} \end{array}$   $\begin{array}{c} \text{পা} \end{array}$   $\begin{array}{c} - \\ \text{সাঁ} \end{array}$   $\begin{array}{c} \text{দা} \end{array}$  I  
হু হু যে তো মা ০ ০ হু জা ০ নে ০ অ ধি ক বৈ

পা -া -া -া | -া -া -া -া } I { সী সী সী গসী | গসী -মা -া -া I  
ধে ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ তো মা য় হু০ | রে০ ০ ০ ০

মা -পা দা গসী | সী -খী -া -া I খী খী গা -সী | সী -খী -া -া I  
কি ০ সে বা০ | খা ০ ০ ০ দি ল এ ০ | ত ০ ০ ০

জী -া জী সী | গা -া -া -া } I পা -দা গসী দা | পা -া -া -া I  
বি ০ হ্র ল | তা ০ ০ ০ আ ০ মি০০ জা | নি ০ ০ ০

মা -পা পদা পদপা | মা -া মা মা I সা মা গা মা | পা ধা -গা -সী II  
সে ০ বা০ র০০ | তা ০ তা ই কা দি নি ভু | তে ০ ০ ০

## গান

শ্রীপাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ওমা            কি করলাম এসে ভবে  
যেটা করি কর্ম সেটা মা অকর্ম  
বল কি করি এখন তবে ।  
জীবনটা ব্যর্থ করে, মরলাম শুধু ঘুরে ঘুরে  
আমার শেষের দিন কি হবে ॥  
আপন বলি যাতে তারাই আঘাত করে  
বুধা জীবন করছি ক্ষয়  
দেখছি সেটাই ভুল ( তোমার ) চরণ মাত্র মূল  
সংসারে কেহ কারো নয় ;  
তাই বলি শঙ্করী আসল যেন বুঝতে পারি  
জানিনা ঐ চরণ পাব কবে ।

## রস কীর্তন\*

(মাথুর বিরহ)

রচনা—গোকুলানন্দ গোস্বামী।

স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীতুর্গাচরণ বিশ্বাস।

- ১। রাই ধৈর্য্যং রহু ধৈর্য্যং মম গচ্ছং মথুরাওয়ে,  
( আমি চলিলাম গো, এই তো আমি চলিলাম গো, আমায় দে দে চরণধূলা দে, আমি চলিলাম গো ) মম গচ্ছং মথুরাওয়ে।  
গিয়ে চুঁড়ব পুরি প্রতি প্রত্যক্ষে যঁহা দরশন পাওয়ে।  
( সেই রাধানাথে, আমাদের সেই রাধানাথে, আমাদের আমাদের আমাদের সেই রাধানাথে ) যঁহা দরশন পাওয়ে ॥
- ২। যায় অতি ভদ্রং অতি ভদ্রং শীজ্ঞং গতি গমনা,  
( যেন রথে চড়েছে, হুতি যেন মন রথে চড়েছে, অমুরাগ সারথি করে মন রথে চড়েছে )  
শীজ্ঞং গতি গমনা,  
অবিলম্বনে মথুরা পুরী প্রবেশ করিল ভ্রমণা।  
( রাধানাথ বলে, দূতী যায় রাধানাথ বলে, রাধানাথ কোথা আছে বলে দূতী যায় রাধানাথ বলে ) প্রবেশ করিল ভ্রমণা।
- ৩। এক রমণী অল্প বয়সে নিজ প্রয়োজন পুছে,  
বলে নন্দ সূত কৃষ্ণ খ্যাত কাহার ভবনে আছে।  
( আমায় বলে দাও গো, জান যদি আমায় বলে দাওগো, নন্দের নন্দন কোথা আছে আমায় বলে দাও গো ) কাহার ভবনে আছে।
- ৪। শুনি সো ধনি কহয়ে বাণী সো কাঁহে হিঁয়া আয়ব,  
( সেত ছাড়া নয়, তিল আধ ব্রজ ছাড়া নয়, ব্রজের কৃষ্ণ ব্রজে আছে তিল আধ ব্রজ ছাড়া নয় ) সো কাঁহে হিঁয়া আয়ব,  
বসুদেবকী সূত কৃষ্ণ খ্যাত কংশ ঋপু মাধব।  
( হ'ল সেই তো রাজা, এই মথুরায় হ'ল সেই তো রাজা, আমরা নন্দের নন্দন চিনি না, হ'ল সেই তো রাজা ) কংশ ঋপু মাধব।

৫। সেই সেই কই কই তাঁর দরশনে মম আসা,

( তাঁরে দেখতে এলাম, নিতে আসি নাই দেখতে এলাম, কৃষ্ণ তোদের হ'ক বা মোদের হ'ক তারে নিতে আসি নাই দেখতে এলাম ) দরশনে মম আসা,—

গৌসাই গোকুলানন্দ কহে যাও যাও ঐ যে উচ্ছে বাসা ।

( যদি যেতে পার, নারী হ'য়ে যদি যেতে পার, রাজভবন ঐ দেখা যায় যদি যেতে পার )  
ঐ যে উচ্চ বাসা ॥

II { -। মা পা | পা -। পা | -। মা ধা | পা -। মগা I  
o রা ই | ধৈ o ধ্যং o র হু | ধৈ o ধ্যং

আখর :-

-। মা মা { পা -। পা | -। পা পা | মা ধা পা I  
o রা ই : ধৈ o ধ্যং o তু মি | অ মন্ ক

মগা রগা -। | সা রা রা | -। রা গা | মা পা ধা I  
রেo oo o কা দ্ লে o যাও যা হ বে o

পা মগা মা } { পা -। পা | -। স'ী স'ী | স'ী -। র'ী I  
না রাo ই | ধৈ o ধ্যং o জ য | রা o ধৈ

স'ী গা ধা | পা পা মা | গা রা সা | সা রা রা I  
গো তো ব্ শ্যা ম্ আ নি তে o কা দ্ লে

-। রা গা | মা পা ধা | পা মগা মা } | পা -। পা I  
o যাও যা হ বে o না রাo ই | ধৈ o ধ্যং

-। মা ধা | পা -। মগা II  
o র হু | ধৈ o ধ্যং

১। { -া মা পা | পা -া পা | -া মা ধা | পা -া মগা } I  
০ রা ই ঠৈ ০ ধাং ০ র হ ঠৈ ০ গ্যাং

{ -া মা ধা | মা পা পা | -া পা পা | পা ধা না I  
০ ম ম গ ০ ছাং ০ ম ধু রা ও য়ে

সাঁ -া না | ধা না সাঁ | না ধা পা | -া -া -া } I  
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

আখর :-

-া -া -া | -া পা পা | পা ধা -া | না ধা -া I  
০ ০ ০ ০ আ মি চ লি ০ লাম্ গো ০

{ মা পা পা | -া পা পধা | পা ধা -া | না ধা -া } I  
এ ই তো ০ আ মি ০ চ লি ০ লাম্ গো ০

{ -া ধা ধা | ধা সাঁ -া | সাঁ -া -া | না সাঁ না I  
০ আ মাম্ দে ০ ০ দে ০ ০ চ রণ ধু

ধা না ধা | মা পা পা | -া পা পধা | পা ধা -া I  
লা ০ দে এ ই তো ০ আ মি ০ চ লি ০

না ধা -া | -া -া -া | -া মা মা | মা পা পা I  
লাম্ গো ০ ০ ০ ০ ০ ম ম গ ০ ছাং

-া পা পা | পা ধা না | সাঁ না ধা | পা -া -া I  
০ ম ধু রা ও য়ে ০ ০ ০ ০ ০ ০

{ -	পা	ধা	সাঁ	-	সাঁ	সাঁ	সাঁ	সাঁ	না	সাঁ	না I
০	গি	য়ে	চুঁ	০	ড	ব	পু	রি	প্র	তি	প্র

না	না	-	ধা	না	ধা	পা	পা	পা	পা	ধা	না I
তা	ক্ষে	০	ধা	হা	দ	র	শ	ন	পা	ও	য়ে

সাঁ	না	ধা	পা	-	-	-	-	-	-	পা	পা I
০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	সে	ই

পা	-	ধা	না	ধা	-	{ মা	পা	পা	পা	পা	ধা I
রা	০	ধা	না	থে	০	আ	মা	দে	ব	সে	ই

পা	-	ধা	না	ধা	-	{ সাঁ	সাঁ	সাঁ	সাঁ	সাঁ	সাঁ I
রা	০	ধা	না	থে	০	আ	মা	দেব	আ	মা	দেব

না	সাঁ	না	ধা	না	ধা	পা	-	ধা	না	ধা	- } I
আ	মা	দে	ব	সে	ই	রা	০	ধা	না	থে	০

ধা	না	ধা	পা	পা	পা	পা	ধা	না	সাঁ	না	ধা I
ধা	হা	দ	র	শ	ন	পা	ও	য়ে	০	০	০

পা	-	-	-	-	-	- II*
০	০	০	০	০	০	

অপরাপর কলিগুলির হ্রস্ব প্রথম কলির অনুরূপ।

\* হারমোনিয়মের স্কেল :—জী কণ্ঠে মূদারা সি সার্প কিয়া ডি সার্প, পুরুষ কণ্ঠে উদারার এক্ সার্প কিয়া জি সার্প। তিন অক্টেভ হারমোনিয়মের প্রথম অক্টেভ উদারা।

## সঙ্গীতের ভিত্তি

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সঙ্গীতের ভিত্তি (foundation) হচ্ছে 'নাদ'। 'নাদ' বলতে বুঝায় প্রণব, যাকে বেদে বীজ বা আদি ছন্দ 'ওকার' বলে অভিধান দেওয়া হয়েছে।

সঙ্গীত-শাস্ত্রের মতে ওকার বা নাদই সগুণ ব্রহ্ম। এই সগুণব্রহ্ম প্রণব সঙ্ঘরজস্তমোযুক্ত হয়ে যাবতীয় রাগ ও রাগিণীর সৃষ্টি, পুষ্টি ও বিলীন করে থাকেন। শাস্ত্রকার নাদার্থে—“ন-কারং প্রাণনামানং দ-কারমনলং বিদুঃ” বলেছেন; অর্থাৎ প্রাণবায়ুর সহিত সঙ্ঘময়ী ইচ্ছা মূল্যধারক আপনবায়ুর সংস্পর্শে রজগুণাধ্বিতা হয়ে হৃদয়ে আহত ও পরে কণ্ঠনালী দিয়ে বহির্গত হলেই তার অভিব্যক্তি হয় শব্দে, আর ঐ শব্দই হচ্ছে নাদ। ঐ নাদ যখন স্রব ও ছন্দে বিজড়িত হয়ে প্রকাশিত হয়, তখনই তা 'সঙ্গীত' নামে পরিচিত হয়। পাশ্চাত্য সঙ্গীতবিদগণ এই সঙ্গীতকে সুরময় শব্দ বা কম্পন সমষ্টি বলে অভিহিত করে থাকেন, যথা—\* \* Music is the special expression of Vibration and sound etc.”

সঙ্গীত-শাস্ত্রকারগণ ঐ সঙ্গীতের ভিত্তি নাদকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা—“আহতহনাত্তেচিতি দ্বিধা নাদো নিগততে।” অর্থাৎ আহত ও অনাহত ভেদে নাদ দ্বিবিধ। উন্নদ্যে অনাহত ধ্বজাত্মক ও প্রাণায়ামাদি যৌগিকপন্থায় লভ্য, আর 'আহত' হচ্ছে বর্ণাত্মক। এই বর্ণাত্মক নাদই সার্থক ও তাব প্রকাশক হয়ে জগতের সর্ব প্রাণীর জন্মে আনন্দের উৎস উৎপাদন করে থাকে; যথা—“স নাদস্যাহতো লোকে রঞ্জেতা ভব-ভঙ্ককঃ।”

এই নাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা সঙ্গীত-শাস্ত্রে পাই, যথা—

“আত্মনা প্রেরিতং চিত্তং বহির্মাহন্তি দেহজম্।

ব্রহ্মগ্রন্থিতং প্রাণং স প্রেরয়তি পাবকঃ।

পাবক-প্রেরিতঃ সোদৃধ ক্রমাদৃকপথে চরন্।  
অতি সূক্ষ্ম ধ্বনির্নাতো হৃদি সূক্ষ্মং গলে পুনঃ ॥  
পুষ্টং লীর্ধেদত্পুষ্টকং কৃত্রিমং বদনে তথা।  
আবির্ভাবয়তীতোবাং পঞ্চধা কীর্ত্যতে বৃধৈঃ ॥  
কথং কণ্ঠঃ স্থিতঃ পুষ্টঃ স্রাদপুষ্টঃ শিরঃস্থিতঃ।  
উচ্যতে তত্র শিরসি সঞ্চাধ্যারোহ-বর্ধয়োঃ ॥”

এখন দেখা যাচ্ছে, নাদই বাস্তবিক সঙ্গীতের মূল। এ নাদ সম্বন্ধে মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন—“তত্ত্ব বাচকঃ প্রণবঃ।” এর অর্থ একজন মনীষী করেছেন—“OM is the symbol of that great Brahman. Brahman itself is nameless and formless, but we, the subjects of this material world are endowed with that name and form. \* \* So to reach that Brahman or perfect attainment of salvation, we should take the help of a symbol (with name and form), and that sacred symbol is “OM”, the first born divine sound of creation etc.”

এই divine sound of creation-ই হচ্ছে নাদ বা ওকার, যা সঙ্গীতের কারণ বা বীজস্বরূপ। এখানে প্রণব বা নাদ যদি পরব্রহ্মের প্রকাশক ও সঙ্গীতের জনক হন, তবে সঙ্গীতের সাধক ও সাধিকা যে শব্দব্রহ্মের উপাসক, তাতে আর সন্দেহ কি? তাই মনে হয় লক্ষ্যহীন কোন বস্তুই নেই জগতে, প্রত্যেকেরই এক একটা লক্ষ্য (goal) আছে, যে লক্ষ্যের বরণে মানব যথার্থই আপনার জীবন ধন্য করতে পারেন। এই যে সঙ্গীত, যা চতুঃষষ্টি কলার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ, তারও একটা মহান লক্ষ্য আছে, যেটা



মুক্তি বা শাস্ত্রত আনন্দ নামে পরিচিত। শাস্ত্র তাই বলছে—

“ত্রিবর্গ-ফলদাঃ সর্কে দানাদ্যায়-জপাদয়ঃ।

একং সঙ্গীত-বিজ্ঞানং চতুর্কর্গফলপ্রদম্ ॥”

\* \* \* \*

সঙ্গীতের মূল ‘নাদ’ সম্বন্ধে সঙ্গীত-শাস্ত্রে যথেষ্ট বিচার আছে, কিন্তু সাধারণের তা বিরক্তিকর হবে বলে নিরস্ত হওয়া গেল। আজকাল Modern Art ও প্রগতিতর যুগে মানুষ সঙ্গীতের মাঝে তত গভীর তত্ত্বের আলোচনা করিতে ইচ্ছুক নয়। নাদ, শ্রুতি, অলঙ্কার, মুচ্ছনা, রূপ, ধ্যানাদির আবৃত্তি এখন পুরাতনে পরিণত হয়েছে। ‘বাদশাহী আমলের টাকা এ যুগে চলে না’, কাজেই সঙ্গীতের মাঝে বাজে কথা ও অত বড় বড় তত্ত্বের সমাবেশ আজকাল বেখাল্লা দেখায়! মানুষের কচির সঙ্গে সবই পরিবর্তন হতে চলেছে, আচার, ব্যবহার, সমাজ, রাষ্ট্র, এমন কি ধর্মের মাঝেও যথেষ্ট অদল-বদল হয়ে গেছে, কাজেই পুরাতনের দারাকে ডেকে এনে নতুনকে বিরক্ত করা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? কাজেই বড় বড় আলোচনাকে এখন রেহাই দিয়ে, সাধা সরল এবং আসল কথাটুকু বলাই হচ্ছে এ যুগের বৈশিষ্ট্য। একদিন ছিল, যখন নারীর সামাজিক আচারই ছিল পর্দার মাঝে থাকা ও নানাবিধ অলঙ্কার পরিধান করা, কিন্তু এখন তার স্রোত যথেষ্ট বদলে গেছে। স্বাধীনতা ও নিরাভরণই এখন নারীর মৌলধর্ম; সরুপ সঙ্গীত-জগতে আড়ম্বরতা, সেই classical-এর চণ্ড, শাস্ত্রতর্ক ও নাদের গুরু অবতারণা এখন শোভনীয় নয়—এই হচ্ছে বর্তমান সাধারণের argument। কথাটা অবশ্য নিছক মিথ্যা না হলেও যে একেবার অপ্রাসঙ্গিক নয়, এ কথা বোধ হয় নিশ্চিত, তার পশ্চাতেই একটা না একটা তত্ত্ব বা নির্দেশক আছে, এই নির্দেশক বা পরিচালকই হচ্ছে শাস্ত্র। শাস্ত্র বিজ্ঞান সৃষ্টি রহস্ত, ক্রমসাধনা, রূপ, বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য

সবই মানুষের সামনে নিরপেক্ষ ভাবে ধরে দেয় মাত্র তার প্রবৃত্তি জাগিয়ে তাকে মজলের অধিকারী করবার জন্যে, এতে চর্চা বা রহস্ত উদ্ঘাটনের নিজের কোন সার্থকতা নেই, সার্থকতা মাত্র তারই, যে এর নির্দেশমাত্র নিয়ে, এর সকল রহস্ত অবগত হয়ে তারই মাঝে আপনাকে ফুটিয়ে তুলতে পারে এবং তাতেই সে বিজ্ঞান সফলতা সম্পাদিত হয়। এজন্য শাস্ত্রও চাই, সাধনাও চাই এবং লক্ষ্যও চাই সে বিজ্ঞা বা কলাকে পূর্ণাঙ্গ ও উদ্দেশ্যময় করে তুলতে। এই যে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকলা, এর যে উদ্দেশ্য মানবকে মুক্তির বারতা প্রদান করা, শাস্তি ও অফুরন্ত আনন্দের অধিকারী করা, এত আর মিথ্যা নয়! সঙ্গীতে মানুষের সকল বৃত্তি কল্প হয়ে সে আনন্দের উচ্ছ্বাসে তন্ময় হয়ে যায়, এই আত্মভোলা ভাব বা তন্ময়তাই মানুষের কাম্য। মানুষ এই তন্ময়তার সাহায্যেই সে সুরময় ভগবানের সন্নিধানে উপস্থিত হয়ে আত্ম-নিবেদনে শাস্ত্র শাস্তি লাভ করে থাকে। এজন্য সঙ্গীত সাধনা নামে অভিহিত।

কিন্তু সঙ্গীত সাধনা হলেও মানুষ অর্থাৎ সাধকের কর্তব্য তার যথার্থ মূল অনুসন্ধান করা। মূল অনুসন্ধান ঝারাই প্রকৃত রহস্ত উদ্ঘাটিত হয়, এজন্য অনুসন্ধিৎসু সাধক শাস্ত্র বা গুরুর সাহায্যে যখন প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হ’তে অগ্রসর হন, তখনই দেখেন সঙ্গীতের মূলে সেই প্রণব বা নাদই, যাহা হতে আহত মুক্তি বিকশিত হ’য়ে শ্রুতি, অলঙ্কার, মুচ্ছনা, সুর ও ছন্দাদি পল্লবিত সঙ্গীত-মহীকরের সৃষ্টি করেছে। এই নাদই হচ্ছে সঙ্গীতের সুরধন মুক্তি, সমস্ত সঙ্গীত-সাধনায় এই নাদব্রহ্মেরই উপাসনা করা হয় এবং এই নাদব্রহ্মের উপাসনায়ই সঙ্গীত-সাধনার প্রকৃত রহস্ত নিহিত।

পুরাণাদি বাদ দিলেও যদি আমরা ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তবে দেখব যে, তখন কি ভাবে সাধকগণ সঙ্গীতকে গ্রহণ করতেন। শিবাজীর গুরু রামদাসের

ধার্মী ধারা পাঠ করেছেন, তাঁরা জানেন, তিনি সঙ্গীতে মনই আত্মহারা হয়েছিলেন যে, লোভ, অহংকার ইত্যাদি রপকে চিরদিনের জ্ঞান বিসর্জন দিয়ে প্রাণের ঠাকুর শ্রীরামজীর চরণেই তিনি আত্মবিক্রয় করেছিলেন। ইহিক ভোগ, স্বখ ও আনন্দ তাঁর কাছে সব উপেক্ষায় পরিণত হয়েছিল। একদিনের কথা, তিনি ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে একতারাটি বাজাতে বাজাতে শিবজীর রাজ-প্রাসাদের দ্বারে উপস্থিত হলেন, মুখে শ্রীরামজীর নাম গান ও চক্ষের অবিরত ধারা; শিবাজী প্রাসাদ শিখর হ'তে লক্ষ্য ক'রে গুরুদেবকে ভিক্ষা দিবার জন্তে করজোড়ে উপস্থিত হ'লেন এবং একটি কাগজখণ্ডে তাঁর সমস্ত রাজৈশ্বর্য্য দানপত্র লিখে দিয়ে রামদাসের ভিক্ষার ঝুলিতে নিক্ষেপ করুলেন। যেমন গুরু, তার তেমন শিষ্যই বটে! রামদাস শিষ্যের ভিক্ষাদ্রব্য লক্ষ্য করে হেসে বলেন—‘শিবজি’ আমি নগণ্য ভিখারী, রামনামই আমার দরল, তোমার অতুল ঐশ্বর্য্য নিয়ে আমি কি করব? তোমার ধন তুমি গ্রহণ করে আমাকে তাঁর নামে ডুবে যেতে দাও’ ইত্যাদি। তাই বলছি, ধারা বার্থ সাধক, তাঁরা ভগবানেরই সেবক, গানময় ভগবান ছাড়া আর তাঁরা কিছুই চান না।

তারপর আমরা পাই হরিদাস স্বামীর জীবনে। ইনি পরম বৈষ্ণব আশাবীরের পুত্র ভগবন্তকৃত। তিনি গুরুকৃত নামক ঐনৈক সঙ্গীত-বিদ্যায় সিদ্ধ মহাত্মার নিকট নাদবিজ্ঞা শিক্ষা করেন এবং সারাজীবন তাতেই অহরহ আত্মহারা হয়ে থাকতেন। একবার দয়ালদাস ক্ষত্রী নামক একজন ধনী তাঁকে একটি স্পর্শমণি প্রদান করেন, কিন্তু তিনি তা যমুনার তীরে নিক্ষেপ ক'রে একমাত্র নাদব্রহ্মের সাধনাই আত্ম-নিয়োগ করেন। সঙ্গীতগুরু তানসেন তাঁর নিকট ঐ নাদবিজ্ঞা শিক্ষা ক'রে আপনাকে সুররূপী ভগবানের একজন দীন সাধকই জ্ঞান করতেন। তিনিও স্বর বা সঙ্গীতকে বসিয়েছিলেন বিরাট ও অনন্তের

আসনে, তাই যখন সম্রাট আকবর বাদশাহ তাঁকে সঙ্গীত-গুরু বলে অভিহিত করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন—“জাঁহাপনা! বিশাল বারিধির একটীমাত্র জলকণা লাভে যেকোন সমগ্র সিংহগলিল অধিগত হয় না, এ অনন্ত নাদ সমুদ্রের গণ্ডমাত্র বারি পানে সেরূপ আমি কিছুমাত্র গৌরবান্বিত নই, বিন্দুমাত্র স্বর সমুদ্রের জল আমি পান করেছি, কিন্তু অনন্ত জলরাশি আমার সম্মুখে হ'বিত্ত! মিত্রা তানসেনের পূর্ববর্তী সাধকবর বৈজ্ঞানিকের জীবনীও অত্যন্ত! কি উদার সাধকই না তিনি ছিলেন! বৈজ্ঞানিকের নামটির অর্থ হচ্ছে ‘পাগল বৈজ্ঞানিক’, ত্রীকক্ষের রূপ ও গুণগানে পাগলের ছায় দিবারাত্র তিনি ডুবে থাকতেন। গান ছিল তাঁর সাধনা, এই সাধনারূপ পুষ্প দিয়ে তিনি স্বর বা নাদমণ্ডলের মধ্যে তাঁর প্রেমের ঠাকুরকে বসিয়ে পূজা করতেন। আহা! ধন্য পাগল বৈজ্ঞানিক! ধন্য তোমার সাধনা!!

এরূপ কত উদাহরণই না পাওয়া যায়, যাতে সঙ্গীত একমাত্র নাদরূপী পরব্রহ্মের সাধনারই পর্য্যবসিত ছিল! মিত্রা তানসেনের পুত্র বিলাস খাঁর বিষয়ও ধারা শুনেছেন, তাঁরা জানেন, সিদ্ধ পিতার নিকট হ'তে নাদ বিজ্ঞায় দীক্ষিত হ'য়ে তিনি সকল ভোগৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ ক'রে বৈরাগ্য অবলম্বনে ক্রিপে নাদ-সাধনায় আপনাকে আত্মহারা ক'রে দিয়েছিলেন। সঙ্গীতের মধ্যে ধারা ভ্রামরী প্রাণায়াম রহস্য অবগত আছেন, তাঁরাই জানেন, সঙ্গীত বা স্বরের মাধুর্য্য একমাত্র নাদেই অবস্থিত। নাদ অব্যক্ত ভাবধন মধুর শব্দ সমষ্টির ঋজু প্রবাহমাত্র। এই ঋতু মূলধারস্থিত স্বরে মনোনিবেশ করলে, মন শরীরভাস্তরে আত্মায় স্থিত হয় এবং তখনই সঙ্গীত বার্থ আনন্দ এবং শান্তি অন্বেষিত হয়। তাই বলি, নাদই মূল, নাদই সঙ্গীত সমুদ্রের প্রতিষ্ঠা এবং সঙ্গীতের রহস্য বিজ্ঞাতা! নাদের সাধনাই সঙ্গীতের সাধনা সার্থক হয়।

## স্বরলিপি

সার্থক হবে জীবন প্রভু শক্তি ভিক্ষা করি হে,  
ভিন্ন পথের পাশ্বে সকলে চলি এক ব্রত ধরি হে।

জ্ঞানের আলোকে দীপ্ত হইব,  
প্রেম সুধাস্বর কণ্ঠে গাইব ;  
বিশ্ববাসী সকলে যেন ভাতৃভাবে বরি হে।

বিলস মাঝেও সাধিব সত্য সঙ্গে প্রভু চল,  
অবসাদে যেন ভুলিব বেদন মস্ত্র এমন বল।

পূজিতে আনিব ভক্তির ফুল,  
নির্মল হবে হৃদয় দেউল ;  
শঙ্কা নাই সে পুণ্যকর্মে কেহই যেন না ডরি হে ॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীসন্তোষকুমার পাত্র, এম্-এস্‌সি

II {	পা	-গা	গা	পা	মা	মা	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	-রা	সা	সা	I
	সা	০	র্থ	ক	হ	বে	জী	ব	ন	০	প্র	ভু	

সা	-রা	সা	গা	-গা	সা	জ্ঞা	-গা	মা	জ্ঞা	-মা	-পা	I
শ	০	ক্তি	ভি	০	ক্ষা	ক	০	রি	হে	০	০	

সা	-মা	মা	মা	পা	মা	জ্ঞা	-গা	জ্ঞা	রা	সা	-গা	1
ভি	০	ম	প	থে	র	পা	০	হ	স	ক	লে	

সা	রা	সা	-গা	গা	-গা	সা	-রজ্ঞা	রা	সা	-গা	-পা	I
চ	লি	এ	ক	ব্র	ত	ধ	০ ০	রি	হে	০	০	

পা	-গা	পা	মা	মা	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	-গা	সা	সা	II
সা	০	র্থ	ক	হ	বে	জী	ব	ন ০	০	প্র	ভু	

II { পা পা পা | মা জ্ঞা মা | পা -না না | সা সা সা I  
জা নে র | আ লো কে | দী ০ শু হ ই ব

সা রা জ্ঞা | রা সা -া | সা রা সা | গা ধা পা } I  
প্র য হ | ধা হ র ক ০ ঠে গা ই ব

পা সা সা | সা রা সা | গা গা গা | ধা -া পা I  
বি ০ খ | বা ০ সী | স ক লে | যে ০ ন

মা পা মা | জ্ঞা -া রা | সা রজ্ঞা রা | সা -া -া II  
জা ০ তু | ভা ০ বে | ব ০০ রি | হে ০ ০

II { সা -মা মা | মা পা মা | জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | রা -া সা I  
বি ০ ব্র | মা বে ও | সা দি ব | স ০ ভা

সা রা সা | গা -া সা | সা রা সা | সরা -মা -া I  
স ০ দে | প্র ০ ভু চ ০ ০ | ল ০ ০ ০

মা মা মা | পা পা পা | পগা গা গা | ধা পা -া I  
অ ব সা | দে যে ন | ভু ০ লি ব | বে দা ন

মা পা মা | জ্ঞা জ্ঞা রা | সা রজ্ঞা রা | সা -া -া } II  
ম ০ জ্ঞ | এ ম ন | ব ০০ ০ | ল ০ ০

II { পা পা পা | মা জ্ঞা মা | পা পমা না | না সা -া I  
পূ জি তে | আ নি ব | ভ ০০ ক্তি | য ফ ল

[ সরী মা জ্ঞা ]

সী রী জ্ঞা | রী সী সী | নসী রী সী | গা ধা পা } I  
নি ০ ঋ | ল হ বে | হ০ দ য | দে উ ল

পা -সী সী | সী রী সী | গা -া গা | ধগা ধা পা I  
শ ০ ঙ্গা | না ই যে | পু ০ গ্য | ক০ ০ ঋ

মা পা মা | জ্ঞা জ্ঞা রা | সা রজ্ঞা রা | সা -া -া II II  
কে হ ই | যে ন না | ড ০০ রি | হে ০ ০

## গান

### শ্রীনির্মলচন্দ্র বর্দ্ধন

ওরে আমার ভোরের তারা,  
ভোরের তাবা,  
কার পানে তুই আছিচ্ চেয়ে  
নিমেষ হারা।

কোন্ সে প্রাণের বেদন রাগে  
তোর সক্রম আভাষ জাগে,  
কারে খুঁজি সারাটি রাত  
হলি সারা।

ধৈর্যে ভরা দীর্ঘ নিশি  
হবে অবসান,  
অধার শেষে হবে আবার  
আলোর অভিধান ;

ও তোর হৃথের রাতের পরে  
পড়'বি যারে অনাদরে,  
আকাশ পারে মিলাবে তোর  
জীবন ধারা।

## স্বরলিপি

## মানকোশ-ত্রিতাল

গুঁধ গুঁধ লারোরি  
মালনিয়া ফুলবন দেহররা ।  
আজ সদারঙ্গ আয়ে মোহন ঘর  
করছ ফুলবনকে সং ঘররা ॥

কথা ও সুর—সদারঙ্গ

স্বরলিপি—শ্রীশুচাকৃষ্ণণ প্রামাণিক

## আস্থায়ী

II <sup>০</sup> জ্ঞা -জ্ঞা সা জ্ঞা | <sup>১</sup> -জ্ঞা সা দা -গা | <sup>২</sup> সা -মা মা -া | <sup>৩</sup> -মজ্ঞা -মজ্ঞা -মা -সা I  
গুঁ ০ ধ গুঁ ০ ধ লা ০ রো ০ রি ০ ০০ ০০ ০ ০

<sup>০</sup> সা -মা সা সা | <sup>১</sup> গা -দা মা মা | <sup>২</sup> জ্ঞা মা গা -া | <sup>৩</sup> সা সা সা -া II  
মা ০ ল নি যা ০ ফ ল ব ন দে ০ হ র রা ০

## অন্তরা

II <sup>০</sup> মা -জ্ঞা মা মা | <sup>১</sup> গা -দা গা গা | <sup>২</sup> সা -া সা সা | <sup>৩</sup> সা সা সা সা I  
আ ০ জ স দা ০ র ঙ আ ০ য়ে মো হ ন ঘ র

<sup>০</sup> জ্ঞা জ্ঞা সা -সা | <sup>১</sup> গদা গদা গা মা | <sup>২</sup> জ্ঞা -মা গা -গা | <sup>৩</sup> সা সা সা -সা II II  
ক র ছ ০ ফ ০ ল ০ ব ন কে ০ সং ০ ঘ র রা ০

## কীর্তন ও ঢপের পার্থক্য

## ত্রিভুগাপ্রসঙ্গ স্মৃতিভারতী

কীর্তন শব্দের (কৃৎ-ভাবে লুট্) ব্যুৎপত্তিগত অর্থ— করিলে মিথ্যা বলা হইবে। কীর্তনাদ্ গীতের কয়েকটা বর্ণন, বলা প্রভৃতি বটে। কিন্তু তাল, লয় ও রাগ-ম্বর প্রকারভেদ আছে। যথা—১। আসল কীর্তন, ২। ঢপ, সংযোগে দেব দেবীর লীলা-বর্ণনাকেও কীর্তন বলে। ৩। সঙ্কীর্তন, ৪। নগর কীর্তন। আসল কীর্তনে ও মুখ্যভাবে কৃষ্ণবিষয়ক গানকেই বুঝায় যে, তাহা অস্বীকার ঢপে যেমন মান, মাথুর, গোষ্ঠাদি পালার নিয়ম আছে

(১) আসল কীর্তনে মহাজনৌ পদ, তাল মান লয় রাগাদি সংযোগে গীত হয়। ইহাতে বক্তৃতা নাই, কথা-গুলিও স্বরবিচ্ছাদে গীত হয়।

(২) ঢপ শব্দে বুঝায় মূর্তি, ধারা, প্রকার, চলন, রকম, অর্থাৎ ঠিক কীর্তন নহে, কিন্তু তাহার অল্পরূপ পালার কীর্তনের স্তায় হইয়া থাকে, তাল রাগাদিরও আংশিক মিল আছে। মোট কথা—আসল কীর্তনেরই একটা প্রকার বা ধারা বিশেষকে ঢপ বলে।

পালা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিব—“দান” দান শব্দে পারের কড়িকেও বুঝায়। যে উহা আদায় করে, সে দানী নামে কথিত; যথা “ও রাই! পড়েছ দানীর হাতে। আজি বুঝা যাবে দাম দিতে ॥”—(পদকল্পতরু)। ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ কালিন্দীকূলে স্বয়ং নৌকার কাণ্ডারী হইয়া গোপিনীদিগকে পার করিতে যে ক্রীড়া কৌতুক করিয়াছিলেন, তাহাই “দানখণ্ড” নামে প্রসিদ্ধি আছে। কেহ কেহ “দান”ও বলে।

আর শ্রীমতী রাধা রাত্রে একদিন অভিগারিকা হইয়া কৃষ্ণ মিলনার্থ নিকুঞ্জে গিয়া বাসক সজ্জায় ছিলেন। কৃষ্ণ আসিবার পথে চন্দ্রাবলী তাহাকে নিজকুঞ্জে নিয়া আসিল। রসময়ের রসপ্রসবনে ঐ কুঞ্জের লতা গুল্ম প্রভৃতিও অমৃত পানে অমৃতত্ব লাভ করিগ। এদিকে “রাধারাধা” কৃষ্ণ বিরহে উৎকণ্ঠিতা ও বিপ্রলব্ধা হইয়া ধরাশায়িনী আছেন, ভোরে কৃষ্ণ অরুণনেত্র ও আলু থালু বেশে শ্রীমতীর কুঞ্জে উপস্থিত হইলে প্রথমে অধীরা, পরে থণ্ডিতা হইয়া দুর্জয় মান করিয়া বসিলেন। ঐ মান ভঞ্জনার্থ কৃষ্ণ যে সব কাতরোক্তি প্রকাশ করিয়া অকৃতকার্য হইলেন ও তৎপর তথা হইতে প্রস্থান করিলে শ্রীমতী কলহস্তারিতা হইয়া যোগীবেশ ধারণপূর্বক যেরূপ আর্তনাদ বিলাপ ও অহুতাপ করিয়াছিলেন, পশ্চাৎ কৃষ্ণ যোগীবেশে যেরূপ কোশলে ও ছলে রাধিকার মান ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন। এইসব বর্ণনার নাম “মানভঞ্জন” বা মান।

মাথুর—মাথুরার রাজা কংশকে নিধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পিতামাতাকে উদ্ধার করিয়া ব্রজে ফিরিয়া না আসিলে, ব্রজাঙ্গনারা যেরূপ বিরহ দগ্ধ হন এবং বিরহ জ্ঞাত শ্রীমতীর দশবিধ দশা দেখিয়া তৎসহচরীগণ মধুপুরে গিয়া যেভাবে আত্মনিবেদন ও তৎসনা করেন, তাহার বর্ণনার নামই মাথুর। কীর্তন অর্থে মাথুর প্রগাঢ় রসপূর্ণ। উহাতে সখীর উক্তি ও কৃষ্ণের কাতরোক্তি সংক্রান্ত যে সমস্ত পদাবলী আছে বোধ হয় আর কোন ভাষায় সেরূপ ভাবযুক্ত রসপূর্ণ কবিত্ব প্রকাশ আছে কিনা সন্দেহ।

গোষ্ঠ—ব্রজে রাধাল বেশে শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ ও রাজা কংশের প্রেরিত দূত অবাহুর, বকাহুর আদি অশুর বধ, ও কালীয় দমন প্রভৃতি লীলা বিষয়ক বর্ণনের নাম গোষ্ঠ। গোষ্ঠের মধ্যে বাৎসল্য ও কল্প রসের বিস্তার

চৈতন্য কীর্তনে তাহা নাই। পূর্বোক্ত পালা, ঢপ ও আসল ঢপ তদপেক্ষা সহজ, সরল, অপ্রাচীন। সংকীর্তন ও নগর কীর্তনের মধ্যে আংশিক সামঞ্জস্য আছে। সংকীর্তন কীর্তন যদিও অপ্রাচীন নহে, কিন্তু উহাতে কবিত্ব, ভাব ও নগর কীর্তন গানে সচরাচর কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলা রাগ স্বরের বিশেষ গুণগণা নাই। আসল কীর্তনের গঠিত ভক্তি ও করুণ রসাদির বর্ণনাই বিস্তর; তন্মধ্যে ভাষা স্থানে স্থানে হিন্দী মিশ্রিত বাঙ্গালা ও প্রাকৃত এবং ভক্তিরসব্যঞ্জক গানই বেশী। বিচার করিয়া দেখা গিয়াছে প্রাচীন দেখা শব্দ লক্ষিত হয়। অতি প্রাচীনকালে আসল কীর্তন সর্বোপরি কঠিন অথচ মধুর এবং প্রাচীন। কুরুপ কীর্তন গীত হইত, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন।

পদাবলী আছে। শাস্ত্র, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চভাবে ব্রজলীলা ও ব্রজবিহার বলিয়া “কৃষ্ণভক্তগণ” কীর্তন করিয়া থাকেন। কীর্তনের মধ্যে অকুর সংবাদ ও প্রভাসাদি নানাপ্রকার করুণরসপূর্ণ পালা আছে।

চৈতন্যদেবের পরবর্তীকালে চৈতন্যলীলাও নানারসে নানাবিধ পালায় কীর্তন হইয়া থাকে। নিম্নাই সম্যাস প্রভৃতি পালাও কীর্তনে খুব চিত্তাকর্ষক।

(৩) চৈতন্যদেব, সংকীর্তনের স্রষ্টা, তাহার প্রমাণ চৈতন্য চরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত করিলাম, যথা—

পড়িলাম শুনিলাম এতকাল ধরি  
কৃষ্ণের কীর্তন কর পরিপূর্ণ করি।  
শিষ্যগণ বলেন কেমন সংকীর্তন।  
আপনি শিখায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥

(কেদার রাগ)

হরয়ে নমঃ কৃষ্ণদাসায় নমঃ গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥

(এইটাই চৈতন্যদেবের মুখনিঃসৃত আদ্য কীর্তন)

দিশা দেখাইয়া প্রভু হাতে তালি দিয়া,  
আপনি কীর্তন করে শিষ্যগণ লইয়া।

চৈতন্যদেব সংকীর্তনের বিধান বলিতেন, দশ পাঁচে মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া। কীর্তন করিহ সবে হাতে তালি দিয়া ॥ কীর্তন কহিল এই তোমা সবাকারে। জীয়ে পুত্রে বাপে মিলি কর গিয়া ঘরে ॥ সংকীর্তনৈক পিতরৌ কমলায় তাকৌ। এই শ্লোকদ্বারা, গৌরনিত্যানন্দই সংকীর্তনের পিতা বলিয়া অভিহিত। তিনি নিত্যানন্দসহযোগে যেভাবে সংকীর্তন করিতেন, তাহার বর্ণনায় বুঝা যায়, তৎসঙ্গে নিত্য ও লক্ষ লক্ষ লোক সংকীর্তনে আকর্ষিত হইতেন। যথা— ভাগীরথী তীরে প্রভু নৃত্য করি যায়, আগে পাছে হরি বলি সর্ব লোক ধায়।

... .. লক্ষ লক্ষ লোক বেড়িয়া রয় ॥

সংকীর্তনে কি কি যন্ত্রের বিধান করিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ আছে। যথা—

মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে শব্দ করতাল।  
রামকৃষ্ণ জয়ধ্বনি গোবিন্দ গোপাল ॥

এই মৃদঙ্গ শব্দে খোলকে বুঝাইবে। ত্রিপুরাসুর বধের ইতিবৃত্তে যাহা মৃদঙ্গের উপাদান পাওয়া যায়। ইহাতে সে সকল নাই।



চৈতন্যদেবের অন্তর্ধানের পর হইতে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতির পদাবলী অধিক বিস্তার হইয়াছে। উক্ত পদ-কর্তাদের পদ সংকলিত ‘পদকল্পতরু’, ‘পদসমুদ্র’, ‘পদরত্নাবলী’, ‘গীতরত্নাবলী’ প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। কিন্তু উহাদের ভিতর ভ্রম প্রমাদ অনেক স্থলেই দেখা যায়।

ভারতবর্ষে কি বাদ্যলায় এই কীর্তনের উদ্ভাবিত দিন নির্ধারণ করা দুঃসাধ্য। চৈতন্যদেবের সময় মুকুন্দ খুব উঁচুদরের গায়ক ছিল এবং স্বরূপ দাসের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পয়সারে আছে—

স্বরূপ দাসের বাজলো খোল।

যত রাঁড়ী চরক। তোল ॥

স্বরূপের পর শ্যামদাস বাউল আসল কীর্তনে অভ্যন্তর্য্যাতী-লাভ করিয়াছিলেন। তৎপর হারাধন দাস<sup>৪</sup>, গোপাল দাস, বেণী দাস, চক্রবর্তী ঠাকুর, উদ্ধব দাস প্রভৃতি কয়েকজনই বিশেষরূপে লক্ষ্যপ্রাপ্ত হন। আসল কীর্তনে মনোহরসাই<sup>৫</sup> রাগীহাটী, গড়ানহাটী, মাস্তাজ ইত্যাদি কয়েকপ্রকার জাতি আছে, তন্মধ্যে মনোহরসাই সর্বশ্রেষ্ঠ; রাগীহাটী অনেক সহজ ও সরল। মনোহরসাই কীর্তনের মধ্যে দশকুশী, ধামার, ছোট চোতাল, বড় চোতাল, ভেতলা, ক্ষুদ্রতাল, ব্রহ্মতাল প্রভৃতি কঠিন তাল এবং মেঘ, মালকোষ, শ্রী, গৌরী, পূরবী, পুরিয়া, মালশ্রী, পানশ্রী, ইমন, সারঙ্গ প্রভৃতি রাগ-রাগিণীতে গীত হয়। আসল কীর্তনের তুল্য মধুর ও চিতাকর্ষক সঙ্গীত আর নাই বলিলে অতিশয়োক্তি হইবে কিনা জানি না। ইহাতে সঙ্গীত ও সাহিত্য উভয় রসই একসঙ্গে শ্রোতার প্রাণে স্পর্শ করে। হিন্দী, পাঙ্গী, গজল, রেখতা ও ভজনাদি গীতে কল্পনা

রসের বহুল উচ্ছ্বাস ও বিকাশ আছে সন্দেহ নাই। ইংরাজী “হিম” ও “সাম” গানের মধ্যেও ত্তক্তি কল্পনাদি গভীর ভাব লক্ষিত হয়, কিন্তু বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জয়দেব প্রভৃতি মহাজনগণের পদের ভাব-চাতুরী ও রসমাধুরী বোধ হয় কোনপ্রকার গীতের মধ্যে আছে কিনা সন্দেহ।

কীর্তনাঙ্গ গান, সঙ্গীরসানভিব্যক্তিসম্পন্নকে দ্রবীভূত করিয়া ফেলে। আসল কীর্তনের পদাবলীতে যেকোন গুঢ় ও গাঢ় নিষ্কাম প্রীতি, আত্মবিস্মরণ ও আত্মবিসর্জনের ভাব ও বর্ণনা আছে, তেমন অল্পত্র পাওয়া যায় না। এই কীর্তনে হাজার হাজার পদ গাওয়া যায়। উহাতে, নায়ক নায়িকা ও ভক্তাদির মনোগত ভাব ও কথায় প্রকাশ করিবার নিয়ম নাই তৎসমুদয়ই গীত দ্বারা তাল মান সুর সংযোগে প্রকাশ করিতে হয়। বর্তমানে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়া, কতকটা ঢপের ভাব সংক্রামিত হইয়াছে। এই কীর্তনীয় ভজনশীল না হইলে সম্পূর্ণতা হয় না। প্রত্যেকটি পদে মন্ত্রশক্তি দেদীপায়মান। সর্বভোগী অন্তঃপমেয় প্রেমাবতার চৈতন্যদেব সম্বন্ধে আছে, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি।

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ

স্বরূপ, রামানন্দ সনে পড়ে প্রভু রাত্রিদিনে

গায় স্থখে পরমানন্দ।

উহা দ্বারা পদাবলীগুলি যে ভজনীয় তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। গায়কের ভাবানুযায়ী পালা হয়। যথা—৮শিরি ঘোষ প্রণীত “অমিয় নিমাই চরিত” ষষ্ঠ খণ্ডে—যে ভাবে লীলা সাজাইবে, সেইভাবেই আমরা জ্ঞানাত্মভূতিযুক্ত

(৪) সিউড়ীর নিকট নামুর নামক গ্রামে হারাধন ও গোপাল দাসের বাস ছিল। গোপালকে আখুরে গোপাল বলিয়া লোকে ডাকিত। মহাজনি পদের সঙ্গে ভাবজনক কথা যোজনা করিয়া দেওয়ার নামই আখর।

(৫) মনোহরসাই কীর্তনাদ্বয়ের স্থানগত নাম। রাগীহাটীও স্থানগত নাম। রাগীহাটী গীতে নমস্কার স্বরূপ গৌরচন্দ্রী গাহিবার রীতি আছে, ইহাকে ব্রজলীলার অনুরূপ বলিয়া জানিতে হইবে।

চন্দ্র, এই হইল পয়ারটির অর্থ। গীতায়ও আছে, যে  
মাং প্রপদ্যন্তে ইত্যাদি। তার বঙ্গানুবাদ না দিয়া  
চৈতন্য চরিতামৃত হইতে দিলাম—যে আমায় যেরূপে  
ভজি তৈছে। সুতরাং নির্দিষ্ট পালা হইতে  
পারে না। হারাধন দাস বাবাজী পালার শেষে মিলন  
গাহিয়াও ইঠাং আগত ভাবুকদের জন্ত মিলনের পর  
ক্রমতীর উক্তি, নিবেদন, প্রার্থনা পদগান গাহিয়া দ্বিপ্রহর  
অন্তীত করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রাচীন ইতিবৃত্ত ঘটনাও

আছে। সেদিন বারহাট্টা নামক স্থানে বিদেশাগত  
৬জয়দেব বাবাজীও পূর্বোক্তভাবে কীর্তন গাহিতেন।  
তঁাহার কীর্তনে বক্তৃতা, জাঁক-ষমক প্রভৃতি কিছুই  
ছিল না—কীর্তনে গেলেই আরও মাটির মত হইয়া  
পড়িতেন। এখনও কেন, আমরণই তঁাহার মধুর কণ্ঠ  
আগার কাণে বাজিবে। “চপ”ও খেয়াল হইলে রঙ্গ রস  
করিয়া গাহিতেন। মনে আছে উভয়ের পার্থক্য গাহিয়া  
বাজাইয়া দেখাইয়াছিলেন।

ক্রমশঃ

## স্বরলিপি

মিশ্র-মল্লার—তেতাল। (মধ্যগতি)

অঝোরে ঝরিছে জল, মেঘ হাঁকে বাহিরে।

ফিরিছ অভিসারিকা আজিকে কাহার আশে,

পরানে শঙ্কা তব নাহি রে?

অঁধারে ঢেকেছে দিক, পথ নাহি দেখা যায়,

গরজি' গরজি' ফেরে আকুল বাদল বায়,

কোন সে নীপের তলে ঘনঘোর এ বাদলে

কে আছে তোমারি পথ চাহি'রে?

সিক্ত বসন তব চরণ ঝড়ায় ধরি'

বলিছে ফিরিতে ঘরে কতই মিনতি করি',

বরষার কালো-জল ফুকারে ফিরিয়া চল

বলকল্ স্বনে গান গাহি'রে।

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীপ্রসাদ বসু

II মরা রমা গরা গমা | রা রা সা নসা | সধা -গা ধা -পা | মরা রপা পা -া I  
অঝো০ রে ঝো০ | রি ছে জ ল | মে ঘ হা কে | বা০ হি০ রে ০

সঁধা সঁা সঁা সঁা | সঁা রঁরঁঃ সঁাঃ সঁা | সঁা নধা না -সঁা | ধা -গা ধা -পা I  
ফি০ রি ছ অ | ভি সা০ রি কা | আ জি০ কে কা | হা ৰু আ শে

মা গরা রা রপা | পমা মা রা সা | সা সা সরা -মপা | ধধা ধধা মপা পপা II  
প রা গে শ | ঙ্ কা ত ব | না হি রে০ ০ | ০০০০ ০০ ০০

(৬) ময়মনসিংহ জেলায় উক্ত স্থানটি পণ্ডিত নবদ্বীপ সাধুর জন্ত এখনও বৈষ্ণব প্রধান আছে। নাম কীর্তনে ইহাদেরও অসম্ভব শক্তি, উক্ত ৬বাবাজীর জীবনী কয়েক বৎসর পূর্বে এই পত্রিকায় স্থান পাইয়াছিল।

II { মা পা নধা নর্মা | সর্মা সর্মা সর্মা সর্মা | সর্মা সর্মা - র্মা সর্মা | নধা নর্মা সর্মা সর্মা I  
আঁ ধা রে০ ঢে০ কে ছে দি ক প থ না হি দে০ থা০ যা য়

সর্মা সর্মা ধপা ধনা | নর্মা সর্মা সর্মা সর্মা | গনা ধপা সর্মা সর্মা গা | পনা গপা মা মা } I  
গ র জি০ গ০ র জি ফে রে আ কু০ ল০ বা দ০ ল বা য়

মরা রমা গরা রগা | গমা মা মা মা | গরা পা পা পা | মা গমা রা সা I  
কো০ ন্ সে নৌ০ পে০ র য় লে ঘ০ ন ঘো র এ বা০ দ লে

মরা মা পা ধা | মপা সর্ধর্মা সর্ধা পা ধা - গা ধা - পা | মপা ধধা পমা রমা II  
কে০ আ ছে তো মা০ রি০ প থ চা হি রে ০ ০০ ০০ ০০ ০০

II { সন্ না না -সা | সন্ গা ধা ধা | ধন্ পা প্ না | ন্মা সা সা সা I  
সি ক্ত ব স ন ত ব চ র গ জ ড়া যে ধ রি

রা রা গরা মরা | রমা মা মা মা | পা ধমা পা পা | মরা মা রা সা } I  
ব লি ছে ফি রি০ তে ধ রে ক ত০ ই মি ন০ তি ক রি

মপা পা গা -ধা | না সর্মা সর্মা সর্মা | র্মা মর্মা র্মা সর্মা | নধা নর্মা সর্মা সর্মা I  
ব০ ব যা র কা লো জ ল ফু কা রে ফি রি০ যা০ চ ল্

গা ধা গা পা | মা পা মজ্জা মা | মরা মা রা সা | সরা মমা রগা মা II. II  
ক ল ক ল্ স্ব নে গা০ ন গা হি রে ০ ০০ ০০ ০০ ০



# সেতার শিক্ষা

সেতারের গৎ

ভৈরৱী—টিমে ভৈতাল।

বাদী—মধ্যম। সহাদী—ষড়জ বা পঞ্চম।

চনা—ওস্তাদ এনায়েৎ হোসেন খাঁ

স্বরলিপি—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী  
(রামগোপালপুর)

আস্থারী

পমা II গাঁ ঋসাঁ ন্ সা | মাঁ মাঁ মাঁ দর্সা | নাঁ দদা পা মাঁ | গাঁ ঋ সা I  
ডেরে ডা ডেরে ডা রা ডা ডা রা ডেরে ডা ডেরে ডা রা ডা রা

পমা I গাঁ ঋসাঁ ন্ সা | দ্ দ্ প্ দ্ দ্ | ন্ সসাঁ পা মাঁ | গাঁ ঋ সা II  
ডেরে ডা ডেরে ডা রা ডা ডা রা ডেরে ডা ডেরে ডা রা ডা রা

অস্তর।

মগা II পাঁ দদাঁ নাঁ নাঁ | সাঁ সাঁ সাঁ গঁ মাঁ | গাঁ ঋঁ ঋঁ সঁ নঁ সঁ পদঁ নঁ | দাঁ পা মমা গাঁ |  
ডেরে ডা ডেরে ডা রা ডা ডা রা ডেরে ডা ডেরে ডা রা ডা রা ডেরে ডা

মমা পদনঁ দদাঁ পা | পমগমা ঋ সা II  
ডেরে ডা ডেরে ডা ডা ডা রা

## তান

১। পমগম্ভাঃ সংপপঃ গংগ্ভাঃ ন্‌সা | মা  
ভিরিভিরি ভা ভিরি ভা ভিরি ভেরে ভা

২। গমপদা নংসংনং দংপঃ পংমঃ | গমগম্ভাঃ সংপপঃ গংগ্ভাঃ ন্‌সা | মা  
ভিরিভিরি ভা ভাঝ় ভা রা ভা রা ভিরিভিরি ভা ভিরি ভা ভিরি ভা রা ভা

৩। ঋসনদা সনদপা নদপমা দপমগা | পমগম্ভাঃ সংন্‌সঃ মংন্‌সঃ মংন্‌সঃ | মা  
ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভা ভিরি ভা,ভিরি ভা,ভিরি ভা

৪। দদপমা গমপমা গমগম্ভাঃ সা | ন্‌সগমা পদনসা নদপমা গমংপঃ |  
ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভা ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরি ভা

৫। পমগম্ভাঃ গংগ্ভাঃ মা পমগম্ভাঃ | গংগ্ভাঃ মা পমগম্ভাঃ গংগ্ভাঃ | মা  
ভিরিভিরি ভিরি ভা ভা, ভিরিভিরি ভিরি ভা, ভা, ভিরিভিরি ভিরি ভা ভা

## গান

শ্রীযতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত

দেয়া পদ মঞ্জীর, বাজে নভঃ মঞ্জিলে

ঘন ঘন মঞ্জুল হুরে ।

চঞ্চল উচ্ছল, টলমল মেঘদল

নেচে নেচে চলে বহুদূরে ॥

শাস্ত কানন তরু মন্ডর সমীরণে

সহসা চমকি' দোলে, থমকিয়া খনে খনে

সঘনে গগন ঘেরি বিজলী ঝলকি' ওঠে

দেউটা ছলকে নদী জুড়ে ॥

ক্রন্দসী চলে ফিরে বনতরু সঞ্চলি',

চিত্ত বিরহী ফেরে মেঘে মেঘে চঞ্চলি' ;

সঞ্চিত কী বেদনা মেতেছে মরম ঘিরে

আজি এ বরষা বায়ুপুরে ॥

## স্বরলিপি

## মিশ্র গৌর-সারঙ্গ—দাদরা

বর্ষারাগীর আঁচলখানি ওই যে দোলে ।  
হংস মিথুন উড়লোরে তাই মেঘের কোলে ॥  
ভিজ়ে ক্ষেতের আলের পারে  
দূরের ঘন বনের ধারে,  
শামল বঁধু বাজায় বাঁশী মধুর বোলে ॥

জলের ধারা উতল হয়ে হারায় মাঠে,  
তরুণী চায় ঘোমটা ফেলি' নদীর ঘাটে ।  
মন হারায়ে দূরের সুরে  
কোন্ গগনে বেড়ায় ঘুরে  
চায়না যেতে ঘরের পানে সন্ধ্যা হলে ॥

কথা—শ্রীবিমলাকান্ত লাহিড়ী, এম-এ, বি-এল

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীবৈষ্ণনাথ দে

II	রা	মা	গা		-	রসা	ন্	I	সা	গা	রা		মা	গা	-	I
	ব	ব	যা		০	রা ০	গার		আ	চ	ল		খা	নি	০	

গমা	পা	পা	ক্কা	পা	-	I	ক্কা	ধা	পা	মা	গা	-	I
ও ০	ই	যে	দো	লে	০		ও ০	ই	যে	দো	লে	০	

রা	মা	গা		-	রসা	ন্	I	সা	গা	রা		মা	গা	-	I
ব	ব	যা		০	রা ০	গার		আ	চ	ল		খা	নি	০	

-	-	-		-	-	-	I	ন্	-	সা	রা	সাঁ	সাঁ	I
০	০	০		০	০	০		হ	ং	স	মি	থ	ন	

না	না	সঁনা		ধপা	ক্কা	পা	I	ধা	ধা	না	সাঁ	রা	-	I
উ	ড্	লো ০		রে ০	তা ০	ই		মে	যে	র	কো	লে	০	

ক্কা	ধা	পা		মা	গা	-	II
ও ০	ই	যে		দো	লে	০	

II রা মা গা -১ রসা না I সা গা রা মা গা -১ I  
ব বৃ ষা ০ রা০ গীর আ চ ল খা নি ০

-১ -১ -১ -১ -১ -১ I পা পা -১ না ধা না I  
০ ০ ০ ০ ০ ০ ভি জে ০ ক্ষে ক্ষে র

সাঁ সাঁ -১ সাঁ -১ সঁনা I রঁসাঁ -১ -১ -১ -১ ধা I  
আ লে ০ র ০ পা০ রে০ ০ ০ ০ ০ ০

ধা ধা না সাঁ রাঁ -১ I ধা পা গা ধা -১ পক্ষা I  
দু রে র ঘ ন ০ ব নে ০ র ০ ধা ০

ধপা -১ -১ -১ -১ -১ -১ I রা রা পা ক্ষা পা -১ I  
রে০ ০ ০ ০ ০ ০ আ ম ল ব ধু ০

ধা পধসঁগা গা ধা পা -১ I ধা ধা না সাঁ রাঁ -১ I  
বা জা০০০ য় বা শী ০ ম ধু র বো লে ০

ক্ষপা ধা পা মা গা -১ II  
ও ০ ই যে দো লে ০

II রা মা গা -১ রসা না I সা গা রা মা গা -১ I  
ব বৃ ষা ০ রা০ গীর আ চ ল খা নি ০

-১ -১ -১ -১ -১ -১ I পা পা পা ক্ষা পা -১ I  
০ ০ ০ ০ ০ ০ জ লে র ধা রা ০

না নধা ধা | পক্ষা পা -১ I পা পা -১ | গা পা মা I  
উ ত ০ ল হ ০ য়ে ০ হা রা ০ ০ র মা

গা -১ -১ | -১ -১ -১ I না সা -১ | মা গা -১ I  
ঠে ০ ০ ০ ০ ০ ত রু ০ গী চা য়

পা পা ক্ষা | ধা পা -১ I রা গা রা | সা রা না I  
ঘো ম টা ফে লি ০ ন দী ০ র ০ ঘা

সা -১ -১ | -১ -১ -১ II  
টে ০ ০ ০ ০ ০

II পা পা পা | নধা না না I সী সী -১ | সী -১ সনা I  
ম ন হা রা ০ য়ে ০ দু রে ০ র ০ হ ০

রসী -১ -১ | -১ -১ ধা I ধা ধা না | সী রী -১ I  
রে ০ ০ ০ ০ ০ কো ন গ গ নে ০

ধা ধা গা | ধা -১ পক্ষা I ধপা -১ -১ | -১ -১ -১ I  
বে ডা ০ য় ০ ঘু ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০

রা রা পা | ক্ষা পা -১ I ধা পধসর্গা গা | ধা পা -১ I  
চা য় না য়ে তে ০ য় রে ০ ০ ০ র পা নে ০

ধা ধা না | সী রী -১ I ক্ষপা ধা পা | মা গা -১ II II  
স ন ধা হ লে ০ ০ ই য়ে দো লে ০



## মুদঙ্গাচার্য্য ঐননাথ হাজরা মহাশয়ের কয়েকটি বোল

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

শ্রীকানাইলাল হাজরা

## সঙ্গত প্রকরণ

ঐশ্বর্য্য অঙ্গের গীতাদির সহিত সঙ্গত ও কাল রক্ষার কারণ মাত্ৰাভ্যাসী তাল দিবার জন্ত মুদঙ্গ বাজের প্রয়োজন হয়। সঙ্গত দ্বারা গীতাদির মধুরতা প্রতিপাদিত হয়। গায়কের গীতের ছন্দ ও লয় যেরূপ হইবে তদভ্যাসী বাদ্যের ও ছন্দযুক্ত ঠেকা ও প্রক্রমণিকা অর্থাৎ পরম নির্দিষ্ট আছে। অনেক মাদ্ঙ্গিকেরা এ সকল ভেদভেদ লক্ষ্য না করিয়া যদৃচ্ছানুরূপ ছন্দ ও বোল বাজাইয়া অসঙ্গত নিয়মে সঙ্গত করিয়া থাকেন। যেমন বহুবিধ স্বরকোশলে গমক্, মূর্ছনাদি সংযোগে নানা ছন্দ সহকারে গীতাদি বিস্তার করাকে কর্তব্য কহে, সেইরূপ যথা নির্দিষ্ট লয় স্থির রাখিয়া মাত্ৰা বিভাগ দ্বারা নানা প্রকার ছন্দ কোশলে হস্তপাঠ সাধিত বোলকে বাঁট করা ও তালকে বিস্তার করার নাম সঙ্গত।

গীতে আস্থায়ী, অন্তরা, সকারি ও আভোগ এই চারিটি তুক আছে। প্রত্যেক তুকে ৩ বা ৪ ও ততোধিক আওদা দেখা যায়। এক সম হইতে অল্প সময়ের পূর্ব সময় পর্য্যন্ত একটা পূর্ণ আওদা বলে, এবং শেষ আওদার সম্মুখে মোকাম কহে। ঐ মোকাম গীতের বিরাম স্থল বলিয়া বাদকগণ ঐ সময়ে তেহাই দিয়া গীত বাদ্য উভয় সমাপন করেন।

গীত ও বাদ্যের উৎপত্তির স্থান ও বিরাম স্থান—সম, অতীত, অনাখাত এবং বিষম এই চারি পদে বা গ্রাহ প্রচলিত আছে।

আষাঢ় সংখ্যায় খাম্‌সা তাল ভুল ক্রমে খাম্‌গা ভাপা হইয়াছে তাহা দয়া করিয়া সংশোধন করিয়া লইবেন।

এই তালটি ছয় বা বার মাত্রার তাল, তন্মধ্যে ৪টি তাল ও দুইটি ফাঁক।

যথা—১ ০ ১ ০ ১ ১ | ধা

মধ্যলয় ১২ মাত্রা।

ঠেকা—

+ 0 1 0 1  
ধা ধা দেন্তা কং তাগে দেন্তা তেটে কতা

1 +  
গদি ঘেনে | ধা

মধ্যলয়—প্রকারান্তর।

+ 0 1 0  
ধেং ধেনে নাগ, ধেং ধেনে নাগ, ধেনে নাগ

1 1 +  
তেটে কতা গদিঘেনে | ধা

দ্বন লয়।

+ 0 1 0 1  
ধা ধা দেন্তা কং দেং তা ধা তেটে কতা

1 +  
গদিঘেনে | ধা

দ্বন লয়—রেলা ( আস্থায়ীর বোল )

+ 0 1 0  
ধা ধেনে নাগ দি ধেনে নাগ ধেনে নাগ

1 1 + 0 1 0  
গদি ঘেনে নাগ | ধা ধিন্তা ধাধিন্তা কংতা

1 1 +  
তেটে কতা গদিঘেনে | ধা

মধ্যলয়—আস্থায়ীর রেলা

+ ঘেঘেতেটে ঘেঘেতেটে কেটেতাগ তাগেতেটে

কতা ঘেঘেতেটে কতা ঘেঘেতেটে ঘেঘেতেটে

কতা ঘেঘে তেটে ঘেঘে তেটেকতা গদিঘেনে | ধা +

অস্তরার রেলা

+ ধুমাকেটে ধুমাকেটে তাকা তাকা ধুমাকেটে

তাকা ধুমাকেটে তাকা ধুমাকেটে ধুমাকেটে

তাকা ধুমাকেটে ধুমা কেটেতাক্ গদিঘেনে | ধা

অস্তরার বোল

+ ধুমাকেটে ধুমাকেটে তা কেটে তাকা কেটে

তাকা ধুমা কেটে তাকা তা কতা থুনা

তাকা ধুমা কেটে ধুমা কেটে তাকা

গদিঘেনে | ধা +

অস্তরার বাঁট

+ ধাগে তেটে ধাগে তেটে তাগে তেটে তাগে

তেটে কেড়ে ধা কেটে দেরে দেরে নাগে

তেটে ধেকেটে ধা গদিঘেনে ধাগে নেধা

ঘেনা কং থুথু কেটে গদিঘেনে কেটে কেটে

ধুমাকেটে কেড়ে ধা কেটে কতেটে তা আন

ধেং ধেং কেটেতাগ ধেংতা দিগ্ দাগ্

তাগ্ ঘেড়ান্ তাকা থুথু কেটে তাকা

গদিঘেনে | ধা +

ক্রমশঃ

## গান

শ্রীশুধীর সরকার

গেক্কায়া রঙ্ ধরেছে, মনে তো'র রঙ্ ধরে নাই,  
সংসারে সং সাজ্ তে এসে, সং হ'য়ে তুই রইলি'রে ভাই।  
বসে' তুই ঠাকুর ঘরে, চোখ ব্জ্জ' তুই রইলি পড়ে'  
চোখ খুলে' তুই দেখ'লিনারে, অঙ্ক হ'য়ে রইলি তাই।

বেদ-বেদান্ত পুরাণ-তন্ত্র সব কিছু  
মনের ঠাকুর রাখলো ঢেকে, ঘুরলি বুধা তার পিছু।  
করে' স্নান গঙ্গাজলে, বসলি ঠাকুর পূজার ছলে  
অঙ্গ বেয়ে জল যে ঝরে নয়নে তো'র জলতো নাই।

## স্বরলিপি

বাগেচ্ছী-তেতাল

আজি বাদল বায়ে কার বাঁশী বাজে,  
সে সুর সাধিল বাদ সকল কাজে,  
আজ, বাহির ডাকিছে গো, বাদল সাঁঝে।

আকাশ যমুনা কূলে  
মেহুর কদম মূলে  
বাজায় অশনি-বেণু প্রলয় রাজে ॥

উতলা রাধিকা আজি পাগল পারা  
প্রলয়ের ডাক—তার শ্যামেরি সাড়া ॥

ঈশানের তালিবনে  
কাহুর নৃপূর স্বনে  
মিলন-পিয়াসী হিয়া কাঁপে সলাজে ॥

কথা—কুমারী মীরা ঘোষাল

সুর—শ্রীমতী বিভা ঘোষ

স্বরলিপি—শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষাল

II মা জ্ঞা রা সা | রা -া সগ্া ধ্গ্া | সা মা জ্ঞা রা | সা -া সা সা I  
বা দ ল বা | য়ে ০ কা ০ ০ র্ | বা ০ শী বা | জে ০ আ জি

সা গ্া ধ্া ম্া | ম্া ধ্া গ্া সা | সা রা মরা জ্ঞরা | সা -া -া -া I  
সে স্ব র সা | ধি ল বা দ | স ক ল ০ কা ০ | জে ০ ০ ০

সমা ধা ধা ধা | গা পা ধা মা | গা ধা পা মজ্ঞরা | সা -া সা সা II  
বা ০ হি র ডা | কি ছে গো ০ | বা দ ল সা ০ ০ | য়ে ০ আ জি

I মা গা - ধা পা | ধণা সাঁ সাঁ সাঁ | মঁ জঁ রাঁ সাঁ | রঁসাঁ রঁসাঁ গা ধা I  
আ কা শ্ য য় ০ না হু লে | মে হু র ক | দ ০ য ০ য় লে

মা ধা - া ধা | গা পা পা ধা | মপা ধণা ধা জঁরা | সা - া - া - া II  
বা জা য় অ শ নি বে গু প্র ০ ল ০ য ০ রা | জে ০ ০ ০

II মা জঁ রাঁ সাঁ | ধা গা ধা ম্ | ধা গা জঁ রা | সা - া - া - া I  
উ ত লা রা | ধি কা আ জ | পা গ ল পা | রা ০ ০ ০

মা ধা গা সাঁ | গা ধা জঁ - া | জঁ জঁ জঁ রাঁ | সাঁ - া - া - া  
প্র ল য়ে র ডা ক তাঁ য় জা মে রি সা | ডা ০ ০ ০

II মা ধা গা সাঁ | সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ | মঁ জঁ রাঁ সাঁ | রঁসাঁ রঁসাঁ গা ধা I  
ঈ শা নে র তা লি ব নে | কা হু র নু | পু ০ র ০ য় নে

মা সাঁ গা ধা | মা ধা সঁগা ধা | মা ধণা জঁ রা | সা - া - া - া II II  
মি ল ন পি য়া সী হি ০ য়া কা পে ০ স লা | জে ০ ০ ০

## মালকোষ

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী (গোপাল বাবু)

মালকোষ রাগ ভৈরবী ঠাট হইতে উৎপন্ন। ইহার আরোহাবরোহে ঋষভ ও পঞ্চম স্বর বজ্রিত হয়, স্ততরাং ইহার জাতি ঔড়ব। ইহাতে গান্ধার, ধৈবৎ ও নিখাদ এই স্বরগুলি কোমল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার বাদী যের মধ্যম ও সমবাদী স্বর যড়জ। ইহা উত্তরাজ প্রধান ও গীত হইবার সময় রাজির তৃতীয় প্রহর। ইহার প্রকৃতি ঐশ্বর এবং সর্কদাই খুব লোকপ্রিয় হইয়া থাকে।

মালকোষ সঙ্কেত শাস্ত্রীয় প্রমাণ :-

১। নিসৌ গমৌ ধনী সচ্চ সনী ধমৌ গমৌ গসৌ।

২। কোমল সব পঞ্চম রিখব দোউ বরজিত কীহু।

মালকোশোহরিপঃ প্রোক্তো মধ্যমাংশে। নিশীথগঃ ॥

সম সম্বাদীবাদিতেং মালকংসকো চীহু ॥

আরোহাবরোহে স্বরূপ :- গা সা জা মা, না গা সাঁ, গা না মা, জা মা, জা সা।

মালকোষ—ভিলআড়া

(খেয়াল)

নয়ননমে কিরত যোরনকা রঙ্গ ।

চিনেকি পুতলি তোরে অঙ্গ ॥

খটক করত হায় কাহে আটক রহে,

নয়ন নয়নমে তোরে ঢঙ্গ ॥

সুর—৩মাষ্টার পূরণ (কোরিঙ্কিয়ন থিয়েটার)

আন্তরাঙ্গী

II {জ্ঞমা দণা | সী স'গা দদা দমা | জ্ঞা সা স'গ'দঃ গ'সা | সা সা সমা মা  
নয় ০০ | ০ নন ০মে ০ফি | র ত ধো ০০ ০ | র ন কা র

৩ মা মা} দা মজ্ঞা I মা দা গা জ্ঞা | মা দা মদমদা মদগ'সা  
অং গ চি ০০ নে ০ কি ০ | পু ত লি ০০ ০ ০০০ ০

+ সা গা দা স'গা | দা মা II  
তো ০ রে অ ং গ

অন্তরা

II {জ্ঞা জ্ঞমা মা | দা স'গা দণদণা দ'গ'সঃ | সা জ'সা গ'দা মা  
খট ০ ক ক | র ত হা ০০০ য ০০ | কা ০ হে আ

৩ মদা দণা গা দা | (মা)} I স'জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা স'জ্ঞা | মা জ্ঞা জ্ঞা সা  
ট ০ ক ০ র হে | ০ নয় ০ ন ন ০ | য ন মে ০

+ সা গা দা দা | দা মা II  
তো ০ রে ট ং গ

ସାରଗମ ଓ ଜୋଡ଼ା :-

୧। ସଂଗଂଗା ସମା ଉତ୍ତମଦମା ମଂଗଂମଂ ଉତ୍ତମଂ ଦଂଗଂମଂ ଉତ୍ତମା ମଂଗଂମଂ ।

ମଂଗଂମଂ ଗଂମଂମଂ ଦଂଗଂମଂ ମଂଗଂମଂ, ମଂଗଂମଂ ମଦା ଉତ୍ତମା ସଂଗଂଗା ମା  
ନୟ ନନ ସେଫି ରତ ଘୋର ବ

୨। ମା ମଦା ଉତ୍ତମା ସଂଗଂଗା ଉତ୍ତମା ଉତ୍ତମା ସଂଗଂଗା ମଦା ମା ଉତ୍ତମା ମଂଗଂମଂ  
ନୟ ନନ ସେଫି ରତ ଘୋର ବ ନ କାର ଠା, ନୟ ନନ ସେଫି ରତ ଘୋର

ମା ମଦା ଉତ୍ତମା ଦମା ମା ମଦା ଉତ୍ତମା ସଂଗଂଗା ମା  
ବନ କାର ଠା, ନୟ ନନ ସେଫି ରତ ଘୋର ବ

୩। ମା ମଦା ମଂଗଂମଂ ଗଦମଂଗଂ ସଂଗଂଗା ମସମା ମସମଂଗଂ ମଦମଂଗଂ ମଦମାମା  
ନୟ ନନ ସେଫି ନନ ସେଫି ରତ ଘୋର ବନକାର ଠା ଠା ନେଫି ଘୁଡ଼ିଲି

ମାମାମା ଦଂଗଂମଂ ଗଦମଂଗଂ ସଂଗଂଗା ମା ମଂଗଂମଂ ଗମଂଗଂ ଉତ୍ତମଦମା  
ତୋରେଫ ଠା ନୟ ନନ ସେଫି ରତ ଘୋର ବ, ନୟ ନନ ସେଫି ରତ ଘୋର

ମା ମଂଗଂମଂ ଗଦମଂଗଂ ସଂଗଂଗା ମା  
ବ, ନୟ ନନ ସେଫି ରତ ଘୋର

## স্বরলিপি

মিশ্র ইমন—কাহারবা

বর্ষার ছন্দে—  
নাচে হিয়া নাচে  
আজি নব হর্ষে,  
পরম আনন্দে ।  
ময়ূর ময়ূরী নাচে, তালি বাজে নন্দে' ॥  
কালো চুল এলিয়ে  
এল কালো মেয়ে,  
কেতকী অঁচল নাচে  
জল ভেজা গন্ধে ॥

তটিনী নাচিয়া চলে উইল তালে,  
চপল বিজলি ঝলে' আকাশ তলে ।  
আধফোটা যত কথা কদমের মনে  
ফুটিল সকল আজি জল ঝরা খনে ।  
আকুল কেয়াকুল,  
বন ফুল নাচে ;  
সজল জলদ নটে আজি মন বন্দে,  
পরম আনন্দে ॥

কথা—শ্রীসন্তোষ দাশগুপ্ত

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীঅসিতরঞ্জন ঘোষ (ভুলুবার)

## আম্ভারী

II সী -সী না না | ধা -া পা -া I পা মা গা রা | গা ক্ষা পা -া I  
ব ব যা র | ছ ন্ দে ০ না চে হি যা | না ০ চে ০  
পা মা গা রা | সা মা মা -া I না রা গা রা | না রা সা -া I  
আ জি ন ব | হ ব্ যে ০ প র ম আ | ন ০ ন্দে ০  
সা রা গা মা | পা ধা গা গা I না সী গী রা | সী না সী -া II  
ম য় র ম | য় রী না চে তা লি বা জে | ন ন্ দে ০

## অম্বরী

II না সী রী গী | ধা না ধা পা I রা না ধা পা | রা গা মা পা I  
কা লো চু ল | এ লি য়ে ০ এ ল কা লো | মে ০ য়ে ০  
ধা সী পা ধা | গা পা রা গা I না সা রা গা | মা পা সী -া II  
কে ত কী জা | চ ল না চে জ ল ভে জা | গ ন্ ধে ০

সংগীতী ও আভোগ

I ক্রা পা ধা সা | মা মা গা গা I না সা রা গা | রগা মা গা -I I  
ত টি নী না | চি রা ০ চলে উ ছ ল ০ | তা ০ ০ লে ০

ক্রা ক্রা ক্রা ক্রা | পা ক্রা পা পা I মা গা মা পা | গপা মপা মা -I I  
চ প ল বি | জ লী ব লে আ ০ কা শ | ত ০ ০ ০ লে ০

পা গা ধা পা | না ধা সা সা I সা রা গা রা | না রা সা -I I  
আ ধ ফো টা | য ত ক থা ক দ মে র | ম ০ নে ০

সা সা সা ধা | পা পা গা মা I রগা রা সা রা | পা -I গা -I I  
ফু টি ল স | ক ল আ জি জ ০ ল ব রা | থ ০ নে ০

গা রা গা পা | রা রা সা সা I না ধা না না | সা -I সা -I I  
আ ০ কু ল | কে রা কু ল ব ন ফু ল | না ০ চে ০

সা না ধা পা | মা গা না না I ধা পা ক্রা গা | রগা মা মা -I I  
স জ ল জ | ল দ ন টে আ জি ম ন | ব ০ নু দে ০

না রা গা রা | না রা সা -I II II  
প র ম আ | ন নু দে ০



## স্বরলিপি

মিশ্র-দাদরা

বাদল-নটীর ঝুমুর-ঝুমুর

বাজলে ঘুঙুর সজল সাঁঝে ;

কি উৎসবের পোড়িলে সাড়া

বন-কুম্বের গহন মাঝে ।

রজনী-গঙ্গা হোলো উতলা

ঘুঁই-কেতকী কোর্ছে খেলা

আবেশ ভরা বকুল-বুকে

মিলন মধুর সুরভি রাজে ।

(আজি) কাজলা-কায়া মেঘের ধারে

ভাসুলো অঁখির কুল,

বিরহে প্রাণ আকুল করে

শিখিল শিউলি ফুল ।

হাসাহানার শ্রামল শাখে,

ঝিল্লি-বধু ব্যাকুল ডাকে,

বন্ধুহারা কোন্ বঁধুয়ার

মিলন-স্মৃতির সুরটি বাজে ।

কথা—শ্রীশান্তিপ্রকাশ মিত্র

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীসুকুমার দেব

II {	পা	গা	গা	পা	গমা	পা	I	গা	গা	মা	গমপদা	পা	পা	I
	বা	দ	ল	ন	ট	র		ঝু	ম্	র	ঝু০০০	ম্	র	

রা	জা	রসা	সরগা	রগমপা	পা	I	রা	মা	-জা	রা	সা	-১	I
বা	জ	লো	ঘু০০	ঙ০০০	র		স	জ	ল	সা	ঝে	০	

গা	ধ্গা	গা	সা	রা	রা	I	সরগা	গা	-গা	মা	মা	-১	I
কি	উ০	৭	স	বে	র		প০র	ল	০	সা	ডা	০	

সা	সা	রা	মা	পা	পা	I	মা	ধা	পা	জরা	সা	-১	II
ব	ন	কু	স্ব	মে	র		গ	হ	ন	মা০	ঝে	০	

II মা মা মা | ধা -ধা না I সী সী -সী | সী সী সী I  
র জ নী | গ ন ধা হ লো ০ | উ ত লা

পা পা না | সী সী -নী I না -রী সী | গা ধা -নী I  
যু ই কে | ত কী ০ কো বু ছে | থে লা ০

গা গা গা | গা গা -গা I -নী -নী -নী | -নী -নী -নী I  
আ বে শ | ভ রা ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০

ধসী গা গা | গা গা -গা I ধা সী গধা | ধঃ দা ধাঃ I  
আ০ বে শ | ভ রা ০ ব কু ল০ | বু ০ কে

গা মা মা | দা পমা -পা I রা মা জ্ঞা | রা সা -নী II  
মি ল ন | ম ধু০ বু স্থ র ভি | রা জে ০

(সী সা) II না সা না | দা প্ প্ I প্ দা দা | রা ন্ সা -নী I  
আ জি কা জ ল | কা যা ০ মে ঘে র ধা রে ০

সরা -গা গা | গা মা পা I গা মা -নী | -নী -নী -নী I  
ভা০ স্ লো | আ থি র কু ল ০ ০ ০ ০

ধা ধা ধা | ধা ধা -ধা I গা সী ঋী | গধা গা -নী I  
বি র হে | আ গ ০ আ কু ল | ক রে ০

গা মা দপমা | মা পা গা I মা -মা -নী | -নী -নী -নী II  
শি থি ল০০ | শি উ লি কু ল ০ ০ ০ ০

II মা -পা মপা | জা মঃ মাঃ I পা না না | সাঁ সাঁ -া I  
হা ন্ না ০ | হা না র জা ম ল | শা খে ০

সঃ -রাঃ নসরজা | রা সাঁ -সাঁ I গা গা গা | ধা পা -া I  
ঝি ল্ লি ০ ০ ০ | ব ধু ০ ব্যা কু ল | ডা কে ০

ধা -সাঁ সাঁ | ধা গা -গা I পা -পা গা | দা পা পা I  
ব ন্ ধু | হা রা ০ কো ন্ বঁ | ধু যা র

গা মা মা | দা পমা পা I রা মা জা | রা সাঁ -া II II  
মি ল ন | স্ব তি ০ র স্ব র টি | বা জে ০

## গান

### শ্রীমতী শাস্তি দেবী

যেদিন বাজবে না স্বর তোমার প্রাণে,  
সেদিন কাণ পেতো' গো কাণ পেতো গো  
বিশ্ববীণার করণ গানে।

যেদিন ভাঙবে না খুম নিশীথ রাতে,  
ফুটেবে না ফুল মধুর প্রাতে,  
সন্ধ্যারাণী জ্বলেবে না দীপ নীল গগনে  
সেদিন ডাক দিয়োগো ডাক দিয়োগো  
আমার মনের গোপন কোণে ॥

## শ্রীখোল বাদ্য প্রণালী\*

(পূর্বানুষ্ঠি)

শ্রীপারেশচন্দ্র নজুমদার বি-এ

## ফেরৎ হাতুটী

। বা । গুরগুর দা । ছেইয়া । দাগুর । গুরদা । গুরগুর  
 । ছেইয়া ২ দাঙ্কে (ই) তা । খেটা । ছেইয়া । দাগুর  
 । গুরদা । গুরগুর । ছেইয়া । তা ।

ক) । ছেইতা । (আ)ঝা । খেটা । তা । কুব্‌কুব্‌ । তাঝা  
 । (আ)ঝা । খেটা । তা । কুব্‌কুব্‌ । তাঝা । (আ)ঝা  
 । খেটা । তাখি । তা । গুরগুর । দা । ছেইয়া । ইত্যাদি  
 ৬নং বোল ।

খ) । ধো । খেটা । ছেই । যা । দাখে । (ই)য়া । খেটা । তা  
 । তা । খেটা । ছেই । যা । তাখে । (ই)য়া । খেটা । তা  
 । ঘেনেব্‌ । ঘেনা । তা । ঝা । ঘেনেব্‌ । ঘেনা । তা

। ঝা । ঘেনেব্‌ । ঘেনা । গিঘি । নাও । ঝা । গুরগুর  
 । দা । ছেইয়া । ইত্যাদি । ৬নং বোল ।

(গ)\* । গ্রেখে । (এ)ঝা । ঘেনা । তাখি । তেরে । খেটে । তিং

। তাখি । তেরে । খেটে । তা । ঝা । তা । জা (আ)ঝা

। খেটা । তাখি । তেরে । খেটে । তিং । তাখি । তেরে

। খেটে । তা । ঝা । জা জা (আ)ঝা । তা । তেরে । তেরে

। (খেটা । তাখি । তেরে । খেটে । ঝা) ৩ ঐ তেহাইর

শেষ ঝা । ইহিতে । আবার ৬নং বোল ।

(ঘ)\* । ঘেনে । তাখে । নেতা । তিনি । তিনি । তাখি । তা

। কুব্‌কুব্‌ । তি । না (ও) তি । নাও । তিনি । তাখি

\* তারকা চিহ্নিত বোলগুলি প্রবন্ধকারের নিজের রচিত ; স্মৃতরাং এগুলির সর্বস্ব সংরক্ষিত ।

তেরে তেরে গেটা তাখি তেরে গেটা গেঘে ৮। (ঘেনে তেরে ঘেনা তাখি তেরেখেটে)২।

নে (=না) ঘে নাভা ঘেনা বা বা গুরুগুরু তাখি তেরে খেটে

তা বা গেঘে নাও ৬নং বোল।

(বহুবার)

(ঙ) দেরে গেড়ে দেরে গেড়ে ঘেনে তেরে ঘেনা তাখি

৯। (ঘেনে তেরে ঘেনা তাখি তেরেখেটে)

(তেবেরে পেটে) ৪ (তেবেরে তেরে) ৪ খেটা তাখি

তা তেরে খেটে

(একবার)

তেরে গেটা তিং তাখি তেরে গেটা ঘেনা তেরে

১০। (তা তা পে টা গেটা তাগেঘে নাঘেনে :

ঘেনা তাখি তেরে ঘেনা তা বা তেরে তেরে

বা গুরুগুরু) ২ তা তাখে টা পেটা তা গে

গেটা তাখি তেরে খেটা তা তেরে তেরে

না ঘেনা—বা। ঐ শেষ বা হইতে আবার ৩ ফেরৎ হাতুটী আরম্ভ হইবে।

খেটা তাখি তেরে গেটা (তাতা গেটা গেঘে

ফেরৎ হাতুটী

নাও বা গুরুগুরু) ২ তা তা গেটা গেঘে নাও

১১। বা গুরুগুরু দা কেই তেটে তেটে পে

৬নং বোল।

তাখি

(একবার)

৭। (দাখিন্ দেরে গেড়ে) ২ দাখিন্ তেরে তেরে

১২। (তা গুরুগুরু দা কেই তেটে তেটে পে

গেটা তাখি তেরে খেটে (দেরেগেড়ে) ২

তাখি) ৩

(ঘেনে তেরে ঘেনা তাখি তেবেরে পেটে) ২

(বহুবার)

(ক) বা তিবা (আ)তি বা তেটে তেটে খে

२४७

১৯। ঘেনা | নে|রে | গে|নে | ঘেনা | নে|রে | গে|না |

ঘেনা | নে|রে |

( একবার )

খি | খি | তা | ত্ | ত্ | ত্ | ত্ | ত্ | ত্ | ত্ | ত্ |

ঘেনের্ ঘেনা | ঝা | ঘেনের্ ঘেনা—ঝা |

### প্রকারান্তর মূচ্ছন

২০। ঘেনা | নে|রে | গে|নে | ঘেনা | নে|রে | গে|না | ঘেনা |

নে|রে | ঘেনে | নে|রে | কেনে | খেনা | নে|রে | গে|না |

গেনা | নে|রে |

( বহুবার )

২৩। ঝা | খেটা | ঝা | খেটা | তা | খেটা | তা | কুকু

তা | খি | তা | তা | খেটা | তা | খি | তা | তা | খেটা | ত |

কুকুকু তা | তা | (আ) ত্ | খেটা | তিনি | (ঘেনে |

ঘেনা | ঝা) ৩

ক্রমে দুন্ হইবে। উক্ত বোল দুন্ হইলে তাহার পাঠ  
হইবে—

ঘের্ | গিঘে | (এ)র্গি | ঘের্ | ঘের্ | কিথে |

(এ)র্গি | ঘের্ |

২১। গুর্ | গুর্ | গুর্ | গুর্ | গুর্ | গুর্ | গুর্ | গুর্ |

( একবার )

### প্রকারান্তর মূচ্ছন

২৪। ঝে | মা | তা | খেটা | তা | কুকুকু | থে | মা | তা | খে |

তা | গুর্গুর্ | জা | ঝি | না | ঝি | না | (আ) জা | (আ) |

(ঘেনের্ ঘেনা | ঝা) ৩

### মূচ্ছন

২২। ঝা | খি | ঝা | খি | ঝা | খি | তা | খি | ঝা | তা |

গুর্গুর্ | গুর্গুর্ | ঝা | খেটা | তা | ত্ | তা | ত্ | ত্ |

২১ নং বোলের পর যখন ২২, ২৩ অথবা ২৪ নং বো  
বাজিবে তখন ২১ নং এর যে গতি পরবর্তী বোলে তাহা  
অর্ধগতি অর্থাৎ প্রতি মাত্রা ২১ নং বোলের ২ মাত্রা  
সমকালব্যাপক হইবে।

ক্রমঃ

## স্বরলিপি

(ভজন)

আজি, বিশ্ব-ব্রজে জাগো বিশ্বরূপ  
ওহে বিশ্ব-বিধান-বিধাতা।  
অঙ্ক-নয়নে আনো শত-ভানু-ভাতি  
আনো শুভ-শঙ্কর গাথা ॥

চূর্ণিত-জন-চুখ-বন্ধন-মাঝে  
অনুখন সক্রুণ ক্রন্দন বাজে  
ধূত্র-ধূসর-ধূলি মলিন সাজে  
কাঁদিছে ধরণী সূজাতা।

শ্রাম সুদরশন সাথী সুদর্শন  
দৃশাসন তম বিনাশি  
মানস-মোহন মাধব হে আনো  
প্রেম চির অবিনাশী।

তব গীতা-সবিতার পূণ্য আলোকে  
আনো মহা-মঙ্গল আজি লোকে লোকে  
জাগো জনারণো পরম পুলকে  
পরমানন্দ দাতা ॥

কথা—শ্রীবটকৃষ্ণ বসু

সুর—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

স্বরলিপি—শ্রীমনোরঞ্জন সেন

জা জা II পধা ম'রা জ'রা সা | ধমা ধা পা পা | জা -। জা জা | জা রা সা সা I  
আ জি বি ০ ০ ০ ০ খ ব | জে ০ ০ জা গো | বি ০ খ রু প ০ ও হে

পা -। সা রা | জা জা পা পা | গপা ধমা পধা ম'রা | জ'রা ম'ধা পজা রমা I  
বি ০ খ বি | ধা ন বি ধা | তা ০ ০ ০ ০ ০ ০ | আ ০ ০ ০ জি ০ ০ ০

পা -। পা পা | ধমা ধা পা পা | পা -। পা পা | ধমা ধা পা পা I  
অ ন ধ ন | য ০ নে আ ন | শ ০ ত ভা | হ ০ ০ ভা তি

পা ধা সা রা | জা -। জা জা রা রা সা -। -। -। জা জা II  
আ ন শু ভ | শ ঙ্ খে র | গা ০ থা ০ | ০ ০ আ জি



II <sup>০</sup> পা -১ পা <sup>১</sup> পা <sup>২</sup> ধা ধা সা সা <sup>৩</sup> রা জা গা জা <sup>৪</sup> রা -১ জা -১ I  
দ ব গ ত জ ন ছ থ ব ন ধ ন মা ০ ঝা ০  
ত ব গী তা স বি তা র পু ০ গ্য আ লো ০ কে ০

রা জা গা জা রা জা রা সা ধা সা সা সা রা -১ রা -১ I  
অ ঝ থ ন স ক রু গ ক্র ন দ ন বা ০ জে ০  
আ ন ম ঙা ম ঙ ল ০ আ জি লো কে লো ০ কে ০

জা -১ পা পা ধা ধা পা পা জা -১ জা জা রা -১ সা -১ I  
ধ ০ ঞ ব স র ধ লি ম ০ লি ন সা ০ জে ০  
জা গো জ না র ০ গো ০ প র ম পু ল ০ কে ০

পা জা রা সা ধা পা ধা পা জাপা ধসা পধা স'রা জ'রা স'ধা পজা রসা II  
বা দি ডে ধ র গী ঙ্গ জা তা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০  
প র মা ০ ন ন দ দা তা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II <sup>০</sup> গা -১ গা <sup>১</sup> গা <sup>২</sup> গা গা গা গা <sup>৩</sup> ধগা স'রা সা সা <sup>৪</sup> ধগা ধগা ধা পা I  
গা ০ ম ঙ্গ দ র ণ ন সা ০ ০ ০ ঙ্গ ঙ্গ দ ০ ০ ঙ্গ ঙ্গ

জা -১ জা -১ রা জা রা সা রা জা পা ধা পধা গা -১ -১ I  
ছা ০ গা ০ স ন ত ম বি ০ না ০ শি ০ ০ ০ ০

গা রা সা সা গা -১ গা গা ধা সা গা গা ধগা ধগা ধা পা I  
মা ০ ন স মো ০ হ ন মা ০ ধ ব হে ০ ০ ০ আ নো

পা ধা গা গা ধগা ধা পা পা জা পা পা ধা পধা গা -১ -১ II II  
প্র ০ ম চি র ০ ০ অ বি না ০ ০ ০ ০ ০ ০ শি ০ ০

## বেহালা শিক্কা প্রণালী

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

শ্রীরাখালদাস মজুমদার

নিম্নের গংখানিতে যেস্থানে "উ. অ" "নি. অ" লেখা আছে সে স্থানে যথাক্রমে ছড়ির "উপরের অর্দ্ধাংশ" ও নিম্নের অর্দ্ধাংশ" দ্বারা ও "ম" চিহ্ন স্থানে মধ্য ছড়ি দ্বারা বাজাইতে হইবে।

## "Andante from Surprise Symphony"

পৃ. ছ.

গা -৮ রী -৮ | মী -৮ রী -৮ | জী -৮ সী -৮ | ধা -৮ মা -৮ |  
 গা -৮ রী -৮ | মা -৮ রী -৮ | গা -৮ গা -৮ | মা -৮ -৮ -৮ |  
 জী -৮ রী -৮ | সী -৮ মা -৮ | জী -৮ রী -৮ | সী -৮ মা -৮ |  
 রা -৮ মা -৮ | গা -৮ রী -৮ | সী -৮ ধা -৮ | গা -৮ -৮ -৮ |

ম.

উ. অ. ম.

উ. অ.

গা গা রী রী | মী মী রী -৮ | জী জী সী সী | ধা ধা মা -৮ |

ম.

উ. অ. ম.

গা গা রী রী | মী মী রী -৮ | গা গা গা গা | মা মা মা -৮ |

ম.

উ. অ.

জী জী রী রী | সী সী সী মা | জী রী সী গা | ধা ধা মা -৮ |

ম.

নি. অ. ম.

রা রা মা মা | গা গা রা -৮ | সী সী ধা ধা | গা গা গা -৮ |

ম.

গা মা গা রী | মী গী গা মা | জী পা সী গা | ধা পা ধা মা |

গা মা গা রী | মী রী গা মা | গা সী রী গী | মা সা ধা মা |

জী সী রী গা | সী ধা পা মা | জী সী রী গা | সী ধা পা মা |

রী গা গা মা | গা মা গা রী | সী পা ধা মা | গা মা রা গা |

ক্রমঃ

## মুদঙ্গ বাদন

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দে (স্ববোধবাবু)

## সুরফাঁক তাল

৩৩৭। <sup>+</sup>কেএত। <sup>০</sup>ঘেএনে <sup>১</sup>কত। <sup>২</sup>ঘেগেতেটে <sup>০</sup>দীনা কং

<sup>+</sup>দেবী <sup>০</sup>কড়া <sup>১</sup>আনে <sup>২</sup>কত। <sup>০</sup>নাগে <sup>১</sup>থুউন <sup>২</sup>তা

<sup>০</sup>গেনে <sup>+</sup>কদে, <sup>০</sup>ধা <sup>১</sup>কড়াআনে <sup>২</sup>তাগে তা <sup>০</sup>ঘেগে

<sup>২</sup>দিগ <sup>০</sup>গরা <sup>১</sup>ঘেড়েনাগ <sup>০</sup>দেং <sup>+</sup>৩ঘড়াআনে <sup>০</sup>দি

<sup>১</sup>দি তা <sup>২</sup>৩তা <sup>০</sup>গুন <sup>১</sup>গুন <sup>২</sup>ধেকতা <sup>০</sup>ধা

## তরনি বিহার ছন্দ

৩৩৮। <sup>+</sup>কত। <sup>০</sup>কড়ান্ <sup>১</sup>দিই <sup>২</sup>কতেনে <sup>০</sup>ক্রেধা <sup>১</sup>কং

<sup>০</sup>তা <sup>১</sup>আতা <sup>২</sup>গুন <sup>০</sup>ধা <sup>১</sup>ক্রেপেনে <sup>২</sup>কং

<sup>১</sup>৩থুউঙ্গা <sup>২</sup>ধা <sup>০</sup>ধা <sup>১</sup>কড়ান <sup>২</sup>দীতা <sup>০</sup>দেএ তাধেমে

<sup>১</sup>দেদেনা <sup>২</sup>৩ত্রেকেটে <sup>০</sup>দীতাগ <sup>১</sup>৩ধাআনে <sup>২</sup>ঘেগে

<sup>১</sup>কত। <sup>২</sup>গ্রেদেন্ <sup>০</sup>দীঘড়ান <sup>১</sup>দেবী <sup>২</sup>কং <sup>০</sup>গুন <sup>১</sup>ধা

## গণ্ডকী ছন্দ

৩৩৯। <sup>+</sup>ধেতা <sup>০</sup>ধা <sup>১</sup>আ <sup>২</sup>কড়াআনে <sup>০</sup>কত। <sup>১</sup>৩ত্রেকেটে <sup>২</sup>তাগ

<sup>০</sup>গদিঘেনে <sup>১</sup>৩ধা <sup>২</sup>আরা <sup>০</sup>দি <sup>১</sup>কড়ানক <sup>২</sup>৩তাকেড়েনাগ

<sup>০</sup>তা <sup>১</sup>ধেমা, <sup>০</sup>গুন <sup>১</sup>গুন <sup>২</sup>গুন্ <sup>০</sup>গড়ে <sup>১</sup>গেড়ে <sup>২</sup>দেং

<sup>১</sup>ধাকন <sup>২</sup>থুগনা <sup>০</sup>কদে <sup>১</sup>ত্রেগে <sup>২</sup>কেটে <sup>০</sup>তাগ <sup>১</sup>দেং

<sup>১</sup>কহে <sup>২</sup>ধা <sup>০</sup>আ <sup>১</sup>কত। <sup>২</sup>আনে <sup>০</sup>কত। <sup>১</sup>ঘেদেস্তাক <sup>২</sup>ধা

## গজমারকা ছন্দ

৩৪০। <sup>+</sup>কদেমা <sup>০</sup>দেখ <sup>১</sup>গুনা <sup>২</sup>আ <sup>০</sup>দে <sup>১</sup>দে <sup>২</sup>ধাতা <sup>০</sup>আনে <sup>১</sup>ক

<sup>১</sup>ধা <sup>২</sup>ধা <sup>০</sup>৩থুগা <sup>১</sup>কড়াআনে <sup>২</sup>দে <sup>০</sup>৩তা <sup>১</sup>গুন <sup>২</sup>গুন

<sup>০</sup>গেড়ে <sup>১</sup>গেড়ে <sup>২</sup>ঘড়ান, <sup>০</sup>ধে <sup>১</sup>এ <sup>২</sup>কে <sup>০</sup>তাগে <sup>১</sup>দেবী <sup>২</sup>কহে

<sup>২</sup>ত্রেগেনে <sup>০</sup>ধা <sup>১</sup>আতা <sup>২</sup>নান <sup>০</sup>ধা <sup>১</sup>কড়াআনে <sup>২</sup>গুনা

<sup>১</sup>ঘে <sup>২</sup>দেস্তা <sup>০</sup>কেড়ে <sup>১</sup>কেড়ে <sup>২</sup>দেং <sup>০</sup>৩তা <sup>১</sup>গুন <sup>২</sup>গুন <sup>০</sup>ধা

## কেশরী বিলাপ

৩৪১। <sup>১</sup>ধা <sup>২</sup>ধা <sup>০</sup>কড়াআন <sup>১</sup>থুউগা <sup>২</sup>ঘেনে <sup>০</sup>ধাকন <sup>১</sup>কত। <sup>২</sup>দেং,

<sup>১</sup>দী <sup>২</sup>দেএ <sup>০</sup>ঘেগেনে <sup>১</sup>তাআনে <sup>২</sup>কং <sup>০</sup>তা <sup>১</sup>ঘেনে <sup>২</sup>তা

<sup>১</sup>ধাকন <sup>২</sup>ধাতাগ <sup>০</sup>তাগ <sup>১</sup>দিগ <sup>২</sup>থুগা <sup>০</sup>দেদে <sup>১</sup>থুঘন

<sup>০</sup>৩থুউগা <sup>১</sup>গ্রেদেন্ <sup>২</sup>ধাকন <sup>০</sup>ধাকতা <sup>১</sup>ধা

(ক্রমশঃ)

## মাতা অশ্রুমতী দেবীর পরলোক গমনে শোকাঞ্জলি

জয়জয়ন্তী—বাঁপতাল

কন গো অকালে তুমি হলে স্বরগবাসিনি,  
স্থানগণে ফেলিয়া কেমন আছ জননী।  
ক আছে মা এ জগতে, স্নেহময়ী তোমা হতে,  
মারা হয়েছি গো হারা, তোমার আশ্বাসবাণী।

তোমারে না নিরখিয়া, অঁখি জলে ভাসে হিয়া,  
কেমনে পাসরি রব, তব চরণ ছ'খানি।  
জানিনা মা কত দূরে, চলে গেছ চিরতরে,  
তাই বুঝি ডাকিলে মা, যায় না মর্ত্যের ধ্বনি ॥

প্ৰা ও সুর—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরলিপি—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

২ <sup>১</sup>	৩	০	১	২ <sup>১</sup>	৩
{ধা গা	রা -১ রা	জা রা	জা সা -১	রা গরা	গা মা পা
কে ন	গো ০ অ	কা লে	তু মি ০	হ লে ০	স্ব র গ

০	১	২ <sup>১</sup>	৩	০	১
মা গরা	জা রা -১	সনা -১	সা সা সা	রা জা	রা সা -১
বা ০০	সি নি ০	স ০	স্তা ন গ	ণে ফে	লি যা ০

২ <sup>১</sup>	৩	০	১
গা ধপা	গা মা পা	মগা রা	জা রাঃ সঃ
কে ম ০	নে ০ আ	ছ ০ জ	ন নি ০

২ <sup>১</sup>	৩	০	১	২ <sup>১</sup>	৩
{মা পা	না -১ না	সাঁ সাঁ	সাঁ সাঁ -১	না সাঁ	রাঁ জাঁ রাঁ
কে আ	ছে ০ মা	এ জ	গ তে ০	সে হ	ম ০ য়ী

০	১	২ <sup>১</sup>	০	১
সাঁ গা	ধা পা -১	পাঁ রঁসা	রাঁ জাঁ রাঁ	সাঁ গা
তো মা	হ তে ০	মো ০০	রা ০ হ	য়ে ছি

২ <sup>১</sup>	৩	০	১
সাঁ গা	ধা মা পা	মগা রা	জা রাঃ সঃ
তো মা	র ০ আ	ধা ০ স	বা গী ০

২' ৩ ০ ১ ২' ৩  
 গা রা রা -১ রা জ্ঞা রা গা মা -১ পা পা পা ধা মা  
 তো মা রে ০ না নি র থি যা ০ আ থি জ ০ লে

০ ১ ২' ৩ ০ ১  
 গা রা জ্ঞা রা -১ গনা না সা -১ সা রা জ্ঞা রা সা -১  
 ভা সে হি যা ০ কে ম নে ০ পা স রি র ব ০

২' ৩ ০ ১  
 গা ধপা গা মা পা মা গরা জ্ঞা রা -১  
 ত ব ০ চ র ৭ ছ ০ ০ থা নি ০

২' ৩ ০ ১ ২' ৩  
 মা পা না -১ না সা সা সা সা -১ না সা রা জ্ঞা রা  
 জা নি না ০ মা ক ত দু রে ০ চ লে গে ০ ছ

০ ১ ২' ৩ ০ ১  
 সা গা ধা পা -১ পা রসা রা জ্ঞা রা রা সা গা ধা মা পা  
 চি র ত রে ০ তা ই ০ বু ঝি ডা কি লে মা ০ ০

২' ৩ ০ ১  
 সা গা ধা মা পা মগা রা জ্ঞা রাঃ সঃ  
 যা য় না ০ ম ঙ্গো ০ র ধ্ব নি ০

## সমালোচনা

বনকুসুম তৈল—আমরা বনকুসুম তৈল ব্যবহারে ইহাতে পাইলাম। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যাহারা অধিকতর বিশেষ প্রীত হইলাম। ইহার সুমধুর গন্ধ মনের মধ্যে মস্তিষ্কচালনা করেন, তাহাদের পক্ষে এই তৈলটী বিশেষ এক পবিত্রভাবের সঞ্চার করে। কেশ তৈলের আসল বস্তু উপকারে আসিবে। পরিশেষে আমরা তৈলটীর বহুল একমাত্র অগন্ধই নহে, ইহার আসল প্রাণবন্ত মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা প্রচার কামনা করিয়া ইহার সত্বাধিকারীগণকে আন্তরিক রাখা এবং স্বতিশক্তি বৃদ্ধি করা। আমরা এই উভয় বস্তুই প্রশংসা জ্ঞাপন করিতেছি।

# চম্বন

## সঙ্গীত ও শ্রোতা

### শ্রীতিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য

বর্তমানে 'ক্লাসিকাল' সঙ্গীত বলিতে যাহা বুঝায়, তখনকার যুগে ঐ গুলি নবাব এবং বাদশাহগণ গুলী ও সঙ্গীতজ্ঞদের ভরণপোষণ এবং যাবতীয় ভার বহন করিয়া সঙ্গীতকলার উন্নতিকল্পে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। কিন্তু সম্রাটদিগের মধ্যে সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকের অভাব না থাকিলেও সাধারণ হিসাবে সঙ্গীতকে বিলাসিতার উপকরণ বলিয়াই গণ্য করা হইত। বলা বাহুল্য, সে সময়ে কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গে যন্ত্র-সঙ্গীতেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।

এতদেশীয় সঙ্গীত-যন্ত্রে শ্রুতি, মীড়, গমক প্রভৃতি ভারতীয় রাগবৈশিষ্ট্য সুন্দরভাবে প্রকাশ করা যাইলেও স্বরের উচ্চতার দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, ইউরোপীয় যন্ত্রগুলির শব্দ যে এদেশের যন্ত্র অপেক্ষা উচ্চ সে বিষয়ে সন্দেহ কোন নাই। আমাদের দেশের যন্ত্রগুলির ভিতর দিয়া স্বর বা স্বরের উচ্চতা কিরূপে বন্ধিত হইতে পারা যায়, এ বিষয়ে কোন বিশেষ চেষ্টা হয় নাই। তখনকার যুগে সঙ্গীত এবং সঙ্গীতের যাহা কিছু চর্চা, তাহা নবাব বা রাজদরবারের ভিতরেই সীমাবদ্ধ ছিল। সপার্বদ নবাব বাদশাহকে শুনাইবার জন্ত যন্ত্রের মুহূর্ত্তার কোনই ক্ষতি হইত না, বরং স্বরের মিষ্টত্বের দিকেই যন্ত্রীদের বিশেষ লক্ষ্য থাকায় স্বরের মুহূর্ত্তাই তাহাদের নিকট প্রার্থনীয় ছিল। সম্ভবতঃ এই কারণেই শানাইয়ের স্থান ছিল তোরণের উপর এবং সারেকীর আলন আসরের বাহিরে। তখনকার যুগে ঐক্যতান বা অর্কেস্ট্রার প্রচলন ছিল না; কাজেই যন্ত্র হইতে নির্গত স্বরের উচ্চতা-সাধনের জন্ত কোনরূপ চেষ্টাই হয় নাই সেই যুগে।

ইউরোপ বা আমেরিকায় বাবস্থা কিন্তু অস্তরূপ। ওদেশে যে ধরণের সঙ্গীত চর্চা হয়, তাহাতে যান্ত্রিক শব্দের উচ্চতার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। সে দেশের সঙ্গীতের মূল ভিত্তিই এদেশ হইতে পৃথক। সেখানে ধনী দরিদ্র নির্কিংশেই সকলেই সঙ্গীতের অমুরাগী এবং এজন্ত তাঁহারা প্রত্যেকেই সাধ্যানুযায়ী অর্থব্যয়ও করিয়া থাকেন। এখানে যেমন সাধারণতঃ রাজা, জমিদার বা ধনীর গৃহেই সঙ্গীতের আসর বসিয়া থাকে, সেখানে সেক্ষেপ নহে। ওদেশে সাধারণ রঙ্গালয়ে বা সঙ্গীতের জন্ত বিশেষ ভাবে নির্মিত মিউজিক্ হলেই সকল রকম সঙ্গীতের আসর বসানো হয় এবং তাহাতে যোগদান করিতে হইলে রীতিমত দর্শনী দিতে হয়; অবশ্য আর্টিষ্টের জনপ্রিয়তা অনুসারে টিকিটের মূল্যেরও তারতম্য হইয়া থাকে। এই সমস্ত মিউজিক্ হলে লোক সঙ্কুলানের স্থান এদেশের যে-কোনও বড় রঙ্গালয় অপেক্ষা অনেকগুণে অধিক; যেমন নিউ ইয়র্কের "রেডিও সিটি"তে ৬৫০০ লোকের বসিবার স্থান আছে। "Roxy"-তে ৬২০০, প্যারিসের Gaumont Palace-এ ৬০০০, Cleveland [U. S. A.] "মেমোরিয়াল হলে" ১৫০০০ দর্শক বসিতে পারেন। কাজেই এই সমস্ত হলের বিস্তৃতির দিকে লক্ষ্য করিয়া উহাদের শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত যাহাতে যন্ত্রের ধ্বনি স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হয়, সে বিষয়ে চেষ্টা সকল যন্ত্রীরই থাকে; এবং এই জন্ত নিত্য নূতন পন্থা ও অভিনব যন্ত্র আবিষ্কারের জন্ত ওদেশে চেষ্টা এবং অর্থব্যয়ের অস্ত্র নাই।

বর্তমানে আমাদের দেশেও সঙ্গীতের চর্চা ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে গুণী সঙ্গীত-যন্ত্রীদের সংখ্যাও বাড়িয়াই যাইতেছে। অপর দিকে রাজা, মহারাজা, জমিদার প্রভৃতির ভিতর গুণী সঙ্গীত-শিল্পীকে পালনের ইচ্ছা ও শক্তি ক্রমেই হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে কোন যন্ত্রশিল্পী যদি নিজের গুণপনার পরিচয় দিতে চান, তাহা হইলে তাঁহার কোন রজালায় বা বড় 'পাবলিক হল'র শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। এবং নিজের জীবিকা নির্বাহের জন্ত তাঁহাকে সাধারণের মধ্যে সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা করিবার মত প্রেরণাও জাগাইয়া তুলিতে হইবে। ইতিমধ্যে এদেশে রঙ্গমঞ্চ বা হল যে সমস্ত সঙ্গীতের আসর বসানো হইয়াছে, তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। এই অসাকল্যের কারণ নির্দেশ করিয়া যন্ত্রীরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকেন—আমাদের দেশের শ্রোতারা বেশীর ভাগই সঙ্গীত বিষয়ে অনভিজ্ঞ; অল্প আলাপ বাজাইতে না বাজাইতেই তাঁহারা চীৎকার ও করতালি হ্রস্ব করিয়া দেন। অপর পক্ষে শ্রোতাদিগের অভিযোগ—যন্ত্রীর যন্ত্র এমনই ক্ষীণ যে, অধিকাংশ সময়েই তাহা হইতে নির্গত আওয়াজ শ্রুতিগোচর হয় না; শুধু হাতকর অঙ্গ ও মুখভঙ্গী আমরা নির্বিক্রমে কতক্ষণ সহ্য করিব? আমি বলি যে, উভয় পক্ষের এই বিরুদ্ধ অভিযোগের আপোষ মীমাংসার সময় আসিয়াছে।

ইউরোপ বা আমেরিকার জনসাধারণ গুণীর আদর যে-ভাবে করিয়া থাকে, আমরা তাহা ভাবিতেই পারি না এবং গুণীরাও জনসাধারণের এই আদরের মধ্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সর্বদাই সচেষ্ট। যাহাতে জনসাধারণের সম্মুখে তাঁহাদের সামান্যতমও ক্রটি না হইয়া পড়ে, সে বিষয়ে তাঁহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে। জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্ত এদেশের সঙ্গীতশিক্ষার্থীরা কয়েকটি জিনিষ সম্বন্ধে অভ্যাস করিয়া থাকেন, যথা—মুদ্রাদোষবর্জন, হ্রস্ব অঙ্গ ও মুখভঙ্গী এবং সময়ের মাত্রাজ্ঞান অর্থাৎ কতক্ষণ ধরিয়া গাহিলে বা বাজাইলে শ্রোতার ধৈর্য্য পরীক্ষা করা হইবে না, সেদিকে

তাঁহারা বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। অপর দিকে তাঁহার আবার যে ধরণের শ্রোতা পান, এদেশের যন্ত্রী বা গায়ক পক্ষে তাহা বাস্তবিকই দুর্লভ। সঙ্গীত আরম্ভ হইবার পরে শ্রোতারা নিজেদের মধ্যে চুপিচুপি কথা বলা তে দূরের কথা, ধূমপান করা বা সামান্যতমও নড়াচড়া দূরে পরিহার করেন। একজন শ্রোতা যাহাতে অপর শ্রোতা সামান্যতমও অস্থবিধা না হয়, তাহার জন্ত সবিশেষ যত্নবান থাকেন। ভাল লাগুক বা নাই লাগুক, নিঃশব্দে স্থিরভাবে নিজের আসনে বসিয়া থাকাই এদেশের নিয়ম যদি কেহ দেরীতে আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে আরকি বিষয় শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাকে প্রেক্ষাগারের বাহিরে অপেক্ষা করিতে হয়। একদিন আমি প্যারিসে একজন বিখ্যাত 'গিটার'-বাজিয়ের বাজনা শুনিতে গিয়াছিলাম। তিনি মঞ্চের উপর বাজনা হ্রস্ব করিবার পর পিছন দিক হইতে একটি মুহূ আওয়াজ উঠিয়াছিল। বাজিয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁহার যন্ত্র বন্ধ করিয়া মঞ্চের উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন; অমনি সঙ্গে সঙ্গে মুহূ রব বন্ধ হইয়া গেল, দর্শকগণ শিল্পীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া রুদ্ধ নিঃশ্বাসে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর যন্ত্রী ধীরে ধীরে তাঁহার যন্ত্র তুলিয়া লইয়া পুনরায় বাজনা হ্রস্ব করিলেন। আমার মনে হয়, আমাদের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ যন্ত্রীও যদি মঞ্চের উপর হইতে এইরূপ করিতে সাহসী হন, তাহা হইলে তাঁহার সেদিনের মত বাজানো ত' বন্ধ হইয়া যাইবেই, উপরন্তু অচিরেই তাঁহাকে জনপ্রিয়তাও হারাইতে হইবে।

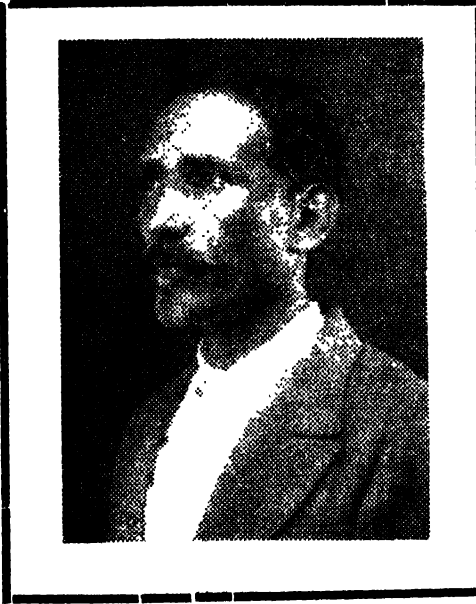
আমি বলি, যন্ত্রীও যেমন অস্থবিধা-অস্থবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, শ্রোতার পক্ষেও সেইরূপ যন্ত্রীর প্রতি অহরূপ কর্তব্য আছে। এবং উভয় পক্ষের মধ্যে সহযোগিতাই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ 'যন্ত্র' ও সঙ্গীতের উন্নতির এবং সঙ্গীতাত্মরোগ-গ্রস্ত জনমত গড়িয়া তুলিবার পথে সহায়ক হইবে।

নাচঘর, ( ২৫এ আশ্বিন, ১৩৪১ )

## শোক সংবাদ

স্বর্গীয় ওস্তাদ খাদেম হোসেন খাঁ সাহেব

গত ১৩ই জুলাই, শনিবার রাত্রি ১১ ঘটিকায় স্বপ্রসিদ্ধ মৃদঙ্গী ওস্তাদ খাদেম হোসেন খাঁ সাহেবের আকস্মিক মৃত্যু ঘটিয়াছে। ইহার মৃত্যুতে সঙ্গীত জগতের যে বিশেষ ক্ষতি হইল তাহা বলিবার নহে। ইনি ভারত বিখ্যাত স্বর্গত ওস্তাদ ছোটো খাঁ সাহেব ও শ্রীজ্ঞান বাইসাহেবার স্ন্যোগ্য পুত্র ছিলেন। ইহার পিতা ও মাতা উভয়েরই নাম সঙ্গীতজ্ঞ সমাজে বিশেষ সুপরিচিত এবং আজিও সঙ্গীতবেত্তাগণ প্রকার সহিত তাঁহাদের স্মরণ করিয়া থাকেন। খাঁ সাহেব পিতার নিকট হইতেই মৃদঙ্গের যাবতীয় শিক্ষা সমাপন করেন। ছোটো খাঁ সাহেব ভারতের শ্রেষ্ঠ মৃদঙ্গী কুদেও সিংজীর শিষ্য ছিলেন এবং “কুদেওসিং-কী



বাজ” বলিয়া মৃদঙ্গের যে বিশিষ্ট রীতি প্রচলিত পাকিস্তানের কথা ছাড়িয়া দিলেও মামুয় হিসাবে তাঁহার হইয়া আসিতেছে, বাঙ্গলাদেশে খাদেম হোসেন খাঁ সাহেবই তাহার একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন। আচারে ব্যবহারে তিনি বাঙ্গালীর মতই কর্তৃসঙ্গীতেও ওস্তাদজীর অসামান্য অধিকার ছিল। ছিলেন এবং বাঙ্গলাদেশ ও বাঙ্গালী তাঁহার বড়ই প্রিয় প্রথম জীবনে ইনি যখন পিতা-মাতার সহিত রামপুর ছিল। আমরা তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

## পরলোককে উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে সঙ্গীতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ মহাশয় বার্মাক্যাতা হেতু হঠাৎ পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার শ্রায় প্রাচীন সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি বাংলার সঙ্গীত সমাজে বিরল। বারাস্তরে আমরা তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী সংগ্রহ পূর্বক প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব। আমরা তাঁহার মৃত আত্মার শান্তি কামনা করিয়া প্রার্থনা নিবেদন করিতেছি।





## সংবাদ



### শোক সভা

গত ১১ই শ্রাবণ, শনিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় বাসন্তী বিদ্যা-বীথির কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে উক্ত সঙ্গীত বিদ্যালয়ের সভাপতি ঐদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অকাল মৃত্যুতে একটি শোকসভা হইয়া গেল। অধ্যাপক মন্থমোহন বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে ঐদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতি উন্মোচিত ও পুষ্পমালায় বিভূষিত করা হইবার পর প্রথমে বিদ্যালয়ের ছাত্রী কুমারী অমিয়া সরকার কর্তৃক ঐদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত “পথ পাশে মোর রচিল দেউল” গানখানি স্থলগীত কর্তে গীত হইল। অতঃপর বক্তাগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, অনাদি দস্তিদার, রমেন চট্টোপাধ্যায়, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, ডাঃ নলিনাক্ষ সাম্রাণ, অধ্যাপক মন্থমোহন বসু প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণ অতি কক্ষণ মন্থম্পর্শী ভাষায় স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথের জীবনী আলোচনা ও গুণ ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। তৎপরে উপস্থিত সকলে দণ্ডায়মান হইয়া একটি শোকসূচক সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়গণের মধ্যে প্রোঃ মন্থনাথ বসু, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, এন, ঠাকুর, সৌরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহারাজ কুমার মেহাংশু আচার্য্য (মৈমনসিংহ), গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, ডাঃ নলিনাক্ষ সাম্রাণ, শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাচরণ দাস (আজকাল), পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় (দেশ), স্থলী বন্দ্যোপাধ্যায় (অনন্দ বাজার পত্রিকা), শ্রীবিনয়-ভূষণ দাশগুপ্ত (সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা), রমেন চট্টোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়গণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

### সাওে ক্লাব

#### শোক সভা

গত ২০শে জুলাই রবিবার দিবস সঙ্গীত বিশারদ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের অকাল প্রয়াণে হারিসন রোডস্থ সাওে ক্লাবের সভাবৃন্দ ডাঃ এইচ, এল, সেন মহোদয়ের সভাপতিত্বে একত্র হইয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পবিবার-

বর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। উক্ত ক্লাবের সভাগণ মধ্যে শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত, নন্দকুমার ঘোষ, সরোজকুমার দে, অজিতকুমার ঘোষ, শ্রীহরি সিংহ, মৃত্যুঞ্জয় দাস, স্বরেশচন্দ্র দত্ত, স্থলী কুমার দে, অসিতবরণ দত্ত, অনিলকুমার ভট্টাচার্য্য, অগ্ন্যাতনামা ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। দিনেন্দ্রনাথ উক্ত ক্লাবের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

### শোক-সভা

গত ৭ই শ্রাবণ বৈকাল ৬টায় বাঙ্গালার সঙ্গীত-গগনের উজ্জল জ্যোতিষ্ক সঙ্গীতাতাচার্য্য দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে বগুড়া কুঠীবাড়ী সঙ্গীত সঙ্ঘের উদ্যোগে সঙ্গীত সঙ্ঘ গৃহে জমিদার শ্রীযুক্ত গোবিন্দবন্ধু দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি শোক-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত শোক-সভায় সঙ্গীত সঙ্ঘের সমুদয় সভা উপস্থিত ছিলেন। সভায় সকলে দণ্ডায়মান হইয়া নিম্ন প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন :—

বাঙ্গালার সঙ্গীতাকাশের উজ্জল জ্যোতিষ্ক সঙ্গীতাতাচার্য্য দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে মন্থাহত হইয়া এই সভা মৃত মহাত্মার পরিজনবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন এবং পরলোকগত আত্মার শান্তির জন্ত শ্রীভগবানের নিকট আন্তরিক প্রার্থনা জানাইতেছেন।

### দিনেন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা বাসর

গত ১৫ই শ্রাবণ বুধবার দিবস প্রাতে ৮ ঘটিকায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাটীতে সঙ্গীত বিশারদ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের শ্রদ্ধা কাণ্ডাদি সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধা-সভায় তাঁহার প্রতি সকলেই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন। আচার্য্যগণ বেদ ও গীতার ব্যাখ্যা দ্বারা এক পবিত্র ভাবের সৃজন করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম সঙ্গীতগুলিও মনের মধ্যে প্রশান্তি ভাবের আনয়ন করিয়াছিল। উক্ত বাসরে দিনেন্দ্রনাথের বহু আত্মীয়বর্গ, বন্ধুবান্ধব ও ছাত্রবৃন্দ যোগদান করিয়াছিলেন।

## সঙ্গীত সভা

গত ২৭শে জুলাই শনিবার সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত জ্ঞানকী নাথ মহাশয়ের ৮নং এল্লিন রোডস্থ বাটীতে একটি সঙ্গীত সভা অনুষ্ঠিত হয়। মহারাজ শ্রর প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর মহোদয়ের সভাপাতক শ্রীযুক্ত সত্যকিন্ধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের খ্যাল গান ও সেতার বাদ্য, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের খ্যাল, এবং শ্রীযুক্ত বিজয় লাল মুখোপাধ্যায়ের খ্যাল ও বাদলা গান, শ্রীযুক্ত সন্ন্যাসী বাবু ও পটল বাবুর তবলা শুনিয়া সমবেত ভক্তমণ্ডলী মুগ্ধ হন। এই সভায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে শ্রর হরিশঙ্কর পাল, শ্রর আজিজুল হক (শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী), মি: শরৎচন্দ্র বসু, রায় যোগেশচন্দ্র সেন বাহাদুর, মি: ভূপেন্দ্রনাথ বসু, মি: নরেশচন্দ্র বসু, মি: আই, সি, ঘোষ প্রভৃতি মহোদয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাত্রি ১১টায় সভা ভঙ্গ হয়।

## সঙ্গীত জলসা

গত ৭ই শ্রাবণ সোমবার, কুঠীবাড়ী সঙ্গীত সঙ্ঘের উদ্যোগে রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় বগুড়ার প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত গোবিন্দবন্ধু দত্ত মহাশয়ের গৃহে একটি সঙ্গীত জলসার আয়োজন হইয়াছিল। উক্ত জলসায় উত্তর বঙ্গের অগ্রতম শ্রেষ্ঠ ক্রপদ গায়ক আদমদীঘির (বগুড়া) জমিদার সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র নিয়োগী মহাশয় যোগদান করিয়া তাঁহার স্মধুর পাণ্ডুরবাণী ক্রপদ গানে সকলকে বিশেষ ভাবে আনন্দ দান করিয়াছিলেন। তৎসহ নবম্বীপের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বাগচি মৃদঙ্গরত্ন মহাশয় স্মধুর মৃদঙ্গ সঙ্গত করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছেন। সঙ্গীতাচার্য্য মহাশয় প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল ক্রপদ গান করিয়াছিলেন। রাত্রি ১২-টায় উক্ত জলসা শেষ হয়। উক্ত জলসায় বগুড়া সহরের সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া বিশেষ ভাবে উপভোগ করিয়াছেন।

## সঙ্গীত-সভা

গত ৭ই জুলাই রবিবার সন্ধ্যা ৭-৩০ ঘটিকায় তরুণ কালী কীর্ত্তন সমিতির সপ্তম বায়িক অধিবেশন, ২০ নং বঙ্গপাড়া লেনস্থ বাগবাজার হাইস্কুল ভবনে অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। মাস্তবর সঙ্গীত-নায়ক আচার্য্য শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। উক্ত সভায় বহু গণ্যমান্য ও সঙ্গীতরসগ্রাহী ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রথমতঃ উক্ত সমিতির ছাত্রবৃন্দ “জন গণ মন অধিনায়ক” এই গানটি গাহিয়া সভাপতি মহাশয় ও মৃদঙ্গাচার্য্য শ্রীযুক্ত দুলভ বাবুকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন। তৎপরে উক্ত সমিতির সম্পাদক বাৎসরিক বিবৃতি পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু এম্-এ মহোদয় এবং শ্রীযুক্ত দুলভবাবু, উক্ত সমিতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বাবু, দুলভ বাবু, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাম পাল, ভবল পাল, হরেন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি মহোদয়গণের গীতবাণ হইবার পর সভা ভঙ্গ হয়।

## আসর

গত ২০ এ জুলাই শনিবার রাত্রি সাড়ে সাত ঘটিকার সময় চৌরঙ্গীস্থিত আসর প্রতিষ্ঠানে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সেতারী ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁ সাহেবেব সেতার ও সুরবাহার বাজের আয়োজন হইয়াছিল। খাঁ সাহেবেব বিলম্বে উপস্থিত হওয়ার জ্ঞাত তৎপূর্বে সাধারণের অনুরোধক্রমে মি: সাইগাল স্থলিত কণ্ঠে দুইখানি হিন্দী টুংরী গান করেন। পরে খাঁ সাহেব সুরবাহার যন্ত্রে দুইখানি স্মধুর আলাপ বাজান। তাঁহার আলাপে শ্রোতৃবর্গের প্রাণে এক অভূতপূর্ব আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল। রাত্রি অধিক হওয়ায় আমরা শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিলাম না। পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই, আসর প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষগণ যদি তাঁহাদের কাৰ্য্যতালিকা ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে সাধারণের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। অবশ্য ইহা তালিকাভুক্ত শিল্পীগণের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। শ্রোতৃগণের সমাগমও নির্দিষ্ট সময়ে বাঞ্ছনীয়। যাহা হউক উক্ত দিবসের আসর বেশ সূচাক্রমেই সম্পন্ন হইয়াছিল। অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ভক্তমহোদয় ও মহিলাগণের সমাবেশ হইয়াছিল।

## কলিকাতা মিউজিক এসোসিয়েশন

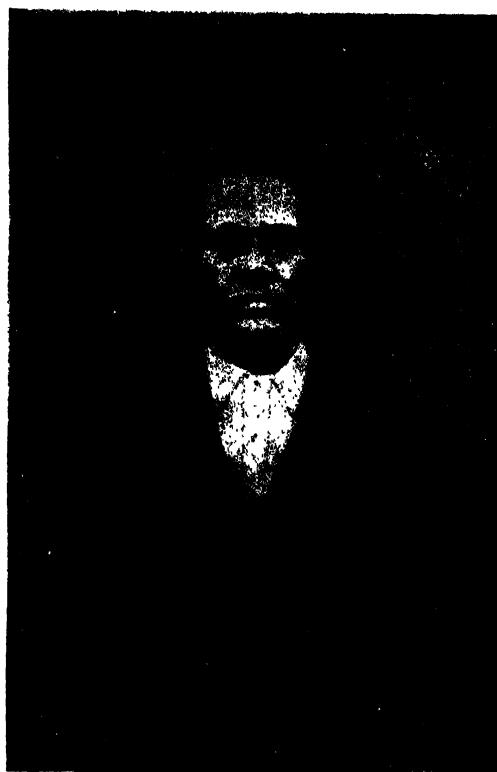
কলিকাতার সঙ্গীত স্বেচ্ছাসেবক বোধ হয় অবগত আছেন যে মাননীয় নাটোরাধিপতির সভাপতিত্বে ও কতিপয় সঙ্গীতাসুরাগী ব্যক্তির প্রচেষ্টায় কলিকাতা মিউজিক এসোসিয়েশন নামক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য তানসেনের ঘরওয়ারী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আলোচনা ও তাহাকে সজীবিত রাখা। তজ্জন্ম তানসেনের দৌহিত্র বংশধর ওস্তাদ সগীর খাঁ ও দবীর খাঁ (ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বীণকার) এবং পৌত্রবংশের শেষ বংশধর বালক ওস্তাদ সৌকৎ আলি খাঁ (ময়ূ) সাহেব এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান সভা এবং কর্মধ্যক্ষ হইয়াছেন। ইংরাজী কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিমাসে একদিন করিয়া একটি অধিবেশন করিতেছেন। গত ২৮এ জুলাই রবিবার দিবস ইহার একটি অস্থগঠান সমবায় ম্যানসনে অস্থগঠিত হইয়াছিল। উক্ত অস্থগঠানে মাননীয় ও, সি, গাঙ্গুলী মহাশয়ের সভাপতিত্ব করিবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি বিশেষ কারণ বশতঃ উপস্থিত হইতে পারেন নাই। অতঃপর সঙ্গীতাদি আরম্ভ হয় প্রথমে কুমার ক্ষেমেন্দ্রমোহন ঠাকুর বীণা বাজান, পরে কুমারী শোভা কুণ্ডু সেতার, প্রবীন বীণকার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কব্জবীণা, কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী সুরশঙ্কর ও বীণা, সুধীন মজুমদার কণ্ঠসঙ্গীত এবং তৎসহিত শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস হারমোনিয়ম ও শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র প্রামাণিক তবলা সঙ্গত করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য উক্ত গুণীগণের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে সভাস্থ সকলে মত্তবৎ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। পরিশেষে সভার আনন্দের বিষয়, সাধারণের সম্মতিক্রমে কুমার ক্ষেমেন্দ্র মোহন ঠাকুর উক্ত প্রতিষ্ঠানে সহ সভাপতি এবং কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী অগ্রতম পৃষ্ঠপোষক নিযুক্ত হ'ন। শ্রীযুক্ত বিভূতি সেন (সেনোলা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা) সভ্যভুক্ত হইলেন। আমরা সর্বতোভাবে উক্ত অস্থগঠানের উন্নতি কামনা করিতেছি।

সঙ্গীত সম্মিলনী  
(মাসিক অধিবেশন)

গত ২৮এ জুলাই রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় ২০এ নিউ পার্ক স্ট্রীটস্থ সঙ্গীত সম্মিলনীর মাসিক অধিবেশন অতি সূচাঙ্গরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। অধিবেশনের কার্যসূচীর প্রথমে গীতশ্রী কুমারী ইভা গুহ একখানি হিন্দী ঠুংরী গান করেন, তাঁহার গানে সঙ্গীতের স্বন্দ্র ক্রিয়া এবং অগ্রাঙ্গ মাধুর্যগুলি অতি সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পরে গীতশ্রী কুমারী গীতা দাস একটা হিন্দী ঠুংরী গান গাহিয়া তাঁহার সূকঠের পরিচয় দেন। অতঃপর বিশ্ববিখ্যাত সুরশিল্পী শ্রীযুক্ত তিমিরবরণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের পরিচালনায় তাঁহার মোহন ঐক্যতান বাদক সম্প্রদায় কর্তৃক কয়েকখানি ঐক্যতানিক গৎ অতীব নৈপুণ্য সহকারে বাদিত হয়। আমরা এই সম্প্রদায়ের পরিচালক তিমিরবাবু ও বাদক মণ্ডলীকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। অতঃপর তিমিরবাবু স্বরোদ যথ্যে একখানি গৎ বাজাইয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। তাঁহার সহিত তাঁহার অস্থজ শ্রীযুক্ত শিশিরশোভন ভট্টাচার্য মহাশয় তবলা সঙ্গত করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। পরিশেষে আনন্দের বিষয় উক্ত সম্মিলনী তাঁহাদের সভাগণের জগ্গ প্রতি শুক্রবার একটি স্বতন্ত্র ক্লাস খুলিয়া ছন, এই ক্লাসে মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য ও তিমিরবরণ ভট্টাচার্য মহাশয় ভারতীয় ঐক্যতান শিক্ষাদান করিবন এবং বাংলা গানের জগ্গ সুরসাগর শ্রীযুক্ত হিমাংগু কুমার দত্ত ও শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই শ্রেণীর জগ্গ সভাগণকে কোনরূপ চাঁদা দিতে হইবে না। সম্মিলনীর কর্তৃপক্ষগণকে এই সাধুপ্রচেষ্টার জগ্গ আমরা অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি অস্থগঠানে কলিকাতার বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ যোগদান করিয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকার সময় অস্থগঠান ভঙ্গ হইয়াছিল।

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীতবিহারদ শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী।

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমমথমোহন বসু, এম-এ।



স্বর্গীয় বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়





১২শ বর্ষ

ভাদ্র, ১৩৪২ সাল

৫ম সংখ্যা

## প্রসিদ্ধ তবলা বাদক স্বর্গীয় বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( পটলবারু ) ●

শ্রীচুল্লীলাল মুখোপাধ্যায়, বি-এল

আমাদের বিশ্বনাথের বিশ্বজোড়া নামের পিছনে সকলকে আপন করে নেবার যে দুর্কার আকর্ষণ ছিল, তাই দিয়ে সে আমাদের সকলকে এমন বাঁধনে বেঁধে রেখে গি য়ছে যে আজ তাকে চাবানোর দুঃখ সকলের বুকেই নির্ঝমভাবে বেজেছে। তাই আজ আমরা এখানে তার সব চেয়ে প্রিয় জিনিষ দিয়ে তার পবিত্রময় স্মৃতির পূজা করতে মিলিত হয়েছি। আজ তার এই প্রিয়জন ও বান্ধবদের মিলনক্ষেত্রে ঝড়িয়ে ছুটো কথা দিয়ে তার জীবনের কতটুকুই বা প্রকাশ করতে পারব। তবে ভবসা এই যে আজ যে পুণ্যময় জীবনের আলোচনা করবার প্রয়াস পাচ্ছি, সে শুধু আমার নয় আপনাদেরও অন্তরের প্রতিধ্বনি।

কাবণ তার জীবনের সকল অধ্যায়ের সব কথাগুলোই আপনাদের স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তাই আশা হয় পুত্রের অর্ঘ্য বত সামান্তই হ'ক দীনের এই ক্ষুদ্র নিবেদন সেই পুণ্যময় অশরীরি আত্মার কাছে পৌছতে পারবে।

কলিকাতা নগরীর উত্তর উপকণ্ঠে ভাগীরথী তীরবর্তী দক্ষিণেশ্বর গ্রামে সন ১৩০০ সালে মাতুলালয়ে বিশ্বনাথের জন্ম হয়। বিশ্বনাথ কালীঘাট হিত এক সম্ভ্রান্ত বংশসম্মত নারায়ণ দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তার দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও কনিষ্ঠা ভগ্নী সকলেই জীবিত আছেন। তৎকালে শ্রীশ্রী কালীমাতাব মন্দিরে

● বিশ্বনাথের স্মৃতিসভায় পঠিত।

এবং অল্পত্র গানবাজনার আয়োজন প্রায়ই হ'ত। বিশ্বনাথের পিতার এই বিষয়ে বিশেষ অল্পভাগ ছিল। মাস্তুরের বোধশক্তির প্রথম উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বনাথ পিতার সঙ্গে গান বাজনার আসরে যাইবার সুযোগ পায়। ধীরে ধীরে পিতার শিক্ষা ও সাহচর্যে ক্ষুদ্র বালকের গান-বাজনার প্রতি প্রগাঢ় অল্পভাগ প্রকাশ পায়। এইরূপেই তাহার গীত বাজনের ভবিষ্য জীবনের সূচনা হয়।

বাল্যজীবনে চিরার্চরিত প্রথমত তাব বিজ্ঞাশিক্ষার ভাব পড়ল কালীঘাটের সত্য গুরুমহাশয়ের উপর। বঠোর নিয়ন্ত্রিত পাঠশালায় প্রবেশ করবে, তার অন্তরে বাগানবোবী বর্ণাব বন্ধার যেন শুরু হ'য়ে গেল। কিন্তু মন প্রাণ তার পড়ে' রইল অল্পদিকে। হংবাজী বিজ্ঞানে বিজ্ঞাভ্যাস কালে সে তাব অন্তরেব দুর্বার আকর্ষণকে অগ্রাহ্য করতে পারল না। ছাত্রজীবনের অল্প নিয়ম-গুলো তাকে তার গ্রাম্য প্রাপ্যগুলো থেকে বঞ্চিত করতে গেলো, সে তাব শাসন অমাত্র্য কার গান বাজনার আসবে নিয়মিত হাজিরা দিত, তাব অন্তরের বৃত্তকে মেটাবার জন্ত।

বাল্যকালে তাব কঠোর অতি মনুষ ছিল। কিছুকাল সংগে যাত্রা থিয়েটারে ঘুরে সে তার প্রাণের বস্তব সন্ধান পেল না। একদিকে অথবাবী বিদ্যার আক্রমণ ও অল্প-দিকে যাত্রা থিয়েটারেব আকর্ষণ তাকে উদ্বাস্ত করে তুলে। এ সাবের মদ্য থেকেও কিছু স্রাবাগ পেলেন বৈঠকী গান বাজনার আসবে তুকে প'ড়ে বৃত্তকে হৃদয়ের ভূমিসাদন করতে। এখন তাব বয়স মাত্র দশ বৎসর তখন বেনেই একটু একটু তবলা শিক্ষা করতে। ১৯১২ বছর বয়স থেকেই পটল নিয়মিত ভাবে তবলা ও গান শিক্ষা করতে আরম্ভ করে।

তাহার তবলা শিক্ষার শুরু ভবানীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। ইন্দুবাবুর নিকটে কিছু

কাল শিক্ষার পর চঠাং সে লক্ষ্মী যাত্রা করে। সেখান কিছুকাল কোন বিখ্যাত যন্ত্রীর নিকট বাজনা শিক্ষা করে এবং পশ্চিমের বহুস্থান পর্যটন কবিতা ৩৪ বৎসর পর কলিকাতা ফিরিয়া আসে। কিছুকাল কলিকাতায় থাকি। পুনরায় ৮বাংলার দ্বারম যায়। সেখানে কিছুকাল অবস্থানের পর কলিকাতায় আসিয়া বড় বড় আসরে বাজাইতে আরম্ভ করে। সেই সময় পটল কালীঘা, সঙ্গীত সমাজ ও সাহানগর ইন্সটিটিউটের সকল আসরে নিয়মিতভাবে বাজাইত। এই সময়ে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের হিন্দু হোস্টেলে প্রায়ই গান বাজনার আসর হইত।

একদিন হিন্দু হোস্টেল থেকে কোন এক বিখ্যাত আসরে সঙ্গত কবিতার জন্ত বিশ্বনাথের ডাক আসে। তার অল্প বয়স দেখে, সকলেই একটু অশ্রদ্ধাধিত হয়েছিল-ন। সেই আসরে কলিকাতার শ্রেষ্ঠ গায়ক, যন্ত্রী, সঙ্গতা ও শ্রোতৃমণ্ডলীর সমাবেশ হয়েছিল। বিশ্বনাথকে শ্রীযুক্ত বাব প্রমথনাথ রায় মহাশয়ের ব্যাঞ্ছা বাজনার সঙ্গে সঙ্গত করতে দেওয়া হ'ল। বাজনার শেষে যন্ত্রী আনন্দিত হ'য়ে তাকে অশেষ ধন্যবাদ দিলেন। প'র্শ্বস্থিত বোন এক বিখ্যাত যন্ত্রী পটলেব পিঠ চাপড়ে বল্পেন, 'ভাই, তোমার হাত নে। ভানি মস্তি, তুমি কার বাজা শিখাছা।' বিশ্বনাথের বিজয় নিশান এইভাবে উড়িল। সে বাজিতে অসীম আনন্দ ও উৎসাহ নিয়ে বাড়ী ফিরলুম। আমাদের পটল গত বড় বাজিবে—এমন আসরেও সে কৃত্তি দেখালে। কিন্তু বিশ্বনাথের কোন ভাব বৈলক্ষণ্য নাই। যেমন হস্তমুখে গিয়েছিল, তেমনি হস্তমুখ বাড়ী ফিরে এলো।

ক্রমে ক্রমে হিন্দু হোস্টেল, ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ও অনেক বড় বড় আসরে নিয়মিত ভাবে তার বাজনা হ'তে লাগলো।

বাংলার অধিতীয় বেহাগা বাদক ঘনশ্যামবাবু বাজাবার আগে পটলের হাতে তবলা দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হ'তেন, আর বাজাতে বাজাতে বিভোর হয়ে পটলের প্রাণময় সঙ্গের প্রশংসা করতেন। একদা ঘটনাক্রমে শ্রীদিলীপ-কুমার রায়ের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। দিলীপকুমার ও বিশ্বনাথের সমন্বয়ে কলিকাতার গায়ক সমাজে সাড়া পড়ে গেল। একদিন সন্ধ্যায় পটলের অভিন্নহৃদয় বন্ধু শ্রীমাখন-লালের বাড়ীতে বসে আছি, এমন সময়ে পটল এসে বিমর্ষভাবে বললে “ভাই, দিলীপ চ'লে গেছে।” বেশ ব্যলুম সে আঘাত পেয়েছে। তারপর সে কলিকাতায় মেগাফোন কোম্পানীর বিশিষ্ট গায়ক ও যন্ত্রীদের সঙ্গে নিয়মিতভাবে বাজাতে থাকে। কুমার শচীন দেববর্ষণ, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, সতীশচন্দ্র ঘোষ, হীরালাল মুখোপাধ্যায়, ৬দৌলতরাম, রামকৃষ্ণ মিশ্র, আলাউদ্দিন খাঁ, আবদুল করিম সাহেব, অধ্যাপক প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত কৃষ্ণরতন জঙ্কর, মুন্সে খাঁ সাহেব, অধ্যাপক গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, নগেন্দ্রনাথ দত্ত, অধ্যাপক সাতকড়ি বাবু, অঙ্কগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে, শচীন দাস প্রমুখ কলিকাতা ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের গায়ক ও যন্ত্রীদের সঙ্গে সে সঙ্গত করেছে এবং সফলেই একবাক্যে তার প্রশংসা করেছে। রাজসাহী, খুলনা, ঢাকা, ময়মনসিং, জলপাইগুড়ি, আগ্রা, বেনারস, গোয়ালিয়র, দিল্লী, এলাহাবাদ, লক্ষৌ ইত্যাদি প্রদেশের লোক তার বাজনার কথা ভোলেনি। মাঝে মাঝে উপরি উক্ত প্রদেশে নিমন্ত্রিত হয়ে প্রায়ই সে বাজাতে যেত।

পটল ইংরাজী ১৯১৯ সালে বিবাহ করে। তাহার বিবাহিত জীবন শান্তিময় ও সুখের ছিল। তার পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীর সকল কার্যে সহায়তা করতেন। পটলের গার্হস্থ্য জীবনও বেশ সুখের ছিল। বড় ভাইয়ের অসামান্য ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন এবং ভাইয়েরাও তাকে খুবই ভাল-

বাসত। শুধু তাই নয় সে সকল আত্মীয় স্বজন ও প্রতি-বাসীদের প্রিয়পাত্র ছিল।

ইংরাজী ১৯৩৩ সালের ৩মহাপূজার অষ্টমীর দিন পটলের জন্ম হয়। ১০২ ডিগ্রী জর লইয়া সে ভীষ্মদেবের সঙ্গে সঙ্গত করে। তাহাতে তার ভাই শ্রীমান কানাই বলে, “ছোড়ল’ তোমার ১০২ ডিগ্রী জর, আর তুমি জর গায়ে বাড়িয়ে এলে।” উত্তর এলো—“এতগুলো লোক যদি আমার বাজনা শুনে আমোদ পায়, তাতে নয় আমার একটু কষ্ট হোলই।” এমন করে আপন ভোলা হয়ে, সকলের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে ক'জন? তাই আজ তার অভাবে কলিকাতার গায়ক সমাজের যে ক্ষতি হয়েছে, তা' পূরণ হওয়া শক্ত। অসুখ হইতে উঠিয়াই সে কিছুদিনের জন্য দেওঘরে বায়ু পরিবর্তনের জন্য বাস করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসে এবং পুনরায় তার জন্ম হয়। আরোগ্যলাভ করিলে, পটল তার ছাত্র চণ্ডীচরণ হালদারের সহিত কালীশ্যামে যায়। তথায় অবস্থানকালে পটল স্থানীয় এক সাধু স্বামী ভবানন্দ গিরি মহাশয়ের গুরুদেবের জটাশঙ্কর উৎসবে সঙ্গত করে। স্বামিজী তার প্রাণস্পর্শী সঙ্গতে মুগ্ধ হইয়া, সঙ্গীক পটলকে হরিদ্বারে লইয়া গিয়া দীক্ষা দেন। তার মধ্যে যে ধর্মভাব অক্ষুণ্ণ উঁকি মারতো, অক্ষুণ্ণ বাতাস পেয়ে তা' প্রস্ফুট হয়ে উঠল।

বিশ্বনাথ একাধিকবার বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় ও ভারতপ্রসিদ্ধ গায়ক-বাদকগণের সঙ্গে সঙ্গত ক'রে অসামান্য যশ ও খ্যাতি অর্জন করে। এলাহাবাদ, রাজসাহী ও আগ্রা সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় সর্বশ্রেষ্ঠ “সঙ্গতীয়া” হিসাবে পদক প্রাপ্ত হয়।

বিশ্বনাথের জীবন যাপন ও কার্যকলাপ অনাড়ম্বরপূর্ণ ছিল এবং তার অসামান্য শক্তি সে এমনভাবে আত্মনিহিত কবেছিল যে যারা তার সংস্পর্শে এসেছে তাঁরাই জানেন, যে বাজিয়ে অপেক্ষাও মাহুস হিসাবে সে কত বড় ছিল।



সে প্রায়ই বলতো—“মানুষ আগে মানুষ, তার-  
পর সে বাজিয়ে, গাইয়ে, বিদ্বান, আর যা’  
কিছু। এইসব গুণের মধ্যে যদি আসল মানুষ-  
টাকে হারিয়ে ফেলি, তবে এ সব গুণের  
অমর্যাদা করা হয়।” তার অনন্তসাধারণ সংযম,  
অমায়িক ব্যবহার ও কথা দিয়ে কথা রাখার আগ্রাণ চেষ্টা  
তাকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। ঠাঁরী গান ও যন্ত্রের  
সঙ্গে সে সর্বাপেক্ষা ভাল বাজাতো। তার মহৎ গুণ  
ছিল এই যে, সে বাজাতো নিজের বাজনা শোনবার জন্ত  
নয়, সঙ্গীত ও বাদ্যকে উপভোগ করবার জন্ত। তার  
আরও গুণ ছিল এই যে কখনও গায়ক কি বাদকের সঙ্গে  
বিরোধ করতো না। একজুই না চেয়েও অফুরন্ত  
ভালবাসা ও ভক্তি পেতো সে সবার কাছে। কারো  
উপর অত্যাচার দোষারোপ হ’লে কি কোনও গুণীর অনাদর  
হ’লে, সে আত্মপরা হয়ে উঠত এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে  
অত্যাচারের প্রতিবাদ বা প্রতিবিধান করতে পশ্চাৎপদ  
হ’তো না।

সে স্বভাবতঃই আমুদে প্রকৃতির লোক ছিল, তার  
হাসি বড় উপভোগ্য ছিল। সকলকে হাসিয়ে, নিজে হেসে  
একেবারে আত্মহারা হয়ে যেত। তার হাবভাব, পোষাক  
পরিচ্ছদ, চালচলনে কখনও কোন বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পায়  
না, সমস্তই সাধারণের মত ছিল। শুধু তাই নয়, সে  
অতবড় গুণী হয়েও তার অধিকার বহির্ভূত বিষয়গুলোও  
শিখতে এবং আলোচনা করতে ভালবাসতো। দানে  
যেমন সে মুক্তহস্ত ছিল, শিক্ষালাভের আকাঙ্ক্ষাও ছিল  
তার অনন্তসাধারণ। সমাজনাতি, নাটক, নৃত্যকলা,  
খেলাধুলা বিষয়েও তার প্রগাঢ় অচুরাগ ও আসক্তি ছিল।

তার আমোদ করবার একটা অসাধারণ শক্তি ও  
আকর্ষণ ছিল সত্য। তবলা হাতে পটলকে বিভিন্ন  
শ্রেণীর গায়ক ও যন্ত্রীর সঙ্গে ৮।১০ ঘণ্টাকাল ক্রমাগত  
বাজাতে দেখেছি। কিন্তু এর মধ্যে প্রগাঢ় ভাবে থেকেও,

সে তার অন্তরকে ধর্মের দিকে আগ্রহ রেখেছিল।  
ধর্মভাব আর দেশভ্রমণ তার সব চেয়ে প্রিয় জিনিস  
ছিল। যেখানেই যে ভাবেই থাকুক না কেন, ধর্মচার  
দেব-দেবী দর্শন করতে সে কখনও বিরত হয় নি।

তার গানের স্থল করবার, গান বাজনা বিস্তার করবার  
শিক্ষা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবার একাগ্র বাসনা ছিল। এ  
উদ্দেশ্যে বহু অর্থ ব্যয় ক’রে, গৃহনির্মাণ করে, “বিশ্বনাথ  
সঙ্গীত সমাজ” স্থাপিত ক’রে ক্রমাগত ছয় বৎসরের  
অধিককাল গুণী ব্যক্তিদের নিয়ে এসে প্রতি শনিবার গান  
বাজনার আসর করতো এবং অনেককে শিক্ষাদান  
করতো।

বহুদিন পূর্বে সাহানগর ইন্সটিটিউটে বিদ্যায়  
স্থাপনের পরিকল্পনা হয় এবং সে কার্যও কিছুদিন চলে  
তারপরেই উপরি উক্ত “বিশ্বনাথ সঙ্গীত সমাজ” স্থাপন  
হয়। তারপর আরও অনেক স্থানে সে শিক্ষা বে  
স্থাপনা করবার চেষ্টা করেছিল। বিদ্যাদান করতেও  
মুক্তহস্ত ছিল।

১৯৩৫ সালের ২৩এ ফেব্রুয়ারী তারিখে নিউমোনি  
রোগে আক্রান্ত হইয়া গত ৪ঠা মার্চ তারিখে সন্ধ্যা সা  
ছয়টার সময় এখানকার কার্যের হিসাব নিকাশ  
করিয়া সকলের প্রাপ্য শোধ দিয়া, তার আত্মীয় স্বজ  
বন্ধু, বান্ধব, শিষ্য সকলকে অপরিশোধনীয় ঋণে আব  
রেখে বিশ্বনাথ বিশ্বের কাছে চির বিদায় লইয়াছে।  
এসেছিল সঙ্গীতের পূজা করতে, বেঁচেছিল বাণীর বীণ  
শোভাবর্দ্ধন ক’রতে। বিশ্বের কাজ তার শেষ হ’লে  
চ’লে গেল মহাবিশ্বে সেই বাণীর অর্চনা ক’রতে  
মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বেও তার মুখে ওই কথা, “মাথ  
ওরা এসেছে—আমার কাপড় দে—জামা দে—আমি  
গান আরম্ভ হয়ে গেল, আমায় বাজাতে হবে”।  
তার কর্মভরা জীবনের গুরুভার, তার বিশ্বস্ত সহকর্মী  
হাতে শ্রুত রেখে, নিত্যাধামে চলে গেছেন। সকলে

আজ কার্য সম্পন্ন করুক—তার পুণ্যময় আত্মার তৃপ্তি জানিবা কোন আকর্ষণ, কোন কঠোর বিধান, তোমাকে সাদন করুক। যদি স্বর্গে আর মর্ত্যে কোনও সহকর্মী আজ আমাদের আলিঙ্গন থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দূরে থাকে—যদি স্বর্গের মহাত্মারা মর্ত্যলোকের প্রাণের কথা রেখেছে! ভীষ্মের গানে জ্ঞানেন্দ্রের সঙ্গীতে সঙ্গতের স্নেহে পায়—তবে “পটল, ভাই, তুমি লক্ষ্য রেগো তোমার লহরী দিয়ে—শচীর গানে প্রাণের দরদ দিয়ে সঙ্গত শ্রুতির তর্পণ ঠিক ভাবে করে কি না”। বিশ্বনাথ! ক’রে আজ আমাদের আনন্দ দেবে কে?

## স্বরলিপি

কাফী—তেতাল

(ভজন)

ঘর আও সজন মিঠ বোলা

তেরে বে খাতর সব কছু ছোড়া কাজর তেল তমোলা।

জো নহী আওএ রয়ন বিহাওএ ছিন মাসা ছিন তোলা,

মৌরাকে প্রভু গিরিধর নাগর কর ধর রাহে কপোলা ॥

রচনা—মৌরাবাজি

স্বরলিপি—শ্রীগণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

## আস্থারী

	১				২								৩
	০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
{ মধা পা	মা	জা	জা	জা	রা	সা	রা	রা	না	মা	সা	-১	৩
ধ র	আ	০	৩	স	জ	ন	মি	ঠ	বো	০	লা	০	০

	১				২								৩
	০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
{ মা মা	পা	ধা	না	সী	না	ধা	পবা	পা	মা	গা	মা	পা	মা -১
তে বে	বে	০	খা	০	ত	র	স	ব	ক	ছ	ছো	০	ডা ০

	১				২								৩
	০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
গা -১	ধা	পা	মা	গা	মা	-১	-১	মা	রমা	রমা	পদা	মপা	মজা রা
কা ০	জ	র	তে	০	ল	০	০	ত	মো	০০	০০	০	লা ০

## অন্তর্য

<sup>০</sup> { মা পা না না <sup>১</sup> না - না - <sup>২</sup> সী - সী সী <sup>৩</sup> নদা নদা সী -  
 জো ০ না হী আ ঙ এ ০ র য় ন বি শা ০ ও এ ০

ধা গা রী -১ মজ্জী -১ রী সা ধনা মজ্জী না মী গা -১ ধা -১ }  
 ছি ন মা ০ সা ০ ছি ন তো ০ ০ ০ ০ না ০ ০ ০

মা	-	প	দ	ন	স	গ	প	ধ	ধ	গ	গ	গ	গ	গ	প	ধ	প
মী	০	ম	০	০	০	ক	০	প্র	ভ	গি	গি	ধ	র	না	০	গ	র

রা	মা	মা	মা	পা	পা	-	পা	মপা	মপা	ধা	মপা	মজ্জা	রা	মধা	পা
ক	র	ধ	র	র	হে	০	ক	পো	০০	০	০	লা	০	"ধ	র"

১ম ভানঃ-<sup>২</sup>রমা পধা নসাঁ গধা | <sup>৩</sup>পমা গমা ।

২য় ভানঃ—সুৱা জুয়া পধা গধা | পমা ধপা মজ্জা রসা | রমা পধা সা গধা | পমা গমা ।

গান

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

আমার কান্না হাসির মাঝে  
জানি জানি প্রিয়তম তোমার বাণী বাজে ।  
ঘর ছেড়ে তাই চলি দূরে  
এই ভুবনের মরু ঘূরে  
মিলন-তৃষা লয়ে প্রাণে মৌন মধুর সাঁঝে ।

কতদূরে আপন স্নেহে বাজাও তোমার বাঁশী  
তারি লাগি' সজ্জানী মন হ'ল তুল্লাসী ।  
যদি গো আজ নীরব রাতে  
না হয় দেখা তোমার সাথে  
অশ্রু তবে বরবে না আর বার্থতারি লাজে ।

## রাগালাপ

শ্রী ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

বিগত বৈশাখ মাসের সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকায় “আলাপচারী” শীর্ষক প্রবন্ধে রাগালাপন সম্বন্ধে আমরা যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলাম। উহার উপসংহারে কণ্ঠ ও যন্ত্র সাহায্যে আলাপচারী কি প্রণালীতে নিষ্পন্ন করা হয় আমরা তাহাও ভবিষ্যতে আলোচনা করিব বলিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলাম। বড়ই আনন্দের বিষয়, উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার দুই তিনটা অহুসঙ্কিত পঠক সত্তর উহা প্রকাশ করিবার জন্ত আমাদিগকে অহুরোধ করিয়াছেন। এই হুরুহ কার্ণের ভার কোন যোগ্যতর কলাবিৎ অহুগ্রহপূরক গ্রহণ করিলেই সমীচীন হইত।

যাহা হউক, ক্রটি-বিচ্যুতির সম্ভাবনা সত্ত্বেও পূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্ত আমরা আমাদিগের অকিঞ্চিৎকর অভিজ্ঞতা লইয়াই রাগালাপ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই প্রবন্ধে ভ্রমপ্রমাদ পরিলক্ষিত হইলে গুণিগণ তাহা সংশোধন করিয়া এই পত্রিকার স্তম্ভে প্রকাশ করিলে আমরা আনন্দিত হইব।

বাংলা ভাষায় যে সকল সঙ্গীত গ্রন্থ শিক্ষার্থীদের জন্ত প্রণীত ও প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কোনখানিতেই বিশদরূপে ও বিস্তারিতভাবে আলাপচারী সম্বন্ধে আলোচনা দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থকারই আলাপচারীকে হিন্দু সঙ্গীতের উচ্চতম স্তরে স্থাপন করিয়াছেন। গীতশূদ্রসার গ্রণেতা ৬কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একজন সংস্কারপন্থী লোক ছিলেন। তিনি তাঁহার গীতশূদ্রসারের ১৩০০ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে “আলাপ ও গানের রীতি” শীর্ষক দশম পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন—“হিন্দু সঙ্গীতে রাগরাগিণীর আলাপ করা সঙ্গীত শিক্ষার চরম ফল। যিনি আলাপ করিতে

শিখিয়াছেন তিনি সঙ্গীতে যথেষ্ট ব্যুৎপন্ন বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। স্ততরাং আলাপ অতি কঠিন কার্য্য বলিয়াই লোকের প্রতীতি। বস্তুতঃ হিন্দু সঙ্গীতের সমস্ত বিদ্যা আলাপের উপর নির্ভর। আলাপ না জানিলে বিস্তৃকরূপে গানে সুর যোজন করা এবং তাল কর্তব্য দ্বারা গানকে বিস্তৃত ও অনন্ত করতঃ গানের বিচিত্রতা সঞ্জন করা সম্ভবপর নহে। আলাপ ব্যতীত গানের সম্পূর্ণ মৃষ্টি উপলব্ধি হয় না।” এইরূপ উক্ত গ্রন্থসার পরেও কৃষ্ণধন বাবু তাঁহার গীতশূদ্রসারে আলাপের যথার্থ পরিচয় বা আলাপের পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত ও যথাযথ বর্ণনা বিশেষ কিছুই করেন নাই।

প্রথমেই প্রশ্ন হইবে—আলাপ কাহাকে বলে? আমরা শাক্তদেব প্রণীত সঙ্গীত-রত্নাকরে দেখিতে পাই—

গ্রহাংশ তার মন্ত্রাণাং ত্রাসাপজ্ঞাসম্বোস্তথা।

অল্পতস্ত বহুতস্ত ষাড়বোদুবোয়োরপি।

অভিব্যক্তির্ত্র দৃষ্টা স রাগালাপ উচ্যতে ॥

অর্থাৎ গ্রহ, অংশ, ত্রাস, অপজ্ঞাস, তার স্থানাবধি মন্ত্রস্থান পর্যন্ত গতি, স্বরের অল্পত, বহুত, রাগের ষাড়বত, ঔদুবত ইত্যাদি প্রদর্শনের নাম আলাপ।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন প্রকাশ্যদ স্বর্গীয় উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ মহাশয় নানা শাস্ত্র গ্রন্থালোচনা ও নানাদেশ পর্যটন করিয়া সঙ্গীত বিদ্যায় যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি আলাপ সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন—“রাগ লক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গ্রহ-অংশ-ত্রাস সহকারে বিশেষতঃ অংশের সমবায়ে অহুলোম (আরোহ) ও বিলোপ (অবরোহ) গতিতে প্রথমে বিলম্বিত, পরে মধ্য ও দ্রুতলয়ে স্থায়ী, তৎপরে ক্রমে অন্তরা, সকারী এবং আতোগ এই চতুর্ধর্মে

প্রকৃষ্টরূপে গমক, মুচ্ছনা, তান, ছেড়, প্রভৃতির ইত্যাদি অলঙ্কারের বিবিধ বিজ্ঞাসের সমবায়ে রাগ প্রদর্শন করাকে আলাপ কহে।” বনওয়ারীচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত সরল সেতার শিক্ষা নামক আর একখানি গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম— “বাহার দ্বারা রাগরূপ প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশ পায় এমন স্বর-সঞ্চালন ক্রিয়াকে আলাপ কহে। কণ্ঠ এবং যন্ত্রাস্বরের দ্বারা আলাপ নিম্ন হইয়া থাকে। রাগের প্রধান প্রধান অংশগুলি মীড়, মুচ্ছনা, শ্রুতি, গমকে অন্তর্যাম, বিলাম ইত্যাদি দ্বারা সূচ্যরূপে সম্পন্ন করিতে পারিলে রাগরূপ প্রকাশিত হইয়া তাহা সুস্রাব্য হয়।” বিভিন্ন গুণ্ড দগণের নিকট হইতে আমরা আলাপের পরিচয় সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ লাভ করিয়াছি তাহার সহিত পূর্বোক্ত মতগুলির সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

যাহা হউক, বিভিন্ন প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা গ্রন্থ পাঠ করিয়া এবং বিভিন্ন কলাবিদগণের নিকট শিক্ষা করিয়া প্রচলিত আলাপের পদ্ধতি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি তাহাই মাত্র এই প্রবন্ধে যথাক্রমে লিপিবদ্ধ করিব। প্রচলিত পদ্ধতির সহিত প্রাচীন শাস্ত্রীয় পদ্ধতির অনেক স্থলেই অসামঞ্জস্য লক্ষিত হইবে; সুতরাং কোন বিষয় আলোচনা করিবার সময় আমরা আধুনিক বাখ্যারই অনুসরণ করিব—শাস্ত্রীয় মতামত অনাবশ্যক বোধে আলোচনা বা প্রদর্শন করিব না।

সঙ্গীত যেরূপ প্রধানতঃ কণ্ঠ ও যন্ত্র সাহায্যে নিম্পন্ন হইয়া থাকে আলাপচারীও সেইরূপ কণ্ঠ বা যন্ত্র দ্বারা সম্পন্ন করা হয়। কণ্ঠস্বর দ্বারা আলাপচারী নিম্পন্ন করিবার জন্য প্রাচীন যুগে “ওঁ স্বম্ অনন্ত হরি” এই সপ্তাক্ষর মন্ত্রে নাকি রাগালাপন করা হইত। চৌধুরী মহাশয়ের গ্রন্থে দেখিলাম হনুমন্ত মতে নাদি—আনা, বোণা, নাদেবে, তেরোম্, আনা, তানোম্, তানা, তানা, নানানা, তা, রি, এই চব্বিশটি বর্ণ বা ‘বোল’ সাহায্যে আলাপচারী সম্পন্ন করিবার উপদেশ রহিয়াছে। আমরা

হনুমন্ত মত জ্ঞাপক কোন গ্রন্থ দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি নাই। প্রাচীন কোন কোন সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থে এই মতের যদিও বিচ্ছিন্নভাবে উল্লেখ দেখিতে পাই যাহা হউক, পূর্বে কথিত চব্বিশটি বোলকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় ইহাতে প্রকৃত পক্ষে এগারটি মাত্র বিভিন্ন বোল বিদ্যমান রহিয়াছে; যথা—আ, না, রি, তা, দে, রে, নে, নোম্, তে, রোম্, তা। আজকাল নে, তে, তেরে, না, রি, রে, না, ত, না, তোম্, না প্রভৃতি কতকগুলি বোল বা বর্ণ দ্বারা আলাপ গীত হইয়া থাকে। বোধ হয় পূর্বোক্ত “ওঁ স্বম্ অনন্ত হরি” এই সপ্তাক্ষর মন্ত্রের অপভ্রংশতা হইতেই এই সকল বোলের উৎপত্তি হইয়াছে।

রূপদে যেরূপ আস্থায়ী, অন্তরা, সফারী, আভোগ, এই চারিটি বর্ণ অর্থাৎ তুক্ বা কলি দেখিতে পাওয়া যায় আলাপেও সেইরূপ আস্থায়ী প্রভৃতি চারিটি বর্ণের সাহায্যে রাগের রূপ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। অত্র কোন তুকে তক্রপ হয় না। বোধহয় আস্থায়ীতেই রাগ বিশেষরূপে স্থিত অর্থাৎ স্থায়ীত্ব লাভ করে বলিয়াই ইহাকে স্থায়ীবর্ণ বা আস্থায়ী বলা হইয়া থাকে। আস্থায়ীর পরবর্তী বর্ণ বা তুক্কে অন্তরা বলিয়া অভিহিত করা হয়। অন্তরায় সম্বাদী স্বরের বহুল প্রয়োগ লক্ষিত হয়। অন্তরা সাধারণতঃ মৃদা বা সপ্তকের মধ্যম স্বর হইতে আরম্ভ করা হয়। কিন্তু যে সব রাগে মধ্যম স্বর বর্জিত বা অল্প প্রযুক্ত হয় সেই সকল রাগের অন্তরা গাঙ্কার বা পঞ্চম স্বর হইতেও আরম্ভ করা হইয়া থাকে এবং তার-সপ্তকের ষড়্জ ও কখন কখন তদ্রূপ আরও দুই তিন স্বর পর্যন্ত আরোহণ করিয়া ক্রমশঃ নিম্নগতিতে অবরোহণ পূর্বক আস্থায়ীতে আনিয়া ভ্রাস বা লয় প্রাপ্ত হয়। আস্থায়ী ও অন্তরা এই উভয় বর্ণের ক্রিয়া পদ্ধতি সমবায়ে সফারী বর্ণ বা তৃতীয় তুক্ নিম্পন্ন হইয়া থাকে। সফারী সম্বন্ধে কৃষ্ণধনবাবু লিখিয়াছেন— “গানের তৃতীয় কলির নাম সফারী; ইহার নিয়ম এই, গানের আস্থায়ী ভাগ মধ্য-সপ্তকে সম্পাদিত হয়, তাহারই

উল্লেখ হইতে অবরোধ করিয়া গায়কের সাধামত পাদ-সংকেত কতকদূর পর্য্যন্ত নাগিয়া, আবার আরোণ করতঃ সা-এ সমাপ্ত হয়।" স্বর্গীয় উপেন্দ্রবাবু বলেন—“স্বাস্থ্যায়ী ও অন্তরার সংমিশ্রণে সকারী নিম্পন্ন হয়।” বাখ্যাটী খুব স্পষ্ট হয় নাই। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে স্থায়ী বর্ণের পরেই আরোহী, অবরোহী ও সকারী বর্ণের উল্লেখ দেয়া যায়। আরোহী বর্ণের পরিবর্তেই আমাদের বর্তমান অন্তরা শব্দটির ব্যবহার হয়। আরোহী বর্ণে স্বর লহরী তার স্বর পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া প্রত্যাবর্তন বা অবরোধ করিয়া থাকে। অন্তরাতেও বর্তমানে তাহাই করা হইয়া থাকে; তৎপরবর্তী আরোহীবর্ণে স্বর মন্ত্রস্থানের দিকে গমন করিয়া অর্থাৎ অবরোধ করিয়া রাগের রূপ আনও কথঞ্চিৎ অভিব্যক্ত করে। অধুনা প্রচলিত সকারী বর্ণের কার্যও তাহাই।

আলাপের চতুর্থ তুকে আভোগ বলা হয়। ইহা সকারীর সহিত একত্রেই নিম্পন্ন হইয়া থাকে। এই অংশ বা তুক কতকটা অন্তরা বর্ণের গুণযুক্ত। ৩তনসেনজির শেষ বংশধর ভারত প্রসিদ্ধ রবাবী ওমহম্মদ আলী খাঁ সাহেবকে সকারী ও আভোগ এই দুইটা তুককে একত্রে ‘ভোগাভোগ’ আখ্যায় অভিহিত করিতে শুনিয়াছি। স্বর্গীয় উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলেন—“আভোগ তুকটি অল্প তিনটা তুকের সংমিশ্রণে গঠিত হইয়া থাকে।” এই চারিটা তুক বা কলি সম্বন্ধে ওমহম্মদ আলী খাঁ সাহেব, রামপুর নবাব দরবারের শ্রেষ্ঠ বীণকার ও উজীর খাঁ সাহেব এবং আমাদের শিক্ষাদাতা গুরুদয় দ্বারভাঙ্গা রাজ-দরবারের প্রসিদ্ধ স্বরদ-নেওয়াজ ওমাবজ্জা খাঁ সাহেব এবং দেশবিখ্যাত সৈতার-নেওয়াজ ওইমদাদ খাঁ সাহেবের নিকট হইতে যে সকল উপদেশ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা অতঃপর যথাস্থানে বিবৃতি করিব।

কণ্ঠে আলাপ সাধারণতঃ তিনটা লয়ে গীত হইয়া থাকে; প্রথম—বিলম্বিত, দ্বিতীয়—মধ্য ও তৃতীয়—ক্ষুদ্র।

যে অতঃপর ঠোঁক, ঝালা, লড়ী, লড়ুগুথাও ও তারপরণ প্রভৃতি অনঙ্গার স্বকোশলে প্রদর্শন পূর্বক আলাপ সমাপ্ত করা হয়। কণ্ঠে সাধারণতঃ এই সকল অনঙ্গার আদায় করা অতিশয় ক্লেশসাধ্য ও যাহা আদায় হয় তাহা তেমন স্বশ্রাব্যও হয় না। তজ্জগৎ অধিকাংশ গায়ক এই সকল কলা-কোশল কণ্ঠে প্রদর্শন করেন না। অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদীয়া স্বর্গীয় আল্লাবান্দা খাঁ সাহেব এই সকল কলা-নৈপুণ্য কণ্ঠে প্রদর্শন করিতে পারিতেন। ওকালীধামে ভারত ধর্ম মহামণ্ডলের এক মজলিসে এই কুরুসাধনার পরিচয় পাইবার সুযোগ আমাদের ঘটিয়াছিল। ইংহায়ে ভাতুপুর ইন্সান দরবারের অধুনা ভারত প্রসিদ্ধ গায়ক নাসিরুদ্দিন খাঁ কণ্ঠ সাহায্যে ঐ সকল ছুরুহ কলাকোশল এখনও প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

কি কণ্ঠে কি যন্ত্রে আলাপচারীতে সাধারণতঃ তালের ব্যবহার নাই। বোধ হয় তালের বন্ধনে রাগালাপের গতি বাগপ্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা বলিয়াই সঙ্গতের ব্যবস্থা নাই। একমাত্র তারপরণ গাহিবার বা বাজাইবার সময় মৃদঙ্গ (পাখোরাঙ্গ) সাহায্যে সঙ্গত করিবার বিধি রহিয়াছে এবং ধ্রুপদাঙ্গীয় চৌতাল প্রভৃতি তাল সংযোগে তার-পরণ বাজাইবার পদ্ধতি অত্যাধি পরিলক্ষিত হয়। এ সম্বন্ধে উপেন্দ্রবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন—“আলাপে কোন তাল দেখা যায় না, কেবলমাত্র লয় রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। সেই লয় সহকারে নানাবিধ ছন্দঃ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই ছন্দোবিজ্ঞানের এক প্রকার সন্দর্ভকে তার-পরণ বলে। তার-পরণ কেবলমাত্র বীণা যন্ত্রে বাদিত হইয়া থাকে। তার-পরণ আলাপে তালের নিত্য প্রয়োজন দৃষ্ট হয়। তার-পরণ শব্দটি যৌগিক অর্থাৎ মৃদঙ্গে যে সকল পরণ বাদিত হইয়া থাকে, বীণায় আলাপ বাদন কালে বীণার অতিরিক্ত তারটীতে সেই সকল পরণ বাদিত হয়। তার-পরণ বাজান অত্যন্ত

নিপুণতার কার্য। রাগাধায় ও তালাধায় উভয়ে সম্যক ব্যুৎপত্তি না থাকিলে তার-পরগ বাদন সূচাক্রমে সম্পন্ন করা অসম্ভব। বীণার অতিরিক্ত তার রাগানুসারে বড়জ কিংবা পঞ্চম সুরে বাঁধা হইয়া থাকে।”

৬নগয়ারী চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের গ্রন্থে আমরা আলাপ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি তথ্যের সন্ধান পাই। তথ্যগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিয়া আমরা এস্থলে উহা সন্নিবেশিত করিতেছি। আধুনিক আলাপ পদ্ধতির সহিত ইহাদের বিশেষ যোগস্বত্র ও কতক পরিমাণে সামঞ্জস্য বিদ্যমান রহিয়াছে। চৌধুরী মহাশয় তাঁহার প্রথম পরিচ্ছেদটির নামকরণ করিয়াছেন—সংসারী-আলাপ। এস্থলে সংসারী শব্দ দ্বারা তিনি কি অর্থ করিয়াছেন, তাহা আমরা সঠিক বুঝিতে পারি নাই। বোধ হয় হনুমন্ত মতজ্ঞাপক কোনও গ্রন্থ হইতে ইহা তিনি সঙ্কলন করিয়াছেন। সংসারী শব্দের অর্থ বাহাই হউক না কেন, অনুদ্য বিষয়গুলি যে বিশেষ জ্ঞাতব্য তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং আমরা প্রয়োজনীয় অংশগুলি পাঠকগণের অবগতির জন্ত অবিকল উদ্ধৃত কবিলাম।

### সংসারী আলাপ

হনুমন্ত মতে সংসারী আলাপ চারি প্রকার।

“প্রথমতঃ যখন যে রাগ আলাপ করিবে, তখন সেই রাগের বাদীস্বর হইতে আলাপের মূগ উত্থাপন করিবে, তাহা বিনাশের সময় নির্দিষ্ট স্থানের সুরে অর্থাৎ বিনাশ সুরে বিনাশ সমাধান করিতে হইবে।”

“দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক রাগের গিরি অর্থাৎ উত্থান-স্থান-স্বরূপ খরজ স্বর স্থিরতর রাখিয়া তত্তৎ রাগের সম্বাদী স্বরকে স্পষ্টরূপে প্রকাশিত করিবে। পরে অল্পবাদী স্বরাবলী দ্বারা খরজ সুরে গিয়া রাগের বিনাশ সমাধান করিতে হইবে।”

“তৃতীয়তঃ গায়কদিগের ইচ্ছামত রাগালাপ করিবার বিধানও আছে, তদনুসারে যেচ্ছামত স্বরে উত্থান বা গিরি সংস্থাপিত করিয়া তাহা শেষ করিতে পারা যায়, কিন্তু সঙ্গীতবিৎ গায়কগণের পক্ষেই এই বিধান প্রযোজ্য হইতে পারে।

চতুর্থতঃ ত্রিসপ্তকেরও উর্দ্ধে টিপ্ সুর পর্যন্ত বাহ্যে উঠিবার এবং নামিবার শক্তি আছে, তিনি রাগের প্রতি সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়া অতি সাবধানে যেচ্ছামত স্থানে বিনাশ সাধন করিবেন।”

### আলাপ সম্বন্ধে আরও চারিটি বিধান

যথা:—প্রথমে রাগালাপ, দ্বিতীয়ে রূপালাপ, তৃতীয়ে সমালাপ, চতুর্থে বরণালাপ।

“প্রথম, রাগালাপ।—আরোহী ও অবরোহী অর্থাৎ অহুলোম ও বিলোম দ্বারা অধঃ উর্দ্ধে এই দুইদিকে গমনাগমন করিয়া আলাপ শেষ করিবে।”

“দ্বিতীয়, রূপালাপ।—যে রাগে যে স্বর কোমল ও তীব্র আদি নিক্রিপিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত করিবার জন্ত কণ্ঠস্বর ও তানপুরা যন্ত্রের সহিত ঐক্য রাখিয়া আনা, বিনা, নাদেদে, তেরোম্, আনা, তানোম্, তানা, তানা, না না না, তা, রি প্রভৃতি চক্ৰিকাটি বোল দ্বারা সমাধান করিবে।

“তৃতীয়, সমালাপ।—আলাপচারীর সময় আলাপ রাগে বহু সম্ অর্থাৎ মান্ তালস্থান আছে, শ্রোতৃবর্গ এরূপ যোগেতে জানিতে পারেন, তদর্থ গায়ক বিশেষ চেষ্টা পাইবে এবং রাগাঙ্গের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখিবে, যেন তাহাতে অত্র রাগের ছায়াপাত না হয়।

“চতুর্থ, বরণালাপ।—রাগালাপ, রূপালাপ, সমালাপ এই ত্রিবিধ আলাপের অন্ত-প্রত্যন্তকে একদা আলাপের অন্তর্গত করিয়া তাহাতে পূর্বোক্ত গমক, মৌড়, মুর্ছনা, আবর্ত আদি সংযোগ পূর্বক যেচ্ছামত স্বরাদির বিনাশ সাধন করিবে।”

ক্রমশঃ

## স্বরলিপি

তিলঙ—আন্ধা কাওয়ালী

জাগি' রজনী—শুনি আমি শুনি  
বিরহ-বীণে কে যে মীড় টানে—  
চিনি না তারে, অজানা সে গুণী।

পথহারা সে যার পথ খুঁজি',  
আলোয়া হয়ে সেই আসে বুঝি।  
ধরিতে নারে সুরে জাল বুনি'।

না জানি কেন তারি সুরে জাগি'  
বাহিরে আসি যেন কা'র লাগি'—  
মরমে বহে প্রেম-সুরধুনী।

কথা—শ্রী অজয়কুমার ভট্টাচার্য্য

সুর—শ্রী হিমাংশুকুমার দত্ত, সুরসাগর

স্বরলিপি—শ্রী সুরেশ চক্রবর্তী

II গগা -সগা -মপা -গণা | মপা -সাঁ গা -পা | -াঁ পগা -াঁ -পমা | গা -াঁ -াঁ -াঁ I  
জা ০০ ০০ ০০ | ০০ ০ গি ০ | ০ র ০ ০ জ | নী ০ ০ ০

মা গা সা -াঁ | গা -পা -না -সা | নসা -মা গা -াঁ | পগা মপা সা -নসা I  
শু নি আ ০ | মি ০ ০ ০ | শু ০ ০ নি ০ | বি র হ ০ বী

রাঁ সাঁ গা পা | পমা -াঁ -সা -গপা | পগা -পমা গা -াঁ | সা মা গা -াঁ I  
০ গে কে যে | মী ০ ০ ০ ড় ০ | টা ০০ নে ০ | চি নি না ০

গমা -পা মপা -গা | পনা -রাঁ সাঁ -নসা | -াঁ গা -াঁ পা | পগা -পমা গা -াঁ II  
তা ০ ০ রে ০ ০ | আ ০ ০ ০ জা ০০ | ০ না ০ সে | শু ০০ গী ০



+				৩				০				১				
II	পগা	পা	পগা	মা	গা	-া	-া	-মা	পা	না	না	সাঁ	নসাঁ	নসাঁ	-া	-া
	প ০	খ	হা	রা	সে	০	০	০	ঘা	য়	প	থ	খুঁ ০	জি ০	০	০
	না ০	জা	নি	কে	ন	০	০	০	তা	রি	স্থ	রে	জা ০	গি ০	০	০

+				৩				০				১			
না	সাঁ	নসাঁ	মর্গা	-া	-রসাঁ	সাঁ	নসাঁ	গা	-া	পা	পা	পগা	পমা	গা	-া I
আ	লে	য়া	০ ০ ০	০	০	হ	য়ে ০	সে	ই	আ	সে	বু	০ ০	ঝি	০
বা	ছি	রে ০	০ ০	০	০	আ	সি ০	যে	ন	কা	বু	জা	০ ০	গি	০

+				৩				০				১			
সাঁ	মা	গা	-া	গমা	-পা	মপা	-না	পনা	-সঁরা	সঁ	-নসঁ	-া	গা	-া	পা I
খ	রি	তে	০	না০	০	রে০	০	স্থ০	০০	রে	০০	০	জা	০	ল
ম	র	মে	০	ব০	০	হে০	০	শ্রে০	০০	ম	০০	স্থ	০	০	র

+			
পগা	-পমা	গা	-া II II
বু	০ ০	নি	০
ধু	০ ০	নী	০

## গান

শ্রীদেবেশ মুখোপাধ্যায়

শেফালির বনে বসে আনমনে

কে তুমি শায়দ প্রভাতে ?

স্বরগ স্বপনে ভরেছ ভুবনে

তোমারি সরস শোভাতে ।

বুহুয় কোমল কম তনুখানি

উজল আঁখিতে অকথিত বাণী

ললিত মৃণাল সম দুই পালি

উছলে মাধুরী বিভাতে ।

উজল-বসনা বিমোহন বেশ,

অধীর স্নেহে উড়ে কালো কেশ,

স্থধা হাসিমুখে আনি' অনিমেষ

এলে কি হৃদয় লোভাতে ?

## স্বরলিপি

## খাজাজ—কাওয়ালী

শ্রাম ধরি ধরি বাঁহমে জগায় রহে,  
রাধা প্যারীজু বতিয়াঁ ন মানে।

করসে কজন পহিরাই রহি ধুন  
সোই রহী ফুলবন সেজিয়াঁ।  
অনরীত কে বাত কহাঁলে কহুঁ কহি  
কারণ কামিনী মৌন ভঙ্গি।

তিরছি তাকি ভয়ো হৈ বনাই রহী  
বিরহিনী এসেঁ বাওরী কোঁন ভঙ্গি।  
শ্রামসখী রস পায় রহে ধুন  
সোই রহে করদে ছতিয়াঁ।

রচয়িতা—শ্রামসখী

স্বরলিপি—শ্রী অশেষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রা	গা	স <sup>১</sup>	রা	সা	মা	মা	মা	গরা	গা	মা	-	মা	ধা	পা	-
শ্রা	ম	ধ	রি	ধ	রি	ধ	হ	মে	জ	গা	০	য	র	হে	০

মা	গা	মা	-	পা	পা	পা	ধা	পধা	সী	গা	ধপা	ধা	মা	গা	-
রা	ধা	প্যা	০	রী	জু	ব	তি	ধা	০	০	০	ন	০	মা	নে

{	মা	গা	মা	-	ধা	ধা	ধা	-	ধা	ধা	গা	-	গা	গা	গধা	পা}
(১)	ক	র	সে	০	ক	জ	ন	০	প	হি	রা	০	ই	র	হী	০
(১)	অ	ন	রী	০	ত	কে	বা	০	ত	ক	হা	০	লে	ক	হঁ	০
(১)	তি	র	ছি	০	তা	০	কি	০	ড	ঘো	হৈ	০	ব	না	০	ই
(১)	শ্রা	০	ম	০	স	খী	র	স	পা	০	য	০	র	হে	০	০

মা	গা	মা	-	পা	পা	পা	ধা	রা	সী	গা	ধা	পা	মা	গা	-
(২)	ধু	ন	সো	০	ই	র	হী	০	ফু	ল	ব	ন	সে	জি	ধা
(২)	ক	হি	কা	০	র	ণ	কা	০	মি	নী	মো	০	ন	ড	জি
(২)	র	হি	বি	০	হি	নী	ঐ	সেঁ	বা	ও	রী	কো	ন	ড	ই
(২)	ধু	ন	সো	০	ই	র	হে	০	ক	র	দে	০	ই	তি	ধা

১ম তানঃ—সগা মপা ধগা সগা | ধপা মগা ||  
আ ০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ||

২য় তানঃ—র'স' গধা স'গা ধপা | গধা পমা ধপা মগা | র'গা মপা ধগা স'গা |  
আ ০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০০ |

০  
ধপা মপা ||  
০০ ০০ ||

## শ্রীখোল বাদ্য প্রণালী

(পূর্বানুষ্ঠান)

শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার বি-এ

### আপত্তনের বাজ

কোন কোন বাদক আপত্তনের শুধু তিন্ তিন্ তা

বহবার বাজাইয়া অথবা খে (এ) টা (আ) গিঘি (গে) (এ)

না (আ) গিঘি ২ খে (এ) না (আ) খি (ই) এই বোল  
বহবার বাজাইয়া শেষে নিম্নলিখিত বোলে মুচ্ছন করেন।

মুচ্ছন, যথা :—

খেই তাতা খেটা খেই তাতা খেটা খেই

শুধু শুধু তাতি তা (আ) তিতা তাগ দাঙ্কে (ই) সাতাখি

আবার কোন বাদক প্রাথমিক রাগিণীর আলাপ-  
চারীতে নিম্নলিখিত বাজের প্রয়োগ করেন এবং শেষে  
উপর-উক্ত বোলে মুচ্ছন করেন।

খেই তাখে (ই) তা তা (আ) তেটেতেটে তেটেহা

শুধু। অথবা টুকিতে—দাগি গিঘি নাধিন্ দাধিন্

দাধিন্ দাগিগিঘি নাতিন্ নাতিন্ নাতিন্।

### মঙ্গল ডালের বাজ

তাতা খেটা খি (ই) শুধু শুধু (জা জা খি (ই) শুধু শুধু

দাধিনাতা খেটা তা শুধু তাতা খেটা খি (ই)

\* ০ \*  
গুণ্ণর্ গিজা ঝা (আ) গিজা জাযি (তাঁহা)

০ তাঁহা) ঘেনা তিনি তাঁযি নিহা ঘেনা গুণ্ণ-

গুণ্ণ তাঁহা (আ) জা।

কোন কোন বাদক বন্ধনীবদ্ধ স্থান গুলিকে ছুইবার করিয়া বাজাইয়া থাকেন। যখন বন্ধনীবদ্ধ অংশগুলি ছুইবার বাজে তখন দ্বিতীয় চিহ্ন হইতে এবং যখন উক্ত অংশগুলি একবার বাজে তখন প্রথম চিহ্ন হইতে উপরি-উক্ত মুচ্ছনের বাস্তবাজিবে।

অনেক সময় বাদকগণ নিম্নলিখিত বাজে ইহার জমাত করিয়া থাকেন :—

দাগ দাঙ্কে (এ)না ঘেনা ঘেনাঘেনা ঘেনাঘেনা

দাগ দাঙ্কে (এ)না খেনা খেনা খেনা খেনা খেনা।

### রাঢ়দেশীয় বাজ

রাঢ়দেশীয়গণের মধ্যে কেহ কেহ এই মত পোষণ করেন যে আপত্তনের বাদ্য ঠিক সমমাত্রিক দশটি তালে এবং দশটি ফাঁকে শেষ হইবে। আবার কেহ কেহ বলেন যে সমমাত্রিক আটটি তালে এবং আটটি ফাঁকে উক্ত বাজ শেষ হইবে। আবার কোন বাদক প্রথমতঃ দশটি তাল এবং দশটি ফাঁকযুক্ত বোলে বাদ্য আরম্ভ করিয়া অবশেষে আটটি তাল এবং আটটি ফাঁকযুক্ত বোলে তাহার জমাত এবং মাতন প্রভৃতি করিয়া থাকেন।

### দশ তাল এবং দশ ফাঁকযুক্ত বোল

দ্রষ্টব্য :—প্রবন্ধের সর্বত্রই প্রতি মাত্রার অথবা যেখানে মাত্রা ব্যবহার না করিয়া শুধুই তাল ফাঁক কাল

ইত্যাদি দেওয়া হইবে তাহাদের নিম্নস্থিত প্রত্যেক স্বরবর্ণ (syllable) সমকাল ব্যাপক বলিয়া বুঝিতে হইবে।

জাজা য়েনা তাঁ(আ) গুণ্ণর্ জা(আ) জা(আ)

য়েনা জাযি না(আ) গুণ্ণর্ জাজা য়েনা

০ তাঁ(আ) গুণ্ণর্ জা(আ) জা(আ) য়েনা জাযি

০ না(আ) খেটা ঝা(আ) খেটা তাঁ(আ) গেটা

ঝা(আ) খেটা তাঁ(আ) গুণ্ণর্ তা তা খি(ই)

কুর্ কুর্ তা তা খি(ই) কুর্ কুর্ তাগিনিতা

খেটা তা তা খেটা তাখি তাঁ(আ) গুণ্ণর্।

### পরণ—ঘাত

১। খেই নাখে (ই)না দা(আ) দা(আ) ছেই যা

তেই নাতে (ই)না তা(আ) খেটা তাখি তা

খেই নাখে (ই)না খেই নাখে ইনা ঝাঝা

য়েনা তাখেটা তেনা তাঁ(আ) গুণ্ণর্

জাযি নাগ ঝা(আ) জাযি নাগ ঝা(আ)

০ জাযি নাগ

২। জাঝি নাঝি নাগ ঝিনি তাগ ঝিনি ঝা(আ) খেনা তা(আ) খেটা খেনা তা(আ)

গুরুগুরু তাগ ঝিনি তাগ ঝিনি তাগ ঝিনি ঝা(আ) গুরুগুরু তিনি তাখি তা

ঝা(আ) গুরুগুরু জাঝি নাঝি নাগ ঝিনি

জাঝি নাঝি নাগ ঝিনি ঝেনা তা(আ)

গেভা খেনা তা(আ) গুরুগুরু ধোগিডি

তাগিটি ঝা(আআ) ধোগিডি তাগিটি ঝা(আআ)

ধোগিডি তাখিটি

মাতন অর্ধেক অর্থাৎ পাঁচ তাল এবং পাঁচ ফাঁকযুক্ত বোলে হইবে। বোল যথা:—

১। জা(অ)-ঝি নাঝিনি জাঝিনি ঝা(গুরুগুরু)

(জাঝিনি ঝা(গুরুগুরু) ৩

২। (গুরুগুরু দা (আ)দেই) ৫

মুচ্চন প্রথম হইতে আরম্ভ হইয়া ৫ম তালে শেষ হইবে।

### আট তাল এবং আট ফাঁকযুক্ত বোল

দশ তাল এবং দশ ফাঁক যুক্ত যে বোল দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে সপ্তম তাল সপ্তম ফাঁক এবং অষ্টম তাল ও অষ্টম ফাঁকযুক্ত অংশ বাদ দিলেই আট তাল এবং আট ফাঁকযুক্ত বোল হইবে।

পরিণ-বাত

১। (দেইনা দে (ই)না দা(আ) দা(আ) দেইনা) ৩

তেইনা তে(ই)না তা(আ) খেটাতাখি তা

২। (দা(আ আ) দেই(ই)না তা(আ) দা(আ) দেইনা) ৩

তাতা(আ)তা খেটা তাখি তা(আ) গুরু গুরু

ইহারও মাতন পূর্বলিখিত পাঁচ তাল এবং পাঁচ ফাঁক যুক্ত বোলে হইবে। এবং মুচ্চন সেইরূপ পঞ্চম তালে শেষ হইবে।

### ভ্রম সংশোধন

শ্রাবণ সংখ্যার ১২ নং বোলের প্রথমে যে বন্ধনী দেওয়া হইয়াছে, তাহা স্থানান্তরিত হইয়া 'দা(ই)না'র পবে বসিবে।

ক্রমণ:

## সেনোলা

বর্তমান কলিকাতায় গ্রামোফোন রেকর্ডের যে একটি দেশীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত সেনোলা কোম্পানী অত্যন্তম। এই কোম্পানীর প্রকাশিত প্রথম ও দ্বিতীয় অবদানের রেকর্ডগুলি আমরা বাজাইয়া বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছি। বিশেষতঃ “সীতা” পালার রেকর্ডগুলি স্বন্দর ও প্রাণম্পর্শী হইয়া কোম্পানীর গৌরব রক্ষায় সমর্থ হইয়াছে। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের ক্রমোন্নতি কামনা করি।

## স্বরলিপি

বাহার—তেতালী

কাসে কহঁ ম্যায় জিয়া কি বাতিয়া ।

সোয়তমে সমি মদন জালাওয়ত,

তাপর পাপিয়া বয়েন শুনাওয়ত,

দরদ উঠে হামারি ছাতিয়া ।

একে রত্ন বসন্ত পেড়ন প্যায়

চৌ ফুল মিলাওয়ত, কহত নন্দন

পিয়া ভেজত নাহি পাতিয়া ॥

সময়—রাত্রি ২য় প্রহর । ব্যবহার—কোমল গাঙ্কার ও উভয় নিষাদ ।

রচনা—রাজনন্দন তেওয়ারী

স্বরলিপি—শ্রীইরা দেবী

সুর—শ্রীপশুপতি রায় চৌধুরী

II ধনা সঁরী সঁ গা | পা মপা জ্ঞা মা | গা ধা -া না | না সঁ সঁরী সঁ I  
কা ০ ০ ০ সে ক | ০ হঁ ০ ম্যায় ০ | জি যা ০ কি | বা তি যা ০ ০ ০

নসঁ রঁজঁ রঁ সঁ | নসঁ রঁ গা পা | জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা মা | রা রা সা সা I  
সো ০ ০ ০ য ত | মে ০ ০ স মি | ম দ ন জা | লা ০ ওয় ত

সা সা মা মা | পা পা জ্ঞা মা | মা গা ধা গা | সঁ সঁ না সঁ I  
ভা ০ প র | পা ০ পি যা | ব রে ন শু | না ০ ওয় ত

-া জঁ জঁ মঁ | রঁ -া সঁ -া | -া জ্ঞা জ্ঞা মা | রা রা সা -া II  
০ দ র দ | উ ০ ঠে ০ | ০ হা মা রি | ছা তি যা ০

## অন্তরা

II <sup>০</sup> মা মা গা ধা | <sup>১</sup> না সী সী সী | <sup>+</sup> নসী রঁজী রা সী | <sup>৩</sup> না সী না পা ।  
এ কে র তু ব স ন্ ত পে ০ ০ ০ ড ন | প্যা ০ ০ চৌ ০

<sup>০</sup> জা -া জা মা | <sup>১</sup> রা রা সা সা | <sup>+</sup> সা সা মা মা | <sup>৩</sup> পা পা জা মা ।  
ক ০ ল মি লা ০ ওয় ত | ক হ ত নন্ | দ ন পি যা

<sup>০</sup> -া গা ধা না | <sup>১</sup> সী সী না সী | <sup>+</sup> সী রা রঁজী রঁজী সী | <sup>৩</sup> পমা ররা সমা ন্ সা ।।।  
০ ভে জ ত না ০ হি পা | তি ০ ০ ০ ০ ০ যা | ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

## কাওয়ালী তাল

শ্রীহরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

এই তালের নামটির অর্থ বাঙ্গালীর দুর্বোধ্য। কতদিন হইতে কাওয়ালী তাল বঙ্গে প্রচলিত রহিয়াছে তাহার কোন পশ্চিম কোন থায়ে আজও পাই নাই। তবু আমাদের পূর্ববর্তী ক্রমে এই তাল বঙ্গে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

কোন কোন গ্রন্থকার বলিতেছেন যে হিন্দুস্থানবাসী কাওয়াল জাতীয় লোকদের দক্ষ সঙ্গীতে এই তালটি আনন্দ ছিল। ক্রমে তাহা বিকৃতিলাভ করিয়া ভারতের ভিন্ন দেশে পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। এই কথার কোন প্রতিবাদ হইয়াছে বলিয়া আমি এ পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই। আমার অভিধানে নানা গ্রন্থের উদ্ধৃত মতের মধ্যে দেখিতে পাই কোন এক গ্রন্থকার “কাওয়াল” নামে একপ্রকার তালের পরিচয় দিয়াছেন এবং সেই

গ্রন্থে “কাওয়ালী” তালেরও পরিচয় থাকা হেতু কাওয়াল তালটি স্বাভাব্যলাভ করিয়াছে। উভয়ের মূর্তি পরিচয় যেখান পৃথক্য রহিয়াছে। সেই গ্রন্থকার কাহার নিকট হইতে কাওয়াল তাল প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা লিখিয়াছেন যাহার নিকট প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি হিন্দুস্থানবাদী জনৈক বাঙ্গালী ভ্রমলোক। এখন দেখিতে পাই যে কাওয়াল ও কাওয়াল এই দুইপ্রকার তালই হিন্দুস্থানে প্রচলিত ছিল বা আছে। এই দু'টি তালই কাওয়াল জাতি হইতে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইতে পারে। অতএব পূর্ব লিখিত গ্রন্থকারের মতটি প্রতিবাদ বিনা গ্রহণ করিব বি ভিন্ন স্থাপনের প্রয়াস লইব তাহা বিবেচনাধীন রহিল।

আরও দেখিতে পাই যে আমাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থকার গণ মধ্যে অনেকেই তেতালার বর্তমান যুগের আখ্যাপ্রাপ্ত

‘সেতারখানি’ ঠেকাকে কাওয়ালী বলিয়াছেন। সে ঠেকাটি এই :—

+				০			
ধিন্	ধিন্	ধা,	ধা	ধিন্	ধা,		
০				১			
ধা	তিন্	তা,	তা	ধিন্	ধা		

এই সংজ্ঞাটিও বঙ্গদেশ হিন্দুস্থানের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছে। হিন্দুস্থানী স্তম্ভাদগণ আবার

+				০			
ধা	ধিন্	ধিন্	ধা	ধা,	ধিন্	ধিন্	ধা,
০				১			
তা	তিন্	তিন্	তা,	তা	ধিন্	ধিন্	ধা

এই ঠেকাকেও ‘সেতারখানি’ বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ উভয়টিতে পার্থক্য বিশেষ নাই কেবল একটা ঠেকাতে প্রতি চারি মাত্রার চারিটা বোল হইতে একটা করিয়া ছাড়িয়া দমের উপর লইয়া যাইতেছেন। তজ্জন্ম শ্রুতিতেও একটু ভিন্নরূপ দেখায়। আমাদের পূর্ববর্তী বাঙ্গালীগণ যদি ইহাকে কাওয়ালী আখ্যা দিয়া থাকেন এইরূপ অজ্ঞান করা হয়, তথাপি তাহার পরিচয় না থাকা হেতু বলা যায় না কি যে তাঁহারাও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতজ্ঞদের নিকট “কাওয়ালী” সংজ্ঞায় ‘সেতারখানিকে’ প্রাপ্ত হইয়াছেন—কারণ বজের বৈঠকী সঙ্গীত হিন্দুস্থানের দান। আবার দেখিতে পাই যে বজের বিবর্তিত বর্তমান সঙ্গীতক্ষেত্রে যে কাওয়ালী প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহা সেতারখানি হইতে স্বতন্ত্র। যে প্রকার গানে ইহার প্রয়োগ দৃষ্ট হয় তাহাতে সহজেই অজ্ঞান করা

যায় যে ইহা গ্রাম্যসঙ্গীতের সহগামী বটে। পূর্বে যে কাওয়াল তালের বিষয় লিখিয়াছি তাহার রূপটি বেশ স্থল, বর্তমান যুগের কাওয়ালীর ভ্রায় ক্লেশ নহে।

অনেক দক্ষিণী গ্রন্থকার কাওয়ালীর যে অবয়ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অনেকাংশে আমাদের দাদ্রার তুল্য। নামের ঐক্যতা থাকিলেও রূপ-ভেদ থাকা হেতু কী যে মীমাংসা যোগ্য হইবে তাহা বুঝিতে পারি না। আবার দক্ষিণাত্যের “ধুমালী” তালকে ৮পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বর কাওয়ালী বলিয়াছেন, কিন্তু কাওয়ালী বা ধুমালী কোনটারই পরিচয় তাঁহার গ্রন্থে না থাকাতে উভয় তাল সম্বন্ধে তাঁহার মনোগত রূপের সন্ধান পাইলাম না। দক্ষিণী সঙ্গীতের অপর একটা গ্রন্থে “ধুমালীর” দু’টা রূপ পাই—একটিতে দুই তাল এক ফাঁক, অপরটিতে তিন তাল এক ফাঁক কিন্তু উভয়টিতেই সম্মুখে ফাঁকে স্থাপন করিয়াছেন। ইহাদের কাহারও সহিত বর্তমানের কাওয়ালীর রূপের সাদৃশ্য দেখিতে পাইনা। এ সম্বন্ধে যদি কেহ আমাকে আরও সংবাদ দিতে পারেন তবে অমুগৃহীত হইব।

বর্তমান প্রবন্ধে আমি যে কাওয়ালীর অবতারণা করিতেছি, তাহার অবয়বটি এই :—

+		০		০		১	
ধাগ্	ধি	না	ধিন্	ধাগ্	তি	না	তিন্

ইহাকে নিম্নলিখিতরূপেও প্রকাশ করা চলে—তখন ইহা ত্রিমাত্রিক ছন্দের অন্তর্গত হইয়া দাদ্রার শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়ে।

+		০		০		১	
ধাগ্	ধি	না	ধিন্	ধাগ্	তি	না	তিন্



## মৃদঙ্গাচার্য্য শ্রীমনাথ হাজরা মহাশয়ের কয়েকটি বোল

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

শ্রীকানাইলাল হাজরা

## চৌতাল

শ্রাবণ সংখ্যায় যে সকল বোল প্রকাশিত হইয়াছে তাহা  
চৌতাল বা চারি তালের।

## মধ্যলক্ষ্য ( সঞ্চারীর বোল )

+  
তাগে তা কেটেতাক্ তেটেতেটে কেটেতাক্ গদি  
ধেড়ে নাগ্ নানাগ্ নাগ নাগ তেটে তেটে তাকাধুয়া  
১ কেটেতাকা থুন্ + ০ তা ঘেয়া ধেং তাগে তেটে ঘেঘে  
তেটে ১ ত্রেকেটে তাক্ তাক্ কেটেতাক্ ধাগে দিন  
নানা নানা কেটে ১ তাক্ গদিঘেনে ধা কেটেতাক্  
১ গদিঘেনে ধা কেটেতাক্ পদিঘেনে | ধা +

## পড়াল

+  
কং কং তেটে ০ কতেটে কতাগে তেটে কতেটে  
কতেটে কতা ০ কত্রেকেটে তাগ্ তাগে তেটে কতেটে  
থুতেটে থুদি ১ কেটে গদিন তানে | ধা +

## মধ্যলক্ষ্য ( আভোগের বোল )

+  
ধাগে তেটে তেটে তাগিনে ০ তাগিনে তাগাতেটে  
১ কেটেতাগ তাগে তেটেকেটে তাক্তা ০ ধানে ধানে ধাগে  
১ ধেটে ধেটে কেড়েধা কেটে ১ কেড়ে ধেং ধেকেটে ধেটে  
+  
তেটে তা তেটে তা তেটে তেটে তা ১ তাগিনে তাগিনে  
ধেং ০ তা ঘেয়া কেটেতাগ্তা ১ কং ধা কেটে তাগ ধা  
১ কেটে তাগ তেবেকেটে তাগ্ ধা গদিঘেনে | ধা +

## আড়ি ( আভোগ )

+  
কং তেটে তেটে ০ কত্রেকেটে ধেকেটে ক্রেদেং  
ধেকেটে ০ নেগ্ নেরান ১ জেঘে গদিঘেনে ১ দেগে  
ঘেতানে +  
ধা

ক্রমশঃ

## স্বরলিপি

### ভাটিয়ালী—কাহারবা

আমার দিন যদি গো যায়  
আমায় কেন কাঁদাও তবে তুখের বরষায়।  
যাবে যখন সব তখন যাবে  
নীল সায়েরে সকলি মিলাবে  
অস্তাচলের রবির মত মরণ দরিয়ায় ॥

মিছে আমার স্বপন ঘোরে বেলা বয়ে যায়  
এবার আমায় লওগো টেনে তোমার রাঙ্গা পায়।  
সকল হারা বিপদের সনে  
তোমায় শুধু পড়ে গো মনে  
যা' গেছে তার ব্যথায় মিছে কাঁদি হতাশায়।

কথা—শ্রীনরেশ্বর ভট্টাচার্য্য

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীশৈলেশকুমার দত্তগুপ্ত

1। সা -রা -জরা সা | গা -ধা ধা -গা I সা -া -া -া | -া -া সা সা I  
দি ০ ০ নু য | দি ০ গো ০ যা ০ ০ ০ | ০ য় আ মার

-া সরা -জরা সা | গা -ধা ধা -গা I সা -া -া -া | -া -া -া -া I  
০ দি ০ ০ নু য | দি ০ গো ০ যা ০ ০ ০ | ০ য় ০ ০

সা -রা রা -মা | মা -পা পা -া I পা -ধা ধা -সী | সী -া সী -া I  
আ ০ মা য় কে ০ ন ০ কা ০ দা ও ত ০ বে ০

স'রী -সী গা -া | ধা -া পা -া I গা -মা -গা -মা | -রা -জা -রা -সা I  
হু ০ ০ থে য় য ০ র ০ যা ০ ০ ০ | ০ ০ ০ য়

I <sup>+</sup> সা -রা রা -মা | <sup>২</sup> মা -পা পা -া I পা -ধা ধা -সা | সা রা রা জ্ঞা I  
যা ০ বে ০ য ০ খ ন স ০ বি ০ ত ০ খ ন

জ্ঞা রা -া সা -া | -া -া -া -া I সা -রা -সা সা | গা -া গধা -পা I  
যা ০ বে ০ ০ ০ ০ ০ নী ০ ল সা য ০ রে ০ ০

পা ধা পা -া | মা -া মা -া I গা -মা -গা -মা | -রা -জ্ঞা -রা -সা I  
স ক লি ০ মি ০ লা ০ বে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

-রা রা -া সা | সা -া গা -ধা I ধা -গা গা -সা সা -া সা -া I  
০ অ স তা চ ০ লে ব র ০ বি ব ম ০ ত ০

সা -রা রা মা | মা -া জ্ঞা -া I রা -জ্ঞা -রা -া | -া সা সা সা II  
য ০ র গ দ ০ রি ০ যা ০ ০ ০ ০ ০ য় আ মার

II <sup>+</sup> সা -রা রা -মা | <sup>২</sup> মা -জ্ঞা জ্ঞা -া I রা -া জ্ঞা -া | রা -া সা -া I  
মি ০ ছে ০ আ ০ মা ব স্ব ০ প ন ঘো ০ রে ০

সা -রা রা -মা | মা -া পা -া I মা -া -া -া | পা -া -া -া I  
বে ০ লা ০ ব ০ ঘে ০ যা ০ ০ ০ ০ য় ০ ০ ০

ধা -া ধা -া | ধা -গা ধা -া I পা ধা পা -া | মা -পা মগা -রসা I  
এ ০ বা ব আ ০ মা য় না ও গো ০ টা ০ নি ০ ০ ০

সা -া রা -া | সা -া গা -া I রা -া -া -া | -া -া পা -া I  
তো ০ মা ব রা ঙ্গা ০ পা ০ ০ ০ ০ ০ য় আ মার

মা -না পা -না | মা -মজ্জা মা -না I পা -না না -না | না -না সী -না I  
স ০ ক ল হা ০ রা ০ বি ০ প ০ দে র স ০

সী -না -না -না | -না -না -না I সী -না জী -না | রী -না সী -না I  
নে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ তো ০ মা য় শু ০ ধু ০

সী -রী সী -না | না -না ধনা -ধা I পা -না -না -না | -না -না -না -না I  
প ০ ডে ০ গো ০ ম ০ ০ নে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

পনা -না -সী -না | মজ্জা -না মা -না I পা -না পা সী : সী -না সী -না I  
যা ০ গে ০ ছে ০ তা র ব্যা ০ থা ই মি ০ ছে ০

না -সী না -না | ধা -না পা -না I মপা -ধপা -মপা -মা | -না -জ্জা রা সা II II  
কা ০ দি ০ হ ০ তা ০ শা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ য় "আ মার"

## গান

শ্রীমন্নথনাথ ঘোষ

মা বিনে কে আর মুছাবে আঁখিজল

মায়ের মত এ জগতে

আপনার কে আছে বল ?

চুচাইতে মনের ব্যথা

জাগে মায়ের আকুলতা

(তাই) সকল দুঃখ ভুলে গিয়ে

পূজি' মায়ের পদতল ।

## মৃদঙ্গ বাদন

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দে ( সুবোধবাবু )

### ঝাঁপতাল

এইটি পাঁচ মাত্রার তাল। চারিটি পূর্ণমাত্রা ও দুইটি অর্ধমাত্রা। দুইটি অর্ধমাত্রাকে প্রথম ও দ্বিতীয় তালের তুল্যরূপে ধরা যাইতে পারে।

সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্রে ঝাঁপ অর্থাৎ ঝাঁপতালের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহার সহিত ব্যবহারগত ঝাঁপতালের কিছু-মাত্র সাদৃশ্য নাই। কারণ সংস্কৃত গ্রন্থকর্তাগণ উহাকে দুই মাত্রা ব্যবহার করিতেন। শাস্ত্রানুসারে ঝাঁপ তালের লক্ষণ, যথা—নির্কিরাম ক্রতচন্দ্রলঘুনা ঝাঁপকো মত। ইতি সঙ্গীত সার।

নিম্নে অর্ধমাত্রা যোগে কয়েকটি বোল লিখিত হইল।

ঠেকা, যথা—

৩৪২। ধাগ্ ধাগে নে তেটে ধাগেনে ধা

৩৪৩। ধাতেটে দেন্তা কতা ঘেনে তাতেটে দেন্তা

কতা ঘেনে ধা

৩৪৪। ধাগেতেটে গদিঘেনে নাগ কত্রেকেটে তাগ

২ ত্রেকেটে কড়ান্ কড়ান ধা

৩৪৫। ধাগেতেটে কতা ঘেনে নাগ কত্রেকেটে তাগ  
২ ত্রেকেটে দেন্তা দেন্তা ধা

৩৪৬। ধাগেতেটে কতাঘেনে নাগ তাগ তেটে  
১ ক২ ত্রেকেটে তাগ কড়ান ধা

৩৪৭। ধাত্রেকেটে তাগ ঘেনে ঘেনে ধাগে নাধা  
২ কেটেতাগ তেটে কতা কতা কতেটে

তাগেনে ঘেন ত্রেকেটে তাগ দিগ দাগ  
২ তেটে ধা

ধা ত্রেকেটে তাগ ক্রান্ ধেন্তা ক্রান  
০ কত্রেকেটে তাগ তেগে তাগে তেটে

ধাত্রেকেটে ধাগেনে ধাগে থুন্ ঘেঘে তেটে  
২ ত্রেকেটে তাগ তেরেকেটে তাগ ধা

ক্রমঃ

## স্বরলিপি

ভূপালী—একতাল। (মধ্যগতি)

ঝরা বকুলের গন্ধে,  
সাঁঝের মলয় নাচিয়া নাচিয়া  
ফিরিছে কত আনন্দে।

গগনের ওই নীল অঞ্চলে  
শত দীপশিখা খনে খনে দোলে,  
তারি পানে চেয়ে ছলিছে বনানী  
তালে তালে নব ছন্দে।

দূরাগত এক রাখালের বেণু  
ধীরে মিশে যায় অসীমে,  
কৈদে ওঠে মোর হৃদয়-দেবতা  
শৃঙ্খলগত সসীমে।

সন্ধ্যার ছায়ে কে তুমি দাঁড়ায়ে ?  
এস এস দেবী, হু'হাত বাড়ায়ে,  
তুলে লও মোরে আপন করিয়া  
অসীমের সেতু-বন্ধে।

। স্বর—শ্রীপ্রসাদ বসু

স্বরলিপি—কুমারী গৌরী সেনগুপ্তা

০	গা	পপা	গা	১	রা	সা	-ধা	১	সরা	-গপা	গা	৩	-া	-া	-া	I
৮	রা ০	ব	হ	লে	ব	গ ০	০ ন	ধে	০	০	০					

গপা	গপা	পা	গা	রা	-া	গা	-পা	-ধা	স'স'া	ধা	পা	I
না ০	ঝে ০	ব	ম	ল	ব	না	চি	রা	না ০	চি	রা	

স'ধা	রা	স'া	ধা	পা	গা	রগা	-পধা	স'ধা	-পগা	-পগা	-রসা	II
ফি ০	রি	ছে	ক	ত	আ	ন ০	০ ন	ধে ০	০ ০	০ ০	০ ০	

II <sup>০</sup> {গা পপা গা | <sup>১</sup> -রগা সরা -সরা | <sup>+</sup> গপা গা পা | <sup>৩</sup> -ধধা পা পা I  
গ গ ০ নে বু ০ ও ০ ই নী ০ ল অ নু ০ চ লে

ধা পা স'স' | ধা পগা পা | গা পা গা | রগা সরা গা } I  
শ ত দী ০ প শি ০ থ থ নে থ নে ০ দো ০ লে

পা ধা স'ধা | স' স' স' | র'স' গ'গ' র' | স' ধপা গা I  
তা রি পা ০ নে চে য়ে ছ ০ লি ০ ছে ব না ০ নো

পধা পস' ধপা | ধপা গা রা | সরা -গপা ধস' | -ধপা -গরা -সরা II  
তা ০ লে ০ তা ০ লে ০ ন ব ছ ০ ০ নু দে ০ ০ ০ ০ ০ ০

II <sup>০</sup> {সা -ধ' | <sup>১</sup> সরা | <sup>+</sup> রগা | গা - | গপা | গা রগা | <sup>৩</sup> সরগা | গা গা I  
দু রা গ ০ ত ০ এ ক রা ০ থা লে ০ র ০ ০ বে গ

গপা গা ধধা | পা গা -রা | সরা গপা ধা | - | - | - I  
দী রে মি ০ শে যা য় অ ০ সী ০ মে ০ ০ ০ ০

ধস' | স'র' | র' | স' | স'ধা -পা | ধস' | ধা পধা | গপধা | ধা ধা I  
(কে) দে ০ ও ঠে মো বু হ ০ ল য় ০ দে ০ ০ ব ভা

গা -রা সা | ধ' সা রা | গপা গা রসা | - | - | - | - I  
শু ঙ্ খ ল গ ত স ০ সী মে ০ ০ ০ ০ ০

রা	গা	পা	গা	রগা	রা	সরা	গপা	ধস'ধা	সাঁ	সাঁ	সাঁ I
স	ন	ধা	র	ছা০	য়ে	কে০	তু০	মি০০	দাঁ	ডা	য়ে

রা	-সাঁ	গ'গাঁ	রা	স'ধা	-সাঁ	ধা	সাঁ	ধা	পধা	পা	গা } I
এ	স	এ০	স	ধে০	বী	হু	হা	ত	বা০	ডা	য়ে

গ'গাঁ	গাঁ	রা	সাঁ	ধা	পা	গপা	ধসাঁ	ধা	পধা	পগা	রা I
তু০	লে	ল	ও	মো	রে	আ০	প০	ন	ক০	রি০	য়া

সরা	গপা	ধসাঁ	-র'গাঁ	র'সাঁ	ধপা	গপা	-ধসাঁ	ধপা	-গরা	-সধা	-সরা II II
অ০	সী০	মে০	রু০	দে০	তু০	ব০	০ন	ধে০	০০	০০	০০

## কীর্তন ও ঢপের পার্থক্য

(পূর্বাত্মরুতি)

শ্রীহর্গাপ্রসন্ন স্মৃতি-ভারতী

এই ঢপের সম্বন্ধে আমার বক্তব্য—উহা আসল রাধাকৃষ্ণ ও সহচরীদিগের ভাবপ্রকাশের নূতন প্রবর্তন কীর্তনের অনেক পর উদ্ভাবিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাও করেন। এই ছুটের মধ্যে বৈষ্ণবদের কবিত্ব, শব্দাহুপ্রাস, যে, কোন্ সময় কোন্ ব্যক্তি কর্তৃক প্রথম প্রবর্তিত হয় রাগ ও সুর প্রকাশের বিলক্ষণ যত্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহার প্রমাণ নাই। এই পর্য্যন্ত জানা যায়—পূর্বে অহুপ্রাসযুক্ত ছুট মোহন দাসের তুল্য মধুসূদন কান্ রূপনাম এক ব্যক্তির নামই খুব প্রখ্যাত ছিল। তৎপর অঘোর দাস, হারিক দাস, শ্রাম বাউল খুব নামে আর একজন ছিলেন। বর্তমানে, ঢপ গায়ক- লক্ষপ্রতিষ্ঠা ছিলেন। বহুকাল পরে চক্রদেহের পূর্বে গায়িকাগণ ছুট গান করিয়া থাকেন। ছুটের শেষে “সুদন” বনগ্রামের অন্তর্গত গোপালনগর নিবাসী মোহন দাস নামে ভনিভা আছে। তাহার রচনার কবিত্ব বিশেষ বৈরাগী ঢপের নূতন পদ্ধতি সৃষ্টি করেন। পূর্ববর্তীদিগের নাই, অহুপ্রাসের অহুরোধে অন্তত শব্দবিদ্যাসও যথেষ্ট আছে, তাহাতে পদের দিকৃতি ও ব্যর্থ প্রয়োগ দোষ দৃষ্ট হয়।



একণে ঢপে গায়ক অপেক্ষা গায়িকার সংখ্যাই বেশী দেখা যায়। অনূন সত্তর বৎসর পূর্বে সহচরী নামে এক বৈষ্ণবী আসল কীর্তনে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। কোকিলদাস নামে এক ব্যক্তি তাহার দোহার ছিলেন। এই দোহারের কণ্ঠস্বর এত স্নমধুর ছিল যে, তাহা শ্রবণে মাতুষ মাজেই মুগ্ধ হইত। ইহার অনেকদিন পর জম্মোহিনী নামে কান্ জাতীয় আর একজন খুব অসাধারণ প্রতিভাযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার বাক্য ও স্বর সঞ্চারই অসামান্য প্রতিভা ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। সে মোহনদাস বা মধুকানের স্ত্রায় লম্বা ছোট না গাহিয়া প্রাচীন কীর্তনীয়াদের অনুকরণে ছোট তুকো গাহিত। তাহার সংস্কৃত জ্ঞানও যথেষ্ট ছিল। পঞ্চানন নামক তাহার দোহারটীও খুব খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। তাহার পর বামা, শ্রামা, রমা, গুরুদাসী, ঠাকুরদাসী প্রভৃতি বহু মহিলাই কীর্তন গাহিয়া ভগবদ্ভাবের উৎকর্ষ বিধান করিয়া গিয়াছেন। একণে ঢপেরও বিকৃতি করিয়া বিকৃত কীর্তনের সংমিশ্রণে এক অদ্ভুত ঢপ কীর্তন হইয়া থাকে। বিকৃতি কীর্তন সহ বিকৃত ঢপের মিশ্রণে অদ্ভুত কীর্তনও হইতেছে।

কোনটারই মৌলিকতা নাই। রীতিমত সারেগামা'র জ্ঞান-লাভ করিয়া নিয়মিতভাবে গুরু নিকট রাগের শিকালাত করিয়া, রস, ভাব, শাস্ত্রের মোটামুটি জ্ঞানলাভ করিয়া, বৈষ্ণব কবিদিগের জীবনী সংক্ষেপে জ্ঞাত হইয়া কীর্তনে বাহির হইলে পূর্বশ্রী ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইবে।

বর্তমানে অধিকাংশ ব্যবসায়ী ঢপ ও কীর্তনীয়াদিগের মধ্যে অর্থাগমের অবাস্তর উপায় হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদিগের সঙ্গীত-শক্তি, স্বরসঞ্চার প্রভৃতি উপযোগীরূপে আদৌ নাই। বাগ্যকালে বৈরাগীর দুই-একটা পালা অভ্যাস করিয়া একটা দল খুলিয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে ইহারা কীর্তন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এইসব কারণে বর্তমান বাঙ্গালায় কীর্তনের যৌবন অবনতি ঘটয়াছে সন্দেহ নাই। অগ্রান্ত সঙ্গীতের উৎকর্ষের জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা আছে, কিন্তু ইহার জন্ত কিছুই নাই।

উপসংহারে বক্তব্য এই ঢপ কীর্তনে গান অল্প, বৃত্তান্ত বক্তৃতায় প্রকাশ পায়। বক্তৃতার শেষে তালমান স্বর সংযোগে একটা তুক গান করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের উপসংহার হইয়া থাকে।

(৭) ঢপে রূপ কীর্তনে স্বরূপ। রামায়ণে রাম ও চণ্ডীতে হাম।

প্রবাদ আছে, জগন্নাথ স্বর্ণকারের পূর্বে চণ্ডীর পালাগায়ক বাহ্যারাম মালাকার অঙ্কার করিয়া ঐ কথা বলিয়াছিল। তৎকালীন কীর্তনে স্বরূপ দাস, ঢপে রূপদাস, রামায়ণে রামচন্দ্র হাজরা এবং চণ্ডীগানে বাহ্যারামের তুল্য কেহ আর ছিল না।

(৮) কোকিল দাসের প্রকৃত নাম হরিদাস। বিখ্যাত গায়ক মিঞা হুসু খাঁ হরিদাসের কণ্ঠসঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া কোকিলদাস নাম প্রদান করেন।

কানজাতীয়গণ কিম্বদন্তি বংশ বলিয়া পশ্চিচয় দেয়।

(৯) ঢপে, প্রস্তাবটি বক্তৃতায় প্রকাশ করে, বক্তৃতার শেষভাগে একটা ক্ষুদ্র পদ্য, তান, লয়, স্বর সংযোগে গাহিয়া উপসংহার করাই নির্দিষ্ট নিয়ম। যথা—মাথুর পালায় শ্রীমতির উক্তি। কৈ সখি কৃষ্ণ তো এতদিনেও আর প্রত্যাগমন করুলেন না। আর কি আশায় জীবন ধারণ করি ইত্যাদি। উপসংহারে—“ও সেই আসি বলে মাধব গেছে, ও তার আসার আশা বল কৈ আর আছে। এই শেষ গজটুকুর নাম তুকো। এই সময় খোলীরা বিশেষরূপে মাতিয়া তুকের সঙ্গে বাজাইয়া থাকেন। খোলীরা ইহাকে “মান” বলে। কিন্তু শুনা যায়, অনেকস্থলে এরূপ মান দেওয়ায় দলপতির মান থাকা কঠিন।

নগর কীর্তন ও সংকীর্তন একই প্রকার। উচ্চৈঃশ্বরে হরিশ্রবণ বা নাম নগরে ভ্রমণ করিয়া গাওয়াকেই নগর-কীর্তন বলে। আর একস্থানে একত্র হইয়া গাওয়াকে সংকীর্তন বলে। নগর-কীর্তনের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্যদেব। সংকীর্তনের প্রথা পূর্বে নির্জীব ও অসম্পূর্ণ ছিল, তাহার সময়েই উদ্ভূত হইয়া উঠে। অন্ত্যস্ত কীর্তনেও প্রাণস্ফার তিনিই করিয়াছিলেন।

রাজির শেষকণ্ঠে উক্ত নগর-কীর্তনকেই—“টহল” কীর্তন বলে।

শাস্ত্রে কীর্তনের যথেষ্ট মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। তাহার সারমর্ম মহাপ্রভুর অরচিত একটি পদে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

চেতো দর্পণ মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি সন্তর্পণং।

শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং বিভাবধু জীবনং।

আনন্দাধুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃত্যু আদনং।

সর্বাশ্রয়পণং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্তনং॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্তনের জয়। এই সঙ্কীর্তনই চিত্তরূপ দর্পণের মার্জ্জন, ভবমহাদাবাগ্নির নির্ধাপক, মঙ্গলরূপ কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণকারী, বিভাবধুর জীবন, আনন্দাধুধির বর্দ্ধক, পূর্ণামৃতের আদান এবং সর্বাশ্রায় স্নিগ্ধতাকারী।

সংকীর্তন ও নগর-কীর্তনের কথা—চৈতন্য-চরিতামৃতে একটি পর্বারে গাথা আছে, যথা—

সন্ধ্যা হইলে আপন ছয়ায়ে সবে মিলি।

কীর্তন করেন সবে দিয়া হাততালি।

এই মতে নগরে নগরে সঙ্কীর্তন।

করাইতে লাগিল শ্রীশচীনন্দন॥

ভাগবতেও চৈতন্যদেব সন্ধ্যাে আছে এবং সংকীর্তন যজ্ঞের তুল্যভাৱে কীর্তিত হইয়াছে। তথাহি-কৃষ্ণবর্ণং ষিষাকৃষ্ণং সাদোপাভাজ্ঞ পার্ধনং যজ্ঞঃ সংকীর্তন প্রারৈর্বজ্জিহি স্তম্বেশঃ॥১১শ স্কন্ধ। ভাগবত।

সংকীর্তন বা নগর-কীর্তনে অলৌকিক শক্তি কীর্তন-কারীদের উপর সংক্রামিত হয়, যথা—

তথাহি চৈতন্য ভাগবতে—

কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বলে হরি হরি।

কেহ গড়াগড়ি যায় আপন পাসরি,

কেহ কেহ নানামত বাস্ত বাজায় মুখে,

কেহ কার কাছে উঠে পরমানন্দ স্থখে॥

কেহ কার চরণ ধরিয়া পড়ি কান্দে

কেহ কার চরণে আপন কেশ বাঞ্চে॥

কেহ দণ্ডবৎ হয় কাহারও চরণে।

কেহ কোলাকুলি বা করায় কার সনে॥

কীর্তন সন্ধ্যাে শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী নিজ গ্রন্থে লিখিয়াছেন।

তথাহি ভক্তিং রসামৃত সিদ্ধু।

নাম লীলা গুণাদীনামুন্মৈত্বাত্মক কীর্তনং।

( ২য় লহরী, পূর্বভাগ )।

নামলীলা ও গুণাদির উচ্চৈঃশ্বরে উচ্চারণ করাকে কীর্তন বলে। এই লক্ষণ দ্বারা আসল কীর্তন, ঢপ, সঙ্কীর্তন, নগর-কীর্তন সকলকেই বুঝায়।

খুব প্রাচীন বিষয় চিন্তা করিলে বুঝা যায়—উপাস্ত দেবতার নাম গুণকীর্তন প্রথা বৈদিককাল হইতে এদেশে প্রবর্তিত। ঋষিগণ সমবেত হইয়া নানা ছন্দে বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ করিতেন। অবশেষে এই প্রথার পুষ্টির জন্য গীতছন্দে মন্ত্র সমূহ রচিত হয়। পরবর্তীকালে এই সকল কীর্তনকারীদের ভাষা সাময়িক পরিণত হয়। বৈদিক সংকীর্তনের সাক্ষিকপে সামবেদ-সংহিতা অজ্ঞাপি বর্তমান। এই সংকীর্তনে উপাসনা-প্রণালী বৈদিক যুগেও ছিল। সাময়িক গানই তাহার প্রমাণ। পৌরাণিক সাহিত্যে ভগবানের নামগুণ লীলাদি কীর্তনের যথেষ্ট উল্লেখ আছে। আগামীবারে মহাজন পদকর্তাগণের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দিয়া, পশ্চাৎ ধারাবাহিক “অথরাগ লক্ষণং” প্রকাশ করিব।

বিতরেনাং।

## হাশীর

ইহা কল্যাণ-ঠাটের খাড়ব সম্পূর্ণ রাগ। আরোহীতে রেখাব বর্জিত ও অবরোহীতে সম্পূর্ণ ও বক্র। দৈবত বাদী হেতু উত্তর অঙ্গ প্রবল ও গাঙ্কার সঙ্গীত। উভয় মধ্যম ব্যবহার। ক্রমধামের পর পঞ্চমে আরোহণ হইয়া গাঙ্কারে অবরোহণ করতঃ শুদ্ধ মধ্যমে আরোহণ বিধি। যথা :—পঞ্চপ গমরসা। উত্থান স্বর—সা গা পা ধা এবং মীড় সা না ধা, গা মা রা। মারু ও শঙ্করাভরণ মিশ্রণে উৎপন্ন। রাত্রি প্রথম প্রহরে গায়।

আরোহী :—সা গা মা ধা পা না ধা না সা।

অবরোহী :—সা না ধা পা ক্রা পা গা মা, ধা পা গা মা রা সা।

### আলাপ

সা -১, সা ন্‌ রা গা মা গা, পা, ধা -১, ধা পা গা মা ধা, ধা, পা, গা মা না ধা, ধা না ধা না ধা পা ক্রা পা গা মা ধা, পা, গা মা রা সা -১, ধা, পা ধা ক্রা পা না ধা ক্রা পা গা মা রা সা ন্‌ ধ্‌ ন্‌ ধ্‌ প্‌ সা -১, সা রা গা মা পা গা মা ধা পা ক্রা পা গা মা রা সা I

পা, পা ধা পা সা -১, সা না রা সা সা -১, সা না সা সা না রা গা মা রা সা ধা পা, পা ক্রা ধা পা গা গা ক্রা ধা পা ধা, ক্রা না ধা রা সা ধা -১, পা ধা, পা ক্রা না ধা পা ক্রা পা গা মা রা সা I

### স্বরগ্রাম

০                      ১                      +                      ৩  
ধা না ধা -১ | পা ক্রা গা মা | ধা -১ ধা পা | ক্রা পা গা মা I  
না ধা ক্রা পা | গা মা পা ক্রা | ধা না ধা পা | ক্রা পা গা মা I  
না ধা না সা | রা সা না ধা | ক্রা পা ধা পা | ধা না ধা পা I  
গা মা ধা পা | গা মা না ধা | না ধা ধা পা | গা মা রা সা II

পা না ধা -। পা -। কা পা। গা -। না সা। সা না সা -। I  
রা সা না সা। না ধা কা পা। গা মা না ধা। রা সা না ধা I  
ধা পা কা পা। কা গা কা পা। কা পা গা মা। ধা পা ধা না I  
সা রা সা না। ধা না ধা পা। গা মা ধা পা। গা মা রা সা II

### স্বরলিপি

#### হাস্তীর-তেতালী

পিয়া বিনে জিয়া নেহি মানত মোরি।

আজু শাওন ঘন গরজে চমকে,

রহি রহি উন বিনে বিজুরী।

রয়েনা অঁধেরি নিঝুম বুঝত

বিরহা ঘন জিয়া মতাবত ;

রটত পাপিয়া পিউ পিউ পিয়া,

ক্যায়সে রাখু নয়েনন বারি ॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীননীগোপাল দাস

II পা কা পা কা পা না। কা পা গা মা। সা না ধা ধা। কা পা ধন সা রস না ধপা I  
পি০ যা০ ০০ বিনে। জি০ যা নে হি। মা ০০ ন ত। মো০ ০০০ ০০০ ০রি০

সা না ধা পা। না ধা -। পপা। কা পা গা মপা ধা। গা -। গা মা I  
আ ০ জু শা। ও ন ০ ঘন। ০০ গ র০ জে। চ ০ ম কে

ধপা গা গা মা। গা মা -। ররা। গা মা রা না। রা সা না সা II  
রহি ০ র হি। উ ন ০ বিনে। বি ০ জু ০। রা ০ স ধি

II <sup>০</sup> -া পা নধা নধা | <sup>১</sup> না ধা না ধা | <sup>+</sup> সা -া সা নসা | <sup>৩</sup> ধা সা সা সা I  
০ র ঘে০ না০ | আ ০ ধে রি | নি ০ বু ম০ | বু ০ ম ত

<sup>০</sup> সা ধা না সা | <sup>১</sup> সা না সা না | <sup>+</sup> ধা সা -া সা | <sup>৩</sup> না ধা পজা পা I  
বি ০ র হ | ঘ ০ ন ০ | জি যা ০ ম | তা ০ ব০ ত

<sup>০</sup> পা জা ধা পা | <sup>১</sup> গা মগা -া ধপা | <sup>+</sup> স'সা -া ধা পা | <sup>৩</sup> গা মা রা না I  
র ০ ট ত | পা ০০ ০ পিহা | পিউ ০ পি উ | পি ০ যা ০

<sup>০</sup> সা গা মা ধা | <sup>১</sup> পা না ধা না | <sup>+</sup> সা না ধা পা | <sup>৩</sup> জাপা ধনসা র'সনা ধপধা II  
কা ০ ঘ' সে | রা ০ খ' ন | ঘে ন ০ ন | বা ০ ০০০ ০০০ রি০০

বাঁট ৪—

II <sup>১</sup> পা মা গা মা | <sup>+</sup> পা না ধা না | <sup>৩</sup> ধা না সা রা | <sup>০</sup> সা না ধা পা I  
পি যা বি নে | জি যা নে হি | যা ০ ন ত | স ধি রি আ

<sup>১</sup> জা পা ধা পা | <sup>+</sup> গা মা ধা পা | <sup>৩</sup> ধা পা গা মা | <sup>০</sup> জা পা ধা পা I  
জু শা ও ন | ঘ ন গ র | জে চ ম কে | র হি র হি

<sup>১</sup> গা মা রা সা | <sup>+</sup> সা ধা না সা | <sup>৩</sup> ধা না সা রা | <sup>০</sup> সা না ধা পা I  
উ ন বি নে | বি ০ জু রা | পি যা বি নে | জি যা নে হি

<sup>১</sup> জা পা গা মা | <sup>+</sup> সা নধা ধা ধা II  
মা ০ ন ত | মা ০০ ন ত

তান:—

১। স<sup>+</sup>না ধর্সা ধনা পপা | স<sup>০</sup>ধা নপা ধপা ক্রপা | গ<sup>০</sup>মা ধপা গমা রসা |

প<sup>১</sup>ক্রা পা গা মা I স<sup>+</sup>না  
জি ০ যা নে হি মা

২। প<sup>০</sup>া ক্রপা ধপা ক্রপা | গ<sup>১</sup>মা ধপা ক্রপা গমা | ক্র<sup>+</sup>পা ধনা স<sup>০</sup>রা স<sup>১</sup>না |

স<sup>০</sup>ধা নপা ক্রপা ধপা I ধ<sup>০</sup>পা ক্রপা ক্রপা ধপা | গ<sup>১</sup>মা ধপা গমা রসা | স<sup>+</sup>না  
মা

৩। স<sup>০</sup>না ধর্সা নধা ক্রপা I ক্র<sup>১</sup>পা ধনা স<sup>০</sup>রা সনা | ধ<sup>+</sup>পা ক্রপা গমা ধপা |

গ<sup>০</sup>মা নধা ক্রপা গমা I গ<sup>০</sup>মা ধপা গমা রসা | প<sup>১</sup>ক্রা পা গা মা | স<sup>+</sup>না  
জি যা নে হি মা



## দণ্ড-মাত্রিক ও আকার-মাত্রিক স্বরলিপি

সঙ্গীত-শিক্ষক ত্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

এই প্রবন্ধে আমি দাঁড়ি-মাত্রিক ও আকার-মাত্রিক স্বরলিপির প্রভেদ দেখাইব এবং আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগের প্রকৃত অর্থ জ্ঞাপন করিয়া ইহাদের সহিত আকার-মাত্রিক ও দাঁড়ি-মাত্রিক স্বরলিপির কিরূপ সম্বন্ধ তাহা বিবর্তভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

আকার-মাত্রিক স্বর যথা:—সা রা গা মা পা ধা না, বা অনেবে—সা রে গা মা পা ধা নিও লিখিয়া থাকেন।

দাঁড়ি-মাত্রিক স্বর, যথা:—স র গ ম প ধ ন। দাঁড়ি-মাত্রিক স্বরলিপিতে মাত্রার চিহ্ন সর্বদাই স্বরের মস্তকে একটি করিয়া দাঁড়ি (।) ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং আকার-মাত্রিকে স্বরের পার্শ্বে একটি করিয়া আকার (।) সর্বদাই ব্যবহৃত হয়।

দাঁড়ি-মাত্রিক স্বরলিপিতে প্রত্যেক অক্ষরের গাত্রে আকার চিহ্ন দেওয়া হয় এবং মাত্রার চিহ্নগুলি মস্তকে দেওয়া হয়, যথা:—

। । । । । । । ।  
সা রা গা মা পা ধা না—এক মাত্রা।

॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥  
সা রা গা মা পা ধা না—দুই মাত্রা ইত্যাদি।

আকার-মাত্রিক স্বরলিপিতে অক্ষরের গাত্রে যে আকার দেওয়া হয়, তাহা মাত্রা বলিয়া ধরা হয়।

সা রা গা মা পা ধা না—এক মাত্রা।

সা - রা - গা - মা - পা - ধা - না - -

দুই মাত্রা ইত্যাদি।

আকার-মাত্রিক ও দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপিতে কোমল ও কড়ি চিহ্ন:—সাতটি স্বরের মধ্যে পাঁচটি স্বর বিকৃত হইয়া থাকে। ষড়জ ও পঞ্চম (সা ও পা) অচল ভাবে থাকে, বিকৃত হয় না। যথা:—র গ ধ ন ইহার। তীব্র, ইহাদের কোমল করিতে হইলে দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপিতে ইহাদের প্রত্যেকের মাথায় “ব” চিহ্ন দিতে হইবে। মধ্যম স্বাভাবিক কোমল থাকায় ইহাকে তীব্র করিতে হইলে মধ্যমের মস্তকে একটি পতাঁকার চিহ্ন “।” এইরূপে দিতে হইবে এবং আকার-মাত্রিকে র গ ধ ন ও মা'র কোমল ও কড়ি যথাক্রমে—ঋ ঌ ঐ ও ঋ হইবে।

আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ:—গীত বা গৎ ছই বা চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা—আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। প্রথম ভাগটির নাম “আস্থায়ী” অর্থাৎ ইহাতে উদার। মুদারার স্বর সমূহ প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় ভাগটি ইহা হইতে উচ্চ, অতএব “অন্তরা” বলা হয়। মুদার। ও তার। লইয়া এই ভাগটি প্রকাশ পায়। আস্থায়ীর অপর ভাগটিকে “সঞ্চারী” এবং অন্তরার অপর ভাগটিকে “আভোগ” বলে অর্থাৎ দ্বিতীয় আস্থায়ী ও দ্বিতীয় অন্তরা না বলিয়া “সঞ্চারী” ও “আভোগ” শব্দ ব্যবহৃত হয়।

ঋণদের মধ্যে সাধারণত: আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ ব্যবহৃত হয়। খ্যাল বা টল্লায় সাধারণত: আস্থায়ী ও অন্তরা ব্যবহৃত হয়। যে খ্যালে চারিটি ভাগই দৃষ্ট হয় তাহাকে “ওলার” কহে।

যেখানে চারিটা ভাগই অর্থাৎ আস্থায়ী, অন্তরা, সফারী ও আভোগ থাকে সেখানে প্রথমে আস্থায়ী গাহিয়া তৎপর অন্তরা গাহিতে হয় এবং অন্তরা শেষ করিয়া পুনরায় আস্থায়ী ধরিতে হয়, তৎপরে সফারী ও আভোগ এক সঙ্গে শেষ করিয়া আস্থায়ীতে গান সমাপ্ত করিতে হয়। কিন্তু যদি কেবল আস্থায়ী ও অন্তরা থাকে সর্বপ্রথম আস্থায়ী গাহিয়া তৎপর অন্তরা গাহিতে হয় এবং অন্তরা শেষ করিয়া আস্থায়ীতে গান সমাপ্ত করিতে হয়।

সাধারণের সুবিধার জন্ত নিম্নে দৃষ্টান্ত সহ দেখান যাইতেছে :—

॥ পা মা গা রে সা ন্ সা রা ইত্যাদি ॥ আস্থায়ী  
॥ গা পা মা ধা সা সা সা সা ,, ॥ অন্তরা  
॥ সা ন্ সা রা পা মা গা রা ,, । সফারী  
। পা ধা পা সা সা সা সা সা ,, ॥ আভোগ  
দাঁড়ি-মাত্রিক স্বরলিপির প্রতি ভাগের প্রথমে এইরূপ  
যুগল দাঁড়ি “॥” ব্যবহৃত হয়, কিন্তু আকার-মাত্রিক

স্বরলিপিতে “II” এইরূপ যুগল স্তম্ভ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দাঁড়ি-মাত্রিকের প্রত্যেক ভাগের প্রথমে ও শেষে “॥” এইরূপ যুগল দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়, কিন্তু গীত বা গং সম্পূর্ণ হইয়া গেলে “॥” এইরূপ ঘোড়া যুগল দাঁড়ির ব্যবহার হইয়া থাকে। আকার-মাত্রিক স্বরলিপিতে উক্ত দাঁড়ির পরিবর্তে “II” এইরূপ যুগল স্তম্ভ ব্যবহার হয় এবং গীত বা গং সম্পূর্ণ হইয়া গেলে “II II” এইরূপ যুগল যুগল স্তম্ভ ব্যবহার হইবে।

সফারী ও আভোগ এক সঙ্গে থাকার জন্য দাঁড়ি-মাত্রিকে সফারী ভাগের প্রথমে “।” এইরূপ যুগল দাঁড়ি ও শেষে “।” এইরূপ একটা দাঁড়ি এবং আভোগের প্রথমে “।” এইরূপ একটা দাঁড়ি ও আভোগের শেষে “॥” এইরূপ যুগল যুগল দাঁড়ি সহ গীত বা গং শেষে হইবে। আকার-মাত্রিকে যুগল দাঁড়ির স্থানে যুগল স্তম্ভ ও একটা দাঁড়ির স্থানে একটা স্তম্ভ হইবে অর্থাৎ দণ্ড-মাত্রিক ও আকার মাত্রিকে কেবল “দাঁড়ি ও স্তম্ভ” এই যা প্রভেদ।

## গান

শ্রীনির্মলচন্দ্র দত্ত, এম্-এ, বি-এল্

চাঁদিনী রাতে আলোক ধারায়  
ভুবন ভরিয়া যায়,  
এমন খনে দেবতা আমার  
রহিবে কি দূরে হায়!

অতল কাজল দীঘির জলে  
সোনার চাঁদের মাণিক বলে,  
গভীর গহন গগন তলে  
রূপালী জ্যোৎস্না ছায়।

আজিকে জীবনে একটা দিনে  
ভরিয়া দাও হে আলো,  
রেখোনা তাহাতে বিরহ বেদনা  
নিরাশায় ঘন কালো।

সারাটা নিশি নিখিল প্রাণে,  
মাতায় মধুর মোহন তানে,  
নীলিমা নীরব নিবিড় ধানে  
পুলক আবেশ পায়।





II    +    না    না    -না    |    ০    না    না    -না    I    +    সাঁ    সাঁ    -সাঁ    |    ০    সাঁ    সাঁ    -সাঁ    I  
আ    সি    ০    |    ব    লে    ০    |    ন    য    ন    |    জ    লে    ০

+    না    -না    না    |    ০    না    না    -না    I    +    সাঁ    -সাঁ    -সাঁ    |    ০    -সাঁ    -সাঁ    -সাঁ    I  
ছা    ড়    গো    |    ব    বে    ০    |    ঘ    ০    ০    |    ০    ০    ব

+    ধা    -ধা    ধা    |    ০    পা    না    -না    I    +    ক্রা    -ধা    ধা    |    ০    পক্রা    ধপা    -মগা    I  
কা    ন    না    |    আ    মা    ব    |    ব    ন    জা    |    হ ০    য়ে ০    ০ ০

+    গা    মা    রগা    |    ০    -মপা    -ধনা    -না    I    +    ধা    পা    -পা    |    ০    -পা    -পা    -পা    I  
ছা    পা    লো ০    |    ০ ০    ০ ০    ০    |    অন    ত    ব    |    ০    ০    ০

পা    +    সাঁ    -সাঁ    সাঁ    |    ০    সাঁ    সাঁ    -সাঁ    I    +    না    -না    না    |    ০    ধা    ধা    -পা    I  
(ভাব)    ট    ল    ল    |    চ    র    গ    |    গ    ল    ল    |    যে    ম    ন

পা    +    ধা    -ধা    ধা    |    ০    পধনা    না    ধা    I    +    পমা    গা    -গা    |    ০    -মা    -গা    -গা    I  
(ভাব)    চ    ল    লো    |    সে ০ ০    অ    চিন    |    দে ০    শে    ০    |    ০    ০    ০

+    গা    -গা    গা    |    ০    গা    -মা    রা    I    +    গা    -গক্রা    ক্রা    |    ০    পা    -পা    -পা    I  
কি    ব    লো    |    না    ০    তো    |    দি    ০    ন    শে    |    যে    ০    ০

সা II	+	গা	গা	-গা	০	গা	গা	-গা	I	মা	মা	-মা	০	মা	মা	-মা	I
(তার)		কা	জ	ল		ব	র	ণ		স	জ	ল		ন	য়	ন	

+	-গা	গা	০	রা	-রা	I	+	মা	মা	মা	০	-গা	-গা	I
মু	ছ	লো		য	ধ	ন		কী	ণ	হে		সে	০	০

+	-পা	পা	০	পা	-পা	I	+	রা	-রা	-গমা	০	-মপা	মা	গা	I
অ	০	ঞ		রা	শি	০		উ	০	ঠলো		০০	ভা	সি	

+	ক্কা	-ক্কা	০	পা	পা	-পা	I	+	ক্কা	-পা	ধা	০	পা	মা	-গা	I
ম	লি	ন		হা	সি	ব		দী	০	ন		বে	শে	০		

+	-গা	গা	০	-মা	রা	I	+	গা	-গক্কা	ক্কা	০	-পা	-পা	-পা	II
ফি	ব	লো		না	০	ভো		দি	০	ন	শে		ষে	০	০

ক্কা II	+	পা	পা	-পা	০	ধা	ধা	-ধা	I	+	না	-না	ধা	০	না	-না	-না	I
(তার)		গো	প	ন		ব্য	থা	০		কো	ন	থা		নে	০	০		

+	পা	পা	০	-ধা	-ধা	I	+	ক্কা	-পা	মা	০	-গা	-গা	I
সে	ক	ধা		মা	০	ব		কে	০	জা		নে	০	০

সা<sup>+</sup> গা<sup>০</sup> গা<sup>০</sup> গা<sup>০</sup> | পা<sup>০</sup> -পা<sup>০</sup> -পা<sup>০</sup> I নধা<sup>+</sup> সা<sup>০</sup> -সা<sup>০</sup> | না<sup>০</sup> ধা<sup>০</sup> পা<sup>০</sup> I  
(তার) স কা নে ম ০ ন বন দা ০ ব নে ই

ধা<sup>+</sup> -ধা<sup>০</sup> পা<sup>০</sup> | মা<sup>০</sup> গা<sup>০</sup> -গা<sup>০</sup> I রগা<sup>+</sup> রমা<sup>০</sup> গা<sup>০</sup> | গা<sup>০</sup> -গা<sup>০</sup> -গা<sup>০</sup> I  
ছ ড় ব ম লি ন হৌ ০ ০ ন বে শে ০ ০

পা<sup>+</sup> পা<sup>০</sup> -পা<sup>০</sup> | পা<sup>০</sup> পা<sup>০</sup> -রা<sup>০</sup> I গা<sup>+</sup> -গা<sup>০</sup> -গা<sup>০</sup> | মপা<sup>০</sup> -ধপা<sup>০</sup> মগা<sup>০</sup> II  
ত খ ন আ মা ঙ্গ চি ০ ন বে ০ ০ ০ সে ০

পা<sup>+</sup> II না<sup>০</sup> না<sup>০</sup> -না<sup>০</sup> | না<sup>০</sup> সা<sup>০</sup> -সা<sup>০</sup> I না<sup>০</sup> না<sup>০</sup> -ধা<sup>০</sup> | সা<sup>০</sup> না<sup>০</sup> -না<sup>০</sup> I  
(তার) দে খা ০ পা ব ০ কা ছে ০ বা ব ০

সা<sup>+</sup> সা<sup>০</sup> গা<sup>০</sup> | গা<sup>০</sup> -রা<sup>০</sup> মা<sup>০</sup> I গা<sup>+</sup> গা<sup>০</sup> রা<sup>০</sup> | সা<sup>০</sup> -সা<sup>০</sup> -সা<sup>০</sup> I  
শে ব দি নে ব় সেই দি ন শে যে ০ ০

সা<sup>+</sup> সা<sup>০</sup> -রা<sup>০</sup> | না<sup>০</sup> না<sup>০</sup> -না<sup>০</sup> I ধা<sup>+</sup> -পা<sup>০</sup> পা<sup>০</sup> | মা<sup>০</sup> মা<sup>০</sup> -গা<sup>০</sup> I  
জ ন ম় ম র ঙ্গ ধা ম় বে ত খ ন

ধা<sup>+</sup> -ধা<sup>০</sup> পা<sup>০</sup> | মা<sup>০</sup> মা<sup>০</sup> -গা<sup>০</sup> I গা<sup>+</sup> রা<sup>০</sup> মা<sup>০</sup> | গা<sup>০</sup> -গা<sup>০</sup> -গা<sup>০</sup> I  
ক ব় ম ফ লে ব় ঞ্গ শে বে ০ ০

গা<sup>+</sup> -গা<sup>০</sup> গা<sup>০</sup> | গা<sup>০</sup> -মা<sup>০</sup> রা<sup>০</sup> I গা<sup>+</sup> গজ্জা<sup>০</sup> জ্জা<sup>০</sup> | পা<sup>০</sup> -পা<sup>০</sup> -পা<sup>০</sup> II, II  
শে ব় দি নে ব় সেই দি ০ ন শে যে ০ ০

## স্বরলিপি

মিঞামল্লার—একতালি

কে ডাকে ঐ ইঙ্গিতে ;  
সাঁঝের ছায়া ধূসর কায়া  
বর্ষ শেষের সঙ্গীতে ।

আকাশে তারায় তারায় কানাকানি,  
নয়নের আড়াল থেকে হাতছানি,  
রক্ত-কমল নৃত্য-চপল হৃদয়-বীণার তন্ত্রীতে  
কাঁপন লাগে, আবেগ জাগে  
বর্ণা নাচন ভঙ্গীতে ।

কথা—শ্রী অমূল্যচন্দ্র ঘোষ

সুর—শ্রী ফণিভূষণ নিয়োগী

স্বরলিপি—কুমারী জ্যোতির্ময়ী ঘোষ

### আস্থারী

II	ন্সাঁ	-রমা	রা	সা	গাঁ	-পাঁ	না	সা	-ন্সাঁ	সা	-সা	-সা	I
	কে ০	০ ০	ডা	কে	ঐ	০	ই	দি	০	তে	০	০	

না	সা	-াঁ	রা	রা	-রা	রা	পা	মপা	জা	জা	-মা	I
সাঁ	ঝে	ঝ	ছা	য়া	০	ধু	স	র ০	কা	য়া	০	

গাঁ	-গাঁ	গাঁ	-গাঁ	মা	পা	না	সা	-ন্সাঁ	সা	-সা	-সা	II
ব	ঝ	য	০	শে	ঝে	স	কী	০	তে	০	০	

অঙ্কুরা

মা গা গা | না না সা | না সা সা | রা না সা I  
আ কা শে | ০ তা রায় তা রায় কা :না কা নি

সা রা রা | না সা গা | গধা না সা | না সা সা I  
ন র নেয় আ ডাল খে কে০ হা ত ছা নি ০

মা মা রসা | গধা না সা | গা সা রা | পা মপমপা জ্ঞা I  
র ক্ত কমল নৃত্য চ পল হ দয় বী গার তন্ত্রী০০ তে

গা গা গা | মা পা পা | না সা সা | না সা সা I  
কা প ন লা গে এ আ বে গ আ গে ০

না সা রা | পা মপমপা জ্ঞা | মা রা সা | না সা না I  
ঝর গা না চন্ ভদ্রী০০ তে কে ডাকে ঐ ই দি তে II

গান

হরট মিল—একতালি

ঐহিমাংশুভূষণ সেনগুপ্ত

নয়ন-পথে দাঁড়ালে কে এসে

মনোহর স্রাব বেশে ।

রূপের মাধুরী বিজলী হানে

স্বরূপের স্রুধা মর্ন্ত্যে আনে

পিয়া সে স্রুধা আমারি প্রাণ

ভেসে যায় কোন্ দেশে ।

এলে যদি তুমি বেওনা বেওনা

যোর প্রাণে ব্যথা দিওনা দিওনা

বসন্ত বাতালে জ্বলি আকাশে

এস হে বেড়াই হেসে ।

# চয়ন

## রবীন্দ্রনাথের সুর

শ্রীমণিলাল সেনশর্মা

কবিতায়, সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার নানাদিক থেকে আলোচনা অনেককাল থেকেই চলে আসছে কিন্তু সুর-রচনায় তাঁর প্রতিভা সম্পর্কে আজ পর্যন্ত সে-ভাবে বিশেষ কোন প্রকার আলোচনা হয়েছে বলে আমরা জানি না। সুর সৃষ্টিতে তিনি অনেক উচ্চ একটি আসন অধিকার ক'রে আছেন, অথচ দেশে তেমন সঙ্গীতজ্ঞের অভাব থাকতে সুরের দিক থেকে তাঁর প্রতিভার বিচার আরম্ভ হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সুরে আমরা পাই ভারতীয় উচ্চ-সঙ্গীতের রূপদ এবং বাংলার নিজস্ব সম্পদ বাড়িলের প্রাধান্য। ভারতীয় সঙ্গীতের ঠাঁর এবং বাংলার কীর্তন ও তাঁর সুরে অল্প বিস্তার স্থান অধিকার করেছে। বিষয়টি খুব তলিয়ে দেখতে গেলে এবং বুঝতে হ'লে আমাদের প্রথম জানা দরকার হবে রূপদে, বাড়িল ঠাঁর ও কীর্তনের কি কি বিশেষত্ব এবং ঐ সবের কতটুকু কি ভাবে রবীন্দ্রনাথের গানে সুর-রচয়িতার অজ্ঞাতে নিজেদের প্রভাব করেছে। খেয়াল অথবা টপ্পার প্রভাব কবির সুরে কেনই বা নেই, তাদের বিশেষত্বটা কি এবং কবির সুরে এদের প্রভাব কেন অকল্যাণকর, এ সবও অবশ্য না দেখলে চলবে না। উচ্চ সঙ্গীতের প্রভাবে কবি প্রভাবান্বিত হয়েছেন তাঁর ছেলে-বেলা থেকেই। সে সময়ে বনেদী ঘরের প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই সঙ্গীত চর্চা হ'ত। ওস্তাদগণ গাইতেন, বাজাতেন, শিক্ষাও দিতেন। সে-সব বাড়ীর প্রায় প্রত্যেকেই একটু আখটু

সুরের কসরৎ করতে হ'ত। একান্ত যদি কেউ না করতেন তাহ'লেও তাদের 'সম' কোথায় হবে, তেহাই কি বা কি কি রাগরাগিণী গাওয়া হ'ল এ সব জানা দরকার হ'ত। এই ছিল সে সময়কার রীতিনীতি। বাল্যকালে কবি ৬ষড়্ভট্ট, ৮রাধিকা গোস্বামী প্রভৃতি সে সময়কার দেশবিখ্যাত ওস্তাদদের গান বাজনা শুনে ও অনুকরণ করে তার স্বাদ পুরাপুরি গ্রহণ করেছেন এবং আয়ত্তও করেছেন।

কবির প্রথম জীবনের রচিত উচ্চ সঙ্গীতের রূপদ, খেয়াল, টপ্পা, শ্রেণীর গান যথেষ্ট আছে। প্রসিদ্ধ হিন্দী গানের সুর ও ছন্দের সাহায্য নিলেও তিনি ঐ সব গানের কথার ভাবের অনুকরণ করেন নি। ভাবের দিক থেকে দেখলে গানগুলির নিজস্ব সত্তা পুরাপুরিই রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গানের সুর নিয়ে আলোচনা করা এখানে সম্ভবপর নয় সমীচীনও নয়। উৎকৃষ্ট হিন্দী গানের সাঁচে ঢালাই করা গান তাঁর যথেষ্ট আছে। ঐ সব গানের কথার ভাবে, সুরের ভাবে ও ছন্দের ভাবে অপূর্ব মিলন হওয়াতে এমন লাভণ্য ফুটে উঠেছে, যা তুলনায় অনেকাংশে হিন্দী গানকেও ছাড়িয়ে যায়। অধিকাংশ হিন্দী গানে কথার ভাব মোটেই নেই। ভারতের অজ্ঞাত দেশের গানে কথার ভাবটুকু মূখ্য ক'রে দেখা হয় না। সুর ও ছন্দের শব্দ-সংযোজন করেও সে জন্মে গান করা চলে। যেমন 'ভিলানা' গান। তাতে অবোধ শব্দের সাহায্য নিয়ে সুরের ও ছন্দের ভাবের মিলনে রস সৃষ্টি করা হয়

মাত্র। কিন্তু বাঙালীর পক্ষে এটা কঠিন হয় না। আমরা বাউল ও কীর্তনের প্রভাবে কথার ভাবটুকুই প্রথম গ্রহণ করি। এ অল্প হিন্দী গান অনেকের ভাল লাগে না। যন্ত্রে যে কোন সুরই ভাল লাগে, কারণ কথার বালাই যন্ত্রে নেই। গানে যে সুর থাকে যন্ত্র দিয়েও সে-সুরই যদি বাজান হয় তবুও গানের কথার ভাব আমরা গ্রহণ করতে না পারায় আমাদের গান ভাল লাগে না। কিন্তু যন্ত্রে সে সুর শুনেই আমরা মুগ্ধ হয়ে পড়ি। বাঙালী স্বভাবতঃ ভাব-প্রবণ। আমরা কথার ভাবই প্রথম চাই, তারপর আসে সুরের ভাব ও তার পরে ছন্দের ভাব। সঙ্গীতের আসরেও বাঙালীর এ বৈশিষ্ট্যটুকু বজায় আছে এবং তা কেবল আমাদের বাউল ও কীর্তনের মহিমায়।

একটি খেয়াল তিলানা গান আছে নট-মল্লার রাগিণীর ও তেতলা ছন্দে গীত হয়। গানটির প্রথম কথা হ'ল “দারা দিম দারা দিম দারা দিম দারা”

সা -। সা রা সা রা | রা গা রা গা |  
দা ০ | রা দি ম্ দা, রা দি ম্ দা |

মা ধা পা পা | মা গা রা সা |  
রা দি ম্ দা | রা ০ ০ ০ |

এ গানটির রচয়িতা অচপলের কবিত্ব শক্তি ছিল না, একজন উপরোক্ত সুরবিদ্যাসটিকে প্রকাশ করতে এ সব অবোধ্য শব্দের সাহায্য নিয়েছিলেন এরূপ মনে করাই স্বাভাবিক। কিন্তু অচপল একজন উচ্চ শ্রেণীর কবি-গায়কই ছিলেন। তাঁর রচিত অনেক ভাল ভাল গান আছে। কিন্তু তবুও কেন তিনি এরূপ করেছিলেন ভাবতে গেলে এই মনে হয় যে, সুরের প্রাধান্য দিতে হ'লে এ ছাড়া সহজ উপায় নেই। বা-হোক এই প্রসিদ্ধ খেয়াল গানটিকে ৬জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আমাদের মনোমত

কথায় তার ভাব ফুটিয়ে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন ‘কতদিন গতিহীন অতি দীন ভাবে’। নট-মল্লার তেতলায় ছবছ উপরোক্ত সুরে গীত হয়। এই “দারা দিম দারা দিম” আর “কতদিন গতিহীন” গান দুটি যদি একজন গায়ক একই আসরে পর পর গীত করেন তবে দুটি গান একই সুরের একই জিনিষ হলেও আমরা “কতদিন গতিহীন” গানটিকেই বিশেষভাবে স্নেহবশত গ্রহণ করব।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে উৎকৃষ্ট হিন্দী গানগুলির সুর ও ছন্দ বজায় রেখে যে সব গানের ভাব অমুযায়ী গান রচনা করে সে সকল গানের রসবুদ্ধি করেছেন এবং বাংলায় সঙ্গীত-জগতকে সমৃদ্ধশালী করেছেন, সেজন্য তিনি সঙ্গীতজ্ঞ মাত্রেয়ই ভক্তিভাজন হয়েছেন সন্দেহ নেই। আজকাল যারা গান গাইছেন, তাঁরা অনেকেই ঐ সব গানের রসের স্বাদ পেয়েছেন বলে মনে হয় না। সুগায়ক ওস্তাদের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের ঐ সকল গান শুনে পরে যারা ক্রমদ খেয়ালের প্রতি অরচিসম্পন্ন তাঁদের সে ভয় ভেঙ্গে যাবে তা জোর করে বলা চলে। ৬রাবিকা গোস্বামী অনেকের এরূপ ভুল ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এ সব গান না শিখে কেবল তাঁর আধুনিক গান শিখলে আধুনিক গানের ভাব বজায় রাখতে পারা অনেক সময়ই সম্ভবপর হয় না। কবির গানের মাধুর্য যে কোথায় তা বুঝতে হ'লে তাঁর প্রথম জীবনের গান থেকে শুরু করতে হবে। তাঁর গান চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং প্রত্যেকেই তাঁর গান গাইছে একথা সত্য। কিন্তু সুরের ভাব পবিত্র নেই তা অনেক পক্ষিল হয়ে পড়েছে। এর মূলে যে-সব কারণ আছে তার মধ্যে উপরোক্ত কারণটি প্রধান।

কবির প্রথম জীবনের গানগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম—হিন্দী গানের ছাঁচে ঢালাই করা গীত আর উচ্চ সঙ্গীতের আদর্শে নিজস্ব সুর। ‘বান্দীকি



প্রতিভা' ও 'মায়ার খেলা'র প্রায় সব কয়টি গানেই উচ্চ-সঙ্গীতের ছাপ পাওয়া যায়। যদিও কয়েকটি গানে মিশ্র সুর করা হয়েছে, তবুও চালটুকু উচ্চ সঙ্গীতেরই বজায় আছে। আর কতকগুলি গানে তাঁর নিজস্ব ধারার লক্ষণ ক্রীণভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এত ক্রীণভাবে যে, বর্তমানে তাঁর নিজস্ব সুরের ধারার সঙ্গে পরিচয় ঘটাতে আমাদের পক্ষে ঐ সব ক্রীণ আভাস ধরা সহজ-সাধ্য হয়ে পড়লেও সে সময়ে তা বুঝা সহজসাধ্য ছিল না।

পরবর্তীকালে স্বদেশী যুগে কবি স্বদেশী গান লিখতে সুরু করেন। স্বদেশী গানে কথারই প্রথম দরকার। কথার ভাবটুকু সাধারণের মনে ধরে দেওয়ার জন্তে সুরের ও ছন্দের প্রয়োজন। এজন্য এসব গানে সুরের ভাব খাটি করা ছাড়া উপায় নেই। তাই এখানে কথার প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এসব গানের পূর্বের গানে সুরের প্রাধান্য ছিল। স্বদেশী গান লিখবার সময় হ'তে আন্তে আন্তে তাঁর গীতে কথার প্রাধান্য থাকে। এই সময়েই গীতাঞ্জলির গান লেখা হয়। তাতে কথার ভাবই মুখ্য করে ধরা হয়। এ সময় থেকেই তাঁর সুরের গতি অন্ত ভাবের হ'য়ে পড়ে এবং তাঁর নিজস্ব সুর সৃষ্টি আরম্ভ হ'তে থাকে। 'নোবেল' পুরস্কার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'গীতাঞ্জলি'র গান তখন প্রত্যেকেই শিখণ্ডর জন্ত উৎসুক হয়ে উঠেছিল, এজন্য দেখতে দেখতে তাঁর সুরের নিজস্ব ধারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

কথার, সুরের ও ছন্দের ভাব যে-সব গীতে গভীর সে গানই রূপদ। রূপদে ভগবত্ আরাধনার ভাব সৃষ্টি করে। শান্ত ও ভক্তি ভাবের গানই রূপদ। চারটি চরণে গীত হয়। আত্মার, অন্তরা, সকারী ও আভোগ—এই চারটি তুক উচ্চ সঙ্গীতের এক রূপদেরই একচেটে জিনিষ। খেয়াল, টম্বা, ঠুংরীতে সকারী ও আভোগ নেই। রবীন্দ্রনাথ সকারীর সৌন্দর্যটুকু তাঁর প্রতি গানে ব্যবহার করেছেন। খেয়াল-টম্বা ঠুংরীতে তান ও সুর বিস্তার

এত করতে হয় যে, কথা খুবই কম ব্যবহৃত হয়। এজন্য ঐ শ্রেণীর গানে আত্মার ও অন্তরারই কেবল দরকার হয়। রবীন্দ্রনাথের গান রূপদের কাঠামোতে গড়া এবং তাঁর সকারী এক অপূর্ণ সৃষ্টি। রূপদে সুর বিস্তার এবং তান ব্যবহার রীতি নাই। ভাবের দিক থেকে যদিও বড় খেয়াল অনেকটা স্বর্গীয় ভাবের সৃষ্টি করে কিন্তু টম্বা-ঠুংরীতে রূপদের অনুরূপ ভাব আসে না। রূপদে সুর-বিস্তার করার প্রথা নেই বলেই তা খেয়াল-টম্বা-ঠুংরী থেকে অনেক পৃথক। খেয়াল-টম্বা-ঠুংরীতে তান ও সুর বিস্তার করা হয় বলে তাদের খুব কাছাকাছি সম্বন্ধ। কেবল চালভেদে তাদের পার্থক্য বুঝা যায়। রূপদের গতি দীর্ঘ, রবীন্দ্রনাথের গানে চালও ঐরূপ। দীর্ঘগতি না হলে স্বর্গীয় ভাবের সমাবেশ করা সহজসাধ্য হয় না। গীত ক্ষুদ্রচালে চললে সাধারণতঃ হালকা ভাবের উদয় হয়। অবশ্য তারও যে ব্যতিক্রম না হয় তা নয়। রবীন্দ্রনাথের গানের চালটুকুও রূপদের।

রূপদের কাঠামো ও চালে গানগুলি রচিত হ'লেও এতে কবির নিজস্ব শক্তির পরিচয় যথেষ্ট রয়েছে। সকারীর সুর ও চালটুকু রূপদের কিন্তু কবির গানে সকারীর সুর ও চাল ঐরূপ হ'লেও তাঁর সকারীর মাধুর্য পৃথক ভাবের। 'গীত-পঞ্চাশিকা'র গানগুলির সকারী সৃষ্টি মনোরম সৃষ্টি।

কবির সুর রচনায় ও রূপদের প্রাধান্য দেখা যায়। রূপদের ক্ষুদ্র গিটকারী ও তানের ব্যবহার নেই। কবির সুরেও তা নেই। তাঁর গানে রূপদের স্তায় স্পর্শস্বর মীড় ও গমকেরই আলোড়ন পাই। ক্ষুদ্র গিটকারী ও তান খেয়াল-টম্বা-ঠুংরীতে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। রূপদে যেমন তান ও গিটকারী ব্যবহার করলে গান ক্রান্তিকটু হয়, কবির গানেও তান ব্যবহার সেক্ষেপই হয়ে থাকে; তবে কবির সব সুরই যে একরূপ তা বলহীন। অধিকাংশ গানেরই ঐরূপ সুর-বিস্তার।

ভ্রম ব্যবহার কবির হুরে কেন করা সম্ভবপর নয় তা ভাবতে গেলে আমাদের এই মনে হয় যে, তানে কথার ভাব প্রকাশ পায় না, পায় হুরের ভাব। খেয়াল-গীত-গায়ক আপন খেয়াল বশে তানের পর তান দিয়ে চলবে; তিন-চার মিনিট পরে হয়ত এক একটা তান-কর্তব্য শেষ করে গানের কথার ফিরে আসবে। এতে কথার প্রাধান্য থাকে না। ঠুংরি গানে কথার মূল্য খেয়াল গীতের চেয়ে অনেক বেশী। খেয়ালের মত টপ্পাতে ও কথা ছেড়ে দু-এক মিনিট ক্ষত গিটকারী এত ব্যবহার হয় যে, সেখানে হুরের প্রাধান্যই দিতে হয়। কবি গানে হুরের প্রাধান্য দিতে নারাজ। এ-জন্য খেয়াল-টপ্পা গীত-পদ্ধতি কবির গানে প্রযোজ্য নয়। কবি ছোট ছোট গীত-অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন। তানের বদলে 'উপজ' ব্যবহার করেছেন। ঝটকা, মীড়, আশ, দুই কি তিন মাত্রাকাল ধ্বনিত গিটকারী এবং স্পর্শ হুর এগুলি তিনি ব্যবহার করে থাকেন। ঠুংরির মত হুরের খোঁচ ও হুরের বিচ্ছিন্নতা তাঁর গানে পাওয়া যায় কিন্তু ঠুংরির চাক্ষুছ তিনি গ্রহণ করেন নি। ঞপদের চলন ভঙ্গিতে তিনি ঠুংরির ধ্বন-বিচ্ছিন্নতা অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ গানের কবিতাটিকে মৃষ্টি ধরে নিয়ে তাতে হুরের বসন পরিয়েছেন ও বিশেষ বিশেষ স্থানে উপযুক্ত গীত-অলঙ্কার সংযোজন করেছেন। এটা ঞপদের পদ্ধতি। কিন্তু খেয়াল গীতে হুর দিয়ে তৈরি রাগ-রাগিণীর রূপই হ'ল গানের অবয়ব। তাতে হুর বিচ্ছিন্নতারই বসন পরিয়ে হুর ও গীত অলঙ্কার দিয়ে তানের আঁকা গৌণে মৃষ্টির বিশেষ বিশেষ স্থান বেঁধে দিতে থাকে খেয়াল-টপ্পা গায়ক। হুরগুলিকে নাচিয়ে এবং হুরগুলি নিয়ে খেলা করেই খেয়ালী আনন্দ পায়। কাজেই কবির গান এবং খেয়াল-টপ্পা এ দুটি হ'ল সম্পূর্ণ পৃথক জিনিষ।

ঞপদের মত গজেন্দ্রগামী হলেও কবির গানে টপ্পা-রীতিতে ব্যবহৃত হাল্কা রাগ-রাগিণীর কড়ালই বেশী

পাওয়া যায়। যেমন—ভৈরবী, পিলু বারওয়া, আড়ানা, সিন্ধু, ঝাঝাজ, দেশ, বেহাগ ইত্যাদি। হিন্দোল, মালকৌশ, পুরিয়া, সোহিনী ইত্যাদি রাগ-রাগিণীর রূপ পাওয়া যায় না। কবির গানে ঔড়ব ও খাড়ব বলে কিছু নেই সবই সম্পূর্ণ।

কবির প্রথম জীবনের পরবর্তীকালের গীতে ভাটিয়ালী ও বাউল হুরের গান আছে। তিনি যখন জমিদারীর কাজে শিলাইদহে নদীর ধারে থাকতেন সে সময় ভাটিয়ালী ও কীর্তনের ভাঙ্গা হুরের মিশ্রণে প্রথম গীত রচনা আরম্ভ করেন। শিলাইদহের মাঝিদের গানেই ভাটিয়ালী হুর পেয়েছেন এরূপ অসুমানই সত্য মনে হয়। শিক্ষিত সমাজের নিকট কবির বাউল হুর-রচনার পূর্ক পর্যন্ত ও বাউল অবজ্ঞিতই ছিল। কবিই তার স্বাদ পেয়ে নিজের গানে সংযোজন করে বাউল হুরকে যথার্থ মূল্যবান করে তুলেছেন।

বাউল গানে আমরা পাই কথার ও ভাবের প্রাধান্য আর হুরের ও ছন্দের সরলতা। দু-একটি সরল ও লঘু ছন্দে বাউল গীত হয় বলে তা অতি সরল এবং এর গতিও সহজ সাবলীল। বাউলের প্রভাবই কবির গানে খুব বেশী পরিলক্ষিত হয়। কথার প্রাধান্য কবির গানে খুব বেশী, হুরের সরলতাও যথেষ্ট এবং ছন্দ ও লয়ের সহজ সাবলীল ধারাই কবির গানের বিশেষত্ব। বিষমপদী ছন্দ জটিল ও গভীর। সম্পদী ছন্দের মধ্যে চৌতাল, টিমে-তেতাল, আড়া-ঠেকা, মধ্যমান প্রভৃতি ছন্দ কঠিন ও গভীর। কিন্তু কবির হুরে এ সব ছন্দের অভাব। 'গীত-পঞ্চাশিকা'র বিষমপদী ছন্দের গান আছে। কিন্তু আধুনিক গানে ছন্দ আরও লঘু হয়ে পড়েছে। ছয় মাত্রার ও আট মাত্রার লঘু ছন্দে প্রায় সমস্ত হুর রচিত হচ্ছে। 'গীত-পঞ্চাশিকা'র বোল ও বার মাত্রার সম্পদী ছন্দ অর্থাৎ তেতাল ও একতাল তালের গান আছে। কিন্তু কবির আধুনিক হুরে তেতাল ছন্দও খুব কম।

ছন্দের দিকে লঘু ভাব হলেও গতিটুকু প্রায় প্রত্যেক গীতেরই বিলম্বিত। কথায় ভাবের অল্পপাতে ছন্দের ভাব লঘু হয়ে পড়াতে লয়টুকু দিয়েই ভাবের মান-পরিমাণ সমন্বয় করা হয়। কথার ও সুরের ভাব যে সব গানে গম্ভীর সে সব গানের গতি ও বিলম্বিত হয়ে যায়। তা না হ'লে গীতের মাধুর্য বজায় রাখা সম্ভবপর হয় না। ছন্দ লঘু অথচ বিলম্বিত গতি এইটুকু বিশেষত্বই উচ্চ সঙ্গীতের সঙ্গে কবির গানের চালকে পৃথক ক'রে বেছেছে। আধুনিক বাংলা গানে সহজ সাবলীল পদ্ধতির সুর পাওয়া যায়, কিন্তু লয়ের ও ছন্দের এই পার্থক্য না হওয়ায় কবির গানের সমতুল্য ভাব সে সব গানে আসে না। কম লবণ দিলে বা বেশী লবণ দিলে—এই দু' ভাবেই খাদ্যের স্বাদ নষ্ট হয়। কিন্তু পরিমাণ মত লবণ হ'লেই যেমন খাদ্য স্বাদু হয়, তেমনি কবির সুরের ভাব লয়ের প্রকারভেদেই নষ্ট হবার সম্ভাবনা। ভাবের অল্পপাতে ঠিক চালে গীত হ'লেই গানে লাভণ্য প্রকাশ ও নব নব রূপ রসের সৃষ্টি হয়ে স্বর্গীয় ভাবের উদয় হয়।

কীর্তনের প্রভাব কবির গানে অতি কম। কীর্তনে কথার ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সুরের ও ছন্দের পরিবর্তন হয়। কবির গানে ছন্দের পরিবর্তন হয় না; বাউলের মত এক চালে গীত হয়। কিন্তু কথার ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভৈরবী ঠাটের গানে পূরবী ঠাটের বা অম্মাচ্চ যে কোন ঠাটের সুর-সংযোজন করা হয়ে থাকে। এরূপ কথা উচ্চ সঙ্গীতের নিম্নম বিরুদ্ধ। কিন্তু উচ্চ সঙ্গীতের 'রাগমালা' ও 'সুর-মাগর' জাতীয় গানে এরূপ সুর রচনা আছে। কিন্তু কবির গানের সুরবিজ্ঞাস এই সব সঙ্গীতের মত নয়, বাউলের মতও নয়, কীর্তনের মতও নয়—এটা তাঁর নিজস্ব

জিনিস এবং তা রূপদ ও বাউলের মিশ্রণে আর কীর্তন ও ঠাটের ফোড়নে সৃষ্ট।

কবির উচ্চ সঙ্গীতের আদর্শে রচিত গানগুলির সঙ্গে তবলার বা পাখোয়াজের ঠেকা দেওয়া সম্ভবপর। কিন্তু তাঁর বর্তমান গানগুলির সঙ্গে সঙ্গত করা অসম্ভব ব্যাপার। তাঁর গানের সঙ্গে ঠেকা দিতে হ'লে খুব বড় তবলচী না পেলে রসস্থিতির বদলে রসভঙ্গই হয়। বাউল এবং কীর্তনের জন্ত পৃথক পৃথক বাদ্যযন্ত্র আছে এবং বিভিন্ন প্রকার ঠেকা বাজান হয়, কবির সুরের সঙ্গে সঙ্গতের জন্তও সেরূপ যন্ত্র তৈরী না হোক অন্ততঃ অল্পরূপ ঠেকার 'বোল' তৈরী করার দরকার হয়ে পড়েছে। লঘু ছন্দের যে সব তবলার ঠেকা আমাদের উচ্চ সঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়, কবির গানের চালের ভঙ্গী পৃথক হওয়াতে ঐ সব ঠেকা সব সময় তাঁর গানে ব্যবহার করা সম্ভবপর হয় না। প্রত্যেক দেশের গানেই এরূপ ঠেকার পরিবর্তন করার দরকার হয়। দিল্লীর ঠেকা একপ্রকার, বাংলার বিষ্ণুপুরী ঠেকা একপ্রকার আবার ঢাকার ঠেকা অম্মপ্রকার, লক্ষ্মী এবং কাশীর ঠেকা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। প্রত্যেক কেন্দ্রের তবলার ঠেকার এরূপ বিভিন্ন। গীতের চাল ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় ঠেকার চাল বিভিন্ন করা দরকার হয়ে পড়ে। বিষ্ণুপুরী ঠেকা লক্ষ্মীর গানে ঐক্য করা যায় না, করলেও তত সুন্দর হয় না। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের রূপদ, খেদাল গানে ঢাকার বা বিষ্ণুপুরী ঠেকারই ঐক্য হয়, কারণ তাঁর উচ্চ সঙ্গীতগুলি বিষ্ণুপুরী চালের। যা' হোক চাল অসুযায়ী নূতন বোল গঠন করে কবির গানে ঠেকা দিলে নূতন রসের স্বার খুলে যাবে এরূপই মনে হয়।

(প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩৯)

## রস-কীর্তন\*

(মাধুর বিরহ—দৃতী ভৎসনা)

রচনা—প্রাচীন বৈষ্ণব কবি গোবিন্দ দাস।

স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীহর্গাচরণ বিশ্বাস।

- ১। মধুপুর নাগরী হাসি কহত ফিরি, গোকুলে গোপ গৌয়ারী।  
( বড় গৌয়ারিগী গো, গোকুলে গোপ বড় গৌয়ারিগী গো ) গোকুলে গোপ গৌয়ারী ॥
- ২। সপ্তম দ্বার পারে রাজা বৈঠত, তাঁহা কাঁহা যাও অবিনারী।  
( কেমন করেবা যাবে গো, এমন কাজালিনীর বেশে কেমন করেবা যাবে গো, দ্বারে দ্বারে দ্বারী আছে কেমন করেবা যাবে গো ) তাঁহা কাঁহা যাও অবিনারী ॥
- ৩। দৃতী কহত হাসি, তুহ নাহি জানিসি ; ( তোরা জানিস্ না জানিস্ না,—তোদের রাজার গুণ তোরা জানিস্ না জানিস্ না ) দৃতী কহত হাসি তুহ নাহি জানিসি মোহি ভকতি ভগবান। ( সে যে ভক্ত বৎসল নাম ধরে, তারে ভক্তে ডাকলে রইতে নারে ভক্ত বৎসল নাম ধরে, হা গোবিন্দ বলে তারে ভক্তে ডাকলে রইতে নারে ) মোহি ভকতি ভগবান ॥
- ৪। রাইকো নাম অবণে যব শুনব, ( শুন্লে এখনি আসিবে, রাধারাগীর নাম শুন্লে শ্রাম এখনি আসিবে ) রাইকো নাম অবণে যব শুনব, ছোড়ব রাজ বিছান। ( তবে হয় না হয় দেখ্ গো, আমার কথায় প্রত্যহ হয় না হয় দেখ্ গো ) ছোড়ব রাজ বিছান ॥
- ৫। ডাকে ইা হা নাগর গোপী জীবন ধন, দৃতী ডাকত উভরায়।  
( একবার দেখা দাও দেখা দাও, কোথায় আছ রাধাবল্লভ একবার দেখা দাও দেখা দাও, অনেক দুখে এসেছি একবার দেখা দাও দেখা দাও, ওহে রাধানাথ একবার দেখা দাও দেখা দাও ) দৃতী ডাকত উভরায় ॥
- ৬। হৃদয়ক নাথ বাত শুনি কাতর, তুরিতহি দৃতী আগে ধায়। ( আমায় তুমি কি ডাকলে, রাধানাথ বলে আজ আমায় তুমি কি ডাকলে ) তুরিতহি দৃতী আগে ধায় ॥
- ৭। দৃতীকো বদন হেরি পুছত সো হরি, তুয়া নাম কহত আমায়।  
( তোমার নাম কিহে, কোথা হ'তে এলে তোমার নাম কিহে, যেন চেন-চেন করিহে, মনে হয় কোথায় দেখেছি যেন চেন-চেন করিহে ) তুয়া নাম কহত আমায় ॥

৮। শুনি দূতী তৈখনে বাত না কহতছি, গোবিন্দদাস বলি যায়।

( আমায় চিন্বে কেন হে, দিন পেয়ে দিন ভুলে গেল আমায় চিন্বে কেন হে ) গোবিন্দ  
দাস বলি যায় ॥

১। { সরা<sup>০</sup> ররা<sup>১</sup> | রা<sup>১</sup> ররা<sup>১</sup> | রমা<sup>২</sup> মগা<sup>০</sup> | রগা<sup>০</sup> গংরংসং } I { সরা<sup>০</sup> মমা<sup>১</sup> | মা<sup>১</sup> পধা<sup>১</sup> |  
মধু<sup>০</sup> পুর<sup>১</sup> | না<sup>১</sup> গরী<sup>১</sup> | হা<sup>০</sup> সি<sup>১</sup> ক<sup>১</sup> | হত<sup>০</sup> ফি<sup>১</sup> রি<sup>১</sup> ০ গো<sup>০</sup> কুলে<sup>১</sup> | গো<sup>১</sup> পগো<sup>১</sup> |

মা<sup>২</sup> পা<sup>০</sup> | মগা<sup>০</sup> রসা<sup>১</sup> } II  
ঘা<sup>১</sup> রী<sup>০</sup> | ০০ ০০

আখর ৪—

{ সরা<sup>০</sup> মমা<sup>১</sup> | মা<sup>১</sup> মমা<sup>১</sup> | মধা<sup>২</sup> পা<sup>০</sup> | মগা<sup>০</sup> রসা<sup>১</sup> } I { সধা<sup>০</sup> ধধা<sup>১</sup> | ধগা<sup>১</sup> ধপা<sup>১</sup> |  
গো<sup>০</sup> কুলে<sup>১</sup> | গোপ<sup>১</sup> বড়<sup>১</sup> | গো<sup>০</sup> ঘা<sup>১</sup> | রিগী<sup>১</sup> গো<sup>০</sup> ০গো<sup>১</sup> কুলে<sup>১</sup> | গোপ<sup>১</sup> বড়<sup>১</sup> |

মধা<sup>২</sup> পা<sup>০</sup> | মগা<sup>০</sup> রসা<sup>১</sup> } I সরা<sup>০</sup> মমা<sup>১</sup> | মা<sup>১</sup> পধা<sup>১</sup> | মা<sup>২</sup> পা<sup>০</sup> | মগা<sup>০</sup> রসা<sup>১</sup> II  
গো<sup>০</sup> ঘা<sup>১</sup> | রিগী<sup>১</sup> গো<sup>০</sup> ০গো<sup>১</sup> কুলে<sup>১</sup> | গো<sup>১</sup> পগো<sup>১</sup> | ঘা<sup>১</sup> রী<sup>০</sup> | ০০ ০০

অপরপর কলিগুলির স্থর প্রথম কলির অম্বরূপ। বন্ধনীযুক্ত স্থানগুলি আখর।

হারমোনিয়মের স্কেল :—ত্রী কঠে মূদারার সি-সার্প ( কোমল ঞ ) কিছা ডি-সার্প ( কোমল গ ), পুরুষ কঠে  
উদারার এফ-সার্প ( কড়ি ঙ ) কিছা জি-সার্প ( কোমল ধ )।

## স্বরলিপি

### বেহাগ-ত্রি তাল

রাম নাম করনা ববেনা জনম যাতনা  
ভবে আনাগোনা, ভ্রমণে মরি  
হাহাকাবে কত না।  
নামমাত্র সার, অবহেলে হবে পার,  
পাতকীভারণ নাম স্বৰ্ণে যায় বাসনা ॥

কথা, সুর ও সুরলিপি—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

### আস্থায়ী

II { সা সা গা মা | পা কপা নধা নসাঁ | না না ধপা ক্কা | গা মা রগা -। I  
রা ০ য না | ম ০ ক ০ র ০ | না ০ ০ ০ ০ | র বে না ০

গা না ধপা পক্কা | গা মা গা -। [ সগা পক্কা ধা গমা ] ৩  
জ ন ম ০ ০ ০ | যা ত না ০ | গমা -। -। পমা | গা -। -। রসা I  
জ ন ম ০ ০ ০ | যা ত না ০ | ভবে ০ ০ আনা | গো ০ ০ ০ না

সা পা -। পা | ক্কা মা -। গগা | গা মা পা না | সা সা ধনা ধপা II  
জ ম ০ ঘো | রে ০ ০ মরি | হা হা কা রে | ক ত না ০ ০

### অস্তর

II গমা পা -। নধা | সা -। নসাঁ সসাঁ | সা সসাঁ না ধপা | পা না সা না I  
না ০ ম ০ মা ০ | জ ০ ০ সা ০ | ০ অব ০ ০ লে | হ বে পা র

-। নসাঁ গা গা | মা মা গা রসাঁ | -। গমা পা না | সা সা ধনা ধপা II  
০ পাত কী তা | র ৭ না ০ ম ০ | অর ৭ে যায় | বা স না ০ ০

তান

১। <sup>+</sup>সগা মপা নসাঁ রসাঁ | <sup>৩</sup>নধা পক্ষা গমা গা I  
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

২। <sup>+</sup>সগা মপা ক্রগা মপা | <sup>৩</sup>নসাঁ নধা পক্ষা গমা I  
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

৩। <sup>+</sup>গমা পনা সঁরাঁ সঁনা | <sup>৩</sup>ধপা ক্রগা মগা রসা I  
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

৪। <sup>+</sup>সঁনা ধপা ক্রপা ধনা | <sup>৩</sup>ধপা ক্রগা মগা নুসা I  
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

৫। <sup>১</sup>নুসা গমা পনা সঁরাঁ | <sup>+</sup>সঁনা ধপা ক্রপা ধনা | <sup>৩</sup>ধপা ক্রগা মগা রগা I  
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

৬। <sup>১</sup>সগা মপা মগা সগা | <sup>+</sup>মপা ননা ধপা ক্রপা | <sup>৩</sup>ধনা ধপা গমা গমা I  
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

৭। <sup>১</sup>সঁরাঁ সঁনা ধনা সঁরাঁ | <sup>+</sup>সঁনা ধপা ক্রপা ধনা | <sup>৩</sup>ধপা ক্রপা ধনা সঁ I  
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

৮। <sup>০</sup>গমা পক্ষা গমা গরা | <sup>১</sup>সন্ পন্ সগা -াঁ | <sup>+</sup>গমা পনা ধপা ক্রা |  
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০ ০০ ০০ ০০ ০

<sup>৩</sup>গমা গা -াঁ -াঁ I  
০০ ০ ০ ০

৯। <sup>০</sup>গর্গা গর্গা স'না র'সী | <sup>১</sup>র'সী নধা মপা নসী | <sup>+</sup>গমা গা -া -া |  
আ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ ০

<sup>৩</sup>গমা পমা গরা ন'সা I  
০০ ০০ ০০ ০০

১০। <sup>১</sup>সসা গা -া -া | <sup>+</sup>মগা পক্ষা ধা গমা | <sup>৩</sup>গা -া -া -া I  
আ ০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০

<sup>০</sup>গমা ধনা না -া | <sup>১</sup>গমা ধসী সী -া | <sup>+</sup>স'গা র'সী নধা পক্ষা |  
০০ ০০ ০ ০ ০০ ০০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০০

<sup>৩</sup>গমা গা -া রসা I  
০০ ০ ০ ০০

### আস্থারী দূন

II <sup>০</sup>সসা গমা পপা নধনসী | <sup>১</sup>ননা ধপক্ষা গমা গা | <sup>+</sup>গনা ধপপক্ষা গমা মা |  
রা ০ মনা ম ০ ক০ র০ | না ০ ০০০ রবে না | জন ম ০০০ যাত না |

<sup>৩</sup>গমা পমা গগা রসা I <sup>০</sup>সপা পপা ক্রমা মগগা | <sup>১</sup>গমা পনা স'সী নধপা |  
ভবে আনা গো ০ না জ ম ০ ঘো রে ০ ০ মরি | হাহা কারে ক ত না ০০ |

<sup>+</sup>সসা গমা পপা নধনসী | <sup>৩</sup>সসা গমা পপা নধনসী II  
রা ০ মনা ম ০ ক০ র০ | রা ০ মনা ম ০ ক০ র০



বাঁট

II	<sup>০</sup> স'স'ী	গ'র'ী	স'স'ী	নধা	<sup>১</sup> ননা	ধপক্ষা	গমা	গা	<sup>+</sup> সগা	পক্ষা	গমা	গা
	রা ০	ম না	০ ম	কর	না ০	০০০	রবে	না	জন	ম ০	ঘাত	না
	<sup>৩</sup> -ী	গমা	-ী	পমা	<sup>০</sup> I গা	-ী	-ী	রসা	<sup>১</sup> সপা	পক্ষা	গমা	গগা
	০	ভবে	০	আনা	গো	০	০	০ না	ভ ০	ম ঘো	রে ম	রি ০
	<sup>+</sup> গমা	পনা	স'স'ী	স'র'ী	<sup>৩</sup> স'না	ধপা	মগা	রসা	II II			
	হাহা	কারে	কত	না ০	০ ০	০০	০০	০০				

স্বরলিপি

ভৈরবী—সাদরা

দালিজ দুখ ভঞ্জন বিদ্যা তু রসখন  
মহাজ্ঞানী গুণ কি সেবা তু করোরে।  
বাদী সমবাদী অনুবাদী বিবাদী  
গুধ বাণী করকে গুরুকী সেবা  
গুণী জ্ঞানী তু করোরে।

প্রাপ্তি—ওস্তাদ মেহেদী হোসেন খাঁ

স্বরলিপি—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ

আস্থায়ী

II	<sup>+</sup> সা	-ঝা	<sup>৩</sup> গা	-গা	মা	<sup>০</sup> পমা	পা	<sup>১</sup> দা	দা	পা	I	মপা	দা	না	-না	-স'ী
	দা	০	লি	০	ত্র	হ ০	খ	ভ	জ	ন		বি দ্যা	তু	০	০	
	স'ী	দধা'ী	স'ী	-দা	পা	I	সা	দা	দা	-দা	পমা	মপা	পমা	-মা	-মা	-গা I
	র	স	খ	০	ন	ম	হা	জা	০	নী ০	গুণ কি ০	০	০	০	০	০
	গা	-ঝা	-ঝা	সা	ঝসা	সা	পা	মা	গধা	-সা	II					
	সে	০	০	বা	তু	ক	রো	রে	০	০						

## অন্তরা

II মা -পা | দা -দা না | সী সী | -সী সী -সী I সী দা না | সী ঋঃ সঃ I  
বা ০ | দী ০ স | ম বা | ০ দী ০ অ হু | বা দী বি

সী -সী | দা -দা -পা I পা পা | পা -দা পমা | গা পা | মা -মা -গা I  
বা ০ | দী ০ ০ ও ধ | বা ০ ০ নী | ক র | কে ০ ০

মা পা | দা -দা -সী | নদা -দা | পা -পা -পা I পা -দা | দা দা পা |  
ও ক | কি ০ ০ | সে ০ | বা ০ ০ ও নী জা নী হু |

গা পা | মা -গমা -সী II  
ক রো | রে ০ ০

সাদ্‌রার ঠেকা—<sup>+</sup>ধিন্ <sup>৩</sup>না | <sup>০</sup>ধি <sup>১</sup>ধি <sup>০</sup>না | কৎ তা | <sup>১</sup>ধি <sup>০</sup>ধি না I

## গান

শ্রীশুধীসুনাথ মিত্র

নিভৃত সে গৃহখানি  
যৌবন সরসী তীরে ;  
সেখায় হে বিরহিনী  
প্রদীপ জালিও ধীরে !

বসিও ছয়ার পাশে  
প্রাণের ধূপের বাসে  
ধিরহের মহাকাশে  
বেধন-বরণ ভারে ।

শিখিল কঁাকণে তব  
সিন্দূর ফোঁটায় লেগে  
মাধুরী ফুটিবে নব  
নিভৃত ব্যথার রাগে !

ধ্যানের গহন খনে  
ভোমার নিভৃত মনে  
জলিবে আঁধার খনে  
জোনাকি-রঙন ওরে ।

## তেলেনা

## মালকোষ-জলদ ত্রিতাল

দেরেনা দেরেনা দানি জিম্ভা ওদেরে দানি  
না দের্ দের্ দের্ তুম্ দেরে দানি জিম্ভা দেরেদানি  
দেরেনা দেরেনা দানি তাক্ থুন্ তেরেকেটে তা ধিন্ভা  
ধুমাকেটে ধেরেকেটে কেটেতাগ্ গদিঘেনে ধাকাড়াংধা কাড়াংধা  
সাসা নিনি ধাধা মামা গা মামা গা মামা গাগা সা।

জাতি—ওড়বা। ব্যবহার—জ, দ, গ। বাদী—মধ্যম। সংবাদী—নিখাদ। রে ও পা বর্জিত।

রচনা ও স্বরলিপি—শ্রীভারাপদ মুখোপাধ্যায়

## আস্থারী

II <sup>০</sup> মা মা জা জা | <sup>১</sup> সা সা গ্দ্দা গ্ | <sup>২</sup> সা মা মা মা | <sup>৩</sup> জা মা সা সা I  
দে রে না দে | রে না দা ০ নি | জি ০ ইম্ তা | ও দেরে দা নি

মা মা জা জা | সা সা গ্দ্দা গ্ | সা সা সা সা | গ্ গ্ দ্ দ্ II  
না দের্ দের্ দের্ | তুম্ দেরে দা ০ নি | জি ০ ইম্ তা | দে রে দা নি

## অস্তর

II <sup>০</sup> জা মমা মা মা | <sup>১</sup> গা দা দা গা | <sup>২</sup> সা সা সা সা | <sup>৩</sup> সা সা সা সা -I I  
দে রে ০ না দে | রে না দা নি | তাক্ থুন্ তেরে কেটে | তা ধিন্ তা ০

সা ম'মা জা ম'মা | সা জ'জা স'গা দা | মা সা -I গা | দা দা মা -I I  
ধুমা কেটে ধেরে কেটে | কেটে তাগ্ গদি ঘেনে | ধা কাড়া আং ধা | কাড়া আং ধা ০

সা সা গা গা | দা দা মা মা | জা মমা জা মমা | জা জা সা -I II II  
সা সা নি নি | ধা ধা মা মা | গা মামা গা মামা | গা গা সা ০

## স্বরলিপি

## ভাটিয়ালি মিশ্র-কাহারবা

চল্ মুসাফির বাঁধন এবার ছিন্ন কোরে চল্ ।  
 পেলি যা' তা' আশার অতীত আর কি নিবি বল ?  
 এই তো সেদিন বন্ধু বিহীন  
 একলা ছিল পথে পথে  
 কোন্ সে মায়া টানলো তোরে  
 পিছন্ পানে সুদূর হ'তে ।  
 দুর্বলতা করলি প্রকাশ সকল ব্যথা জানলো আকাশ,  
 মেঘের পানে ব্যাকুল চোখে চাইলি তুমার জল ॥  
 পল্লীবালা শিউলি তলে  
 মৌন-সাঁঝে কুসুম তোলে  
 প্রদীপ জ্বলে পূজার ছলে  
 আজো ফেলে অশ্রুজল ।  
 মুসাফির ছিন্ন ক'রে চল্ ॥

কথা—শ্রীরঞ্জিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ।

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীবিখনাথ ঘোষ ( অঙ্কগায়ক ) ।

II পা -া দা পা | মপা -মজ্ঞা -া -া I রা মজ্ঞা -া -া | রা সা -রা -া I  
 চ ল্ য় সা | ফি ০ ০ ০ ব বা ধন ০ ০ | এ বা ০ ব

গা -া মা গা | রা সা -া -া I সা রা মা মা | পা পা দা পা I  
 ছি ন্ ন কো | রে চ ০ ল্ পে লি যা তা | আ শাব্ অ তীত

পা রা র'জ্ঞা জ্ঞা | নস' -া -া -া I পা -া গা গা | রা -গা সা -া II  
 আব্ কি নি ০ বি | ব ০ ল্ ০ চ ল্ য় সা | ফি ব্ চ ল্

II পা -গা পা -মা | রা -মা মা -া I পা -গা গা গা | গা -া -া -া I  
 এ ই তো ০ | সে ০ দি ন্ ব ন্ ধু বি | হী ন্ ০ ০

স' -া স' -া | স' স' -া -া I না স' না স' | গা গা গা গা I  
 এ ক লা ০ | ছি লি ০ ০ প থে প থে | কোন্ সে মা যা

ধা -সী গা গা | ধা পা -া -া I মা পা -া -া | মা পা -া -া I  
টা নু লো ০ | তো রে ০ ০ পি ছ ০ নু | পা নে ০ ০

ধা গসী -গা -া | ধা পা -া -া I রা রা জী রা | রা -া জী রা I  
হু দু ০ ০ ব | হো তে ০ ০ দু ব ল তা | ক ব লি ঞ

জী -া -সী -া | না না সী সী I না -সী রমা -জী রমা | সী রা -সী -া I  
কা ০ ০ ল | স কল ব্য থা জা নু লো ০ ০ ০ | আ কা ল ০

গা গা গা ধগা | পা ধা সী সী I গা -গা গা ধগা | ধা -া পা -া I  
মে ঘের পা নে ০ | ব্যা কুল চো থে চা ই লি তু ০ | বা ব জ ল

মা মা মা -া | গা সা রা গা I রা -সা -া -া | -া -া -া -া II  
মু সা ফি ব | চল রে এ বার চ ল ০ ০ | ০ ০ ০ ০

সমা -া মা -া | মা মা -া -া I গা মা গা রা | -খা রা -া -া I  
প ল লী ০ | বা লা ০ ০ লি উ লি ত | ০ লে ০ ০

রা গা পা -ধা | মা -া -া -া I গা মা গা -গরা | সা রা -সা -া I  
মো ন সা ০ | বে ০ ০ ০ হু হু ম ০ ০ | তো লে ০ ০

সা গা গা -গা | গা গা -গা -গা I গপা পা -া -া | আ -পা পা -া I  
এ দী প ০ | জে লে ০ ০ পু ০ জা ব ০ | ছ ০ লে ০

পধা সী সগা গা | ধা ধা পা -া I মা মা মা -া | গা সা রা গা I  
আ ০ জো ফে লে | অ ঞ জ ল মু সা ফি ব | হি ব কো রে

সা -রা -সা -া | -া -া -া -া II II  
চ ০ ল ০ | ০ ০ ০ ০



# সেতার শিক্ষা

## সেতারের গৎ

টৈভেরাঁ—ত্রিতাল (মধ্যলয়)

ব্যবহার—কোমল স্বগত ও ধৈবত। জ্ঞাপ্তি—সম্পূর্ণ। বাদ্য—মধ্যম। সংবাদ্য—পঞ্চম।  
সময়—উষাকাল। আরোহী—সা খা গা মা পা দা না সা। অবরোহী—সাঁ না দা পা মা গা খা সা।

সংগ্রহ ও স্বরলিপি—শ্রীমুচাকভূষণ প্রামাণিক

I সা<sup>০</sup> দনা পপা দদা | সা<sup>১</sup> পপা গা মা | সা<sup>২</sup> খা পপা মমা | সা<sup>৩</sup> গঃ খাঃ সা II  
ডা ডিরি ডিরি ডিরি | ডা ডিরি ডা রা | ডা রা ডিরি ডিরি | ডা ব্ ডা ব্ ডা

## তান

১। ন্না<sup>০</sup> সসা খাখা গগা | খাখা গগা মমা পপা | দদা পপা মমা পপা | গা গঃ খাঃ সা I  
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি | ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি | ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি | ডা ব্ ডা ব্ ডা

২। পপা মমা গগা মমা | পপা দদা পপা মমা | গগা মমা পপা মমা | গা গঃ খাঃ সা I  
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি | ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি | ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি | ডা ব্ ডা ব্ ডা

৩। সঁসা<sup>০</sup> ননা খাখা সঁসা | ননা দদা পপা মমা | দদা পপা মমা পপা | গা গঃ খাঃ সা I  
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি | ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি | ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি | ডা ব্ ডা ব্ ডা

৪। দদা ন্না<sup>০</sup> সসা খাখা | সসা খাখা ন্না সসা | গগা মমা পপা মমা | গা গঃ খাঃ সা I  
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি | ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি | ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি | ডা ব্ ডা ব্ ডা



ঝালা ও তান

৯। সা<sup>০</sup> সা<sup>০</sup> সা<sup>০</sup> সা<sup>১</sup> | সা<sup>০</sup> সা<sup>০</sup> সা<sup>০</sup> সা<sup>০</sup> | সা<sup>০</sup> সা<sup>০</sup> সা<sup>০</sup> সা<sup>০</sup> | সা<sup>০</sup> সা<sup>০</sup> সা<sup>০</sup> সা<sup>১</sup>  
ভা রা রা রা ভা রা রা রা ভা রা রা ভা রা রা ভা রা

না<sup>০</sup> দা<sup>০</sup> | না<sup>০</sup> না<sup>০</sup> না<sup>০</sup> না<sup>০</sup> | না<sup>০</sup> না<sup>০</sup> না<sup>০</sup> না<sup>০</sup> | না<sup>০</sup> না<sup>০</sup> না<sup>০</sup> না<sup>১</sup>  
ভা রা ভা রা ভা রা রা ভা রা রা ভা রা রা ভা রা

দদা<sup>০</sup> ননা<sup>০</sup> সসা<sup>০</sup> গগা<sup>০</sup> | ঋঋ<sup>০</sup> সসা<sup>০</sup> ননা<sup>০</sup> সসা<sup>০</sup> | দদা<sup>০</sup> ননা<sup>০</sup> সসা<sup>০</sup> গগা<sup>০</sup> | ঋঋ<sup>০</sup> সসা<sup>০</sup> ননা<sup>০</sup> সসা<sup>১</sup>  
ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি

দদা<sup>০</sup> ননা<sup>০</sup> সসা<sup>০</sup> ঋঋ<sup>০</sup> | দদা<sup>০</sup> ননা<sup>০</sup> সসা<sup>০</sup> ঋঋ<sup>০</sup> | দদা<sup>০</sup> ননা<sup>০</sup> সসা<sup>০</sup> দদা<sup>০</sup> | ননা<sup>০</sup> সসা<sup>০</sup> ননা<sup>০</sup> সসা<sup>১</sup>  
ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি

গগা<sup>০</sup> মমা<sup>০</sup> পপা<sup>০</sup> দদা<sup>০</sup> | পপা<sup>০</sup> মমা<sup>০</sup> গগা<sup>০</sup> মমা<sup>০</sup> | ননা<sup>০</sup> দদা<sup>০</sup> পপা<sup>০</sup> মমা<sup>০</sup> | গা<sup>০</sup> গঃ<sup>০</sup> ঋা<sup>০</sup> ঋঃ<sup>০</sup> সা<sup>১</sup>  
ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি

১০। পা<sup>০</sup> পা<sup>০</sup> পা<sup>০</sup> পা<sup>০</sup> | পা<sup>০</sup> পা<sup>০</sup> পা<sup>০</sup> পা<sup>০</sup> | পা<sup>০</sup> পা<sup>০</sup> পা<sup>০</sup> পা<sup>০</sup> | পা<sup>০</sup> পা<sup>০</sup> পা<sup>০</sup> পা<sup>১</sup>  
ভা রা রা রা ভা রা রা রা ভা রা রা ভা রা রা ভা রা

দা<sup>০</sup> দা<sup>০</sup> দা<sup>০</sup> দা<sup>০</sup> | দা<sup>০</sup> দা<sup>০</sup> দা<sup>০</sup> দা<sup>০</sup> | দা<sup>০</sup> দা<sup>০</sup> দা<sup>০</sup> দা<sup>০</sup> | দা<sup>০</sup> দা<sup>০</sup> দা<sup>০</sup> দা<sup>১</sup>  
ভা রা রা রা ভা রা রা রা ভা রা রা ভা রা রা ভা রা

গগা<sup>০</sup> মমা<sup>০</sup> পপা<sup>০</sup> ননা<sup>০</sup> | দদা<sup>০</sup> পপা<sup>০</sup> মমা<sup>০</sup> পপা<sup>০</sup> | গগা<sup>০</sup> মমা<sup>০</sup> পপা<sup>০</sup> ননা<sup>০</sup> | দদা<sup>০</sup> পপা<sup>০</sup> মমা<sup>০</sup> পপা<sup>১</sup>  
ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি



গগা মমা পপা দদা | গগা মমা পপা দদা | গগা মমা পপা গগা | মমা পপা মমা পপা I  
ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি

সর্সা ননা সর্সা দদা | ননা পপা দদা মমা | দদা পপা মমা পপা | গা গঃ ঝা ঝাঃ সা I  
ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি

প্রত্যেকটি তান বাজাইবার পর গংটি বাজাইয়া পরে অঙ্ক তান বাজাইতে হইবে। ঝকারে 'o' শূন্য চিহ্নগুলির প্রত্যেকটি একমাত্রা ধরিয়া চিকারীর তারে 'রা' আঘাত করিতে হইবে। উপরে লিখিত ঝকার ছাড়া ইচ্ছামত শ্রুতিমধুর করিয়া ঝকার বাজান যাইতে পারে। ঝকারের বিচিত্র ছন্দ লিপিবদ্ধ করা অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব। ইতি—সংগ্রাহক।

## সমালোচনা

হুঁবিঃ—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত ৫০টা ধর্মসঙ্গীত (সঙ্গীতভারতী শ্রীবাণী দেবী কর্তৃক ৩জ্যোতির্বিজ্ঞান ঠাকুরের আকার মাত্রিক স্বরলিপিবদ্ধ)। প্রাপ্তিস্থান—মেসার্স আর, বি, দাস, ৮সি লাল বাজার ষ্ট্রীট; মেসার্স ভোয়াকিন এণ্ড সন্স ১১ ও ১২নং এস্প্রানেড এবং গ্রন্থকারের নিকট ৫১১বি, বারানসী যোবের লেকও লেন (অফ্‌ রায়েন্ড মল্লিক ষ্ট্রীট, সিংহী বাজারের উত্তর), ঘোড়াশাকো কলিকাতা।

বিবিধ বিজ্ঞাপনার সহপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক বিরচিত এবং সঙ্গীতভারতী শ্রীমতী বাণী দেবী কর্তৃক স্বরলিপিকৃত এই "হুঁবিঃ" গ্রন্থখানি দেখিয়া আমি পরমানন্দিত হইলাম। হুঁবিঃ অর্থে যজ্ঞের স্রুতি। গ্রন্থকর্তা ভূমিকাতে লিখিয়াছেন,—“পূজারিতে আমার এই গানগুলি হুঁবিঃস্বরূপ নিবেদন করিয়াছি”, তাহা খুবই সমীচীন হইয়াছে। এই গ্রন্থে পঞ্চাশটি গান আকার মাত্রিক পদ্ধতিতে স্বরলিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। গানগুলি আমি আত্মোপাস্ত দেখিয়াছি—গানের ভাব ও সুর অতি মধুর ও স্নন্দর হইয়াছে। অধিকাংশ গানই

বিভিন্ন রাগরাগিনী সম্বলিত এবং হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গের গানের অবিকল সুরে বসানো হইয়াছে। আমার মনে হয়, এই গ্রন্থ দ্বারা সঙ্গীতভারতীরা বিশেষ উপকার সাধিত হইবে। গ্রন্থকর্তার ও তাঁহার ৬ বৎসর বয়স্ক দৌহিত্রের স্নন্দর ফটোচিত্র গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়া গ্রন্থখানিকে স্থশোভিত করিয়াছে।

(সঙ্গীতনাটক) শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গীতের গান—শ্রীগোপেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীগোপেন্দ্রনাথ রায় ১৫নং ভূবন সরকার লেন, কলিকাতা। মূল্য—দেড় টাকা।

সঙ্গীতের গান গ্রন্থখানি গানের বই। ইহার গানগুলি সমালোচনা করিবার পূর্বে ইহার সৌন্দর্য ও গঠন পরিপাট্যের মাধুর্যই আমাদের কাছে বিশেষ মনোহর করিয়াছে। প্রতি পৃষ্ঠায় একখানি বিভিন্ন দৃশ্যমান ছবির উপর গানগুলি মুদ্রিত। ছবিগুলি আধুনিক কবিতাসম্মত হওয়ায় আরও স্নন্দর হইয়াছে। বাহ্যিক পুস্তকের সৌন্দর্যই আসল বস্তু নহে। ইহার গানগুলি রচনা হিসাবে ভালই হইয়াছে। কোন কোন স্থানে রচনার সামান্য ত্রুটি লক্ষিত

হইলেও নবীন লেখকের পক্ষে তাহা দৃশ্যীয় নহে। কয়েকটি গানের ভাবমায়ুর্ধ্বাও পাঠক চিত্তকে আকৃষ্ট করিবে। গীত-রচনায় লেখক যশস্বী হইবেন বলিয়া আমবা আশা করি।

**শ্রীযুক্ত অর্কেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত  
“রাগ ও রাগিনী” গ্রন্থ সম্বন্ধে ভারতের  
নাট্যসাহেব বাহাদুরের অভিমত।**  
( ইংরাজী লিপি হইতে বঙ্গানুবাদ )

বড় লাটের ছাউনি।

ভারতবর্ষ।

৩রা আগষ্ট, ১৯৩৫।

ভারতীয় সঙ্গীতের রাগ-গঠন বিষয়ক ও, সি, গাজুলী মহাশয়ের লিখিত সঙ্গীত-বিজ্ঞান স্মৃতি-স্তম্ভ স্বরূপ “রাগ ও রাগিনী”র গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমি বাস্তবিক অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। এবং এই গ্রন্থে লেখকের পাণ্ডিত্যের ও তত্ত্ব-পরীক্ষার শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে

অভিনন্দিত করিতেছি। ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গাজুলী মহাশয়ের রচনাবলী সুপ্রসিদ্ধ এবং এই পুস্তক নিশ্চয়ই অধিক পরিমাণে তাঁহার যশোবর্দ্ধন করিবে। ইহা যে কেবল সঙ্গীত বিজ্ঞানের সাহিত্য-ভাণ্ডারে একটি মূল্যবান দান, তাহা নহে, পরন্তু, গ্রন্থখানি ভারত-শিল্পের রূপ-তত্ত্বের একটি অলৌকিক ও মনোহারী বিভাগের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আমি ইহা বিশ্বাস করি যে এই পুস্তকে এরূপ সুন্দরভাবে বর্ণিত ও সমুচিত উদাহরণ দ্বারা প্রমাণীকৃত “মুষ্টিমান্ সঙ্গীতে”র যে বিশদ পরিচয় ও সমালোচনা আছে, তাহার অহরূপ রচনা বা সৃষ্টি অল্প কোনও জাতির সংস্কৃতি ও সভ্যতার নিদর্শনে— কাব্যকলা, চিত্র-কলা ও সঙ্গীত-কলা এরূপ ভাবে একাধারে একত্রিত হয় নাই। আমি পুস্তকটিকে ভারতীয় সঙ্গীতের সমস্ত প্রেমিকদের সম্মুখে প্রাশংসার অর্ঘ্যযুক্ত করিয়া উপস্থিত করিতেছি।  
উইলিংডন।

## শোক সংবাদ

**পরলোকে শ্রীর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী**

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস্‌চ্যান্সেলার সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী শ্রীর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয় গত ২৫এ জ্যৈষ্ঠ, শনিবার গভীর রাত্রে পরলোক-গমন করিয়াছেন। সুদীর্ঘ কৰ্ম্মময় জীবনান্তে ৭৫ বৎসর বয়সে জী-পূজ-কথা ও বহুবর্গকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া এই উজ্জল জ্যোতিষ্ক চির অন্তমিত হইলেন। তাঁহার শ্রীর দেশপ্রাণ ও ভ্রায়পরাষণ ব্যক্তি বাংলার সুখী-সমাজে খুবই বিরল। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গালী জাতির যে কি ক্ষতি হইল, তাহা অবর্ণনীয়। আমরা তাঁহার মৃত্যুশ্রীর মঙ্গলকামনা করিয়া শোকময় পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।



শ্রীর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী

রচনা:-ওস্তাদ আয়েত আলি খাঁ

## ଆନ୍ତରୀ

II <sup>०</sup> गी मी - गी धी | <sup>१</sup> मी ना धा का | <sup>+</sup> गी - गी का | <sup>७</sup> धा ना मी - गी I  
मी ना धा का | गी - गी का | धा का गी - | का गी धा मा I  
ना मा गी का | धा का धा ना | का धा ना धा | ना मी धी मी I  
गी धी - गी | गी धी मी ना | धा ना मी ना | धा का गी - II

## অন্তরা

II गा का धा ना | मी<sup>७</sup> -ा ना धा | का<sup>०</sup> गा -ा का<sup>१</sup> | धा ना मी<sup>२</sup> -ा ।  
 धा मी<sup>३</sup> ना मी<sup>४</sup> | धा -ा धा ना | मी<sup>५</sup> गी<sup>६</sup> -ा का<sup>७</sup> | गी<sup>८</sup> धा का<sup>९</sup> गी<sup>१०</sup> ।  
 धा मी<sup>११</sup> ना धा | मी<sup>१२</sup> ना धा का<sup>१३</sup> | गा का<sup>१४</sup> ना धा | -ा का<sup>१५</sup> गा का<sup>१६</sup> ।  
 धा का<sup>१७</sup> गा -ा | का<sup>१८</sup> गा धा मा<sup>१९</sup> | न् मा<sup>२०</sup> गा का<sup>२१</sup> | धा का<sup>२२</sup> धा ना ।  
 का<sup>२३</sup> धा ना धा | ना मी<sup>२४</sup> धा मी<sup>२५</sup> | गी<sup>२६</sup> -ा धा का<sup>२७</sup> | -ा गी<sup>२८</sup> धा मी<sup>२९</sup> ।  
 ना धा मी<sup>३०</sup> ना | धा का<sup>३१</sup> गा -ा ।



## সংবাদ



### শিশিরকুমার ইন্সটিটিউট

গত ২ই আগস্ট শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় বাগবাজার শিশিরকুমার ইন্সটিটিউটের সাহায্য উপলক্ষে রঙমহল রঙ্গমঞ্চে এক বিচিত্র অস্থানের আয়োজন হইয়াছিল। কলিকাতার মেয়র মোলবী ফজলুল হক সাহেব এই অস্থানের পোরোহিত্য করিয়াছিলেন এবং প্রাচ্যনৃত্যবিশারদ উদয়শঙ্কর মহোদয়ের উপস্থিতিতে অস্থানের কার্যাদি সুসম্পন্ন হয়। মাননীয় রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর বাহাদুর অস্থতাবশতঃ অস্থানে যোগদান করিতে পারেন নাই। অস্থানের প্রারম্ভে ইন্সটিটিউটের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীর বসু মহাশয় শ্রীযুক্ত উদয়শঙ্কর, মাননীয় মেয়র ও অন্যান্য সাহায্যকারীদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া উদয়শঙ্কর ও মেয়রকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিবার পর মেয়র ফজলুল হক সাহেব ইন্সটিটিউটের কার্যাদি সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। অতঃপর অস্থানের কার্যাদি আরম্ভ হয়। বষ্টসন্ধ্যাতে শ্রীমান দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীসুধীর চক্রবর্তী, শ্রীজহরলাল, কুমারী গীতা দাস (গীতশ্রী), কুমারী কল্যাণী দাশগুপ্তা, কুমারী আরতি দাস, কুমারী রেণুকণা মোদক, শ্রীযুক্তা উত্তরা দেবী, শ্রীনির্মল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বিশেষ প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত সুরশিল্পী শ্রীযুক্ত তিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার ছাত্রগণ সহ একটি এক্যতান বাজাইয়া উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষ মুগ্ধ করিয়াছিলেন। এই অস্থানের উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল নৃত্যশিল্পী শ্রীযুক্ত মণিবর্দ্ধনের প্রাচ্য নৃত্যকলা প্রদর্শন। তাঁহার সোমদেব, কন্দ্রদেব, রূপকুমার ও শিবনৃত্যে আমরা বিশেষরূপে বিম্বিত হইয়াছি। প্রত্যেকটি নৃত্যেই তিনি স্বকীয়তার পরিচয় দিয়া দর্শকমণ্ডলীর নিকট ভূয়সী প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার নৃত্যাদির সহিত

নিউ ইণ্ডিয়ান অর্কেস্ট্রার পরিচালক সুরশিল্পী শ্রীযুক্ত রাখালদাস মজুমদার সঙ্গীত পরিচালনা করিয়াছিলেন। এই বিচিত্র অস্থানের সাকল্যের জন্ত ইন্সটিটিউটের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীর বসু মহাশয় সঙ্গীতবিশারদ শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত শিশিরশোভন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত মণিবর্দ্ধন, শ্রীযুক্ত



ভূজঙ্গরাস মূর্তি—শিবনৃত্যে মণিবর্দ্ধন

রাখালদাস মজুমদার প্রভৃতি মহাশয়গণকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং মাননীয় কাশিমবাজারাধিপতি শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ইহাদের প্রত্যেককে মালা-প্রদান করিয়া গৌরবাঘিত করেন। অতঃপর শিশিরকুমার ইন্সটিটিউটের সভ্যগণ কর্তৃক একটি সামাজিক নাটক “একল্যাণীয়া”র অভিনয় হয়। বলা বাহুল্য

উাহাদের অভিনয় স্বাভাবিক, সুন্দর ও প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। রাত্রি প্রায় ৩ ঘটিকার সময় অহুষ্ঠান ভঙ্গ হয়।

### সোম সঙ্গীত আসর

আজ প্রায় দুই বৎসর যাবৎ বিখ্যাত গুণী সঙ্গীতাচার্য্য ত্রিযুক্ত সত্যকিন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটতে প্রতি সোমবার এমনি করিয়া সঙ্গীত আসরের আয়োজন হইতছে। এই আসরে যে কোনও নবাগত বিশিষ্ট গায়ক-বাদক কিম্বা স্থানীয় বিশিষ্ট সঙ্গীতকলাবিদগণ মাঝে মাঝে যোগদান করিয়া উাহাদের কলা-নৈপুণ্য প্রদর্শনে উপস্থিত শ্রোতৃগণকে বিশেষ আনন্দপ্রদান করিয়া থাকেন। সঙ্গীতাচার্য্য সত্যকিন্দরবাবুও উাহার কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের অসাধারণ কলা-নৈপুণ্য নব নব ভাবে দেখাইয়া আসিতেছেন। গত ২৭এ আশ্বিন ২২ নং বৃন্দাবন বসাক ঠাঁইস্থ বাবু জানকীনাথ দে মহাশয়ের ভবনে উক্ত আসরের একটি বিরাট আয়োজন হইয়াছিল। সত্যকিন্দর বাবুর বিশিষ্ট ছাত্র ছাত্রী ও অজ্ঞাত গায়ক বাদকগণ এই অহুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

আসরের প্রারম্ভে শ্রীমান অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (৮ বৎসর) রূপদ, ধামার ও সুরফাঁকতাল গাহিয়া সভাস্থ সকলকে আশ্চর্য্যাক্ত করিয়াছিল। তৎপরে শ্রীমান অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রূপদ ও খ্যাল, কুমারী অঞ্জলি ব্যানার্জির পুরিয়ার খেয়াল, কুমারী জ্যোৎস্না শেঠ বাগেত্রী খ্যাল, কুমারী আইত্তি ব্যানার্জির আড়ানার খ্যাল ও বাংলা গান, কুমারী মিহিকা মিত্রের বাংলা গান, কুমারী মিহিকা মিত্র ও অলকা মিত্র সেতারে ডুপালী ও সিদ্ধ, কুমারী শোভারানী কুণ্ডু সেতারে ইমন ও বেহাগ, প্রোঃ সত্যকিন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রোঃ রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের খ্যাল, সঙ্গীতরত্নাকর ও সঙ্গীতাচার্য্য ত্রিযুক্ত স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতারে রাগমালা প্রভৃতি গুনিয়া সভাস্থ সকলে বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। উক্ত অহুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ভজ মহোদয় ও মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন। অলযোগান্তে রাত্রি এক ঘটিকার অহুষ্ঠান ভঙ্গ হয়।

### সঙ্গীত সম্মিলনী

গত ১৭ই আগষ্ট, শনিবার, সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় ২এ নিউ পার্ক ষ্ট্রীটস্থ সঙ্গীত সম্মিলনীর হল গৃহে পরলোকগত সঙ্গীতবিদ্যার দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের অকাল প্রয়াণে একটি শোক-সভার আয়োজন হইয়াছিল। এই শোক সভায় নিম্নলিখিত কার্য্যতালিকার বিষয়গুলি সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন হইয়াছে :—

১। গান—“ভুখের বেশে এসেছ বলে” (ইমন-কল্যাণ—ঝাপ্পক)—সমবেত।

২। শোকপ্রকাশক ভাষণাদি :—(ক) সম্পাদিকা। (খ) কবি জসীমুদ্দিন। (গ) ত্রিযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী।

৩। দিনেন্দ্র সঙ্গীত :—(ক) “যারে ভালবেসেছিলি” (ভৈরবী—দাদরা)—মহিলাগণ। (খ) “পলাশ রাঙা বাসনাগুলি” (মিশ্র মৃগতান—তেওরা)—সমবেত। (গ) “পথপাশে মোর রচিছ দেউল” (মিশ্র রামকলি—ঠুংরী)—রমা দেবী ও অমিতা সেন।

৪। দিনেন্দ্র রচনা পাঠ :—“রবীন্দ্র সঙ্গীত”—ত্রিযুক্ত অনাদি দত্তিদার।

৫। দিনেন্দ্র সঙ্গীত :—(ক) “আজি এ নিশীথে” (মালকোষ—তেওরা)—ভক্তমহোদয়গণ। (খ) “বলা যদি নাহি হয় শেষ” (জয়জয়ন্তী—ঝাপতাল)—অমিতা দেবী ও অমিতা সেন।

৬। “ফাল্গুনী”র গান—“আমি যাবনা গো অমনি চলে”—অপরী দেবী, পূর্ণিমা দেবী প্রভৃতি।

৭। ত্রিযুক্ত কালিদাস নাগ মহাশয়ের অল্পপস্থিতিতে ত্রিযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় একটি নাস্তিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

৮। ব্রজ সঙ্গীত—“জয় দেব, জয় দেব” (মিশ্র—দাদরা)—সমবেত।

এই সভায় কলিকাতার বিখ্যাত ভক্তমহোদয় ও মহিলাগণ যোগদান করিয়া স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথের প্রতি সন্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক ত্রিগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীতবিদ্যার দিনেন্দ্রনাথের ত্রিগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী।

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমদ্রাধমোহন বসু, এম-এ।



১২শ বর্ষ

আশ্বিন, ১৩৪২ সাল

( ৬ষ্ঠ সংখ্যা

## দেবী পূজায় গীত-বাদ্য

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

হিন্দুদের প্রাচীনকাল হ'তে প্রত্যেক অস্থানের সঙ্গে সঙ্গীত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। বৈদিক-যুগে যজ্ঞকালে উদগানের প্রচলন আমরা বেদে দেখতে পাই, তা'ছাড়া সাম ছন্দ, সুর ও তাল সহযোগেও গীত হ'ত। পুরাণে মহর্ষি নারদ, তৃষ্ণুর প্রভৃতিকে আমরা সঙ্গীতের প্রচারক স্বরূপ পেয়েছি। পূজা, উৎসবের অস্থানেও গীত-বাঁজের যথেষ্ট প্রচলন আমরা পেয়ে থাকি। সরস্বতী পূজার প্রার্থনা মন্ত্রে আমরা দেখি, দেবীকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে :—

“ও বেদাঃ শাস্ত্রাণি সর্গানি নৃত্য-গীতাদিকঞ্চ যৎ।”  
গীত-বাদ্যে অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে প্রসন্ন করাতেই দেখা যায়, সরস্বতী পূজার সার্থকতা নিহিত। দোলোৎসবেও দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণের বন্দনায় বলা হয়েছে :—

“গন্ধর্বে রঙ্গরোভিষ্ঠ কিরুরৈ সিন্ধু বারগৈঃ।

হাহাহুহ প্রভৃতিভিঃ সত্ত্বরং দিবাগায়নৈঃ ॥

আজিও তাই দেখা যায় শ্রীপঞ্চমী হ'তে দোলোৎসবের পরিসমাপ্তিকাল পর্যন্ত সকল সময়েই হিন্দুস্থানীদেব যজ্ঞসংস্কারের রাগিনীরূপে 'কাফী' গীত হ'য়ে থাকে। 'পিলু'ও জনসাধারণের মধ্যে হিন্দুস্থানে বুলনযাত্রাকালে গীত হ'য়ে থাকে। এতদ্ব্যতীত দোলোৎসবে বসন্তকালে দোলনের নামান্তর 'হিন্দোল' রাগের প্রচলন এখনও বর্তমান আছে। হোলীতে ধামার ছন্দে হিন্দোল রাগ বা রাগিনী তাই সঙ্গীত-সাধকগণের মধ্যে বহু পূর্ব হ'তে গাইবার রীতি প্রচলিত আছে। পাগল বৈজ্ঞান্য, নাথক গোপাল, যিঞা তান্সেন প্রভৃতি সাধকগণ কর্তৃক রচিত

\* \* \* \*

এই স্নান মন্ত্রাটক যথাক্রমে আটটি রাগ ও রাগিণী দ্বার  
সীত হয়। রাগ ও রাগিণীগণ, যথা—মালব, ললিত, বিভাস  
ভৈরবী, কেদার, বরাড়ী, বসন্ত ও ধানসী। বাস্তব হিসাবে  
দেখা যায় বিজয়, চন্দ্রভি, ইন্দ্রাভিষেক, শঙ্খ ও পঞ্চম শব্দ  
প্রভৃতি লিখিত আছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, কালিকা-পুরাণে রাগ-সহকাবে  
জ্ঞানের বিধি থাকলেও এখন আর কোন পূজকই তা  
পালন করেন না, অথচ ক্রীড়া ভয়ে তাঁরা সকল পূজাপ্রতি  
নিখুঁতভাবে অনুষ্ঠান করে থাকেন। আমাদের মনে  
হয়, বিধি যদি পালনীয় হয় এবং বিধিভঙ্গ যদি ক্রীড়াক্ষেপেই  
গণ্য হয়, তবে স্বর-তাল সহযোগে জ্ঞান মন্ত্রের আবৃত্তিও  
অবশ্য করণীয়; কারণ প্রতিবারে ফলের আশঙ্কা তা'হলে  
না থাকবারই কথা। যাহা হউক বিধি-নিষেধের কথা  
উত্থাপন না করে আমবা মাত্র শারদীয়া পূজার উপহার  
রূপে দশভুজার পূজায় রাগ সম্বলিত জ্ঞানমন্ত্রগুলির  
স্বরলিপি প্রদান করলাম।

## ১। মালবী-চৌতাল

“ও স্বরাস্ত্রামাভিষিঞ্চন্ত ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরা: ।

যোম গজাশ্বপূৰ্ণেন আচৌন কলসেন তু ॥ ১

## आन्ध्र

II সা গা ধা গা - পা পা গা ধা গা ধা সা I সা ধা সা না  
 ও ম হ রা ০ স্বা মা ভি ০ সি ক ক্ত ব্র ০ কা বি  
 সা গা পা পা কা ধা পা পা I সা - সনা ধা সা সা সা সা গা  
 ০ স্ব ম হে ০ স্ব ০ রা: বো ০ ম ০ গ ০ কা স্ব ০  
 ধা গা ধা সা ধা না ধা না ধা কা গা গা ধা গা ধা সা II  
 পু ণে ০ ন স্বা ০ বো ০ ০ ন ক ল সে ন ০ ক্ত

\* 'পুরোচিত দর্পণ' বা 'ক্রয়াকাণ্ডবারিধি' দ্রষ্টব্য ।

(খ) বৃষ্টিজলপূর্ণিত খট্টদ্বারা অভিষেক কালে—

২। ললিত—চৌতাল

ও বহুতবাতিবিকৃত তুষ্টিমতঃ হুয়েশরীম্।

মেঘাঙ্গু পরিপূর্ণেন দ্বিতীয় কলসেন তু ॥ ২

অঙ্করা

+ ১। দা | দা | দা | মা | সা | সা | সা | না | খা | সা | - | সা | I সা | না | খা | সা |  
 ও - ম | ম | ক | ০ | ত | তা | তি | বি | ক | ০ | হু | ভ | ০ | তি | ম |  
 খা | সা | - | না | খা | না | দা | দা | মা | I দা | দা | না | দা | সা | সা | খা | না |  
 ০ - "ভঃ" | হু | রে | ০ | ম | ০ | রীম্ | মে | ০ | ঘা | ০ | ০ | হু | প | রি  
 দা | 'দা | - | মা | I দা | দা | মা | মা | গা | খা | গা | মা | দা | মগা | খা | সা | II  
 পু | 'র্গে | ০ | ন | দি | ০ | ০ | তী | ০ | য | ক | ল | 'সে | ন | ০ | ০ | হু

(গ) সব্বতীর জলপূর্ণিত খট্টদ্বারা অভিষেক কালে—

৩। বিভাস—চৌতাল

ও সারস্বতেন তৌয়েন সম্পূর্ণেন হুয়েশতঃম্।

বিজ্ঞানবাহ্যাবিকৃত তৃতীয় কলসেন তু ॥ ৩

সংসারী

+ ১। দা | না | খা | পা | - | গা | গা | পা | খা | পা | গা | রা | I সা | রা | সা | মা |  
 ও - ম | সা | র | ০ | ম | তে | ০ | ন | তো | য়ে | ন | স | ম্ | পু | 'র্গে |  
 দা | 'সা | সা | রা | গা | গরা | গা | গা | I গা | পা | খা | সন | রা | সা | খা | পা |  
 ০ - 'ন | হু | রো | ০ | ত | ০ | ০ | 'মে | বি | ০ | দ্যা | ধ | ০ | ০ | রা | তা | তি |  
 দা | দা | 'নদা | পা | I পা | গা | পা | 'ধা | না | পা | পা | গা | রা | গা | রা | সা | II  
 বি | ক | '০ | ০ | হু | 'তু | ০ | ০ | তী | ০ | য | ক | ল | 'সে | ম | ০ | হু



(ঘ) সাগরোদকপূর্ণ ঘটদ্বারা অভিষেক কালে—

৪। টৈলরবী—চৌতাল

ও শক্রাভাষাভিষিক্ত লোকপালা: সমাগতা: ।

সাগরোদক পূর্ণেন চতুর্থ কলসেন তু ॥ ৪

আভোগ

II	দা	মা	দা	গা	সী	সী	সী	সী	ধা	গা	সী	সী	I	সী	জা	মী	জা
ও	ম্	শ	ক্রা	০	দ্যা	চ্চা	ভি	বি	ক	০	স্ত	লো	০	ক	পা		
	ধা	সী	গা	সী	গা	দা	পা	পা	I	দা	পা	গা	দা	সী	সী	গা	সী
	০	লা:	স	মা	০	গ	০	তা:	সা	০	গ	০	০	রো	দ	০	
	গা	দা	পা	পা	I	সী	দা	-	দা	মা	পা	জা	মা	জা	ধা	জা	সা
	ক	পূ	র্নে	ন	চ	০	০	তু	০	র্থ	ক	ল	সে	ন	০	তু	

(ঙ) পদ্মরজোমিশ্রিত জলপূরিত ঘটদ্বারা অভিষেক কালে—

৫। কেদারা—চৌতাল

ও বারিণা পরিপূর্ণেন পদ্মরেণু হৃগন্ধিনা ।

পঞ্চযেনাভিষিক্ত নাগাশ্চ কলসেন তু ॥ ৫

২য় সঞ্চারী

II	দা	মা	পা	ক্রা	পা	পা	পক্রা	পা	ধা	পা	মা	মা	I	মা	মা	গা	পক্রা
ও	ম্	ধা	রি	০	গা	প	০	রি	পূ	র্নে	০	ন	প	দ্ব	০	রে	০
	ধা	পা	মা	মা	গমা	রুনা	রা	সা	I	সা	রা	সা	মা	-	মা	মা	গা
	০	পূ	হ	গ	০০	ছি	০	না	প	ক	০	যে	০	না	ভি	০	
	পা	ক্রা	পা	পা	I	ক্রা	পা	ধা	সী	ধা	পা	ক্রা	পা	ধা	পা	মা	মা
	০	বি	ক	স্ত	না	গা	০	০	০	ক	ক	ল	সে	ন	০	তু	

(চ) নির্বোধকপূর্ণ ঘটদ্বারা অভিষেক কালে—

৬। বৈরাটী—চৌতাল

ও হিমবন্ধে মুহুটান্ধাভিষিক্ত পর্কতাঃ ।

নির্বোধকপূর্ণেন যঠেন কলসেন তু ॥ ৬

২য় আভোগ

II গা<sup>+</sup> ক্রা<sup>০</sup> দা<sup>২</sup> সা<sup>০</sup> সা<sup>০</sup> সা<sup>০</sup> সা<sup>০</sup> - সা<sup>০</sup> সা<sup>০</sup> ঙ্খা<sup>০</sup> সা<sup>০</sup> I না<sup>০</sup> সা<sup>০</sup> গা<sup>০</sup> গা<sup>০</sup> |  
 ও য় হি য় ০ ব ক্কে ০ ০ ম ০ কু টা দ্যা ০ ০ চা |  
 ঙ্খা<sup>০</sup> সা<sup>০</sup> সা<sup>০</sup> না<sup>০</sup> সা<sup>০</sup> না<sup>০</sup> দা<sup>০</sup> পা<sup>০</sup> I পা<sup>০</sup> পা<sup>০</sup> ক্রা<sup>০</sup> দা<sup>০</sup> পা<sup>০</sup> পা<sup>০</sup> পা<sup>০</sup> সা<sup>০</sup> |  
 ০ ভি যি ক্ত প র্ক তাঃ নি ০ ০ য় ০ রো দ ০ |  
 না<sup>০</sup> দা<sup>০</sup> পা<sup>০</sup> পা<sup>০</sup> I পা<sup>০</sup> পা<sup>০</sup> ক্রা<sup>০</sup> গা<sup>০</sup> ঙ্খা<sup>০</sup> গা<sup>০</sup> পা<sup>০</sup> ক্রা<sup>০</sup> পা<sup>০</sup> গা<sup>০</sup> ঙ্খা<sup>০</sup> সা<sup>০</sup> II  
 ক পূ র্ণে ন য ০ তে ০ ০ ন ক ল সে ন ০ তু

(ছ) সর্বভীর্ষোদকপূরিত ঘটদ্বারা অভিষেক কালে—

৭। বসন্ত—চৌতাল

ও সর্বভীর্ষোদকপূর্ণেন কলসেন হরেশ্বরীম্ ।

সম্মেনাভিষিক্ত স্বয়ং সপ্তখেচরাঃ ॥ ৭

৩য় সঞ্চারী

II সা<sup>+</sup> মা<sup>০</sup> মা<sup>২</sup> মা<sup>০</sup> ক্রা<sup>০</sup> গা<sup>০</sup> মা<sup>০</sup> ধা<sup>০</sup> না<sup>০</sup> ধা<sup>০</sup> মা<sup>০</sup> মা<sup>০</sup> I মা<sup>০</sup> ধা<sup>০</sup> মা<sup>০</sup> না<sup>০</sup> |  
 ও য় স র্ভ তা<sup>০</sup> ধা<sup>০</sup> ০ হু পূ র্ণে ০ ন ক ল ০ সে |  
 ধমা<sup>০</sup> গা<sup>০</sup> ক্রা<sup>০</sup> মা<sup>০</sup> গা<sup>০</sup> ঙ্খা<sup>০</sup> সা<sup>০</sup> সা<sup>০</sup> I সা<sup>০</sup> মা<sup>০</sup> মগা<sup>০</sup> ক্রা<sup>০</sup> মা<sup>০</sup> গা<sup>০</sup> মা<sup>০</sup> ধা<sup>০</sup> |  
 ০০ ন হ রে ০ য় ০ রীম্ স প্ত ০০ মে ০ না ভি ০ |  
 না<sup>০</sup> ধা<sup>০</sup> সা<sup>০</sup> সা<sup>০</sup> I না<sup>০</sup> ঙ্খা<sup>০</sup> না<sup>০</sup> ধা<sup>০</sup> মা<sup>০</sup> মা<sup>০</sup> মা<sup>০</sup> গা<sup>০</sup> মক্রা<sup>০</sup> গা<sup>০</sup> ঙ্খা<sup>০</sup> সা<sup>০</sup> II  
 যি ক ০ ত্ত য ০ য় তঃ স প্ত খে ০ ০০ চ ০ রাঃ

(জ) শীতল জল প্রসূতিত ঘটবারা অভিব্যেক কালে—

১৬১ ধানসী-চৌতাল

ও বলবচ্ছাভিব্যেক কলসেমষ্টিমেন তু।

অষ্ট-মঙ্গল-সংযুক্ত হুর্গে দেবী নমোহস্ততে॥ ৮

৩য় আভোগ

II গা : জা | পা না | সা সা | সা না | সা সা | - সা | না সা | গা সা।  
ও ম' ব স | ০ ব | চা ভি যি ক ০ হ ক ল ০ সে  
- সা | না সা | না দা | পা পা | ধক্ষা ধা | সা সা | নধা সা | সা সা |  
০ না | টে মে | ০ ন | ০ তু অ ০ ০ | টে ম | দ ০ ল | স ০  
না দা | - পা I জা গা | পা পা | দা পা | পা জা | গা জা | - সা II  
হ ০ | ০ ক্তে হ ০ | গে দে | ০ বী ন মো ০ হ ০ তে

উক্তি :—কালিকাপুরাণোক্ত স্তোত্রমতে যে অষ্টরূপের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে 'মালব' মালবী রাগিণীর নামান্তর, 'ধানসী' ধানসী রাগিণীর নামান্তর এবং 'বরাড়ী' বৈরাড়ী নামান্তর। 'নারদ-সংহিতা'র এই স্তোত্রগুলি দেখতে পাওয়া যায়, যথা—মালব, ধানসী, মালসী, কেরারিকা, ধিভালা, বরাড়ী ও মারহাটি প্রভৃতি। 'নারদ-সংহিতা'র এই স্তোত্র আসল নারদমুনির নয়, কারণ তার স্পষ্ট প্রমাণ এই যে, ঐ স্তোত্রে হিন্দোল-রাগের রাগিণী 'বরাড়ী' ও 'মারহাটি' বলা হয়েছে, কিন্তু এ রাগিণীগুলি অতি আধুনিক। এরা বরাড়ী বা বৈরাড়ী এবং মহারাষ্ট্রী স্কন্ধের অপভ্রংশ। এ অপভ্রংশ প্রাচীন-কালের নয়। তৎপরে এই অষ্টপ্রকার রাগের মধ্যে কতকগুলি দেশজ, যথা—মালবী—মালবদেশজাত, বৈরাড়ী—বিরাট দেশজাত।

## গান

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

আকাশে উজল টাদের প্রদীপ, বাতাসে ফুলের গন্ধ

কণে কণে মোর চকল মনে আগার নৃতন ছন্দ।

কে যেন এসেছে এ মনের কোণে

ভরিতে চিত্ত মধুর খপমে

তার চরণের স্পৃহের ধনি আনিছে পবন মন্দ।

নদী কল্লোলে কল কল গান, গগনে মেঘের জেলা

সদীতে মোর মধুর মিলিখে শরৎ-রাগীর খেলা।

উৎসবে আজি তনি কলরোল,

হৃদয়ে হৃদয়ে লাগিয়াছে হোল,

নৃতন খপমে ভরেছে তুবন টুটিতে বেদনা বন্ধ।

## সুগায়ন

## শ্রী ব্রজেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী

১. বঙ্গদেশের সার্বজনীন আনন্দোৎসব রূপে, শ্রীমদীশ্বরী  
মুজার পূর্ণাঙ্গ সঙ্গীতাত্মবাহী দেশবাসীকে আজ দেশের  
প্রাচীন সঙ্গীতকলা সম্বন্ধে হই কম্বিটী কথ্য বলিয়াই  
যুক্তিনির্ভিত করিতেছি।

আজকাল দেশে সঙ্গীত-বিদ্যার অমূল্যলীনে দেশবাসীর  
জাতিক অমর্যগ, দৃঢ় অধ্যবসায় ও একান্ত প্রচেষ্টা যে  
কৃষোদ্ভতির একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ (তাহা) অস্বীকার করিবার  
কাণ্ড নাই। বাস্তবিক বাদ্যলা দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে  
সঙ্গীত, সাধনার বিভিন্নমুখী প্রবৃত্তি ও প্রয়াস স্বরূপ স্রুতি  
দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে তাহা কেবল বিশ্বাস করাই  
নহে, বিলক্ষণ আশাশ্রয় ও প্রশংসনীয়। কিন্তু অমর্যগের  
ব্যক্তিগত ডাব-বস্ত্রের হস্তের প্রবাহ ও স্থানীয়ত্ব না  
হইলে তাহাব পরিণাম কল্যাণময় না হইয়া অনেক স্থলে  
অসমলভ্যই নিধান হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র অগ্রগতি প্রবল  
জীবনীশক্তির স্থানিদর্শন হইলেও নিয়মাত্মক না হইয়া যেহেতু  
পরিচালিত হইলে তাহা ধ্বংসেরই হেতু হইয়া থাকে।  
পবিত্র প্রতিপাদ্যরূপে কঠোর রীতি সমালোচনা দ্বারা  
যাক্ষমণ্য বন্ধুর করিয়া তোলাও অদ্বৈতশ্রুতির পরিচায়ক।  
তাই বাদ্যলা নগর, সহর পল্লীতে আজকাল যে বহু  
সংখ্যক নবীন গায়কের সহিত অস্বাভাবিক পবিত্র আমর্য  
লাভ করিতেছি, ব্যক্তি বা সমষ্টিভাবে তাহাদের গীতকলা-  
নিপুণতার ক্রৌতিকর বা অপ্রিয় কোন সমালোচনাই না  
করিয়া আমরা কেবল আশীষ্য প্রদর্শিত গায়কের দোর-  
বন্ধন-প্রতিভার ও প্রকৃতি পাঠকবর্গের হৃদয়স্থিত আকর্ষণ  
করিতেই অসমর্থ কর্তব্য উৎসাহন করি।

সঙ্গীত-রসিকের প্রণেতা প্রবীণ সঙ্গীতবেত্তা শ্রীমদীশ্বরী  
প্রাচীন সঙ্গীতকলায় যত্নসহকারে গায়কের হৃদয়স্থিত  
বে বিদ্যুত আলোচনা করিয়াছেন, তাহাই সঙ্গীত-সংস্কৃতি

আমরা প্রথমতঃ এখানে বিবৃত করিব। আমর্যগের দৃঢ়  
বিশ্বাস—যমীকী শ্রীমদীশ্বরী উপদেশবাহী সমাক্রমে অমু-  
লীন ও অমর্যগ করিলে স্থায়ী পাঠকবর্গ বিশেষ উপভুক্তই  
হইবেন এবং তাহাদের গতিপথ সুস্পষ্ট ও সুগম হইবে।

শ্রীমদীশ্বরী প্রথমতঃ বিভিন্ন গুণাবিত গায়কসংগে  
সংজ্ঞা নির্ধারণ করিয়াছেন।

১। যে গায়ক 'মার্গ' ও 'দেবী' সঙ্গীত বিদ্যায়  
সমাক্রমে তিনি 'গায়ক' নামে অভিহিত।

২। যিনি কেবল 'মার্গ' সঙ্গীতেই অভিজ্ঞ তাহাকে  
'বরাহ' আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে।

৩। যে প্রিয়দর্শন ব্যক্তির কণ্ঠের স্বরপ্রবাহ, যিনি  
গ্রহ ও জ্ঞান-স্বরে বিচক্ষণ এবং রাগ, তাল, ভাষা,  
ক্রিয়া ও উপাঙ্গ প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ তাহাকে  
'গায়ক বা গায়ন' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

৪। প্রবন্ধ ও গানে স্থানপূর্ণ, বিবিধ আলোচনা  
তত্ত্ব, সঙ্গীতের উচ্চ গুরু অল্পে নিম্ন করিতে  
সমর্থ, কণ্ঠের বাহার আয়ত, যিনি তাল ও অলঙ্কার,  
তত্ত্ব ও ছায়াগণে অভিজ্ঞ, সঙ্গীতের কল্পনায় বিশেষজ্ঞ,  
অবাধে স্বামী ও সঙ্গীতী স্বর্ণ প্রদর্শনে স্মরণ, সঙ্গীতের  
বিবর্তিত, সঙ্গীতাত্মলীনে স্বতন্ত্র, যুক্তকর, সুশ্রুতকরণে  
(স্বচর বা স্বচর) গীত নিশ্চয় করিতে যত্ন, ধার্ম-  
শক্তিগণের, বাহার কণ্ঠের বৈধ অপ্রতিভতা এবং  
নির্জনকৃত, স্থান প্রোক্তের মনোহরী, তত্ত্বকরণে যিনি  
প্রবীণ, বাহার সম্প্রদায় বা গুরুগণের বিদ্যুত, তাহাকেই  
শ্রীমদীশ্বরী 'গায়ক' বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

৫। পূর্বোক্ত গুণসমূহের অভিজ্ঞতা সঙ্গীত-বিদ্যায়  
গায়ককে 'মধ্য গায়ক' এবং গায়ককে 'অমর্য'  
গায়ক' বলিয়া শ্রীমদীশ্বরী অভিহিত করিয়াছেন।

শাস্ত্রদেব গায়কগণকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন  
(১) শিক্ষাকার, (২) অমুকার, (৩) রসিক, (৪) রঞ্জক  
ও (৫) ভাবুক। শাস্ত্রদেবের কথিত ইহাদের প্রত্যেকের  
লক্ষণ নিম্নে লিখিত হইল।

১। শিক্ষাকার—যে গায়ক সম্পূর্ণ সঙ্গীত বিদ্যা  
শিক্ষাদানে দক্ষ।

২। অমুকার—যে গায়ক গীতে অন্তর ভঙ্গীর  
অমুকরণ করেন।

৩। রসিক—যে গায়ক রসাবিষ্টভাবে গান করিয়া  
থাকেন।

৪। রঞ্জক—যে গায়ক শ্রোতার মনোরঞ্জন সম্যক  
সমর্থ।

৫। ভাবুক—যে গায়ক গীতে নব নব উৎকর্ষতা  
সম্পাদনে সক্ষম।

উক্ত পাঁচপ্রকার গায়ক মধ্যে যিনি একাকী গান  
করেন তাঁহাকে “একল” গায়ক; যিনি আর একটা  
সহযোগীর সহিত মিলিত হইয়া গান করেন তাঁহাকে  
“যমল” গায়ক এবং যিনি বহু গায়কের সহিত মিলিত  
হইয়া গান করেন তাঁহাকে “বৃন্দ” গায়ক বলা হইয়া  
থাকে।

অতঃপর গায়কগণের দোষের উল্লেখে শাস্ত্রদেব  
বলিতেছেন—‘দুষ্ট বা নিন্দিত’ গায়ক পচিশ প্রকার।  
উহাদের নাম ও লক্ষণ নিম্নে বিবৃত হইল।

১। সন্দেহ—যে গায়ক দক্ষ দংশন পূর্বক গান করিয়া  
থাকেন তাঁহাকে “সন্দেহ” বলা হয়।

২। উদ্বৃষ্ট—যে গায়কের কণ্ঠস্বর উচ্চ ও রসহীন  
তাঁহাকে উদ্বৃষ্ট বলে।

৩। স্মৃৎকারী—গান গাহিবার সময় যে গায়ক পুনঃ  
পুনঃ স্মৃৎকার অর্থাৎ মুখ দিয়া “স্মৃৎ” শব্দ করিয়া বার বার  
নিঃশ্বাস গ্রহণ করেন তাঁহাকে “স্মৃৎকারী” নামে অভিহিত  
করা হয়।

৪। ভীত—গাহিবার সময় যে গায়ক ভয়ানক  
হইয়া থাকেন তাঁহাকে “ভীত” বলা হয়।

৫। শঙ্কিত—যে গায়ক শীঘ্র গীত শেষ করিবার  
চেষ্টা করেন (যেন শঙ্কিত হইয়া) তাঁহাকে “শঙ্কিত”  
আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে।

৬। কল্মিত—গাহিবার সময় বাঁহাং দেহ ও কণ্ঠস্বর  
স্বভাবতঃ কাঁপিয়া থাকে তিনি “কল্মিত” বলিয়া ব্যাখ্যাত  
হন।

৭। করালী—গান গাহিবার সময় বাঁহাং মুখ ভীষণ  
ভাবে উদ্ঘাটিত হয় তাঁহাকে “করালী” বলা হইয়া  
থাকে।

৮। বিকল—যে গায়ক গীতকালে নান বা অধিক  
প্রতিস্পন্দন আর গীতে প্রয়োগ করিয়া থাকেন তাঁহাকে  
“বিকল” বলা হয়।

৯। কাকী—যে গায়কের কণ্ঠস্বর কাকের জায় কর্ণ  
তাঁহাকে “কাকী” বলে।

১০। বিতাল—গীতকালে বাঁহাং তালভঙ্গ হয় তাঁহাকে  
“বিতাল” আখ্যা দেওয়া হয়।

১১। করভ—যে গায়ক গলদেশ উর্দ্ধে উত্তোলিত  
করিয়া গান করিয়া থাকেন তাঁহাকে “করভ” বলা হয়।

১২। উৎবড়—যিনি গান কালে ছাগলের জায় গলা  
করিয়া গান করেন তাঁহাকে “উৎবড়” আখ্যা দেওয়া  
হইয়া থাকে।

১৩। বোদ্ধক—গান করিবার সময় বাঁহাং ললাটে,  
বদনে ও গ্রীবায় শিরাসমূহ পরিস্ফুট হইয়া ওঠে তাঁহাকে  
“বোদ্ধক” আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে।

১৪। তুষকী—গান গাহিবার সময় বাঁহাং গলদেশ  
ক্ষোভ হইয়া তুষ বা লাউয়ের আকার ধারণ করে, তাঁহাকে  
“তুষকী” বলা হয়।

১৫। বজ্রী—যিনি গলদেশ বজ্র করিয়া গান করেন  
তিনি “বজ্রী” নামে অভিহিত হন।

১৬। প্রসারী—যিনি গান গাহিবার সময় শরীর ও গীতকে প্রসারিত করেন তাঁহাকে “প্রসারী” বলা হইয়া থাকে।

১৭। বিনিমৌলক—যে গায়ক নয়ন নিমৌলনপূর্বক গান গাহেন তাঁহাকে “বিনিমৌলক” বলা হয়।

১৮। বিরস—যাঁহার গীত রসবিহীন তাঁহাকে “বিরস” আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে।

১৯। অপস্বর—যে গায়ক গানে বর্জিত স্বর ব্যবহার করিয়া থাকেন তিনি “অপস্বর” বলিয়া ব্যাখ্যাত হন।

২০। অব্যক্ত—গানকালে যাঁহার কণ্ঠস্বর গদগদ ভাবযুক্ত হয় অর্থাৎ গীতের বর্ণগুলি অস্পষ্ট বা অব্যক্তরূপে উচ্চারিত হয় তাঁহাকে “অব্যক্ত” বলা হয়।

২১। স্থানভ্রষ্ট—যিনি হৃদয়, কণ্ঠ ও মূর্দ্ধা হইতে স্রবিত অর্থাৎ যাঁহার কণ্ঠস্বর এই তিন স্থানে পৌছাইতে পারে না তাহাকে “স্থানভ্রষ্ট” নামে অভিহিত করা হয়।

২২। অব্যবস্থিত—পূর্বকথিত তিনটি স্বরস্থান যাঁহার অনিদিষ্ট অর্থাৎ নির্দেশ করিতে যিনি অসমর্থ তাঁহাকে “অব্যবস্থিত” বলা হয়।

২৩। মিশ্রক—যিনি শুদ্ধ ও ছায়ালাগ এই দুই প্রকার রাগের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে না পারিয়া মিশ্রিত করিয়া ফেলেন, যাঁহার গীতে বা রাগে বহুল প্রকার মিশ্রণ পরিলক্ষিত হয় তাঁহাকে “মিশ্রক” বলে।

২৪। অনবধান—যে গায়কের চিত্ত ‘হৃদয়’ প্রভৃতিতে (রাগের অবয়বকে হৃদয় বলে; রাগ শব্দের অর্থ গমক; দেশী ভাষায় গমককে রাগ বলে) অবধানশূন্য তাঁহাকে “অনবধান” বলা হয়।

২৫। সাত্বনাসিক—যে গায়ক আত্মনাসিক ধ্বনিতে অর্থাৎ ‘নাকী’ দ্বারে গান গাহিয়া থাকেন তাঁহাকে ‘সাত্ব-নাসিক’ আখ্যা দেওয়া হয়।

এই তো গেল রত্নাকর প্রদর্শিত গায়কের দোষগুণ বিচার। আজকাল বহু প্রসিদ্ধ গায়ককেও পূর্বোক্ত দোষ সমূহের এক বা ততোধিক দোষযুক্ত দেখা যায়। ইহাদের কেহ কেহ আবার মুখ ও অঙ্গের নানারূপ উৎকট ভঙ্গী করিয়া গান গাহিয়াও শ্রোতাদিগের প্রতি এরূপ তাচ্ছিল্যপূর্ণ সহানুভূতিহচক কটাক্ষপাত করিয়া থাকেন যেন তাঁহারা যে কত বড় কলানিপুণ শিল্পী তাহা হৃদয়গম্য করিবার ক্ষীণশক্তিও তুচ্ছ অঙ্গ শ্রোতৃবৃন্দের অনেকেবই নাই। একান্ত দুঃভাগ্যবশতঃ অনেক শিক্ষিত সঙ্গীতাত্মরাগী যুবককেও এইরূপ দান্তিক ও নান্য দোষহুঁষ্ট গুরুর নিকটই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হয় এবং নিত্য-সাহচর্য্যজনিত অভ্যাসফলে অজ্ঞানতঃ এই সকল অমার্জনীয় দোষে অভ্যস্ত হইয়া পড়েন। আমরা ছাত্র-গণকে গুরুর প্রতি অশ্রদ্ধাধিত হইতে বলি না, কিন্তু তাঁহাদিগকে সর্বদা এই কথাটি স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি যে—“শত্রোরপি গুণাবাচ্য দোষাবাচ্য গুরোরপি।”

## স্বরলিপি

পিলু বারোঁয়া—তেতাল  
(ঠুম্রী)

মোহে গরবা লগাবে রে  
অকেলী জানকে ।  
ভোঁহ কমান নয়ন মৃগলোচন  
তক তক মারত বানকে ॥

রচনা—সনদ ।

স্বরলিপি—শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ।

০ ১ ২ ৩  
রা পা মা জ্ঞা রা সন্না -না ন্না সা -না সা -না ন্না রজ্ঞা রা -না }  
মো ০ হে গ র বা ০ ল গা ০ বে ০ রে ০ ০ ০ ০

ন্না সা গমা পা গমা গমা ধা পা গমা পধা গধা পমা গমা পা জ্ঞা রা  
অ কে লী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ জা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন কে

০ ১ ২ ৩  
ন্না সা গা মা পা -না পা পা পা ধা স'না গা ধপা মগা মা মা  
ভোঁ ০ হে ক মা ০ ন ন য় ন য় গ লো ০ ০ চ ন

সা গা গা গা মা -না মা মা রমা রমা পদা পা মজ্ঞা -না রা -না  
ত ক ত ক মা ০ র ত বা ০ ০ ০ ০ ০ ০ কে ০ ০ ০

## তান

১। ন্না গমা পধা গধা পমা জ্ঞা সন্না সা ॥

২। প্ন্না সরা জ্ঞা -না সা জ্ঞা -না -না রসা ন্না রা সা রপা মজ্ঞা রসা ন্না ॥

৩। গমা পধা নস'না গধা পমা জ্ঞা সন্না সা ॥

## স্বরলিপি

## গোঁড়মল্লার-ত্রিতাল

ঝুক আই বাদরিয়া শাবনকী শাবনকী মন ভাবনকী ।

শাবনমে উমগে যোবনওয়া

ছাঁড পিয়া পরদেশ সিধারে শুধু না রহি ঘর আওনকী ॥

স্বরলিপি—সঙ্গীতবিদ্যারদ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয়ের ছাত্র—

শ্রীযামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

মা ধপা II মা গমা রা সা | সা রা সা - | মরা গা মা পা | মা - গা - I  
 ক আ ০০ ই বা | দ রি যা ০ | শা ০ ব ন | কী ০ ০ ০

মা রা মা মা | পা - গা পা | ধনা সা ধা পা | মা রগা মা ধপা II  
 শা ০ ব ন | কী ০ ম ন | ভা ০ ব ন | কী ০ ক

II পা পা পা পা | সা ধা না সা সা - সা - | সা রা সা - I  
 শা ০ ব ন | মে ০ উ ম | গে ০ যো ০ | ব ন ওয়া ০

সধা - ধা সধা | নসা - সা সা I নসা রা সা সা | সধা - পা - I  
 ছাঁ ০ ড পি | যা ০ প র | দে ০ শ সি | ধা ০ রে ০

মা রা মা মা | পা - গা পা I ধনা সা ধা পা | মা গা মা ধপা II  
 শু ধু না র | হি ০ ঘ র | আ ০ ০ ব ন | কী ০ ক

## তান

১। মপা ধনা সধা পমা | গমা রপা মগা মরা |

২। সসা ন্‌সা রগা মরা | পমা পধা নসা ধপা | মগা মপা মরা সসা |

৩। মগা পমা ধপা মপা | ধনা সসা ধপা সসা | ধপা মপা মগা রপা | মগা মরা সসা ন্‌সা I



## স্বরলিপি

সেই ভালো সেই ভালো

আমারে না হয় না জান।

দূরে গিয়ে নয় ছাখ দেবে

কাছে কেন লাজে লাজান।

নোর বসন্তে লেগেছে তো সুর,

নেণ্ডন ছায়া হয়েছে মধুর,

থাকনা এমনি গন্ধে বিধুর

মিলন কুঞ্জ সাজান।

গোপনে দেখেছি তোমার ব্যাকুল

নয়নে ভাবের খেলা।

উতল আঁচল এলোথেলো চুল

দেখেছি ঝড়ের বেলা।

তোমাতে আমাতে হয়নি যে কথা

মর্শে আমার আছে সে বারতা,

না-বলা বাণীর নিয়ে আকুলতা

আমার বাঁশিটি বাজান ॥

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রী অনাদিকুমার দস্তিদার

II	{	পা	সাঁ	সঁগা	ধা	মগা	-রগা	I	মা	পা	-া	-া	-া	-া	I
		সে	ই	ভা	লো	সে০	০০		ভা	লো	০	০	০	০	

(না	না	-া	সাঁ	-া	-গা	I	ধা	গা	-ধা	পা	-ধা	সঁগা	I
আ	মা	০	রে	০	০		না	হ	য়	না	০	জা	

ধা	-া	-া	-পমা	-গা	-মা)	I	সাঁ	মঁ	গাঁ	রাঁ	সাঁ	-রঁসাঁ	I
নো	০	০	০০	০	০		দু	রে	গি	য়ে	ন	য়	০

না	-া	সাঁ	না	সাঁ	-রঁসাঁ	I	-না	-সাঁ	-া	-া	-া	-া	I
দুঃ	০	খ	দে	বে	০০		০	০	০	০	০	০	

না	রাঁ	সাঁ	গা	ধা	পা	I	গা	-া	মা	পা	-ধা	-গা	II
কা	ছে	কে	ন	লা	জে		লা	০	জা	নো	০	০	

II {মা -ধা ধা | ধা -া না I না স'া -া | স'রীঃ স'নঃ না I  
মো ব ব | স ন তে লে গে ০ | ছে ০ ০ ত

স'া -া -া | -া -া -া I না স'া -া | না স'া -া I  
স্ব ০ ০ | ০ ০ ব বে গ ০ | ব ন ০

না -া -া | স'া -া -া I না স'া -ন'রী | স'া গা -স'গা I  
ছা ০ ০ | যা ০ ০ হ য়ে ০ ০ ছে য ০ ০

ধা -া -া | -া -া (-পমগা)) I -া I গা -া -রী | স'া -া -া I  
ধু ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ব ব ধা ০ ক না ০ ০

-গা -া -া | গা ধা পা I পা -া -ধা | পা -ধগা ধা I  
০ ০ ০ | এ য় নি গ ০ ন ধে ০ ০ বি

পা -া -া | -া -া -া I না না না স'া -া স'া I  
ধু ০ ০ | ০ ০ র মি ল ন কু ন জ

গা -া মা | পা -া -স'া II  
সা ০ জা নো ০ ০

II মা ধা পা | মগা -রা গা I মা -া -গা | গা ধা -া I  
গো প নে দে ০ ০ থে ছি ০ ০ তো মা ব

গা গ'রী স'া | গা গা ধা I পা ধা -পধগা | গা ধা -া I  
যা কু ০ ল ন য় নে ভা বে ০ ০ ব থে লা ০

ধা ধ'স'া স'া | না স'া -া I না না স'া | না স'া -া I  
উ ত ০ ল আ চ ল এ লো থে লো চ ল

না না -ধনা | সঁ -াঁ -াঁ I ধা ধসঁ -ণা | ধা পা -ধপা I  
দে থে ০০ ছি ০ ০ বা ডে ০ বু বে লা ০০

মা গা সা গা -াঁ পা I মা -াঁ -ণা | গা ধা -াঁ I  
গো প নে দে ০ থে ছি ০ ০ তো মা বু

{মা ধা ধা | ধা ধা না I না -াঁ সঁ | সঁরঁঃ সঁনঃ না I  
তো মা তে আ মা তে হ য় নি মে ০ ০০ ক

সঁ -াঁ -াঁ | -াঁ -াঁ -াঁ I না -াঁ -াঁ | সঁ -াঁ না I  
ধা ০ ০ ০ ০ ০ ম ০ বু মে ০ আ

সঁ -াঁ -াঁ | -াঁ -াঁ -াঁ I না নরঁ সঁ | সঁধা -সঁ সঁণা I  
মা ০ ০ ০ ০ ০ বু আ ছে ০ সে বা ০ র

ধা -াঁ -াঁ | -াঁ -াঁ (-পমগা)) I -াঁ I গা রঁ সঁ | সঁধা -সঁ গধা I  
তা ০ ০ ০ ০ ০০০ ০ না ০ ব লা ০ বা ০

পা -াঁ -াঁ | -াঁ -াঁ -মগা I গা মা পা | ধা ধা -াঁ I  
গী ০ ০ ০ ০ ০ র ০ না ব লা বা গী বু

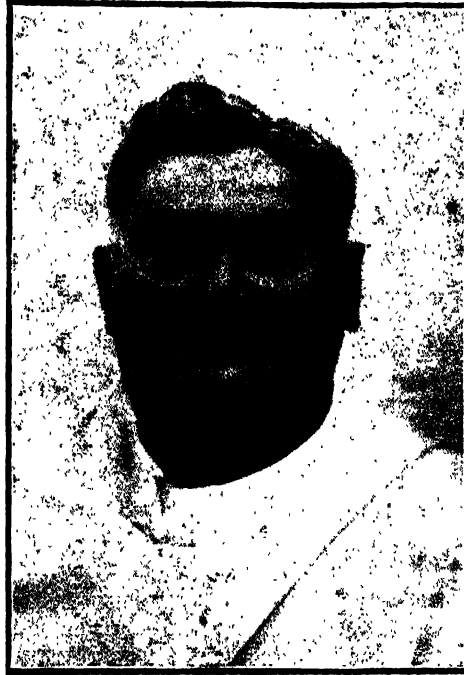
ধা ধা ধা | ধা ধা ধা I ধা ধা -ণা | পা -ধণা ধা I  
নি যে আ বু ল তা আ মা র় ধা ০০ শি

পা -াঁ -াঁ | -াঁ -াঁ -াঁ I পা -না না | সঁ -াঁ -াঁ II II  
টি ০ ০ ০ ০ ০ বা ০ আ নো ০ ০

## রবীন্দ্র-সঙ্গীত

৩ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কোনো গীতিকবি বা শিল্পীর শিল্পকৃষ্টির সম্বন্ধে বিচার করবার সময় তাঁর সমগ্র আত্মপ্রকাশের অন্তর্গত ক্রম-বিকাশের রূপ সমঝদার বিচারকের চোখে ধরা দেয়। বাহিরের রূপ, রস, গন্ধস্পর্শের তরঙ্গাঘাত শিল্পীর মর্ম-বীণার ভায়ে যে স্পন্দন জাগিয়ে তোলে, তাই তাঁর অহুত্বের আনন্দরসে অভি-  
সিক্ত হয়ে নানা রসকৃষ্টির উৎস-ধারায় উৎসারিত হয়। অন্তরের ভাবলোকের এবং বাহিরের সৌন্দর্যালোকের মিলনে যে পুণ্য সঙ্গমতীর্থ রচিত হয়, তারি কেন্দ্রস্থলে সকল প্রয়োজনাতীত অনির্কচ-নীয় রূপকৃষ্টিগুলি আপনার পূর্ণ মাধুর্যে বিকশিত হয়ে বলে “অহম্ অহম্ ভো”—এই আমি আছি। যখন এই প্রাণবান্ সত্ত্বা বহিঃস্থ থাকার আনন্দের বিজয়বার্তা ঘোষণা করে, তখন শাখত আনন্দলোকে তার আগুন স্প্রতিষ্ঠিত। বাহিরের প্রভাব তখন তার অন্তরকে স্পর্শ করে, কিন্তু স্কু করে না।



লেখক

শিল্পকৃষ্টি নিয়ে পৃথিবীতে যে তর্কজাল বোনা হয়েছে, তাতে আবদ্ধ হয়ে বহুদশকান্তর অনেক লোক অনেক আর্তনাদ করেছে; অহুত্ব করার জিনিষকে বোধগম্য করবার চেষ্টা করেছে; indefinableকে define করবার চেষ্টা করেছে। বুঝির দ্বারা তার ব্যবচ্ছেদ

করেছে; অহুত্বের দ্বারা সেই রসকৃষ্টির স্ফুয়ার অপূর্ণ সৌন্দর্য তার উপলব্ধি করতে পারেনি।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের অভিব্যক্তির ধারা আলোচনা করে দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে। প্রথম থেকে এ পর্যন্ত তাঁর নব নব রসকৃষ্টির ক্রমবিকাশের ইতিহাস

লিখতে গেলে যে দূরদৃষ্টি ও শক্তির প্রয়োজন, তা' আমার নেই; তবে আমার ক্ষুদ্র শক্তির দ্বারা যতটুকু বুঝেছি, তা' সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করছি। এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে উদাহরণের সাহায্যে আলোচনা করবার ইচ্ছা আছে।

বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক সাহিত্যের আবহাওয়ার মধ্যে বাস করতেন এবং সাহিত্য আলোচনা ও রচনায় উৎসাহিত হ'তেন, এ কথা তাঁর জীবনস্মৃতিতে তিনি লিখেছেন। বহুমুগের নব জাগরণের প্রথম প্রভাতের অরুণালোকস্পর্শে তাঁর প্রতিভার উদ্বোধন হয়েছিল, এবং

পিতা, ভাই, ভগ্নী, সকলের স্নেহচ্ছায়ে ও উৎসাহের অহুকুল বায়ুতে তাঁর নব উন্মেষিত প্রতিভা উদ্দীপ্ত হয়েছিল।

সঙ্গীতে তাঁর অহুরাগ, রসাহুতি ও আত্মপ্রকাশ সম্বন্ধে ঠিক ঐ কথাই বলা চলে। আমাদের পরিবারে

গানবাজনার চর্চা বড়ো কম ছিল না। বড়ো বড়ো ওস্তাদ এসে সেরা সেরা হিন্দী গান (বেশির ভাগ রূপদ) গাইতেন। আর সেই সুরগুলিতে বাংলা কথা বসিয়ে ব্রাহ্ম-সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনার জন্ত গান রচনা করতেন দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তখন সঙ্গীতশাস্ত্র অধ্যয়নময়; পিয়ানোতে বিস্তর রাগরাগিণীর গং বাজাচ্ছেন আর তাতে কথা বসিয়ে গান তৈরী করুছেন কবি নিজে। এই হোলো গীতরচনার ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়। বাহিরের প্রভাব এবং traditionএর ধারা যুগপৎ তাঁকে রসের খোরাক জোটাতে লাগল। মাঝে মাঝে স্বকীয় প্রতিভার রশ্মি tradition এবং ওস্তাদীর গবাক্ষধারের ভিতর দিয়ে ঊকি-ঝুকি মেরেছিল, কিন্তু আবরণ বিদীর্ণ করে নিজস্ব প্রতিভার দীপ্তি তখনও উদ্ভাসিত হয়নি। ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন পাপক্ষয় করুবার একান্ত আগ্রহ দেখে রবীন্দ্রনাথও ভাবাবেগে গান লিখলেন—“আমার ছ’জনায় মিলে পথ দেখায় ব’লে পদে পদে পথ ভুলি হো।” ছ’জনায় তাড়নায় কাতর ভাবপ্রবণ অশ্রুবিলাসী শ্রোতাদের তিনি মুগ্ধ করেছিলেন, কিন্তু বীণাপাণির আসন তখনও শূণ্য ছিল। এ কথা লিখলুম বলে পাঠক ভাববেন না যে, তিনি সে সময়ে উচ্চদরের সঙ্গীত রচনা করেননি। পরবর্তীকালে যদুভট্ট এবং রাধিকা গোস্বামীর কাছ থেকে সুর আদায় ক’রে তাতে কথা বসিয়ে যে সব ব্রাহ্ম-সঙ্গীত তিনি রচনা করেছিলেন, তা অপূর্ণ বাক্য-যোজনায় এবং বীণ্যদ্যোতনায় অননুভবনীয় সম্পদে মহীয়ান।

এরপরে দেখা যায় classical সুরগুলির বিশিষ্ট রস আত্মসাৎ ক’রে তিনি গীতিনাট্য রচনায় সিদ্ধহস্ত হয়েছেন। “বাল্মীকি প্রতিভা” ও “মায়ার খেলা”র গানে classical প্রভাব সুস্পষ্ট। এই গীতিনাট্য দু’টির গানগুলি কথা ও সুরের হরগৌরী মিলনের অপূর্ণ উদাহরণ। এই সময়

আরও কতগুলি গান রচিত হয়, যার lyrical beautyর তুলনা নেই। বাল্যকালে আমি সে গানগুলি শুনে মুগ্ধ হতুম, তৃপ্ত হতুম আর আপনমনে গেয়ে যে কী আনন্দলাভ করতুম, তা’ কথায় বোঝাবার শক্তি আমার নেই। পৃথিবীর সমস্ত একান্ত intimate সম্বন্ধ অতিক্রম ক’রে কোন্ স্বপ্নলোকে উত্তীর্ণ হতুম কে জানে! গানগুলি হচ্ছে “আতুল কেশে আসে”, “আহা জাগি’ পোহাল বিভাবরী”, “আজি শরত তপনে”, “তোমার গোপন কথাটি” ইত্যাদি। কথার অর্থ আমার কাছে এত অকিঞ্চিৎকর ছিল যে, সে সময়কার কোনো রবীন্দ্রবিষেয়ী যখন আমাকে বললেন যে, রবীন্দ্রনাথ “আহা জাগি’ পোহাল বিভাবরী” এ গানটা কোনো প্রেমিকাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন, তখন যে কী আহত হয়েছিলাম বলতে পারিনি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের একুপ বস্তুতাত্ত্বিক অর্থ অনেকেই কর্ত।

রবীন্দ্রনাথ এ পর্যায়ের গানগুলিকে emotional আখ্যা দিয়েছেন। Emotional তো বটেই! Lyric মাত্রই emotional, কিন্তু সে emotion intimate নয়। এ যেন ক্ষণস্থায়ী স্বচ্ছন্দঃস্রবের স্বন্দেহ অতীত কোন্ এক অক্ষুর সরসানীরে বিকশিত শতদল—“তার বাঁদন যে নাই”। এই detachment হোলো artএর মূল কথা।

কবির সমস্ত কাব্যজীবনের ধারার মধ্যে দেখতে পাই তিনি অধ্যাত্মজগতের এমন এক স্তরে গিয়ে পৌঁচেছেন, যেখানে তাঁর দৃষ্টি বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎকে অতিক্রম ক’রে শাশ্বত আলোকের আনন্দে উদ্ভাসিত। এ দৃষ্টি ভারতবর্ষের নিজস্ব সম্পদ। এই দৃষ্টির সাহায্যে আবিষ্কৃত সত্যবাণীর অব্যাহত স্রোত বৈদিকযুগ থেকে এ কাল পর্যন্ত বয়ে আসছে এবং নানা যুগের নানা সমস্তার ঘাতপ্রতিঘাতে নানা সমাধানে উপনীত হয়েছে। এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য,

অর্থাৎ human interest। আমার ভো মনে হয় যে তিনি intensely human। আর একদিকে দেখতে পাই তাঁর প্রকৃতিশ্রীতি। যা-কিছু প্রাণবান্, যা কিছু আপনার আনন্দবেগের প্রেরণায় আপনাকে নিঃশেষে দান করেছে এবং নব নব জীবনের পূর্ণতার বিকশিত হচ্ছে, তাকেই তিনি এবাংস্ত আপনার করে নিয়েছেন। তাঁর রচিত “ছিন্নপত্র” বইটি যিনি পড়েছেন, তিনি বুঝতে পারবেন আমি কেন এ কথা বলছি। অধ্যাত্ম-জীবনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছে মাহুষ এবং প্রকৃতির ব্যবধানের বাধ ভেঙ্গে গেছে, দুই-ই তাঁর পরমাশ্রয় হয়ে উঠেছে।

সত্যের চরম উপলব্ধির শাখত আনন্দলোককে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি যখন বাণীর বরপুত্রের আগনে আসীন, তখন তাঁর স্বরশিল্প-সাধনার পূর্ণ পরিণতি দেখতে পাই। যে কথা নানারূপে নানা ছন্দে প্রকাশিত হয়েছে, তা স্বরের ব্যঞ্জনায় অরূপ মূর্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে আনন্দলোকের রহস্যের দ্বার অব্যাহত করে দিয়েছে। ধ্যান-সমাহিত চিত্ত স্বরের উৎসধারার সন্ধান পেয়েছে বলে অন্তরের স্বরের নিখরিসী কলস্বরে ধাবমান—“কার সাধ্য রোধে তার গতি।”

কবির আধ্যাত্মিক সাধনালব্ধ অপূর্ণ বাণীর সঙ্গে ভারতের মধ্যযুগের সাধকদের বাণীর ভাবের মিল আছে, এ কথা সর্ববাদীসম্মত। কিন্তু বাণী এবং স্বরের অপূর্ণ মিলনে শিল্পশ্রুতি হিসাবে আদর্শ-স্থানীয় হয়েছে কবির আধুনিক গানগুলি, যার আরম্ভ ‘গীতপঞ্চাশিকা’র এবং ‘গীতি-বীথিকা’র। পরবর্তী রচনার—‘নব গীতিকাব্য’ এবং ‘গীতমালিকা’র গানগুলিতে এ আদর্শের চরম পরিণতি পরম সৌষ্ঠবে অপূর্ণ শ্রীসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। এ গান-গুলিতে দেখতে পাই স্বরের Surprises। ঠৈলারোহণের সময় মোড় ফিরে অপ্রত্যাশিত প্রকৃতিমাহুর্ধ্য দেখে মনটা যেমন চমকে ওঠে, এও সেইরকম। কথাগুলো ভালো-

মাহুষের মতো মগজের এক কোণে চূপ ক’রে পড়েছিল। স্বরগুলো মৃত্যুচপল ভঙ্গীতে ঘিরে ঘিরে তাকে এমন একটা অপ্রত্যাশিত রূপদান করলে, যা’ মেখে রসিক-চিত্ত বললে “বাঃ, এ রকমটি ভো ভাবিনি!” আমার মনে হয় কবি হয়তো নিজেই জানেন না কেমন করে স্বরগুলো আপন গতিবেগের প্রেরণায় আপনি decorative designগুলো তৈরী করল—যার আরম্ভও নেই, শেষও নেই। যে স্বরটা গড়ে উঠল, সেটা কালোয়াতিও নয়, বাউলও নয়। তা সম্পূর্ণ খেয়ালী। জ্ঞানলব্ধ দুর্ধর্ষিত্ব বলবেন “হেঁয়ালী”।

গান তৈরী করবার সময় তাঁর কাছে বসে থেকে আমার বারবার মনে হয়েছে যে, স্বরের পাগলামীকে তিনি কিছুতেই দাবিয়ে রাখতে পারছেন না;—থাবার তাড়ায়ওনা, কাজের তাড়ায়ও না। একটা গানের স্বর দিচ্ছিলেন, সেটা হচ্ছে—“একটুকু ছোঁওয়া লাগে”। স্বর অভিমানিনী প্রেমসীর মতো মুখ ঘুরিয়ে বসল, মান-ভঙ্গনের পালা শেষ ক’রে কবির মন যখন স্বরকে লক্ষ্য ক’রে বললে “আচ্ছা নাও, তোমার হাতে আমার বাণী সমর্পণ করলুম”—অমনি গানটি তৈরী হোলো, কথা বললে আমি ধস্ত, স্বর বললে আমি পূর্ণ। আমার মূল বক্তব্য এই গানগুলির সম্বন্ধে এই যে, মধ্যযুগের কবিদের সঙ্গে বাণীর ভাবের মিল থাকতে পারে, কিন্তু গান হিসাবে অর্থাৎ শিল্পশ্রুতির হিসাবে কবির গানগুলিকে বোধহয় আরও উচ্চস্থান দেওয়া যেতে পারে। অন্ততঃ আমার এই মনে হয়, আর “বুঝিবে কী ধন রসিক যে জন।”

ঋতুসঙ্গীত সম্বন্ধে ছ’টার কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করি। “বসন্ত” ও “সুন্দর” এ দু’টা কবির অপূর্ণ শ্রুতি। অনেক কবি প্রকৃতির শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে তার জয়গান করেছেন শতমুখে। কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্য-লীলার রসমাহুর্ধ্য উপভোগ ক’রে তার সঙ্গে এমন নিবিড় আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপন এবং তার রহস্যলোকের দ্বার-

উদ্ঘাটন আর কোনো কবি করেছেন কিনা জানিনে। “ও কি এল, ও কি এল না।” গভীর অহুত্বের আনন্দ যেমন মাহুকে হৃৎকুণ্ডলের, মিলনবিরহের, জন্মমৃত্যুর অতীত অতীন্দ্রিয় আনন্দলোকে উত্তীর্ণ করে, তেমনি প্রকৃতিও অন্তর্নিহিত গভীর সত্তার পরিব্যাপ্ত চৈতন্তে উদ্ভোধিত হয়ে প্রাণের নব নব প্রকাশে জয় পরাজয়ের বাণী নিত্যনিয়ত ঘোষণা করছে। এই অরূপ মাধুর্যের সন্ধান, পাওয়া-না-পাওয়ার অনির্বচনীয় বিজয়বার্তার সাধনার বাণী, এই একান্ত আত্মীয়তার রূপ আনন্দের আশ্বাদন পেয়ে কবির মন গেয়ে উঠল কবির ঋতুসন্ধীতে মূর্ত হয়ে উঠেছে।\*

## স্বরলিপি

### মালকৌশ-ভেতাল

উৎসব চলেছে তাঁহার  
দীপ জলে শশী-তারকার।

ফুলেরা ফুটেছে সারে সার  
পাখী ডাকে শাখে অনিবার।

সে সভায় যোগ দে রে মন  
কেন হেন মোহ-অচেতন  
প্রীতিফুল করিয়া চয়ন  
ডালি দাও চরণে রাজার।

ত্রিভুবনে বীণা বাজে ঐ  
মরম-বীণা বাজে কই ?  
জেগে ওঠ নাচো মোর মন  
রচ' বন্দনা-গীতিহার ॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল, বাণীকণ্ঠ

II {সা<sup>০</sup> -জ্ঞা সা সগা | দা<sup>১</sup> দা গা সা | মা<sup>২</sup> -া -া -া | -া -া -া (-সা)} I -া I  
উ ৭ স ০ ব চ লে ছে তাঁ হা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

মা -জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | মা দা দা গা | দণা -সা -া -া | -া -া -া -সা II  
দী প জ লে শ শী তা র কা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

\* শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র পরিচয় সভার ৪র্থ বার্ষিক ৪র্থ অধিবেশনে গঠিত।

II {মা মা জ্ঞা -। মা -দা দা গা | দগা -সী -। -। -। -। -। -। I  
সে স ভা য় যো গ্ দে রে ম০ ০ ০ ০ ০ ০ ন ০

সী জ্ঞা জ্ঞা সগা | গসী সগা দা দা | গা -। -। -। -। -। -। -। -। I  
কে ন হে ন০ মো হ০ অ চে ত ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন ০

মা মা জ্ঞা -। মা দা দা গা | দগা -সী -। -। -। -। -। -। -। I  
ঐ তি ফ ল্ ক রি যা চ য০ ০ ০ ০ ০ ০ ন ০

গা গা গা -দা | দা দা মা -জ্ঞা | মা -। -। -। -। -। -। -। -সী II  
ভা লি দা ও চ র গে রা জা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II {সা সা সা সা | গ্ গ্ দ্ গ্ | দ্গ্ -। -। -। -। -। -। -। -। I  
ফ লে রা ফ্ টে ছে সা রে সা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

মা দ্ দ্ দ্ দ্ | দ্ গ্ গ্ গ্ গ্ | গ্ -সী -। -। -। -। -। -। -। -। II  
পা খী ভা কে শা ধে অ নি বা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II [মা মা জ্ঞা জ্ঞা]  
{গ্ সা জ্ঞা মা | মা দা দা গা | দগা -সী -। -। -। -। -। -। -। I  
জি ভূ ব নে বী গা বা জে ঐ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

সী জ্ঞা জ্ঞা সী | গা -দা দা গা | গদা -গা -। -। -। -। -। -। -। I  
ম র ম বী গা ০ বা জে ক ই ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

মা মা জ্ঞা জ্ঞা | মা দা দা -গা | দগা -সী -। -। -। -। -। -। -। I  
জে গে ও ঠ না চ মো য় ম০ ০ ০ ০ ০ ০ ন ০

গা গা গা -। দা দা মা মজ্ঞা | জমা -। -। -। -। -। -। -সী II II  
র চ ব ন্ দ না গী তি০ হা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০



## আগমনী

স্বপন দেখেছে গিরিরাণী

আকাশের চাঁদ ডেকে বলে—

“মাগো, আজ খোল দ্বার

আমারে তুলিয়া লও কোলে।”

প্রভাতে বাহিরে আসি’,

হেরিল কাহার হাসি।

উমাসতী হাসে মুহূ,

চরণ রাখিয়া ফুলদলে।

নভোহারা ছুটী তারা, উমার নয়ন কোলে,  
ললাটে সিন্দূর-বিন্দু. যেন রাঙা রবি জ্বলে।

বিমোহিত গিরিরাণী,

মুখে নাহি সরে বাণী।

মা হইয়া মা ডাকিতে

সাধ জাগে যেন পলে পলে।

কথা—শ্রীঅজয়কুমার ভট্টাচার্য্য

স্বরলিপি—শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী

সুর—কুমার শচীন্দ্র দেববর্মণ

II স<sup>+</sup>না স<sup>+</sup>দা পদা মা | মা পা দা গা I দা<sup>o</sup> না স<sup>+</sup>না - | - | - | - |  
 স্ব পন ০০ দে গে ছে গি রি রা ০ গী ০ | ০ ০ ০ ০

সা মা মা - | মা মা গা মা I গমা পদা পা - | পা দা মা - I  
 আ কা শে স্ব চা দ্ ডে কে ব ০ ০০ লে ০ | মা গো ০ ০

মপা মা জরা জা | রজা জা খা সা I {সা খা জা মা | জা খা সা - I  
 আ ০ জ খো ০ ল ঙা ০ ০ ০ স্ব আ মা রে তু | লি যা ল ও

গসা জরা সা - | মা গা মা - I II  
 কো ০ ০ লে ০ | মা গো ০ ০

\* এই গানখানি সুরদাতা স্বয়ং হিন্দুস্থান কোম্পানীতে রেকর্ড করিয়াছেন। সকারীতে ইচ্ছা করিয়াই একটু কীর্তনের ভাব মিশান হইয়াছে। সূক্ষ্ম কাককাধোর যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে, কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে মনে করিয়া বিস্তারিত দিলাম না; যাহাদের সঙ্গীত-বোধ আছে তাঁহারা অনায়াসেই বৈচিত্র্য খুঁজিয়া পাইবেন।

II  $\overset{+}{\text{দা}}$   $\overset{+}{\text{দা}}$   $\overset{0}{\text{জা}}$  - $\overset{+}{\text{া}}$  |  $\overset{0}{\text{জা}}$   $\overset{+}{\text{রী}}$   $\overset{0}{\text{জা}}$  - $\overset{+}{\text{া}}$  I  $\overset{+}{\text{জা}}$   $\overset{+}{\text{রী}}$   $\overset{+}{\text{জা}}$  - $\overset{+}{\text{া}}$  | - $\overset{+}{\text{া}}$  - $\overset{+}{\text{া}}$  - $\overset{+}{\text{া}}$  - $\overset{+}{\text{া}}$  I  
প্র ভা তে ০ বা হি রে ০ আ ০ সি ০ ০ ০ ০ ০

$\overset{+}{\text{রী}}$   $\overset{+}{\text{জা}}$   $\overset{+}{\text{রী}}$   $\overset{+}{\text{জা}}$  - $\overset{+}{\text{া}}$  |  $\overset{+}{\text{সী}}$   $\overset{+}{\text{খী}}$   $\overset{+}{\text{জা}}$   $\overset{+}{\text{মী}}$   $\overset{+}{\text{জা}}$   $\overset{+}{\text{খী}}$  I  $\overset{+}{\text{সী}}$  - $\overset{+}{\text{া}}$  - $\overset{+}{\text{া}}$  - $\overset{+}{\text{া}}$  | - $\overset{+}{\text{া}}$  - $\overset{+}{\text{া}}$  - $\overset{+}{\text{া}}$  - $\overset{+}{\text{া}}$  I  
হে রি ০ ল কা হা র হা ০ ০ ০ সি ০ ০ ০ ০ ০ ০

{ $\overset{+}{\text{খী}}$   $\overset{+}{\text{খী}}$   $\overset{+}{\text{খী}}$   $\overset{+}{\text{খী}}$  |  $\overset{+}{\text{খী}}$   $\overset{+}{\text{খী}}$   $\overset{+}{\text{খী}}$   $\overset{+}{\text{সী}}$  I  $\overset{+}{\text{নসী}}$   $\overset{+}{\text{খী}}$   $\overset{+}{\text{সী}}$   $\overset{+}{\text{নসী}}$   $\overset{+}{\text{খী}}$   $\overset{+}{\text{সী}}$  |  $\overset{+}{\text{নসী}}$  - $\overset{+}{\text{া}}$  - $\overset{+}{\text{া}}$  - $\overset{+}{\text{া}}$  - $\overset{+}{\text{া}}$  } I  
উ মা স ভী হা সে য় ছ য় ০ ০ ০ ছ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

$\overset{+}{\text{গা}}$   $\overset{+}{\text{সী}}$   $\overset{+}{\text{গা}}$   $\overset{+}{\text{দা}}$  |  $\overset{+}{\text{পা}}$   $\overset{+}{\text{মা}}$   $\overset{+}{\text{রা}}$   $\overset{+}{\text{জা}}$  I  $\overset{+}{\text{মপা}}$   $\overset{+}{\text{দপা}}$   $\overset{+}{\text{মা}}$  - $\overset{+}{\text{া}}$  |  $\overset{+}{\text{জা}}$   $\overset{+}{\text{রা}}$   $\overset{+}{\text{জা}}$  - $\overset{+}{\text{া}}$  I  
চ র গ রা খি য়া ফ ল দ ০ ০ ০ লে ০ মা গো ০ ০

$\overset{+}{\text{সা}}$   $\overset{+}{\text{খী}}$   $\overset{+}{\text{জা}}$   $\overset{+}{\text{মা}}$  |  $\overset{+}{\text{জা}}$   $\overset{+}{\text{খী}}$   $\overset{+}{\text{সা}}$  - $\overset{+}{\text{া}}$  I  $\overset{+}{\text{গসা}}$   $\overset{+}{\text{জা}}$   $\overset{+}{\text{খী}}$   $\overset{+}{\text{সা}}$  - $\overset{+}{\text{া}}$  | - $\overset{+}{\text{া}}$  - $\overset{+}{\text{া}}$  - $\overset{+}{\text{া}}$  - $\overset{+}{\text{া}}$  II  
আ মা রে তু লি য়া লও ০ কো ০ ০ ০ লে ০ ০ ০ ০ ০

II  $\overset{+}{\text{মা}}$   $\overset{+}{\text{মা}}$   $\overset{+}{\text{মা}}$   $\overset{+}{\text{মা}}$  |  $\overset{0}{\text{গা}}$   $\overset{+}{\text{মা}}$   $\overset{+}{\text{গা}}$   $\overset{+}{\text{মা}}$  I  $\overset{+}{\text{গা}}$   $\overset{+}{\text{মা}}$  - $\overset{+}{\text{া}}$   $\overset{+}{\text{পা}}$  |  $\overset{+}{\text{মগা}}$   $\overset{+}{\text{মা}}$   $\overset{+}{\text{গা}}$   $\overset{+}{\text{রা}}$  I  
ন ভো হা রা ছ টা ত্তা রা উ মা ব্ ন য় ন কো লে

$\overset{+}{\text{গা}}$   $\overset{+}{\text{গা}}$   $\overset{+}{\text{সী}}$   $\overset{+}{\text{সী}}$  |  $\overset{+}{\text{সী}}$   $\overset{+}{\text{সী}}$   $\overset{+}{\text{সী}}$   $\overset{+}{\text{সী}}$  I  $\overset{+}{\text{গা}}$   $\overset{+}{\text{রসী}}$   $\overset{+}{\text{সী}}$   $\overset{+}{\text{সী}}$  |  $\overset{+}{\text{গা}}$   $\overset{+}{\text{গধা}}$   $\overset{+}{\text{ধা}}$   $\overset{+}{\text{পমা}}$  } I  
ল লা টে লি লু র বি লু য়ে ন ০ রা ডা র বি জ লে ০

$\overset{+}{\text{জা}}$   $\overset{+}{\text{জা}}$   $\overset{+}{\text{জা}}$   $\overset{+}{\text{জা}}$  |  $\overset{+}{\text{জা}}$   $\overset{+}{\text{জা}}$   $\overset{+}{\text{জা}}$   $\overset{+}{\text{রী}}$  I  $\overset{+}{\text{মী}}$  - $\overset{+}{\text{া}}$  - $\overset{+}{\text{া}}$  - $\overset{+}{\text{া}}$  | - $\overset{+}{\text{া}}$  - $\overset{+}{\text{া}}$  - $\overset{+}{\text{া}}$  - $\overset{+}{\text{া}}$  I  
বি মো হি ত গি রি রা ০ গী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

রাঁ জঁরাঁ সাঁ গাঁ | সাঁ খাঁ জঁমাঁ জঁখাঁ I সাঁ -াঁ -াঁ -াঁ | -াঁ -াঁ -াঁ -াঁ I  
মু খে০ না হি | স রে বা ০ ০০ গী ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

{জঁরাঁ জঁরাঁ রাঁ জঁরাঁ | রঁজঁরাঁ রঁসাঁ গাঁ গাঁ I গঁসাঁ জঁখাঁ সাঁ -াঁ | (সাঁ রাঁ রঁরাঁ সাঁ)} I  
মা হ ই য়া | মা ০ ০ ০ ০ ডা কি ০ ০ ০ ভে ০ | ০ ০ ০ ০ ০

সাঁ জঁরাঁ খাঁ সাঁ | গাঁ দাঁ পাঁ মাঁ I জঁমাঁ জঁরাঁ জঁরাঁ খাঁ | সাঁ -াঁ -াঁ -াঁ I  
সা ধ জা গে | যে ন প লে প ০ ০ লে ০ ০ | ০ ০ ০ ০

জঁরাঁ জঁরাঁ -াঁ | সাঁ খাঁ জঁরাঁ মাঁ I জঁরাঁ খাঁ সাঁ -াঁ | গঁসাঁ জঁরাঁ সাঁ -াঁ I  
মা গো ০ ০ | আ মা রে তু লি য়া ল ও | কো ০ ০ ০ লে ০

-াঁ -াঁ -াঁ -াঁ II II  
০ ০ ০ ০

## গান

### শ্রীহাসিরামি দেবী

আজি নব আনন্দে মধুর ছন্দে  
চারণ জাগিল বাংলা মা'র  
ষোষে বরাভয় দিকে দিকে জয়  
উৎসবময় বন্দনার।

হাসে ফুলবীধি রাতি প্রভাতে,  
ভাসে শুভগীতি দখিনা সাথে,  
মুখর কণ্ঠে ওঠে বাজি'  
মৃৎ এ চিত চন্দনার।

তব পাদমূলে আজি সব ভুলে  
ভাই বোনে মিলি প্রণমি আজ  
খুলি ভাণ্ডার আনে ভারে ভার  
দিশি দিশি ভব কনক সাজ।

স্থনীল গগনে অমলিন জ্যোতিঃ  
করিছে জননী তোমারি আরাতি  
আলোক দীপালি আজি প্রাণে জালি  
দূরে গেল ঘন অন্ধকার। \*

\* উক্ত গানখানি লেখিকার বিনামূল্যে কেহ রেকর্ড কিম্বা স্থর করিতে পারিবেন না।

## স্বরলিপি

সারঙ্গ মিশ্র—দাদরা

আজ শরতের শ্রামলিমায় একি আকাশ ভরা।

তবু কোন্ মনের কোণে, বনের কোণে

আজি কার সন্ধানী বায় মুকুল জাগায়

শিউলি আমার কাঁদে—

আকুল অধীর বশুধরা!

করণ আর্তনাদে;

ছন্দে পরাণ হিন্দোলিয়া ওঠে,

বজ্রা হিয়ার আবরণের ফাঁকে

গন্ধে উদার ভ্রমর হ'য়ে ছোট্টে,

অন্ধ চোখের চাওয়া যদি থাকে,

অমর মনের অন্তরালে স্বপন জাগে ভাঙা-গড়া।

দৃষ্টি আমার উঠুক ভরি' নিখিল বঁধু-স্বয়ংস্বরা।

কথা—শ্রীকণিভূষণ মৈত্র

স্বরলিপি—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য

স্বর—কুমারী স্নেহা রায়

II রা -পা মা | রা -সা -রা I না সা রা | সা -না -না I  
 আ জ শ র তে ব জা ম লি মা য় ০

রা রা -গা -ধা পা -ধা I মা পা -রা | মা -সা রা I  
 এ কি ০ আ কা শ ভ ০ রা ০ ০ ০

-না সা রা | -না -না -না I -না -না রা | রা ধা ধা I  
 ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ জি কা র

ধা গা ধা | পজ্জা পা -না I ধা মা মা | পা রা -না I  
 ল ০ জা নি বা য় য় হু ল জা গা র

রা রপা -মা | -রা সা সার I না সা রা | সা -না -না II  
 আ হু ০ ল অ বী র ব হু জ রা ০ ০

II	মা	-া	পা	গা	মা	-পা	I	না	-া	না	সী	সী	সী	I
	ছ	০	ন্দে	প	রা	৭		হি	০	ন্দো	লি	রা	০ ০	
	ব	০	জ্যা	হি	রা	র		আ	ব	০	র	পে	০ ৩	
	না	সী	-া	-া	-া	-া	I	-রা	-া	মী	রী	সী	সী	I
	ও	ঠে	০	০	০	০		গ	০	ছে	উ	দা	র	
	ফা	কে	০	০	০	০		অ	০	ছ	চো	থে	র	
	না	সী	রী	না	সী	রী	I	না	সী	-া	-পা	-া	-া	I
	জ	ম	র	হ	য়ে	০		ছো	০	০	টে	০	০	
	চা	ও	রা	য	দি	০		ধা	০	০	কে	০	০	
	ধা	গা	গা	ধা	গা	গা	I	ধা	সী	না	ধা	পা	-মা	I
	অ	ম	র	ম	নে	র		অ	ন্	ত	রা	লে	০	
	দৃ	০	টি	আ	মা	র		উ	ঠ্	ক্	ড	রি	০	
	-মা	মা	মা	-রসা	সা	রা	I	না	সা	সরা	-সা	রা	-া	II
	অ	প	ন	জা	০	গে	০	ভা	দা	গ০	ভা	০	০	
	নি	খি	ল	ব	০	ধ্	০	অ	য়	৭০	রা	০	০	
পা II	পা	না	-সা	-সা	সা	রা	I	না	সা	-পা	-পা	মা	রা	I
ত	বু	কো	ন্	ম	নে	র		কো	পে	০	ব	নে	র	
	-রা	সা	-া	সা	রা	মা	I	পা	ধা	গা	ধা	-পা	পা	I
	কো	পে	০	লি	উ	লি		আ	মা	র	কা	০	দে	
	-ধা	-গা	-সী	-গা	পা	মা	I	-রা	সা	রা	সা	না	রা	I
	০	০	০	ক	ক	৭		আ	০	উ	না	০	০	
	সা	-া	-া	-া	-া		II II							
	দে	০	০	০	০									

## রস-কীর্তন

( মাথুর বিরহ—দুতী উক্তি )

জপতাল ( লোফা )

( ১ )

শ্রাম শুক পাখী, সুন্দর নিরখি' ;  
রাই ধরিল নয়ন কাঁদে ।

তারে হৃদয় পিঞ্জরে, রাখিল সাদরে,  
মনোহি শিকলে বাঁধে ॥

( তারে বেঁধেছিল, মন শিকলে বেঁধেছিল,  
হৃদয় পিঞ্জর মাঝে মন শিকলে বেঁধেছিল )  
মনোহি শিকলে বাঁধে ॥

( ২ )

.....  
তারে প্রেম সুধা নিধি দিয়ে ।  
তারে পুনি পালি, ধরাইল বুলি  
ডাকিত রাধা বলিয়ে ॥

( কিছু বলতো নাগো, রাধা ভিন্ন কিছু  
বলতো নাগো, রাধা নামের সাধা পাখী  
রাধা ভিন্ন কিছু বলতো নাগো )  
ডাকিত রাধা বলিয়ে ॥

( ৩ )

এখন হ'য়ে অবিশ্বাসী, কাটিয়া আঁকুসী  
পলায়ে এসেছে পুরে ।

সঙ্কান করিতে পাইলু জানিতে  
কুবুজা রেখেছে ধরে ॥

( মনোচোরা পাখী, রাধার মনোচোরা পাখী,  
রাধার ভিন্ন আর কার নয় রাধার মনোচোরা  
পাখী ) কুবুজা রেখেছে ধরে ॥

( ৪ )

আপনারি ধন, করিতে প্রার্থনা  
রাই পাঠাইল মোরে ।

চণ্ডীদাস দ্বিজে, তব তজবিজে,  
পেতে পারে কিনা প রে ॥

( বিচার ক'রে দেখ হে, বিচারপতি বিচার  
ক'রে দেখহে, পাখী রাই পাবে না কুজা  
পাবে বিচারপতি বিচার ক'রে দেখ হে )  
পেতে পারে কিনা পারে ॥

রচনা—প্রাচীন বৈষ্ণব কবি-শিরোমণি দ্বিজ চণ্ডীদাস

সুর ও স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীহর্গাচরণ বিশ্বাস ।

১।	মা	মা	মা	জা	রা	রা	সা	রা	রা	রা	জা	রা	রা
	জা	ম্	ও	ক	পা	খা	সু	ল	র	নি	র	পি	রাই
	সা	রা	সা	গ্	ধ্	গ্	সা	সা	না	না	না	না	I
	ধ	রি	ল	ন	হ	ন	ফা	দে	০	০	০	০	

০	১	২	৩	
{ মা	পা	পা	পা	পা
হ	দ	য়	পি	জ
			রে	রা
			খি	ল
			সা	দা
				পা
				রে

০	১	২	৩	
মা	পা	মা	মা	মা
ম	নো	হি	শি	ক
			লে	০ ০ ০
			রা	০
			জা	০
			রা	০
			সা	০
			দা	০
			পা	০
			রে	০

আখর :-

০	১	২	৩	
II সা	দা	দা	সা	সা
০	০	০	০	০
			তা	রে
			দে	০
			মা	০
			গা	০
			রজা	০
			রসা	০

০	১	২	৩	
{ গা	সা	সা	সা	সা
ম	ন	শি	ক	লে
			০	০
			দে	০
			মা	০
			গা	০
			রজা	০
			রসা	০

০	১	২	৩	
{ মা	মা	দা	পা	পা
হ	দ	০	০	০
			০	০
			০	০
			০	০
			০	০
			০	০
			০	০

০	১	২	৩	
গা	সা	সা	সা	সা
ম	ন	শি	ক	লে
			০	০
			দে	০
			মা	০
			গা	০
			রজা	০
			রসা	০

০	১	২	৩	
মা	পা	মা	মা	মা
ম	নো	হি	শি	ক
			লে	০ ০ ০
			রা	০
			জা	০
			রা	০
			সা	০
			দা	০
			পা	০
			রে	০

অপরপর কলিগুলির স্থর প্রথম কলির অক্ষরপ।

হারমোনিয়মের স্কেল :- জী কঠে মদারার সি-সাপ ( কোমল র ) কিছা ডি-সাপ ( কোমল গ ), পুন্স কঠে উদারার এফ-সাপ ( কড়ি ম ) কিছা জি-সাপ ( কোমল ধ )।

## সঙ্গীতে ত্রিপুরা

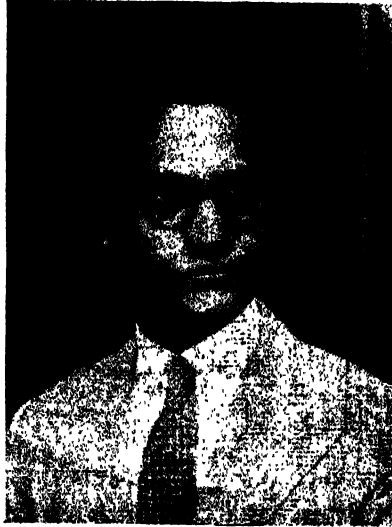
শ্রীমণিলাল সেনশর্মা

প্রত্যেক দেশের চিত্র-কলার রূপ-রস যেমন প্রত্যেক দেশবাসীরা উপভোগ করতে পারে এবং যে কোন দেশের ছবি থেকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশবাসীরা যেমন রূপরস নিঙড়ে বা'র করবার মত প্রেরণা আজকাল উপলব্ধি করছে; নিজেদের সঙ্গীত ছাড়া অন্য দেশের সঙ্গীত বুঝবার মত বা উপভোগ করবার মত তেমন প্রেরণা এখনও মনে জাগেনি বলেই সঙ্গীতে প্রাদেশিকতা বেশী,

আর একজন্মেই সঙ্গীত একঘরে হয়ে আছে। চীনের একটা ছবি দেখে আমরা ছবিটির অঙ্কন পদ্ধতির প্রশংসা না করে পারিনে, ভাব বুঝতে না পারলেও বুঝবার চেষ্টা করি। ছবির মত অন্যান্য ললিত কলার সম্বন্ধেও এ কথা বলা চলে। কিন্তু চীনের গান শুনে' বুঝবার মত মনের অবস্থা আমাদের এখনও হয়নি বলে' গান আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা হেসে তা'দের সঙ্গীতকে অগ্রাহ্য করে' বসি। একজন্মেই সঙ্গীত বড় একঘেয়ে; আর তার ফলে বাংলার গীত;

হিন্দুস্থানের গীত, কর্ণাটের গীত, মহারাষ্ট্রের গীত, এরূপ নানা বিভাগ ভারতীয় সঙ্গীতের মধ্যেই হয়ে গেছে, অন্যান্য দেশের সঙ্গীতের ত কথাই নেই। তবে আজকাল ভারতীয় সঙ্গীতে ইউরোপীয় কন্সার্ট পদ্ধতি ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে ভারতীয় বেশ ধরে, আর পাশ্চাত্য সঙ্গীতেও ভারতীয় গীত আন্তে আন্তে আমেজ ধরাতে শুরু করেছে। হলিউডের কোনও কোনও প্রসিদ্ধ বাগী-চিহ্নের সঙ্গীতে ভারতীয় রাগ-

রাগিণীর রূপ ও ভারতীয় বেশে কন্সার্ট শুনেছি। বর্তমানে আমাদের সঙ্গীতের রূপ-রস পাশ্চাত্যের কোনও কোনও সঙ্গীতজ্ঞের মন বিশেষ ভাবে স্পর্শ করেছে। বোম্বাইএর এক বীণকারের বীণার আলাপ গ্রামোফোন রেকর্ডে শুনে, আমেরিকার কোনও এক প্রসিদ্ধ অর্কেস্ট্রা-চালক বীণার মত অদ্ভুত যন্ত্রটি দেখবার ও বিশেষ করে ঐ যন্ত্রটির বাজনা শুনবার জন্য ভারতে এসেছিলেন।



লেখক

যা'হোক, কয়েক বৎসর পূর্বে ত্রিপুরার কোনও ওস্তাদের প্রিয় শিষ্য পাশ্চাত্যে ভারতীয় সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন; তাতে সমস্ত ভারতেরই গৌরব বর্ধিত হয়েছে ও হচ্ছে। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞগণের মধ্যে দুই একজন ত্রিপুরাবাসী আছেন যা'দের অদ্ভুত বাজ-কৌশল দেখে ও বাজনা শুনে' সকলে আশ্চর্য্যান্বিত, মোহিত এবং ভাবে বিভোর হয়েছেন। বর্তমানে ভারতীয় সঙ্গীত-আসরে ত্রিপুরার আলাউদ্দিন সর্বশ্রেষ্ঠ সরোদ যন্ত্র-

বাদক। তাঁরই লক্ষপ্রতিষ্ঠ শিষ্য তিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য পাশ্চাত্যে বিখ্যাত নৃত্যবিদ উদয়শঙ্করের সঙ্গে সরোদ বাজিয়ে' ভারতীয় সঙ্গীতের রূপ-রস প্রচার ক'রে গুরুকে ও সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীকে গৌরবান্বিত করেছেন। বর্তমানে তিনি তাঁর ওস্তাদের পথ অবলম্বন করে যে যন্ত্র-সম্মেলন বা অর্কেস্ট্রা রচনা করেছেন তা' ইতিমধ্যেই শ্রোতা-রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।



আলাউদ্দিন মধ্য-প্রদেশের অন্তর্গত মাইহার রাজ-দরবারের সভাবাদক নিযুক্ত আছেন। কয়েক বৎসর পূর্বেও মাইহারের নাম বাংলা দেশের জনসাধারণের কাছে অপরিচিত ছিল। আলাউদ্দিনের অপূর্ণ প্রদীপের আলোকে আজ মাইহারের প্রতি সারা ভারতের দৃষ্টি নিবদ্ধ। তাঁর কীর্তি সারা পৃথিবীর একটা অপূর্ণ সম্পদ। তাঁর কীর্তি সারা পৃথিবীর একটা অপূর্ণ সম্পদ। “মাইহার” নামাকরণ করা বৈচিত্র্যময়ী সেই “মাইহার ব্যাণ্ড” একশ’টি অনাথ ছেলেমেয়ে বিভিন্ন যন্ত্র নিয়ে এই ব্যাণ্ড বাজনা করে। কোনও কোনও সঙ্গীত সমালোচক ষাঁরা ব্যাণ্ডের রাজা জার্মেন দেশের ব্যাণ্ড ও অন্যান্য সঙ্গীত প্রধান দেশের প্রথম শ্রেণীর ব্যাণ্ড স্তন্যদান অবকাশ পেয়েছেন, তাঁরা লিখতে বাধ্য হয়েছেন যে আলাউদ্দিনের ব্যাণ্ড পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাণ্ডগুলির অন্ততম এবং “মাইহার ব্যাণ্ড” একটি এমনি বিচিত্র রূপ-সৃষ্টি যা’ জগতে আর কোথাও নেই।

এমন যন্ত্র নেই যা’ আলাউদ্দিন বাজাতে জানেন না। তবে তিনি সরোদ বাজিয়ে হিসেবেই বিখ্যাত। বেহালাতেও তাঁর দখল অসাধারণ। পাশ্চাত্যের অনেক বড় বড় বেহালা বাদকে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন সত্যিকারের বেহালা বাজনা কা’কে বলে।

১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌয়ে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশনে স্বনামধন্য দিলীপ কুমার রায় আলাউদ্দিনের ব্যাণ্ড শুনে লিখেছেন— “ব্যাণ্ডটি যে কি অপূর্ণ \* \* \* \* এ একটা সৃষ্টি।”

(ভ্রাম্যমানের দিন পঞ্জিকা)।

আলাউদ্দিনের জন্মস্থান ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার অন্তর্গত শিবপুর গ্রাম। তাঁর পিতাও একজন গুণীলোক ছিলেন; ত্রিপুরার মহারাজা ও বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের সভাবাদক রবাবী কাশেম আলী খাঁর নিকট তিনি সেতার বাজনা শিখেছিলেন ও আগড়তলাতেই জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছিলেন।

আলাউদ্দিনের দাদা ও আফতাবউদ্দিন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বংশীবাদক হিসাবে সম্মানিত ছিলেন। তিনিও সব যন্ত্রই বাজাতে পারতেন। তাঁর বাঁশী এক অপূর্ণ রস সৃষ্টি করত অর্থাৎ তিনি বাঁশী কারো কাছে শিক্ষা করেননি। তাঁর বাঁশী সঙ্ঘে স্বনামধন্য দিলীপকুমার রায় লিখেছেন—

“আলাউদ্দিন খাঁর দাদা আফতাবউদ্দিন খাঁও একজন মস্ত গুণী। এক পরিবারে এরকম দু’জন প্রথম শ্রেণীর গুণী বড় দেখতে পাওয়া যায় না। আফতাবউদ্দিনের মত বংশীবাদক বোধ হয় আজ সমগ্র ভারতবর্ষে আর নাই। মাদ্রাজী গুণী সঞ্জীব রাওয়ের বাঁশি অবশ্য দক্ষতায় অদ্বুত। কিন্তু দক্ষতা বা কৃতিত্ব দেখানো এক ও যথার্থ কলাকারু আর। কোথায় গুণগণনা যে সত্য মহিমাময় হয়ে ওঠে সে পরিচয় বড় সূক্ষ্মর পাওয়া যায়। সঞ্জীবরাওয়ের সঙ্গে আফতাবউদ্দিনের বংশী বাদনের তুলনা করলে এবং এই রকম ক্ষেত্রেই বেশী ক’রে মনে হয় যে স্রষ্টা শিল্পী বিধাতার কাছ থেকেই সৃষ্টির আনন্দ নিয়ে আসেন—তাকে তৈরী করা যায় না। আফতাবউদ্দিন কারুর কাছে শিখেননি। কিন্তু কি অপূর্ণ তাঁর বাঁশী।”

(ভ্রাম্যমানের দিন পঞ্জিকা)

আফতাবউদ্দিনের বাঁশা-তবলায়ও সূক্ষ্মর হাত ছিল। তিনি এই বাঁশা-তবলা শিক্ষকের কাছে রীতিমত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে শিখেছিলেন। বাজারার প্রসিদ্ধ বাঁশা-তবলা বাদক রামধন ও রামকানাই ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট তাঁর শিক্ষা হয়। এ দু’জনও ত্রিপুরার সঙ্গীত জগতে অমূল্য রত্ন। আফতাবউদ্দিন একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন যে তাঁদের ঘরোয়ানা ও বাদ্য-কৌশল উত্তর ভারতের অনেক বড় বড় ঘরওয়ানা হ’তে খাট’ত নষ্ট বরণ উৎকৃষ্ট। তবে তাঁদের নামের তত প্রচার হয়নি এটাই দুঃখের কথা।

আলাউদ্দিনের ছোট ভাই আয়েত আলী উত্তর ভারতের বিখ্যাত রামপুর নবাবের সভাবাদক সর্বশ্রেষ্ঠ বীণকার ৮উজীর খাঁর নিকট রীতিমত নাড়া বেঁধে শিগ্ধ গ্রহণ করে স্বরবাহার ও সেতার শিখেছেন। আলাউদ্দিন খাঁ যখন রামপুরে উজীর খাঁর নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করতেন তখন আয়েত আলীকে সেখানে নিয়ে যান ও তাঁর সঙ্গীত শিখবার ব্যবস্থা করে দেন। কাজেই আয়েত আলীকে খুব বেশী কষ্ট পেতে হয়নি। কিন্তু আলাউদ্দিন যে কষ্ট সহ করে বিশ বৎসর প্রাণপাত পরিশ্রম করেছিলেন তা শুনে বাস্তবিকই মনে হয় যে এমন ভাবে সাধনা না করলে সঙ্গীতের ন্যায় কঠিন বিদ্যা আয়ত্ত্ব করা সম্ভবপর হয় না। আয়েত আলী নিজ গ্রামে থেকে বিনা পারিশ্রমিকে বাজনা শিক্ষা দিয়ে ছাত্র তৈরী করেছেন। বর্তমানে শাস্তি-নিকেতনে বিশ্ব-ভারতীর যন্ত্র শিক্ষকরূপে নিযুক্ত আছেন। তার মত গুলীকে বিশ্ব-ভারতীতে নিযুক্ত করা হয়েছে দেখে আমরা আশাব্যস্ত হয়েছি। তিনি যন্ত্র নির্মাণেও দক্ষ হস্ত।

এসরাজ ও তবলা বাদক হিসাবে আমাদের বিপিনচন্দ্র তান্নরাজ ও বেশ খ্যাতিলাভ করেছেন। তিনি এসরাজ বাজিয়ে ‘তান্নরাজ’ উপাধি পেয়েছেন। এক সময়ে তিনি কলিকাতায় সঙ্গীত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

আফতাবউদ্দিনের স্বস্তর কালীভক্ত। ৮গুলমামুদ মালসী গান গেয়ে এক সময়ে একাদিক্রমে পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিককাল পূর্ববঙ্গে ও আসামে ত্রিপুরার নাম প্রচার করে গেছেন। তাঁর গান সম্বন্ধে রায়বাহাদুর ডক্টর দৌনেশচন্দ্র সেন, ডি-লিট লিখেছেন :—

“আমরা ত্রিপুরা জেলার ৮গুলমামুদের কালী-সংকীর্ণের দলের গান শুনিয়াছি। সে আজ ৪০ বৎসর পূর্বের কথা। গুলমামুদ স্বয়ং অনেক কালী সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। সেগুলি প্রায়ই বিবিটি রাগিণীতে গীত হইত। তথ্যরচিত “উনমত্তা ছিন্নমস্তা এ রমণী কার”

আমরা তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি। সেই সকল গান শুনিলে মনে হইত আকাশ বাতাস ছাইয়া এলোচুলে এক কাদম্বিনী কৃষ্ণা ..... রমণী তাঁহার ভৈরব নৃত্য দ্বারা লোকের বিশ্বাস ও ভীতি উৎপাদন করিতেছেন।” (বঙ্গ ভাষার উপর মুসলমানের প্রভাব, বিচিত্রা—মাঘ ১৩৩৫, পৃষ্ঠা—১২)।

সঙ্গীত রচয়িতা হিসেবে আমাদের জিলার যে কয়জন খ্যাতি লাভ করেছেন তাঁহার মধ্যে একজন হলেন কালীকন্ডের ৮রামচন্দ্র মল্লী। তিনি ত্রিপুরা মহারাজের দেওয়ান ছিলেন বলে ‘দেওয়ানজী নামেই খ্যাত এবং তাঁর তানগুলি দেওয়ানজীর গান নামেই প্রসিদ্ধ। কেবল পূর্ববঙ্গে কেন পশ্চিমবঙ্গেও দেওয়ানজীর গানগুলি এককালে সমধিক প্রচলিত ছিল। তাঁর গান ত্রিপুরার রাজ দরবার থেকেই চারিদিকে প্রচারিত হবার সুযোগ পেয়েছিল।

গ্রামগ্রামের ৮ভুবন রায় গ্রামা বিষয়ক অনেক গান শিখেছিলেন সেগুলি পূর্ববঙ্গ এবং আসামে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর গান ৮গুলমামুদের কণ্ঠে প্রাণবন্ত হয়ে উঠত।

পরবর্তী যুগে বাউল গানে যুগান্তর এনেছেন ৮মনোমোহন রায়। এমন মধুর বাউল আর কাহারও শুনিনি। তাঁর প্রত্যেকটি গান অমর হয়ে আছে। তাঁর বাউল গানের প্রত্যেকটিই তাঁর প্রধান শিষ্য আপ্তাবুদ্দিনের স্বর দেওয়া এবং তিনিই চারিদিকে বাংলার হাটে মাঠে ঘাটে এ গুলির অবাধ প্রচার করেছেন। এক সময়ে বাংলাদেশে মনোমোহনের বাউল ভাবের বজ্রা বহিয়ে দিয়েছিল। এখনো গ্রামে গ্রামে এই বাউল গানগুলিই কৃষকদের অবসর সময়ের একমাত্র সখল।

স্বদেশী যুগে গান লিখে সভার কবি কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য যশস্বী হয়েছেন। তাঁর রচিত “স্বথদা” পুস্তকের গানগুলি সে সময়ে বাংলার প্রতি স্থানে গীত হইত।

তাঁর অম্লান গানও বেশ সরল, স্বরও স্বন্দর সাবলীল। গানগুলির স্বর তাঁর নিজেরই দেওয়া। তিনি স্বরজ্ঞ কবি।

বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে পথে ঘাটে আজকাল যে দুইজন কবির গান শুনতে পাওয়া যায় তাঁদের একজন হলেন “হাস্‌লুহানা” গানের রচয়িতা অজয় ভট্টাচার্য ও অল্পজন হলেন সুবোধ পুরকায়স্থ। সুবোধচন্দ্র ত্রিপুরার না হ’লেও তিনি এ পর্যন্ত কুমিল্লায়ই কাটিয়েছেন কাজেই তাঁকে আমরা কুমিল্লার লোক বলেই ধরে নিয়েছি। তাঁদের গানের প্রচারের মূলে আছেন হিমাংশু দত্ত।

আধুনিক কালেও ত্রিপুরার সঙ্গীতজ্ঞগণ সারা বাংলায় এবং অম্লান প্রদেশের বাঙালীর আসর সঙ্গরম করে রেখেছেন। হিমাংশু দত্ত বাংলা গানে স্বর সংযোজন করে প্রতি বাঙালীর অন্তরে নূতন প্রেরণা সঞ্চার করেছেন। তাঁর স্বর দেওয়া অনেক গান আধুনিক বাংলা গানে বিশেষ স্থান অধিকার করেছে এবং সে সব গান প্রতি বাঙালীর ঘবে ঘরে গীত হচ্ছে। হয়ত অনেকের কাছে সে-সব গানের স্বর রচয়িতার নাম এখনও অজানাই রয়েছে বা অনেকের মনে স্বর রচয়িতার নাম জানবার জ্ঞাত উৎস্রুত দেয়া দিয়েছে। তাঁর স্বর দেওয়া অনেকগুলি গীত গ্রামোফোনে রেকর্ড করা হয়েছে।

হিমাংশু দত্তের দাদা শচীন দত্ত লক্ষ্মোয়ে সেতার শিক্ষা করেছেন। তিনি বেশ বাজান, তবে আরও নূতন নূতন সব বাজকৌশল ও গং শিখে নিতে ব্যস্ত আছেন। কুমিল্লার জ্ঞান দত্ত কলিকাতায় বাংলা গানের আসরে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছেন। আধুনিক বাংলা গজল গায়কদের মধ্যে ধীরে ধীরে তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। তাঁর দু’একটা গান ভাল রেকর্ড হয়েছে। বর্তমানে তিনি মেগাফোন রেকর্ড প্রতিষ্ঠানে সঙ্গীত পরিচালনার কাজে নিযুক্ত আছেন।

এই ত গেল বাংলা গানের কথা, হিন্দী গানের চর্চা

করছেন কুমার শচীন্দ্রকুমার দেববর্ষণ—আমাদের অতি পরিচিত শচীন কর্তা। তিনি খেয়াল ও উচ্চ অঙ্গের গান একাদিক্রমে অনেক বৎসর রীতিমত পরিশ্রম করে শিখেছেন। তাঁর শিক্ষা এখনও শেষ হয়নি। এখানে বলা ভাল যে সঙ্গীত শিক্ষার্থীর শিক্ষা এক জীবনে শেষ হয় না এবং তা অসমাপ্তই থেকে যায়। কলিকাতার সঙ্গীত আসরে শচীন কর্তা বেশ প্রতিপত্তি সহকারে গীত করে থাকেন। তিনি যে-সব গীত রেকর্ড করেছেন সে-সব যে বাংলা গানে যুগান্তর এনেছে তা স্বীকার করতেই হবে এবং তাঁর রেকর্ডে বাউল গান বর্তমানে অতুলনীয়।

লক্ষ্মী সরকারী সঙ্গীত কলেজ হতে কুমিল্লার খোরসেদ খাঁ গীত-শিক্ষা সমাপ্ত করে এসেছেন এবং কলিকাতায় বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। বর্তমানে তিনি বাংলা সরকারের কো-অপারেটিভ বিভাগে ইন্সপেক্টর নিযুক্ত আছেন।

কলিকাতায় ত্রিপুরার আরও সঙ্গীত শিক্ষার্থী শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত আছেন। তাদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে—শ্রীযুক্ত হরিপদ রায় ও শৈলেশকুমার দত্তগুপ্ত। হরিপদ রায় নানাবিধ আসরে বাংলা ও কয়েকটা বাগী-চিত্রে গান ক’রে যশস্বী হয়েছেন। তিনি কয়েকটা গান ভাল ভাবে রেকর্ড করেছেন, আর শৈলেশ দত্তগুপ্তও বর্তমানে রেডিওতে মাঝে মাঝে গান ক’রছেন, তিনি গান রেকর্ড করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। তাঁর স্বর কলম্বিয়া প্রতিষ্ঠানে রেকর্ড করা হয়েছে।

কেবল পুরুষদের মধ্যেই নয় ত্রিপুরার মেয়েদের মধ্যেও সঙ্গীতের প্রচলন অন্যান্য স্থানের তুলনায় অধিক। আধুনিক শিক্ষা প্রচলনের পূর্বেও ত্রিপুরার মহিলা সমাজে গান বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। ত্রিপুরায় বিবাহে, শ্রাদ্ধে বা কোন মঙ্গলাহুতানে আল্পনা ও সামাজিকতার সঙ্গে মেয়েলী গীত ও নৃত্য করার রীতি পূর্বাবধি

প্রচলিত। তবে সে-সব গান যা গাঁয়ের বুকাগণ এখনও গীত করেন তা সাধারণতঃ মামুলী বাউল, রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কীর্তন বা মালসী গান। আধুনিকতার সঙ্গে সঙ্গে যে-সব গানের শ্রোতা চলেছে, যে সব গীতের টেউ ও ত্রিপুরায় সমধিক প্রচারিত। সে জন্যই ত্রিপুরার শ্রীযুক্তা মায়া দেবী কলিকাতায় সঙ্গীত শিক্ষকতায় বাস্তু। গত ১৯৭৯ সাল কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সিনেট হলে যে নিখিল-বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন হয়েছিল মহিলাদের মধ্যে তিনিই খেয়াল প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। তিনি এখনও কলিকাতায় উচ্চ সঙ্গীত শিক্ষা করছেন। তাঁর গানও রেকর্ড করা হয়েছে। কুমিল্লা সহরের মহিলাদের সঙ্গীত চর্চার সাহায্য করছেন, বর্তমানে হরিহর রায়। তাঁর আগে ছিলেন সেতার বাদক শ্যামাচরণ দত্ত, পূর্বোক্ত মায়া দেবীর পিতৃদেব।

কুমিল্লার বিশেষত্ব হ'ল “তিপ্‌রাই বাঁশী”। এ বাঁশীর সৃষ্টি ত্রিপুরার রাজবাড়ীতে। এ বাঁশীর এমনই গুণ যে শ্রোতাকে প্রথমে বিস্মিত করাই এর বিশেষত্ব। আজ-কাল ছাত্রসমাজে প্রায় প্রত্যেকেই এ বাঁশী বাদন করে থাকেন। বাজনার ঢং কলিকাতার বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ৬দক্ষিণাচরণ সেন প্রবর্তিত কনসার্টের মত। কিন্তু বাঁশীতে কেমন মনোরম স্বর সৃষ্টি করা চলে, তার পরিচয় পাওয়া যেত ৬আফ'তাব উদ্দিনের বাঁশীতে। তিনি এ বাঁশীর বাদক হিসাবে শ্রেষ্ঠ লাভ করেছিলেন। তিপ্‌রাই বাঁশীর বহুল প্রচার বাঙালীরা।

তিপ্‌রা বাঁশী বাদক হিসেবে আর একজন তরুণের নাম করা যায়, তিনি কাঁদৈর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত মণি বর্দন। একদা তাঁর বাঁশী শিক্ষিত সমাজে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। এক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত বর্দন প্রাচ্যনৃত্য উদয়শঙ্করের পরবর্তী নৃত্যকার হিসাবে যশ ও সম্মান লাভ করেছেন। তিনি ভারতের বহুস্থান পর্যটন করে বিশেষতঃ মণিপুর অঞ্চলের প্রচলিত নৃত্যগুলি বিশেষরূপে শিক্ষা করেছেন।

ত্রিপুরার রাজপরিবারের নিকট সঙ্গীতজ্ঞগণ যে কত ভাবে ঋণী তা' ভাবলে মনে হয় যে ত্রিপুরা সঙ্গীত জগতে এমন স্থান অধিকার করতে সমর্থ হ'ত না যদি ত্রিপুরার মহারাজারা দরদী না হ'তেন। সঙ্গীতে ত্রিপুরার উচ্চ স্থান হ'বার মূলে যে-সব সঙ্গীতজ্ঞ ও স্বর-রসিক ছিলেন বা আছেন, তাঁদের কথা আলোচনা করলে বাস্তবিকই মনে হয় যে সঙ্গীত বিজ্ঞার উপর আন্তরিক প্রেরণা ও দরদ না থাকলে কেবল নাম কিন্বার ইচ্ছা থেকে এতটুকু হ'তে পারে না। মহারাজা ৬বীরচন্দ্র ছিলেন নানা গুণে গুণী। ত্রিপুরার সঙ্গীত সমাজ কেন সারা ভারতের সঙ্গীত সমাজ আজ নানা ভাবে বীরচন্দ্রের নিকট ঋণী। তিনি তখন-কার ভারতের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞগণকে মাসিক বৃত্তি দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর সভায় তখন সঙ্গীতজ্ঞের বড় আদর ছিল, আর এইজন্তই ত্রিপুরায় সঙ্গীতশিক্ষার প্রেরণা জেগে উঠেছিল এবং এখনও যে সে প্রেরণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়েই চলেছে আর তার মূলে যে মহারাজা বীরচন্দ্র তা' বোধ করি নিঃসন্দেহেই বলা চলে। তখন আগড়তলাতে চলে গেলেই সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা হ'ত। ভারতের বিখ্যাত ওস্তাদগণ সকলেই ত্রিপুরার সভায় আসতে বাধ্য হ'তেন এবং এদের নিকট থেকে কিছু কিছু সঙ্গীত শিক্ষা ত্রিপুরাবাসীদের চলত। বীর-চন্দ্রের স্বরচিত বহু হিন্দী ধ্রুপদ ও খেয়াল গান আছে, সেগুলি এখনও ওস্তাদদের অতিশয় প্রিয়বস্তু। তাঁর সভায় গান গাহিতেন বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের যতুভট্ট, তিনি ছিলেন আধুনিক কালের তানসেন। তাঁর সম্বন্ধে কবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—“বালক কালে যতুভট্টকে জান্তাম। তিনি ওস্তাদ জাতের চেয়ে ছিলেন অনেক বড়। তাঁকে গাইয়ে বলে বর্ণনা করলে খাটো করা হয়। তাঁর ছিল প্রতিভা; অর্থাৎ সঙ্গীত তাঁর চিত্তের মধ্যে রূপ ধারণ করত। তাঁর রচিত গানের মধ্যে যে বিশিষ্টতা ছিল তা' অতঃ কোনও হিন্দুস্থানী গানে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ

তাঁর চেয়ে বড়ো ওস্তাদ তখন হিন্দুস্থানে অনেক ছিল অর্থাৎ তাঁদের গানের সংগ্রহ আরও বেশী ছিল, তাদের কসরৎও ছিল বহু সাধন-সাধ্য কিন্তু যত্নভট্টের মতো সঙ্গীত ভাবুক আধুনিক ভারতে আর কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহ।\*

মিঠুঠু খাঁ, টপ্পা গায়ক হুসু খাঁ, খেয়ালী তসদক হোসেন, সরোদিয়া আহম্মদ খাঁ, রবাবী কাশেম আলী প্রভৃতি তখনকার ওস্তাদগণ ৬বীরচন্দ্রের সভা-বাদক ও গায়ক ছিলেন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে যখন যুবরাজ সপ্তম এডওয়ার্ড কলিকাতায় এসেছিলেন তখন সঙ্গীতের এক জলসা করা হয় বেলগাছিয়ায়। সেখানে ভারতীয় কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতের ব্যবস্থা ভারতের রাজা মহারাজারা করেছিলেন। সেখানে ত্রিপুরা মহারাজের সভা-বাদক কালীকচ্ছ নিবাসী বিশ্বাস্বর কালোয়াত জল-তরঙ্গ বাজাবার জগ্ন নির্বাচিত হয়েছিলেন। সে-আসরে তিনি “কতকাল পরে বল ভারত যে দুঃখ সাগর সাঁতারি পার হবে” নামক বিখ্যাত গানটির সুর বাজিয়েছিলেন। তা’ শুনে পাশ্চাত্য সঙ্গীতবিশারদগণের বিশ্বাসের সীমা ছিলনা। শরৎ বাইনের তবলাতেও হাত ছিল।

ত্রিপুরার রাজসভায় ঢাকার প্রসিদ্ধ পাখোয়াজী ৬রামকুমার বসাকও নিযুক্ত ছিলেন। ১৯১১ ইংরাজী সালে দিল্লীর দরবারে গানের আসরে ভারতের সব পাখোয়াজীদের মধ্যে রামকুমারই দরবারে পাখোয়াজ বাজাবার জগ্ন নির্বাচিত হয়েছিলেন।

বর্তমান মহারাজার পিতৃদেবও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। এত্সাজে তাঁর অসাধারণ হাত ছিল। তিনি বহু সঙ্গীতজ্ঞকে আর্থিক সাহায্য করে প্রতিপালন করেছিলেন। আজকালও বহু সঙ্গীতজ্ঞ ত্রিপুরার রাজ-সরকার থেকে বার্ষিক বৃত্তি পেয়ে থাকেন, এতে বর্তমান মহারাজার এদিকে বিশেষ দৃষ্টি আছে বলে মনে হয়।

ত্রিপুরার আর দু’একজন প্রতিভাবান সঙ্গীতজ্ঞের

কথা লিখেই এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধ শেষ করব। চুণ্টার ৬কেদার সেন ছিলেন একজন বিখ্যাত ওস্তাদ। তিনি বীরচন্দ্রের সভা-গায়ক মিঠুঠু খাঁর সাক্ষরেন ছিলেন এবং খেয়াল ৫ টপ্পা গান করতেন। নিধুবাবুর টপ্পা তাঁর কণ্ঠে প্রাপবহু হয়ে উঠত। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে চুণ্টার ৬মখুং কালোয়াতই প্রধান। ৬কালোয়াত টপ্পা গাইতেন এবং স্বকণ্ঠী ছিলেন। আর দু’জন আধুনিক গায়ক ছিলেন কালীকচ্ছ নিবাসী ৬দ্বিজদাস রায় ও চুণ্টার ৬সুরেশ সেন তাঁদের কণ্ঠ খুব দরাজ ও সুমিষ্ট ছিল। তাঁদের শ্রাম বিষয়ক টপ্পা গান শোনবার মত ছিল।

বর্তমানে ত্রিপুরার তবলা বাদক অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এ নদীয়াবাসী বাইন সঙ্গীতচর্চায় বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। নদীয়াবাসীবাবুর প্রায় সর্ববিধ বাস্তবস্বয়েই বেশ অধিকার আছে। ত্রিপুরার আবহাওয়া এখনও এমনই ফলপ্রসূ যে সেখানে বসবাস করলেই সঙ্গীতে অমুরাগ পরিলক্ষিত হয়। এখনও বসন্তকালে রূপদে বাহার, সোহিনী, হিন্দোল, বসন্ত রাগগুলি বাংলা ফাগুয় গানে প্রায় প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে কৃষকদেরমুখে শোনা যায়।

সঙ্গীত জগতে ত্রিপুরার স্থান কতটুকু—অতীতেই ব কি ছিল, এখনই বা কি রকম আছে এবং ভবিষ্যতেই বা তার স্থান কোথায় থাকবে, তা বোধ করি আর বিশেষ করে বলবার প্রয়োজন হবে না। এ কথা নিছক প্রশংস নয় যে অতীতে ত্রিপুরা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল এবং বর্তমানে বাংলার অন্তর্গত জিলা অপেক্ষা সঙ্গীতচর্চায় একটা বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। আর অতীত ও বর্তমানের উপরই যখন ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তখন একথা বোধ করি নিঃসন্দেহেই বলা চলে যে ভবিষ্যতেও সঙ্গীত জগতে ত্রিপুরা একটা বিশেষ স্থানই অধিকার করে থাকবে।\*

\* ত্রিপুরা হিতসাহিনী সভার ষষ্ঠিতম বার্ষিক ও জুবিলি উৎসব উপলক্ষে আহুত সাহিত্য-সম্মিলনীতে ( ৩০এ মাঘ ১৩৩৯) পঠিত এবং তৎপরে পরিবর্তিত ও পরিবদ্ধিত।

## আগমনী

মর্ত্য-লোকে আসবে তুমি সিংহ-বাহিনী !  
 সেই আশে মোর পরাণ জাগে দিবস-যামিনী ।  
 তোমার পাঞ্চজন্ম সুরে  
 সকল বিবাদ যাক্ সে দূরে,  
 তোমার রাতুল চরণ বিনা কিছই জানিনি ॥  
 এসো উমা জননী মোর হরের ঘরণী  
 তোমার রূপের জ্যোতির আলো ভরুক ধরণী ।  
 দাও মাগো আজ প্রসাদ সুধা,  
 মিটাও জগত-জনের দুখা  
 দুর্গারূপে রাজো ভবে অশিব-হারিণী ॥

কথা—বাণীকুমার

সুর ও স্বরলিপি—শ্রী বৈষ্ণবনাথ দে

II সা -খা না | সা -দা -া I পা -া -া | -দপা -দা পা I  
 য ব ভা লো ০ ০ কে ০ ০ ০ ০ ০ ০

মা -মা পা : দপা -মা -পা I মগা -া -া | -া -া -া I  
 আ ন বে তু ০ ০ ০ মি ০ ০ ০ ০ ০ ০

সা -খা মা | খামা -পদা -া I -খা -জা খা | সা -া -া I  
 সি ০ ০ হ ০ ০ ০ বা ০ হি নী ০ ০

সা -খা না | সা -দা -া I পা -া -া | -া -া -া I  
 য ব ভা লো ০ ০ কে ০ ০ ০ ০ ০ ০

পা -দা মা | পা পদা -গসাঁ I ধা গধা -গাঁ | মপা -গাঁ দা I  
সে ই আ | শে মো ০ ০ বৃ প রা ০ ০ | ৭০ ০ জা

পা -াঁ -দপা | -গগাঁ -মা -াঁ I সা -খা মা | -খামা -পদা -াঁ I  
গে ০ ০০ | ০০ ০ ০ দি ০ ব ০ | ৮০ ০০ ০

খা -জ্ঞা খা | সা -াঁ -াঁ II  
যা ০ যি নী ০ ০

II {দা মা -গাঁ | মা -সাঁ সা I খাঁ -াঁ -খাঁ | স'খাঁ -জ্ঞাঁ খাঁ I  
তো মা বৃ পা ০ ঙ্গ জ ০ ০ | ৯০ ০ হ

সা -নসাঁ -াঁ | -াঁ -াঁ -াঁ I দা গসাঁ -জ্ঞাঁ | রাঁ জ্ঞাঁ -াঁ I  
রে ০০ ০ | ০ ০ ০ স ক ০ লু বি যা দৃ

সাঁ -গাঁ মাঁ | জ্ঞাঁ -সাঁ -খাঁ I (সাঁ -াঁ -খাঁসাঁ | -গধা -গাঁ -াঁ) I  
যা ক সে | দৃ ০ ০ রে ০ ০০ | ০০ ০ ০

সাঁ -াঁ -াঁ | -াঁ -াঁ -াঁ I স'খাঁ খাঁ -সাঁ | সা গাঁ -গাঁ I  
রে ০ ০ | ০ ০ ০ তো ০ মা বৃ | রা তু ল

গসাঁ পা -গাঁ | দা পা -াঁ I সা -খা -মা | খামা -পদা -সা I  
চ ০ র ৭ | বি না ০ কি ০ ০ | ১০ ০০ ই

খা -জ্ঞা খা | সা -াঁ -াঁ II  
জা ০ নি নি ০ ০

II	সা	না	-সা	-মা	মা	-	I	মমা	মা	-	মা	মা	-মা	I
এ	সো	০	উ	মা	০			জ	ন	০	নী	মো	ব	
মা	গমণা	-দা	-	পা	মা	I	পা	-	-	-	-	-	-	I
হ	রে০০	০	ব	ঘ	র		গী	০	০	০	০	০	০	
দা	দা	-	দা	দা	-	I	পা	দপা	-দা	পা	মা	-	-	I
তো	মা	ব	ক	পে	ব		জো	তি০	ব	আ	লো	০		
জ্ঞা	ধা	-সা	গ্	দা	-গ্	I	সা	-	-	-	-	-	-	I
ড	ক	ক	ধ	র	০		গী	০	০	০	০	০	০	
দা	-দা	মা	মা	মা	-স	I	স	স	-ধা	-সধা	-জ্ঞা	ধা	-	I
দা	ও	মা	গো	আ	জ্		প্র	সা	০	দ	০	০	হ	
স'না	-সা	-	-	-	-	I	দা	দা	-জ্ঞা	র	জ্ঞা	-	-	I
ধা ০	০	০	০	০	০		মি	টা	ও	জ	গ	২		
মা	জ্ঞা	-	ধা	স	-	I	-না	-দা	-	-না	-স	-ধা	-	I
জ	নে	ব	ক্	ধা	০		০	০	০	০	০	০	০	
-নস	-	-	-	-	-	I	স	-ধা	স	গা	ধগা	-	-	I
০০	০	০	০	০	০		দু	ব	গা	ক	পা	০		
গস	পা	-গা	দা	পা	-	I	সা	ধা	-মা	-ধা	-পদা	-দা	-	I
রা	জো	০	ড	বে	০		অ	শি	০	ব	০	০০	০	
ধা	-জ্ঞা	ধা	সা	-	-	II II								
হা	০	রি	গী	০	০									



## হিন্দুস্থানী যন্ত্রসঙ্গীত

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

হিন্দু রাজত্বকালে আমাদের যন্ত্রসঙ্গীতের অবস্থা কিরূপ ছিল তার স্পষ্ট পরিচয় এখন আমাদের পাওয়া দুঃসাধ্য। দক্ষিণ ভারতের বীণাকরণে তার একটা আভাষ পাওয়া সম্ভব মনে হয়। উত্তর ভারতে যন্ত্রসঙ্গীত নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে তা' থেকে তার আদি রূপটা উদ্ধার করা সহজ কথা নয়। তবে উত্তর ভারতেরও শ্রেষ্ঠ যন্ত্র-সঙ্গীত হচ্ছে বীণাকরণ—এবং দক্ষিণের বীণাবাদ্যের সঙ্গে উত্তরের বীণার বাজের তুলনা করলে মনে হয়, উভয় বাজনার মধ্যে একটা ঐক্য সূত্র আছে যা আমরা হারিয়ে ফেলেছি—মনে হয় যে উভয় দেশের বাজনার সম্বন্ধেই যথার্থ পূর্ণাঙ্গ বাজনা সম্ভব। উভয় দেশই কতক কতক অতি প্রয়োজনীয় অংশ হারিয়েছে—যা উভয়ের সম্মিলনেই উদ্ধার হ'তে পারে।

দক্ষিণ ভারতের শিল্পকলার যেমন সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের ও কারুকলার নিবিড় ঘন বিন্যাস দেখতে পাই, সেখানকার সঙ্গীতেও তেমনি সুরের একেবারে ঠাস্ বুনানি—সুরগুলি সর্বদা অতি ঘনভাবে সাজানো রয়েছে—মূল্যবান বহুবর্ণের ঠাস্ বুনানো শালের মত। আর সুর সর্বদা কম্পিতভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে—কোনও সুরের স্থিতি মাই—অবকাশ নাই। হিন্দুস্থানে আবার সুরের বিচিত্র বিস্তারের চেয়ে সুরের গড়ানো গড়ানো মৃদুমন্দ গতিও মাঝে মাঝেই সুদীর্ঘ বিরাম রূপের বিশেষ রসের পরিপোষক। যজ্ঞালাপেও দক্ষিণী বীণায় তাই সর্বদা কম্পন ও ক্রান্তনের খেলা চলেছে ও উত্তর ভারতের বীণায় মীড়ের মৃদু দোলন ও আঁশের আবেশ মাথা সুর বিস্তারের সঙ্গে সুরের নিশ্চল স্থিতি বিশেষ লক্ষ্য করার বস্তু। এক কথায় দক্ষিণী তন্ত্র পদ্ধতিতে সুরের কারুকার্য বেকী ও হিন্দুস্থানী যন্ত্রবিদ্যায় সুরের বলয়িতগতি ও বিলম্বিত রসের

বাহার বেকী—উভয়ের শ্রেষ্ঠ এই উভয় দিকে। তাই উভয়ের সম্মিলনের প্রয়োজনীয়তা। এত বেকী ও সম্মিলনে উভয়েরই ঐশ্বর্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা সুপ্রচুর।

হিন্দুস্থানী তন্ত্রপদ্ধতি মিয়া তানসেনের সময় থেকে তাঁর প্রবর্তিত সঙ্গীতের ধ্রুব পদ্ধতিরই সঙ্গে সঙ্গে ও ধ্রুপদ গানেরই সঙ্গতে ক্রমবিকশিত হয়ে এসেছে। প্রথমটা অধিকাংশ বীণাকরণের কাজ ছিল গায়কের গান ও আলাপের সঙ্গে সঙ্গে অল্পসরণ সৃষ্টি করা গায়ককে সম্পূর্ণ অল্পসরণ করাতেই তাঁদের কৃতিত্ব প্রকাশিত হ'ত—তখনও যন্ত্রসঙ্গীতের স্বাতন্ত্র্য তত ফুটে ওঠে নি। তানসেনের দৌহিত্র মিত্রী সিংজী বীণার স্বতন্ত্র আভিজাত্যের সৃষ্টি করলেন। তিনি কঠসঙ্গীতের সঙ্গত ছাড়া যন্ত্রসঙ্গীতের পৃথক বাজ আবিষ্কার করলেন। তাই classical কঠসঙ্গীত বা ধ্রুপদের জনকরূপে যেরূপ তানসেনকে বলা যায় তেমনি মিত্রী সিংজীকে হিন্দুস্থানী বীণা পদ্ধতির আদি পুরুষ বলা হয়ে থাকে। মিত্রী সিংজীর সময় থেকে classical যন্ত্রসঙ্গীতে বীণার নিজস্ব পদের প্রতিষ্ঠা হ'ল আর কঠসঙ্গীতের অল্পসরণের কাজ নিল “সারেঙ্গী”। শুনা যায় স্বয়ং শাহ্ আকবর বাদশা একজন উৎকৃষ্ট সারেঙ্গী বাজিয়ে ছিলেন আর কঠসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গতে সারেঙ্গীর তুল্য হিন্দুস্থানে অল্প কোন যন্ত্রই নেই, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

মিত্রী সিংজী বীণাতে নূতন কতকগুলি বাণ্যপদ্ধতির আবিষ্কার করলেন যা' কঠসঙ্গীত হ'তে সম্পূর্ণ পৃথক; ঠৌক্, ঝালা, লড়ি, লড়ুখাও, পরন প্রভৃতি বাজ তাঁরই আবিষ্কার। এ সকল বাজ যন্ত্রসঙ্গীতেরই নিজস্ব জিনিষ—আর এগুলি হিন্দুস্থানী যন্ত্রবিদ্যারও নিজস্ব সম্পদ—তার পরগণের বাজ কর্ণাটে নেই। মিত্রী সিংহের সময় থেকে

অন্তাবধি তানসেনের দোহিজ বংশে বীণার এই বাজ চলে এসেছে এবং অন্তান্ত গুণীগণও এই বংশ থেকেই বীণালাপ শিক্ষা পেয়েছেন। শাহ্ সদারজ এই বংশের একজন অত্যুজ্জ্বল বৃত্ত ছিলেন। তিনি মিল্লী শিংজী প্রবর্তিত বীণা করণের মাধুর্য্য ও লালিত্য অনেক বৃদ্ধি করেন। মিল্লী শিংজীর বাজ একটু বেশী কঠিন ছিল—তাতে গমকের বাহুল্য ও খাণ্ডারবাণীর জোড় ও কঠিন যুক্ত ঠোক খাকায় তাতে শ্রোতার চিত্ত উদ্দীপ্ত হলেও প্রাণ তাহাতে ব্রবীভূত হ'ত কম। শাহ্ সদারজ খাণ্ডার-বাণীর বাহুল্য বর্জন করে, গৌড়হার ও ডাগরবাণীর লালিত্য বীণায় আনয়ন করেন। তাঁর সময় থেকে বীণার বাজ অতি ললিতমধুর হয় ও অধিকতর চিত্তাকর্ষক হ'য়ে ওঠে। আর রজের তিনি বাদশা ছিলেন—রাগের মধ্যে বিচিত্র বর্ণবিজ্ঞানসে তাঁর মত গুণগণা কারও ছিল না। শাহ্ সদারজই উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ বীণকার বলে বিখ্যাত।

অপরদিকে মিয়া তানসেন এক নূতন প্রকার যন্ত্র ও বাদ্য পদ্ধতির প্রবর্তনা করেন—এই বাদ্যের নাম রবাব। তিনি জামাতা ও দোহিজ বংশে বীণার চর্চা হতে দেখে স্বীয় পুত্র বিলাস খাঁর বংশাবলীর জন্ত রবাব যন্ত্র নির্দিষ্ট ক'রে গেলেন। সেনী ঘরওয়ানাতে রবাব যন্ত্রের চর্চাও বিকাশ হয়ে এসেছে। বীণা যন্ত্র বাঁশের তৈরী সজে দু'দিকে দু'টা লাউ—আর রবাবের তোষায় চামড়ার ছাউনী—আর তার দাণ্ডি কাঠের। বীণার তন্ত্র হচ্ছে তার, আর রবাবের তন্ত্র হচ্ছে তাঁত। বীণা দক্ষিণ হাতের দুই অঙ্গুলিতে মেজরাব প'রে বাজাতে হয় এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে চিকারির ছেড় দিতে হয়, কিন্তু রবাবে বাঁশের বা হাতীর দাঁতের খণ্ড বা জবা দিয়ে বাজাতে হয়। বীণার বাইশটা অচল পর্দা আছে, মোমে আঁটা। আর রবাবে পর্দা নাই—কাঠের উপর নখ দিয়ে বাজাতে হয়। বীণার প্রধান অলঙ্কার হচ্ছে কর্ণ বা মীড় আর

রবাবের প্রধান কাজ হচ্ছে ঘর্ষণ বা আঁশ। ভারতের বীণকার বংশের প্রধান পুরষদের মধ্যে শাহ সদারজ, নির্মল শাহ, ও ইদানীন্তন উজীর খাঁর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য—এঁরা একই বংশের। অপর দিকে রবাবীদের মধ্যে বিলাস খাঁ, জাফর খাঁ, বাসৎ খাঁ ও কাশিম আলি খাঁর নাম করা যেতে পারে। এঁরাও একই বংশ-গত। বীণা ও রবাবের পর ভারতে সেতারের অপর এক ঘরের উৎপত্তি হয়—এঁরা রাজপুতানায় অবস্থান করতেন। মির্জাজীর শিষ্য তানতরজের বংশে যে সকল প্রপদী ছিলেন—তাঁরাই পরে সেতার যন্ত্রের উন্নতিবিধান করেন এবং তাঁরাও তানসেনের ঘরানা জন্ত সেনীয়া বলে খ্যাত। সেতার যন্ত্র পাঠান বাদশাহ আলাউদ্দিনের প্রধান অমাত্য আমীর খসরুর আবিষ্কার, তবে পূর্বে সেতারের বিশেষ কোন ব্যবহার ছিল না। সেনীয়াগণ সেতারের বর্তমান আকার দান করেন। মসিদ খাঁ সেতারের বর্তমান রীতির প্রবর্তক—এজন্ত তাঁর বাজকে মসিদখানি বাজ বলে। মসিদ খাঁ সেনীয়া ছিলেন এবং বিলম্বিত লয়ে গংএর আবিষ্কার করেন। গং তোড়া সেতারের নিজস্ব সম্পদ। পরে আলি রেজা খাঁ নামক অপর জনৈক সেনীয়া ক্রতলয়ে তারপরগের অচুরণে এক প্রকার গং তোড়ার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন—তাকে হুনি গং বলে। রেজাখানি বাজ মানে হুনি গং। দিল্লী ও পশ্চিমাঞ্চলের সেতারীরা বিলম্বিত মসিদখানি বাজের চর্চা করতেন ও লক্ষৌ, বারানসী, গয়া প্রভৃতি অঞ্চলে রেজাখানি বা হুনি গঙের প্রচলন ছিল। তাই মসিদখানি বাজকে পছাওকি বাজ ও রেজাখানিকে পূর্বকি বাজ বলা হয়ে থাকে।

মসিদখানি বাজে জয়পুরের বিখ্যাত ওস্তাদ অমৃত সেন ও তৎপুত্র নিহান সেনের নাম করা যেতে পারে। ইদানীং প্রসিদ্ধ সেতারী ইমদাদ খাঁও এই মসিদখানি বাজকে চুংরীর নানা রঙে সমৃদ্ধ করেছেন। রেজাখানি

বাজে লঙ্কোর গোলাম মহম্মদ খাঁ ও তৎপুত্র, কলিকাতায় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দরবারের ওস্তাদ সাজাদ মহম্মদ খাঁ চিরস্মরণীয় থাকবেন। এঁরাই সুরবাহার যন্ত্রের প্রচলন করেন। গং তোড়ার জন্ত সেতার উত্তম হলেও আলাপে সেতারের উপযোগীতা অল্প—কেননা সেতারের স্বর লঘু ও মীড়ের পরিসর এতে অল্প—তাই তাঁরা আলাপের জন্ত বৃহৎ লাউ ও বিস্তৃত গ্রন্থের ডাঙি যুক্ত বড় সেতার বাজাতেন, আর তারই নাম সুরবাহার।

বীণার স্বর মন্ত্রগ্রামে অতি গভীর আবার মধ্য ও তার গ্রামে মুছ মুছ। রবাবের স্বর স্বভাবতঃই মেঘ-মল্ল তুল্য কিন্তু বর্ষাকালে রবাবের চর্ম শিথিল হওয়ায় স্বরের বিকৃতি হয়। এইজন্য রবাবী জাফর খাঁ সুরশৃঙ্গার নামক এক যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। সুরশৃঙ্গারে কাঠের দাঁড়ির উপরে লোহার পাত লাগানো, উহার তোড় রবাব অপেক্ষা বৃহৎ এবং তাঁতের বদলে লোহা ও পিতলের তার ইহাতে ব্যবহৃত হয়। সুরশৃঙ্গারের চিকারির তার থাকায় এতে ছেড়ের ব্যঙ্গার থাকে যা রবাবে পাওয়া যায় না। সুরশৃঙ্গার যন্ত্রের গুলীগণের মধ্যে জাফর খাঁ, প্যার খাঁ, বাহাদুর সেন খাঁ প্রভৃতি সেনীগণ, বাহাদুর সেনের শিষ্য নবাব হায়দার আলি খাঁ ও তাঁর পুত্র আধুনিক যুগের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ নবাব ছম্মন খাঁ সাহেবের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সরোদ যন্ত্রটি কাবুল থেকে ভারতে এসেছে। সরোদে রবাব ও সুরশৃঙ্গারের ক্ষুদ্র সংস্করণ এতে আলাপ বাজানো চলে অথচ গতে সরোদের উপযোগীতা সেতার অপেক্ষা কম নয়। সরোদে কাঠের তোড়ার উপরে চামড়ার ছাউনি আছে আবার উপরের দিকে কাঠের উপরে লোহার plate, লোহা ও পিতলের তার ও চিকারির তার এতে আছে। সরোদ যন্ত্রটি খুব লোকপ্রিয় হয়ে উঠেছে; এর বর্তমান রূপের উদ্ভব করেছিলেন নিয়ামতুল্লা খাঁ। প্রধান সরোদীদের মধ্যে নিয়ামতুল্লা খাঁ, মজরু খাঁ,

মোরাহানি খাঁ, কৌকভ খাঁ ও অধুনা হাকেকজালি খাঁ ও বঙ্গ গৌরব আল্লাউদ্দিন খাঁর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সারেঙ্গীর কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কঠোরের অমুকরণে সারেঙ্গী রবাব প্রভৃতির তাঁতের যন্ত্রই শ্রেষ্ঠ। সারেঙ্গিতে তান সব চেয়ে ভাল খেলে তাই খেয়াল, ঠুংরী প্রভৃতিগণের সঙ্গতে সারেঙ্গীর তুলনা নাই। ভারতের শ্রেষ্ঠ সারেঙ্গীয়াগণ সকলেই খেয়াল ঠুংরীর উত্তম ওস্তাদ ছিলেন। হায়দর বকস সারেঙ্গীর নাম হিন্দুস্থানে বিশেষ প্রসিদ্ধ। বর্তমান কালে বাদল খাঁ ও মন্সন খাঁর গুণগণা অনমুকরণীয়।

বাঁলীর যন্ত্রে শানাইএর স্বরের একটি বিশেষত্ব আছে যা অল্প বাঁলীতে পাওয়া যায় না। শানাইএর স্বর খুব বিস্তৃত ও গভীর ও প্রাণের গভীর স্তরে তা স্পর্শ করে। শানাইএ রাগালাপ, গান ও তানের খেলা সারেঙ্গীর মতই বলে। বারাণসীর শানাইএর বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে, বিশেষতঃ জ্রোতার মনপ্রাণকে সংসার থেকে অনেক দূরে নিয়ে যায় ও সে অভুভূতি কখনও বিস্মৃত হওয়া যায় না।

হিন্দুস্থানের নানাপ্রকার সঙ্গীত যন্ত্রের মধ্যে যে সকল যন্ত্র অধিক উল্লেখযোগ্য সে গুলির নাম ও পরিচয় আমরা দিলাম। তবে বীণা রবাব ও সেতারের বাজেই হিন্দুস্থানীয় যন্ত্র সঙ্গীতের বিশেষত্ব সম্যক প্রকাশিত হয়, সারেঙ্গীর বিশেষত্ব কঠোর অমুকরণে। তন্ত্র সঙ্গীতের দুই অধ্যায় আছে—এক হচ্ছে স্বরাধ্যায় অপর হচ্ছে লয়াধ্যায়। স্বরোদ কাজ মানে আলাপের কাজ—আর লয়ের কাজে বীণা ও রবাবে তান পরণ ও সেতার সরোদে গং তোড়ার কাজ সূচিত হয়।

হিন্দুস্থানী তন্ত্রকারী আলাপ পদ্ধতি হচ্ছে রাগে প্রকাশ। রাগের নিছক স্বরূপের প্রকাশও হতে পারে আবার তার নানা অঙ্গ ও নানারূপের বিভিন্ন বৈচিত্র্য প্রকাশও হতে পারে। নিছক স্বরূপ প্রকাশে রাগ প্রত্যক্ষ

বা বিস্তারের প্রয়োজন হয়না—অলংকার, তান, গমক, প্রভৃতির বাহ্যিক্যও তাতে নেই। কিন্তু বিস্তারে এ সকলেরই প্রয়োজন আছে। বিভিন্ন তন্ত্রকার আপন আপন রুচি অনুযায়ী আলাপ করেন। এ জিনিষটা স্রষ্টার সৃষ্টি প্রতিভা ও রচনা শক্তির উপরেই নির্ভর করে। আলাপের তিন অঙ্গ হচ্ছে বিলম্বিত, মধ্য, ও দ্রুত। আলাপের আরম্ভ গ্রহ বা পকড় স্বর থেকে হয়ে থাকে। সরজ স্বর কিংবা বাদী স্বর থেকেও হতে পারে। আলাপের প্রারম্ভে প্রতি তানের শেষে ত্রাস্ স্বরকে খুলতে হয়, পরে আলাপের বিস্তার আরম্ভ হলে তত বাধাবোধ থাকে না। বিলম্বিত আলাপে গোড়হার বাগীরই প্রাধান্য মৌড় আঁশ ও ধীর স্থললিত গমকের প্রয়োগ এই অংশে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। বিলম্বিতের বিস্তারের সময় কাটা কাটা জোড় অপেক্ষাকৃত মধ্য লয়ে বিলম্বিতের মাঝে মাঝে ভরে দেওয়া যায়—একে বিলম্বিত মধ্ বলে। আবার দুই তানও বিলম্বিতকে সাজানোর জন্য মাঝে মাঝে ব্যবহার চলে—তাকে বিলম্বিত দ্রুত বলা হয়।

এ ভাবে আস্থায়ী অর্থাৎ মূদার ও উদার গ্রামের কাজ অন্তরা অর্থাৎ তারা গ্রামের কাজ, সঞ্চারি বা মূদার ও উদারার যুগপৎ খেলা এবং আভোগ অর্থাৎ অন্তরায় পুনরায় প্রত্যাগমন ও তারা গ্রামের বিস্তার এই চারি ভাগে বিলম্বিত আলাপ শেষ করে মধ্যলয়ের আলাপ শুরু করতে হয়। মধ্যলয়ের আলাপ বিস্তারে পূর্ণ ও এখানে গমকও নানা অলংকারের প্রয়োগ হয়ে থাকে। মধ্যলয়ের ও বিলম্বিত, মধ্ ও দ্রুত আছে। মধ্ বিলম্বিত গমকে মৌড়ের কাজ বেশী, মধ্ জোড়ে গোড়হার বাগীর কাটা কাটা জোড় বা খাণ্ডারবাগীর কম্পিত ও আন্দোলিত স্বরের জোড় চলে। মধ্ দ্রুতের মধ্যে জোড়েরই লয় বেড়ে দুই লয়ে পৌঁছে যায়। কখনও কখনও পাখোয়াজের বোল কিছু কিছু তাতে ভরে দেওয়া চলে। এইভাবে মধ্যলয়ের কাজ শেষ হয়। তারপর দ্রুতের আরম্ভ। দ্রুত থেকেই

তাল সহকারে মূদঙ্গ সঙ্গতে বাজানো চলে—তবে অনেকে এই অংশ বিনা তালে বাজান। দ্রুতেরও বিলম্বিত মধ্য ও দ্রুত এই তিন অংশ আছে। দ্রুত বিলম্বিত হচ্ছে ঝালার কাজ। ঝালাতে দক্ষিণ হাতের কাজ দ্রুত কিন্তু বাম হাতে বিলম্বিতের মৌড় আঁশের কাজ। ডান হাতে চিকারির ঝঙ্কারে ঝালা অতি মনোহর শোনায়। দ্রুত মধ্ এ ঝালার মধ্যে জোড় ভ'রে দেওয়া হয়। তাতে বাম হাতের বিলম্বিত গতির পরিবর্তে মধ্যলয়ের গতি শুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গে চিকারির ঝঙ্কারও চলে। রীতিমত দ্রুত আরম্ভ হয় চৌক ঝালা থেকে। এই সময় ঝালার সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ প্রকার বোল—ভারা, ডর, ডগর, তকধুমাকিট্‌ দিনাং প্রভৃতি বোল আরম্ভ হয়। চৌক ঝালাতেই স্বরের কাজ শেষ। তারপর লয়ের কাজ অর্থাৎ তান পরণের কাজ শুরু হয়। তারপরণেরও লড়ি, লড়্‌গুথাও, লড়ন, পেট, পরণ, দুয়া, মাঠা প্রভৃতি নানা বিভাগে আছে—এ সকলই মূদঙ্গের সঙ্গতের ব্যাপার। মূদঙ্গের বোল যত্নে তুলে এ সকল বাজাতে হয়। তারপরণেই রাগালাপের সমাপ্তি।

সেতার ও স্বরোদে তবলার সহিত সঙ্গতে মসিদখানি ও রেজাখানি এই দুই প্রকার গং বাজানো হয়ে থাকে—মসিদখানি গতে বিলম্বিত লয়ে গং আরম্ভ হয় ও গতের মধ্যে প্রথমতঃ রাগের বিলম্বিতের নানা তান তালে বেঁধে দেখানো হয় তারপর রাগের মধ্ ও জোড়ের তান তালে বেঁধে বাজানো হয়ে থাকে গংটা মেরুপে ব্যবহৃত হয় গং থেকেই প্রতি তানের শুরু ও গতে এসেই শেষ। জোড়ের তান বা জোড়ার পর ঝালা চৌকএর কাজ গতে দেখানো হয়ে থাকে। রেজাখানি গতে বিলম্বিত ও জোড়ের কিছু কিছু কায়দা দেখানো যেতে পারে কিন্তু মুখ্যত তাতে বোলের কাজ—অর্থাৎ চৌকের কাজই বেশী। বোলের ছোট ছোট বিস্তার বেঁধে তান বা জোড়া তৈরী করে দুই গতে ভ'রে দেওয়া হয়—এই সব তানের বিস্তারও

চলে। শেষটা ঝালা ও ঠোকের কাজ শেষ করে গৎ সমাপ্তি হয়।

এইভাবে নানা যন্ত্রে হিন্দুস্থানে যন্ত্রসঙ্গীতের চর্চা কম হয়নি এবং কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও হিন্দুস্থানী যন্ত্র সঙ্গীতকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যন্ত্রসঙ্গীতের অগ্রতম বলে পরিগণিত করা যেতে পারত—তবে দুঃখের বিষয় এই যে গত কুড়ি পঁচিশ বৎসর থেকে ভারতের সঙ্গীতের লোক প্রিয়তা বাড়লেও তার আদর্শ ক্রমেই ক্ষুদ্রতর হয়ে এসেছে। এখন একটা সময় এসেছে, যখন সমস্ত শিক্ষিত সমাজ সঙ্গীত শিক্ষা করতে চান কিন্তু গত যুগের মত গুণী খুঁজে পাননা। বর্তমানে আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণীর বড়ই অভাব। তা সত্ত্বেও যন্ত্র সঙ্গীতের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করে তোলা যেতে পারে যদি শুধু গতাত্তরগতিক পথে না চলে নবতর রীতিতে একে স্ফূর্ত সমৃদ্ধ করতে চেষ্টা করি। দক্ষিণী তন্ত্র পদ্ধতি থেকে হিন্দুস্থানী যন্ত্র সঙ্গীতে অনেক কিছুই গ্রহণ করবার আছে। এই উভয় রীতির সমন্বয় ভারত সঙ্গীতের বর্তমান অবস্থায় বিশেষ উপযোগী।

তারপর আমাদের বর্তমানের যন্ত্রগুলি সবই ছোট ছোট সভায় বা বৈঠকখানায় বাজাবার জন্য তৈরী বৃহৎ সভা

প্রাক্কনের প্রচলিত বীণা, সেতার, স্বরোদের শব্দ নিজে আসে—বর্তমানের মজলিস বৃহৎ লোক সমাগমকে নিয়ে হচ্ছে বৃহৎ সভার উপযুক্ত ধ্বনির উৎপত্তি হয়, এ ভাবে আমাদের যন্ত্রগুলিরও সংস্কার করতে হবে অবশ্য loud-speaker প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনেও আমরা সহায়তা পাব।

সর্বোপরি আমাদের ঐক্যতানের উৎকর্ষের যথেষ্ট আবশ্যকতা ও তার প্রচুর ক্ষেত্রও পড়ে রয়েছে। একক যন্ত্রসঙ্গীত বিশ্বসভায় তত চলবে না যত অর্কেষ্ট্রার চলতি হবে। অর্কেষ্ট্রাতে পৃথক পৃথক যন্ত্রী আপন আপন গুণপনাও দেখাতে পারবে, আবার বীণ, রবাব, সেতার, স্বরোদ, সারেঙ্গীর একত্র বাজাবারও স্থান থাকবে। আলাপ, পরণ, ও গৎ এই তিনেরই সমন্বয়ে অর্কেষ্ট্রার উৎপত্তি খুবই সম্ভব ও সমীচীন। আমাদের নিকট অজ্ঞানতায় যে পথ দেখিয়েছেন ও তিমিরবরণ বাংলায় যে পথের নতুন বিজ্ঞপ্তি করেছেন সে পথের ক্রমবিস্তার ও বৃত্তের পরিণতি আমরা দেখতে চাই ও সে উজ্জ্বল উৎসর্গ করা অসংখ্য তরুণ যন্ত্রীর সমাগমও সমন্বয় আমরা আশা করি।

## গান

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ

নব নব সুরে বাজিছে বাশরী  
জননী আসিবে ঘরে,  
বিকশিত হ'ল অন্তর সব  
চরণ পরশ তরে।

বনে বনে আজি বিকশিত ফুল,  
সুরভিত ধরা, গাহে অলিফুল,  
প্রকৃতি জননী গাহে আগমনী  
মুখরিত নব স্বরে।

কি দিয়ে পুজিবে ও রাঙা চরণ,  
দৈত্যের মাঝে কিবা আছে ধন,  
তাই ভয়-বন্ধন মুক্তির লাগি'  
সাজায়েছে থরে থরে।



# সেতার শিক্ষা

সেতারের গৎ

ঝিঁঝিট মিশ্র—কাওয়ালী

রচনা—ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁ

II গা<sup>+</sup> -া -া পমা<sup>৩</sup> | গা<sup>৩</sup> ররা সা রা<sup>০</sup> | না<sup>০</sup> সসা ন্না ররা<sup>১</sup> | সা<sup>১</sup> ন্না ধা<sup>১</sup> প্া<sup>১</sup> I  
 ডা ০ ০ রা ০ ডা ডিরি ডা রা ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডা রা

ধা<sup>+</sup> সা -া রা<sup>৩</sup> | ধা<sup>৩</sup> সা -া প্া<sup>০</sup> | ধা<sup>০</sup> সা -া পা<sup>১</sup> | ধা<sup>১</sup> সা -া রা II  
 ডা ডা ০ রা ডা ডা ০ রা ডা ডা ০ রা ডা ডা ০ রা

তোড়া

১। গা<sup>০</sup> -া গা<sup>১</sup> গা<sup>১</sup> | -া মা<sup>+</sup> রা গা<sup>+</sup> | রা<sup>+</sup> গগা রা মা<sup>৩</sup> | গা<sup>৩</sup> ররা সা রা I  
 ডা হু ডা ডা হু ডা ডা রা ডা ডিরি ডা রা ডা ডিরি ডা রা

না<sup>০</sup> সসা না<sup>১</sup> রা<sup>১</sup> | সা<sup>১</sup> গ্গা ধা<sup>+</sup> প্া<sup>+</sup> | ধা<sup>+</sup> সা -া প্া<sup>৩</sup> | ধা<sup>৩</sup> সা -া রা II  
 ডা ডিরি ডা রা ডা ডিরি ডা রা ডা ডা ০ রা ডা ডা ০ রা

২। সা<sup>০</sup> গগা রা মা | গা<sup>১</sup> পপা মা ধা | পা<sup>+</sup> মমা গা রা | সা<sup>০</sup> ররা ন্ সা I  
ডা ডিরি ডা রা ডা ডিরি ডা রা ডা ডিরি ডা রা ডা ডিরি ডা রা

ধা<sup>০</sup> সা -া প্ | ধা<sup>১</sup> সা -া রা |  
ডা ডা ০ রা ডা ডা ০ রা

৩। সা<sup>+</sup> রা গা মা | পা<sup>০</sup> গা -া মা | সা<sup>০</sup> গা ধা পা | ধা<sup>১</sup> গা -া মা I  
ডা রা ডা রা ডা ডা ব ডা ডা রা ডা রা ডা ডা ব ডা

পা<sup>+</sup> সর্সা না সা | -া<sup>০</sup> গা ধা পা | সা<sup>০</sup> গা ধা পা | মা<sup>১</sup> গা রা সা I  
ডা ডিরি ডা রা ০ ডা ডা রা ডা ডিরি ডা রা ডা রা ডা রা

ন্থা<sup>+</sup> সসা ন্ রা | সা<sup>০</sup> ন্ ধা প্ | ধা<sup>০</sup> সা -া পা | ধা<sup>১</sup> সা -া রা II  
ডা ডিরি ডা রা ডা রা ডা রা ডা ডা ০ ডা ডা ডা ০ রা

### তেহাই সহ

৪। সা<sup>১</sup> রা গগা গগা | গগা<sup>+</sup> গগা গগা গগা | সরা<sup>০</sup> গমা গগা গগা | সরা<sup>০</sup> গমা গগা গগা I  
ডা রা ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা রা ডা রা ডিরি ডিরি ডা রা ডা রা ডিরি ডিরি

পধা<sup>১</sup> পমা গপা মগা | রমা<sup>+</sup> গরা সরা ন্ সা | ন্ সা<sup>০</sup> ন্ রা সগ্গা | ধপ্ ধ্ সা রা গা I  
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা ডিরি ডা রা ডা ডিরি ডা রা ডা ডা ডা রা

ধ্ সা<sup>১</sup> রা গা ধ্ সা |  
ডা ডা ডা রা ডা ডা

## স্বরলিপি

## নিশাসাগ-ঝাঁপতাল

দেবী দুর্গে সদা শাস্ত রচপালিনি  
অম্বর-দল-দলনী দুখ-তাপকো ছর করো  
অচপল সুখ কর জো ধায় বিদ্যা-বাসিনী ।  
দেত ঋদ্ধি সিদ্ধি বর বুদ্ধি বিছা সকল  
করন ত্রাণ সবকো তুঁহি নন্দ-নন্দিনী ॥

অচপল ।

সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ছাত্র—

শ্রীসাধনচন্দ্র গুপ্ত

২' গা -১ গা রা সা ০ রগা -১ রা সা ন্ ২' সা -১ গা গা গা  
দে ০ বী ছ র গে ০ স দা ০ শা ০ স্ত র চ

০ মা -১ পা পা -১ ২' মা গা ৩ সা গা মা ০ পা পা ১ পা পা পা  
পা ০ লি নি ০ অ হু র দ ল দ ল নি হ খ

২' পা -১ ৩ না ধা না ০ সা -১ ১' না ধা পা ২' মা গা ০ মা রা -১  
জা ০ গ কো ০ ছ ০ র ক রে অ চ প ল ০

০ পা পা ১ ধা না না ২' সা না ৩ ধা পা গা ০ ধা পা ১ ধা মা -১  
হ খ ক র জো ধা র বি ০ দ্য বা ০ দি নি ০



॥ <sup>২</sup>পাঁ -াঁ | <sup>৩</sup>পাঁ নধাঁ না | <sup>০</sup>সাঁ -াঁ | <sup>১</sup>সাঁ সাঁ সাঁ | <sup>২</sup>নসাঁ ধাঁ | <sup>৩</sup>সাঁ না রাঁ |  
দে ০ | ত ঋ ০ জি | সি ০ | জি ব র | বু ০ | জি ০ বি |

<sup>০</sup>সাঁ না | <sup>১</sup>সাঁ ধাঁ পাঁ | <sup>২</sup>মাঁ গাঁ | <sup>৩</sup>গাঁ মাঁ রাঁ | <sup>০</sup>গাঁ পাঁ | <sup>১</sup>পাঁ ধাঁ গাঁ |  
জা ০ | স ক ল | ক র | ন জা ০ | গ ০ | স ব কো |

<sup>২</sup>সাঁ না | <sup>৩</sup>ধাঁ পাঁ গাঁ | <sup>০</sup>ধাঁ পাঁ | <sup>১</sup>ধাঁ মাঁ -াঁ ||||  
তুঁ হি | ন ০ দ্দ | ন ০ | দ্দি নি ০ ||||

## গান

শ্রীশ্বেতকুমার মুখোপাধ্যায়

হে দেবতা মোরে করেছ কাঁড়াল গর্ক করেছ চুর।

তোমারি চরণে অন্তর রাখি' লভি' স্বথ স্বথ স্বমধুর !

আমার, গর্ক করেছ চুর।

শারদ আকাশে তোমার বাঁশরি,

আপনি বাজালে মোর নাম স্মরি,

হে পরাগ-প্রিয় তুমি যে আজিকে

রহিলে অনেক দূর !

আমার, গর্ক করেছ চুর।

ভালোবাসি' তুমি লইলে টানিয়া ভূলাতে বিষম ব্যথা,

হে দেবতা মোর, ভূলাও আমার সকল ছুথের কথা ;

যে ব্যথা জেগেছে মরমের পাতে,

তাই নিয়ে সখা রহ মোর সাথে,

আলোকে, আঁধারে গাহি' তব গান

হোক না কঠিন স্বর !

আমার গর্ক করেছ চুর।

## কীর্তন গান লোকপ্রিয় হয় না কেন?

শ্রীপারেশচন্দ্র মজুমদার বি-এ

আমরা প্রবন্ধান্তরে বলিয়াছি যে কীর্তন গানে ভাব এবং রসেরই প্রাধান্য; তান এবং লয় তাহাতে অপ্রধান। সুতরাং যে সব কীর্তন গায়ক তাঁহাদের কীর্তনে রাগ ও তালকে প্রধান করিয়া তুলেন, তাঁহারা গায়ক বড় হইতে পারেন কিন্তু তাঁহাদের কীর্তন গান কখনও শ্রোতাকে মুগ্ধ করিতে পারে না। কীর্তন গানের তিনিই সর্কশ্রেষ্ঠ গায়ক যিনি সব শ্রোতাকে বৈষ্ণব পদকর্তাদের পদগত ভাবে তন্ময় করিয়া তুলিতে পারেন। যিনি শ্রোতার মানসপটে সেই কালিন্দী পুলিন, সেই ভাবময়ী শ্রীরাধা, সেই নাগররাজ শ্রীকৃষ্ণ এবং সেই কাঞ্চন বিনিন্দিত অঙ্গ, ব্রজভাবে বিভাবিত শচীর ঢুলালের ছবি অবিকল আঁকিয়া দিতে পারেন। অবশ্য রাগ এবং তাল সংযুক্ত পদ্যবলীই এই ভাবের সঞ্চার করিতে সমর্থ হয়। প্রাচীন কীর্তনাচার্যগণ যে কীর্তনে শশিশেখর, জ্যোতি, বীৰকুম প্রভৃতি দীর্ঘমাত্রিক তাল সমূহের প্রয়োগ করিতেন, তাহা তালের কসুরতের জন্ত এবং নিজেদের কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্ত নহে। তাহার মূল উদ্দেশ্য গানকে বিলম্বিত করিয়া তাহাতে অধিক আবেগ সঞ্চার। সুতরাং গায়ক যদি ঐ সকল তালকে এমনভাবে আয়ত্ত করিতে পারেন যে গানের সময় মাত্রার হিসাব না করিলেও স্বতঃই তাঁহার গান ছন্দের অঙ্কবর্তন করে তবেই তিনি রস সঞ্চার করিতে সমর্থ হইবেন। কারণ স্বর তালের চিন্তা ছাড়িয়া মনকে ভাবের এবং রসের প্রতি একাগ্র না করিলে কখনও পূর্ণভাবে রস সৃষ্টি সম্ভব হয় না। শুধুই রাগ রাসিনী এবং তালের আড়ম্বরে মুগ্ধ পাইবেন তাঁহারা— বাহারা ঐ সব শিক্ষা করিতে অভিলাষী অথবা বাহারা সর্বোচ্চ ঐ সব স্বর তাল আয়ত্ত করিয়াছেন। এইরূপ কীর্তন গানের প্রতি রসপিপাসু শ্রোতাবিরাগ হওয়া

স্বাভাবিক। কীর্তনের প্রতি সাধারণ শ্রোতার বিচ্ছেদের দ্বিতীয় কারণ এই যে অনেক গায়ক শ্রোতার নিকট তাঁহাদের গান সম্যকভাবে পরিবেশন করিতে জানেন না। একে মৈথিলী ভাষা অনেকের নিকটে স্ববোধ্য নয়, তাহাতে প্রথমেই প্রায় একঘণ্টা সময় গৌরচন্দ্রিকার কোলাহল। এইসব কারণে সাধারণ শ্রোতা কিছুক্ষণ থাকিয়াই ধৈর্য হারাইয়া চলিয়া যায়। এ কথায় আমরা ইহা বলিতেছি না যে গায়ক যে কোন শ্রোতার যে কোন রকম কচির পোরাই যোগাইতে গিয়া তাঁহার গানের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করেন। আমাদের বক্তব্য এই যে গায়ক যদি শুধুই তাঁহার অভিজ্ঞ শ্রোতাদের মনোরঞ্জন উদ্দেশ্য না করিয়া সাধারণের দুর্কৌণ্ড্য পদগুলি সকলকে সবল ভাষায় বুঝাইয়া দিয়া খোল করতাল এবং সমবেত কণ্ঠের অধিক কোলাহল না করিয়া প্রথম হইতেই রস-সঞ্চারের চেষ্টা করেন তবে অধিকাংশ শ্রোতাই বিলম্বিত স্বর এবং কঠিন ছন্দের ভিতর হইতেও কীর্তনের মাধুর্য উপভোগ করিতে পারিবে এবং কীর্তনে তাহাদের মনও আকৃষ্ট হইবে। গড়ানহাটী, মনোহরসাই প্রভৃতি বিস্তৃত কীর্তনেব প্রতি লোকের যে বিরাগ তাহার অন্ততম কারণ এই যে অনেক তথাকথিত কীর্তন গায়ক সাধারণ লোকের চঞ্চল চিত্তবৃত্তির খাদ্য যোগাইতে গিয়া কীর্তন সম্বন্ধে তাহাদের ধারণাকে এমন বিকৃত করিয়া দিয়াছেন যে ঐ জাতীয় কীর্তন অপেক্ষা ভাল কীর্তন হইতে পারে বলিয়া তাহাদের ধারণা নাই তাহারা ঐ রকম কীর্তনকেই কীর্তনের আদর্শ বলিয়া মনে করে। এইরূপ শ্রোতার সংখ্যা যে স্থানে বেশী সেই স্থানে কোন উচ্চাঙ্গের কীর্তন গায়কের প্রথমেই তাঁহার গানের স্বর, তাল এবং রস-পথ্য প্রভৃতি শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইয়া লওয়া আবশ্যিক।

## স্বরলিপি

(আমার) বন্ধ ছুয়ার খুলে  
 দরদী মোর এলে কী গো  
 এলে কী পথ তুলে।  
 রথখানি কী মেঘের দেশে  
 মোর তরে সে থামলো এসে  
 আঁধারের ঝর্ণাধারার  
 পরদাখানি তুলে।

নীলিমার নয়ন কোণে নীল আঁচলের তলে  
 নিভি়া তোমার গোপন লিপি পাঠাও নানান্ ছলে।  
 শত যুগের কবির বুকে  
 সেই লিপি কী স্বপন স্মৃথে  
 রূপের মাঝে পড়বে ধর।  
 মোর জীবনের কুলে।

কথা—শ্রীস্বরজিৎকুমার মৌলিক, এম-এ

স্বর ও স্বরলিপি—শ্রীসুকুমার দেব

(গা মা) II {পা<sup>০</sup> -গা<sup>১</sup> গা<sup>১</sup> দা<sup>১</sup> | পা<sup>১</sup> -পা<sup>১</sup> -া<sup>১</sup> -া<sup>১</sup> | [গমা<sup>+</sup> পদা<sup>১</sup> মা<sup>১</sup> -া<sup>১</sup>] ৩  
 আ মা ব ন্ ধ ছ ষা ব্ ০ ০ খু ০ ০ ০ লে ০ ০ ০

গা<sup>০</sup> গা<sup>১</sup> গা<sup>১</sup> গা<sup>১</sup> | গা<sup>১</sup> গা<sup>১</sup> -া<sup>১</sup> -া<sup>১</sup> | মা<sup>১</sup> পা<sup>১</sup> পা<sup>১</sup> পা<sup>১</sup> | দগা<sup>১</sup> মা<sup>১</sup> মা<sup>১</sup> মা<sup>১</sup> I  
 দ র দা ০ মো র ০ ০ এ লে ০ ০ কী গো ০ ০

জা<sup>০</sup> জা<sup>১</sup> জা<sup>১</sup> জা<sup>১</sup> | রজা<sup>১</sup> রসনা<sup>১</sup> -া<sup>১</sup> -া<sup>১</sup> | সা<sup>১</sup> সরা<sup>১</sup> জা<sup>১</sup> -া<sup>১</sup> | না<sup>০</sup> সা<sup>১</sup> -া<sup>১</sup> -া<sup>১</sup> II  
 এ লে ০ ০ কী ০ ০ ০ ০ ০ প ধ ০ ০ ০ হু লে ০ ০

II	পা	পা	পা	পা	১	মপা	গা	মা	-	+	পা	পা	দা	দা	৩	মা	পা	-	-	I
	র	০	থ	থা		নি০	কী	০	০		যে	যে	০	র		মে	শে	০	০	
	শ	০	ত	যু		গে০	র	০	০		ক	বি	০	র		বু	কে	০	০	

পা	রা	রা	-	১	রা	রা	-	জা	[ সা: স: সা ]	৩	না	না	-	-	I
মো	র	ত	০		রে	সে	০	০	না: ন: না		না	না	-	-	১
সে	ই	লি	০		পি	কী	০	০	থা	ম	লো	০			
									ষ	প	ন	০			

০	সী	না	সী	সী	১	ধা	-ধা	গা	ধা	+	পা	পা	-	-	৩	-	-	-	-	I
	আ	ধা	রে	র		ঝ	ঝ	গা	ধা		রা	র	০	০		০	০	০	০	
	ক	পে	মা	ঝে		প	ঝ	বে	ধ		রা	০	০	০		০	০	০	০	

০	-রা:	র:	রা	জা	১	রা	সা	-	-	+	রা	গা	গা	পা	৩	পা	-	-	-	II
	প	ঝ	০	দা		থা	নি	০	০		তু	০	০	লে		০	০	০	০	
	লো	ঝ	০	জী		ব	নে	০	ঝ		কু	০	০	লে		০	০	০	০	

II	০	সা	না	না	না	১	সা	সা	সা	সা	+	গা	গা	গা	মা	৩	গা	মা	গা	মা	I
		নী	লি	মা	র		ন	য়ন	কো	ণে		নীল	আ	চ	লের		ত	০	লে	০	

জা:	জা:	রা	জা	১	মা	গা:	র:	সা	+	পা	না	সা	রা	৩	না	সা	সা	সা	II	II
নি	তি	ভো	মার		গো	পন	লি	পি		পা	ঠাও	না	নান		হ	লে	০	০		

## সরগম্

কাফি-জলদ তেতাল

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র চৌধুরী, বি-এল্

### আস্থারী

II গা<sup>+</sup> না<sup>৩</sup> ধা<sup>৩</sup> পা<sup>৩</sup> | মা<sup>৩</sup> জা<sup>৩</sup> রা<sup>৩</sup> জা<sup>৩</sup> | সা<sup>৩</sup> রা<sup>৩</sup> রা<sup>৩</sup> জা<sup>৩</sup> | না<sup>৩</sup> মা<sup>৩</sup> পা<sup>৩</sup> মা<sup>৩</sup> I  
পা<sup>+</sup> না<sup>৩</sup> পা<sup>৩</sup> মা<sup>৩</sup> | পা<sup>৩</sup> ধা<sup>৩</sup> গা<sup>৩</sup> সা<sup>৩</sup> | গা<sup>৩</sup> ধা<sup>৩</sup> না<sup>৩</sup> পা<sup>৩</sup> | মা<sup>৩</sup> জা<sup>৩</sup> রা<sup>৩</sup> না<sup>৩</sup> I  
রা<sup>+</sup> গা<sup>৩</sup> ধা<sup>৩</sup> গা<sup>৩</sup> | পা<sup>৩</sup> ধা<sup>৩</sup> মা<sup>৩</sup> পা<sup>৩</sup> | গা<sup>৩</sup> মমা<sup>৩</sup> গা<sup>৩</sup> পা<sup>৩</sup> | মা<sup>৩</sup> না<sup>৩</sup> সা<sup>৩</sup> গা<sup>৩</sup> I  
সা<sup>+</sup> জা<sup>৩</sup> রা<sup>৩</sup> মা<sup>৩</sup> | জা<sup>৩</sup> রা<sup>৩</sup> সা<sup>৩</sup> না<sup>৩</sup> | পা<sup>৩</sup> দদা<sup>৩</sup> পা<sup>৩</sup> মা<sup>৩</sup> | জা<sup>৩</sup> না<sup>৩</sup> সা<sup>৩</sup> না<sup>৩</sup> II

### অস্তর

II মা<sup>+</sup> পপা<sup>৩</sup> পা<sup>৩</sup> না<sup>৩</sup> | না<sup>৩</sup> সা<sup>৩</sup> সা<sup>৩</sup> | না<sup>৩</sup> সর্সা<sup>৩</sup> ননা<sup>৩</sup> সর্সা<sup>৩</sup> | রঁরা<sup>৩</sup> সা<sup>৩</sup> না<sup>৩</sup> সা<sup>৩</sup> I  
না<sup>+</sup> সর্সা<sup>৩</sup> সা<sup>৩</sup> রা<sup>৩</sup> | না<sup>৩</sup> জঁরা<sup>৩</sup> রা<sup>৩</sup> সা<sup>৩</sup> | না<sup>৩</sup> সর্সা<sup>৩</sup> রঁরা<sup>৩</sup> সর্সা<sup>৩</sup> | গঁগা<sup>৩</sup> ধা<sup>৩</sup> ধা<sup>৩</sup> পা<sup>৩</sup> I  
রঁরা<sup>+</sup> সর্সা<sup>৩</sup> রা<sup>৩</sup> না<sup>৩</sup> | না<sup>৩</sup> সর্সা<sup>৩</sup> পপা<sup>৩</sup> মমা<sup>৩</sup> | পা<sup>৩</sup> জা<sup>৩</sup> না<sup>৩</sup> মমা<sup>৩</sup> | পা<sup>৩</sup> ধা<sup>৩</sup> গা<sup>৩</sup> সা<sup>৩</sup> I  
না<sup>+</sup> জঁরা<sup>৩</sup> না<sup>৩</sup> রা<sup>৩</sup> | সা<sup>৩</sup> না<sup>৩</sup> গা<sup>৩</sup> ধা<sup>৩</sup> | না<sup>৩</sup> পা<sup>৩</sup> মা<sup>৩</sup> না<sup>৩</sup> | না<sup>৩</sup> জা<sup>৩</sup> না<sup>৩</sup> মা<sup>৩</sup> II পা<sup>+</sup>

তান

- ১। সাঁ রাঁ জ্ঞা মাঁ | পাঁ ধাঁ গাঁ সঁ | গাঁ ধাঁ পাঁ মাঁ | জ্ঞাঁ রাঁ সাঁ -। I
- ২। রাঁ সঁ গাঁ সঁ | গাঁ ধাঁ পাঁ মাঁ | গাঁ মাঁ পাঁ মাঁ | জ্ঞাঁ রাঁ সাঁ -। I
- ৩। গাঁ মাঁ পাঁ ধাঁ | গাঁ সঁ রাঁ সঁ | গাঁ ধাঁ পাঁ মাঁ | জ্ঞাঁ রাঁ সাঁ -। I
- ৪। গাঁ মাঁ পাঁ ধাঁ | গাঁ সঁ রাঁ সঁ | গাঁ ধাঁ পাঁ মাঁ | পাঁ ধাঁ গাঁ সঁ I  
রাঁ সঁ গাঁ ধাঁ | পাঁ ধাঁ গাঁ সঁ | গাঁ ধাঁ পাঁ মাঁ | জ্ঞাঁ রাঁ সাঁ -। I
- ৫। সাঁ রাঁ জ্ঞা মাঁ | পাঁ মাঁ গাঁ রাঁ | সাঁ রাঁ গাঁ মাঁ | পাঁ মাঁ জ্ঞা রাঁ I  
গাঁ মাঁ পাঁ মাঁ | জ্ঞাঁ রাঁ গাঁ মাঁ | পাঁ মাঁ জ্ঞা রাঁ | গাঁ মাঁ পাঁ মাঁ I  
পাঁ -। -। -। | গাঁ মাঁ পাঁ মাঁ | পাঁ -। -। -। | গাঁ মাঁ পাঁ মাঁ II পাঁ
- ৬। পাঁ ধাঁ গাঁ সঁ | গাঁ ধাঁ পাঁ মাঁ | জ্ঞাঁ রাঁ সাঁ গাঁ | সাঁ -। -। -। I  
পাঁ ধাঁ গাঁ সঁ | গাঁ ধাঁ পাঁ মাঁ | জ্ঞাঁ রাঁ সাঁ গাঁ | সাঁ -। -। -। I  
পাঁ ধাঁ গাঁ সঁ | গাঁ ধাঁ পাঁ মাঁ | পাঁ ধাঁ গাঁ সঁ | গাঁ ধাঁ পাঁ মাঁ I  
ধাঁ গাঁ সঁ ধাঁ | গাঁ সঁ ধাঁ গাঁ | সঁ ধাঁ গাঁ সঁ | গাঁ ধাঁ পাঁ মাঁ I  
পাঁ ধাঁ গাঁ সঁ | রাঁ জ্ঞাঁ রাঁ সঁ | গাঁ ধাঁ পাঁ মাঁ | পাঁ ধাঁ গাঁ সঁ I  
রাঁ সঁ গাঁ ধাঁ | পাঁ -। পাঁ মাঁ | জ্ঞাঁ রাঁ সাঁ -। | সাঁ রাঁ জ্ঞা মাঁ II পাঁ

৭। গা মা পা পা | পা পা পা পা | গা মা পা পা | পা পা পা পা I  
 +  
 গা মা পা পা | গা মা পা পা | গা মা পা পা | গা মা পা পা I  
 +  
 গা মা পা গা | মা পা গা মা | পা গা মা পা | মা জা রা সা I  
 +  
 গা গা রা রা | সা সা জা জা | রা রা মা মা | জা জা পা পা I  
 +  
 মা মা ধা ধা | পা পা গা গা | ধা ধা সা সা | গা গা রা রা I  
 +  
 মা গা - রা | সা - গা ধা | - পা মা - | - গা - মা II পা

## শোক সংবাদ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত শনিবার ১৪ই ভাদ্র, সকাল ৬-১৫ মিনিটের সময় 'এ্যাড্-



ভাজ' পত্রিকার বার্তা। সাংবাদিক বসন্তকুমার দাশগুপ্ত মহাশয় যাত্র ৫২ বৎসর বয়সে কেলিজাইটিস্ রোগে আক্রান্ত

হইয়া হঠাৎ পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার জ্ঞান একনিষ্ঠ কর্মী সাংবাদিক ক্ষেত্রে বিরল। রাষ্ট্রগুরু স্বর্গীয় অরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবর্তিত 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সহিত ষাঁহার পরিচিত আছেন, তাঁহারাই বসন্তবাবুর অকৃত্রিম কর্মকুশলতার পরিচয় পাইয়াছেন। প্রতি ঘণ্টায় নূতন নূতন সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠকের চিত্তাকর্ষক করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। সাংবাদিক কার্যে নিমগ্ন থাক। হেতু সাধারণের সহিত তিনি বিশেষ পরিচিত হইতে পারেন নাই। তাঁহার জ্ঞান সংসাহসী নির্ভীক পুরুষ এবং দানশীল ব্যক্তি সচরাচর বড় দেখা যায় না। কত আশ্রয়হীন দরিদ্র ছাত্রকে নিজালয়ে আশ্রয় দান করিয়া তাঁহাদিগকে ভরণপোষণ করিয়াছেন। দাতা হিসাবে তিনি ছিলেন নীরব দাতা। মৃত্যুকালে তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত অজিত দাশগুপ্ত, কন্যা শ্রীযুক্তা অশোকা সেনগুপ্তা, দুই সহোদর এবং সাক্ষী পত্নী শ্রীযুক্তা নীরজা দেবীকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুতে সাংবাদিক-সম্প্রদায় বিশেষতঃ 'এ্যাড ভাজ' পত্রিকার যে কি পরিমাণ কতি হইল তাহা অবর্ণনীয়। আমরা তাঁহার শোকসম্পন্ন পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া পরলোকগত আত্মার শান্তিকামনা করিতেছি।

## স্বরলিপি

বাগেস্ত্রী-টিমা-ত্রিতাল

এরী মেরে আয় সুলতান,  
নিজামদ্দিন ঔলীয়া মকবুল।

খাজে কুতব, সেখ ফরিদা,  
বরাতি দিল্লি ছলুহানে,  
বনি বরপায়া ॥

সুর শিক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

স্বরলিপি—শ্রীজীবনচন্দ্র উপাধ্যায়

II <sup>০</sup> সাঁ -াঁ গাঁ -ধাঁ <sup>১</sup> ধাঁ -াঁ পাঁ -ধাঁ <sup>+</sup> গাঁ -াঁ ধাঁ -াঁ <sup>৩</sup> -মাঁ -াঁ -মধাঁ -পধাঁ I  
এ ০ রী ০ মে ০ রে ০ আ ০ য় ০ ০ ০ ০০ ০০

<sup>০</sup> -মাঁ -জ্ঞাঁ -রাঁ -সাঁ <sup>১</sup> -মাঁ -াঁ ধাঁ পধাঁ <sup>+</sup> গাঁ -াঁ -ধাঁ -াঁ <sup>৩</sup> -মাঁ -াঁ -মধাঁ -পধাঁ I  
০ ০ ০ ০ ০ ০ হ় ল ০ তা ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০০

<sup>০</sup> -মাঁ -াঁ -জ্ঞাঁ -াঁ <sup>১</sup> -াঁ মজ্ঞাঁ -রাঁ -সাঁ <sup>+</sup> সাঁ গাঁ ধাঁ -গাঁ <sup>৩</sup> সাঁ -াঁ মাঁ -াঁ I  
০ ০ ০ ০ ০ নে ০ ০ ০ নি জা ম ০ দ্বি ০ ন ০

<sup>০</sup> -াঁ জ্ঞামাঁ -ধগাঁ -সাঁ <sup>১</sup> সাঁ -াঁ সাঁ -াঁ <sup>+</sup> -জ্ঞাঁ -াঁ -াঁ -াঁ <sup>৩</sup> মাঁ জ্ঞাঁ রাঁ জ্ঞাঁ I  
০ ঔ ০ ০০ ০ লি ০ য়া ০ ০ ০ ০ ০ ম ক ব় ল



I।  $\overset{0}{\text{মা}}$   $\overset{0}{\text{গা}}$  - $\overset{0}{\text{ধা}}$   $\overset{0}{\text{গা}}$  |  $\overset{1}{\text{গা}}$  - $\overset{1}{\text{সী}}$   $\overset{1}{\text{সী}}$  - $\overset{1}{\text{সী}}$  |  $\overset{+}{\text{ধণা}}$  - $\overset{+}{\text{সঁরা}}$   $\overset{+}{\text{জঁরা}}$   $\overset{+}{\text{সী}}$  |  $\overset{0}{\text{গা}}$  - $\overset{0}{\text{সী}}$   $\overset{0}{\text{গা}}$   $\overset{0}{\text{ধা}}$  I  
খা জে ০ কু | ত ০ ব ০ | মে ০ ০ ০ ০ | রি ০ দা ০

$\overset{0}{\text{ধা}}$  - $\overset{0}{\text{সী}}$   $\overset{0}{\text{গা}}$  - $\overset{0}{\text{সী}}$  |  $\overset{1}{\text{মজ্ঞা}}$  - $\overset{1}{\text{রসা}}$  - $\overset{1}{\text{মা}}$  - $\overset{1}{\text{সী}}$  |  $\overset{+}{\text{সী}}$  - $\overset{+}{\text{ধা}}$  - $\overset{+}{\text{গা}}$  |  $\overset{0}{\text{সী}}$  - $\overset{0}{\text{সী}}$   $\overset{0}{\text{জঁরা}}$   $\overset{0}{\text{সী}}$  I  
ব ০ রা ০ | তি ০ ০ ০ ০ | দি ০ লি ০ | ০ ০ ০ ০

$\overset{0}{\text{গা}}$  - $\overset{0}{\text{সী}}$   $\overset{0}{\text{গা}}$  - $\overset{0}{\text{ধা}}$  |  $\overset{1}{\text{ধা}}$  - $\overset{1}{\text{সী}}$   $\overset{1}{\text{গা}}$  - $\overset{1}{\text{সী}}$  |  $\overset{+}{\text{মা}}$  - $\overset{+}{\text{সী}}$  - $\overset{+}{\text{সী}}$  - $\overset{+}{\text{সী}}$  |  $\overset{0}{\text{মা}}$   $\overset{0}{\text{জ্ঞা}}$   $\overset{0}{\text{রা}}$   $\overset{0}{\text{সা}}$  I  
হা ০ নে ০ | ব ০ নি ০ | ০ ০ ০ ০ | ব র পা ষা

$\overset{0}{\text{সা}}$   $\overset{0}{\text{গা}}$   $\overset{0}{\text{ধা}}$  - $\overset{0}{\text{গা}}$  |  $\overset{1}{\text{সা}}$  - $\overset{1}{\text{সী}}$   $\overset{1}{\text{মা}}$  - $\overset{1}{\text{সী}}$  |  $\overset{+}{\text{সী}}$   $\overset{+}{\text{জ্ঞা}}$  - $\overset{+}{\text{ধণা}}$  - $\overset{+}{\text{সী}}$  |  $\overset{0}{\text{সী}}$  - $\overset{0}{\text{সী}}$   $\overset{0}{\text{সী}}$  - $\overset{0}{\text{সী}}$  I  
নি জা ম ০ | দি ০ ন ০ | ০ ০ ০ ০ | লি ০ ষা ০

$\overset{0}{\text{জ্ঞা}}$  - $\overset{0}{\text{সী}}$  - $\overset{0}{\text{সী}}$  - $\overset{0}{\text{সী}}$  |  $\overset{1}{\text{মা}}$   $\overset{1}{\text{জ্ঞা}}$   $\overset{1}{\text{রা}}$   $\overset{1}{\text{সা}}$  II II  
০ ০ ০ ০ | ম ক বু ল

## আগমনী

শ্রীহিমাংশুভূষণ সেনগুপ্ত

হুগতি-নাশিনী মা মোদের এসেছে আজিকে বঙ্গে ।

হুঃখ দৈন্ত গেছে চলে আজ তাঁর আগমনের সঙ্গে ॥

প্রকৃতি আজি নিয়ে ফুল ভালি

মায়ের চরণে দিতেছে ঢালি'

কল কল ভাসে গাহে আগমনী

পতিতোদ্ধারিণী গজে ।

সকলে ধরেছে নৃতন বেশ

কার মনে নাই হুঃখের লেশ

হেসে খেলে সবে দিয়ে করতালি

নাচিছে কতই রঙ্গে ॥

## স্বরলিপি

## দরবারী কান্ড়া—কাঁপতাল

বিহরে হর-হৃদয় পরে ত্রিপুর হর-বন্দিনী ।  
চরণ পরে শোভে নুপুর কটিতে কর-কিঙ্কণী ॥  
হৃদয় মরকত নিকর খচিত, মণিমণ্ডিনী ।  
অভয় করে খণ্ড অশ্রু শিরখণ্ডিনী ॥

রূপ তিমিরে তিমির হরে ত্রিলোক ভয়ভঞ্জনী ।  
ঘোর বেণে ঘোর কেশে মহেশ-মনোরঞ্জনী ॥  
শশী শিখরে, শ্মশানে ফিরে, শিখর বরনন্দিনী ।  
বরণ কাল, ভুবন আলো কালী কলুষ খণ্ডিনী ॥

রচনা—অজ্ঞাত

সুর—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরলিপি—সুর-দাতার ছাত্রী শ্রীমতী অঞ্জলি দেবী

II { গা<sup>২</sup> সা<sup>৩</sup> | মা<sup>০</sup> রা<sup>১</sup> সা<sup>০</sup> গা<sup>০</sup> মা<sup>১</sup> | পা<sup>১</sup> গা<sup>০</sup> সা<sup>২</sup> | I সা<sup>২</sup> রা<sup>৩</sup> | মজ্জা<sup>৩</sup> মা<sup>০</sup> পণা<sup>০</sup> |  
বি হ রে হ র হ্র দ য প রে ত্রি পু | র হ র ০ |

মজ্জা<sup>০</sup> মা<sup>১</sup> | রসা<sup>১</sup> রা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> | I গা<sup>২</sup> সা<sup>১</sup> | রা<sup>৩</sup> গা<sup>০</sup> সা<sup>০</sup> | গদা<sup>০</sup> গদা<sup>১</sup> | গা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> | I  
ব ০ দি০ নী ০ চ র গ প রে শো ভে নু পু র

মা<sup>২</sup> পা<sup>৩</sup> | গদা<sup>০</sup> গা<sup>১</sup> পা<sup>০</sup> | মজ্জা<sup>০</sup> মা<sup>১</sup> | রসা<sup>১</sup> রা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> | II  
ক টি তে ক র কি ০ দ্বি০ ০ গী

II { মা<sup>২</sup> পা<sup>৩</sup> | গদা<sup>০</sup> গা<sup>১</sup> গা<sup>১</sup> | সা<sup>০</sup> সা<sup>১</sup> | গা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> | I গা<sup>২</sup> রা<sup>৩</sup> | সা<sup>১</sup> রা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> |  
হ্র দ য ম র ক ত নি ক র খ চি ত য নি |

রা<sup>০</sup> গা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> | গদা<sup>১</sup> গা<sup>১</sup> পা<sup>১</sup> | I সা<sup>২</sup> মজ্জা<sup>১</sup> | মা<sup>৩</sup> রা<sup>৩</sup> সা<sup>৩</sup> | রা<sup>০</sup> গা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> | সা<sup>১</sup> - - - I  
ম ০ ০ গি০ নী ০ অ ভ ০ য ক রে খ ০ ০ ০ ও ০ ০

মা<sup>২</sup> পা<sup>৩</sup> | গদা<sup>০</sup> গা<sup>১</sup> পা<sup>০</sup> | মপা<sup>০</sup> জমা<sup>১</sup> | রসা<sup>১</sup> রা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> | II  
অ হ্র ০ র শি র খ ০ ০ ০ গি০ নী ০

II মাঁ ২' -১' মাঁ মাঁ মাঁ ০ পাঁ গাঁ ১ মাঁ পাঁ পাঁ I মাঁ ২' পাঁ ৩ গদাঁ গাঁ সাঁ I  
ক প তি মি রে তি মি র হ রে ত্রি লোঁ ক ড য

০ র'গাঁ সাঁ গদাঁ গাঁ পাঁ I গাঁ মাঁ ২' পাঁ মপগাঁ মপাঁ ০ মজ্ঞা মজ্ঞা ১ মাঁ রাঁ সাঁ I  
ড ০ ০ জি নী ০ ঘো ০ র বে ০ ০ শে ০ ঘো ০ র কে শে

২' সাঁ রাঁ ৩ মজ্ঞা গদাঁ মজ্ঞা ০ গদাঁ গদাঁ ১ গদাঁ গাঁ পাঁ II  
ম হে শ ম নোঁ র ০ জি নী ০

II পাঁ সাঁ ২' গদাঁ গাঁ সাঁ ০ মাঁ পাঁ ১ গদাঁ গাঁ সাঁ I পাঁ মজ্ঞা ৩ মাঁ রাঁ সাঁ I  
শ নী শি শ রে শ শ নে ফি রে শি খ র ব র

০ গ'সাঁ দাঁ ১ গাঁ নাঁ সাঁ I ২' পাঁ গদাঁ ৩ গাঁ রাঁ মজ্ঞা ০ গদাঁ রাঁ ১ মজ্ঞা মাঁ পাঁ I  
ন ০ দি নী ০ ব র গ কা ল ছ ব ন আ লো

২' সাঁ গদাঁ ৩ গাঁ গাঁ গাঁ ০ মজ্ঞা মাঁ ১ রসাঁ রাঁ সাঁ II II  
কা লী ক ল য খ ০ গি ০ ০ নী

## গান

শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্ত

শরত এসেছে ঘারে  
আগমনী তার বাজিয়া উঠিল  
হৃদয়-বীণার তারে,  
মৃদু-মধু-বাকারে !  
তাই নব অহুরাগে,  
হৃদয়-জাগে—  
নয়নে আমার আজি শরতের  
কী মোহন-মায়া লাগে !

গেঁথেছি শেফালি মালা  
ডরিয়া তুলেছি ডালা,  
আমার এ ছুঁটি আকুল চোখের  
শীতল-শিশির ঢালা !  
আল্পনা নদী-কূলে  
হ'ল রচা কাশফুলে !  
সাজিয়ে রেখেছি মন্দির ময়,  
বরণ করিতে তা'রে !

## স্বরলিপি

### টৈভন্নবী—কাওয়ালী

জয় দুর্গে দুর্গতি পরিহারিণী  
শুভ বিদারিণী মাতঃ ভবানী ।  
আদি শক্তি পরব্রহ্ম স্বরূপিণী ।  
জগ-জননী চহু বেদ বখানী ।  
ব্রহ্মা শিব হরি অর্চন কৌনো  
ধ্যান ধরত সুর নর মুনি জ্ঞানী ।

কথা—ব্রহ্মানন্দ ।

সুর শিক্ষক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরলিপি—শ্রীমতী শেফালি মুখার্জি

<sup>১</sup> পা পা গদা -১ | <sup>০</sup> পা মা পা মা | <sup>১</sup> জ্ঞা -রা জ্ঞা মা | <sup>০</sup> জ্ঞা -১ স্বা সা |  
 জ য হু ০ | গে হু ০ গ | তি ০ প রি | হা ০ রি গী |  
 স্বা -সা দা গা | সা -স্বা জ্ঞা জ্ঞা | সা -স্বা জ্ঞা মা | জ্ঞা -১ সা -১ ||  
 ৩ ০ শু বি | দা ০ রি গী | মা ০ ত ভ | বা ০ নী ০ ||  
<sup>১</sup> { দা -১ মা দা -১ | <sup>০</sup> গা সা সা | <sup>১</sup> স্বা -১ স্বা স্বা | <sup>০</sup> সা -গা সা সা |  
 আ ০ দি শ | ০ তি প র | ব্র ০ ক স্ব | রু ০ পি নী |  
 দা গা সা স্বা | জ্ঞা -১ স্বা সা | গা -১ স্বা সা | গা -১ পা -১ } |  
 জ গ জ ন | নী ০ চ হ | বে ০ দ ব | বা ০ নী ০ |  
 জ্ঞা -১ পা -১ | পা পা পা পা | পা -দা গা সা | গা দা পা -১ |  
 ব্র ০ জ্ঞা ০ | শি ব হ রি | অ ০ চ ন | কী ০ নো ০ |  
 জ্ঞা -পা পা দা | পা মা জ্ঞা মা | জ্ঞা রা জ্ঞা মা | জ্ঞা -১ সা -১ ||  
 স্বা ০ ন ধ | র ত স্ব র | ন র মু নি | জ্ঞা ০ নী ০ ||

## সমালোচনা

“রাগ এবং রাগিনী”—সঙ্গীত সম্বন্ধে জ্ঞানভাণ্ডারের মূলসূত্রগুলি অবলম্বন করিয়া লিপিত ভারতীয় সঙ্গীত-বিদ্যার প্রতিমা-ত্বের একটি সচিত্র ও চিত্রবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় একখানি বিরাট পুস্তক। ইহা বঙ্গের এসিয়াটিক সোসাইটির বিশিষ্ট সভ্য, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের বিশিষ্ট পত্র লেখক ‘মাস্টারপিসেস্ অফ রাজপুত পেনটিং প্রভৃতি পুস্তকের লেখক—শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা লিখিত। ইহার প্রথম খণ্ডে রাগের বিস্তৃত ইতিহাস, স্ববিস্তৃত বিচার ও আলোচনা দ্বিতীয় খণ্ডে সঠিক উদাহরণ স্বরূপ ভারতবর্ষ, যুরোপ ও আমেরিকার সাধারণ ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ হইতে সংগৃহীত রাগ-রাগিনীর ৩০০ ফটোগ্রাফ সহ ৬খানা রঙ্গীন চিত্র। কলিকাতা—ক্রাইভ প্রেস,—১৪ নং ওল্ড কোট হাউস লেন—১৯৩১—মাত্র ৩৬পানি প্রকাশিত হইয়াছে।

অধুনালুপ্ত স্ববিখ্যাত রূপম্ পত্রিকার সম্পাদক (যে পত্রিকার তিরোধানে শিল্পের—বিশেষতঃ ভারতীয় ও এসিয়াটিক-শিল্পের প্রেমিকরা একাধারে দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন) ও ভারতীয় শিল্পের নানা ধারা ও বিভাগ অবলম্বনে লিপিত নানা পুস্তকের লেখক—শ্রী অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কিছুদিন পূর্বে তাঁহার পূর্বপ্রতিশ্রুত ‘রাগ ও রাগিনী’ গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ সমৃদ্ধ, রূপসজ্জায় সজ্জিত পুস্তক ইহার পূর্বে ভারতে কখনও প্রকাশিত হয় নাই। এই বিরাট গ্রন্থ সঙ্গীত বিজ্ঞান ও সঙ্গীত তত্ত্বের বিশিষ্ট ভাবধারার—অর্থাৎ কিনা সঙ্গীত রাগের ঋতু, কাল ও অধ্যাত্মভাবের মনস্তত্ত্ব ও সৃষ্টিকল্পনা পদ্ধতির ভাষ্যরূপে এবং ভারতীয় চিত্র-শাস্ত্রের একাংশের প্রামাণ্য গ্রন্থের আশ্রমে বহুকাল অধিষ্ঠিত থাকিবে। ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে লেখকগণ অনেকেই

রাগ-রাগিনীর তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন ও ভারতীয় শিল্পে ইহাব চিত্র-উদাহরণগুলিও ভারতীয় শিল্প ও সঙ্গীতের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের দ্বারা পরিলক্ষিত হইয়াছে। এই বিষয়ে উত্তর ভারতের—বিশেষতঃ ‘রাজপুত জাতির’ বা মধ্যযুগের শেষভাগের উত্তরবাসী হিন্দু ভারতের সৌন্দর্য্যকলা—১৬ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্ম্মভাবের সহিত তাত্ত্বিক রহস্যের, উপকথার সহিত প্রবেশ, প্রকৃতিভাবের ও সঙ্গীতজাত কল্পণ ও গভীর ভাবের অপূর্ণ সংমিশ্রণে এক শ্রেণীর চিত্র চিত্রিত করিয়া এক অপূর্ণ আধ্যাত্মিক রসের সৃষ্টি করিয়াছে। তিনটি মহাদেশে নানা সাধারণ ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে বিক্ষিপ্ত রাগ-রাগিনীর শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলিকে একটি বৃহৎ রচনা সংগ্রহের অঙ্গীভূত করিয়া ভারতীয় শিল্প-ইতিহাসের সেবা করাই শ্রীযুক্ত গাজুলী মহাশয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। ফলতঃ তাঁহার গ্রন্থে শিল্প সম্বন্ধীয় অস্ত্রান্ত মহাগ্রন্থস্থ চিত্র-উদাহরণাবলীর স্থায় বহুবিধ ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, চিত্রোদাহরণের ঐশ্বর্য্যস্বরূপ, অতি সুন্দর ব্রোমাইড্ কাগজে অতি যত্নে মুদ্রিত ও ১১৫খানি পাত্রে নিবেশিত, ৩০০খানি মৌলিক আলোকচিত্র আমরা পাইয়াছি। কিন্তু শ্রীযুক্ত গাজুলী মহাশয় সাধারণ পাঠকদের সম্মুখে চিত্রগুলি উপস্থিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার গ্রন্থখণ্ডে তিনি অতি সূক্ষ্মভাবে—বিশেষতঃ ভারতীয় সঙ্গীতে রাগ-রাগিনী তত্ত্বের ঐতিহাসিক প্রগতির গবেষণা : লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পণ্ডিতোচিত, দীর্ঘ ও বহুবর্ষ বিস্তৃত গবেষণা এই গ্রন্থের অঙ্গীভূত হইয়াছে; এবং আমরা এই গ্রন্থে অতি মূল্যবান ও চিত্রের ব্যাখ্যা বা উপযুক্ত পারিশিষ্ট স্বরূপ, উত্তম নিদর্শন পত্রযুক্ত ভারতীয় সঙ্গীতে রাগ-রাগিনীর প্রগতির ও ইতিহাসের সুসম্বন্ধ কাহিনী পাইতেছি। এই প্রসঙ্গে তাঁহাকে বহু পাতুলিপি

এবং সংস্কৃত, হিন্দী, পাঞ্জাবী ও অন্ধ্রাভাষায় লিখিত বহু গ্রন্থের আলোচনা করিতে হইয়াছে এবং ইহা মনে হয় যে তাঁহার পরীক্ষাকালে কোন জিনিষই তাঁহার চক্ষুর অন্তরালে ঘাইতে পারে নাই। রাগচিহ্নের পার্শ্বস্থিত হিন্দী, সংস্কৃত, পারস্য ও অন্ধ্রাভাষায় লিখিত পদাবলী-গুলিকে অক্ষরাস্থিত, অক্ষরবান্ধিত ও সমালোচিত করা হইয়াছে এবং পত্রগুলির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং ইহা রাগ-রাগিণী সম্বন্ধে লিখিত হিন্দী ও সংস্কৃত পদাবলীর একটি চমৎকার সাহিত্য-সংগ্রহ সাধন করিয়াছে। সাহিত্য ও ভাষার সেবক হিসাবে আমার কেবল একটি অভিযোগ আছে—শ্রীযুক্ত গাজুলী মহাশয়ের অক্ষরাস্থরণে (বিশেষতঃ হিন্দী ও পারস্য কবিতার সম্বন্ধে) আরও যত্নবান হওয়া উচিত ছিল এবং ইহার আদর্শ মুদ্রাক্ষর পত্রগুলি অধিকতর মনোযোগের পরীক্ষিত হওয়া উচিত ছিল, কারণ ভ্রমের পৌনঃপুন্য বর্ণবিদ্যার ও গ্রন্থের বৈজ্ঞানিক মূল্য কিছু পরিমাণে অপহরণ করিয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আমি শ্রীযুক্ত গাজুলী মহাশয়ের পাণ্ডিত্য, ঐতিহাসিক-প্রথরতা সৌন্দর্য্যজ্ঞান এবং সর্বশেষে—যদিও কম নহে, এইরূপ সমুজ্জলভাবে স্বদেশের শিল্পের প্রতি তাঁহার সম্মানপ্রদর্শন করিবার উচ্ছোষিতা সম্বন্ধে খুব উচ্চধারণা পোষণ করি। এইরূপ একটি গ্রন্থ ভারতীয় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বা কোন শিক্ষিত সমাজের আহুকূল্যে প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল; এবং ইহা যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান বৃদ্ধি করিত এবং কোন স্বাধীন দেশ হইলে দেখক এইরূপ গ্রন্থের জন্ত সরকারের নিকট হইতে নিশ্চয়ই উচ্চসম্মান লাভ করিতেন, কারণ ইহা জাতীয় সম্পত্তির মূল্য ও জ্ঞান বিবর্দ্ধক। গ্রন্থটি প্রকাশ করিবার ব্যয় (এই সকল মৌলিক, আসল ফটোগ্রাফ (প্রতিলিপি নহে) মূল্যবান মুদ্রাক্ষর এবং কৌশলে রচিত ৬০০টির বিখ্যাত কিংখাপে বিজড়িত গ্রন্থখণ্ড ও চিত্রখণ্ড) যাহা সাধারণ ব্যক্তির অর্থ-সামর্থ্যের বাহিরে—গ্রন্থটিকে পুনঃ প্রকাশের পক্ষে দুর্লভ

করিয়াছে। গ্রন্থটির মূল্য সাধারণের উপযোগী নহে, কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির যাহারা সমালোচক ও ভক্ত এবং ভারতীয় শিল্পের যারা প্রেমিক, অক্ষরালীন ও অন্ততঃ কেবল একবার নাড়িয়া ও উন্টাইয়া দেখিবার জন্তও এইরূপ একটি গ্রন্থ ভারতের হৃৎকণ্ঠ সাধারণ পুস্তকাগারে রাখা অবশ্য কর্তব্য।

ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডি-এসসি (লণ্ডন)

**ফোর আর্টস্—**(ইংরাজী ভাষায় মুদ্রিত, সচিত্র বার্ষিক পত্রিকা) ম্যানেজিং সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরেন ঘোষ, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রট হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৪ টাকা।

আমরা 'ফোর আর্টস্' পত্রিকাখানি দেখিয়া বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছি। ইহাতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, অরেন্দ্রকুমার প্রভৃতি বাংলার শ্রেষ্ঠ মনোবিগণের সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলীর সমাবেশ হইয়া পত্রিকাখানি বিশেষ গৌরবলাভ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত চিত্রসম্পদের দিক দিয়াও ইহার বৈশিষ্ট্য অতি সুন্দর হইয়াছে। ভারতবিখ্যাত গায়ক ও বাদকগণ এবং বিভিন্ন দেশীয় নৃত্যবিদ যথা—উদয়শঙ্কর, গোপীনাথ, রাগিণী দেবী, বালা সরস্বতী, মেনকা দেবী প্রভৃতির নৃত্যভঙ্গীর প্রতিকৃতিই ইহাতে অধিক স্থান পাইয়াছে। অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু প্রভৃতি শিল্পীগণের অঙ্কিত চিত্রগুলিও সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। এইরূপ একখানি বার্ষিক পত্রিকার অভাব আমরা বিশেষভাবেই বোধ করিতেছিলাম, কিন্তু শ্রীযুক্ত হরেন ঘোষ মহাশয় সে অভাব অনেকাংশে পূর্ণ করিয়াছেন। একত্র তাঁহাকে আমরা অশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি। পত্রিকাটির ছাপা ও বাধাই মনোমুগ্ধকর।

**সুরের বীণ—**গীতিপুস্তক। প্রণেত্রী—শ্রীমতী সরোজিনী চৌধুরী। প্রাপ্তিস্থান—অধিকা ভাণ্ডার, কান্দিবপাড়, চৌমুহনী, কুমিল্লা। মূল্য—বার আনা।

সর্বসম্মত পয়ষট্টিটি গান ইহাতে আছে। লেখিকা সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগতা হইলেও উল্লিখিত পুস্তকে তাঁহার লিখিত গানগুলির রচনাভঙ্গী ও ভাষার প্রাঞ্জলতা দেখিয়া আশা হয়, ভবিষ্যতে তাঁহার অম সার্থক হইবে।

## স্বরলিপি

সিন্ধু-কণ্ঠাঙ্গী

( গজল )

দিখা দে য়ার অব মুখড়া  
 ঘুঁঘট মেঁ কোঁ ছিপায়া হৈ ।  
 হসন তেরে ক্যা হৈ শানী  
 ন ছুজা বৌচ ছুনিয়াঁকে  
 করু ক্যা মৈ সিকত তেরী  
 চাঁদ মনমে লজায়া হৈ ॥

ব্রহ্মানন্দ

স্বরলিপি—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১' ০' ১' ০' ১' ০' ১' ০'  
 {মা | পধা গধা -া গা | ধা পা ধা পা | মা পা মা জ্ঞা | রা -া -া} -া |  
 দি | থা ০ ০ ০ দে | যা ০ ০ র | অ ব মু খ | ডা ০ ০ ০

১' ০' ১' ০' ১' ০' ১' ০'  
 রা রা মা মা | পা -া -া পা | রমা রমা মপা মপা | মজ্ঞা -া রা ||  
 ঘুঁ ঘ ট মেঁ | কোঁ ০ ০ ছি | পা ০ ০ ০ ০ ০ | যা ০ হৈ ||

১' ০' ১' ০' ১' ০' ১' ০'  
 মা {পা পা না না | না -া সা -া | সা -া গা ধা | সা -া সা -া |  
 হ | স ন তে বে | কা ০ হৈ ০ | শা ০ ০ ০ ০ | ০ ০ নী ০

১' ০' ১' ০' ১' ০' ১' ০'  
 গা গা রা -া | সরা মা জ্ঞা রা | সনা সা ধা সা | গা ধা পা} -া |  
 ন ০ ছ ০ | জা ০ ০ বী ০ | চ ০ ০ ছ নি | যা ০ কে ০

১' ০' ১' ০' ১' ০' ১' ০'  
 মা মা ধা -া | ধা -া -া ধা | ধা গা গধা পধা | পা -া -া -া |  
 ক রু ক্যা ০ | মৈ ০ ০ সি | ফ ত তে ০ ০ | রী ০ ০ ০

১' ০' ১' ০' ১' ০' ১' ০'  
 রা মা মা মা | পা পা -া পা | রমা রমা পধা মপা | মজ্ঞা -া রা ||  
 চা ০ দ ম | ন মেঁ ০ ল | জা ০ ০ ০ ০ ০ | যা ০ হৈ ||

## “আবার জননী এসেছে—”

মিশ্র—দাদরা

আবার জননী এসেছে ফিরিয়া

আমার কুটীর দ্বারে,

পূজার দেউলে বন্দনা গানে

বরণ কর গো তাঁরে।

এসেছে জননী হৃদয়ের মাঝে

পরাণ বীণিকা তাই কি গো বাজে,—

তৃপ্তিত পরাণ জননী চরণ

মাগিতেছে বারে বারে।

পূজার লগন এসেছে যখন

দূরে যাক্ অঁখি লোর

জীবন জুড়ালো দুঃখ ভুলিয়া

মাতি' মা পূজায় তোর।

মা তোর প্রসাদ লয়ে করপুটে

হৃদয় কমল উঠে যেন ফুটে,—

বোধন গীতির নূতন ছন্দ

এসগো মানস অঁধারে।

কথা—শ্রীমুরারীমোহন সাগুাল।

শুর—কুমারী সরধ বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বরলিপি—শ্রীশম্ভুনাথ ঘোষ।

(পা পা -৭)	II	মগা	মা -৭	রা	মা	জ্ঞা I	রসা	গ্ধা	গ্	-গ্	-গ্	-গ্	I
আ	বা	ব্	জন	নী	০	এ	সে	ছে	ফি	০	রি	০	০

গ্	রা	-৭	রজ্ঞা	সা	-৭ I	রা	-জ্ঞা	পা	-পা	-পা	-পা	I
আ	মা	ব্	কুটী	র	০	হা	০	রে	০	০	০	

রা	গা	-৭	গা	গা	গা I	ধা	ধা	ধা	পা	পা	পা	I
পু	জা	ব্	দে	উ	লে	ব	দ	না	গা	নে	০	

সা	রা	-৭	রজ্ঞা	সা	-৭ I	রা	-জ্ঞা	পা	-পা	-পা	-পা	II
ব	র	গ্	কর	গো	০	তাঁ	০	রে	০	০	০	



II রা রা রা সা গা সা I গসা রা রা রা রা -রা I  
এ সে চে জ ন নী হু দ দেবু মা বে ০

গা মা মা মা মা I রা মা জ্ঞা জ্ঞা রা রা I  
প রা গ বী গি কা তা ই কি গো বা জে

সা রা মা পা পা -া I রা মা পা ধা ধা -া I  
ভু যি তে প রা গ জ ন নী চ র গ

ধা গা গা গা ধা পা I মা গপা -পা -পা -পা -পা II  
মা গি তে চে বা রে বা রে ০ ০ ০ ০

II রা পা -া পা পা -া I মা ধা ধা ধা ধা -া I  
পু জা ব ল গ ন এ সে ছে য থ ন

মা গা -গা গা গা -া I গা ধা সা -সা -সা -সা I  
দ রে ০ যা ০ ক আ থি লো ব ০ ০

সা মা -া জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা I রা -া রা সা সা সা I  
জা ব ন জু ডা লো হু: ০ থ ভু লি যা

রা গা মা পা ধা -পা I মা -মা -া -া -া -া I  
মা ভি' মা পু জা য় তো ০ ব ০ ০ ০

মা	গা	-া	গা	গা	-া I	ধা	ধা	ধা	পা	পা	পা	I
মা	তো	বু	প্র	সা	দু	ন	য়ে	ক	র	পু	টে	

রা	গা	মা	পা	ধা	-া I	গা	পা	পা	মা	মা	মা	I
রু	দ	য়	ক	ম	লু	উ	ঠে	থে	ন	ফু	টে	

পা	রা	-া	রা	রা	-া I	পা	ধা	গা	গদা	গা	গা	I
বো	ধ	নু	গা	তি	ব	নু	ত	ন	ছন	দে	০	

পা	ধা	ধা	পমা	গমা	মা I	রমা	জা	জা	-রা	-রা	-রা II II
এ	স	গো	মি	ন	স	আ	ধা	রে	০	০	০

## গান

শ্রীনিরেন্দ্রমোহন রায়

হে প্রিয় আমার বিরহ তোমার

কেমনে সহিব পরাণে মোর

ব্যথার শায়ক হৃদয়ে বিধিয়া

ছিঁড়িয়া গিয়াছ মিলন ভোর।

ফুটিলনা ফুল জীবন কাননে

ফুটিলনা হাসি তোমারি আননে—

জীবন ভরিয়া ব্যথারি প্রদীপ

জালিয়া করিছ রজনী ভোর।

তোমারি মুরতি স্বপনে গড়িব,

হৃদয়ে তাহারে নিয়ত বরিব—

জীবন প্রদোষে কাছে এস তুমি

আর কিছু নাই কামনা মোর।



## সংবাদ



### হাওড়া নিখিল-বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতা বালিকাদিগের অভাবনীয় কৃতিত্ব

হাওড়া ইভিনিং এসোসিয়েশনের সভ্যদিগের উদ্যোগে শ্রীযুক্ত বাবু ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে গত ২৫এ আগস্ট, রবিবার হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজে নিখিল বঙ্গ হাওড়া বালিকা সঙ্গীত প্রতিযোগিতার প্রথম বাসিক অধিবেশন সুশৃঙ্খলতার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন মিশ্র, সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিলভূষণ বাগচী, ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচাৰ্য্য এবং সঙ্গীতজ্ঞগণ বিচারপূর্বক নিম্ন-লিখিত বালিকাগণকে কৃতিত্ব অমুখ্যায়ী পারিতোষিক প্রদানে উৎসাহিত করিয়াছেন। বিশুদ্ধ খেয়াল এবং আধুনিক বাংলা গানই ছিল এই প্রতিযোগিতার বিষয়। বয়সানুযায়ী দুইটি শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছিল। দশম বর্ষের উক্তন “ক” এবং দশম বর্ষের নিম্নতন “খ” বিভাগ নামে গণ্য হইয়াছিল। হাওড়ার এবং কলিকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং সঙ্গীতজ্ঞগণ এই অশুষ্ঠানে যোগদান করিয়া অশুষ্ঠানটীর সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সম্রাস্ত মহিলাবৃন্দ যৎপরোনাস্তি কষ্ট সত্ত্বেও বেলা দুই ঘটিকা হইতে রাত্রি সাড়ে দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া বালিকাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন। সর্বসমেত ৪০টি বালিকা প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছিলেন। কলিকাতার বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞগণের ছাত্রী এবং দূরদেশাগত প্রসিদ্ধ গুস্তাদগণের ছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বালিকাদিগের অতি উচ্চাঙ্গের খেয়াল

সঙ্গীত শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই চমৎকৃত এবং আনন্দিত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ শোভনা, আইভি, অঞ্জলি, নীলিমা ও জ্যোৎস্না অতি চমৎকার গান গাহিয়াছেন। রাত্রি সাড়ে দশ ঘটিকার সময় সঙ্গীতাদি শেষ হইলে পারিতোষিক বিতরণ করা হয়। শ্রীযুক্ত রামসত্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অতি স্থলজিত ভাষায় বালিকাদের সঙ্গীতে আরও উৎকর্ষ সাধনের জন্ত পুনঃ পুনঃ উৎসাহিত করিয়াছিলেন। বালিকাদিগের যোগাত্মকুখ্যায়ী নাম লিখিল হইল :—

#### প্রথম বিভাগ (ক)—খেয়াল

- ১। কুমারী শোভনা ভৌগিক, একটা রূপার কাপ।  
( শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন বিশ্বাস মহাশয়ের ছাত্রী )
- ২। কুমারী অঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়, ১টা রৌপ্যপদক  
( শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ছাত্রী )
- ৩। কুমারী জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়, একটা রৌপ্যপদক।  
( শ্রীযুক্ত ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ছাত্রী )
- ৪। কুমারী ইন্দুমতী ভড়, একটা রৌপ্যপদক।  
( রবীন্দ্র সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্রী )

#### দ্বিতীয় বিভাগ (খ)—খেয়াল

- ১। কুমারী নীলিমা রাণী দত্ত, ১টা স্বর্ণপচিত রৌপ্য পদক ( শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ছাত্রী জামসেদপুর )
- ২। কুমারী আইভি বন্দ্যোপাধ্যায়, ১টা রৌপ্যপদক  
( শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ছাত্রী )
- ৩। কুমারী জ্যোৎস্না শেঠ, ১টা রৌপ্যপদক ( শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ছাত্রী )

## আধুনিক বাংলা গান

## প্রথম বিভাগ

- ১। কুমারী সুনীতি চট্টোপাধ্যায় এবং ইন্দুগতী ভদ্র উভয়েই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন, ইহার একটি করিয়া রোপ্য নির্মিত কাপ পাইয়াছেন। (শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ দে এবং রবীন্দ্র সঙ্গীত বিভাগলের ছাত্রী)।
- ২। কুমারী শোভনা ভৌমিক, একটি রোপ্যপদক (শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন বিশ্বাস মহাশয়ের ছাত্রী)।
- ৩। কুমারী কমলা চ্যাটার্জি, একটি রোপ্যপদক (শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন বিশ্বাস মহাশয়ের ছাত্রী)।

## দ্বিতীয় বিভাগ

- ১। কুমারী আইভি বন্দ্যোপাধ্যায়, একটি স্বর্ণখচিত রোপ্যপদক (শ্রীযুক্ত সত্যকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ছাত্রী)।
- ২। কুমারী বাণী মুখার্জী, ১টি রোপ্যপদক (শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ছাত্রী)।

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় কুমারী অঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়কে খেয়াগ গানের জন্ত একটি রোপ্যপদক এবং শ্রীযুত ছল্লালচন্দ্র দত্ত মহাশয় কুমারী শোভনা ভৌমিককে আধুনিক বাংলা গানের জন্ত একটি পদক দিতে প্রতিক্ষিত হইয়াছেন। বড়ই দুঃখের বিষয় সঙ্গীত বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীযুত ছল্লালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতৃদেব সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত শনিবার (অক্টোবরের পূর্বদিবস) বিপ্রহরে একটি প্রতিযোগিতাকে নিমন্ত্রণ পত্র দিতে যাটবার কালে পথিমধ্যে মোটর লরী চাপা পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। সেইজন্ত ছল্লালচন্দ্র এ অকুণ্ঠানে যোগদান করিতে পারেন নাই বলিয়া বিশেষ দুঃখিত এবং নিমন্ত্রিত ভক্তমহিলা এবং ভক্তমহোদয়গণের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। ৮সিদ্ধেশ্বরবাবু

একজন সঙ্গীতজ্ঞ, অমায়িক সাধুপ্রকৃতির লোক ছিলেন। আমরা তাঁহার মৃত আত্মার কল্যাণার্থে এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রাণে শান্তি দিবার নিমিত্ত ভগবানের নিকট কল্পনা ভিক্ষা করিতেছি। সমিতি স্থির করিয়াছেন যে আগামী বৎসব মৃত আত্মার সন্মানার্থে এই প্রতিযোগিতা সিদ্ধেশ্বর স্মৃতি সঙ্গীত প্রতিযোগিতা নামে অকুণ্ঠিত হইবে।

নিবেদক—

শ্রীবমাপ্রসাদ দে

জেনারেল সেক্রেটারী ইন্ডিনিং এসোসিয়েশন

## নিখিল ভারত সঙ্গীত সন্মিলনী

(এলাহাবাদে অধিবেশন)

নিখিল ভারত সঙ্গীত সন্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় জানাইতেছেন যে, এলাহাবাদে ৭ম নিখিল ভারত সঙ্গীত সন্মিলনী এবং ৬ষ্ঠ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত সন্মিলন যুক্তভাবে অকুণ্ঠিত করিবার আয়োজন হইতেছে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে ২৪এ অক্টোবর পর্যন্ত সঙ্গীত প্রতিযোগিতা এবং ২৭এ হইতে ৩০এ অক্টোবর পর্যন্ত সন্মিলনী হইবে। এতদুপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বহু সঙ্গীতকলাবিৎ এবং ওস্তাদকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে। যথা:—

বাঙ্গলা:—প্রোঃ ইনায়েৎ খাঁ, সঙ্গীতনায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতবিহারদ গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রামকিশণ মিশ্র ও তাঁহার ভাতা, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, কে, এল, সাইগল, কুমার শচীন্দ্র দেববর্মান, শীতল মুখার্জি, সতীশচন্দ্র দত্ত, ছল্লাল ভট্টাচার্য্য, আবিদ হুসেন খাঁ, মৌলবীরাম, পিয়ারা সাহেব, মিহিরকিশণ ভট্টাচার্য্য, তিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য, রাইচাঁদ বড়াল, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,

নরেন্দ্র বহুমল্লিক, শ্রীমতী সাধনা বহু, হুম্মা দে, বীণাপাণি  
মুখোপাধ্যায়, গীতা দাস, নীলিনা সেন।

বোম্বাই :—প্রো: নারায়ণ রাও বাস, আবদুল করিম,  
ডি, এন, পটবর্দ্ধন, ওঙ্কারনাথ, বিনায়েৎ হোসেন, ফৈয়াজ  
খাঁ, কৃষ্ণ রাও, খিরকুয়া, শাস্তা আমলদৌ, সি এম আয়ার,  
শ্রীমতী হাতী সিং, দুর্গাবাই খোটে।

পাঞ্জাব ও দিল্লী :—প্রো: মোজাফর খাঁ, ডি সি  
বেদী, নাথু খাঁ, জে সি রায়, খাদিম হোসেন, মহম্মদ  
বক্স।

বিহার ও মধ্যপ্রদেশ :—প্রো: রামেশ্বর পাঠক, চণ্ডিকা  
প্রসাদ, গোবিন্দ রাও।

মাজাজ :—শ্রীমতী বালা সরস্বতী, সঙ্গীতবরাদ, প্রো:  
নাইডু।

আগ্রা-অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশ—নাসির খাঁ, ওয়াজিদ  
হোসেন খাঁ, অধ্যক্ষ এম কে রতনজঙ্কর, হামিদ খাঁ,  
সখারাম, নাইট, চন্দন চোবে, কানাইলাল, প্রো: আবদুল,  
প্রো: কাণ্ডে, আর কে পটবর্দ্ধন, ডি এন ঠাকুর, এন আর  
ঘোষী, ডি এ কাশলকর, জে এন পাঠক, পি সি চ্যাটার্জি,  
শঙ্কর রাও তেওয়ারী, রামদেও পাণ্ডে, ভোলানাথ, বেণী-  
প্রসাদ, হরনারায়ণ মিশ্র, মোহনলাল, রঘুনাথ রাও,  
এন কে মুখাঙ্কী।

দেবীয়া রাজ্য—হাফিজ আলী খাঁ, পুরুত সিং, বলবন্ত  
রাও, বিজয় সিং, নাসিরুদ্দিন খাঁ, বিলু খাঁ, আবদুল  
আজিজ খাঁ, কৃষ্ণ রাও পণ্ডিত, আলাউদ্দিন খাঁ, মহাদেও  
প্রসাদ, বান্দে হোসেন, জিন্দা হোসেন, আকন সাহেব,  
অধ্যক্ষ এইচ আর ডক্টর।

এতদ্ব্যতীত অগ্রাঙ্গ প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজগৎকেও নিয়ন্ত্রণ  
করার বিষয় বিবেচনা করা হইতেছে। যুক্তপ্রদেশের  
গবর্নমেন্টের মন্ত্রী নবাব স্তার ইউজুফ মহম্মদ ২৭এ  
অক্টোবর অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকায় সম্মিলনীর উদ্বোধন  
করিবেন। আমরা উক্ত সম্মিলনীর সর্বতোভাবে সাফল্য-  
কামনা করিতেছি।

### বিরিট সঙ্গীত সভা

গত ৮ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় মাননীয়  
নাটোর মহারাজ বাহাদুরের সভাপতিত্বে ইউনিভার্সিটি  
ইনষ্টিটিউট হলে বিখ্যাত সঙ্গীতজগৎের সমাবেশে এক  
বিরিট সঙ্গীত জল্লা হইয়া গিয়াছে। Inter-Collegiate  
Oriental Music Competitionএর দশম বাষিক  
অধিবেশনে বাহারী পরীক্ষক ছিলেন তাঁহারাই প্রধানতঃ  
এই জল্লায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভায় বহু গণ্য-  
মান্য ব্যক্তি, ভদ্রমহিলা এবং অসংখ্য শ্রোতা উপস্থিত  
ছিলেন। উক্ত ইনষ্টিটিউটের অনারারী সেক্রেটারী ডাঃ  
এস. এম. গুপ্ত মহোদয় প্রথমতঃ পরীক্ষার কলাকল পাঠ  
করেন। অতঃপর সঙ্গীতাদি আরম্ভ হয়। সঙ্গীতনায়ক  
গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতরত্নাকর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-  
পাধ্যায়, সঙ্গীতবিশারদ গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, পণ্ডিত  
দুর্ভ ভট্টাচার্য্য, প্রোফেসর রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সর্ভা-  
চন্দ্র দত্ত, শচীন দাস, প্রতাপনারায়ণ মিত্র, সুবল দাশগুপ্ত,  
যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি  
গীত-বাদ্য শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হন। রাজি দশ ঘটিকা  
সময় অতীত হয়।

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীতবিশারদ শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী।

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমদ্রথমোহন বহু, এম-এ।

সদ্বীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা



মুদ্রাচাষা স্বর্গীয় ভগবানচন্দ্র সেন





১২শ বর্ষ

কার্তিক, ১৩৪২ সাল

৭ম সংখ্যা

## মুদঙ্গাচার্য স্বর্গীয় ভগবানচন্দ্র সেন

শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস

মুদঙ্গাচার্য ভগবানচন্দ্র সেনের নাম বাংলা তথা ভারতের গীতরসিকদিগের নিকট অবিদিত নহে। কিন্তু গভীর চুঃখের বিষয় যে তিনি আর ইহলোকে নাই। গত ৬ই আশ্বিন, সোমবার দিবস বেলা ষিপ্রহর এক ঘটিকার সময় তাঁহার রাজসাহীস্থ বাটীতে Apoplexy রোগে ভুগিয়া ৪ঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। মৃত্যু-ফালীন তাঁহার সার্ব সাভার বৎসর বয়স হইয়াছিল।

ভগবানচন্দ্র ১২৮৫ সনের চৈত্র মাসে রাজসাহী সহরের এক অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় মহিমচন্দ্র সেন মহাশয় রাজসাহী দিঘাপতিয়া রাজ এন্টেনের আশ্রয়প্রাপ্ত ছিলেন। মহিমবাবুর জায় সর্দারের ব্যক্তি স্তম্ভকালীন খুবই বিরল ছিল। ভগবানচন্দ্রের

সঙ্গীতপ্রতিভা তাঁহার কিশোর বয়সেই উন্মেষলাভ করে। তখন হইতেই তিনি মুদঙ্গ বাদন অভ্যাসে মনোনিবেশ করেন এবং বহু ক্লেশ সহকারে নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া মুদঙ্গ শিক্ষালাভ করেন। মুদঙ্গ শিক্ষার প্রতি তাঁহার অধ্যবসায় ও অহুরাগ অত্যন্ত প্রবল ছিল। কোনও শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি মাতুল্যের আকাঙ্ক্ষা ও অধ্যবসায় না থাকিলে তদ্বিষয়ে মাত্রব্য সাফল্যলাভ করিতে পারেন না। আমরা ভগবানচন্দ্রের জীবনে কঠোর অধ্যবসায় এবং শ্রমসহিষ্ণুতার পরিচয় পাইয়াছি। তাঁহার অধ্যবসায়ের ফলে তিনি সঙ্গীতজ্ঞ সমাজে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিশেষ সুপরিচিত হইয়া পড়েন এবং ক্রমশঃই তাঁহার গৌরবের মহিমা দিকে বিদ্যোভিত হইতে লাগিল।



ভগবানচন্দ্র ৮কাশীধামে অনুষ্ঠিত ভারত সঙ্গীত সম্মিলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে মাননীয় কাশী নরেশ কঙ্কর স্বাক্ষরিত “মুদঙ্গচার্য্য” উপাধি লাভ করেন। অতঃপর মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলন, কাশীধাম ভারত ধর্ম মহামণ্ডল, বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ, বিবেকানন্দ বাৎসরিক উৎসব, বোম্বাই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বোম্বে ভিক্টোরিয়া ওয়েস্ট এণ্ড কানিভ্যালের স্বত্বাধিকারী মিঃ এস, এম, সেন প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ অনুষ্ঠান হইতে তাঁহার কৃতিত্বের জ্ঞান বহু স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক সম্মানের সহিত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি গোয়ালিয়র, ইন্দোর প্রভৃতি দেশের রাজা মহারাজা-দিগের সহিত মুদঙ্গ চর্চার জ্ঞান সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার ভগবানচন্দ্রের মুদঙ্গ বিষয়ে গভীর ব্যুৎপত্তি দৃষ্টে অতিশয় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে উচ্চ প্রশংসা পত্র প্রদান করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। বিভিন্ন দেশ হইতে একরূপ উচ্চসম্মান লাভ করা বাঙ্গালী সঙ্গীতজ্ঞের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয়। তাঁহার এই আকস্মিক মৃত্যুতে বাংলার সঙ্গীতসমাজের যে কি পরিমাণ ক্ষতি হইল, তাহা নিম্নয় করা স্বকঠিন।

ভগবানচন্দ্র সঙ্গীতশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানলাভ করিয়া তাঁহার কোনওপ্রকার গর্ব ছিল না। একরূপ নিরহঙ্কার ও সচ্চরিত্রবান্ পুরুষ সচরাচর বড় দেখা যায় না। কলিকাতার সঙ্গীত সমাজেও মুদঙ্গচার্য্য ভগবানচন্দ্র খ্যাতি সর্বজন বিদিত। গত ৫৬ বৎসর যাবৎ তিনি বেলুড় রামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের সান্নিধ্য আরাধকের সময় নিয়মিতরূপে মুদঙ্গ সঙ্গত করিতেন। তিনি যখন মুদঙ্গে গভীর ধ্বনি তুলিতেন, তখন সত্যি শ্রোতার প্রাণ ও মন এক অপূর্ব রসে ভরপুর হইয়া উঠিত। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ স্বর-সাদক। তাঁহার সঙ্গীত পিপাসার নিবৃত্তি না হইতেই তিনি দেব জগৎ ত্যাগ করিয়া গেলেন। তিনি চিরকুমার এবং অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর রাজসাহী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড অফিসার শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সেন এবং তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতা শ্রীহট্ট কলেজের সিনিয়র ইংলিশ প্রফেসর শ্রীযুক্ত হরেশচন্দ্র সেন ও পরিবার আত্মীয়বর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইব পরলোকগত আত্মার মঙ্গলকামনা করিতেছি।

## গান

### শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

প্রাণে যদি আছো তুমি কেন তবে ডাকি  
কেন তবে খুঁজে মরে আশা ভরা আঁখি।  
এ মরম মাঝে যদি  
আছো তুমি নিরবধি  
কেন তবে হে দরদী, দিলে মোরে ফাকি ?

কত গান গাহিয়াছি সাবানিশি জাগি'  
কত পথ খুঁজিয়াছি শুধু তোমা লাগি'।  
আজিকে গগন তলে  
আমারি স্বপন বলে  
আজি তার ছবিখানি আঁখিজলে আঁকি।

## বিজয়া

“বিদায় দাওগো মোরে—”

উমা সতী কৈদে কয় !

কাজল মুছিয়া গেল

সিন্দূর মলিন হয় ॥

গিরিরাণী কহে, “মাগো,

এ পাথা বুঝি বিনা গো—

মা’র বৃকে কী যে শেল

গোপনে বিঁধিয়া রয় ॥”

তোমারে ছাড়িতে উমা

পরান বিদরে তায়—

কাদে যত নরনারী

লুটাইয়া পাঙা পায় ।

বলে তারা “সিন্দূরে লেপিয়া পাও

পদচিহ্ন রেখে যাও—

বৃকে ধরে রব মোরা

প্রাণ হবে উমা-ময় ॥”

কথা—শ্রীঅজয়কুমার ভট্টাচার্য্য

স্বরলিপি—শ্রীসুবোধ চক্রবর্তী

শুর—কুমার শচীন্দ্র দেববর্মণ

II সা গা -া -া | ক্ষা গা -খা -সা I গা গক্ষা -দা -গক্ষা গা গা খা -খা I  
বি দা য় ০ বি দা য় ০ বি ০ দা ০ ০ য় দা ০ গো ০

সা সা -া -া | -সা -রা -সরা -গমা I মা মা মা মা : মা মা -গমা -ক্ষমা I  
যো রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ উ মা স তী কৈ দে ০ ক ০ ০ য়

গা গক্ষা -খা -গক্ষা | গা খা -া -খা I সা সা -া -া -া -া -া -া II  
বি দা ০ ০ ০ য় দা ০ ০ গো যো রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II সা ন্‌সা রসা গ্‌ | গ্‌ গ্‌ গ্‌ধা -প্‌ধা I ধা -ধা প্‌ - | - - - - I  
কা জ ০ ০ ০ ল য়ু ছি ষা ০ ০ ০ গে ০ ল ০ ০ ০ ০ ০

জ্‌ ধা ন্‌ ন্‌ | গা ধা সা সা I - - - - -সরা -গমা | মা মা মা মা I  
সি স্‌ র ম লি ন হ য় ০ ০ ০ ০ ০ ০ উ মা স তী

মা মা গমা জমগা | গা গজ্‌ -ধা -গজ্‌ I গা ধা - ধা | সা সা - - - - II  
কৈ দে ক ০ ০ য় ০ বি দা ০ ০ ০ দা ও ০ গো মো রে ০ ০

II পা পা জগা -জ্‌ | - গা জ্‌ ধা I সা - সা - - - - - | - - - - - I  
গি রি রা ০ ০ ০ গা ক হে মা ০ গো ০ ০ ০ ০ ০

সাঁ নমঁরাঁ -গা -ধপা | ধা পা পধা -গধা I -গধা -পা মা গা | -রা - - - - I  
এ বা ০ ০ ০ থা ০ ব় য়ি বি না ০ ০ ০ ০ ০ গো ০ ০ ০ ০ ০

সাঁ নমঁরাঁ রাঁ রাঁ | সাঁ গাঁ রাঁ সাঁ I ন্‌ ধা গা জ্‌ | গা ধা সা - - - - II  
মা ০ ব় ব় কে কী যে শে ল গো প নে বি দি য়া র য়

II সা রা পা পা | জ্‌ জ্‌ জ্‌ পা I পা ধগা - ধপা | -মা মা গা মা I  
তো মা রে ছা ড়ি তে উ মা প রা ০ ০ ০ ০ ০ বি দ রে

-গা -রা -সা গ্‌ | -ধা - - - - - I গা গা গা গা | গা ধগসাঁ -পা পা I  
০ ০ ০ হা য় ০ ০ ০ ০ ০ কো দে য় ত ন র ০ ০ না রাঁ

পা ধগা - - - - - ধপা | মগা মা গমা -গরা I -সগ্‌ -ধ্‌প্‌ -ধ্‌সা -রগা | রপা - - - - -গা I  
লু টা ০ ই ০ য়া রা ০ ডা পা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

-রা -সা - - - - - | - - - - - II  
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

## তালফের্তা\*

I	পা	ধা	ধা	ধা	-ননা	-ধপা	I	{	-া	-া	পা	না	ধা	ধা	I
	ব	লে	তা	রা	০০	০০			০	০	সি	দ্	রে	লে	

পা	পা	পা	পা	-া	-া	I	-া	-া	গা	পা	পা	পা	I
পি	য়া	পা	ও	০	০	০	০	০	প	দ	চি	রু	

পা	ধা	র'স'া	-স'া	-নস'া	-না	I	-ধপা	-া	-া	া	-া	-া	I
রে	থে	যা ০	০	০ ০	০	০ ০	০ ০	০ ০	০	০	০	০	

-া	-া	স'া	নস'া	র'া	র'া	I	র'া	স'র'গ'া	র'া	স'া	-া	-া	I
০	০	বু	কে ০	ধ	বে	০	০ ০	মে	রা	০	০	০	

{	-া	-া	নস'া	গা	রা	রা	I	না	না	সা	-সা	-া	-া	I
	০	০	প্রা	গ্	হ	বে	উ	মা	ম	য়	০	০		

-া	-া	পা	-পা	পা	পা	I	ক্ষা	ক্ষা	পা	পা	-া	-া	II
০	০	প্রা	গ্	হ	বে	উ	মা	ম	য়	০	০		

\* এই গানখানি স্বরদাতা হিন্দুস্থান রেকর্ডিং কোম্পানীতে রেকর্ড করিয়াছেন। তালফের্তা লিখিত অংশটুকুর দ্ব পৰ্য্যন্ত টানিয়া গাহিলেই ভালো শুনাইবে। আমি শুধু ছন্দবিভাগ দেখাইয়াছি। —স্বরলিপিকার।

## স্বরলিপি

কেদারা—একতাল

( হিলানা )

তা তা দেরনা তানান দেরনা তা না না দেরনা তা না না দানি

তানানা দের দের তোম দের দের দানি তা না না না দেরে না তা না না দের দের দানি ।

নাদেদে দের তোম দের দের দানি তা না না না দেরেনা তাদারে দানি দীম তানা

দেদে দেদে দেদে দেদে দেদে দেদে দানি তানা দেরেনা তাদারে দীম দেদে দেদে দানি ॥

কথা ও সুর—বাসদ্ খাঁ

স্বরলিপি—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

{ পদা পা || মা মা রা | সা সা সা | সা -া সা | মা মা মা | মা গা গা |  
তা তা || দে ব্ না | তা না না | দে ব্ না | তা না না | দে ব্ না |

পা পা পা | ধপা -া মা | -া মা মা | মগা গা গা | পা পা পা |  
তা না না | দা ০ নি ০ তা ন না | দেব দেব তোম দেব দেব |

পক্ষা পা সী | সী সী সী | ক্ষা পা সনা | সী ক্ষা পা | ধা পা গা | মা  
দা ০ নি তা | না না না | দে রে না ০ | তা না না | দেব দেব দা | নি

{ পা পা পা | সী সী সী | সী সী সী | সী সী সী | নমা ধা সনা |  
না দেব দেব তোম দেব দেব | দা নি তা | না না না | দে রে না ০ |

রী সী না | সী না সী | ধা ধা পা | সা সা সা | মা মা মা |  
তা দা রে | দা নি দী | ম্ তা না | দেব দেব দেব | দেব দেব দেব |

পা পা সা | সা মা গা | পা ক্ষা ধা | পা সী -া | পা পা গা | সা  
দা নি তা | না দে রে | না তা দা | রে দী ম্ | দেব দেব দা | নি

## হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ধ্রুব পদ্ধতি

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

মানুষের অন্তঃকরণের দিকে লক্ষ্য করিয়াই ভারতের ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় শিল্পকলাও মানব হৃদয়েরই বিভিন্ন অঙ্গের বিকাশ মাত্র। বাহিরের দৃশ্যমান গুণ বা লোক সমাজের জীবনযাত্রার নানামুখী বিকাশ তাহাতে উপলক্ষ্যরূপে গৃহীত হইলেও তাহার লক্ষ্য হিয়াছে অন্তর্জগতের দিকে। বাহিরের জগত ও জীবন-যাত্রার নানা ঘটনাপ্রতিঘাতে বা অন্তঃশেতন্যের নানা বহু বিপর্যয়ে চিত্তে যে সকল ভাব স্বভাবতঃ জাগিয়া উঠে; ভারতীয় সকল প্রকার কলাসৃষ্টিতে তাহারই অতি স্পষ্ট স্ফূরণ আমরা দেখিতে পাই।

ভারতীয় কবি, চিত্রকর বা গায়ক যখন কোনও জ্যাংলাপ্রাপ্ত রজনীতে চন্দ্রমার শোভা দর্শন করেন, যখন তাঁহাদের কাব্যে, চিত্রে বা সঙ্গীতে আকাশ, চন্দ্র ও নীলধিনীর একটি নিখুঁত প্রতিচ্ছবি আমগা তত পাইনা, ত পাই সেই স্বর্গীয় সুষমার সংস্পর্শে পুলকিত ও বিগলিত হইবার চিত্তের ছবি। বিশ্বপ্রকৃতি বা মানবপ্রকৃতির ইতি নানাবিধ সংস্পর্শে শিল্পীর চিত্তে বিভিন্ন প্রকারের গাব জাগিয়া ওঠে, শিল্পকলা সেই চিত্তেরই প্রতিচ্ছবি—য বস্তুকে উপলক্ষ্য করিয়া চিত্ত তরঙ্গায়িত হইল—সেই স্তর স্থান এখানে অতি গোণ। ভারতীয় শিল্পকলাকে গাই আমরা ভাবাত্মক শিল্প বলিতে পারি।

ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই ভাবমুখীনতার এক বিশেষ বিকাশ আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। সঙ্গীতবস্তু ভাবতই ভাবাত্মক। চিত্রে আমরা প্রকৃতির বাহ্য প্রতিবিম্ব পাইতে পারি—কাব্য সাহিত্যেও প্রকৃতির বর্ণনা যথেষ্ট বাস্তব করিয়া তুলিতে পারা যায়—কিন্তু সঙ্গীতে প্রকৃতি কখনও সরূপ নগ্নভাবে ধরা দেন না—সঙ্গীতের স্বর প্রকৃতির নানাছবির ইঙ্গিত দেয় মাত্র—

স্পষ্ট ভাষায় কিছুই প্রকাশ করে না। কণ্ঠ বা যন্ত্রের স্বরের কোনও অর্থ হয় না কিন্তু তাহাতে শ্রোতার চিত্ত অল্পবল্লিত হয়। রজনীত্মক ধ্বনিকেই স্বর বলে। স্বরের অর্থ প্রত্যেক প্রতীক্ষমান না হইলেও স্বরে যে ভাবে চিত্ত রঞ্জিত হয় তার একটা অর্থ সরূদাই লুক্কায়িত থাকে তাহা ভাবগম্য ও রসিকগণের অহুতব সাপেক্ষ এইজন্তই স্বরের শিল্প বা সঙ্গীতকে আমরা বিশেষরূপে ভাবাত্মক শিল্পবলিতে পারি।

ভারতীয় সঙ্গীতে স্বরের ভাবাত্মতার চূড়ান্ত বিকাশ আমরা দেখিতে পাই। ভারতীয় ঋষি ও মুনীগণ সপ্তস্বরের ও ধারাবংশতি শ্রুতির আবিষ্কারের পর দেখিতে পাইলেন যে এই সকল স্বরের বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন ভাবের উদ্বোধন হয়। স্বরের প্রধান প্রধান বিভাগের মূল অবলম্বন হইতেছে গ্রাম বা সপ্তক। তাঁহার্য বড়জ ও মধ্যম এই দুই প্রকার গ্রামকে প্রধানভাবে ধরিয়া তাহা হইতে চতুর্দশ মূর্ছনার আবিষ্কার করিলেন। মূর্ছনার আধুনিক প্রতিশব্দ হইতেছে ঠাট। বড়জ ও মধ্যম গ্রামের সা হইতে নি পঞ্চাশ সাত স্বরের প্রত্যেকটি হইতে স্বরু করিয়া সপ্তক প্রস্তুত করিলেই এক একটা মূর্ছনার সৃষ্টি হয়। এইরূপ প্রতি মূর্ছনার অন্তর্গত সাত স্বরের বিভিন্ন বিভাগেই বিভিন্ন প্রকার ভাবের বিকাশ সম্ভব হয়, ইহাও তাঁহার্য লক্ষ্য করিলেন। এই সকল স্বরবিভাগে কোনও স্বরের মুখ্য ব্যবহার বা কোনও কোনও স্বরের গোণ ব্যবহার হয় তাহা নিয়াই বাদী ও সংবাদীর ও অহুবাদীর উদ্ভব হইল। কোনও এক স্বর হইতে এই বিভাগের আরম্ভ ও কোন এক স্বরে উহার শেষ তাহাই গ্রহ ও জাসরূপে খ্যাত হইল। সঙ্গ সঙ্গ স্বরের স্বামী আরোহী, অবরোহী ও সঙ্কারী প্রভৃতি বর্ণ এবং তাহার বিভিন্ন স্বরালংকারের ও গমকের আবিষ্কার হইল। এরূপে

বিভিন্ন মুচ্ছনার বা ঠাটে সাতস্বরের কত প্রকার বিজ্ঞাস হইতে পারে ও তাহা হইতে কত প্রকার রসের সৃষ্টি হইতে পারে সে সকলের আবিষ্কার হইল। ভারতীয় সঙ্গীতঋষিগণ এই সকল স্বরবিজ্ঞাসকে রাগ আখ্যা দিলেন। মুচ্ছনাই রাগের মূল কাঠাম—আর বাদী, সংবাদী, অম্ব-বাদী ইহার মূর্তি—বর্ণালঙ্কার, গমক প্রভৃতি এই সাবয়ব পূর্ণাঙ্গ রাগমূর্তির বিচিত্র সাজসজ্জা ও আভরণ। মানব চিত্তের বিশেষ বিশেষ ভাবরূপী দেবতার নাদময় মূর্তিরূপেই রাগসকল বিকশিত হইয়া উঠিল। সঙ্গীতে রাগের আবিষ্কার ভারতীয় সভ্যতার এক শ্রেষ্ঠ দান। ঋষিগণ দেখিয়াছিলেন যে বিশেষ যত ভাবের যত প্রকার স্বর আছে—নানা দেশের স্বরের যতরূপ বিজ্ঞাস থাকিতে পারে, তাহা সাত স্বর, শ্রুতি, গ্রাম ও মুচ্ছনার অন্তর্ভুক্ত হইবেই। শ্রুতি ও মুচ্ছনার বাহিরে কোনও স্বর নাই। তারপর তাঁহারা দেখিলেন যে গ্রাম ও মুচ্ছনা ভেদে স্বরের ও শ্রুতির নানারূপ বিজ্ঞাসে উৎপন্ন বিবিধ রাগ বিবিধ প্রকার রসের উদ্বোধন করে। সেই রস বা ভাব কাহাকেও ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে হয় না। বিশেষ বিশেষ রাগ স্বতঃই বিশেষ বিশেষ রূপে ভাব ও রসের মূর্তি নিয়া বিকশিত হইয়া উঠে। বিশ্বমানবের অন্তর্নিহিত কতকগুলি স্বাভাবিক ভাব আছে ও প্রকৃতির কতকগুলি নিত্যকালের রূপ আছে—রাগ তাহারই প্রকাশক। সেইজন্ম তাঁহারা বিশেষ ঋতু বা দিনের বিশেষ সময়ে বিশেষ রাগ গাহিতে বা বাজাইতে নির্দেশ করিয়াছেন। রাগের অন্তর্নিহিত রসের সহিত প্রকৃতির স্থান কাল পাত্তের উপযোগীতা ও সম্বন্ধ অসুভব করিয়াই ঐরূপ নির্দেশ করা হইয়াছে।

কিন্তু আমাদের সঙ্গীতকারগণ রাগ সৃষ্টিকে কোনও সীমার মধ্যে বদ্ধ করেন নাই। গ্রাম, মুচ্ছনা, শ্রুতিভেদ ও বাদী, সংবাদী প্রভৃতি অবলম্বনে স্বরবিজ্ঞাসে কত প্রকার রাগ সৃষ্টি হইতে পারে, তাহা গণনা করা যায় না। রসসৃষ্টিই যখন রাগের উদ্দেশ্য তখন বিশেষ বিশেষ

রসের বিভিন্ন দিক, যতরূপ স্বরবিজ্ঞাস বা রাগের সাহায্যে প্রকাশিত হইতে পারে, তাহার উদ্ভবের জন্ম অব্যবধীনতার পথ মুক্ত রহিয়াছে।

সঙ্গীতের দ্বারা প্রভাতী প্রকৃতির শাস্ত, নিম্ন উন্মেষ বর্ণন করিতে হইলে আমাদের তদুপযোগী দুই একটি মুচ্ছনার আশ্রয় নিতে হয়—যাহা মানব চিত্তের নবীনতা ও প্রশান্তির সূচক। কিন্তু এরূপ ভাবপ্রকাশক মুচ্ছনা হইতে কত রাগেরই না সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতে পারে! "ভৈরব, আনন্দ-ভৈরব, শিবমত-ভৈরব, রামকলৌ, ললিত, যোগিনী, বিভাস, মাজলিকা, আশাবরী এরূপ কত নামের উল্লেখ করা যাইতে পারে। মূল শাস্ত ভাবের ভৈরব রাগের বিভিন্ন আলোছায়া ইহাদের মধ্যে বিভিন্নভাবে খেলিতেছে। কোনওটিতে পূর্ণ শাস্তি, কোনটি একটু দীপ্তি, কোনটি অতি নম্র, কোনটি কক্কর রস মিশ্র, কোনটিতে বিষাদের ছায়া, কোনটি আবার উৎসাহে উল্লসিত—এরূপ রসেব নানা দিকের নানা ছায়া নিয়া এক একটি বাগিনী ফুটিয়া উঠিয়াছে। আবার বগার ঋতুতে বর্ষণের নিরিড় পরিপূর্ণতা প্রকাশের জন্ম মেঘ রাগ ও মল্লারাদি নানা রাগিনীর সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল সৃষ্টির কোনও সীমা বা গণী নাই। তবে কতকগুলি মৌলিক লক্ষণ আছে, যে সকল লক্ষণ রাগের রস ও প্রকৃতির সূচনা করে। আর তাহাই রাগের প্রকৃত লক্ষণ। এই লক্ষণ নির্ণয় অতি সূক্ষ্ম অসুভব সাপেক্ষ সন্দেহ নাই—ইহা সঙ্গীতের কোনও ব্যাকরণ সাধ্য নহে—স্বরের রসাত্মকতাই তার একমাত্র নির্ণায়ক। রাগের রূপের নানারূপ পরিবর্তন হইতে পারে, নানা রাগের নূতন নূতন সৃষ্টি হইতে পারে কিন্তু বিশেষ বিশেষ রস ও ভাবের মৌলিক লক্ষণ স্থির থাকিবেই।

বিশ্বজগৎ ও বিশ্বমানবের চিত্তবৃত্তির কতকগুলি স্থায়ী রূপ আছে যাহা দেশভেদে ও কালভেদেও পরিবর্তিত হয় না। মানুষের যতই পরিবর্তন হউক, তাহার

চিত্তের বিভিন্নরূপ স্পন্দনে যে সকল রসের সৃষ্টি হয়, যথা—  
শূন্য, শান্ত, বীর, করুণ, হাস্য প্রভৃতি এ সকলের প্রকাশ-  
ভঙ্গী বিভিন্ন দেশে ও কালে যতই তফাৎ হউক মূল রসগুলির  
বদল হয় না। বিশ্বপ্রকৃতিতেও দিব্যরাত্র এবং নীত, গ্রীষ্ম,  
বর্ষা প্রভৃতি কতকগুলি অবস্থা থাকিবেই অনিত্য সংসারে ও  
জগতে নিত্যাকারের কতকগুলি লক্ষণ থাকিবেই, ভারত  
চাহিয়াছে এই সকল নিত্যাকারের ভাব ও রূপের প্রকাশক  
স্বরের আবিষ্কার করিতে। রাগসৃষ্টি এই আবিষ্কারেরই ফল।

ভারতীয় রাগ সকলের ক্রমবিকাশের একটা ধারা  
আছে—সজ্জপে বলিতে গেলে “সঙ্গীত-রত্নাকর” প্রভৃতি  
প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই  
যে মুচ্ছনা ভেদে সপ্তস্বরের বিশেষ বিশেষ স্বরজাতির  
সৃষ্টি এক সময় হইয়াছিল। যে রাগে যে স্বরের প্রাধান্য  
সেই রাগকে সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলা হইত—যেমন  
ষাড়জী, ঋষভী, গান্ধারী প্রভৃতি জাতি বিভাগের নানা  
প্রকার নিয়ম তৎকালে প্রচলিত ছিল—রাগ বিভাগেরও  
তাহাই মূল। বিভিন্ন জাতি হইতে বহু পরিমাণের রাগ  
সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতে পারে। তৎকালে বিভিন্ন  
লক্ষণাযুক্ত রাগ সকলকে গ্রাম, রাগ, রাগজ, ভাষা,  
বিভাষা প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইত। ক্রমে  
এ সকল রাগই কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান  
কাল প্রচলিত নানা রাগে পরিণত হইয়াছে। সঙ্গীত  
রত্নাকর উত্তমরূপে আলোচনা করিলে প্রাচীন রাগসমূহের  
ক্রমপরিণতির একটা ইতিহাস আমরা বাহির করিতে  
পারি। পুরাকালে রাগকে বিভিন্ন প্রকার আলাপে  
যথা—আলাপ, গমকালপ্তি রূপকালপ প্রভৃতি নানাভাবে  
গীত হইত। মাগধী, অর্দ্ধমাগধী, সম্ভাবিতা, পুথলা,  
আকিণ্তিকা প্রভৃতি গীতিও সে যুগে প্রচলিত ছিল।  
গীতকে হিন্দু রাজত্বকালে “প্রবন্ধ” শব্দেও অভিহিত করা  
হইত। এই সকল আলাপ গীত বা প্রবন্ধের কয়েক  
প্রকার রীতি বা style তখন ছিল, যথা—

- (১) শুদ্ধ রীতি—সরল ও ললিত স্বরযুক্ত গীতি শুদ্ধ  
রীতির অন্তর্ভুক্ত।
- (২) ভিন্না রীতি—বক্র অর্থাৎ বিষম এবং সূক্ষ্ম মধুর  
গমকযুক্ত রীতিকে ভিন্না রীতি বলা হইত।
- (৩) মদ্র, মধ্য ও তার এই তিন স্থানে প্রযুক্ত গমক-  
যুক্ত ললিত স্বরপূর্ণ অখণ্ডিত রীতিকে  
গোড়ী রীতি বলা হইত।
- (৪) অতিরিক্ত বেগ নিবন্ধন ক্ষতস্বরের প্রয়োগযুক্ত  
রীতিকে বেসরা রীতি বলা হইত।

মোগল সভ্যতার আদিভাগে বর্তমান হিন্দুস্থানী  
সঙ্গীতের অভ্যুত্থান হয়। তখন হইতে “প্রবন্ধ” বা  
“মাগধী” প্রভৃতি গীতির পরিবর্তে ধ্রুপদ গানের অভ্যুদয়  
হইল, ধ্রুপদাঙ্গ আলাপেরও আরম্ভ হইল। ধ্রুপদ তৎকাল  
হইতে অষ্টাবিধি হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ধ্রুপদকৃতি বিস্তীর্ণ  
করিয়া রাখিয়াছে—এই উদার বৃহৎ পদ্ধতিতে সঙ্গীতের  
পরিণতির পথ কোথাও বন্ধ নাই—চিরমুক্ত রহিয়াছে।  
ভারতীয় সঙ্গীতের ধ্রুপদ পদ্ধতির সূত্রপাত পাঠান রাজত্ব-  
কালে নায়ক গোপাল, বৈজু নায়ক, বাজ বাহাদুর ও  
গোয়ালিয়রের রাজা মানের সময় হয় কিন্তু ইহার স্বার্থ  
গরিমার বিকাশ হয় ভক্ত হরিদাস স্বামী শিষ্য শর্গায়  
মিয়া তানসেনের প্রতিভাবে। মীরাঙ্গীই বর্তমান  
হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের পিতা ও তিনি রাগ রাগিণীর যে  
গড়ন দিয়া গেলেন, রাগ-রাগিণীর যে গতি ও ছন্দ  
নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন—তাঁহার বংশধরগণের ও তাঁহার  
বংশীয় গুণীদের শিষ্যগণের দ্বারা অষ্টাবিধি তাহা চলিয়া  
আসিতেছে। পূর্বাচার্যগণের প্রবর্তিত ও মিয়া তান-  
সেনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত পদ্ধতিই ধ্রুপদ পদ্ধতি নামে  
আখ্যাত। পরবর্তী যুগে খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী, কীর্তন,  
কাব্যগীতি প্রভৃতি যে ধরনের যত প্রকার সঙ্গীতেরই  
প্রচলন হউক, এ সকলের মধ্যেই ধ্রুপদ পদ্ধতির অলঙ্ঘ্য  
প্রভাব লক্ষিত হয়। ধ্রুপদের জন্তই ধ্রুপদকৃতির নাম



সার্থক। সঙ্গীত রত্নাকরের যুগে যেকোন সঙ্গীতের শুদ্ধা, ভিন্না প্রভৃতি চারিপ্রকার রীতি ছিল—সেনী সঙ্গীত বা তানসেনের প্রচারিত সঙ্গীতেও আমরা আলাপ ও গানের চারিপ্রকার রীতি দেখিতে পাই—তবে এই বিভাগের সহিত পূর্ববর্তী বিভাগের পার্থক্য আছে। ঋব পদ্ধতির চারিপ্রকার বিভাগ হইতেছে, গোড়হার, ডাগর, খাণ্ডার ও নওহার। সেনীগণ শুদ্ধ বাণী ও শুদ্ধ রীতির গীতকে গোড়হার বলিয়া থাকেন। ইহাতে সরল স্থললিত স্বর-বিজ্ঞাস ও সঙ্গীতরত্নাকর লিখিত শুদ্ধা ও গোড়ী রীতির সমুদয় লক্ষণই পাওয়া যায়, ইহা অতি গভীর ও প্রাণম্পর্শী।

ডাগর বাণীতে আমরা স্বরের মৃদু গমক ও তরঙ্গায়িত বিজ্ঞাস পাই—ইহা শাস্ত্রোক্ত ভিন্না রীতিরই অন্তর্ভুক্ত মনে হয়। খাণ্ডারী বাণীতে স্বরকে কাটিয়া কাটিয়া তীব্র গমক প্রয়োগ করা হয়, ইহাতে ভিন্না রীতির বিষম গতি ও সঙ্গে সঙ্গে বেসরা রীতির কম্পিত দ্রুতস্বরের প্রয়োগও পাই। নওহার বাণীতে স্বরের “চুঁট” লক্ষিত গতি দেখা যায়। এই চতুর্বাণী বা চারি রীতির বাহিরে কোনও সঙ্গীত হইতে পারে না। সর্বপ্রকার সঙ্গীতের মধ্যেই এই চারিপ্রকার শৃঙ্খলা ও রীতি আছে।

ভারতীয় ঋব পদ্ধতির পূর্ণ বিকাশের সময় আলাপ ও ঋপদই সঙ্গীতের সর্বপ্রকার বৈচিত্র্যময় বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। আলাপে গীত নাই তবে রাগের সমুদয় অঙ্গের সম্পূর্ণ বিকাশ আলাপে দেখানো হয়। বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত এই ত্রিবিধ লয়ে আলাপ গাওয়া হয়। চোতাল প্রভৃতি তালে আলাপ গাওয়ার পদ্ধতি এক সময় ছিল কিন্তু সাধারণতঃ তালের বন্ধনহীন স্বরের মুক্ত নানামুখী গতির খেলাই আলাপে দেখানো হইয়া থাকে। ঋপদ গান নানাপ্রকার তালে বদ্ধ। তন্মধ্যে চোতাল ও টিমে তেতালার ঋপদই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত। ঋপদ গানে তান কর্তব্য না থাকিলেও বিভিন্ন প্রকার গমকের প্রয়োগে ইহার ঐশ্বর্য ও মনো-

হারিষ্য যথেষ্ট খুলিয়া যায়। প্রথম ঋপদ গান স্বরকারের প্রদত্ত স্বরে উত্তমরূপে গাহিবার পরে ঋপদের বিভিন্ন কলি নিয়া গমক মীড়ের সাহায্যে রাগের নানারূপ খেলা প্রদর্শনেরও পথ আছে। তবে ঋপদ অপেক্ষা হোরি বা ধামার তালে বদ্ধ ঋপদেই স্বরের বিস্তার রাগ রাগিণীর বিচিত্র বিজ্ঞাস গমক তানের খেলা ও লয় বাটের ক্ষেত্র অধিক প্রশস্ত। তানসেনজীর দৌহিড় বংশীয় শাহ্ সদারজাদী হোরী ঋপদের আশ্চর্য উৎকর্ষ করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে বীণকার এবং উৎকৃষ্ট হোরি ঋপদ গায়ক ছিলেন। হোরি ঋপদকেই একটু সহজ করিয়া সাধারণের শিকার জন্ত সদারজাদী খেয়াল গানের সৃষ্টি করেন। কিন্তু তিনি নিজে কখনও খেয়াল গাহিতেন না শিষ্যদের গাহিতে দিতেন। ঋপদ হইতে ইহার পার্থক্য এই, যে ইহার তানের গতি অনেক লঘু—রসের প্রগাঢ়তাও ইহাতে নিঃসন্দেহে কম—তবে ইহার চাগ মনোরম ও সর্বসাধারণের শিকার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

লয়ের তরলতর গতিতে ঠুংরীর উৎপত্তি হইয়াছে। ঠুংরীতে রাগ রাগিণীর বাধন নাই। এক রাগের মধ্যে অপব রাগের সংক্রমণ ইহার বিশেষত্ব—ইহাতে মুরকি, গিটকারী প্রভৃতি লঘু অলঙ্কারের প্রয়োগে সহজেই ইহাতে শ্রুতি আকৃষ্ট হয়—তরল গতির গীতের মধ্যে ঠুংরীর রীতি অতি মনোরম।

টম্মার কাজ একটু কঠিন তবে ইহার অলঙ্কার অল্প। এইরূপে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে ঋপদ, খেয়াল, টম্মা ও ঠুংরীর স্থান নির্দেশে ঋপদকের শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া হইয়া থাকে। ও তাহাই যুক্তিসঙ্গত ও রসের বিচারে অকাট্য। ঋপদ সকলকেই ধরিয়া আছে ও সকলকে পোষণ করিতেছে রাগ রাগিণীর অন্তর্নিহিত নিত্য উৎসরসে।

আধুনিক হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে মীড়, আশ, আন্দোলন, কম্পন, গিটকারী, মুরকী, জমজমা প্রভৃতি স্বরের যে সকল কাষদা ব্যবহৃত হয়, প্রাচীন কালে ঐ সকলই বিভিন্ন ক্ষুরিত, কম্পিত প্রভৃতি পঞ্চদশ প্রকার গমকের উল্লেখ

আমরা সঙ্গীত রত্নাকরে পাই। ঋপদ গানেও এই সকল প্রকার গমকেরই স্থান আছে এবং ঋপদ সুরের ঐশ্বর্যে সঙ্গীতের অত্র কোন প্রকার পদ্ধতি অপেক্ষা হীন নহে।

প্রকৃত ঋপদ ভারতবর্ষে ৮মিয়া তানসেনের বংশস্থ গুণীগণের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। ৮মিয়া তানসেনের বংশস্থ সঙ্গীত সাধক পুরুষদিগের অনেকেরই কত শতাব্দীতে নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করিয়াছেন, বর্তমান শতাব্দীতে ৮মিয়াজীর পুত্র বংশীয় রবাবী ৮মহম্মদ আলি খাঁ সাহেব ও দৌহিত্র বংশীয় বীণানায়ক ৮উজীর খাঁ সাহেব হিন্দুস্থানের সঙ্গীত-গগনের চন্দ্র স্বরূপে বিরাজিত ছিলেন। আজ তাঁহারাও অন্তমিত, তবে তাঁহাদের পৌত্রগণ ঘরানা বিদ্যায় কথঞ্চিৎ রক্ষা করিতে পারিয়াছেন ও সেই সকল বিদ্যা বাজনা দেশের প্রকৃত সঙ্গীত শিক্ষার্থীগণের পক্ষে নিতান্ত দুর্লভ নহে, কেননা অধুনা তাঁহারা কলিকাতাতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন।

আমরা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ক্রমবিকাশের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই যে ঋপদকে ভিত্তি করিয়াই হিন্দুস্থানের যাবতীয় উৎকৃষ্ট সঙ্গীতের উদ্ভূত হইয়াছে। হোরীঋপদ, ঋপদেরই বহুবর্ণ বিরঞ্জিত বৈচিত্র্যময় বিকাশ উৎকৃষ্ট খেয়াল, হোরীর অল্পকরণেই গাহিতে হয়। এমন কি উৎকৃষ্ট ঠুংরীতেও ঋপদ ও হোরীর প্রভাব অনেক পাওয়া যায়। সুতরাং বর্তমানে ঋপদের লুপ্তপ্রায় উৎকৃষ্ট পদ্ধতির আবিষ্কার ও উদ্ধারসাধন করিতে পারিলে, নবযুগ উপযোগী অভিনব গীত পদ্ধতির সকল প্রকার সঙ্গীতেরই নবপ্রাণ সঞ্চারের আমরা সমর্থ হইব। প্রাচীনের শ্রেষ্ঠ সম্পদের সন্ধান পাইলেই নবীনকে অধিক গরিমামণ্ডিত করা যাইতে পারে, নচেৎ শুধু প্রচলিত ওস্তাদদিগের মামুলী সঙ্গীতকে ভিত্তি করিয়া আমরা মহৎ কিছুই সৃষ্টি করিতে পারিব না। এ বিষয়ে দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পী, কবি, ও মনীষিগণের পূর্ণ মনোযোগ ও আন্তরিক সহযোগ আমরা প্রার্থনা করি।

## গান

শ্রীজগদীশচন্দ্র সেন মজুমদার

চৈতী রাতের স্বপন বেয়ে  
কে এলে মোর ঘরে  
অঁখির ভাষায় কেগো আমায়  
ডাক বায়ে বায়ে!

গন্ধে গানে এই নিশীথে  
শিচরিসু তাই চকিতে  
সুর ভেসে যায় দখিনা বায়  
গানের পারাবারে।

তারি অঙ্গ সুবাস লাগি'  
উতল মলয় হাওয়া  
মন হারানো তার সে দু'টা  
সজল চোখের চাঁওয়া।

পারায় ব্যথার নদী  
এলে কি ফুল দরদী  
মন কাননের বিজন পথে  
গোপন অভিসারে।

## স্বরলিপি

মল্লার—ত্রিতাল ( মধ্যালয় )

রিমি ঝিমি রিমি ঝিমি বুঁদন বরষে  
কছু না সোঁহাবে বন মন ভারন  
শারন কি ঋতু মোরে সজনরা ।

তাঁ শুই গুমড ঘন বিজলী চমকত  
হোই কাম মন কামিনী সরসত  
ঠন নন নন নন গরজে গগনরা ।

রচনা—অজ্ঞাত ।

স্বরলিপি—শ্রীশৈলেশকুমার দত্তগুপ্ত

### আস্থারী

II সাঁ -মাঁ মাঁ মাঁ | পাঁ পাঁ মাঁ পাঁ | পধা -সাঁঁ ধাঁ পাঁ | মাঁ ধপা মগা -মাঁ ।  
রি মি ঝি মি | রি মি ঝি মি | বুঁ ০ ০ দ ন | ব র যে ০ ০

-মাঁ -গাঁ -াঁ পাঁ | গমাঁ -রাঁ সাঁ সাঁ | ধাঁ -নাঁ -সাঁঁ -াঁ | -াঁ -াঁ -াঁ -াঁ ।  
০ ০ ০ ক | ছ ০ না সোঁ | হা ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

-ধাঁ -াঁ -াঁ -াঁ | পাঁ -মাঁ -পাঁ -াঁ | মাঁ মাঁ রাঁ মাঁ | রাঁ -াঁ সাঁ সাঁ ।  
০ ০ ০ ০ | বে ০ ০ ০ | ব ন ম ন | ভা ০ ব ন

রাঁ -গাঁ মাঁ গাঁ | গরাঁ -াঁ সাঁ সাঁ | রাঁ -পাঁ মাঁ গাঁ | রাঁ নাঁ সাঁ -াঁ ।।  
শা ০ ব ন | কি ০ ঋ তু | মো ০ রে স | জ ন বা ০

## অন্তরা

Il <sup>০</sup> মা পা পা পা | <sup>৩</sup> না না না না | <sup>+</sup> সাঁ -া সাঁ না | <sup>২</sup> সাঁ না সাঁ সাঁ I  
তা হ ই ও ম ড ধ ন বি ০ জ লী চ ম ক ত

<sup>০</sup> রাঁ -গাঁ -গাঁ গাঁ | <sup>৩</sup> -গাঁ সাঁ সাঁ সাঁ | <sup>+</sup> না -পা না না | <sup>৩</sup> সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ I  
হো ০ ই কা ০ ম ম ন কা ০ মি নী স র স ত

<sup>০</sup> সাঁ -মা মা মা | <sup>৩</sup> পা পা পা পা | <sup>+</sup> সাঁ না সাঁ ধা | <sup>২</sup> পা গা মা -া II  
ঠ ন ন ন ন ন ন গ র জে গ গ ন বা ০

## নটনারায়ণ রাগ পরিচয়

( পূর্বাভুত্বে )

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

“নারদীয় চত্বারিংশচ্ছত রাগ নিকপণম্” নামক গ্রন্থোক্ত  
নটনারায়ণ রাগের পরিবারগণের নাম ও যথাসম্ভব ব্যাখ্যা  
সহ তাহাদের প্রত্যেকের ধ্যান নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল।

বাঙ্গালী শুদ্ধসালকা কাষোজী মধুমাধবী।

দেবজীতি চ পঞ্চৈতা নটনারায়ণাধনাঃ ॥

বাঙ্গালী, শুদ্ধসালকা, কাষোজী, মধুমাধবী ও দেবজী  
এই পাঁচটি নটনারায়ণের ভাষ্যা।

১। বাঙ্গালীর ধ্যান—

কৃষ্ণা কৃষ্ণাধরা ধীরা প্রগল্ভা রতিলালসা

মহাস্তনী তস্ত্রিহস্তা বাঙ্গালী কৈরবপ্রিয়া ॥

‘বাঙ্গালী’ কৃষ্ণবর্ণা, কৃষ্ণবস্ত্র পরিধানা, ধীরা, প্রগল্ভা  
ও রতিলালসা। পীতস্তনী এই রাগিণীর হস্তে তস্ত্রী,  
কুম্ভ ইহার প্রিয়।

২। শুদ্ধ সালকার ধ্যান—

শুদ্ধাধরাঃ শুদ্ধবপুঃ স্ববেষা

স্ববেণিকা তাল ঘনস্তনারতিঃ।

চতুর্ভুজা চন্দন চর্চিতাদী

সা শুদ্ধসালক বধুঃ প্রসঙ্গা ॥

যাহার বস্ত্র ও দেহ বিশুদ্ধ, বেশ সুন্দর, স্তনদ্বয় \* \* \*  
ঘন বা কর্ণিন, অঙ্গ চন্দন চর্চিত স্ববেণী মণ্ডিত প্রসঙ্গা ও  
চতুর্ভুজা এই রাগিণীই ‘শুদ্ধ সালকা’ নামে পরিচিত।

৩। কাষোজীর ধ্যান—

কাষোজী চন্দ্রবদনা নীলোৎপল বিভূষণা।

রমণীয় স্তনাস্তোজা বাণপুষ্পাবতঃসিনী ॥

চন্দ্রবদনা ‘কাষোজী’ নীলোৎপলে অলঙ্কৃত; বাণপুষ্প  
ইহার কর্ণভূষণ, স্তনদ্বয় কমলমুকুলের স্তায় রমণীয়।

৪। মধুমধবীর ধ্যান—

মধুমধবিকা রম্যা মধবী কুসুমপ্রিয়া।

বসন্ত বন মধ্যস্থ পীনোন্নত পয়োধরা।

‘মধুমধবী’ একটা রমণীয় রাগিণী; মধবী কুসুম ইহার প্রিয়; পীন ও উন্নত পয়োধরশালিনী এই রাগিণী বসন্তকালীন বনের মধ্যে অবস্থিত।

৫। দেবকীর ধ্যান—

দেবকী দধিপাণি পাত্রযুগলা

গ্রৈবেয় ভূষোজ্জ্বলা।

সুকোরোজ সরোজ কামচপলা

সা দ্বী পরা স্মরী।

কৌশল্যধরধারিণী বিধুমুখী

ত্রিগু চরুসুতনী।

কাশ্মীরাকর্ণ বিগ্রহা স্ননয়না

বিধোষ্টিকা রাজতে।

যাহার কররূপ পাত্রযুগলে দধি, দেহ গ্রীবাভূষণে উজ্জ্বল ও কামচঞ্চল; যাহার স্ননরূপ কমল শুক; পরিধানে কুসুমরঞ্জিত বস্ত্র, স্ননযুগল চন্দন চর্চিত, দেহ কুসুমের স্নায় অরুণ বর্ণ, এই স্ননয়না বিধোষ্টী পরমাস্মরী নারী ‘দেবকী’ নামে বিখ্যাত।

শুদ্ধ বঙ্গালকো নাটো গারুড়ো মোহনস্তথা।

নালীকনয়না এতে নটনারায়ণাভ্রাজাঃ।

শুদ্ধবঙ্গাল, নাট, গারুড় ও মোহন, পদ্মের স্নায় নয়ন বিশিষ্ট এই চারিজন নটনারায়ণের পুত্র।

১। শুদ্ধ বঙ্গালের ধ্যান—

বালীলাতমুর্বালঃ স্বেত্রেণ স্বেশোভনঃ।

বালিকা ক্রীড়নাসক্তো বঙ্গালঃ শুদ্ধসংজ্ঞকঃ।

‘শুদ্ধ বঙ্গাল’ বালকমূর্তি; ইহার দেহে বাল্যলীলা প্রকটিত, স্নন্দর বস্ত্রে ইহার দেহ স্বেশোভিত; ইনি বালিকার সহিত ক্রীড়ায় আসক্ত।

২। নাট-এর ধ্যান—

অনেক নটধারী চ যুবা গৌরোহতি শোভনঃ।

তাৎপল্যহন্তঃ স্বেরাস্তো নাটঃ সুরসিকৈর্মতঃ।

সুরসিকগণের মতে ‘নাট’ অতি স্নন্দর রাগ; এই রাগ নটগণে পরিবৃত, যুবা ও গৌরবর্ণ। ইহার হস্তে তাৎপল্য, বদন ঈষৎ হাস্যযুক্ত।

৩। গারুড়ের ধ্যান—

গারুড়ো গরুড়াকারো দ্রুতসর্পো বিলোলকঃ।

রক্তনেত্রঃ পীতবস্ত্রঃ সর্বাভরণ ভূষিতঃ।

নটনারায়ণ পুত্র ‘গারুড়’ গারুড়ের স্নায় আকার-সম্পন্ন ও চঞ্চল। ইহার নয়ন রক্তবর্ণ, বস্ত্র পীতবর্ণ; সর্বাভরণ ভূষিত গারুড় সর্প ধারণ করিয়া আছেন।

৪। মোহনের ধ্যান—

স্নন্দরো লোহিতাঙ্গশ্চ তরুণো রূপবাংস্তথা।

ত্রীজিতো মদনাকারো মোহনঃ সরিগদাতে।

‘মোহন’ মদনের স্নায় আকৃতি বিশিষ্ট ও ত্রীজিত। এই রাগ স্নন্দর, রূপবান যুবা ও লোহিতাঙ্গ।

ত্রৈলোক্যী লাজলী চৈব সুরাট চাপি হৃদরী।

ইমাঃ স্বেবেবা রাজন্তি নটনারায়ণসুখাঃ।

ত্রৈলোক্যী, লাজলী, সুরাট ও হৃদরী, স্বেবেশম্পন্ন এই চারিটা রাগিণী নটনারায়ণের পুত্রবধূ।

১। ত্রৈলোক্যীর ধ্যান—

স্নিগ্ধাভ্যঙ্গবতী গৌরী মণিদন্তবিলাসিনী।

কুসুমার্জা মুক্তকেশী ত্রৈলোক্যী নৃপবল্লভা।

‘ত্রৈলোক্যী’ একটা নৃপতিপ্রিয় রাগিণী। ইহার কেশকলাপ মুক্ত, দেহ গৌরবর্ণ, কুসুমার্জ ও স্নিগ্ধ তৈলযুক্ত। ত্রৈলোক্যী মণি করিদ্ভক্ত ও বিলাস শোভাঃ বিভূষিত।

২। লাজলীর ধ্যান—

কৃষ্ণা রত্নাধরা স্নুলো গুজ্জাহার বিভূষণা।

স্নুলোরোজা রোমশা চ লাজলী গৃহপ্রিয়া।

‘লাজলী’ সুলো, রোমশা, সুলন্তনী ও কৃষ্ণবর্ণা।  
গুজাহার ইহার অলঙ্কার, পরিধানে চতুষ্কর; গৃহদেহজাত  
পক্ষ ইহার প্রিয়।

৩। স্বরটোর ধ্যান—

স্বরটা লম্পটা নারী কবুরাজী রতিপ্রিয়া।

নৃত্যন্তী চ হাসন্তী চ গায়ন্তী পদ্মধারিণী ॥

স্বর্ণাঙ্গী ‘স্বরটা’ একটা \* \* \* লম্পটা নারী, ইনি  
পদ্মধারণপূর্বক নৃত্য হান্ত ও গানে নিরত।

৪। হৃদরীর ধ্যান—

চরিতাঙ্গী হরিশ্রদ্ধা মণিকুণ্ডলভূষণা।

পীনোদরঙ্গা শুদ্ধধারী হৃদরী সুরকপ্রিয়া ॥

‘হৃদরী’র হরিশ্রদ্ধা অঙ্গে হরিদ বস্ত্র, ইহার ভূষণ মণিময়  
কুণ্ডল, বক্ষ পীন, পুষ্পস্তবক ধারিণী এই রাগিণীর শোভায়  
প্রিয়জন সহজেই মুগ্ধ হইয়া থাকে।

জয়পুরাধিপতি মহারাজ প্রতাপ সিংহদেব বিরচিত  
সঙ্গীত সার নামক গ্রন্থোক্ত নটনারায়ণ রাগের পত্নী  
পুত্রাদির বিবরণ নিয়ে অবিকল উদ্ধৃত হইল।

অথ নটনারায়ণকী রাগিণীকী উৎপত্তি লিখ্যতে ॥  
পার্বতীজীকে মুখসেঁ। উৎপন্ন হোজ্জেকে। নটনারায়ণনে  
পার্বতীজীসেঁ। বিজ্ঞপ্তি কীনী মহারাজ যোঁকোঁ রাগণী  
দীজে তব। শিবজীকী আজা লেকরিকে পার্বতীজীনেঁ।  
আপনে মুখসেঁ। পাঁচ রাগণী গাজ্জেকে। নটনারায়ণকী  
ছায়া যুক্তি দেখি নটনারায়ণকো দীনী ॥

প্রথম নটনারায়ণকী রাগণী বেলাবলী তাকী উৎপত্তি  
লিখ্যতে ॥ পার্বতীজীনেঁ উন রাগনমেসেঁ। বিভাগ  
করিবেকোঁ। আপনে মুখসেঁ। বেলাবলী গাজ্জেকে।  
বাকো নটনারায়ণকী ছায়াযুক্তি দেখি। নটনারায়ণকো  
দীনী ॥

অথ বেলাবলীকো স্বরূপ লিখ্যতে ॥ গোরা জাকো  
রংগ হৈ। খেত বজ্র পহরে হৈ। বিচিত্র রংগকী কঙ্কু  
পহরে হৈ। স্ববর্ণকে আভূষণ সব অঙ্গনমেঁ পহরে হৈ।

কন্তুরীকো বিন্দা জাকে ভাগমেঁ হৈ। কমলকী মালা  
জাকে কঠমেঁ হৈ। মৃদঙ্গকো বজাবে হৈ। সরীনকে  
সঙ্গ মধুর স্ববনসেঁ। গাবে হৈ। ঐসী জো রাগণী তাঁহি  
বেলাবলী জাঁনিলে ॥ শাস্ত্রমেঁ তো যহ সাত স্বরনসেঁ।  
গাজ্জি হৈ। ধ নি স রি গ ম প ধ যাতেঁ সম্পূর্ণ হৈ।  
যাকো দিনকে প্রথম পহরমেঁ গাবনী। যহ তো যাকো  
বখত হৈ। ঐর দুপহরতাজ্জি চাহোঁ তব পাবে। যাকো  
জজ্ঞ হত্য়মান মতমেঁ হিণ্ডোল রাগকী রাগণী প্রথম  
বিলাবলীতাকোঁ জজ্ঞসেঁ। আলাপ কীজ্যো ॥

অথ নটনারায়ণকী দ্বিতীয় রাগণী কাছোজী তাকী  
উৎপত্তি লিখ্যতে ॥ পার্বতীজীনেঁ উন রাগনমেসেঁ।  
কাছোজী বিভাগ করিবেকোঁ। আপনে মুখসেঁ। গাজ্জেকে  
যাকো নটনারায়ণকী ছায়াযুক্তি দেখি। বাকো কাছোজী  
নাপ করিকে নটনারায়ণকো রাগণী দীনী।

অথ কাছোজীকো স্বরূপ লিখ্যতে ॥ শোরো জাকো  
রংগ হৈ। কেসরিয়া বজ্র পহরে হৈ। মোহনো স্বরূপ  
হৈ। বড়ে জাকে নেত্র হৈ। মুখমেঁ পানকে বিড়  
চবাবে হৈ। ললাটেমেঁ কন্তুরীকো বিন্দা হৈ। সোনেকে  
জড়াউ গহনা সব অঙ্গনমেঁ পহরে হৈ। কবুনাট দেশমেঁ  
অক আক্ দেশমেঁ ভজ্জি হৈ। সখী জাকে সঙ্গ হৈ।  
সারঙ্গী বজাবে হৈ। ঐসী জো রাগণী তাঁহি কাছোজী  
জাঁনিয়ৈ। শাস্ত্রমেঁ তো যহ সাত স্বরনমেঁ গাজ্জি হৈ।  
স রি গ ম প ধ নি স। যাতেঁ সম্পূর্ণ হৈ। যাকে  
দিনকে প্রথম পহরমেঁ গাবনী যহ যাকী বখত হৈ। ঐর  
দিনমেঁ চাহোঁ তব গাবোঁ ॥

অথ নটনারায়ণকী তিসরী রাগণী সাঘেরী তাকী  
উৎপত্তি লিখ্যতে ॥ পার্বতীজীনেঁ উন রাগনমেসেঁ।  
বিভাগ করিবেকোঁ। আপনে মুখসেঁ। সাঘেরী রাগণী  
গাজ্জেকে বাকো সাঘেরী নাম করিকে নটনারায়ণকী ছায়া  
যুক্তি দেখি নটনারায়ণ দীনী ॥

অথ সাঘেরীকো স্বরূপ লিখ্যতে ॥ স্রাম জাকো বর্ণ হৈ

সোসনৌ বস্ত্র পহরে হৈ। পিলীজাকৌ চোলী হৈ।  
চন্দ্রমাসৌ মুখ হৈ। নাজুক অঙ্গ হৈ। যুগকসে জাকে  
নেত্র হৈ। কন্তুরীকৌ বিন্দা জাকে ভালমেন হৈ।  
মোতীনকে হার কণ্ঠমেন পহরে হৈ। সোলেহ প্রকারকে  
শৃঙ্গার কিয়ে হৈ। মত্তবারে হাঁথৌকৌসী চাল হৈ। মন্দ  
মুসকান করে হৈ। ঐসী জো রাগণী তাঁহি সাধেরী  
জানিয়ে ॥ শাস্ত্রমেন তো যহ চহ সুরনসেন। গান্ধি হৈ।  
ধ গ ধ রি ধ স রি গ ম প ধ। ষাতে ষাড়ব হৈ। যাকৌ  
সাঁজ সেনে গাবনৌ যহতো যাকৌ বখত হৈ। ওর চাহো  
তব গাবো। যাকৌ আলাপচারী চহ সুরনমেন কিয়ে।  
রাগ বরতেসেন। জল্প সেন ॥

অথ নটনারায়ণকী চোখী রাগণী সূহবী তাকী উৎপত্তি  
লিখ্যতে ॥ পার্শ্বভীজীনে উন রাগনমেন সেন। বিভাগ  
করিবেকৌ। অপনে মুখসেন। সূহবী গান্ধিকে। বাকৌ  
নটনারায়ণকী ছায়া যুক্তি দেখি। নটনারায়ণকৌ দীনী।

অথ সূহবীকৌ স্বরূপ লিখ্যতে ॥ শ্রাম জাকৌ রংগ  
হৈ। গীতাদ্বরকৌ পহরে হৈ। নাজুক জাকৌ শরীর হৈ।  
ওর অমৃতকী সীনাঙ্গ আনন্দকারী হৈ। ফুলে কমলসেন  
জাকে মুখ হৈ। তরুণ জাকী অবস্থা হৈ। ওর স্নগন্ধকে  
ফুলনসেন। গুহী জাকী বেণী হৈ। রংগবিরংগী চোলী  
পহরে হৈ। মন্দ মুসকান করে হৈ। শৃঙ্গার রসমেন  
মগ্ন হৈ। চবর জাকে উপর চুরে হৈ। বড়ে জাকে

নেত্র হৈ। ঐসী জো রাগণী তাঁহি সূহবী জানিয়ে।  
শাস্ত্রমেন তো যহ সাত সুরনমেন গান্ধি হৈ। স রি গ ম প  
ধ নি স। ষাতে সম্পূর্ণ হৈ। যাকৌ প্রভাত সেনে  
গাবনৌ। যহ তো যাকৌ বখত হৈ। ওর দিনমেন চাহে  
তব গাবো। যাকৌ আলাপচারী সাত সুরনমেন কীঃ  
রাগ বরতেসেন। জল্পসেন। সমঝিয়ে ॥

অথ নটনারায়ণকী পাচৈ রাগণী সোরঠ তাকী উৎপত্তি  
লিখ্যতে ॥ পার্শ্বভীজীনে উন রাগনমেন সেন। বিভাগ  
করিবেকৌ। অপনে মুখসেন। সোরঠ গান্ধিকে নটনারায়ণ-  
কী ছায়া যুক্তি দেখি। বাকৌ নটনারায়ণকৌ দীনী।

অথ সোরঠকৌ স্বরূপ লিখ্যতে ॥ গোরৌ অঙ্গ হৈ।  
কমলসেন। বিশাল নেত্র হৈ। চন্দ্রমাসেন। মুখ হৈ। দাড়িমকে  
বীজসরিকে দাত হৈ। অনেক রংগকী পোষাগ পহরে  
হৈ। কঠোর কূচ হৈ। আসমানী রংগকী চোলী পহরে  
হৈ। সূছন্দ বিহার করে হৈ। কামদেবসেন। ব্যাকুল হৈ।  
শৃঙ্গার রঙ্গমেন মগ্ন হৈ। ঐসী জো রাগণী তাঁহি সোরঠ  
জানিয়ে। শাস্ত্রমেন তো যহ চহ সুরনসেন। গান্ধি হৈ।  
স রি ম প ধ নি স। ষাতে ষাড়ব হৈ। যাকৌ আদি  
রাতি সেনে গাবনৌ। যহ তো যাকৌ বখত হৈ। রাত্রিয়ে  
চাহো তব গাবো। যাকৌ আলাপচারী চহ সুরনমেন  
কিয়ে। রাগ বরতেসেন। জল্পসেন। সমঝিয়ে ॥

ক্রমঃ

## গান

শ্রীশ্ররজিৎকুমার মৌলিক, এম-এ

জীবনে বাহারে চেয়েছিলে প্রিয় বড় আপনার করি',  
কোন বেদনায় মাগিছ বিদায় তাহারি ছুয়ার ধরি'।

এখনো কণ্ঠে ঢুলিতেছে মালা,  
এখনো শিরের আছে দীপ জালা,  
বাহিরে চন্দ্র তারকা জাগিছে অসীম আকাশ ভরি'।

যদি যেতে চাও দাঁড়াও হে ফিরে  
জনমের মত নয়নের নীরে  
ও হুঁটি চরণ মুছিয়া লইব বিরহের কথা স্মরি'।

## রস কীর্তন\*

## মাধুর বিরহ—দ্বিতী সংবাদ

রচনা—বৈষ্ণব কবি-শিরোমণি দ্বিজ চণ্ডীদাস।

স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীচূর্ণাচরণ বিশ্বাস।

১। বিরহ কাতরা, বিনোদিনী রাই,  
পর্যাণে বাঁচে না বাঁচে।নিদান দেখিয়া আসিছু হেথায়  
কহিতে তোমারি কাছে ॥( কথা কি আর বলব, দুঃখের কথা কি  
আর বলব, তার দশা দেখে বুক ফেটে  
যায় হে, দুঃখের কথা কি আর বলব )  
কহিতে তোমারি কাছে ॥

২। ..... ..

যদি দেখিবে তোমার প্যারী।

চল এইক্ষণে রাধার শপথ  
আর না করিও দেবী ॥( দেখা দেখে আসবে, চোখের দেখা দেখে  
আসবে, তোমায় শত শত শপতি দিই হে  
চল চোখের দেখা দেখে আসবে )  
আর না করিও দেবী ॥৩। কালিন্দী পুলিনে, কমলের শেজে,  
রাখিয়া রাইয়ের দেহ।কোন সখি অঙ্গে লিখে শ্রাম নাম  
নিশ্বাস হেরয়ে কেহ ॥( কি হ'ল বলে, আমাদের কি হ'ল বলে  
( বুঝি ) রাই ধনি আজ ছেড়ে যায়,  
আমাদের কি হ'ল বলে )  
নিশ্বাস হেরয়ে কেহ ॥৪। কেহ কহে তোর বঁধুয়া আসিল  
সে কথ শুনিয়া কানে।মেলিয়া নয়ন চৌদিশ নেহারে  
দেখিয়া না সহে প্রাণে ॥( চারিদিকে চায় হে, নয়ন মেলি' চারি-  
দিকে চায় হে, কিন্তু তার বাক সরে না  
নয়ন মেলি' চারিদিকে চায় হে )  
দেখিয়া না সহে প্রাণে ॥৫। যখন হইল যমুনা পার  
দেখিছু সখিরা মিলি'।যমুনার জলে রাখে অস্তর্জলে  
রাই দেহ হরি বলি ॥( কেবল প্রাণ রেখেছে, নাম শুনায়ে  
প্রাণ বেখেছে, কেবলমাত্র তোমার আশে  
নাম শুনায়ে প্রাণ রেখেছে )  
রাই দেহ হরি বলি ॥৬। দেখিতে যত্নপি সাধ থাকে তব  
ঝাট চল ব্রজে যাই।কহে চণ্ডীদাসে বিলম্ব হইলে  
আর না দেখিবে রাই ॥( চল চল বঁধু, একবার ব্রজে চল বঁধু,  
দেখা দিয়ে দাসীর প্রাণ বাঁচাও একবার  
ব্রজে চল বঁধু )  
আর না দেখিবে রাই ॥



১।	০ মা বি	মা র	মা হ	১ জ্ঞা কা	রা ত	রা রা	২ সা বি	রা নো	রা দি	৩ রা নী	জ্ঞা রা	রা ই	I
	সা প	রা রা	সা পে	গ্ বা	ধ্ চে	গ্ না	সা বা	সা চে	-া ০	-া ০	-া ০	-া ০	I
	{ মা নি	পা দা	পা ন	পা দে	পা খি	পা য়া	মা আ	পা সি	পা হু	দা চে	পা খা	পা য়	I
	মা ক	পা হি	মা তে	মা তো	মা মা	<u>মজ্জরসা</u> রি০০০	সরা কা০	জ্ঞা ০	রা ০	সা ছে	-া ০	-া ০	II

আখর :

II	০ সা ০	সা ক	সা খা	১ রা কি	মা আ	-া বু	২ জ্ঞা বল	রজ্ঞা ব০	রসা ০০	৩ -া ০	-া ০	-া ০	I
	{ গ্ হুঃ	সা ০	সা থেবু	-া ০	সা ক	রা খা	সা কি	রা ০	মা আবু	জ্ঞা বল	রজ্ঞা ব০	রসা ০০	I
	{ মা দ	মা খা	মা দে	<u>পধগসা</u> থে০০০	গধা বু০	পমা ০ ক	মা ফে	পা টে	মা যায়	মজ্জা হে০	রসা ০০	সা ০	I
	গ্ হুঃ	সা থে	সা বু	-া ০	সা ক	রা খা	সা কি	রা ০	মা আবু	জ্ঞা বল	রজ্ঞা ব০	রসা ০০	I
	মা ক	পা হি	মা তে	মা তো	মা মা	<u>মজ্জরসা</u> রি০০০	সরা কা০	জ্ঞা ০	রা ০	সা ছে	-া ০	-া ০	II

অন্তান্ত কলির স্বর প্রথম কলির অনুরূপ।

হারমোনিয়মের স্কেল :—জী কঠে মদারার সি সার্প (কোমল রে) কিছা ডি সার্প (কোমল গা)। পুরুষ কঠে উদারার এফ্ সার্প (কড়ি ম) কিছা জি সার্প (কোমল ধা)।



# সেতার শিক্ষা

সেতারের গৎ

ভূপালী—দ্রুত-ত্রিতালী

রচনা—ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁ

স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী  
(রামগোপালপুর)

আস্থারী

II সা<sup>০</sup> ররা রা গা | সা<sup>১</sup> - পা ধা পা | সা<sup>+</sup> - ধা পা | গা<sup>৩</sup> রা সা - I  
ডা ডিরি ডা রা ০ ডা রা ডা ডা ০ ডা রা ডা রা ডা ০

সা<sup>০</sup> ররা গগা ররা | সা<sup>১</sup>ঃ সঃ ধ্ধা প্ | প্ ধ্ধা ধ্ সা | সা<sup>৩</sup> ররা গা রা I  
ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডায় রা ডায়রা ডা ডা ডিরি ডা রা ডা ডিরি ডা রা

গা<sup>০</sup> পপা ধা পা | সা<sup>১</sup> - পা ধা | সা<sup>+</sup> - ধা পা | গা<sup>৩</sup> রা সা - II  
ডা ডিরি ডা রা ডা ০ ডা রা ডা ০ ডা রা ডা রা ডা ০

অন্তরা

I পা<sup>০</sup> ধধা ধা সা | সা<sup>১</sup> সা সা সা | সা<sup>+</sup> ররা সসা ররা | রা<sup>৩</sup> রা সসা ধা I  
ডা ডিরি ডা রা ০ ডা রা ডা ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডায় রা ডায়রা ডা

<sup>০</sup>গর্গা রর্গা গাঃ গঃ | <sup>১</sup>সর্গা র্গা -া -া | <sup>+</sup>রর্গা সর্গা রাঃ রঃ | <sup>০</sup>ধধা সর্গা -া -া I  
ভিরি ভিরি ডায় রা ডায়রা ডা ০ ০ ভিরি ভিরি ডায় রা ডায়রা ডা ০ ০

<sup>০</sup>মধা পপা ধাঃ ধঃ | <sup>১</sup>গাঃ গঃ পা -া -া | <sup>+</sup>সা -া ধা পা | <sup>০</sup>গা রা সা -া II  
ভিরি ভিরি ডায় রা ডায় রা ডা ০ ডা ০ ডা রা ডা রা ডা ০

### তান

১। <sup>+</sup>সর্গা সর্গা ধা পা | <sup>০</sup>ধা পা গা রা | <sup>০</sup>গা রা সা রা | <sup>১</sup>গা রা সা -া I <sup>+</sup>স

২। <sup>+</sup>সর্গা সর্গা ধা পা | <sup>০</sup>ধা পা গা রা | <sup>০</sup>গা রা সা রা | <sup>১</sup>গা রা সা -া I

<sup>+</sup>ধা -া ধা সা | <sup>০</sup>সা রা -া | <sup>০</sup>সা রা গা রা | <sup>১</sup>গা পা ধা সর্গা I

<sup>+</sup>সর্গা সর্গা ধা পা | <sup>০</sup>গা রা সা -া | <sup>০</sup>সা রা গা পা | <sup>১</sup>সর্গা -া -া -া I

<sup>+</sup>সা রা গা পা | <sup>০</sup>সর্গা -া -া -া | <sup>০</sup>সা রা গা পা | <sup>১</sup>সর্গা -া -া -া I

<sup>+</sup>সর্গা -া ধা পা | <sup>০</sup>গা রা সা -া |

৩। <sup>+</sup>গর্গা গর্গা র্গা র্গা | <sup>০</sup>সর্গা সর্গা ধা ধা | <sup>০</sup>পা পা গা গা | <sup>১</sup>রা রা সা সা I

<sup>+</sup>সা রা গা পা | <sup>০</sup>সর্গা -া সর্গা -া | <sup>০</sup>সর্গা -া -া -া | <sup>১</sup>সা রা গা পা I

<sup>+</sup>সর্গা -া সর্গা -া | <sup>০</sup>সর্গা -া -া -া | <sup>০</sup>সা রা গা পা | <sup>১</sup>সর্গা -া সর্গা -া I <sup>+</sup>স

- ৪। সা<sup>+</sup> রা<sup>৩</sup> গা<sup>০</sup> রা<sup>০</sup> | গা<sup>০</sup> পা<sup>০</sup> গা<sup>০</sup> পা<sup>০</sup> | ধা<sup>১</sup> পা<sup>১</sup> ধা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> | পা<sup>১</sup> ধা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> - I
- রা<sup>+</sup> সা<sup>৩</sup> - I ধা<sup>০</sup> | পা<sup>০</sup> - I ধা<sup>০</sup> পা<sup>০</sup> | - I গা<sup>১</sup> রা<sup>১</sup> - I | গা<sup>১</sup> পা<sup>১</sup> - I ধা<sup>১</sup> I সা<sup>১</sup>
- ৫। সা<sup>+</sup> ধা<sup>৩</sup> পা<sup>০</sup> গা<sup>০</sup> | পা<sup>০</sup> ধা<sup>০</sup> সা<sup>০</sup> রা<sup>০</sup> | সা<sup>১</sup> রা<sup>১</sup> গা<sup>১</sup> পা<sup>১</sup> | পা<sup>১</sup> ধা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> - I
- রা<sup>+</sup> সা<sup>৩</sup> ধা<sup>০</sup> পা<sup>০</sup> | ধা<sup>০</sup> পা<sup>০</sup> গা<sup>০</sup> রা<sup>০</sup> | গা<sup>১</sup> রা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> রা<sup>১</sup> | গা<sup>১</sup> রা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> - I
- সা<sup>+</sup> রা<sup>৩</sup> গা<sup>০</sup> পা<sup>০</sup> | সা<sup>১</sup> - I সা<sup>১</sup> রা<sup>১</sup> | গা<sup>১</sup> পা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> - I | সা<sup>১</sup> রা<sup>১</sup> গা<sup>১</sup> পা<sup>১</sup> I সা<sup>১</sup>

## সুর-ব্রহ্ম

### ত্রিপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরই যে ব্রহ্ম অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময় ইহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। উপস্থিত দেখা যাউক এই স্বরের উৎপত্তি কোথা হইতে? আমাদের শরীরে পাঁচটি কোষ আছে যথা—অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, উত্তাপময় কোষ, মনোময় কোষ ও আনন্দময় কোষ।

সঙ্গীত তরঙ্গ বলিতেছেন যে আমাদের শরীরে যে সমস্ত শিরা বেষ্টিত আছে তাহা অন্নময় কোষ। এই শিরাসমূহ মধ্যে বায়ুযোগে প্রাণময় কোষ ভ্রমণ করে ও তাহা হইতে জীবের জীবন ধারণ হয় এবং এই বায়ুই মহাপ্রাণ নাদের আলয় বলিয়া কথিত হয়। এই প্রাণময় কোষ হইতে জ্ঞানময় কোষের উৎপত্তি ও জ্ঞানময় কোষ হইতে মনোময় কোষ এবং এই মনোময় কোষ হইতে আনন্দময় কোষের উদয় হয়।

সঙ্গীত তরঙ্গ বলিতেছেন :—

“নাদ হইতে নির্গত হইল সাত স্বর।

প্রত্যেকে প্রত্যেকে নাম দিলা সোমেশ্বর ॥

সেই স্বর নাম দিলা মহেশ ঠাকুর।

কালায়ত লোক সেই স্বরে বলে সুর ॥

অতএব নাদ হইতে যে সাতটি স্বরের উৎপত্তি হইল তাহাদিগকে আমরা “সুর” বলিয়া থাকি।

এই নাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে সঙ্গীত-দর্পণ বাহা বলিতেছেন তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম :—

আত্মনা প্রেরিতং চিত্তং বহির্মাহন্তি দেহজম্।

ব্রহ্ম গ্রহিৎস্বিতং প্রাণং স প্রেরয়তি পাবকঃ ॥ ৩৪

পাবক প্রেরিতঃ সোহথক্রমাদুর্দ্ধপথে চরণ্।

অতি সূক্ষ্ম ধ্বনিং নাতৌ হৃদি সূক্ষ্ম গলে পুনঃ ॥ ৩৫

পুষ্ট শীর্ষে অপুষ্টকৃৎ কৃত্রিমং বদনে তথা ।

আবির্ভাব্যতীত্যেবং পঞ্চধা কীর্ত্যতে বৃধৈঃ ॥ ৩৬

টীকা :—আত্মনা চেতনেন প্রেরিতঃ চালিতঃ চিত্তম্  
অন্তঃকরণং কর্তু । দেহজম্ উদরস্থিতং বহিঃ আহুতি  
তাড়য়ন্তি । সঃ অন্তঃকরণ প্রেরিতঃ পাবকঃ ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিতং  
স্বয়মুদ্রা সহ ঙ্গড়া পিঙ্গলয়োঃ সঞ্চল্য স্থানং ব্রহ্মগ্রন্থিঃ  
তত্রস্থিতং । প্রাণং মুখ্যতঃ বায়ু প্রেরয়তি । দেহজেন  
বহির্না চালিতঃ সঃ প্রাণবায়ু ক্রমাৎ উরুপথে চরণ্ণাঘাত-  
জনিত বেগাৎ উরুমাগেণ গচ্ছন, নাভৌ অতি সূক্ষ্ম ধ্বনিং,  
পুনঃ তথা গলে পুষ্টং ধ্বনিং শীর্ষে অপুষ্টং ধ্বনিং তথা  
বদনে কৃত্রিমং ধ্বনিং আবির্ভাবয়তি, ইত্যেবং প্রকারেণ  
যথাক্রমং নাভি হৃৎকণ্ঠ শীর্ষবদনরূপ পঞ্চস্থান সংযোগেন  
পঞ্চবিধস্য ধ্বনেরাবির্ভাবাদিত্যর্থঃ । পণ্ডিতৈঃ, পঞ্চধা  
অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পুষ্টাপুষ্টকৃত্রিম ভেদাৎ পঞ্চপ্রকার ইত্যর্থঃ,  
কীর্ত্যতে কথ্যতে নাদ ইতি ।

তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে উদরস্থিত  
বহিঃ দ্বারা চালিত প্রাণবায়ু ক্রমে উরুপথে বিচরণ করিয়া  
নাভিতে অতি সূক্ষ্মধ্বনি, হৃদয়ে সূক্ষ্মধ্বনি, গলে পুষ্টধ্বনি,

মস্তকে অপুষ্টধ্বনি তৎপরে বদনে কৃত্রিম ধ্বনি ব্যক্ত  
করে ।

এইরূপে নাভি, হৃদি, কণ্ঠ, শীর্ষ ও বদনরূপ এই  
পঞ্চস্থান সংযোগে অতিসূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম, পুষ্ট, অপুষ্ট ও কৃত্রিম-  
ভেদে পঞ্চ প্রকার ধ্বনির আবির্ভাবকে নাদ বলিয়া  
পণ্ডিতগণ বর্ণনা করিয়া থাকেন ।

সঙ্গীত-দর্পণ পুনরায় বলিতেছেন :—

“ন”কারং প্রাণনামানং “দ”কারমনলং বিদুঃ ।

জাতঃ প্রাণায়ি সংযোগান্তেন নাদোহভিধীয়তে ॥ ৩৯

অর্থাৎ “ন”কার শব্দে প্রাণ ও “দ”কার শব্দে অগ্নি,  
অতএব প্রাণায়ি সংযোগে নাদের উৎপত্তি বলিয়া কথিত ।

আহত অনাহত ভেদে নাদ দুই প্রকার । অনাহত  
নাদ মূনিগণের উপাস্ত্র এবং মুক্তিদায়ক । আহত নাদ  
সঙ্গীতরূপে প্রকাশিত হইয়া ইহলোকে লোকরঞ্জনক ।  
এই নাদই সঙ্গীতের প্রাণ ; কারণ এই নাদই সপ্তসুরের  
জনক এবং ছয় রাগ সপ্তসুরের সন্তান ।

সঙ্গীত তরঙ্গে সপ্তদশ পৃষ্ঠায় সুরের নামাদি নির্ণয়ে  
বর্ণিত আছে ।

স্বর	পরজ	রিখত	গাঙ্গার	মধ্যম	পঞ্চম	ধৈবত	নিখাদ
সন্তান	ভৈরব	মালকোশ	হিন্দোল	দৌপক	মেঘ	ত্রিরাগ	নিঃসন্তান

ক্রমশঃ

## স্বরলিপি

মিশ্র ইমন পুরিমা—একতালি (মধ্যলয়)

সন্ধ্যার দীপ জলে ওঠে দূরে

ফিরে যায় ঘরে পাখী,

আঁধার নামিছে শ্রামল মায়ায়

নদীর কিনার ঢাকি'।

আকাশ যাচিছে চাঁদের মিতালি

সাজায়ে তুলেছে তারকার ডালি,

ধরণী মুদিল নয়ন জু'খানি

সারাদিন চেয়ে থাকি'।

দূর হতে যেন কে আজি আমারে

হাতছানি দেয় আলোতে সঁাধারে

এল বুঝি এল সুদূরের প্রিয়

গোধূলির রঙ মাখি' ॥ \*

কথা—শ্রীহিমাংশু মুখোপাধ্যায়

স্বরলিপি—কুমারী অমিয়া মুখার্জি

স্বর--শ্রীঅনিল বাকুচী

II {	গা	-ক্ধনর্মা	না	ধা	পা	পা	পা	পা	পা	ক্ধপক্ষা	গা	পপা	রগা	I
স	ন	০০০	ধা	র	দী	প	জ	লে	০০০০	ঠে	দ	০	রে	০

না	রা	ক্ধগা	ক্ধা	পা	পা	রগা	রগা	রা	মা	-		I
কি	রে	বা	০	ঘ	ঘ	রে	পা	০০	০	খী	০	০

সা	নসরসা	নসা	না	ধা	না	সা	গা	গা	সগা	গা	গা	I
আ	ধা	০০০	০	না	মি	ছে	খা	ম	ল	মা	০	০

গনা	ধনা	ধা	পা	ক্ধা	গা	গক্ধা	-পধা	-নধা	পক্ধা	-গরা	-সা	II
ন	০	দী	০	র	কি	না	০	০	০	কি	০০	০

\* মৌড় সংস্কৃত তান ও গমকই গানটির প্রাণবন্ত। সেই কারণ শিক্ষার্থীগণ সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গানটা খিলে ইহার স্বরূপ প্রকাশ পাইবে।

—স্বরদাতা

II গা ক্রা পা | না না না | সা সা সা | নসরসী নসী সা I  
আ কা শ | যা চি ছে চা দে র | মি০০০ তা০ লি

ক্রা ধা না | সা সা সা | না রা নসনধা | ক্রাপক্রা গা গা I  
সা ক্রা যে তু লে ছে | তা র কা০০০ ০০০০ ডা লি

না রা নরগক্রা | রগা গা গা | ধা না গরগরা | সা সা সা I  
ধ র গী০০০ মু০ দি ল ন য় ন০০০ হু থা নি

না রা ক্রাগা | ক্রা পা পা | ক্রাপা-ধনা-সরী | সনা-ধপা-ক্রাগা II  
সা রা দি০ ন চে যে থা০ ০০ ০০ | কি০ ০০ ০০

II ক্রা ধা না | সা সা সা | ধা ধা সা | না সা সা I  
দু র হ | তে যে ন | কে আ জি | আ যা রে

না সা গা | গা সা গা | গা ঋগক্রাধা গক্রাগা | ধা সা সা I  
হা ত ছা | নি দে য় | আ লো০০০ তে০০ | আ ধা রে

II [গা রগপধা নসী | সা সা সা]  
{(সা সা সা | সা সা সা)} | না রা নসনধা | ক্রাপক্রা গা গা I  
এ ল বু | বি এ ল | হু দু রে০০০ | র০০০ প্রি য়

না রা ক্রাগা | ক্রা পা পা | ক্রাপা-ধনা-সরী | সনা-ধপা-ক্রাগা II II  
গো ধু লি০ | র র | ডা ০ ০০ ০০ | ধি০ ০০ ০০

## স্বরলিপি

### মিঞামল্লার-তেতাল

সুন সখী অব বরষা দিন আয়ে  
পূরব পবন চলে নিশ বাসর  
উমড ঘুমড ঘন চায়ে।  
গরজন সুন কর পাপিয়া বোলে  
মোরন শোর মচায়ে।

কথা—ব্রহ্মানন্দ

স্বর শিক্ষক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরলিপি—শ্রীগতী মাধুরী দেবী (কাজিলাল)

০ মজ্জা	মা	রা	সা	১ গা	পা	মা	পা	২ সা	-	সা	সা	৩ রা	না	সা	সা
সু	ন	স	খী	অ	ব	ব	র	যা	০	দি	ন	আ	০	০	য়ে
০ না	সা	রা	সা	১ রা	রা	মজ্জা	সা	২ মা	জ্জা	মা	রা	৩ মা	-	পা	পা
পু	র	ব	প	ব	ন	চ	লে	নি	শ	বা	০	০	০	স	র
০ মা	পা	ধা	সা	১ ধা	পা	মা	পা	২ মপা	গগা	পমা	পা	৩ মজ্জা	-	-	-
উ	ম	ড	ঘু	ম	ড	ঘ	ন	চা	০	০	০	০	য়ে	০	০
০ মা	মা	গা	ধা	১ না	না	সা	সা	২ রা	রা	না	-	৩ সা	-	সা	-
গ	র	জ	ন	সু	ন	ক	র	পা	পি	য়া	০	বো	০	লে	০
০ নসা	মা	রা	সা	১ গা	পা	পা	পা	২ মপা	গগা	পমা	পা	৩ মজ্জা	-	-	-
মো	০	র	ন	শো	০	র	ম	চা	০	০	০	০	য়ে	০	০

১ম তানঃ—মপা ধনা সা ধপা | মজ্জা মমা রসা নসা |

২য় তানঃ—মপা গ্ধা সনা রসা | মপা মজ্জা মমা রসা |



## স্বরলিপি

মিশ্রসুর—দাদরা

ভালবাসার ছলে  
যদি পরাণ নিলে,  
কেন নিষ্ঠুর ঘায়ে  
পুন ফিরায়ে দিলে ?

কত না বলা বাণী  
কাঁদে বিরহ লাজে  
আধ স্বপন ঘুমে  
ভীকু তিয়ার মাখে ।

যদি বারেক তরে  
দিলে পরশ মোরে,  
কেন মিলন ফাঁদে  
আজি বিরহ মিলে ?

আজো তোমারি ছবি  
ওগো, আঁকিছে কবি,  
তবু ভুলিবে যদি—  
কেন চাহিয়াছিলে ? \*

কথা ও সুর—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য

স্বরলিপি—কুমারী সুলেখা রায় ( শান্তি )

পা পা II { মজা - মা রা - জা I রসা - - - ( মা সা I  
ভা ল বা ০ সা র ০ ছ লে ০ ০ ০ ০ য দি

রা সা জা রসা ধা গা I সা রা গা মা ধা পা I  
প ০ রা ০ ০ ০ ০ নি লে ০ ০ ০ ০ ভা ল

- সা সা সা গা -ধপা I -পধা -পমা -মপা -মপা - সা -মা I  
০ কে ন নি ০ ঠ ০ র ০ ০ ০ ঘা ০ য়ে ০ ০ ০

- -ধা পা মজা - মা I রা - জা রসা - - II  
০ পু ন ফি ০ রা য়ে ০ দি লে ০ ০

\* এই গানটি লেখকের অসুস্থতায় ভিন্ন কেহ রেকর্ড করিতে পারিবেন না ।

II	-।	পা	ধপা	মগা	-।	মা	I	পা	ধা	না	সর্না	রর্সা	নর্সা	I
	০	ষ	দি ০	বা	০	রে		ক	০	ত	রে ০	০ ০	০ ০	
	০	অ	জো ০	তো	০	মা		রি	০	ছ	বি ০	০ ০	০ ০	

-।	সর্	সর্সা	সর্গা	-।	গা	I	ধা	-।	সর্গা	ধপা	-।	-।	I
০	দি	লে ০	০ প	০	র		শ	০	মো	০ রে	০	০	
০	ঙ	গো ০	০ আ	০	কি		ছে	০	ক	০ রি	০	০	

-।	পধা	পধপা	মগা	-।	সা	I	গা	-।	মপা	জা	-।	মা	I
০	কে ০	ন ০ ০	মি	০	ল		ন	০	ফা ০	দে	০	০	
০	ত ০	বু ০ ০	ভু	০	লি		বে	০	য ০	দি	০	০	

পা	গা	পা	মজা	-।	মা	I	রা	-।	জা	রসা	-।	-।	II
"	আ	জি	বি	০	র		হ	০	মি	লে	০	০	
০	কে	ন	চা	০	হি		য়া	০	ছি	লে	০	০	

II	-।	প্	প্	পন্	-।	ন্	I	প্	ন্	ন্	সা	-।	-।	I
	০	ক	ত	০ না	০	ব		লা	০	বা	গী	০	০	

-।	সা	সরা	রা	-।	সা	I	রা	মা	মপা	মজা	-।	মা	I
০	কা	দে ০	বি	০	র		হ	০	লা ০	জে	০	০	

-পা	গা	পা	মজা	-।	মা	I	রা	-।	জা	রসা	-।	-।	I
০	আ	ধ	ষ	০	প		ন	০	ঘু	মে	০	০	

-।	সরা	-সরসা	গ্	গ্	গ্	I	ধপ্	ধ্	-ন্	-সা	-।	-।	II II
০	ভী ০	ক ০ ০	হি	০	য়া		র ০	০	মা	খে	০	০	

## স্বরলিপি

## টৈত্তরবী—একতাল্য

বিদায়ের বেলা হে প্রিয় আমার  
ঝরিতে দিব না অঁখি  
মথিত হিয়ার যা' বিছু বেদনা  
রাখিব গোপনে ঢাকি'

ল'ব মুখে তব অধরের হাসি,  
অঙ্গে মাখিব তব রূপরাশি  
তব নয়নের পরসাদ খানি  
নয়নেতে ল'ব অঁকি'।

পাথেয় করিব সে বিদায়-দানে,  
তোমারি অরূপ পরশ ধেয়ানে,  
ব্যথায় পুঞ্জিব নয়নের জলে  
মৌন হৃদয় ছাঁকি'।

কণিকের সুখ যদি বা মিলায়,  
হারানো সে দিন কিছু না বিলায়,  
মিলনের স্মৃতি নিভে যদি বায়  
বিরহ মোদের রাখি।

কথা—শ্রীসরোজ কুমার মুখোপাধ্যায়

স্বর ও স্বরলিপি—শ্রীদেবেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র

II সা<sup>০</sup> দা<sup>১</sup> -া<sup>২</sup> | পা<sup>৩</sup> মজ্জা<sup>৪</sup> মা<sup>৫</sup> | সজ্জা<sup>৬</sup> সজ্জা<sup>৭</sup> মপমজ্জা<sup>৮</sup> | ধা<sup>৯</sup> -া<sup>১০</sup> সা<sup>১১</sup> I  
বি দা য়ে র বে লা হে ০ প্রি ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ মা র

দা<sup>১২</sup> গসা<sup>১৩</sup> -জ্জা<sup>১৪</sup> | সা<sup>১৫</sup> ধা<sup>১৬</sup> জ্জাম<sup>১৭</sup> | ধা<sup>১৮</sup> সা<sup>১৯</sup> -া<sup>২০</sup> | -া<sup>২১</sup> -া<sup>২২</sup> -া<sup>২৩</sup> -া<sup>২৪</sup> I  
বা রি ০ তে দি ব না আ থি ০ ০ ০ ০

পা<sup>২৫</sup> -া<sup>২৬</sup> -া<sup>২৭</sup> | দপা<sup>২৮</sup> -া<sup>২৯</sup> জ্জমা<sup>৩০</sup> | জ্জমা<sup>৩১</sup> জ্জমপা<sup>৩২</sup> মা<sup>৩৩</sup> | জ্জা<sup>৩৪</sup> ধা<sup>৩৫</sup> সা<sup>৩৬</sup> I  
ম থি ড হি ০ যা ০ র যা ০ কি ০ ০ ছ বে দ না

দা<sup>৩৭</sup> গসা<sup>৩৮</sup> জ্জা<sup>৩৯</sup> | সা<sup>৪০</sup> ধা<sup>৪১</sup> জ্জা<sup>৪২</sup> | ধা<sup>৪৩</sup> সা<sup>৪৪</sup> -া<sup>৪৫</sup> | -া<sup>৪৬</sup> -া<sup>৪৭</sup> -া<sup>৪৮</sup> II  
রা থি ০ ব গো প নে ঢা কি ০ ০ ০ ০

दा -१ ग० स० -१ -१ आ सा -१ -१ -१ -१ II  
 यो ० न ० द य छा कि ० ० ० ०

তান ৪—

১। <sup>+</sup>পদা <sup>৩</sup>মপা <sup>৩</sup>স'গা | <sup>৩</sup>দপা <sup>৩</sup>মজ্ঞা <sup>৩</sup>ধাসা |  
আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

২। <sup>০</sup>সখা <sup>১</sup>জমা <sup>১</sup>জখা | <sup>১</sup>ধায়া <sup>১</sup>পদা <sup>১</sup>পমা | <sup>+</sup>পদা <sup>১</sup>গস' | <sup>৩</sup>গদা | <sup>৩</sup>পমা <sup>৩</sup>জখা <sup>৩</sup>সা |  
আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

৩। <sup>০</sup>স'স' <sup>১</sup>গদা <sup>১</sup>পদা | <sup>১</sup>গগা <sup>১</sup>দপা <sup>১</sup>মপা | <sup>+</sup>দদা <sup>১</sup>পমা <sup>৩</sup>জমা | <sup>৩</sup>পপা <sup>৩</sup>মজ্ঞা <sup>৩</sup>মজ্ঞা |  
আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

<sup>০</sup>মমা <sup>১</sup>জখা <sup>১</sup>সখা | <sup>১</sup>জমা <sup>১</sup>পদা <sup>১</sup>পমা | <sup>+</sup>ধ'জ' <sup>১</sup>ধ'স' <sup>১</sup>গদা | <sup>৩</sup>পমা <sup>৩</sup>জখা <sup>৩</sup>সা |  
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

৪। <sup>০</sup>সখা <sup>১</sup>গ'সা <sup>১</sup>জখা | <sup>১</sup>সসা <sup>১</sup>পদা <sup>১</sup>পমা | <sup>+</sup>গদা <sup>১</sup>পপা <sup>৩</sup>স'গা | <sup>৩</sup>দপা <sup>৩</sup>মজ্ঞা <sup>৩</sup>ধাসা |  
আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

৫। <sup>০</sup>জজ্ঞা <sup>১</sup>ধাঃ <sup>১</sup>সখাঃ | <sup>১</sup>মমা <sup>১</sup>জঃ <sup>১</sup>ধাজ্ঞাঃ | <sup>+</sup>পপা <sup>১</sup>মঃ <sup>৩</sup>জমাঃ | <sup>৩</sup>দদা <sup>৩</sup>পঃ <sup>৩</sup>মপাঃ |  
আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

<sup>০</sup>গগা <sup>১</sup>দঃ <sup>১</sup>পদাঃ | <sup>১</sup>স'স' <sup>১</sup>গঃ <sup>১</sup>দগাঃ | <sup>+</sup>দগা <sup>১</sup>স'মা <sup>৩</sup>পদা | <sup>৩</sup>জমা <sup>৩</sup>জখা <sup>৩</sup>সা |  
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

## স্বরলিপি

শ্রাম—একতাল।

আয়ী রে মৈ ছকি, সব দেখত ছবিল  
লালকে মুরত, বিসরত নাহি মনমে।  
পরঘট যমুনা তট বংশীবটকে নিকট ঠাড়,  
পানিয়া ভরণমে অদভূত পরল ভয়ী ॥

জাতি—সম্পূর্ণ; ঠাট—কোমল ও তীব্র মধ্যম; বাদী—পঞ্চম; সমবাদী—ঋষভ; সময়—রাত্রি ১ম প্রহর।  
আরোহী—না সা রা মা রা ফা পা নধা সা; অবরোহী—সা না ধা পা ফা পা গমা রা না সা।

স্বরলিপি—শ্রীমুচারুভূষণ প্রামাণিক

স্থায়ী

I { <sup>০</sup>পক্ষা -পা -পা | <sup>১</sup>“না” ধা পা | <sup>২</sup>মা -রা -না | <sup>৩</sup>-সা (পা পা) } সা সা I  
আ০ ০ ০ | ০ ধী রে | মৈ ০ ০ | ০ ছ কি ০ ০

<sup>০</sup>মা -মা রা | <sup>১</sup>রা রনা সা | <sup>২</sup>সরা -রা -না | <sup>৩</sup>রসা -না সা I  
স ০ ব দে খ ০ ত ছ ০ ০ ০ | বি ০ ০ ০ ল

<sup>০</sup>মা -না -না | <sup>১</sup>মা -না রা | <sup>২</sup>পা -না -ক্ষা | <sup>৩</sup>পক্ষা -পা পা I  
লা ০ ০ ল ০ কে য় ০ ০ র ০ ০ ত

<sup>০</sup>পা ধা ধা | <sup>১</sup>ধা ধা ধা | <sup>২</sup>পা ধা পধর্মসা | <sup>৩</sup>-ধপক্ষপা -ধপক্ষা -পা II  
বি স র ত ন হি ম ন যে ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

অঙ্কুরা

II	পা <sup>০</sup>	-া	নধা	-সী <sup>১</sup>	রসী	সী	সী <sup>২</sup>	সী	রসী	-সী <sup>৩</sup>	সী	সী I	
	প	০	র ০	০	ঘ	ট	ষ	ম্	না	০	ড	ট	
	সী <sup>০</sup>	-রী	রী	সী <sup>১</sup>	মী	রী	রী <sup>২</sup>	না	সী	ধা <sup>৩</sup>	-া	পা I	
	ব	ং	ঈ	ব	ট	কে	নি	ক	ট	ঠা	০	ড	
	মা <sup>০</sup>	মা	মা	রা <sup>১</sup>	ধা	পা	মা <sup>২</sup>	-গমা	ররা	স্না <sup>৩</sup>	সা	-া I	
	পা	নি	য়া	ভ	র	ণ	মে	০০	অদ	ভূ	ত	০	
	পা <sup>০</sup>	ধা	পক্ষা	-পা <sup>১</sup>	-মা	-রা	পা <sup>২</sup>	ধা	-পধস	সী <sup>৩</sup>	-ধপক্ষা	-ধপক্ষা	-পা I
	প	র	ল ০	০	০	০	ভ	রী	০০০০	০০০০	০০০০	০	

তান

১।	ক্ষপা <sup>২</sup>	ক্ষপা	ধপা <sup>৩</sup>	ক্ষপা	মরা	নসা I						
	আ০	০০	০০	০০	০০	০০						
২।	ক্ষপা <sup>২</sup>	ধপা	ধসী <sup>৩</sup>	রনা	সধা	ক্ষপা I						
	আ০	০০	০০	০০	০০	০০						
৩।	সা <sup>০</sup>	মরা	পক্ষা <sup>১</sup>	ধপা	গমা	ররা	নসা <sup>২</sup>	ধপা	ক্ষপা <sup>৩</sup>	ক্ষপা	ধপা	সা I
	আ	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০
৪।	মরা <sup>০</sup>	ক্ষপা	ক্ষপা <sup>১</sup>	ধপা	রা	রী <sup>২</sup>	পা	সনা	ধপা <sup>৩</sup>	রক্ষা	ধক্ষা	পপা I
	আ০	০০	০০	০০	০	০	০	০০	০০	০০	০০	০০

## সঙ্গীতবিৎ যামিনীকান্ত

শ্রীমুরারিমোহন সেন এম্-এ

অকীর অধাবসায় এবং অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনা দ্বারা যাহারা বর্তমানে সঙ্গীতশাস্ত্র আলোচনা করিতেছেন এবং তাহাতে কথঞ্চিৎ অধিকার লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তাহাদের ইতিহাসে যামিনীকান্তের উল্লেখ না করিলে রচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে, সন্দেহ নাই। এই প্রবন্ধে আমরা যামিনীকান্তের জীবন আখ্যায়িকা আলোচনা করিতে চাহি না; তাহার জীবনের যতটুকু অংশ সঙ্গীত-সাধনার উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, আজ সঙ্গীত-পিপাসু এবং গীতরসজ্ঞ পাঠকের নিকট তাহাই নিবেদন করিব।

শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত পাল মহাশয়ের জন্মস্থান বিক্রমপুর। কিন্তু তাহা হইলেও আবালা তিনি ময়মনসিংহেই থাকিয়া আসিতেছেন। ছয় সাত বৎসর বয়স হইতেই তাহার হৃদয়ে রাগজ্ঞান, সুরলয়ের অতি অদ্ভুত বিকাশ দেখা যাইত। প্রথম বয়সে তিনি এশ্রাজ শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে শিক্ষা একান্তই নিম্নশ্র; নিজের সামান্য সুর সাধনার একটা বালাক্ৰীড়া মাত্র। সে শিক্ষায় কোন গুরু অস্তিত্ব ছিল না; সে তপস্তায় কোন বিশেষ বিশেষত্ব ছিল না।

তথাপি দশ বার বছর বয়স পর্য্যন্ত তাহার এই আত্ম-সাধনার একটা আশ্চর্য্য সফল ফলিয়াছিল। এতদিন তিনি নিত্যন্ত গতানুগতিক ভাবে রাগ শিক্ষা করিতেছিলেন; এবার যেন নিজের পথ খুজিয়া পাইলেন, নিজের যেটা আপন সুর, তাহা চিনিতে পারিলেন। এই সময় হইতেই বস্তুতঃ তাহার সঙ্গীত-শিক্ষার ইতিহাস। কারণ, এই সময়েই তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে, সঙ্গীতই তাহার জীবনের মূলমন্ত্র এবং গীত লক্ষ্মীর রাতুল চরণেই তাহার জীবন উৎসর্গীকৃত হইয়া গিয়াছে।

তাহার এই বিশ্বাসের অমূল্যত্বের প্রেরণা দিয়াছিলেন পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত এশ্রাজবিৎ শ্রীযুক্ত স্বরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়। তাহার সাহচর্যের প্রভাবেই যামিনীকান্ত সঙ্গীতসাধনায় উৎসাহ লাভ করিয়া, তাহার উপদেশেই বেহালা-শিক্ষা আরম্ভ করেন।

উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে যামিনীকান্তের বেহালা-শিক্ষা দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিছুদিন পব কলিকাতায় সঙ্গীত-শিক্ষকের পদ লইয়া স্বরেশবাবু ময়মনসিংহ ত্যাগ করেন। এই সময়েই যামিনীকান্ত স্বগৃহ পরিত্যাগ করিয়া গৌরীপুরের জমিদার, ভারতীয় সঙ্গীতের সর্বপ্রধান পরিপোষক ও উৎসাহদাতা শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়া তাহার গৃহে আশ্রয় লাভ করেন। যামিনীকান্তের গৃহত্যাগের কারণ বাহিরের লোক অবগত নন। আমরা জানি, ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে, সঙ্গীতের প্রতি তাহার অসাধারণ অনুরাগ; এই গীতম্পৃহার জন্যই তিনি পরিবারস্থ সকলের বিরক্তিজ্ঞান হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে সঙ্গীত লক্ষ্মীকেই বরণ লইয়াছিলেন, ফলে সংসারের সমস্ত স্নেহের বন্ধন তাহাকে নির্মম ভাবে বিসর্জন দিতে হইয়াছিল।

গৌরীপুরের আশ্রয়ে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রবাবুর উৎসাহে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় যামিনীকান্ত নূতন উদ্দীপনায় সঙ্গীত চর্চায় আত্ম-নিয়োগ করিলেন; গত কয়েক বৎসরের তপস্তার ফলে তিনি যে আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাহা গীতজগতের বিশ্বাস ও প্রশংসার বস্তু। আমরা অতি সংক্ষেপে তাহারই বিবরণ দিব।

যশবিদগণ অবগত আছেন যে সেতার প্রভৃতি কতকগুলি তারযন্ত্রে তারপের ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই



তরপের তারগুলি থাকায় যন্ত্রগুলির যে বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে, এ কথা বলা বাহুল্য। ইহাতে সুরের



মাধুর্য্য, শব্দের স্বাক্ষর, রাগের মূর্ছনা অতি অপেক্ষা ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই তারের সন্নিবেশ আছে বলিয়াই সুরবাহার এবং সেতার যন্ত্রের এত বিভিন্নতা। সুরবাহার সেতারেরই একটি পরিবর্তিত এবং নূতন ও উন্নত সংস্করণ। এই তরপের তারগুলি প্রধান তারগুলির সঙ্গে সমান সুর পর্যায়ে বাঁধা থাকিলে সুরের গাভীর্ঘ্য ও সৌন্দর্য্য অনেক বাড়িয়া যায়, ইহা রসজ্ঞ ব্যক্তিমাঝেই জানেন।

এ পর্য্যন্ত বেহালাতে কোন প্রকার তরপের তার সন্নিবেশিত ছিল না। এমন কি ইহাতে যে তরপের তার সংনিবদ্ধ করা যাইতে পারে, ইহাও বেহালা বাদকদের কল্পনার বাহিরে ছিল। বেহালার মত ছোট যন্ত্রে ইহা

সত্যই অভাবনীয়। এই দিক দিয়া যে এই যন্ত্রটির এক সংস্কার করা চলিতে পারে ইহা সকলেরই ধারণার বহির্ভূত ছিল, কেননা কেহই সেদিকে এ পর্য্যন্ত চেষ্টা করেন নাই। এই যন্ত্রটির কোন প্রকার উন্নতি আজ পর্য্যন্ত হইতে পারেন নাই, তাহার অগ্রতম কারণ, বেহালা যন্ত্রসমাজে এক অবহেলিত বলিয়া অপেক্ষাকৃত নিম্ন আসনে স্থাপাইয়াছে। আজ যামিনীকান্তের অদ্ভুত পরিশ্রম কল্পনা কৌশলে বেহালার যে উন্নতি সাধন সম্ভব হইয়াছে তাহা সঙ্গীত জগতে সত্যই যুগান্তর আনয়ন করিবে তিনি অতি কৌশলে স্বীয় বিজ্ঞাপ্রভাবে বেহালার উভয় দিকে দশটা করিয়া সর্কুভক কুড়িটা তরপের তা



সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তাহার নবাবিষ্কৃত বেহালা নির্মাণ কৌশল অত্যন্ত চমৎকার; ইহাতে যথেষ্ট

বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি এবং সঙ্গীত প্রতিভার পরিচয় রহিয়াছে। পদমধ্যাদা যে প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া যাউবে, তাহাতে তরপের তার লইয়া বেহালার স্বর সৌন্দর্য্য যে পরিমাণে সন্দেহ নাই। আমরা দুইটি চিত্রে বেহালার এই উন্নত বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে ইহার প্রাচীন রূপ একেবারে রূপের পরিচয় দিতে চেষ্টা করিলাম। ইহাতে বিষয়টি বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলেই চলে। ইহাতে বেহালার কতক পরিমাণে বৃদ্ধিতে পারা যাইবে।

## হারমোনিয়মের গৎ

ভূপালী—কাওয়ালী

ম, নি বজ্জিত। গ বাদী। ধ সংবাদী।

রচনা—শ্রীমানবেন্দ্রনাথ দাশ, বি-এ।

স্বরলিপি—শ্রীঅর্কেন্দ্রশেখর দাশ।

### আস্তহারী

II {গা<sup>২</sup> -। গা রা | সা<sup>৩</sup> ধা সা রা | পা<sup>০</sup> -। পা গা | গা<sup>১</sup> গা সা রা} I

ধা<sup>২</sup> সা রা গা | পা<sup>৩</sup> গা ধা পা | গা<sup>০</sup> রা সা ধা | সা<sup>১</sup> রা সা সা II

### অন্তরা

I গা<sup>২</sup> -। গা রা | গা<sup>৩</sup> পা ধা ধা | সা<sup>০</sup> -। সা<sup>১</sup> ধা | সা<sup>২</sup> সা সা<sup>৩</sup> -। I

ধা<sup>২</sup> -। সা<sup>৩</sup> সা | গা<sup>০</sup> রা সা ধা | ধা<sup>১</sup> -। রা সা | ধা<sup>২</sup> পা গা -। I

পা<sup>২</sup> -। গা<sup>৩</sup> গা | রা<sup>০</sup> সা ধা পা | গা<sup>১</sup> ধা রা<sup>২</sup> রা<sup>৩</sup> | ধা<sup>৪</sup> পা গা রা II

### তান

।। পা<sup>০</sup> গা ধা গা রা সা | রা<sup>১</sup> গা সা সা ধা | গা<sup>২</sup>

২। সঁরা গঁপা ধঁসঁ ধঁপা | রঁগা পঁধা পঁগা রঁসাঁ | গাঁ

৩। সঁধা পঁগা পঁগা রঁরা | পঁধাঁ সঁরা সঁরা গঁগা | ধঁপা গঁপা পঁগা রঁসাঁ | গাঁ

৪। সঁরঁরা গঁঃ সঁরঁরা গঁঃ সঁরঁরা | সঁরঁরা গঁরঁরা সঁধাঁ পঁধা | গঁপা ধঁঃ গঁপা ধঁঃ গঁপা |

গঁপা ধঁপা গঁরা সঁরা | সঁরা গঁপা ধঁসঁ রঁগাঁ | রঁসঁধাঁ ধঁপা গঁরা সঁরা | গাঁ

## গান

ছায়াট—তেতাল।

কথা—পরেশ সিংহ

সুর—আয়েত আলি খাঁন

দক্ষিণে মলয় বহিয়া আনে সুর,

নিরাল ফুল বনে।

ভাঙ্গা বাঁশী বাজে, অজানা গীতি আনে

মোর নিরাশা প্রাণে ॥

জাগো জাগো ওগো অজানা প্রিয়া তরে,

ব্যথিত ব্যথা হৃদি।

নিঝুম ফুল বনে এসে, বসে আছি,

একলা আমি কাঁদি ॥

মোর মনপ্রিয়া লুকাল মেঘ সাঁঝে,

শারদী শুক্লারাতে।

ফুটিল কত দুল শূন্য মন মাঝে,

আজিকে অবেলাতে ॥

## স্বরলিপি

### মধুমধব সারং—একতাল।

ধর্ম সধর্দিনী দমুজ সংমর্দিনী ধরা ধরাঅজে  
ভজে দয়া মাং পাহি ।  
নির্মল হৃদয় নিবাসিনী নিত্যানন্দ বিকাশিনী  
কর্মজ্ঞান বিধায়িনী কান্ধিতার্থ প্রদায়িনী ।  
মাধব সোদরী সুন্দরী মদ্যমাব তীক্ষ্ণরী মাধুর্যং বাক  
বিজ্ঞানী মহাদেব কুটুম্বিনী সাধুজন চিত্তরঞ্জনী  
শাস্ত্র গুরু গুহ জননী বোধরূপিনী নিরঞ্জনী  
ভুবনে শীঘ্ররিত ভঞ্জনী ।  
পালিত বিশ্ববিলাসিনী পঞ্চনদে শোল্লাশিনী  
বেদশাস্ত্র বিশ্বাসিনী বিধি হরিহর প্রকাশিনী ॥

ব্যবহার—গ, গ, ধ, বিবাদি স্বর ঔড়ব শ্রেণী

সংগ্রহ—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

স্বরলিপি—প্রোফেসর শ্রীহরিহর রায় (কুমিল্লা)

II	+	রা	-	রা	৩	রা	-	রা	০	রা	-	মা	১	রমা	-পমা	-রসা	I
		ধ	০	ধ	০	০	০	ধ	০	ধি	০	নী	০	০	০	০	
	+	গা	মা	রা	৩	সা	-গা	-পা	০	গা	-	পা	১	গসা	-রা	-সা	I
		দ	হু	জ	সং	০	০	ম	০	দি	০	নী	০	০	০		
	+	-	গা	সা	৩	রা	রমা	মরা	০	মা	-গা	গপা	১	গা	সা	-	I
		০	ধ	রা	ধ	রা	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	
	+	পগা	-স'রা	গা	৩	স'গা	পা	-মা	০	রমা	-পগা	পা	১	রমা	-রসা	গসা	II
		০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	

II    <sup>+</sup>রা    -ঁ    মা    |    <sup>৩</sup>মরা    মা    মা    |    <sup>০</sup>পা    মা    মণা    |    <sup>১</sup>-ঁ    পা    পা    I  
নি    ০    ঋ    |    ল    ছ    দ    |    য    নি    বা ০    |    ০    সি    নী

<sup>+</sup>মা    -ঁ    পা    |    <sup>৩</sup>-ঁ    গা    -ঁ    |    <sup>০</sup>গমা    পা    পণা    |    <sup>১</sup>-ঁ    সঁ    সঁ    I  
নি    ০    ত্যা    |    ০    ন    ০    |    ন্দ    বি    কা ০    |    ০    শি    নী

<sup>+</sup>গা    -ঁ    সঁ    |    <sup>৩</sup>-ঁ    গসঁ    -রঁ    |    <sup>০</sup>রঁ    সঁ    সঁ    |    <sup>১</sup>-পণা    গা    সঁ  
ক    ০    ঋ    |    ০    জা ০    ০ ০    |    ন    বি    ধা    |    ০ ০    য়ি    নী

<sup>+</sup>সঁ    -গা    পা    |    <sup>৩</sup>পসঁ    -গা    গপা    |    <sup>০</sup>মা    মরা    -রমা    |    <sup>১</sup>মরা    রা    -সা    I  
কা    ০    ক্রি    |    তা    ০    ঋ    |    প্রা    দা    ০    |    য়ি    গী    ০

<sup>+</sup>-গ্‌সা    -রমা    -রমা    |    <sup>৩</sup>-পণা    -পমা    -পা    |    <sup>০</sup>-গপা    -সঁগা    -পা    |    <sup>১</sup>-রঁসঁ    -মঁরঁ    -সঁ    I  
০ ০    ০ ০    ০ ০    |    ০ ০    ০ ০    ০    |    ০ ০    ০ ০    ০    |    ০ ০    ০ ০    ০

<sup>+</sup>-মঁরঁ    -রঁসঁ    -সঁগা    |    <sup>৩</sup>-সঁরঁ    -সঁ    -গপা    |    <sup>০</sup>-মণা    -মা    -পমা    |    <sup>১</sup>-রমা    -রা    -গ্‌সা    II  
০ ০    ০ ০    ০    |    ০ ০    ০    ০ ০    |    ০ ০    ০    ০ ০    |    ০ ০    ০    ০ ০

II    <sup>+</sup>রা    -ঁ    রা    |    <sup>৩</sup>রা    রা    -পমা    |    <sup>০</sup>রা    রসা    রা    |    <sup>১</sup>-মঁ    মঁরঁ    রঁসঁ    I  
মা    ০    ধ    |    ব    সো    ০ ০    |    দ    রী    ছ    |    ০    ন্দ ০    রী ০

<sup>+</sup>সা    -ঁ    রা    |    <sup>৩</sup>সা    -ঁ    গা    |    <sup>০</sup>গা    -গ্‌পা    গ্‌সা    |    <sup>১</sup>-রমা    মরা    রসা    I  
ম    ০    দ্য    |    মা    ০    ব    |    ভী    ০ ০    শ ০    |    ০ ০    ছ ০    রী ০

+	রা	-১	রমা	৩	-মরা	রমা	পা	০	পা	পা	পগা	১	-১	গমা	মপা	I
	মা	০	ধু০		০	ধং	বা		ক	বি	জ ০		০	গু	নী	

+	মা	-১	পা	৩	-১	রমা	-পগা	০	গপা	পমা	রমা	১	পমা	রা	সা	I
	ম	০	হা		০	দে ০	০ ০		ব	কু ০	টু		০ ০	ছি	নী	

+	গরা	রসা	মরা	৩	মা	পা	-১	০	পা	গা	-১	১	মা	পা	-১	I
	সা	ধু ০	জ		ন	চি	০		ভ	র	০		জ	নী	০	

+	মা	-১	পা	৩	পা	পগা	গা	০	গমা	পা	গা	১	গা	স'১	-১	I
	শা	০	ধ		ত	গু	ক		গু	হ	জ		ন	নী	০	

+	গা	স'১	গস'১	৩	-র'মা	র'১	স'১	০	স'১	গপা	-গস'১	১	গা	স'১	-১	I
	বো	ধ	ক ০		০ ০	পি	নী		নি	র ০	০ ০		জ	নী	০	

+	রা	স'১	স'১	৩	-গা	পা	স'১	০	গা	পা	পরা	১	-রমা	মরা	রসা	II
	ছ	ব	নে		০	শী	ছ		রি	ত	ভ ০		০	জ ০	নী ০	

II	+	রা	মরা	মা	৩	পমা	পা	পপা	০	মা	পপা	গা	১	মপা	গা	স'স'১	I
		পা	লিত	বি		ধ বি	লা	সিনী		প	ক ন	দে		শো ০	জা	সিনী	

+ গাঁ স'রী ম'রী | সী স'পা গ'সী | র'সী গ'পা স'গা | পা র'মা র'সা I  
বে দ শা জ ০ | বি ষা ০ সি নী | বিধি হরি হর | প্র কা ০ শিনী

+ -গ'সা -র'মা -র'মা | -প'গা -প'মা -পা | -গ'পা -স'গা -পা | -র'সী -ম'রী -সী I  
০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০

+ -ম'রী র'সী -স'গা | -স'রী সী -গ'পা | -ম'গা -মা -প'মা | -র'মা -রা -গ'সা II II  
০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০

## গান

### শ্রীআশারানী মুখার্জী

আজকে আমি আঁধার পথে

চলবো কেমন করে।

তোমার আলো দেখাও প্রভু

তুমি ভেদ করে।

জানি আমি হে দয়াময়

পাষণ ত নয় তোমার হৃদয়

আকুল করা ডাক যে তোমার

প্রাণ ব্যথিত করে।

ঘরে কি আর রইতে পারো

মধুর হেসে হাতটি ধরো

স্পর্শে তোমার ফুটুক অঁধি

কুয়াসা থাক সেরে ॥

উক্ত গানখানি মদীয় গুরুদেব শ্রীযুক্ত ব্রজেনকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের নিকট শিক্ষা করিয়াছি। তিনি অগ্নীয় ওস্তাদ বিশ্বনাথ রায় মহাশয়ের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন।

## বর্তমানে সঙ্গীত প্রচারের প্রয়োজনীয়তা

শ্রীবিমলাকান্ত রায়চৌধুরী

শাস্ত্রের ভাষায় বলিতে গেলে বলা যায় “ন বিজ্ঞা সঙ্গীতাং পরা”—সঙ্গীতের উপর কোনও বিজ্ঞা নাই এবং তাহা যদি শাস্ত্রীয় লক্ষণ অনুসারে নির্ভুল হয়। বর্তমানে দেশজ সঙ্গীতকে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের স্থানে অধিষ্ঠিত করা যাইতে পারে না; তথাপি বর্তমান দেশজ সঙ্গীত বিজ্ঞারও যে অসীম ক্ষেত্র রহিয়াছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। যেদিন প্রাচীনের সহিত নবীনের শুভ সংযোগ ঘটিবে সেদিন হইতে দেশে সঙ্গীতের ভিত্তি পুনঃ সুদৃঢ় হইয়া উঠিবে এবং ভারত পুনরায় তাহার প্রাচীন গৌরবে গৌরবাঘ্রিত হইয়া উঠিবে।

জগতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞার মধ্যে নাদবিজ্ঞা সে অজ্ঞাতম এ কথাও দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে। এখনও অনেকের ধারণা আছে যে সঙ্গীত-বিজ্ঞা স্থান-বাচ্য ত নহেই, পরন্তু মানব মনোবৃত্তির অধোগতির সূত্র স্বরূপ; এই ধারণা যে একেবারেই অমূলক তাহা নহে, কারণ সঙ্গীত মানবের মনোভাবকে যেরূপ উজ্জ্বল হইয়া যাইতে পারে সেইরূপ নিয়ন্ত্রণ লইয়া যাইতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ সঙ্গীত কখনও অধোমুখী হইতে পারে না, সঙ্গীত জলের তায় যেরূপ আধারে রক্ষিত হইবে সেইরূপ আকার ধারণ করিবে, এই কথাটি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে সঙ্গীত সম্বন্ধে উপরোক্ত ধারণাটি যে ভ্রমাত্মক ইহা অতি সহজেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

আমরা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসেই দেখিতে পাই যে সেই যুগে সঙ্গীতকলা এত উচ্চ শিখরে অবস্থিত ছিল যে সঙ্গীত বিজ্ঞান দ্বারা বহুপ্রকার অলৌকিক কার্য সাধন করা

যাইতে পারিত এবং এইরূপ দৃষ্টান্ত জনসাধারণের অবদিত নহে বলিয়া উল্লেখ নিম্নয়োজন।

কিন্তু দধায়ুগে ভারতবাসীর দুর্ভাগ্যবশতঃ সঙ্গীতের সেই শ্রেষ্ঠস্থান আর রহিল না, উহা যে কারণেই হউক—প্রাচীন সঙ্গীত কলাবিদগণের তিরোভাবের সহিত সঙ্গীত বিজ্ঞানেরও ক্রমতিরোভাব ঘটিতে লাগিল। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষিত, অচসন্ধি হু ও পুরাতনের পুনরুদ্ধার কল্পে ব্রতী এইরূপ কতিপয় ভদ্রমহোদয়ের প্রচেষ্টায় সঙ্গীত স্বীয় লুপ্ত স্থান পুনঃপ্রাপ্তির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং ইহা ভারতের পক্ষে বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় যে জনসাধারণের শিক্ষার কেন্দ্র স্বরূপ বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিও সঙ্গীতকলার প্রচারকল্পে ব্রতী হইয়াছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়-গুলির কর্তৃপক্ষ সঙ্গীত বিদ্যাকে একটা অবশ্য শিক্ষণীয় কলাসমূহের মধ্যে স্থান দিয়াছেন। বিশেষতঃ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বালক বালিকাদিগের জ্ঞাত সঙ্গীতকলা ইংরাজী, বাঙ্গলা, গণিত ইত্যাদির তায় অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

আমাদের জনসাধারণেরও সঙ্গীত বিদ্যার উপর সহানুভূতি এবং উৎসাহ প্রচার সাফল্যে ব্রতী হওয়া কর্তব্য এবং বালক বালিকাগণ বাল্যাবধি যাহাতে সঙ্গীত-বিদ্যাকে জগতের শ্রেষ্ঠ কলাগুলির অজ্ঞাতম বলিয়া ধারণা করিতে পারে সেই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। বাঙ্গলার পল্লীর স্থানে স্থানে সঙ্গীত-বিদ্যা প্রচারের জন্ত উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান ও দেশবাসীগণের সমবেত সহানুভূতিই সঙ্গীতের লুপ্ত মহিমা ফিরাইয়া আনিতে পারিবে বলিয়া ভরসা করা অন্তায় হইবে না। \*

\* উক্ত প্রবন্ধটি নেত্রকোণা সঙ্গীত সম্মিলনীতে পঠিত হইয়াছিল।



## স্বরলিপি

ভীলপলক্সী মিশ্র—দাদরা

হে প্রিয় কেন আসিলে বিদায় বেলায়  
যবে ঝড়িল মধু মাধবী নিঠুর হেলায় ।  
মনে পড়ে সেকি ছল করে সখি  
ফিরে ফিরে আসা যাওয়া  
নিশীথ শয়ানে মালতী বিভানে  
কানে কানে গান গাওয়া ;  
প্রাণে নামিল গোধূলি যবে  
ডাকিল খেলায় ॥  
তবুও তোমার আশা পথ চেয়ে  
কতো শুভখন রুখা গেল ব'য়ে  
আজ মুছিল স্বপন-স্মৃতি নয়ন ধারায় ॥

কথা—শ্রীহীরেন্দ্রচন্দ্র রায়, এম, এসসি

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীসুরেন রায় ও কুমারী নীলিমা সিং

II গা মা গমা -পণা I পা মা রা জ্ঞা সা -ৱা I  
হে প্রি য় ০ ০ ০ কে ন আ সি লে ০

-ৱা -ৱা মপা মপা মা জ্ঞমা I পা -ৱা রা মা রমা -পণা I  
০ ০ বি ০ দা ০ য বে ০ লা য হে প্রি য় ০ ০ ০

পা মা রা জ্ঞা সা -ৱা I -ৱা -ৱা পা পা মা গমা I  
কে ন আ সি লে ০ ০ ০ বি দা য বে ০

পা -ৱা গা গা ধা মা I পা দা পা মপা সা -ৱা I  
লা য ঝ ডি ল য ধু ০ মা ধ ০ বী ০

-া -া গা | ধা মা দা I পা -া গা | সা মজ্জা রজ্জা I  
০ ০ নি ঠু র হে লা য কে | ন আ ০ সি ০

সা -া মপা মপা মা জমা I পা -া  
লে ০ বি ০ দা ০ য বে ০ লা য

II পা পা -া | মা জ্জা মা I পা না না সা সা -া I  
ম নে প ড়ে সে কি ছ ল ক রে স থি

সা রা সরী -জা রা সা I পা -গা পা | -া -া -া I  
ফি রে ফি ০ | রে আ সা যা ও যা | ০ ০ ০

পা রা রা রা জা রা I সা রা সা গা সা সা I  
নি জী থ শ যা নে মা ল তী বি তা নে

পা গা পা | মা জ্জা মা I রা জ্জা সা | -া সা সা I  
কা নে কা নে গা ন্ গা ও যা | ০ প্রা বে

গরজ্জা -সরা মা | -া পদা মা I পা দা সা -া সা সা I  
না ০ ০ ০ যি ০ ল ০ গো ধু ০ লি ০ য বে

গধা -পমা মা | পা গা দা I পা -া  
ডা ০ ০ ০ কি লে ০ থে লা য

II সা ঝা গা গা ঝাগা গা I মা মা মা মা মা মা I  
ত ব্ ও তো মা০ ব্ আ শা প থ চে য়ে

মা মপা দা দা দা -া I পা পগা দা পা পাদ মা I  
ক তো০ ও ত থ ন র খা০ গে ল ব য়ে

মপা -ধা ধা পধা -গা গা I ধা পা ধা পা মা -া I  
যু ০ চি লো০ ০ স্ব প ০ ন স্ব তি ০

রা পমা ধপা -া ধা গা I ধা -া  
ন য ০ ০ ন ধা রা য

## গান

### শ্রীদেবেশ মূখোপাধ্যায়

সে বুঝি এলো ফিরে।

যে নিল বিদায় সেদিন

ভাসায়ে নয়ন নীরে।

আজি মোর আশে পাশে

কে বলে নীরব ভাষে?

“সখা তোর গুই যে আসে

ফাগুনের ধীর সমীরে॥”

আজি মোর আশে পাশে

শুনি তার চরণ ধ্বনি,

মলয়ে কে গায় যেন

সে বঁধুর আগমনী।

এ আকুল অধীর প্রাণে

চেয়ে রই পারের পানে

হেরিতে তাহার তীরে

আমারি শ্রামল তীরে॥

## স্বরলিপি

### তোড়ী-ধামার

এ হোরী খেলো সখিরী রঙ্গরাগ সাজ বাজ সোঁ।

ঐসী হোরীমেঁ ফাগ মচাও ফগুবালে রঘু বাজ সোঁ।

চন্দন বন্দন বুকা রোরী অবীর গুলাল সমাজ সোঁ।

কৃষ্ণানন্দ সোঁ রঙ্গবর লাউ খোল ঘুঁঘট জো লাজ সোঁ ॥

কথা ও সুর—কৃষ্ণানন্দ

স্বরলিপি—শ্রীগণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

II	<sup>0</sup> দা	ক্কা	<sup>0</sup> জা	<sup>0</sup> ধা	সা	সন্	ধা	<sup>1</sup> জা	-া	-া	<sup>0</sup> ধা	<sup>2</sup> জা	ধা	সা
	এ	০	০	০	০	হো	রী	গে	০	০	০	০	০	লো
	<sup>0</sup> সা	না	ধা	<sup>0</sup> নদ	-া	পা	-া	<sup>1</sup> ক্কা	দা	না	<sup>0</sup> সা	<sup>2</sup> না	ধা	সা
	স	খি	০	রী	০	০	০	র	০	জ	রা	০	০	গ
	<sup>0</sup> জা	-া	<sup>0</sup> জা	পা	ক্কা	দা	পা	<sup>1</sup> ক্কা	জা	-া	<sup>0</sup> ধা	<sup>2</sup> জা	ধা	সা II
	সা	০	জ	বা	০	০	জ	সোঁ	০	০	০	০	০	০
II	<sup>1</sup> পা	-া	ক্কা	<sup>0</sup> নদ	-া	<sup>2</sup> সাঁ	সাঁ	<sup>0</sup> সাঁ	না	ধা	<sup>0</sup> সাঁ	-া	সাঁ	-া
	ঐ	০	০	সোঁ	০	হো	রী	যেঁ	০	০	ধা	০	গ	০
	<sup>1</sup> সাঁ	না	ধা	<sup>0</sup> জা	<sup>0</sup> জা	<sup>2</sup> ধা	সাঁ	<sup>0</sup> ধা	সনা	সাঁ	<sup>0</sup> নসাঁ	দা	-া	পা
	ম	চা	০	ও	০	০	০	ফ	গু	০	বা	০	০	লে
	<sup>1</sup> পা	ক্কা	<sup>0</sup> জা	পা	ক্কা	<sup>2</sup> দা	পা	<sup>0</sup> ধা	না	দা	<sup>0</sup> ক্কা	<sup>0</sup> জা	ক্কা	দা
	র	ঘু	০	রা	০	০	০	০	০	০	০	০	০	জ
	<sup>1</sup> ক্কা	জা	-া	<sup>0</sup> ধা	<sup>2</sup> জা	ধা	সা II							
	সোঁ	০	০	০	০	০	০							

II  $\begin{array}{cccc|cccc|cccc} ১' & & & ০ & & ২ & & ০ & & ৩ & & & \\ সা & দা & -১ & দা & -১ & দা & -১ & ন্দা & -১ & -১ & পা & -১ & পা & -১ \\ চ & ০ & ০ & ন & ০ & ন & ০ & ব & ০ & ০ & ন & ০ & ন & ০ \end{array}$

$\begin{array}{cccc|cccc|cccc|cccc} ১' & & & ০ & & ২ & & ০ & & ৩ & & & & \\ পা & ক্ষা & জ্ঞা & পা & ক্ষা & দা & দা & ক্ষা & জ্ঞা & জ্ঞা & ধা & জ্ঞা & ধা & সা \\ ব & কা & ০ & ধো & ০ & ০ & ০ & ০ & ০ & ০ & ০ & ০ & ০ & রী \end{array}$

$\begin{array}{cccc|cccc|cccc|cccc} ১' & & & ০ & & ২ & & ০ & & ৩ & & & & \\ সা & ন্‌ & দ্‌ & সা & ন্‌ & ধা & সা & জ্ঞা & -১ & -১ & ধা & -১ & জ্ঞা & জ্ঞা \\ অ & বী & ০ & র & ০ & ঙ & ০ & লা & ০ & ০ & ০ & ০ & ০ & ল \end{array}$

$\begin{array}{cccc|cccc|cccc|cccc} ১' & & & ০ & & ২ & & ০ & & ৩ & & & & \\ দা & ক্ষা & জ্ঞা & ধা & জ্ঞা & ক্ষা & দা & ক্ষা & জ্ঞা & ধা & জ্ঞা & ধা & সা & -১ \\ স & মা & ০ & ০ & ০ & ০ & ০ & ০ & ০ & ০ & ০ & জ & সো & ০ \end{array}$

II  $\begin{array}{cccc|cccc|cccc|cccc} ১' & & & ০ & & ২ & & ০ & & ৩ & & & & \\ {পা} & -১ & ক্ষা & ন্দা & -১ & সা & -১ & সা & না & ধা & সা & -১ & সা & -১ \\ ক & ০ & ০ & ষা & ০ & ০ & ০ & ন & ০ & ০ & ন & ০ & সো & ০ \end{array}$

$\begin{array}{cccc|cccc|cccc|cccc} ১' & & & ০ & & ২ & & ০ & & ৩ & & & & \\ সা & না & ধা & জ্ঞা & -১ & ধা & সা & ধা & না & দা & না & না & দা & পা \\ র & ০ & ০ & জ & ০ & ব & র & লা & ০ & ০ & ০ & ০ & ০ & উ \end{array}$

$\begin{array}{cccc|cccc|cccc|cccc} ১' & & & ০ & & ২ & & ০ & & ৩ & & & & \\ পা & ক্ষা & জ্ঞা & পা & ক্ষা & দা & দা & সসা & দা & -১ & দা & -১ & পা & -১ \\ ধো & ল & ০ & ধু & ০ & ঘ & ট & জো & ০ & ০ & লা & ০ & জ & ০ \end{array}$

$\begin{array}{cccc|cccc} ১' & & & ০ & & ২ & & \\ ক্ষা & জ্ঞা & -১ & ধা & জ্ঞা & ধা & সা & II II \\ সো & ০ & ০ & ০ & ০ & ০ & ০ & \end{array}$

## স্বরলিপি

## সুরট মিশ্র—একতাল

নয়ন পথে দাঁড়ালে কে এসে  
মনোহর শ্রাম বেশে ।  
রূপের মাধুরী বিজলী হানে  
স্বরগের সুধা মর্ত্যে আনে  
পিয়া সে সুধা আমারি প্রাণে  
ভেসে যায় কোন্ দেশে ।  
এলে যদি তুমি যেওনা যেওনা  
মোর প্রাণে ব্যথা দিওনা দিওনা  
বসন্ত বাতাসে সুনীল আকাশে  
এস হে বেড়াই হেসে ।

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীহিমাংশুভূষণ সেনগুপ্ত

## আস্থারী

II <sup>০</sup> মা <sup>১</sup> গা <sup>২</sup> রক্তা | -সরা মা পা মা পা না | <sup>৩</sup> সা না সা I <sup>০</sup> সা নর্না সা |  
ন য ন০ | ০০ প থে দাঁ ডা লে | কে এ সে ম নো০০ হ |

<sup>১</sup> গা <sup>২</sup> ধা <sup>৩</sup> পা | <sup>২</sup> পধা -মগা -রগা | <sup>৩</sup> রসা -সা - I II  
র শ্রা ম | বে০ ০০ ০০ | শে০ ০ ০

## ১ম অন্তরা

II <sup>০</sup> সা <sup>১</sup> রগমা <sup>২</sup> গা | <sup>৩</sup> রগা রসসা না | <sup>০</sup> প্া না সা | <sup>৩</sup> রা রা - I <sup>০</sup> না রা গা |  
র পে০০ র | মা০ ধু০০ রী | বি জ লী | হা নে ০ স্ব র গে |

<sup>১</sup> মা <sup>২</sup> পা <sup>৩</sup> ধা | <sup>২</sup> ধা -মা গা | <sup>৩</sup> রগা রসা - I <sup>০</sup> মা পা না | <sup>১</sup> সা না সা |  
র স্ব ধা | ম ০ র্তো | আ০ নে০ ০ | পি যা সে | ০ স্ব ধা |

২<sup>১</sup> সী গা ধা | ৩ পমা-পমা মা I ০ মা গা রগা | ১ রা সন্ মা | ২<sup>১</sup> ন্ মা -রগা -মপা |  
আ মা রি | প্রা ০ ০ ০ ০ | ভে মে যা ০ | য কো ০ ন | দে ০ ০ ০ ০

৩  
মা -গা -রা II  
শে ০ ০

### ২য় অন্তরা

II ০ মা পা না | ১ না না না | ২<sup>১</sup> সী সী না | ৩ সী সী সী I ০ না -া সী |  
এ লে য | দি তু মি | যে ও না | যে ও না | মো ব প্রা

১ না সী সী | ২<sup>১</sup> সী নস'রী সী | ৩ গা ধা পা I ০ পা স'গা ধা | ১ পমা মা গা |  
নে বা ধা | দি ও ০ ০ না | দি ও না | ব স ০ ছ | বা ০ তা সে

২<sup>১</sup> রা রগমা গরা | ৩ সন্ মা সা I ০ মা পা না | ১ -া সী সী | ২<sup>১</sup> পনা -স'রী -গা |  
সু নী ০ ০ ল ০ | আ ০ কা শে এ স | হে ০ বে ডাই | হে ০ ০ ০ ০

৩  
ধপা -মগা -রা II  
মে ০ ০ ০

## মুদ্র-বাদন

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

শ্রীদেবেশ্বরনাথ দে (মুবোধবাবু)

## বিজ্ঞান

গত মাগে কোন দৈব দুর্ঘটনা বশতঃ মাগের মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারি নাই। আমরা অজ্ঞান বৃত্তিতে পারি না মা যে কখনও অমঙ্গল করেন না, তিনি মঙ্গলময়ী সদাই আমাদের মঙ্গল হেতু ব্যস্ত। কিন্তু জীবের কর্মফল যাহা, তাহা তাহাকে ভোগ করিতে হইবেই। অজ্ঞান সন্তান যদি আগুনে হাত দেয়, হাত তাহার পুড়িবেই কিন্তু যজ্ঞায় অস্থির হইয়া যখন সে মা! মা! বলিয়া ডাকে তখন জননী আসিয়া তাহাকে সাহসনা দেন কিন্তু জালা নিবারণ করিতে পারে না, তাঁহার সাহসনা বাণী অত অশান্তিতেও শান্তি আনয়ন করে—মার সাহসনা আর কিছুই নয়, অজ্ঞানকে জ্ঞান দিয়া বুঝাইয়া দেন যে কেন ভগবান্ তুলিয়া ত্রিতাপে জলিতেছে। তাঁর নাম লও, তাঁর আজ্ঞা পালন কর, তাহা হইলে আর জলিতে হইবে না। বিজ্ঞায় মা এই জ্ঞান দিয়া যান্ কিন্তু আমরা কি পারি সে আজ্ঞা পালন করিতে? বিজ্ঞায় পারি কি তুলিয়া যাইতে যে আজ মার আগমনে আমার শত্রু কেহ জগতে নাই, জগত আমার মা-ময়। যাহাই হউক এ পাগলের প্রলাপ ছাড়িয়া দিন এবং আজ এই বৃদ্ধের বিজ্ঞার সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে ধন্য করুন। এই স্মরণীয় দিনে আপনাদের মত স্বজনবর্গকে উপহার দিবার মত সামগ্রী কোথায় পাইব। আমার ক্ষুদ্র ভাণ্ডারে যে উপচার আছে তাহাই আপনাদিগকে পরিবেশন করিলাম। বান্ধবের প্রদত্ত উপহার বন্ধুর নিকট কখনই অনাদৃত হইবে না ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

## চৌতাল

+ 0 1 0  
৩৪২। ধা | তা | কেকে | তেটে | তেটে | ধা | তা | কেকে

2  
তেটে | তেটে | তাগে | তেটে | তাগে | তেটে

0 +  
ধাগে | তেটে | ধাগে | তেটে | ধাগিনাধা

0 1  
গদিঘেনে | নাগেতেটে | কতা | কতা | দিকড় | ধা

0 2  
ধেতা | কেটে | তাগ | তেরেকেটে | তাগ | ধা

0 + 0  
তেটে | কতা | গদিঘেনে | ধা | কেটেতাগ | তেরেকেটে

1 0  
তাগ | ধা | তেটে | কতা | গদিঘেনে | ধা | কেটে | তাগ

2 0  
তেরেকেটে | তাগ | ধা | তেটে | কতা | গদিঘেনে

+ 0 1  
ধা | দিন্ | দিন্ | না | না | না | না | তাকেটে

0 2 0  
তাড়তা | ধাকড় | ধাতেটে | ধাকড় | ধাতেটে | তাকেটে



+                      ০                      ১  
ধাড় তাকেটে ধাড় দিঘেনে দিঘেনে নাগেনে নাগেনে

৩                      +  
ধেকেটে ধা দিঘেন্ তড়ান ধা কতা গেদ

০                      ২                      ৩  
নাগেনে নাড় তাক্ তাক্ তাক্ তেটে কতান্

০                      ১  
থুনা কতা ধা তেটে কতা গেধা থুনা কত

+                      ০                      ১  
তেটে ধা থুমা তেটে ধা ধা থুমা দিন্

০                      ২  
ধা তেটে কতা গেধা থুনা কতা ধা ক

০                      ২  
দিনা তেটে কতেটে ধা থুনা ধা তেরেকেটে

৩                      +                      ০  
তাকেটে ধেকেটে ধা দিঘেন্ তড়ান্ ধা কত

৩                      +                      ০  
ধা তেৎ তা ঘেমা থুমা ককা তেটে ঘেমা

১  
গেধা থুনা কতা ধা তেটে কতা গে

১                      ০                      ২                      ৩  
ধাকড় ধেন্ ধা কৎ তা ঘেমা থুমা কতা তেটে

০                      ২  
থুনা কতা ধা তেটে কতা গেধা থুনা কত

+                      ০  
ঘেমা ধাকেটে ধাড় ধাকেটে ধাড় দিঙ্গনারাণ

৩                      +                      ০  
ধা কৎ তা কেটে ধেকেটে ধা দিঘেন্ তড়

১  
দিঙ্গনারাণ নাগেনে নাগেনে তাকেটে ধেকেটে

১                      ০  
ধা কতা গেধা থুনা কতা ধা তেটে ক তা

০                      ২  
ধা জেকেটে ধেকেটে কতা গদিঘেনে তাকেটে

২                      ৩  
ধা থুনা কতা ধা তেটে কতা গেধা থুনা কত

ক্রমশ

## স্বরলিপি

মিশ্র—কাহার বা

(ওগো) পথিক, তোমার চলার পথে থামো কিছুক্ষণ

সীমাহীন ঐ মরুপথে মায়া নিবেদন ॥

পথের ধুলো—নীলব রাত্তি

কেন তারা তোমার সাথী

নাম-না-জানা কারে তুমি খোঁজো অমুক্ষণ ॥

জীবনপথে উদাসী মন পেলো নাকি সাথী,

(তাই) পথের মায়ায় বিকিয়ে তারে খুঁজছে দিবারাতি ?

রাভের শেষের মধুর হাওয়া

কি যেন তার হয় না কওয়া

তোমার পথে প্রিয় মনের হয় না আগমন ॥

কথা—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীশঙ্করনাথ ঘোষ

গা পা II গা -রা সা -া : ধা সা -া সা -রা রা -া মা পা পা -া -া I  
(ও গো) প ০ ধি ক তো মা র চ ০ লা ০ র প থে ০ ০

পা ধা সা সা সা -া -া -া পা -ধা গা ধা পা ধা সা সা I  
ধা মো কি ছ ক ৭ ০ ০ সৌ ০ মা হী ন ঐ ম ক

স'রা' র'রা -স' -স' না -স' না ধা গা ধা পা -া -া -া -া II  
প ০ থে ০ ০ ০ মা ০ যা নি বে দ ন ০ ০ ০ ০

II সা রা মা মা মা গা মা গা রা -জা রা -সা -া -া -া -া I  
প থে র ধ লো নী র ব রা ০ তি ০ ০ ০ ০ ০

সা রা মা মা পা দা পা জা পা -া -া -া -া -া -া I  
কে ন তা রা তো মা র সা থী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

পা ধা সাঁ সাঁ | সাঁ সাঁ রাঁ -গাঁ | রাঁ সাঁ -া -া | -সঁরাঁ -গঁরাঁ -সাঁ -সাঁ I  
না ম না জা | না কা রে ০ | তু মি ০ ০ | ০০ ০০ ০ ০

না সাঁ না ধা | গা ধা -পা -া II  
খো জো অ হু | ক গ ০ ০

II সা রা মা মা | মা দা দা দা | পা জ্ঞা -পা -পা | -া -া -া -া I  
জী ব ন প | থে উ দা সী | ম ন ০ ০ | ০ ০ ০ ০

জ্ঞা মা -া জ্ঞা | জ্ঞা ধা সা -া | সা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | সজ্ঞা মা মা মা I  
পে লো ০ না | কি সা থী ০ | প থের মা যায় | বিকি দে তা রে

মগা গা দা পা | পা জ্ঞা জ্ঞা -া | সা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | সজ্ঞা মা মা মা I  
খুঁ জুছো দি বা | রা তি (তা ঙ) | প থের মা যায় | বিকি দে তা রে

দা দা দা গা | সাঁ সাঁ -া -া | জ্ঞা মা -া জ্ঞা | জ্ঞা ধা সা -া II  
খুঁ জুছো দি বা | রা তি ০ ০ | পে লো ০ না | কি সা থী ০

II পা পা মা জ্ঞা | জ্ঞা মা পা -া | পধা গা গা গা | পধা পমা পমা দপা I  
রা তে ০ র | শে যে ০ র | ম ০ ধু র ০ | হা ০ ০ ০ ০ ০ ওয়া

-া -া -া -া | পা ধা গা গা | গা দা গা দা | পা দা পা মা I  
০ ০ ০ ০ | কি যে ন তা | র হ য না | ক ও যা ০

মা পা গা গা | সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ | সাঁ জ্ঞা ধা সাঁ | নসঁনা ধনা ধা পা II II  
তো মা র প | থে শ্রি য ম | নে র হয় না | আ ০০ গ ০ ম ন

## মুদ্রাচার্য্য এদীননাথ হাজরা মহাশয়ের কয়েকটি বোল

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীকানাইলাল হাজরা

## সুরফাক্তাল

(মধ্যলয়)

সুরফাক্তা পাঁচ বা দশ মাত্রার তাল, ইহাতে তিনটি  
নাঘাত বা তাল ও দুইটি শূন্য বা ফাঁক আছে।

মাত্রা—  $\begin{array}{ccccccccc} + & 0 & 1 & 1 & 0 & & & & \\ | & | & | & | & | & | & | & | & | \end{array}$

ঠেকা

(বিলম্বিত লয়)

$\begin{array}{ccccccccc} + & 0 & 1 & 1 & 0 & & & & \\ | & | & | & | & | & | & | & | & | \end{array}$   
। ধেং ধেং ধেনেনাগ ধেনেনাগ তেটেকতা গদিঘেনে

(মধ্যলয়)

$\begin{array}{ccccccccc} + & 0 & 1 & 1 & 0 & & & & \\ | & | & | & | & | & | & | & | & | \end{array}$   
। ধা ঘেড়ে নাগ দি ঘেড়েনাগ গদ্বি ঘেড়েনাগ

(জুতলয়)

$\begin{array}{ccccccccc} + & 0 & 1 & 1 & 0 & & & & \\ | & | & | & | & | & | & | & | & | \end{array}$   
। ধা ঘেনে নাগদি ঘেনেনাগ ঘেনেনাগ ঘেনেনাগ

(পরম—তেহাই সমেত)

$\begin{array}{ccccccccc} + & 0 & 1 & 1 & 0 & & & & \\ | & | & | & | & | & | & | & | & | \end{array}$   
ধা তেটে তাগেতেটে ঘেনেনাগ ধেংতা গদিঘেনে

$\begin{array}{ccccccccc} + & 0 & 1 & 1 & 0 & & & & \\ | & | & | & | & | & | & | & | & | \end{array}$   
ধা ধেংতা গদিঘেনে ধা ধেংতা গদিঘেনে | ধা

(বিলম্বিত লয়)

$\begin{array}{ccccccccc} + & 0 & 1 & 1 & 0 & & & & \\ | & | & | & | & | & | & | & | & | \end{array}$   
ধা দিন ধা তেটে তাকেটে তাকা কেটে তাকা

$\begin{array}{ccccccccc} + & 0 & 1 & 1 & 0 & & & & \\ | & | & | & | & | & | & | & | & | \end{array}$   
ধুমা কেটেতাকা গদিঘেনে ধা গদি ঘেনে ধা

$\begin{array}{ccccccccc} + & 0 & 1 & 1 & 0 & & & & \\ | & | & | & | & | & | & | & | & | \end{array}$   
গদিঘেনে | ধা

$\begin{array}{ccccccccc} + & 0 & 1 & 1 & 0 & & & & \\ | & | & | & | & | & | & | & | & | \end{array}$   
ধুমা কেটে ধুমা কেটে তাকেটে তাকেটে তাকা

$\begin{array}{ccccccccc} + & 0 & 1 & 1 & 0 & & & & \\ | & | & | & | & | & | & | & | & | \end{array}$   
ধুনাগ্ তাকাধুমা কেটেধুমা কেটেতাকা গদিঘেনে |

$\begin{array}{ccccccccc} + & 0 & 1 & 1 & 0 & & & & \\ | & | & | & | & | & | & | & | & | \end{array}$   
ধা

(জুতলয়)

$\begin{array}{ccccccccc} + & 0 & 1 & 1 & 0 & & & & \\ | & | & | & | & | & | & | & | & | \end{array}$   
ঘেড়ান কেটেতাগ্ তেরেকেটে তাগ্ ধা গদিঘেনে

$\begin{array}{ccccccccc} + & 0 & 1 & 1 & 0 & & & & \\ | & | & | & | & | & | & | & | & | \end{array}$   
ধা তেটে কেটে তাক্ ধেরেকেটে কেটেতাক

$\begin{array}{ccccccccc} + & 0 & 1 & 1 & 0 & & & & \\ | & | & | & | & | & | & | & | & | \end{array}$   
গদিঘেনে | ধা

(আড়ি)

$\begin{array}{ccccccccc} + & 0 & 1 & 1 & 0 & & & & \\ | & | & | & | & | & | & | & | & | \end{array}$   
দিঘেনে কতাগ্ ধাগে দিং ঘেনে ক দেং তাগিনে

$\begin{array}{ccccccccc} + & 0 & 1 & 1 & 0 & & & & \\ | & | & | & | & | & | & | & | & | \end{array}$   
তাগে দেংতা ক্রেদেন তানে | ধা

(তেহাই)

$\begin{array}{ccccccccc} + & 0 & 1 & 1 & 0 & & & & \\ | & | & | & | & | & | & | & | & | \end{array}$   
১। তাক্ ক্রান তাগ দেং ধা তাগ দেং ধা

$\begin{array}{ccccccccc} + & 0 & 1 & 1 & 0 & & & & \\ | & | & | & | & | & | & | & | & | \end{array}$   
তাক্ দেং | ধা

$\begin{array}{ccccccccc} + & 0 & 1 & 1 & 0 & & & & \\ | & | & | & | & | & | & | & | & | \end{array}$   
২। ধা অর্থা গদিঘেনে ধা গদিঘেনে ধা গদিঘেনে | ধা

## ঝাঁপতাল বা ঝম্পতাল

ঝাঁপতাল ৫ বা ১০ মাত্রার তাল ইহাতে তিনটি  
আঘাত ও একটি ফাঁক।

$$\text{যথা :—} ২। ৩। ২। ৩ = \begin{array}{c} + \\ | \\ ২। \end{array} \begin{array}{c} ৩ \\ | \\ ৩। \end{array} \begin{array}{c} ০ \\ | \\ ২। \end{array} \begin{array}{c} ১ \\ | \\ ৩। \end{array}$$

ঠেকা—

$$\begin{array}{c} + \\ | \\ ২। \end{array} \begin{array}{c} ৩ \\ | \\ ৩। \end{array} \begin{array}{c} ০ \\ | \\ ২। \end{array} \begin{array}{c} ১ \\ | \\ ৩। \end{array}$$

ধা গে ধা গি না তা গে তা গি না

৩। এই তাল ক্রতলয়ে প্রায় ৭ মাত্রার বোল সঙ্গত  
হইয়া থাকে। মতান্তরে ঝাঁপতাল সাত মাত্রার তাল,  
তন্মধ্যে ছয়টি পূর্ণ ও দুইটি অর্দ্ধ মাত্রায় এক মাত্রা হয়।

ঠেকা যথা—

$$\begin{array}{c} + \\ | \\ ২। \end{array} \begin{array}{c} ৩ \\ | \\ ৩। \end{array} \begin{array}{c} ০ \\ | \\ ২। \end{array} \begin{array}{c} ১ \\ | \\ ৩। \end{array}$$

ধাগে ধাগিনা তাগে তাগিনা

ঠেকা—পাঁচমাত্রা ( দুইটি অর্দ্ধ মাত্রায়ুক্ত )

$$\begin{array}{c} + \\ | \\ ২। \end{array} \begin{array}{c} ৩ \\ | \\ ৩। \end{array} \begin{array}{c} ০ \\ | \\ ২। \end{array} \begin{array}{c} ১ \\ | \\ ৩। \end{array}$$

ধেনে নাগ ধা ঘেনেনাগ তেটেতাগ ধা ঘেনেনাগ।

ঠেকা—দশ মাত্রা।

$$\begin{array}{c} + \\ | \\ ২। \end{array} \begin{array}{c} ৩ \\ | \\ ৩। \end{array} \begin{array}{c} ০ \\ | \\ ২। \end{array} \begin{array}{c} ১ \\ | \\ ৩। \end{array}$$

১। ধেং ধেং ত্রেকে ধেনে নাগ্ ত্রেকে ধেনে কতা

গদি ঘেনে

$$\begin{array}{c} + \\ | \\ ২। \end{array} \begin{array}{c} ৩ \\ | \\ ৩। \end{array} \begin{array}{c} ০ \\ | \\ ২। \end{array} \begin{array}{c} ১ \\ | \\ ৩। \end{array}$$

২। তাগে দিগ্ তাগে তেটে তেটে কেটে তাক

$$\begin{array}{c} ১ \\ | \\ ২। \end{array} \begin{array}{c} ৩ \\ | \\ ৩। \end{array} \begin{array}{c} ০ \\ | \\ ২। \end{array} \begin{array}{c} ১ \\ | \\ ৩। \end{array}$$

ধা গদি ঘেনে

( বিলম্বিত লয় )

$$\begin{array}{c} + \\ | \\ ২। \end{array} \begin{array}{c} ৩ \\ | \\ ৩। \end{array} \begin{array}{c} ০ \\ | \\ ২। \end{array} \begin{array}{c} ১ \\ | \\ ৩। \end{array}$$

ধাগেতেটে তাগেতেটে কতাক ধেকেটে কতা

$$\begin{array}{c} ০ \\ | \\ ২। \end{array} \begin{array}{c} ১ \\ | \\ ৩। \end{array} \begin{array}{c} ০ \\ | \\ ২। \end{array} \begin{array}{c} ১ \\ | \\ ৩। \end{array}$$

গদিঘেনে ধাগেদে ঘেনেনাগ্ ত্রেকেধেনাগ্ ত্রেকে

$$\begin{array}{c} + \\ | \\ ২। \end{array} \begin{array}{c} ৩ \\ | \\ ৩। \end{array} \begin{array}{c} ০ \\ | \\ ২। \end{array} \begin{array}{c} ১ \\ | \\ ৩। \end{array}$$

ধেনাগ্ ধেংতা ধেটেতেটে ত্রেকেধেকেটে কং তেবে-

$$\begin{array}{c} ০ \\ | \\ ২। \end{array} \begin{array}{c} ১ \\ | \\ ৩। \end{array} \begin{array}{c} ০ \\ | \\ ২। \end{array} \begin{array}{c} ১ \\ | \\ ৩। \end{array}$$

কেটেতাগ তাগেতেটে ঘেন তেরে কেটে তাক দেং

$$\begin{array}{c} ১ \\ | \\ ২। \end{array} \begin{array}{c} ৩ \\ | \\ ৩। \end{array} \begin{array}{c} ০ \\ | \\ ২। \end{array} \begin{array}{c} ১ \\ | \\ ৩। \end{array}$$

ধেং তা ধেং ধেং তা ধেং ধেং ধা

( বরাবর লয় )

$$\begin{array}{c} + \\ | \\ ২। \end{array} \begin{array}{c} ৩ \\ | \\ ৩। \end{array} \begin{array}{c} ০ \\ | \\ ২। \end{array} \begin{array}{c} ১ \\ | \\ ৩। \end{array}$$

ধুমাকেটে কেটেতাকা তাগেতেটে ধুমাকেটে কেটে

$$\begin{array}{c} ০ \\ | \\ ২। \end{array} \begin{array}{c} ১ \\ | \\ ৩। \end{array} \begin{array}{c} ০ \\ | \\ ২। \end{array} \begin{array}{c} ১ \\ | \\ ৩। \end{array}$$

তাগ্ তাকেতেটে ধুমাকেটে কেটেতাক তাগেতেটে

$$\begin{array}{c} + \\ | \\ ২। \end{array} \begin{array}{c} ৩ \\ | \\ ৩। \end{array} \begin{array}{c} ০ \\ | \\ ২। \end{array} \begin{array}{c} ১ \\ | \\ ৩। \end{array}$$

গদিঘেনে ধা

( ক্রতলয় )

$$\begin{array}{c} + \\ | \\ ২। \end{array} \begin{array}{c} ৩ \\ | \\ ৩। \end{array} \begin{array}{c} ০ \\ | \\ ২। \end{array} \begin{array}{c} ১ \\ | \\ ৩। \end{array}$$

ধাতেরে কেটেধা তেরেকেটে ধা ধা তেরেকেটে ধা

$$\begin{array}{c} ১ \\ | \\ ২। \end{array} \begin{array}{c} ৩ \\ | \\ ৩। \end{array} \begin{array}{c} ০ \\ | \\ ২। \end{array} \begin{array}{c} ১ \\ | \\ ৩। \end{array}$$

তেরেকেটে তাগ তাগ তেরে কেটে তাগ গদিঘেনে ধা

ক্রমঃ

## স্বরলিপি

মিশ্র-টৈরবী—একতাল।

ওগো বন্ধু ওগো প্রিয়

জীবনের কূলে ক্ষণিকের লাগি

আসিও তুমি আসিও।

ঝিল্লী মুখর ঘন বনতলে

মালা গাঁথি ব'সে ঝরা ফুলদলে

হে চির মধুর অজানা হইতে

অঁখি দু'টি তুলে হাসিও।

দিওগো দুঃখ দিওগো বেদনা

আমি হ'ব তব পথ ধূলিকণা,

জীবনের যত মলিন বাসনা

ও রূপ আলোকে নাশিও।

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমুখোদয় চক্রবর্তী

II	সা	ঝা	সা	ঝা	পা	মা	জা	রা	জা	-	ঝা	-নু	I
	ও	০	গো	ব	ন	ধু	ও	০	গো	০	প্রি	০	০
	সা	রা	জা	জা	জা	জা	সা	রা	রা	সা	গা	গা	I
	জী	ব	নে	র	কু	লে	ক্ষ	নি	কে	র	লা	গি	
	গা	সা	জা	জা	মা	মা	জমা	-পা	জমা	ঝা	সা	-	II
	আ	০	সি	ও	তু	মি	আ	০	০	সি	ও	০	০
II	জা	মা	মা	গা	দা	গা	সাঁ	সাঁ	সাঁ	সাঁ	সাঁ	সাঁ	I
	ঝি	০	লী	মু	খ	র	ঘ	ন	ব	ন	ত	লে	
	গা	সাঁ	সাঁ	সাঁ	সাঁ	সাঁ	গসা	গসা	সাঁ	দা	গা	পা	I
	মা	লা	গা	ঝি	ব	সে	ঝা	রা	০	ফ	ল	দ	লে

পা	জঁ	জঁ	জঁ	জঁ	জঁ	দা	গা	গা	গা	-	গা	I
হে	চি	র	ম	ধু	র	অ	আ	না	হ	ই	তে	

সা	ঝা	জা	ঝা	জা	মা	পা	-	-জা	জা	জমা	পদা	I
আ	ধি	হু	টি	তু	লে	হা	০	সি	ও	০০	০০	

সা	ঝা	সা	ঝা	পা	মা	জরা	জা	ঝা	সা	-	-	II
আ	সি	ও	ব	নু	ধু	আ০	০	সি	ও	০	০	

II	জা	মা	মা	গদা	-	গা	সঁ	সঁ	সা	সঁ	সঁ	সঁ	I
	দি	ও	গো	হুঃ	০	থ	দি	ও	গো	বে	ন	না	

গা	গা	গা	গা	সঁ	গা	দা	গা	গা	দগা	মা	মা	I
আ	মি	হ	ব	ত	ব	প	থ	ধু	লি০	ক	গা	

মা	জঁ	জঁ	জঁ	জঁ	জঁ	দা	গা	গা	গা	গা	গা	I
জী	ব	নে	র	য	ত	ম	লি	ন	বা	স	না	

সা	ঝা	জা	ঝা	জা	মা	পা	-	-জা	জা	জমা	পদা	I
ও	রু	প	আ	লো	কে	না	০	শি	ও	০০	০০	

সা	ঝা	সা	ঝা	পা	মা	জরা	-জা	ঝা	সা	-	-	II II
আ	সি	ও	ব	নু	ধু	আ০	০	সি	ও	০	০	

## স্বরলিপি

মিশ্র ( গজল )—কাহারবা

বাঁশুরী ধুন শুভাই রে ।  
আয়ে মোহন যমুনা তটপর  
সুর ধুন চিত লুভাই রে ।  
জাগত জাগত রতিয়া বিতি  
আজ দরশন আই ;  
তন মন প্রাণ মুকুলিত যোরন  
শ্রাম চরণ দিকাই রে ।

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীশিবনাথ মুখোপাধ্যায়

I +  
-। গপা পা পা | মপা ধা পা মা I গা মা গা রা | রা গা মা পা II  
o বা শু রী | ধু o o ন শু না o ই o রে o o o

I +  
-। মপা পপা গা | গা -। গা গা I গা গা ধগা ধমা | ধা গা ধা পা I  
o আo o o যে | ঘো o হ ন য যু নাo o o ত ট প র

+  
সা পা পা পা | মপা ধা পা মা I গা মা গা রা | রা গা মা পা II  
হ র ধু ন | চি o o ত লু ভা o ই o রে o o o

+  
-। স'গা গা গা | গা -। গা গা I ধা ধা গগা স'গা | ধা -গা কপা -। I  
o জা গ ত | জা o গ ত র তি ধা o o o বি o তি o

+  
-। গা গা গা | গা স'গা গা ধা I পা ধা পা -। | -। -। -। -। I  
o আ জ দ | র o শ ন আ o ই o o o o o o



+	রাঁ	রাঁ	রাঁ	রাঁ	০	রাঁ	সঁরাঁ	জঁরাঁ	রাঁ	+	সাঁ	সাঁ	গা	গা	০	ধা	পা	ধা	পা	I
	ত	ন	ম	ন		প্রা	৭০	০০	০		মু	কু	লি	ত		ঘো	০	ব	ন	

+	-	মা	মা	মা	০	গা	পা	মা	মা	+	গা	মা	গা	রা	০	রা	গা	মা	পা	I
	০	শ্রা	ম	চ		র	০	৭	বি		কা	০	ই	০		রে	০	০	০	

+	-	মা	মা	মা	০	মপা	ধা	পা	মা	+	গা	মা	গা	রা	০	রা	গা	মা	পা	II
	০	শ্রা	ম	চ		র	০	০	৭		বি	কা	০	ই	০		রে	০	০	০

## শ্রীখোল বাদ্য প্রণালী

(পূর্কাস্বরভি)

শ্রীপারেশচন্দ্র মজুমদার, বি-এ

কীর্ত্তন গানে লয় অর্থাৎ সঙ্গত করিবার নিয়ম

বৈঠকী গানে গায়ক যে ভাবে ছন্দের গতি নির্দেশ করেন সেই ভাবেই বাদককে সঙ্গত করিতে হয়। কিন্তু কীর্ত্তন গানে ব্যবস্থা অন্তরূপ। ইহাতেও গায়কই প্রথমতঃ গানের গতি নির্দেশ করেন। তালের স্থানগুলির পূর্ক মাত্রা অল্পবিস্তর বিলম্বিত করিবার স্বাধীনতাও তাঁহাদের থাকে। ঐ বিলম্ব করিবার সময় গুলিতে বাদককে গায়কের মুখাপেক্ষী হইতে হয়; শুধু মাত্রা গণনা করিয়া বাজাইলে হয় না। তবে বহুদশী বাদকগণ সুরের গতি ধারাই ঐ বিলম্বিত স্থানগুলি নিরূপণ করিয়া নিতে পারেন। স্বতরাং তাঁহাদের কোন অসুবিধা হয় না। গায়ক যখন একবার গানে আঁখর বা অলঙ্কার দিয়া গানকে জগাটের মুখে আনিয়া দেন তখন বাদক সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ছন্দের গতি নির্দেশ করিয়া যান। বাদক যতক্ষণ মূর্ছনের বোল বাজাইয়া পুনরায় লয়ে প্রত্যাবর্তন না করেন ততক্ষণ গায়ককে তাঁহার অনুগমন করিতে হয়।

মূর্ছন অধিকাংশ স্থানেই সমে আসিয়া শেষ হয়। কোন কোন ছন্দে তাহার ব্যতিক্রমও লক্ষিত হয়। তবে ঐ সকল ছন্দের সম বিষয়ে মতভেদ আছে। ডাঁশপাহিড়, লোফা, ধামালি প্রভৃতি কতগুলি ছন্দে ছন্দে পূর্ণ আবর্তনের হিসাব রাখা হয় না বলিয়া অধিকাংশ স্থলেই বাদ্য বিপর্যস্ত হইয়া যায়। কিন্তু কীর্ত্তন গায়কগণ ঐ রকম বিপর্যাসকে দোষাবহ বলিয়া মনে করেন না। ফলে ঐ সব ছন্দ প্রায়শঃ দুষ্প্রযুক্ত হয়।

### ছন্দঃপ্রকরণ

কীর্ত্তন গানের প্রারম্ভেই যদিও বিলম্বিত এবং বহু মাত্রিক ছন্দঃসমূহের প্রয়োগ হয় তথাপি প্রথম শিক্ষার্থীদের সুবিধার জ্ঞা আমরা সহজ ছন্দগুলিই প্রথমে দিব।

### ১। লোফা বা একতালিকা

এই ছন্দকে পূর্কবঙ্গে গড়থেমটা তাল এবং বৃন্দাবনে যপতাল বলা হয়। ইহা একটু বিলম্বিত হইলেই বৈঠকীর

একতালার অনুরূপ হয়। ইহা ত্রিমাত্রিক চারিট পদে বিভক্ত। যথা :—

+ ০ ২ ০  
৩ ৩ ৩ ৩

নিম্নলিখিত ভাবে তাল দিলে ছন্দের পূর্ণ আবর্তনের

হিসাব থাকিবে + ২ ০ ৩  
৩ ৩ ৩ ৩

**দ্রষ্টব্য :—**ত্রিখোল বাদ্যের বোল সব সময় সম হইতে বলা বা লেখা হয় না। সমকেই প্রথম তাল ধরা হয়। অনেক বাদক জোরার প্রথম তালের উপর ১ এবং দ্বিতীয় তালের উপর ২ দিয়া থাকেন।

### লক্ষ

+ ০ ২  
১। বা গুরু গুরু দি দা ঘে না তা (আ)কুরু

০  
তি তা গে টা

২ ০ +  
২। থে টা বা (আ) গুরু গুরু বা বা

০  
ধি না তেটে তেটে

### লহর

+ ০ ২  
১। দাগি দাগি দাগি দাগি দাগি দাগি বা

০  
তিনি তিনি তা তিন্ (ইন্)

+ ০  
২। (তাগ দিগা ধেনে)৩ তাক তেনে তেনে

+ ০  
৩। থেটেতাতা তিনি না(আ) তিন্ তিন্ নাতিন্

তিন্না তিনি তিনি তেটে তাদা

০  
ধিনি দা (আ) ধিন্ধিন্ দাধিন্ ধিন্ধা ধিনি  
ধিনি

+

৪। \* ত্রেগেড্ দাধি (ইন্) পিন্ ত্রেকেট্

০  
দা (আ) ধেনে ত্রেকেট্ দা (আ) ধি(ই)ন্ ত্রেকেট্  
ধেনে নাক

ঐ লঘু—

+ ০  
৫। দা (আ) ধেনে ধেনে নাগ ধেনে নাগ ধেনে

ধেনে ধেনে নাগ ধেনে ধেনে

ঐ লঘু—

+ ০  
৬। ধা (আ) তেটে নাগধেনে ধেনে নাগ

০  
ধেনে নাগ ধেনে নাগ ধেনে ধেনে

ঐ লঘু—

+ ০  
৭। ধেনে নাগ ধেনে নাগ ধেনে নাগ ধেনে ধেনে

০  
নাগ ধেনে ধেনে নাগ

ঐ লঘু—

+ ০  
৮। ধেনে ধেনে ধেনে ধেনে ধেনে ধেনে

২ ০  
তেটে তাতে টেতা তেটে তাতে টেতা



২	ঘেনা তেরে ঘেনা তাখি তেরে খেটা	২। ধেরে তেরে খেটা তেরে তেরে খেটা
০	খেটা তেরে খেটা তাখি তেরে খেটা	০ ধেরে তেরে খেটা তেরে তেরে খেটা
+	ঘেনা তেরে তেরে তেরে খেটা তাখি	২ ধেরে তেরে খেটা তেরে তেরে খেটা
৬।	০ তেরে খেটা তিং তাখ তেরে খেটা	০ তেরে খেটা তেরে খেটা তেরে খেটা
২	দেরে গেড়ে ঘেনে তেরে ঘেনা তাখি	+
০	১০। তেরে খেটা তিং তাখ তেরে খেটা	০ ঘেনে তেবে তেরে খেটা তেরে খেটা
+	০ জাগুরু গুরঘেনে নেরেঘেনা জাগুরু গুরঘেনে	০ ঘেনে তেরে তেরে খেটা তেরে খেটা
৭।	২ নেরেঘেনা জাগুরু গুরঘেনে নেরেঘেনা জাগুরু	২ ঘেনে তেরে তেরে খেটা তেরে খেটা
০	০ গুরজা গুরগুরু	০ তেরে খেটা তেরে খেটা তেরে খেটা
+	০ জাগুরু গুরজা গুরগুরু জাগুরু গুরজা গুরগুরু	+
৮।	২ বা ধেরেতেরে খেটাতাখি তেরেখেটা তিংতাখ	১১। (ঘেনে তেরে ঘেনা তেরে তেরে খেটা) ৩ ঐ লঘু
০	১২। তেরেখেটা	০ ঘেনে নেরে গেনেদা (আ) ঘেনে তেরে ৩
		(ঘেনে তেরে) ৩

ঘাঁত

১। (দাণ্ডু গুণ্ডে নাতা খেটা তিনি খেটা) ২

দাণ্ডু গুণ্ডা গুণ্ডু বা তেতা খেটা

জাঘে নাতা খেটা তাখি তাখি তাখি

তাণ্ডু গুণ্ডা ঘিনি বা (আ) তা গুণ্ডু

জাঘি নিঝা (আ) তাণ্ডু গুণ্ডা ঘিনি

২। ধেনে ভাধে নেতা ধেনে ভাধে নেতা

তা তা তাখি তেরে তেরে খেটা তাখি

তেরে খেটা দেরে গেড়ে ঘেনে তেরে ঘেনা

তাখি তেরে খেটে তিংতাখ্ তেরে খেটে

ঝা তিংতাখ্ তেরে খেটে ঝা তিংতাখ্

তেরে খেটে

\*৩। ঘিনি ঘিনি ঘিনি দাধি নিধি নাগ

২ দাধি নিধি নাগ দাধি নিধি নাগ

তিনি তিনি তিনি তিনি তাতি নিতা

২ তিনি তাতি নিতা তিনি তাতি নাগ

দাধি নিতা খেটা দাধি তেরে তেবে

খেটা তাখি তেরেখেটা তিংতাখ্ তেরেখেটা

ধেবে তেরে খেটা তাখি তেরে খেটা ঝা

(আ) (আ) ধেরে তেরে খেটা তাখি

তেরে খেটে ঝা (আ) (আ) ধেরে তেরে

খেটা তাখি তেরে খেটে

৪। ঝা (আ) তেটে তেটে তেটে তেটে তেটে

খেটা দাধি নিতা খেটা তেরে খেটা

২ তা (আ) তেটে তেটে তেটে তেটে তেটে

০  
খেটা দাঘি নিতা খেটা তেরে খেটা

২  
দেয়ে গেড়ে ঘেনে তেরে ঘেনা তাখি

০  
তেরে খেটা তা তা ঘেনা (আ) ছি

২  
ঝা তা তা ঘেনা (আ) ছি ঝা

তা তা ঘেনা (আ) ছি

## মূচ্ছন

০  
তা গুর্গুর্ ধেই তা গুর্গুর্ ধেই তা

০  
গুর্গুর্ ঘেনা ঘেনা ঘেনা ঘেনা ঝা

০  
২। দাঘি নাতা গুর্গুর্ তাখি নাতা গুর্গুর্

০  
তাখি নাতা গুর্গুর্ তাগুর্ গুর্ধে (ই)য়া—ঝা

০  
৩। দাঘি তেরেতেরে খেটা তাখি তাখি তেরেতেরে

২  
খেটা তাখি তাখি তেরেতেরে খেটা তাখি

০  
তা গুর্ গুর্ ধে (ই)য়া—ঝা

০  
৪। দাঘি তেরে তেরে তেরে খেটা তাখি

২  
তেরে তেরে তেরে খেটা তাখি তেরে তেরে

০  
তেরে খেটা তাগুর্ গুর্ঘেনা নেরে ঘেনা—ঝা

(ক্রমঃ :)

## শোক সংবাদ

রামগোপালপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত কুমার সৌরীন্দ্র-  
কিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র নীরেন্দ্রকিশোর  
রায়চৌধুরী গত ১লা আশ্বিন রাতি দেড় ঘটিকার সময়  
পিতামাতা আত্মীয়-স্বজনকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া  
মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তিনি  
ইংরাজী ১৯৩৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে  
বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন অধ্যয়ন করিতেছিলেন  
এবং সঙ্গীতাদিও যতদূর সম্ভব এই সময়েই চেষ্টা করিতে-

ছিলেন। তাঁহার পিতা সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা  
পত্রিকার অপরিচিত নহেন। তিনি কণ্ঠসঙ্গীতে বিশেষ  
জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। নীরেন্দ্রকিশোর পিতার ঐ সমস্ত  
গুণেরও অধিকারী হইয়াছিলেন কিন্তু নিষ্ঠুর কালগ্রাসে  
তাঁহাকে মধ্যপথে সমস্ত ত্যাগ করিয়া অমর ধামে  
চলিয়া যাইতে হইল। আমরা কায়মনোপ্রাণে শোক-  
সম্পৃক্ত পরিবারের শাশুনা শ্রীভীষণবানের নিকট প্রার্থনা  
করি।

## সমালোচনা

**অবক্ষণ**—গল্পের বই। শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু প্রণীত এবং ৫৭ এ, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ সিকি।

আলোচ্য বইখানিতে কয়েকটি গল্পের মধ্যে ‘অবক্ষণ’ই প্রধান এবং উক্ত গল্পের নাম অনুসারেই বইটির নামকরণ করা হইয়াছে। প্রধান গল্পটির নায়ক রণজিৎ এবং নায়িকা হিসাবে মণিকা আর বীণা। প্রত্যেকটি চরিত্রই অতি-আধুনিকতার ছাপে ভরপুর। গল্প হিসাবে ততটা কৃতিত্বের আভাস নাই, তবে রচনার ধারাটা বেশ। মোটামুটি বইখানি অচল নহে, আর এইটুকুই ইহার বৈশিষ্ট্য। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

**রূপায়ত্তন**—কবিতা পুস্তক। শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত প্রণীত এবং ৪২ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ডি, এম, লাইব্রেরী হইতে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

আলোচ্য পুস্তকে আঠাশটি কবিতা স্থান পাইয়াছে। কবিতাগুলি পাঠ করিয়া কবির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ আশাব্যস্ত হইলাম। ইহার কবিতাগুলি ভাব ও ভাষার মাধুর্য্যে অনবদ্য হইয়াছে। রচয়িতা তরুণ হইলেও আমরা

তাঁহার কবিপ্রতিভার পরিচয় পাইয়াছি। পুস্তকটি সাধারণে সমাদৃত হইবে বলিয়া আমাদের আশা হয়।

**সন্ধ্যাতারা**—কবিতা পুস্তক। শ্রীপ্রসাদ বসু প্রণীত এবং ৫৭ নং গড়পার রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীঅনির ভূষণ বাক্টী কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বার আনা।

তরুণ কবি শ্রীযুক্ত প্রসাদ বসু মহাশয় সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার নিয়মিত লেখক। পত্রিকায় প্রকাশিত গানগুলির দ্বারাই তাঁহার কবিমনের পরিচয় পাইয়াছিলাম, কিন্তু তিনি যে কবিতা রচনায় এরূপ পারদর্শী, তাহা আমাদের পূর্বে জানা ছিল না। আলোচ্য পুস্তকে তিনি সর্বসমেত আঠাশটি গান ও কবিতার সমাবেশ করিয়াছেন। কবিতাগুলি সত্যিই সুপাঠ্য ও সু-ছন্দযুক্ত হইয়াছে। ভাষার কোনওপ্রকার জটিলতা নাই এবং ভাব সন্নিবেশও সরস ও মধুর। পুস্তকের পরিচায়িকায় কবিশেখর অদ্বৈত শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় মহাশয় বাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তদ্বারাই পুস্তকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ পাওয়া যায়। রচয়িতা ভবিষ্যতে যশস্বী হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি। পুস্তকটির ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত।

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীতবিদ্যারদ শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী।

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ।



১২শ বর্ষ

অগ্রহায়ণ, ১৩৪২ সাল

৮ম সংখ্যা

## নটনারায়ণ রাগ পরিচয়

(পূর্বাহ্নবৃত্তি)

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

অথ নটনারায়ণকে শুদ্ধ নাটাদি জে পুত্র হৈ তিনকী  
উৎপত্তি লিখ্যতে।—শিবজিনে উন রাগমেসো বিভাগ  
করিবেকো ঈশান নাম মুখসো গাঙ্কে হুঙ্কো দিক  
রাগনসো। সঙ্কীর্ণ নট গাঙ্কে। উন সংকীর্ণকে হুঙ্ক  
নাটাদি নাম করিকে। নটনারায়ণকো দীনো। তহী  
নটনারায়ণকো প্রথম পুত্র শুদ্ধ নাট তাকী উৎপত্তি  
লিখ্যতে। শিবজীনে উন রাগমেসো বিভাগ করিবেকো।  
ঈশান নাম মুখসো হুঙ্করাগ সংকীর্ণ নট গাঙ্কে। বাকো  
শুদ্ধ নাট নাম করিকে নটনারায়ণকো দীনো।

অথ শুদ্ধ নাটকে স্বরূপ লিখ্যতে।—শিবজীকে ঈশান  
মুখসো জাকী উৎপত্তি হৈ। মহাদীর হৈ। লাল জাকো

রঙ্গ হৈ। কমলসে জাকে নৈত্র হৈ। স্বেত বস্ত্র পহরে  
হৈ। হাথমে খড়্গ হৈ। বড়ো জাকো প্রতাপ হৈ।  
হাস্তযুক্ত হৃন্দর জাকে বচন হৈ। গভীর নাদ হৈ।  
রাগমার্গমে বিহার করে হৈ। ঘোড়াপে চড়খো হৈ।  
সোভায়মান হৈ। এসা জো রাগ তাঁহি শুদ্ধ নাট জানিয়ে।  
শাস্ত্রমে তো যহ সাত সুরনমে গায়ো হৈ। স রি গ ম  
প ধ নি স। যাতে সম্পূর্ণ হৈ। যাকো শর্দল্লতুমে  
সঙ্কাসময়ে গাবনো। যহতো যাকো বখত হৈ। গুর  
খতুমে সঙ্কাসমে চাহ তব গাবো। যহ রাগ মঙ্গলীক হৈ।  
যাকী আলাপচারী ছহ সুরগমে কিমে। রাগ বরতেসো  
অঙ্গসো সমঝিয়ে।



অথ নটনারায়ণকে দ্বিতীয় পুত্র হমীরনাট তাকী উৎপত্তি লিখ্যতে। শিবজীনে উন রাগনর্মে সোঁ বিভাগ করিবেকো ঈশান নাম মুখসোঁ হমীর রাগ সঙ্গীর্ণ রাগ গাঞিকে। বাকো হমীরনাট সঙ্গীর্ণ রাগ গাঞিকে। বাকো হমীর নাট নাম করিকে নটনারায়ণকে পুত্র দীনো।

অথ হমীর নাটকে স্বরূপ লিখ্যতে।—শৃঙ্গার রসমে মগ্ন জাকো চিত হৈ। শরীর হু শৃঙ্গারযুক্ত হৈ। গোবো জাকো রঙ্গ হৈ। মন্দ মুসকানযুক্ত জাকো মুখ হৈ। তাবুলকী বিড়ীসোঁ হোঠ জাকো লাল হৈ। হাথমে দণ্ডী ঠের দণ্ড লিয়ে হৈ। তরুণ কামদেবকো চিত্র হৈ। লাল বস্ত্র পহরে হৈ। বড়ো প্রতাপী হৈ। কামনীনকে মনকো বস করে হৈ। এসো জো রাগ তাঁহি হমীরনাট জানিয়ে। শাস্ত্রমে তো সাত সুরগসোঁ গায়ো হৈ। স রি গ ম প ধ নি স। যাতে সম্পূর্ণ হৈ। রাতিকে প্রথম পহরমে গাবনোঁ। যহতো যাকো বখত হৈ। রাতিকে চাহো তব গাবো। যাকী আলাপচারী সাত সুরগমে কিষে রাগ বরতেসোঁ। জন্তসোঁ সমঝিয়ে।

অথ নটনারায়ণকে তীসরো পুত্র সালঙ্গনাট তাকী উৎপত্তি লিখ্যতে।—শিবজীনে বাকী রাগগীনর্মে সোঁ বিভাগ করিবেকো, ঈশান নাম মুখসোঁ সারঙ্গ রাগ সঙ্গীর্ণ নট গাঞিকে, বাকো সালঙ্গনাট নাম করিকে নটনারায়ণকে পুত্র দীনো।

অথ সালঙ্গনাটকে স্বরূপ লিখ্যতে।—গোবো জাকো রঙ্গ হৈ, তরুণ জাকী অবস্থা হৈ, ওর হাথমে বস্ত্র লিয়ে হৈ, কামদেবসোঁ মিত্র হৈ, মোতীনকী মালা গলেমে হৈ, স্নন্দর বস্ত্র হৈ, জিনকে সঙ্গমে বিগাজ হৈ, এসো জো রাগ তাঁহি সালঙ্গনাট জানিয়ে। শাস্ত্রমে তো যহ সাত সুরগসোঁ গায়ো হৈ, ম প ধ নি স রি গ ম। যাতে সম্পূর্ণ হৈ। রাতিকে প্রথম পহরমে গাবনোঁ। যহ তো যাকো বখত হৈ। রাতিকে চাহো তব গাবো যাকী আলাপচারী সাত সুরগমে কিষে রাগ বরতেসোঁ। জন্তসোঁ সমঝিয়ে।

অথ নটনারায়ণকে চোথো পুত্র ছায়ানাট তাকী উৎপত্তি লিখ্যতে।—শিবজীনে বাকী রাগনর্মে সোঁ বিভাগ করিবেকো ঈশান নাম মুখসোঁ ছায়া সঙ্গীর্ণ নট গাঞিকে, বাকো ছায়ানাট নাম করিকে। নটনারায়ণকে পুত্র দীনো।

অথ ছায়ানাটকে স্বরূপ লিখ্যতে।—গোবো রঙ্গ হৈ, লাল জাকে নেত্র হৈ, কণ্ঠমে মোতীনকো হার হৈ, শ্বেতবস্ত্র গুলাবীপাথ পহরে হৈ, স্নন্দর বস্ত্র হৈ, হাথমে ফুলছড়ী লে হৈ। এসো জো রাগ তাঁহি ছায়ানাট জানিয়ে। শাস্ত্রমে তো যহ সাত সুরগসোঁ গায়ো হৈ, স রি গ ম প ধ নি স, যাতে সম্পূর্ণ হৈ। যাকো সঙ্গীর্ণ সোঁ গাবনোঁ, যহতো যাকো বখত হৈ। রাতিকে প্রথম পহরমে চাহো তব গাবো। যাকী আলাপচারী সাত সুরগমে কিষে রাগ বরতেসোঁ। জন্তসোঁ সমঝিয়ে।

অথ নটনারায়ণকে পাঁচবো পুত্র কামোদনাট তাকী উৎপত্তি লিখ্যতে।—শিবজীনে উন রাগনর্মে সোঁ বিভাগ করিবেকো, ঈশান নাম মুখসোঁ গাঞিকে। বাকো কামোদনাট নাম করিকে নটনারায়ণকে পুত্র দীনো।

অথ কামোদনাটকে স্বরূপ লিখ্যতে।—সোনেকো সো রঙ্গ হৈ, পীতাম্বর পহরে হৈ, স্নন্দর ঘোড়পে অঙ্গার হৈ, মহাবীর হৈ, ওর গুলাল জাকে লগ্যো হৈ, রঙ্গ-বিবস্ত্র বস্ত্র পহরে হৈ, ওর জাকো বড়ো প্রতাপ হৈ, গুমানসোঁ ভরখো হৈ, এসো জো রাগ তাঁহি কামোদ নাট জানিয়ে। যাকে আরোহমে গাঙ্গার তীত্র জানিয়ে। আবরোহমে গাঙ্গার দৈবত লীজে নহী। ধ নি স রি গ ম প ধ নি স। যাকো রাতিকে প্রথম পহরমে গাবনোঁ, যহ তো যাকো বখত হৈ। কোউক যাকো দিনকে দ্বিতীয় পহরমে গাত হৈ। যাকী আলাপচারী সাত সুরগমে কিষে রাগ বরতেসোঁ, জন্তসোঁ সমঝিয়ে।

অথ নটনারায়ণকে ছটো পুত্র কেদার নাট তাকী উৎপত্তি লিখ্যতে।—শিবজীনে বাকী রাগনর্মে সোঁ

বিভাগ করিবেকো, ঈশান নাম মুখসোঁ। কেদার রাগ সঙ্কীর্ণ নট গাঙ্গিকে। বাকো কেদার নাট নাম করিকে নটনারায়ণকো পুত্র দীনো।

অথ কেদার নাটকো স্বরূপ লিখ্যতে।—গীত রঙ্গ হৈ, চন্দ্রমাসো মুখ হৈ, বায়ে হাথমেঁ ত্রিশূল হৈ, দাহিনেঁ হাথমেঁ দণ্ড হৈ, শ্বেতবস্ত্র পহরে হৈ, ওর মোতীনকী মালা জাকে কণ্ঠমেঁ হৈ, কমলপত্রসে নেত্র হৈ, বৈরীনকো সংঘার কর হৈ, বীররসমেঁ মগ্ন হৈ, ওর সূর্য্যকোসো জাকো তেজ হৈ, এসো জো রাগ তাঁহি কেদারনাট জানিয়ে। শাস্ত্রমেঁ তো যহ ছহ সুরগসোঁ গাহো হৈ, গ ম প ধ নি স। যাঁতে ষাড়ব হৈ। রাতিকে দূসরে পহরমে গাবনোঁ। যহতো যাকো বখত হৈ। কোউক রাতিকে প্রথম পহরমে গাবে হৈ। যাকী আলাপচারী সাত সুরগমেঁ কিযে রাগ বরতে। সো জন্তসোঁ সমঝিয়ে।

অথ নটনারায়ণকো সাতবো পুত্র মেঘনাট তাকী উৎপত্তি লিখ্যতে।—শিবজীনে উন নাটনমেঁসোঁ বিভাগ করিবেকো ঈশান নাম মুখসোঁ মেঘরাগ সংকীর্ণ নট গাঙ্গিকে, বাকো মেঘনাট নাম করিকে নটনারায়ণকো দীনো।

অথ মেঘনাটকো স্বরূপ লিখ্যতে।—স্রাম স্বরূপ হৈ, গীতাঘরকো পহরে হৈ, ওর সোনেকে আভরণ পহরে হৈ, কেসরি চন্দন ঘসি শরীরসোঁ লগাবে হৈ, ওর হাথমেঁ জাকে খড়্গা হৈ, ওর ঘোড়াপেঁ অসবারী হৈ। মেঘনাটসোঁ বৈরীনসোঁ ভয় উপজাবে হৈ। এসো জো রাগ তাঁহি মেঘনাট জানিয়ে। শাস্ত্রমেঁ তো যহ সপ্ত সুরগসোঁ গাহো হৈ। ধ নি স রি গ ম প ধ নি স। যাঁতে সম্পূর্ণ হৈ। দীনকে চোথে পহরমে গাবনোঁ, যহতো যাকো বখত হৈ, বর্ষা ঋতুমে মুখ হৈ। যাকী আলাপচারী সাত সুরগমেঁ কিযে, রাগ বরতেসোঁ, জন্তসোঁ সমঝিয়ে।

অথ নটনারায়ণকো আঠবো পুত্র গোড়নাট তাকী উৎপত্তি লিখ্যতে।—শিবজীনে উন নাটনমেঁসোঁ বিভাগ

করিবেকো, ঈশান নাম মুখসোঁ, গোড়নাট সঙ্কীর্ণ নট গাঙ্গিকে। বাকো গোড়নাট নাম করিকে নটনারায়ণকো দীনো।

অথ গোড়নাটকো স্বরূপ লিখ্যতে।—লাল বর্ণ হৈ, কেসরিয়া বস্ত্র পহরে হৈ, সোনেকে বখতর পহরে হৈ, জাকে কণ্ঠমেঁ গজমোতীনকে হার হৈ, দাহিনে হাথমেঁ মালা হৈ, বায়ে হাথমেঁ ঢাল হৈ, ওর ক্রোধসোঁ ঘোড়েকো চোগান ফিরাবে হৈ, তীখে জাকে নেত্র হৈ, জাকে লিলাটমেঁ কেসরিকো ত্রিগুণ্ড হৈ, শিবজীকো ধ্যান করে হৈ, এসো জো রাগ তাঁহি গোড়নাট জানিয়ে। শাস্ত্রমেঁ তো যহ ছহ সুরনসোঁ গাহো হৈ, স রি গ ম প ধ স, যাঁতে ষাড়ব হৈ। রাতিকে দূসরে পহরমে গাবনোঁ, যহতো যাকো বখত হৈ। বর্ষা ঋতুমে চাহো তব গাবো। যাকী আলাপচারী ছহ সুরগমেঁ কিযে, রাগ বরতেসোঁ জন্তসোঁ সমঝিয়ে।

অথ নটনারায়ণকো নবো পুত্র ভূপাল নাট তাকী উৎপত্তি লিখ্যতে।—শিবজীনে উন নাটনমেঁসোঁ বিভাগ করিবেকো ঈশান নাম মুখসোঁ ভূপাল রাগ সঙ্কীর্ণ নট গাঙ্গিকে। বাকো ভূপাল নাট নাম করিকে নটনারায়ণকো দীনো।

অথ ভূপাল নাটকো স্বরূপ লিখ্যতে।—গোরো রঙ্গ হৈ, কেসরিকো অঙ্গরাগ কিযে হৈ, চন্দ্রমাসোঁ মুখ হৈ, ওর তরহতরহকে আভূষণ পহরে হৈ, হাথমেঁ কমল ফিরাবে হৈ, ওর মন্দমুসকান যুক্ত বচন কহত হৈ, বড়ো প্রতাপী হৈ, উদার ধুনি হৈ, এসো যো রাগ তাঁহি ভূপাল নাট জানিয়ে। শাস্ত্রমেঁ তো যহ ছহ সুরগমেঁ গাবো হৈ। স রি গ ম প ধ স। যাঁতে ষাড়ব হৈ, রাতিকে প্রথম পহরমে গাবনোঁ। যহতো যাকো বখত হৈ। রাতিমেঁ চাহো তব গাবো। যাকী আলাপচারী ছহ সুরগমেঁ কিযে রাগ বরতেসোঁ জন্তসোঁ সমঝিয়ে।

অথ নটনারায়ণকো দশবো পুত্র জেজনাট তাকী

উৎপত্তি লিখ্যতে।—শিবজীনে উন রাগনমের্সো বিভাগ করিবেকো ঈশান নাম মুখসোঁ জেজবন্ত সংকীর্ণ নট গাঙ্কি বাকো জেজনাট নাম দীর্নোঁ।

অথ জেজনাটকো স্বরূপ লিখ্যতে।—শ্রাম জাকো রজ হৈ, পীতাধর পহরে হৈ, কেসরিকো তিলক ললাটমোঁ হৈ, কঠমোঁ মোতীনকী মালা পহরে হৈ, বীর রসমোঁ মগ্ন হৈ, লাল কমলসে নেত্র হৈ, সুন্দর মুসকানযুক্ত জাকো মুখ হৈ, ঐসো জো রাগ তাঁহি জেজনাট জানিয়ে। শাস্ত্রমে তো যহ সাত সুরগসোঁ গায়ো হৈ। স রি গ ম প ধ নি স। যাতে সম্পূর্ণ হৈ, কোউক রিষত হীন হু কহত হৈ। তিনকে মতসোঁ ষাড়ব হৈ। সাঝ সমোঁ গাবনোঁ। যহ তো যাকো বখত হৈ। রাত্তিমে চাহো তব গাবো। যাকী আলাপচারী সাত সুরনমোঁ কিষে রাগ বরতেসোঁ জঙ্গসোঁ সমঝিয়ে।

অথ নটনারায়ণকো গ্যারবো পুত্র শঙ্করনাট তাকী উৎপত্তি লিখ্যতে।—শিবজীনে উন রাগনমের্সো বিভাগ করিবেকো ঈশান নাম মুখসোঁ শঙ্করাভরণ সংকীর্ণ নাট গাঙ্কি বাকো শঙ্করনাট নাম কীর্নোঁ।

অথ শঙ্করনাটকো স্বরূপ লিখ্যতে—গোরো জাকো বর্ণ হৈ, রক্তবস্ত্র পহরে হৈ, ফুলে কমলকি মালা জাকো কঠমোঁ হৈ, সুন্দর জাকো রূপ হৈ, শৃঙ্গার রসমোঁ মগ্ন হৈ, চন্দন কেসরি অগর কর্পূর কস্তুরী ঈনকো

অজরাগ ভালমোঁ কেসরিকো তিলক হৈ, নানাপ্রকারে আভূষণ পহরে হৈ, বড়ো প্রতাপী হৈ, ঐসো জো রা তাঁহি শঙ্করনাট জানিয়ে। শাস্ত্রমে তো যহ সাত সুরগমে গায়ো হৈ, স রি গ ম প ধ নি স, যাতে সম্পূর্ণ হৈ যাকো রাত্তিকে দূসরে পহরমোঁ গাবনোঁ যহতো যাকো বখত হৈ, ওর রাত্তিমে চাহো তব গাবো। যাকী আলাপচারী সাত সুরনমোঁ কিষে রাগ বরতেসোঁ জঙ্গসোঁ সমঝিয়ে।

অথ নটনারায়ণকো বারবো পুত্র হীরনাট তাকী উৎপত্তি লিখ্যতে।—শিবজীনে উন নাটনমের্সো বিভাগ করিবেকো ঈশান নাম মুখসোঁ হীরনাট সঙ্কীর্ণ নট গাঙ্কি বাকো হীরনাট নাম করিকে নটনারায়ণকো দীর্নোঁ।

অথ হীরনাটকো স্বরূপ লিখ্যতে।—শ্রাম জাকো রা হৈ, ফুলনকী মালা পহরে হৈ, কেসরিকো অজরাগ কি হৈ, হাথমোঁ খড়্গ হৈ, বৈরিনকে হীয়মোঁ ভয় উপজাবে হৈ ঐসো জো রাগ তাঁহি হীরনাট জানিয়ে। শাস্ত্রমে তো যহ সাত সুরনমোঁ গায়ো হৈ, স রি গ ম প ধ নি স যাতে সম্পূর্ণ হৈ, যাকো দিনকে চোথে পহরমোঁ গাবনোঁ যহতো যাকো বখত হৈ, রাত্তিমে চাহো তব গাবো যাকী আলাপচারী সাত সুরনমোঁ কিষে রাগবরতেসোঁ জঙ্গসোঁ সমঝিয়ে।

ক্রমঃ

ভ্রম সংশোধন :—গত কাঙ্ক্ষিত সংখ্যায় মুদ্রিত নটনারায়ণ রাগ পরিচয় শীর্ষক প্রবন্ধের মধ্যে ‘জঙ্গসোঁ’ শব্দগুলি ‘জঙ্গসোঁ’ হইবে।

## স্বরলিপি

সাহানা-ধমার

রঙ্গ রঙ্গ খেলত হোরী  
নন্দরাজ ঘর সব দেব আয়ে।  
সাত সপ্তক প্রগট সুর গাবে দেব হর  
গণপত মধুর মৃদঙ্গ বজায়ে।  
সুর রাজ চতুরানন অগণিত সখিগণ  
মুচক নাচত অত আনন্দ পায়ে।  
ছোড়ত পিচকারী ভিজ গয়ে সারী  
গোপেশ সবকো অঙ্গ লাল বনায়ে ॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

০ রঞ্জা রা সা ৩ রণা সা রা পা ১ মা জা -া ০ জা মা ২ রা সা  
র০ ০ জ র০ ০ ০ জ খে ০ ০ ০ ০ ল ত

০ রঞ্জা রসা গা ৩ সা রা সা রা ১ মজা মা রা ০ মা -া ২ পা পা  
হো০ ০০ ০ ০ রী ০ ০ ন০ ০ ল রা ০ ০ জ

০ মা পা রা ৩ সা গা -ধা পা ১ মপা ধমা পা ০ মজা -া ২ মরা -া  
ঘ র স ব দে ০ ব আ০ ০০ ০ য়ে ০ ০০ ০

১ মা পা পা ০ গা -ধা ২ সা সা ০ সা সা সা ৩ সা সা সা  
ল ০ ত ল ০ প্ত ক প্র গ ট ০ ০ হ র

১<sup>০</sup> সী -১ সী | ০ রী -১ | ২ রী -১ | ০ মজা -১ -১ | ৩ জী মী রী সী |  
গা ০ ০ | বে ০ | দে ০ | ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ |

১<sup>০</sup> গী সী -১ | ০ রী -১ | ২ সী -১ | ০ গী পা -১ | ৩ মী পা গী ধী |  
ম ধু ০ | র ০ | য় ০ | দ ক ০ | গ গ প ত |

১<sup>০</sup> পা মী পা | ০ মজা -১ | ২ মরা -১ |  
ব জা ০ | য়ে ০ | ০০ ০ |

১<sup>০</sup> পা মজা -১ | ০ জা -মী | ২ রা -১ | ০ মী মা পা | ৩ -১ -১ পা পা |  
হু র ০ | রা ০ | জ ০ | চ তু রা | ০ ০ ন ন |

১<sup>০</sup> মী পা -১ | ০ ধী গী | ২ পা পা | ০ মী পা -মী | ৩ গী পা মজা -১ |  
অ গ ০ | মি ত | স ধি | ০ ০ ০ | ০ গ গ ০ |

১<sup>০</sup> জা জা মী | ০ রা -১ | ২ সা -১ | ০ রা গী -১ | ৩ সা -১ রা রা |  
হু ০ ০ | ট ০ | ক ০ | না ০ ০ | ০ ০ চ ত |

১<sup>০</sup> রা পা -১ | ০ মী পধী | ২ মী পা | ০ মী জা -১ | ৩ মী রা -১ সা ||  
অ ত ০ | আ ০০ | ০ ০ | ন দ ০ | পা ০ ০ য়ে ||

॥ <sup>১</sup>মা পা -১ | <sup>০</sup>গা ধা | <sup>২</sup>সী -১ | <sup>০</sup>সী সী -১ | <sup>৩</sup>সী -১ সী -১ |  
ছো ০ ০ | ড ০ | ত ০ | পি চ ০ | কা ০ রো ০ |

<sup>১</sup>গা -১ সী | <sup>০</sup>রী -১ | <sup>২</sup>রী -১ | <sup>০</sup>মজ্জী -১ | <sup>৩</sup>মী -১ সী -১ } |  
ভি ০ ০ | জ ০ | গ ০ | যে ০ ০ | সা ০ রো ০ |

<sup>১</sup>গা সা -১ | <sup>০</sup>গা ধা | <sup>২</sup>গা পা | <sup>০</sup>ধা মা পা | <sup>৩</sup>সী -১ গা পা |  
গো পে ০ | শ ০ | স ব কে! জ জ | লা ০ ল ব |

<sup>১</sup>মপা ধমা পা | <sup>০</sup>মজ্জী -১ | <sup>২</sup>মরা -১ ||  
না ০ ০ ০ | যে ০ | ০ ০ ০ ||

## গান

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ

বাংলা দেশের লতায় পাতায়  
বাংলা দেশের শীতল ছায়ে,  
তালে মধু কি যে আহা  
বাংলা দেশের গল্পীগায়ে।

বাংলা গানে, বাংলা হাওয়ায়  
কি মধু যে প্রাণে বহায়  
বাংলা বনে কি সুরভি  
কি মেহরে বাংলা মায়ে।

কোন্ দেশেরি মলয় বাতাস  
ফুলের সুবাস মাখে,  
দোয়েল শ্রামা ডাক দিয়ে যায়  
কাহার তরু শাখে?

কোথায় এমন চাঁদের হাসি  
কোথায় বাজে শ্রামের বাঁজি  
কোথায় এমন ত্যাগের খেলা  
কোথায় প্রেমে নাচে গাহে?

## স্বরলিপি

### মিশ্র ভৈরবী-তেওরা

প্রভাত বীণা তব বাজে বাজে হে।

উদার অম্বর মাঝে মাঝে হে।

তুম্বার কাস্তি তব প্রশাস্তি

শুভ আলোকে রাজে হে।

তব আনন্দিত গভীর বাণী

শোনে ত্রিভুবন যুক্তপাণি

মহ্মুখ ভাবগঙ্গা নিস্তরঙ্গা লাজে হে।\*

ক।—কাজী নজরুল ইসলাম

স্বর ও স্বরলিপি—শ্রীকমল দাশগুপ্ত

।। দা দা দপা | মা মা | ঋা ঋা I সা -ন্। সা | -। -। | -সা -। I  
প্র ভা ত০ | বী গা | ত ব বা ০ জে ০ ০ | ০ ০

সা -ঋা মা | গমা -পা | -মপা -দা I ন্। ন্। দ্। | ন্। -সা | সা সা I  
বা ০ জে | হে০ ০ | ০০ ০ উ দা র | অ ম্ ব র

ঋা -। -। | -ঋা -। | সা -। I সা -ঋা মা | সা -ঋা | -দা -। II  
মা ০ ০ | ০ ০ | ঋে ০ মা ০ ঋে | হে ০ ০ ০

### অন্তরা

।। দা দা মপা | পা -সাঁ | সা সা I সা নসঁসা সা সা | দা -। | মা -। I  
তৃ বা র০ | কা ন্ | তি ০ ত ব০০০ প্র | শা ন্ | তি ০

মপা -পগা গসা | দা -। | পা মা I গমা -পা পদা | দপা -মপা | -ঋা ন্। I  
ভ০ ০০ ভ০ | আ ০ | লো কে রা০ ০ জে০ | হে০ ০০ | ০০ ০০

\* উক্ত গানখানি "হিজ মাষ্টার ভয়েন্স" রেকর্ডে গীত।

মপা পসাঁ সঁ | সঁনা-সঁ | দা মা I মপা পসাঁ সঁ | সঁনা সঁ | সঁ - I  
ত ০ ব ০ আ | ন ০ ন | দি ত | গ ০ ভী ০ র | বা ০ ০ | গী ০

সঁ গাঁ গাঁ | সঁ-গাঁ | সঁ সঁ I নসাঁ -সঁ সঁ | দা -পা | মা - I  
শো নে জি | হু ০ | ব ন | যু ০ ০ | পা ০ | গি ০

মা -মা মা | দা - I দা - I সঁ -সঁ | সঁ -সঁ | সঁ - I  
ম ন জ | যু গ্ ০ | ভা ০ | ব গ ০ | গা ০

সঁ -না সঁ | দা -দা | মা - I গমা-পদা সঁ | সঁনা-দপা | -মগা-সঁ II  
নি স্ ত | র ঙ্ | গা ০ | লা ০ ০ ০ | জে ০ | হে ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

## ভারতীয় সঙ্গীত-বিজ্ঞান

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

"Drama and music are by themselves religion any song, love song or any song nevermind. If one's whole soul is in that song, he attains salvation \* \* \*!"

—Swami Vivekananda.

'সঙ্গীত'। কিন্তু সঙ্গীতশাস্ত্রকারগণ ব্যবহারিকার্থে এর নাম দিয়েছেন 'ত্রৈধাতিক', অর্থাৎ—

"গীতবাদিত-নৃত্যানাং ত্রয়ঃ সঙ্গীতমুচ্যতে।

গানস্তাত্র প্রধানত্বাৎ তৎসঙ্গীতমিতিরিতিম্।"

—সঙ্গীত-পারিজাত।

### সঙ্গীত কি?

সঙ্গীত চৌবটিকলার অন্ততম। ইহা সর্ক বিজ্ঞা হইতে খেঁটতম ও কল্পনাময় প্রস্তার অপূর্ব দান। স্বরই এর প্রাণ। মানবের আন্তরিক পবিত্র ভাবসকল বাগী ও স্বর-সত্তারে সজ্জিত হোয়ে প্রার্থনার রঙে রঞ্জিত হোলেই তা সঙ্গীতাকারে অভিব্যক্ত হয়; একজন্ত স্বরের ছাঁচে বাগীকে ঢেলে ভাবের অভিব্যক্তি ভোলার নামই হোচ্ছে

গীত, বাজ ও নৃত্য—এ তিনের সমাবেশকেই 'সঙ্গীত' বলে; তবে সঙ্গীত-দর্পণ টীকাকার বলেছেন—'নৃত্যং বাজাহং, বাজক গীতাহং; গীতৈত্ত্ব প্রধানত্বম্।' অর্থাৎ গান বা কণ্ঠ-সঙ্গীতের প্রাধান্য হেতু একেই 'সঙ্গীত' নামে অভিহিত করা হয়।

পুরাকালে ভরতাদির সময়েও গীত-বাদ্যবিদ গন্ধর্ব-সমাজে সঙ্গীত ত্রৈধাতিক মূর্তিতেই বিকশিত ছিল, একজন্ত



সঙ্গীতকে 'গদ্যকর্ম বিদ্যা' নামেও অভিহিত করা হয়।  
কণ্ঠ-সঙ্গীত বাগী ও স্বরের মিশ্রণে, বাদ্য তাল ও ছন্দ-  
সমাবেশে এবং নৃত্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নীলারিত গতির  
বিকাশে পরস্পরে সম্বন্ধ হোয়ে সঙ্গীতের মূর্তি গঠিত কর্তৃত্ব,  
যা কোরে থাকে আংশিকভাবে এখনও আমাদের  
নাট্যকালিনয়কালে। কিন্তু বস্তুতঃ সঙ্গীত বলতে যা  
আমরা বুঝি, তা কণ্ঠ-সঙ্গীত ও বাদ্যের সংমিশ্রণ মাত্র;  
কণ্ঠ-সঙ্গীতেরই প্রধাত, বাদ্য তার সহগামী মাত্র।

এই সঙ্গীত শাস্ত্রদ্বারা নিয়মিত। সঙ্গীতশাস্ত্রের মতে  
ব্রহ্মা চতুর্বেদ হোতে সারাংশ সংগ্রহ কোরে এই সঙ্গীত-  
শাস্ত্র ও কলা সৃষ্টি কোরেছেন। 'সঙ্গীত-দামোদর'  
বলেন—

“ঋগ্ভিঃ পাঠ্যামভূদগীতং সামভ্যঃ সমপত্তত।

যজুভ্যোহভিনয়া জাতা রসাস্ত্যর্থকণঃ স্মৃতাঃ ॥”

ঋগ্বেদ হোতে সঙ্গীতের উৎপত্তি, সামবেদ দ্বারা পরিপুষ্টি,  
যজুর্বেদ দ্বারা অভিনয় ও অর্থকর্ষবেদ দ্বারা এর রসবিস্তার  
হয়। একজ্ঞ সঙ্গীত-শাস্ত্রকে 'পঞ্চমবেদ' বলা হয় এবং  
সঙ্গীত অনাদি বেদনিঃসৃত শ্রেষ্ঠ পারমাখিক বিদ্যা।

### সঙ্গীতের উৎপত্তি

“গীতং নাদাত্মকং।” নাদই হোচ্ছে সঙ্গীতের মূল বা  
ভিত্তি (foundation)। একজ্ঞ শাস্ত্রকার বলেছেন—  
“জয়ং গীতবাদ্যনৃত্যরূপং নাদাবীনং নাদমবলম্ব্য বর্ত্তত।”  
এই নাদই হোচ্ছে বেদের বীজ বা আদিছন্দ 'ওঙ্কার' নামে  
অভিহিত। সঙ্গীত-শাস্ত্রের মতে ওঙ্কার বা নাদই  
সমগুণব্রহ্ম প্রণবই সম্বয়জন্তমোগুণযুক্ত হোয়ে যাবতীয় রাগ  
ও রাগিণীর সৃষ্টি, পুষ্টি ও পুনর্বিলাস কোরে থাকেন।  
শাস্ত্রকার নাদার্থে—“ন-কারং প্রাণনামানং দ-কারমনলং”  
বলেছেন এবং নাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলেন—

“আত্মনা প্রেরিতঃ চিত্তং বহ্নিমাংসি দেহজম্।

ব্রহ্মগ্রহিহিতং প্রাণং স প্রেরয়তি পাবকঃ।

পাবকপ্রেরিতঃ সৌম্য ক্রমাদৃকপথে চরন্।

অতি সূক্ষ্ম ধ্বনিংলাভৌ হৃদি সূক্ষ্মং গলে পুনঃ।

পুষ্টং নীর্বেদ্যপুষ্টক কৃত্রিমং বদনে তথা ॥” ইত্যাদি।

—সঙ্গীত-দর্পণ, ৩৪ পৃঃ

অথবা সংক্ষেপে নাদোৎপত্তির মর্ম এই যে, প্রাণবায়ুর  
সহিত সত্ত্বময়ী ইচ্ছা মূল্যধারক অপান বায়ুর সংস্পর্শে  
রাজোগুণাঘ্রিতা হোলে তা 'ধ্বনি' নামে কথিত হয়।  
সে ধ্বনি পুনঃ তমোগুণে অহুবিদ্ধ হোলে 'নাদ'রূপে  
পরিণত হয়, এই তমোগুণাঘ্রিতা নাদকে 'নিরোধিকা'  
বলে। এই নিরোধিকা পুনরায় রাজোগুণ দ্বারা প্রবুদ্ধ  
হোয়ে 'অর্দ্ধেন্দু' নামে খ্যাত হয় এবং অর্দ্ধেন্দু হোতে  
'অবশেষ বিন্দুর' উৎপত্তি। এই বিন্দু আবার বক্রাকৃতির  
মূল্যধারে পরিপুষ্ট হোলে 'পরা', লিঙ্গমূলে আধিষ্ঠানে  
'পশ্চত্তি', হৃদয়ে অনাহতচক্রে 'মধ্যমা', কণ্ঠমূলে বিশুদ্ধচক্রে  
'বৈবধরী' নামে অভিহিত হয়। এই বৈবধরীই অবশেষে  
দম্ভ, ওষ্ঠ, কণ্ঠ, তালু ও জিহ্বা প্রভৃতির সাহায্যে  
ঘোড়শাকার বর্ণময় শব্দে পরিণত হয়, যথা—স, র, গ, ম,  
প, ধ, ন, প্রণব, হং, কটু, উদ্বীস (?) বধটু, অধা, স্বাঃ,  
নমঃ ও অমৃত !

শাস্ত্রকারগণ এই নাদকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন,  
যথা :—

“আহতোহনাহতশ্চেতি দ্বিধানানো নিগন্ততে।”

তন্মধ্যে 'অনাহত' সূক্ষ্ম ধ্বন্যাখ্যক, মানবের ব্যাহিক  
কর্ণেন্দ্রিয়ের বহির্ভূত ও প্রাণায়ামাদি যৌগিক পদ্ধতি  
এবং 'আহত' হোচ্ছে বর্ণাখ্যক। এই বর্ণাখ্যক নাদই বা  
ভাবপ্রকাশক হোয়ে জগতের সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে আনন্দধারা  
প্রবাহিত কোরে থাকে, যথা :—

“স নাদস্বাহতো লোকে রজ্জ্বকো ভব ভজ্জকঃ।”

এই আহত নাদই স্থল কর্ণেন্দ্রিয়ে প্রতিগোচর হোয়ে  
'রাগ' নামে কথিত হয় এবং সর্বপ্রাণীর চিত্তবিনোদন  
কোরে থাকে, যথা :—“রজ্জ্বকো জনচিত্তানং স রাগঃ”

বিতো বৃধেঃ।” অনাহত নাম ‘মুক্তিদং ন তু রজ্জকম্।’  
হস্ত আহতনাদ মানবের মনোরঞ্জন কোরে থাকে, একজ্ঞ  
াহত নাদই রাগ বা স্বার্থ সঙ্গীত নামে পরিচিত।

### সঙ্গীতের আদি প্রচার

“মার্গদেশী বিভাগেন সঙ্গীতঃ বিবিধঃ স্মৃতঃ।”

শাস্ত্রকারগণ সঙ্গীতকে মার্গ ও দেশীভেদে দু’ভাগে  
বভক্ত করেছেন। তন্মধ্যে—

“ঋগিণে যদ্বিষ্টং প্রযুক্তং ভরতেন চ।

মহাদেবস্ত পুরতত্ত্বমার্গাখ্যং বিমুক্তিদম্॥”

১ ব্রহ্মা কর্তৃক মার্গিত ও মহর্ষি ভরত কর্তৃক মহাদেবের  
মুখে অভিনীত হয়েছিল, তাই মুক্তিপ্রদায়ক  
মার্গসঙ্গীত’, এবং “তত্ত্বদেশস্থারীত্যা..... দেশে দেশে তু  
ঙ্গীতং তদেঙ্গীতাভিধীয়তে।” অর্থাৎ দেশে দেশে  
ঙ্গীতের প্রবর্তন হওয়ায় সঙ্গীত ‘দেশী’ নামে কথিত হয়।

কথিত আছে, ব্রহ্মা সমগ্র বেদ হোতে সার সংগ্রহ  
কারে রাগ-রাগিণীসহ শাস্ত্র ও বিদ্যা ভরত, নারদ, রশ্মা,  
হ ও তুষ্ক নামক তাঁর পাঁচ শিষ্যকে শিক্ষা প্রদান করেন।  
মনেকের মতে তিনি কিয়দংশকেও শিক্ষা প্রদান করেন  
এবং তারাই নটরাজ মহাদেবের সম্মুখে রাগ-রাগিণী  
মূহের অভিনয় কোরেছিলে। যা’হোক ভরতাদি মুনি  
য বিদ্যা স্বর্গলোকে প্রচার করেন, তাই ‘মার্গসঙ্গীত।’

তৎপরে মর্ত্যলোকে পুনরায় মহর্ষি বেদব্যাস সমগ্র  
বেদকে চার ভাগে ভাগ কোরে ছন্দঃ, উচ্চারণ ও স্বর-  
ব্যানানি সহ পৈল, বৈশম্পয়ন, জৈমিনী ও হুম্বক নামক

চারি শিষ্যকে শিক্ষা প্রদান করেন। এই শিষ্যগণও পরে  
আপনাপন শিষ্যগণকে তদনুযায়ী শিক্ষা দিতে থাকেন।  
এরূপে শিষ্য-প্রশিষ্যক্রমে ঋষিগণের মধ্যে উদাত্ত, অমুদাত্ত  
ও স্বরিত স্বরজয় দ্বারা বেদসমূহ গীত হোতে থাকে এবং  
তা’ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হোয়ে দেশে সর্বত্র গানের প্রথা  
প্রচারিত হয়। মানবের রুচি বিভিন্ন, কাজেই দেশভেদে  
ও রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন বাণী, রাগ-রাগিণী ও সাধন-  
প্রণালীর উৎপত্তি হোতে লাগল এবং তা-ই উত্তরকালে  
‘দেশী সঙ্গীত’ নামে প্রসিদ্ধ হয়।\*

অবশ্য এই আখ্যায়িকার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি  
থাকুক বা নাই থাকুক, তবে সঙ্গীত বিজ্ঞা যে বহু প্রাচীন  
ও তার অনুশীলন যে বহুকাল হোতে চলে আসছে, তাতে  
আর সন্দেহ নেই, কারণ বৈদিক-যুগ তার সাক্ষ্য।  
বৃহদারণ্যকোপনিষদে ও ছান্দোগ্যে ‘উদগানের’ পরিচয় ও  
ঋকপ্রাতিশাখ্যে স্বরচতুষ্টয়ের আভাষ এবং তথ্যাতীত  
হ্রস্বভি, আদম্বর, ভূমিহ্রস্বভি, বনম্পতি, আঘাতি, কাণ্ড-  
বীণা ও শততন্ত্রী বীণা প্রভৃতি বাস্তবস্ত্রের পরিচয়ও আমরা  
বেদে পেয়ে থাকি। শুধু তাই নয়, তখন ঋষিকণ্ঠে সাম-ছন্দ  
ঋক্যরিত হোয়ে যে আকাশ, বাতাস, গিরি, কানন সর্বত্র  
প্রাবিত ও পবিত্র করত, তার পরিচয় এখনও আমরা পেয়ে  
থাকি। সামবেদ গীত বিশেষ; “গান ক্রিয়াবিশেষঃ সাম”,  
কারণ স্বর ও ছন্দে ইহা সুশোভিত। অতএব বেদের  
প্রাচীনতা মানতে গেলে সামবেদাস্তর্গত গান ও স্তোত্র  
তথা সঙ্গীতের প্রাচীনতা অবশ্যই মানতে হবে।

ক্রমশঃ

\* স্বর্গত রামপ্রসাদ সেন মহাশয় বলেছেন—“দর্পণকারের এই মার্গদেশীর লক্ষণ ব্যঙ্গক শ্লোক এবং “মার্গ”  
এই নাম একত্বস্তর অনুসারে এই প্রতীতি হয় যে, প্রথম প্রচারিত গীতি অর্থাৎ যৎকালে গীত সকল কোন রীতির  
অনুগত হয় নাই, কেবল সাতটি স্বর মাত্র অবলম্বন করিয়া গান করা হইত, আর তাহা মাত্র একটিই হইয়াছিল,  
তাহাই ‘মার্গ-সঙ্গীত’ বলিয়া লক্ষ্য করা হইয়াছে। “মার্গ” এই শব্দের সাধারণ অর্থ পথ। যে সঙ্গীত প্রাথমিক—  
প্রথম স্বরূপ অর্থাৎ বাহা অবলম্বন করিয়া অনন্তর-জাত লোকেরা নানাদেশে নানা রীতিতে নানাপ্রকারে বিকৃত  
করিয়া সঙ্গীতরূপে উপস্থাপন করিয়াছে—ঐ অবলম্বিত বস্তুই মার্গ। ফল, মার্গসঙ্গীত বাহাই হউক, তাহা লইয়া অধিক  
বিদান প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বাহা দেশী, তাহারই সাধোপাধ বস্তু আমাদের জাতব্য ও জ্ঞেয়ব্য।

## স্বরলিপি

বড়হংস সারঙ্গ—ধমার

সুন্দর মনমোহন প্যারে নন্দতুলারে  
হোরী খেলন আয়ে মেরে ধাম।  
কোন নরল তিয়া তুমহে খেলায়ে,  
রঙ্গায়ে জগায়ে চারো যাম।

অধরন অঞ্জন পীক কপোলন  
জাধক তিলক লগায়ে।  
অবীর গুলাল মুখসে লপটায়ে  
তান তিলক সুর প্রভু কহাঁ পায়ে ॥

সচয়িতা—সুরসখী

স্বরলিপি—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পূর্ণ জাতি। স্বাভাবিক ঠাট। ধ—বাদী। রী—সংবাদী।

রা	মা	পা	ধা	পা	মা	রা	সা	রা	সা	-	রা	না	সা	সা
হু	ল	র	ম	ন	মো	০	০	হ	ন	০	পা	০	০	রে

সা	ধা	পা	মা	পা	না	সা	রা	না	-	-	-	রা	সা
ন	০	ল	হ	লা	০	০	০	০	০	০	০	০	রে

সা	রা	ধা	ধা	মা	পা	পা	মা	ধা	পা	মগা	মা	রা	-
হো	রী	০	থে	০	ল	ন	আ	০	য়ে	মে	০	০	০

রা	মা	পা	মা	ধা	মা	পা	মা	রা	পা	গা	মা	রা
ধা	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	ম

মা	পা	পা	ধা	সী	সী	-	রা	না	সী	সী	-	সী	-
কো	০	ন	ন	হ	ল	০	তি	য়া	০	তুম	০	হে	০

সী	না	সী	রা	-	সী	-	সী	না	সী	ধা	পা	মা	মা
থে	০	০	লা	০	য়ে	০	র	জা	০	০	০	০	য়ে

১<sup>৮</sup> পা ধা স<sup>১</sup> | র<sup>০</sup> সা | ২ ধা পা | ০ ধা মা পা | ৩ ধা স<sup>১</sup> মা পা |  
ক গা ০ | ০ ০ | ০ য়ে | চা ০ ০ | রো ০ ০ ০ |

১<sup>৮</sup> ধা পা মা | ০ গা মা | ২ রা ||  
যা ০ ০ | ০ ০ | ম ||

১<sup>৮</sup> ধা মা পা | ০ মা গা | ২ রা | ০ পা -১ -১ | ৩ পা পা -১ -১ |  
অ ধ ০ | র ন | অ ০ | ০ ০ ০ | ঙ ন ০ ০ |

১<sup>৮</sup> মা পা -১ | ০ ধা স<sup>১</sup> | ২ ধা পা | ০ মা ধা মা | ৩ পা মগা মা রা |  
পী ০ ০ | ক ০ | ০ ক | পো ০ ০ | ০ ল ০ ম ০ |

১<sup>৮</sup> রা -১ -১ | ০ রা রা | ৩ রা রা | ০ ন্ না -১ | ৩ সা -১ সা -১ ||  
জা ০ ০ | ব ক | তি ল | ক ল ০ | গা ০ য়ে ০ ||

১<sup>৮</sup> স<sup>১</sup> স<sup>১</sup> -১ | ০ স<sup>১</sup> ধা | ২ না স<sup>১</sup> | ০ র<sup>১</sup> না সা | ৩ স<sup>১</sup> -১ -১ -১ |  
অ বী ০ | ০ ০ | র ঙ | লা ০ ০ | ল ০ ০ ০ |

১<sup>৮</sup> সা না স<sup>১</sup> | ০ র<sup>১</sup> -১ | ২ স<sup>১</sup> স<sup>১</sup> | ০ নস<sup>১</sup> ধনা মা | ৩ পা -১ পা -১ |  
মু ধ ০ | সে ০ | ল প | টা ০ ০ ০ | ০ ০ য়ে ০ |

১' রী রী স'ধা | ০ ধা পা | ২ মা পা | ০ ধা সী -১ | ৩ সা রা পা -১ |  
তা ন তি ০ | ল ক হ র প্র ভু ০ | ক হা ০ ০ |

১' মধা পধা মপা | ০ গা মা | ২ রা ||  
পা ০ ০ ০ | ০ ০ | য়ে ||

বাঁট

১। ১' সী ধপা মপা | ০ মগা মরা | ২ সঃ রা | ০ মপা ধা পা | ৩ রা স'না সী ধপা |  
হু ল র ম ন মোহ নপা | য়ে ন ল ছ লা য়ে | হো রী ০ খে ল ন |

১' মপা নধা র'সী | ০ ধপা মরা | ২ রা ||  
আ ০ ০ ০ য়ে | মেরে ধা ০ | ম ||

২। ৩ মা ররা মপা ধা | ১ পপা পপা মগা | ০ মরাঃ রঃ | ২ রপা মা | ০ ধপা মগা মরা |  
হু ল র ম ন মো হ ন পারে নন্দ | ছা রা হোরী খে | ল ন আয়ে মেরে |

৩ রসা রমা পধা পমা | ১' রসা মগা মরা | ০ রসা রমা | ২ পধা পমা | ০ রসা মগা মরা |  
ধাম হুন্দ র ম ন মো হ ন আয়ে মেরে | ধাম হুন্দ র ম ন মো হ ন আয়ে মেরে |

৩ রমা রমা পধা পমা | ১' রা সা -১ |  
ধাম হুন্দ র ম ন মো হ ন ০

শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার, বি-এ

## ছোট লোফা বা জলদ লোফা

ইহা ছয়টি পূর্ণমাজা বা বারটি অর্দ্ধমাজার ছন্দ এবং সমপনী চারিটি পদে বিভক্ত। প্রত্যেকটি পদে ২½ মাজা অর্থাৎ তিনটি করিয়া অর্দ্ধমাজা। প্রথম শিক্ষার্থীগণ অর্দ্ধমাজা বুঝিতে পারিবে না বলিয়া প্রতি অর্দ্ধমাজাকেই মাজা ধরিয়া দেখান হইতেছে। শিক্ষার্থীগণ এইরূপ প্রত্যেকটি মাজাকে পূর সংখ্যায় প্রকাশিত লোফার এক একটি মাজার অর্ধেক বলিয়া জানিবে।

**ଲକ୍ଷ**

২                      ০                      +  
|        |        |        |        |        |        |  
তা   গুণ্গু   ধা   দা   দা   দি   ধা   (আ)   ভিন্  
  
০  
|        |        |  
(ইন্)   তেটে   তেটে ।

উক্ত বোলের পাঠ নিয়ে ছয় মাসব্যয় দেখান হইতেছে।

।                      ८                      ।                      ८                      ।                      ८                      ।  
 তা    শুক্ল    ধি    দি    দি    দা    ধিন্    তা    (আ)

তেটে তেটে ।

**লহর**

১। তা | শুভ | ধি | না | ধি | নি | দে | দে | না |  
 ০ | + | ০ |  
 দে | দে | না | তা | শুভ | ধি | না | ধি | নি |  
 ২ | ০ |  
 কে | টে | তা | ভে | টে | তা |

২।  $\begin{array}{ccccccc} & + & & & 0 & & \\ & | & | & | & | & | & | \\ ২। & (দা) & দা & ধে & নে & (এ) & কুর কুর) ৩ \text{ ঐ লঘু} \end{array}$

৩।  $\begin{array}{ccccccc} + & & & 0 & & & 2 \\ | & | & | & | & | & | & | \\ \text{ধেনে} & \text{নাগ} & \text{ধেনে} & \text{নাগ} & \text{ধেনে} & \text{ধেনে} & \text{ধেনে} \end{array}$

নাগ ধেনে নাগ ধেনে ধেনে ।

৪।  $\begin{array}{ccccccc} & + & & 0 & & & 2 \\ & | & & | & & | & | \\ \text{৪।} & \text{দ্রেগেঙ} & \text{দাধি} & \text{নিদা} & \text{ধেনে} & \text{ধেনে} & \text{নাক} & \text{ধেনে} \end{array}$

ধেনে    নাক    তেনে    তেনে    নাক ।

৫। ধেটে তাতা তিনি ধেটে তাতা কুবকুব

০

ভেটে      ভাদা      ধিনি      দেদে      দেদে      দেদে ।

## লহরের যুগ্ম

$\begin{array}{ccccccc} + & & & 0 & & & \\ | & | & | & | & | & | & \\ \text{धा} & \text{धा} & \text{धि} & (\text{इन}) & \text{धा} & \text{धा} \end{array}$

२    ०  
।        ।        ।        ।        ।  
धि (इन्) धा धा धा धा

## হাত

১। (পেঁরে ঘেনে নাক) ও ঐ লঘু।

২।  $\begin{array}{cccccccc} + & & 0 & & 2 & & 0 & \\ | & | & | & | & | & | & | & | \\ \text{ধে} & \text{না} & \text{ধে} & \text{না} & \text{তা} & \text{তা} & \text{থে} & \text{টা} & \text{ধে} & \text{না} \end{array}$   $\begin{array}{cccccc} 0 & & 2 & & & \\ | & | & | & | & | & | \\ \text{তাই} & \text{তাকে} & \text{তাকে} & \text{খ্যাও} & \text{তাকে} & \text{তাকে} \end{array}$   
 $\begin{array}{cc} | & | \\ \text{দা} & \text{দা} \end{array}$   $\begin{array}{ccc} 0 & & \\ | & | & | \\ \text{খ্যাও} & \text{তাকে} & \text{তাকে} \end{array}$

৩।  $\begin{array}{ccccccc} + & & 0 & & 2 & & \\ | & | & | & | & | & | & | \\ \text{ধেই} & \text{তেনে} & \text{ঘেনে} & \text{দাধি} & \text{নাক} & \text{খেই} & \text{খেই} \end{array}$   
 $\begin{array}{cccc} 0 & & & \\ | & | & | & | \\ \text{তেনে} & \text{ঘেনে} & \text{দাধি} & \text{না} & \text{খেই} \end{array}$

৪।  $\begin{array}{ccccccc} + & & 0 & & & & \\ | & | & | & | & | & | & | \\ \text{তাধি} & \text{তাধি} & \text{তাধি} & \text{তাধি} & \text{তাধি} & \text{তাধি} & \text{তাধি} \end{array}$   
 $\begin{array}{cccccc} 2 & & 0 & & & \\ | & | & | & | & | & | \\ \text{তেরে} & \text{খেটা} & \text{তাধি} & \text{দা} & \text{খেই} & \text{য়া} \end{array}$

### মুচ্ছন

$\begin{array}{cccc} + & & 0 & \\ | & | & | & | \\ \text{ঝে} & \text{না} & \text{ঝে} & \text{না} & \text{ঝে} & \text{না} \end{array}$

$\begin{array}{cccccc} 2 & & 0 & & & \\ | & | & | & | & | & | \\ \text{গুরুগুরু} & \text{গুরুগুরু} & \text{ঝে} & \text{না} & \text{থে} & \text{টা} \end{array}$

### শ্লোক

১।  $\begin{array}{ccccccc} + & & 0 & & 2 & & \\ | & | & | & | & | & | & | \\ \text{গউ} & \text{রগ} & \text{উর} & \text{গউ} & \text{রনি} & \text{তাই} & \text{ছুটা} & \text{ছুটি} \end{array}$   
 $\begin{array}{cccccc} 0 & & + & & & \\ | & | & | & | & | & | \\ \text{ছুটি} & \text{ভাই} & \text{ভাই} & \text{ভাই} & \text{ছু'তিনি} & \text{তিনি} & \text{তিনি} \end{array}$

মুখে আবৃত্তি করিতে করিতে উচ্চারিত শব্দগুলির সঙ্গে মৃদঙ্গধ্বনির সামঞ্জস্য করিয়া অতি মৃদু আঘাতে বাজাইতে হইবে। এই সময় গায়কগণকে মৃদুভাবে এক পদের আবৃত্তি করিতে হইবে এবং করতাল বাদন বন্ধ রাখিতে হইবে।

২।  $\begin{array}{ccccccc} + & & 0 & & & & + \\ | & | & | & | & | & | & | \\ \text{তটে} & \text{তটে} & \text{তটে} & \text{খ্রীষ} & \text{মুনা} & \text{তটে} & \text{বাজা} \end{array}$   
 $\begin{array}{cccccc} 0 & & + & & & \\ | & | & | & | & | & | \\ \text{(ও)ত} & \text{কাল} & \text{নী} & \text{পনি} & \text{কটে} & \text{বাজা} & \text{(ও)ত} \end{array}$   
 $\begin{array}{cccccc} 0 & & 2 & & 0 & \\ | & | & | & | & | & | \\ \text{ঘন} & \text{মোহ} & \text{নবে} & \text{(এ)গু} & \text{মধু} & \text{রম} & \text{ধুর} & \text{বাজা} \end{array}$   
 $\begin{array}{cccccc} + & & 0 & & & \\ | & | & | & | & | & | \\ \text{(ও)ত} & \text{কাহু} & \text{রাই} & \text{রাই} & \text{রাই} & \text{বিনো} & \text{দিনী} \end{array}$   
 $\begin{array}{cccccc} 2 & & 0 & & + & \\ | & | & | & | & | & | \\ \text{ধনি} & \text{তপ} & \text{নত} & \text{নয়া} & \text{ঘা} & \text{টে} & \text{(এ)স} & \text{তপ} & \text{নত} \end{array}$   
 $\begin{array}{ccc} 0 & & \\ | & | & | \\ \text{নয়া} & \text{ঘা} & \text{টে} & \text{(এ)} \end{array}$

তটে=তেটে, খ্রীষমুনা=ত্রেদাগেনা, বাজা(ও)ত=গধেইতা, কাল=কতা, প=ক, কটে=কতা, ঘন=ঘেনা, মোহনবেগু=গেঘেনা, গেনা, মধুর=গেঘেত্রে, ব.হু=কনা, রাই=ত্রে, বিনোদিনী ধনি=গেনাজেনা, ঘেনা, স-খ ইত্যাদি।

ত্রৈলোক্য:

## ঐক্যতানিক এস্রাজের গৎ

ইমন-কল্যাণ-কাওয়ালী

রচনা—প্রফেসর শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আম্ভারী

II সঁ<sup>০</sup> না ধা পা | -<sup>১</sup> ক্কা গা -<sup>+</sup> পা রা -<sup>১</sup> গা | রা<sup>৩</sup> -<sup>১</sup> সা -<sup>১</sup> I  
 সঁ<sup>০</sup> গা রা গা | রা<sup>১</sup> সা ন্ সা | ধা<sup>+</sup> ন্ সা রা | গা<sup>৩</sup> রা সা -<sup>১</sup> I  
 সঁ<sup>০</sup> সা রা রা | গা<sup>১</sup> গা ক্কা ক্কা | রা<sup>+</sup> রা গা ক্কা | পা<sup>৩</sup> ধা না ধা II

অস্তুরা

I সঁ<sup>০</sup> না ধা পা | -<sup>১</sup> ক্কা গা -<sup>+</sup> পা -<sup>১</sup> পা -<sup>৩</sup> পা ধা পা সঁ<sup>১</sup> I  
 -<sup>০</sup> সঁ<sup>১</sup> সঁ<sup>১</sup> সঁ<sup>১</sup> | ধা<sup>১</sup> না সঁ<sup>১</sup> রা<sup>+</sup> | গা<sup>১</sup> রা<sup>১</sup> সঁ<sup>১</sup> -<sup>১</sup> | গা<sup>৩</sup> গা<sup>১</sup> রা<sup>১</sup> রা<sup>১</sup> I  
 না<sup>০</sup> না<sup>১</sup> ধা<sup>১</sup> ধা<sup>১</sup> | ক্কা<sup>১</sup> ক্কা<sup>১</sup> গা<sup>১</sup> গা<sup>১</sup> | রা<sup>+</sup> রা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> -<sup>১</sup> | সঁ<sup>৩</sup> না<sup>১</sup> ধা<sup>১</sup> না<sup>১</sup> I  
 ধা<sup>০</sup> পা<sup>১</sup> ধা<sup>১</sup> পা<sup>১</sup> | ক্কা<sup>১</sup> পা<sup>১</sup> ক্কা<sup>১</sup> গা<sup>১</sup> | ক্কা<sup>১</sup> গা<sup>১</sup> রা<sup>১</sup> গা<sup>১</sup> | রা<sup>৩</sup> সা<sup>১</sup> ন্ সা<sup>১</sup> I  
 সঁ<sup>০</sup> রা<sup>১</sup> গা<sup>১</sup> ক্কা<sup>১</sup> | পা<sup>১</sup> ধা<sup>১</sup> না<sup>১</sup> সঁ<sup>১</sup> | না<sup>+</sup> ধা<sup>১</sup> পা<sup>১</sup> ক্কা<sup>১</sup> | পা<sup>৩</sup> রা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> ন্ II

ক্রমঃ:

\* গত এস্রাজবাদ নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনীতে উক্ত গংথানি বাদিত হইয়াছিল।



## সঙ্গীতচ্ছটা

(পূর্বস্বরূপি)

শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন স্মৃতিভারতী

সঙ্গীতে “কীর্তন” জিনিষটী খুব উচ্চাঙ্গের বটে। পছন্দ করেন না। উহার স্বরূপতা আমি ইতঃপূর্বে “কীর্তন ও চপের পার্থক্য” প্রবন্ধে যথাসক্তি বুঝাইয়াছি। “চপ” দ্বারাও কীর্তনের প্রতিচ্ছায়া গ্রহণ ব্যতীত স্বরূপতা লাভ হইতে পারে না। আসল কীর্তন সম্বন্ধে বাহা লিখিয়াছি তাহা প্রকৃতই ঠিক হইয়াছে। একটা ঋপদ বা দাদা, ঠংরী, গজল অপেক্ষা কীর্তন কঠিন ও কম নয়। ইহার তাল লয়াদি কম জটিলতা পূর্ণ নয়। খেয়াল গান যেরূপ ক্ষেত্র পাইয়া বিস্তীর্ণলাভ করে কীর্তনেও তদ্রূপ হইয়া থাকে। বহু উচ্চ-নীচতার দ্বন্দ্ব হিসাবে খেয়াল অপেক্ষা কোনও কীর্তনে রাগ রাগিণী অনেক রস প্রস্রবণ করে এবং অনেক প্রকার তান ও কর্তবাদি দ্বারা শোভিত হয়। সুতরাং কীর্তন কিছুতেই খাম-খেয়ালে শিক্ষা ও লোকরসক হইতে পারে না।

টিল্পনী—যত্রোপবেশ্যতে রাগঃ আস্থায়ীতুচ্যতেহি সঃ।

আভোগ স্বস্তিমো ভাগো গীত পূর্বব্রহ্মচকঃ ॥—(সঙ্গীত-দর্পণ)।

ঐবা ভোগান্তরে কচ্ছিত্ব কন্তোস্তরাভিধঃ।

এতৎ সংমিশ্রণাধ্ব সঙ্কারীতি নিগদাতি ॥—(হরিনামক কৃত সঙ্গীতসার)।

গানের প্রথম ভাগের নাম আস্থায়ী যাহাকে মহাবা বা ধূয়া (ঐব) বলে। গানের দ্বিতীয় ভাগের (কলির) নাম অন্তরা। ইহার নিয়ম মধ্য সপ্তকের মধ্যস্থান হইতে আরম্ভ হইয়া তার সপ্তকের সা-এ আরোহণ করতঃ তৎপরে কিকিৎ বিশ্রামান্তর রাগ বিশেষে আরও উপরে গিয়া নামিয়া আসে, কেহবা সা হইতে নামিয়া আস্থায়ীর সুরের সঙ্গে মিশিয়া সমাপন হয়। গানের তৃতীয় ভাগের নাম সঙ্কারী—ইহার নিয়ম গানের আস্থায়ী ভাগ যে মধ্য সপ্তকে সম্পাদিত হয় তাহারই উচ্চাংশ হইতে অবরোহণ করিয়া গায়কের সাধামত খাদ সপ্তকের কতক দূর পর্য্যন্ত নামিয়া আবার আরোহণ করতঃ সা-এ সমাপ্ত হয়। তৎপরে গানটী পুনরায় অবরোহণ করিয়া মধ্য সপ্তকের কোন স্থানে সমাপ্ত হয়। এইপ্রকার অবস্থাপন্ন কলিকে বা ভাগকে আভোগ বলে। কোনওস্থানে উপরিউক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। ঋপদেই উক্ত নিয়ম সর্বদা থাকে। খেয়াল কোন কোন গানে থাকে, আর অন্তরার গ্রাম অন্তান্ত কালে দেখা যায়। কিন্তু কীর্তনে আস্থায়ী ও আভোগে কর্তবাদির ব্যবহার নিত্য সিদ্ধ।

এইটুকু মাত্র বলায় আত্মা ও আভোগে ইহার কার্য-  
কার্যের সৌন্দর্য উপভোগ করা খেলালাদি অপেক্ষা কম  
নয়। কোনও শ্রেণীর রাগিণী কীর্তনে তানাতি সহযোগে  
অধিক আনন্দদায়ক ও নানাবিধ কার্যব্যর্থতায় শ্রেষ্ঠত্ব-  
লাভ করিয়া থাকে অবশ্য অন্তরা ও সঙ্গারীতে তাহার  
ভেমন শিল্প-বৈচিত্র্য নাই যাগা খেলালে থাকে। বিশেষতঃ  
বৈষ্ণব-ধর্মাবলম্বীগণ এই কীর্তনকে সাধনার প্রধান  
উপাদান মনে করেন। শ্রীগোরাঙ্গদেব, চণ্ডীদাস, বিজ্ঞাপতি,  
বায়ের নাটকগীতি...

অরূপ রামানন্দ সনে পড়ে প্রভু রাতি দিনে  
গায় শুথে পবমানন্দ।

ইহা দ্বারাও কীর্তনের বৈশিষ্ট্য সূচিত হইয়াছে। এই  
কীর্তন যদি সৃষ্টি না হইত তবে সঙ্গীতের অপূর্ণতা কতটুকু  
থাকিত তাহা সঙ্গীত শিল্পী বিচার করিয়া দেখিবেন।

এখনও নব্বইশে খ্রিস্টাব্দে সময় গণেশ প্রভৃতি  
কীর্তনীয়াদের কীর্তন যাগবা শুনে উহা বা বতটুক  
পবিত্র হইল—যতটুক অস্তিত্ব গানে হইল না। এপদেব  
সঙ্গীত আধ্যাত্মিকতা হিসাবে কীর্তনের যেমন যোজন্য  
চলে, খেলালের সঙ্গে ও রাগাদির ব্যবহার ও তালাদির  
ব্যবহারের তুলনা চলে।

এক্ষণে আমাদের দেখা কর্তব্য, এই কীর্তন গানেব  
রচয়িতা কে কে এবং তাঁহাদের নাম, ধাম কোথায়  
এবং কে কি রকম লোক ছিলেন। কারণ, পদকর্তাগণ  
সকলেই ঋষিকল্প ছিলেন—ইহাও কম গোবরের কথা নয়।

প্রথমেই কবি বিদ্যাপতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।  
বিদ্যাপতি মিথিলা নিবাসী এবং জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন।  
তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয় কাব্য-  
কাননের অপূর্ণ মধুচক্র তাঁর পদাবলী। কেবল মৈথিলী  
সাহিত্য বলিয়া নহে, বঙ্গ-সাহিত্যেও ইহাব একটা বিশিষ্ট  
স্থান আছে।

বংশাবলী

বিষ্ণুশর্মা

হরাদিত্য

ধর্মাদিত্য

দেবাদিত্য

বাবেশ্বর জয়দত্ত

গণপতি

বিদ্যাপতি

হরপতি

রতিধর

রঘু

বিশ্বনাথ

পাতাধর

নাবায়ণ

দিনমণি

তুলাপতি

একনাথ

ভাইয়া

নাট্য

ফণিলাল

বনমালী

বদরীনাথ

পুত্রগণ

পুত্রগণ

এই উভয় পক্ষের পুত্রগণের বংশধরগণ জীবিত আছেন।

বিদ্যাপতির পিতা মিথিলাদিপতির বন্ধু ছিলেন। তিনি নিজে পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পুর্নপুর্ন বীরেশ্বরের প্রণীত 'দশকর্ম'। 'বীরেশ্বর-পদ্ধতি' ক্রমে 'দশকর্ম' হয়। ইহার খুগুপিতামহ 'স্মৃতি-রত্নাকর' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। মিথিলার রাজা শিবসিংহদেব বিদ্যাপতিকেকে যথেষ্ট প্রীতি, উৎসাহ ও সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্ম সময় তাম্রশাসনে লেখা আছে—অনল বঙ্কগণ লকণন নরবইসক সমুদ্রকর অগিনী সমী। তাৎপর্য—১৩২৭ শকাব্দ চৈত্রমাসের ষষ্ঠী তিথি। রাজা শিবসিংহ, বিদ্যাপতিকেকে দারভাঙ্গার সীতাকারী মহেন্দ্রমার কমলা নদীর তীরে বিস্তার ভূসম্পত্তি দান করেন। শিবসিংহের পত্নী, রাজ্ঞী লছিমাদেবী বিদ্যাপতিকেকে শ্রদ্ধা করিতেন। বিদ্যাপতির স্বরচিত পদ দ্বারা জানা যায়—গয়াসুন্দর ও নগির সাহ উভয়েই বিদ্যাপতিকেকে যথেষ্ট অত্যাচার করিতেন। প্রথমে ইনি 'শৈব-সঙ্গীত', 'গঙ্গা-বাক্যাবলী' ও 'ভূগা-জি-তরঙ্গিণী' রচনা করেন। পদে পদে "কবিকঠহার" উপাধি দেখা যায়। পরিশেষে তিনি 'পুরুষ পরীক্ষা', 'দান বাক্যাবলী', 'বধকৃত্তা', 'বিভাগ সার' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং বৈষ্ণবসকলের শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়া জীবমুক্তরূপে কেবল রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গান তৈয়ারী করিয়া জগতের হিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পদাবলী সম্ভবতঃ প্রলয় পয্যন্ত ও নূতনই তাগ না করিয়া অলৌকিক শক্তি সম্পন্নতার পরিচয় দিবে। এক্ষণে চণ্ডীদাস সঙ্ক্ষে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিতেছি।

২। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমসাময়িক লোক ছিলেন। জাতিতে ব্রাহ্মণ, বীরভূম জিলায় নাম্নুর গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। বাড়ীতে শিলাময়ী বাগুলী বা বিশালাক্ষী দেবী আছেন। প্রথম জীবনে চণ্ডীদাস এই দেবীর উপাসনা করিতেন এবং বাগুলীর আদেশে পদ রচনা আরম্ভ করেন—"কহে বড় চণ্ডীদাস বাগুলীর বরে" ইত্যাদি অনেক নিদর্শন দেখা যায়।

চণ্ডীদাস\* বিদ্যাপতির গুণমুগ্ধ হইয়া গঙ্গাতীরে সাক্ষাৎ করেন এবং পরম্পরের মধ্যে কবিতা প্রভৃতি সাহিত্য-রসের আদান প্রদানে মিত্রতা হয়। বিদ্যাপতির লছিম ও চণ্ডীদাসের রামী নাম্নী রজকিনীর কথা আছে। যথা :—  
নিতোর আদেশে বাগুলী চলিল সহজ জানাবার তরে।  
ক্রমিতে ক্রমিতে নাম্নুর গ্রামেতে প্রবেশ যাইয়া করে ॥  
বাগুলী আসিয়া চাপড় মারিয়া চণ্ডীদাসে কিছু কয়।  
সহজ ভজন করহ যাজন ইহা ছাড়া কিছু নয় ॥  
ছাড়ি জপতপ করহ আরোপ একতা করিয়া মনে।  
যাহা আমি কহি তাহা শুন তুমি শুনহ চৌষটি সনে ॥  
বস্ত্রতে গৃহেতে করিয়া একত্র ভজহ তাহারে নিতি।  
বাণের সহিতে সদাই যজিতে সহজের এই রীতি ॥  
দক্ষিণ দেশেতে না যাবে কদাচিত্তে, যাইলে প্রমাদ হবে।  
এই কথা মনে ভাবি রাত্রি দিনে আনন্দে থাকিবে তবে ॥  
রতি পরকীয়া যাহারে কহিয়া সেই সে আরোপ সার।  
ভজন তোমারি রজক বিয়ারী রামিনী নাম যাহার ॥  
বাগুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে শুনহ যিজের হৃত।  
এ কথা লবেনা, না জানে যে জনা সেই সে কলির ভূত ॥

( রাগাঙ্গক পদ )

এই সকল পদে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, প্রত্যেক পদ ধর্ম শাস্ত্রাস্তর্গত ও সাধনার বস্তু। অবশ্য ক্রীণোরঙ্গ এই ভাবের ভজন সাধারণ জীবের পক্ষে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। এই কবিগণ সাহিত্যিক হিসাবে আদি প্রবর্তক বলা যাইতে পারে। ইহাদের নিকট এই দেশ সঙ্গীত ও বাংলা সাহিত্য চর্চায় ঋণী। তাঁহার 'কৃষ্ণ-লীলা-কীর্তনে' যেরূপ কল্পনাশক্তি, রচনা পারিপাট্য, রস-মাধুর্য্য এবং সুগলিত ছন্দের পরিচয় দিয়াছেন, সেরূপ এ যুগে বিশেষ দেখা যায় না। তাঁহার রচনায় আদিরস বহুল। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস অপেক্ষা পণ্ডিত ছিলেন। চণ্ডীদাস বাগালী কবি; এজন্য তিনি আমাদের অনেকটা নিজস্ব।

\* চণ্ডীদাস শুনি বিদ্যাপতির গুণ দরশনে ভেল অহুরাগ।  
হুই আলিঙ্গন করল তখন...ইত্যাদি।

৩। জ্ঞানদাস একজন বৈষ্ণব কবি। তাঁহার রচিত বহু গান প্রচলিত আছে। তিনি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের হন্দ ও ভাষার অনুকরণে পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্য চরিতামৃত নিত্যানন্দ শাখা বর্ণনায় ইহার উল্লেখ আছে। অত্যাশ্রয় বৈষ্ণব গ্রন্থে তাঁহার নাম দেখা যায় না। যথা— “পিতাম্বর আচার্য্য জ্ঞানদাস দামোদর।

শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর।”

নিত্যানন্দের দ্বিতীয়া পত্নী জাহ্নবী দেবীর নিকট তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। কোন কোন পদে নিজ গুরু নিত্যানন্দের পরিচয় পাওয়া যায়। একবার খেৎরীতে মহোৎসবে দেবী জাহ্নবী সহ জ্ঞানদাস, বৃন্দাবন দাস প্রভৃতি গিয়াছিলেন। এই সব ঘটনা ‘নরোত্তম বিলাস’ ও ‘ভক্তি রত্নাকর’এ পরিষ্কার লেখা আছে। বীরভূমের একচক্রা গ্রামে নিত্যানন্দের জন্ম হয়। তার দুই ক্রোশ দূরে কাঁদাড়া মাদারা পাশাপাশি গ্রামে কাঁদাড়াতেই জ্ঞানদাসের জন্ম। যথা, ভক্তি রত্নাকরে—

“রাঢ়দেশে কাঁদড়া নামেতে গ্রাম হয়।

তথায় বসতি জ্ঞানদাসের আলায় ॥”

দীক্ষার পরই তিনি কৃষ্ণগ্রামে বিহ্বল হন। পদে পাওয়া যায় তিনি খ্যাতনামা গায়ক ও বাদক ছিলেন। বৈরাগ্য প্রবণতায় বিবাহ করেন নাই। তাঁহার উৎসব প্রতি পৌষ-পূর্ণিমায় মহোৎসব হয়। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত কোতুলপুর গ্রামে তাঁহার বংশধরগণ মঙ্গল ঠাকুরের বংশ নামে খ্যাত। জ্ঞানদাসকে গোস্বামী বলিয়া তখনকার সময়ে সকলে ডাকিত। তজ্জন্তু তাঁহার জাতিগণ গোস্বামী বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

৪। রায় শেখর একজন বৈষ্ণব পদাবলীকার। বর্জমান জেলায় বাড়াস গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি শ্রীধরবাসী রঘুনন্দন গোস্বামীর শিষ্য এবং নিত্যানন্দ বংশোদ্ভব। গোবিন্দদাসের পর তিনি পদ রচনা করেন। কেহ কেহ চন্দ্রশেখরও বলেন। রায় শেখর সঙ্গীতে

তখনকার সময় খুব লক্ষপ্রতিষ্ঠ ছিলেন। লোকসমাজে সঙ্গীতপিরাসী বলিয়া শিশুকাল হইতেই পরিচিত ছিলেন। ‘গৌরলীলা’য় ইহার বহু স্থূললিত পদ আছে।

৫। গোবিন্দদাস একজন বৈষ্ণব কবি। জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। চৈতন্যদেবের পরিকর চিরঞ্জীব সেনের কনিষ্ঠ পুত্র গোবিন্দদাস কাটোয়ার অন্তর্গত শ্রীখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ‘ভক্তমালা’, ‘ভক্তি রত্নাকর’ ও ‘নরোত্তম বিলাস’ প্রভৃতি গ্রন্থে গোবিন্দদাসের পরিচয় পাওয়া যায়। চিরঞ্জীব পূর্বে কুমার নগরে বাস করিতেন। পরে দামোদর সেনের কন্যা বিবাহ করিয়া শ্রীখণ্ডে বাস করিতেন। ইহার মাতার নাম সুনন্দা। অগ্রজ রামচন্দ্র নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি পূর্বে শ্রীনিবাসাচার্য্যের নিকট দীক্ষিত হন। গোবিন্দদাস প্রথম বয়সে শক্তির উপাসক ছিলেন। গদাধর প্রভৃতি তিরোধানের সংবাদ জ্ঞাত হইয়া বিবেকাধিক্যে আচার্য্য শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে চলিয়া যান, তখন গোবিন্দ দাস বুধরী গ্রামে থাকিতেন। আচার্য্য আসিয়া গোবিন্দদাসের বাটীতে থাকেন। এখানে তিনি গোবিন্দের মুখে পদাবলী শুনিয়া আত্মহারা হন। তাঁহারই অমুরোধে গোবিন্দ গীতামৃত রচনা করেন। রচনা-চাতুর্ধ্যের মাধুর্য্য দেখিয়া তাঁহাকে “কবিরাজ” উপাধি দেন। জীব গোস্বামী প্রভৃতি এই গ্রন্থটি আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। গোবিন্দ জাহ্নবী দেবী সহ বৃন্দাবনে যান। তৎকালে গোপাল ভট্ট, জীব গোস্বামী প্রভৃতি বৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছিলেন। বৃন্দাবন হইতে আসিবার পর নরোত্তম ঠাকুরের পিতৃব্য পুত্র রাজা সন্তোষ দত্তের অমুরোধে তিনি সঙ্গীত মাধব নাটক রচনা করেন। নরোত্তম বিলাসে আছে তাঁহার একমাত্র পুত্র দিব্য সিংহ পিতার ছায়া ভক্ত হইয়াছিলেন। চৈতন্য চরিতামৃত একাধিক গোবিন্দের উল্লেখ দেখিতে পাই। মিথিলা অঞ্চলেও একজন কবি ছিলেন। তিনিও অনেক পদ রচনা করেন।

ক্রমশঃ

## স্বরলিপি

বাউল—দাদরা

চাঁদ যখনি মুখ লুকাবে  
যাইও বন্ধু চলে  
যাইও তুমি নাম্লে আঁধার  
পদ্ম দীঘির জলে।

ফুলগুলি সব বরবে যখন  
আসবে রে তোর যাবার লগন  
শুকিয়ে যাবে চম্পা মালা  
বন্ধু তোমার গলে।

যাবার কালে একটী কথা  
কইব কানে কানে  
সেই কথাটি থাকে যেন  
তোমার প্রাণে প্রাণে।

তুমি আমার ছায়া তরু  
তুমি গেলে রইবে মরু  
অনল হইয়া জ্বলবে বন্ধু  
আমার হিয়া তলে।\*

কথা—শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য্য

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীশৈলেশ দত্তগুপ্ত

$  \begin{array}{c}  + \\  [ \text{রা} \quad - \quad \text{সা} ] \quad ২ \\  11 \text{ সর} \quad - \text{জর} \quad \text{সা} \quad \text{সং} \quad \text{ধা} \quad - \text{গা} \quad \text{সা} \quad - \quad \text{সা} \quad \text{রা} \quad \text{সা} \quad - \text{রা} \quad \text{I} \\  \text{চাঁ} \quad \text{ও} \quad \text{খ} \quad \text{খ} \quad \text{নি} \quad \text{ও} \quad \text{মু} \quad \text{খ} \quad \text{লু} \quad \text{কা} \quad \text{বে} \quad \text{ও}  \end{array}  $											
$  \begin{array}{c}  \text{মা} \quad \text{মা} \quad - \quad \text{গরা} \quad - \text{সা} \quad \text{রা} \quad \text{I} \quad \text{গা} \quad \text{রসা} \quad - \quad \text{রা} \quad \text{সা} \quad - \quad \text{রা} \quad \text{I} \\  \text{যাই} \quad \text{ও} \quad \text{ও} \quad \text{ব} \quad \text{ও} \quad \text{নু} \quad \text{ধু} \quad \text{চ} \quad \text{লে} \quad \text{ও} \quad \text{ও} \quad \text{ও}  \end{array}  $											
$  \{ \text{মা} \quad \text{পা} \quad - \quad \text{পা} \quad \text{পা} \quad - \quad \text{I} \quad ( - \text{মপা} \quad - \text{ধগা} \quad - \text{ধপা} \quad   \quad - \text{মগা} \quad - \text{রজা} \quad - \text{রসা} ) \} \quad \text{I} \\  \text{যাই} \quad \text{ও} \quad \text{ও} \quad \text{ডু} \quad \text{মি} \quad \text{ও} \quad \text{ও} \quad \text{ও} \quad \text{ও} \quad \text{ও} \quad \text{ও} \quad \text{ও}  $											
$  \begin{array}{c}  \text{পা} \quad - \quad \text{পা} \quad \text{পা} \quad \text{পা} \quad - \text{ধা} \quad \text{I} \quad \text{মা} \quad - \text{পা} \quad \text{পা} \quad \text{গা} \quad \text{ধা} \quad \text{পা} \quad \text{I} \\  \text{না} \quad \text{মু} \quad \text{লে} \quad \text{আ} \quad \text{ধা} \quad \text{বু} \quad \text{প} \quad \text{দু} \quad \text{ম} \quad \text{দী} \quad \text{ঘি} \quad \text{র}  \end{array}  $											
$  \begin{array}{c}  \text{মা} \quad \text{গা} \quad - \text{রা} \quad \text{রা} \quad - \text{জা} \quad - \quad \text{I} \quad \text{I} \\  \text{জ} \quad \text{লে} \quad \text{ও} \quad \text{রে} \quad \text{ও} \quad \text{ও}  \end{array}  $											

\* এই গানখানি শ্রীযুক্ত সন্তোষ সেনগুপ্ত কর্তৃক "সেনোলা" রেকর্ডে গীত হইয়াছে।

II	+	মা	-	পা	২	পা	পা	-ধা I	পা	-গা	গা	ধা	পা	ধা	I	
		ফ		ল		লি	স	ব	ঝ	ঝ	বে	ঘ	খ		০	
		-	-	-পা	-	-	-	- I	পা	-ধা	গা	সাঁ	রাঁ	-	I	
		০	০	ন	০	০	০	আ	স	বে	রে	তো	ঝ			
		সাঁ	পা	-গা	গা	গা	-	I	-ধা	-ধা	-ধা	-পা	-	-মা	I	
		যা	বা	ঝ	ল	গ	০	০০	০০	০	০	০	০	ন		
		মা	পা	পা	পা	পা	-	I	পা	-	পা	পা	পা	-ধা	I	
		ঙ	কি	য়ে	যা	বে	০	চ	ম	পা	মা	লা		০		
		মা	-গা	গা	ধা	পা	-	I	মা	গা	-রা	রা	-জা	-	II	
		ব	ন	ধু	তো	মা	ঝ	গ	লে	০	রে	০	০			
II	+	সা	রা	-	২	রা	রা	-	I	সরা	-সা	গা	ধা	পা	-	I
		যা	বা	ঝ	কা	লে	০	এ০	ক	ট	ক	খা		০		
		ধা	সা	সা	রা	রা	-	জা	I	সা	রা	-	-	-	-	I
		ক	ই	ব	কা	নে	০	কা	নে	০	০	০	০			
		রা	-মা	মা	মা	মা	-	I	রা	মা	-	পা	ধা	-	I	
		সে	ই	ক	খা	টা	০	খা	কে	০	যে	ন		০		
		পা	মা	-	গা	সা	-	রা	I	গা	রসা	-	-	-	-	I
		তো	মা	ঝ	প্রা	ণে	০	প্রা	ণে	০	০	০	০			

মা পা -া পা পা -ধা I পা গা -া ধা পা -ধা I  
তৃ মি ০ আ মা ঝ ছা যা ০ ত ক ০

-া -া -পা -া -া -া I পা ধা -গা সা রা -া I  
০ ০ ০ ০ ০ ০ তৃ মি ০ গে লে ০

গপা গা গা গা গা -া I -ধগা -ধগা -ধা -পা -া -মা I  
র ই বে ম ক ০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ০

মা পা -া পা -া পা I পা -া পা পা পা -ধা I  
অ ন ল হ ই যা জ ল বে বন্ ধু ০

মা গা -া ধা পা -া I মা গা রা রা -জা -া II II  
আ মা ঝ হি যা ০ ত লে ০ রে ০ ০

## গান

ভাটিয়ালী

শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘটক

ওরে ঐ ভাঙা মেঘের ফাঁকে,  
চোখ ইসারায় চাঁদের কিরণ  
আমায় কেবল ডাকে ॥

কোন্ রূপসী স্বদূর দেশে,  
মেঘের ভেলায় বেড়ায় ভেসে,  
চাঁদের কিরণ তার সে কেশে  
ঢেকেই কেবল রাখে।

উজ্জল তারার সাদী পড়া তার  
কাজল টানা আঁপি;  
ও সে নীল গগনে ভেসে বেড়ায়  
চাঁদ হুসমা মাখি'।

ওরে তার সে কাজল আঁখির মায়া  
আমার মন মুকুরে ফেলছে ছায়া,  
আজি কল্পনাতে তারই কায়া

পরান আমার আঁকে। —“রূপালী”

## স্বরলিপি

## ইমন-কলাগ-সুস্মা

যো বোলতা মাচ বরুকার

জিন্কা। রহে কায়েম্‌ দিন্‌।

ই গুণাগার তু বাক্‌সান্‌হার দাতা বিধাতা

আনন্দ্ রহে শুভদিন্ ॥

সংগ্রহ—ওস্তাদ মেহেদী হুসেন খাঁ

স্বরলিপি—শ্রীমত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ

## આશ્વાસી

II গরা কগা পক্কা ধপক্কা | কগা -রা -সা | ন্ -রগ। -রা সা | মন্ -ধা ধা I  
যো ০ বো ল্ তা ০ ০ সা ০০ ০ চ ব ব ক।

না	-না	-সা	-সা	নসা	রগা	রগা	গপা	জপা	ধক্ষা	ক্ষা	-রগা	-রা	-সা II
রা	০	০	৩	জিন্	কা০	রহে	কা	ঘেম	দি	০	০০	০	ন

## ଅକ୍ଷରୀ

II <sup>+</sup>পগাঃ ক্রাধঃ সর্গান <sup>৩</sup>রর্মা -র্মা নধা ননা | <sup>০</sup>ধনসর্র্মর্মা ধনপা পনধনা | <sup>১</sup>ধপঃধঃ ক্রা: পরগা রসা I  
 হ গুণা গা বৃত্ত ০ বাক্ সান্ হা০০০০০ ০ র দা০০০ তা বি ধা ০০ ০তা

নন্দা	রগা	রগা	গপা	কপাধ	কাঁ-কাঁ	-রগা	-রা	সা
আন	অ০	রহে	ও	০	ডি	০	০০	০ ন

**ভ্রম সংশোধন**—গত ভাঙ্গ মাসের “দালিত্র ছুড়ভজন” গানের দ্বিতীয় ও চতুর্থ লাইনে “সেবা তু করোরে”র স্থলে “সেবা তু করলে” এবং তৃতীয় লাইনে “গুরুকী সেবা”র স্থলে “গুণকী সেবা” হইবে।



## স্বরলিপি

### পটদীপ—একতালি

বেদনার ব্যথা নয়নের জল  
হীনতার লাজ শত,  
দীনতার রাশি, অভাগার আশা  
জীবনের ভুল যত  
তাই দিয়ে রচি তব উপচার  
তব পদে নমি নমি শতবার  
জাগো হে দেবতা আজ,  
দীনতা ঘুচায়ে কর দূর আজি  
হীনতার যত লাজ ॥

কথা—শ্রীচুলালচন্দ্র মিত্র, বি-এ

সুর ও স্বরলিপি—কুমারী এমারাণী মিত্র

### আল্লামারী

০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
পা	পা	ধপা	পা	মজা	মা	পা	না	না	-স'না	ধা	পা	:
বে	দ	না০	র	ব্য ০	থা	ন	য়	নে	০ র	জ	ল	:

পা	মা	ধপা	পা	মা	জা	সমা	জমা	জা	রা	সা	-া	:
হী	ন	তা০	র	লা	জ	শ ০	০০	০	ত	০	০	:

পা	সা	মা	জা	মা	মা	পা	পা	পা	মা	ধা	পা	:
দী	ন	তা	র	রা	শি	অ	ভা	গা	র	আ	শা	:

জা	মা	পনা	স'র'া	স'া	-া	নস'া	নস'া	না	ধা	-পা	-া	:
জী	ব	নে০	০ র	তু	ল্	য ০	০০	০	ত	০	০	:

অস্তর

০	পা	-	পা	১	ধপা	মজা	মা	২	পা	না	না	৩	সাঁ	সাঁ	-
	তা	ই	দি		য়ে০	র০	চি		ত	ব	উ		প	চা	বু

পা	না	সাঁ	মজা	রাঁ	সাঁ	সাঁ	সাঁ	সাঁ	সাঁ	ধা	পা
ত	ব	প	দে০	ন	মি	ন	মি	শ	ত০	বা	র

পা	পা	পা	ধপা	মা	জা	সজা	মপা	জমা	পা	-	-
জা	গো	হে	দে০	ব	তা	আ০	০০	০০	০	০	জ

পা	জা	জা	রাঁ	সাঁ	সাঁ	না	না	নদাঁ	না	ধা	পা
দাঁ	ন	তা	যু	চা	য়ে	ক	র	দু০	র	আ	জি

পা	না	ধপা	পা	মজা	মা	জমা	পনা	সনা	ধা	পা	-
হাঁ	ন	তা০	র	য০	ত	লা০	০০	০০	০	০	জ

সুর-ব্রহ্ম

( পূর্বাহ্নবৃত্তি )

ত্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে নাদই সপ্ত সুরের জনক ও  
ছয় রাগ সপ্ত সুরের সন্তান। সঙ্গীত-তরঙ্গ বলিতেছেন :—  
“যে রূপে গানের স্রষ্টি, জ্ঞান-চক্ষে কর দৃষ্টি,  
যোগ সাধনার জায় গান।  
অসাধা সাধন নয়, অনায়াসে সিদ্ধি হয়,  
নাদ শব্দ ইহার প্রমাণ।”

অতএব এই নাদ হইতেই সঙ্গীতের স্রষ্টি হইয়াছে।

সঙ্গীত-দর্পণ আবার বলিতেছেন :—

ধর্মার্থকামমোক্ষানামিহমৈবৈকসাধনম্ ॥২৯॥

টীকা :—“নাদরূপঃ স্রুতো ব্রহ্ম নাদৌরূপো অনাদীনঃ।

নাদরূপা পরাশক্তির্গাদরূপো মহেশ্বরঃ ॥” ইত্যাদিনা  
শঙ্কোব্রহ্মেত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ন চ, ব্রহ্মাদীনাং সাক্ষাৎ

স্বরূপত্বাদ্ ব্রহ্মাদয়োনাশোপাসনেনৈব সম্যগুপাসিত।  
ভক্তেভ্যশ্চতুর্ভূগর্গলং দদতীতি ॥২৯॥

উপরোক্ত শ্লোক ও টীকা হইতে এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে নাদই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। ব্রহ্মাদি সাক্ষাৎ নাদস্বরূপ হওয়ায় ব্রহ্মাদির দ্বারা নাদও উপাসিত ও ভক্তদিগের চতুর্ভূগর্গলদাত্ত্রী। কিন্তু একমেবাদ্বিতীয়ম্—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর সেই একেরই রূপান্তর অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে।

সঙ্গীত-তরঙ্গ ( ৩৬১ পৃ: ) বলিতেছেন :—

“রাগ ব্রহ্ম, গান দ্বারে তাঁহার ভজন।

গান হইতে মুক্তি হয় বেদের লিখন ॥”

সঙ্গীত সাধনা দ্বারা আমরা যে মুক্তির দ্বারে বা ব্রহ্মজ লাভ করিতে পারি ইহাই উক্ত শ্লোকটি নির্দেশ করিতেছে।

সাধারণতঃ আমরা সঙ্গীতের মনোহারিত্বে আত্মহারা হইয়া থাকি। ইহার মধুরত্বে আমরাই যে শুধু মুগ্ধ হই তাহা নহে—ইতর প্রাণী পর্য্যন্ত ইহার শক্তিতে আত্মহারা। সঙ্গীতের মোহিনী শক্তিতে বিষধর সর্প মস্তমুগ্ধবৎ বশীভূত। বনের হরিণী ইহার মধুর সুরে বিমোহিত হইয়া ব্যাধেরহস্তে আত্মসমর্পণ করে। বেহলা স্বর্গে ইন্দ্রের রাজসভায় সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রভাবে মৃত পতির প্রাণ ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। এরূপ শুনা গিয়াছে যে কঠিন প্রস্তরও সঙ্গীতের প্রভাবে বিগলিত হয়। সঙ্গীত-দর্পণ বলিতেছেন :—

পশু: শিশুম্‌গোবাপি নাদেন পরিতুষ্যতি।

অতো নাদস্ত মাহাত্ম্যং ব্যাখ্যাতুং কেন শক্যতে ॥৩১॥

সঙ্গীতের প্রভাবে কেন আমরা মুগ্ধ হই? ইহার কারণ আর কিছুই নহে, ইহা আমাদের মনের একাগ্রতা (Concentration of the mind) আনিয়া দেয়। ষাঁহার প্রকৃত সঙ্গীতজ্ঞ সঙ্গীত-সাধনার সময় তাহাদের বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়, এ কথা অনেক শুনা গিয়াছে। তাহার কারণ সঙ্গীত হইতেছে “ভ্রামরী প্রাণায়াম”। অতএব প্রকৃত সঙ্গীত-সাধকের চিত্ত সহজেই ইহা দ্বারা স্থির হয় ও

তাহাকে সমাধির দ্বারে পৌছাইয়া দেয়। সাধারণ লোকেও যেরূপভাবে গান করুক না কেন, তাহাদের হৃদয়েও আনন্দের প্রস্রবণ বহিতে থাকে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, প্রাণায়ামের কার্য স্বতঃই গায়কের অজ্ঞাতসারে চলিতে থাকে ও তজ্জন্ত তাহাদের মনের একাগ্রতা আসিয়া পড়ে। অতএব সঙ্গীত যে একটি যোগ ইহা স্বতঃই প্রমাণিত হয়। বিশুদ্ধ সঙ্গীত হইতে যে আনন্দ পাওয়া যায় তাহা অনির্বচনীয়। প্রকৃত সঙ্গীত আমাদের মনকে অল্প দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে দেয় না। এই অবস্থাই তুরীয় অবস্থা।

বেদান্ত বলিতেছে:—বস্তু—সচ্চিদানন্দময়ং ব্রহ্ম অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় সংস্বরূপ আনন্দাত্মক জ্ঞানময় ব্রহ্মই বস্তু। সেখানে নিরবচ্ছিন্ন অনাবিল আনন্দের স্রোত প্রবাহিত। প্রকৃত সঙ্গীত সাধক সেই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ নীরে ভাসমান; কারণ সে সঙ্গ সর্বদা নাদরূপী ব্রহ্ম রসপানে নিরত। এই নাদই সঙ্গীতের প্রাণ।

নারদ সঙ্গীতে আছে :—

ন নাদেন বিনা গীতং ন নাদেন বিনা স্বরঃ।

ন নাদেন বিনা গ্রামস্তস্মাদানাত্মকং জগৎ ॥

নাদ সংহিতায় আছে :—

স নাদস্বাহিতো লোকে রজ্জ্বকো ভব-ভঙ্গকঃ।

নানো ব্রহ্ম-সমাখ্যাতং চতুর্ভূগর্গলপ্রদম্ ॥

অতএব এই নাদ যে ব্রহ্ম অর্থাৎ আনন্দময়, ইহা শাস্ত্র-সম্মত। এই নাদ হইতেই স্বরের উৎপত্তি। কালায়ত-গণ এই স্বরকেই সুর বলে। এখন বিচার দ্বারা দেখ বাক সুর ব্রহ্ম পদবাচ্য কি না?

ব্রহ্ম হইতে যেমন জীব ও জগতের উদ্ভব হইয়াছে নাদ হইতে তরুণ স্বরের উৎপত্তি হইয়াছে। জীব জগৎ যেমন ব্রহ্ম বহি আর কিছু নহে, সেইরূপ এই স্বর বা সুর ব্রহ্ম ছাড়া নহে। অতএব প্রমাণ হইল “সুর-ব্রহ্ম”।

সমাপ্ত

## স্বরলিপি

( থেয়াল )

মালকোশ—ত্রিতাল

অব লাগি তুম্‌সে রঙ্গ ।  
কান্‌হার করত তুম্‌ পিয়ারো ॥  
করকি চুরিয়া করকি করকি গই,  
গগরী ভরন গই, বঙ্গুরী মুরক গই,  
তবহ্‌ ন ছাড় সঙ্গ ॥

কথা—শ্রীনাগেশ্বর গিরি গোস্বামী

স্বর—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী ( গোপাল বাবু )

স্বরলিপি—শান্তিপ্রভা গুহ

আস্থারী

II সা<sup>৩</sup> -মা<sup>০</sup> মদা<sup>০</sup> জ্ঞা<sup>০</sup> | মা<sup>০</sup> -না<sup>১</sup> -সা<sup>১</sup> -না<sup>১</sup> | -দা<sup>১</sup> গা<sup>১</sup> -সা<sup>১</sup> মা<sup>১</sup> | মদা<sup>২</sup> -মা<sup>২</sup> -মা<sup>২</sup> -না<sup>২</sup> I  
০ ০ অ ব্‌ লা ০ গি ০ ০ তু ম্‌ সে র ০ জ ০

দা<sup>৩</sup> -গা<sup>০</sup> সা<sup>০</sup> মা<sup>০</sup> | মা<sup>০</sup> -মা<sup>১</sup> মা<sup>১</sup> -মা<sup>১</sup> | জ্ঞা<sup>১</sup> -মা<sup>১</sup> দা<sup>১</sup> মা<sup>১</sup> | জ্ঞা<sup>২</sup> -মা<sup>২</sup> সা<sup>২</sup> -না<sup>২</sup> II  
কা ন্‌ হা র ক ০ র ০ ত ০ তুম্‌ পি য়া ০ রো ০

“অব্‌” পর্যন্ত গাহিয়া অন্তরা ধরিতে হইবে—

অন্তরা

II {মা<sup>০</sup> জ্ঞা<sup>০</sup> -সা<sup>১</sup> জ্ঞা<sup>১</sup> | মা<sup>১</sup> দা<sup>১</sup> মা<sup>১</sup> -না<sup>১</sup> | জ্ঞা<sup>১</sup> মা<sup>১</sup> দা<sup>১</sup> গা<sup>১</sup> | সা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> -না<sup>১</sup> I  
ক র ০ কি চু রি য়া ০ ক র কি ক র কি গই ০

দা<sup>০</sup> গা<sup>০</sup> সা<sup>১</sup> জ্ঞা<sup>১</sup> | সা<sup>১</sup> গা<sup>১</sup> দা<sup>১</sup> মা<sup>১</sup> | জ্ঞা<sup>১</sup> মা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> গা<sup>১</sup> | গা<sup>১</sup> দা<sup>১</sup> মা<sup>১</sup> -না<sup>১</sup> I  
গ গ রী ড র ন ০ গই ব জু রী ম্‌ র ক গই ০

দা<sup>০</sup> গা<sup>০</sup> সা<sup>১</sup> মা<sup>১</sup> | জ্ঞা<sup>১</sup> -সা<sup>১</sup> -দগা<sup>১</sup> -সা<sup>১</sup> | দা<sup>১</sup> -না<sup>১</sup> মা<sup>১</sup> -না<sup>১</sup> | -না<sup>১</sup> -না<sup>১</sup> মদা<sup>১</sup> জ্ঞা<sup>১</sup> II  
ত ব হ্‌ না ছা ০ ০০ ড স ০ জ ০ ০ ০ “অ ব্‌”

### তান

- ১।  $\overset{৩}{দ}্গা$  -সজ্জা -মদা - $\overset{০}{গ}র্গা$  |  $\overset{০}{স}র্গা$  -দমা -জ্ঞা -গদা |  $\overset{১}{জ}্জমা$  -দগা - $\overset{১}{স}জ্জর্গা$  - $\overset{১}{স}র্গা$  |
- $\overset{২}{দ}মা$  - $\overset{২}{জ}্জমা$  -গদা -মজ্জা I  $\overset{৩}{স}জ্জা$  -মদা -মজ্জা -সা |
- ২।  $\overset{২}{স}জ্জর্গা$  - $\overset{২}{স}র্গা$  - $\overset{১}{স}র্গা$  -দগা |  $\overset{৩}{জ}্জমা$  -দগা - $\overset{১}{স}জ্জর্গা$  - $\overset{১}{স}র্গা$  I
- ৩।  $\overset{১}{দ}্গা$   $\overset{১}{স}র্গা$   $\overset{১}{স}র্গা$   $\overset{১}{দ}্গা$  |  $\overset{২}{স}জ্জা$  -গদা -মজ্জা - $\overset{১}{স}র্গা$  |  $\overset{৩}{স}র্গা$  মজ্জা - $\overset{৩}{জ}্জমা$  -গদমা I
- ৪।  $\overset{০}{ম}জ্জা$  -সজ্জা -মদা -মজ্জা |  $\overset{১}{স}র্গা$  -দমা - $\overset{১}{গ}র্গা$  -মজ্জা I

১ম তান আস্থায়ীর ৩য় তাল হইতে ধরিতে হইবে অর্থাৎ “অব লাগি তুম্‌সে রজ” গাহিয়া ধরিতে হইবে।  
২য় তান আস্থায়ীর সম হইতে অর্থাৎ “অব লাগি তুম্‌সে” এ পর্য্যন্ত গাহিয়া ধরিতে হইবে। ৩য় তান আস্থায়ীর ১ম তাল হইতে অর্থাৎ “অব লাগি” পর্য্যন্ত গাহিয়া ধরিতে হইবে। ৪র্থ তান আস্থায়ীর ফাঁক হইতে ধরিতে হইবে অর্থাৎ “অব” পর্য্যন্ত গাহিয়া তান ধরিতে হইবে। তানগুলিকে একবার আ ০ ০ এবং একবার সর্বগম্‌ করিয়া গাহিতে হইবে।

### গান

#### শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

জুড়াও আমার সকল ব্যথা

তোমার গানে গানে,

নিভাও আমার সকল জ্বালা

আগুন জ্বালা প্রাণে।

এ জীবনের যত আশা

হরণ কর তাদের ভাষা,

সকল আশার বাঁধ ভাঙ গো

আকুল করা তানে।

তোমার স্বরের প্রশ্ন দিয়ে

বাহির কর মোরে,

স্বরের আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে

লগগো টানি' দূরে।

কেমন করে সকল ভুলে

ছুটবো আমি তোমার কূলে

বাহির পানে ছুটেতে গেলে

পিছনে কে টানে।

## সর্গম্

### ভীমপলশ্রী—ত্রিতাল

জ্ঞাতি—সম্পূর্ণ। ব্যবহার—গাঙ্কার ও নিখাদ কোমল। বাদী—মধ্যম। সমবাদী—পঞ্চম।  
দিবা দ্বিতীয় প্রহরে গেয়।

রচনা—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দাস (নচু)

### আস্থায়ী

II { পা<sup>০</sup> সা<sup>১</sup> গা<sup>২</sup> পা<sup>৩</sup> | ম<sup>৪</sup>জ্ঞা<sup>৫</sup> জ্ঞা<sup>৬</sup>রা<sup>৭</sup> স<sup>৮</sup>গা<sup>৯</sup> সা<sup>১০</sup> | জ্ঞা<sup>১১</sup> -<sup>১২</sup> জ্ঞা<sup>১৩</sup> সা<sup>১৪</sup> | জ্ঞা<sup>১৫</sup> মা<sup>১৬</sup> পা<sup>১৭</sup> (গা<sup>১৮</sup>) } -<sup>১৯</sup> I

জ্ঞা<sup>০</sup> মা<sup>১</sup> পা<sup>২</sup> গা<sup>৩</sup> | -<sup>৪</sup> সা<sup>৫</sup> পা<sup>৬</sup> গা<sup>৭</sup> | সা<sup>৮</sup> মা<sup>৯</sup> জ্ঞা<sup>১০</sup> রা<sup>১১</sup> | সা<sup>১২</sup> গা<sup>১৩</sup> সা<sup>১৪</sup> মজ্ঞা<sup>১৫</sup> I

মা<sup>০</sup> পা<sup>১</sup> মজ্ঞা<sup>২</sup> মা<sup>৩</sup> | গা<sup>৪</sup> ধা<sup>৫</sup> পা<sup>৬</sup> রা<sup>৭</sup> | -<sup>৮</sup> সা<sup>৯</sup>, মা<sup>১০</sup> জ্ঞা<sup>১১</sup> | রা<sup>১২</sup> সা<sup>১৩</sup> গা<sup>১৪</sup> ধা<sup>১৫</sup> I

পা<sup>০</sup> মা<sup>১</sup> জ্ঞা<sup>২</sup> রা<sup>৩</sup> | সা<sup>৪</sup>, পা<sup>৫</sup> গণা<sup>৬</sup> পা<sup>৭</sup> | জ্ঞা<sup>৮</sup>—আস্থায়ীর সমে আসিয়া পড়িল।

### অন্তরা

II { পা<sup>০</sup> গা<sup>১</sup> গা<sup>২</sup> মা<sup>৩</sup> | পা<sup>৪</sup> পা<sup>৫</sup> মজ্ঞা<sup>৬</sup> মা<sup>৭</sup> | পা<sup>৮</sup> গা<sup>৯</sup> গা<sup>১০</sup> পা<sup>১১</sup> | রা<sup>১২</sup> রা<sup>১৩</sup> সা<sup>১৪</sup> -<sup>১৫</sup> I

গা<sup>০</sup> রা<sup>১</sup> রা<sup>২</sup> সা<sup>৩</sup> | জ্ঞা<sup>৪</sup> জ্ঞা<sup>৫</sup> রা<sup>৬</sup> সা<sup>৭</sup> | পা<sup>৮</sup> গণা<sup>৯</sup> ধা<sup>১০</sup> পা<sup>১১</sup> | মা<sup>১২</sup> জ্ঞা<sup>১৩</sup> রা<sup>১৪</sup> সা<sup>১৫</sup> } I

গা<sup>০</sup> সা<sup>১</sup> জ্ঞা<sup>২</sup> মা<sup>৩</sup> | পা<sup>৪</sup> মজ্ঞা<sup>৫</sup> -<sup>৬</sup> মা<sup>৭</sup> | গা<sup>৮</sup> মা<sup>৯</sup> -<sup>১০</sup> পা<sup>১১</sup> | রা<sup>১২</sup> গা<sup>১৩</sup> -<sup>১৪</sup> সা<sup>১৫</sup> I

মা<sup>০</sup> জ্ঞা<sup>১</sup> রা<sup>২</sup> সা<sup>৩</sup> | -<sup>৪</sup> পা<sup>৫</sup> গণা<sup>৬</sup> পা<sup>৭</sup> | জ্ঞা<sup>৮</sup>—আস্থায়ীর সমে আসিয়া পড়িল।

তান—

১। গ্‌সা জ্ঞমা পণা স'জ্ঞা । র্‌সা গধা পমা জ্ঞরা । সা, পমা জ্ঞরা সা, । সা পমা জ্ঞরা সা ।

জ্ঞা—আস্থায়ীর সমে আসিয়া পড়িল ।

২। জ্ঞমা পজ্ঞা মজ্ঞা রসা । জ্ঞমা পণা স' পণা । স' পণা স' জ্ঞা । -১ রঃ জ্ঞা রঃ স' ।

রঃ গা সঃ ধা গঃ পা ধঃ মা পঃ জ্ঞা মঃ রা জ্ঞঃ সা রঃ গ্‌সা । জ্ঞা—আস্থায়ীর সমে

৩। প্‌গা সমা জ্ঞরা স্‌গা । সা জ্ঞমা পণা স' । জ্ঞ'রা স' জ্ঞা -১ । জ্ঞা -১ র'জ্ঞা স'র' ।

গ'সা ধণা পধা মপা । জ্ঞমা রজ্ঞা সরা গ্‌সা । স' -১ র'জ্ঞা স'র' । গ'সা ধণা পধা মপা ।

জ্ঞমা রজ্ঞা সরা গ্‌সা । পা -১ র'জ্ঞা স'র' । গ'সা ধণা পধা মপা । জ্ঞমা রজ্ঞা সরা গ্‌সা ।

জ্ঞা—আস্থায়ীর সমে আসিয়া পড়িল ।

গান

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র

এস শ্রিয়তম এ সময়ে মম হৃদয় কুটীরে যিরে,  
অলিছে দীপালি ওগো বনমালী মানস-সরসী তীরে ।

সাজায়ে অরঘ ডালা,  
গেঁথেছি কুহুম মালা,  
যাবে কি নিভিচা উজল শিখা  
নভঃ বরিষণ নীরে ।

চুয়া চন্দন হার  
বিফলে শুকায়ে যায়  
প্রেম উৎসব মিলন গীতি  
ধামে নিরাশার ধীরে ।

## রস কীর্তন\*

মাথুর বিরহ—দ্বিতী ভৎসনা

রচনা—প্রাচীন কবি চণ্ডীদাস।

স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীভূগাচরণ বিশ্বাস।

১। ধিক্ ধিক্ ধিক্ নির্ঠর কালিয়া  
কে তোরে এ বুদ্ধি দিল।

(বঁধু তোরে ধিক্ তোর প্রেমেও ধিক্ হে;  
এ প্রেম যে শিখালে তারেও ধিক্ হে; তোরে ধিক্  
তোর প্রেমেও ধিক্ হে)

ধিক্ ধিক্ ধিক্ নির্ঠর কালিয়া  
কে তোরে এ বুদ্ধি দিল।

কেবা সেধেছিল পিরিতি করিতে  
মনে যদি এত ছিল।

(কেউতো সাধি নাই বঁধু, আমরা কেউতো  
সাধি নাই বঁধু, তোমায় প্রেম কর প্রেম কর বলে  
আমরা কেউ তো সাধি নাই বঁধু)  
মনে যদি এত ছিল ॥

২। তোমার লাজের নাহিক লেশ।

(তোমার আঁখিতে কি লাজ নাহি হে)  
লাজের নাহিক লেশ।

এক দেশে এলি অনল জালায়ে  
জালাইতে আর দেশ ॥

(অনল এখনও জল্ছে, সেই বিচ্ছেদ অনল  
এখনও জল্ছে, যত ব্রজ গোপীর ঘরে ঘরে সেই  
বিচ্ছেদ অনল এখনও জল্ছে)  
জালাইতে আর দেশ ॥

৩। জনম অবধি কালিয়া বদন  
না ধুলি লাজের ঘাটে।

(মুখ ধোও নাই বঁধু, লাজের ঘাটে মুখ ধোও  
নাই বঁধু, এক দিন সাধ করেও কি লাজের ঘাটে  
মুখ ধোও নাই বঁধু) না ধুলি লাজের ঘাটে।

ব্রজ গোপীদের হ'তে মথুরা নাগরী  
কতরূপে গুণে বটে ॥

(তাই দেখে যাব, তোমার পাট-রাণীকে দেখে  
যাব, সেই কুজা কেমন সুন্দরী তাই দেখে যাব)  
কত রূপে গুণে বটে ॥

৪। একে সে কুবুজা নামে কুবুজিনি  
কি গুণে ধরেছে মনে।

আপনি যেমন, ত্রিভঙ্গ মূর্তি,  
বিধি সে মরম জানে ॥

(ভাল মিলায়েছে, যাহ'ক ভাল বাঁকায় বাঁকায়  
মিলায়েছে, রাজা বাঁকা আর রাণী বাঁকা বাঁকায়  
বাঁকায় মিলায়েছে)

বিধি সে মরম জানে ॥

৫। কুবুজা যুবতী, রূপে গুণবতী;  
তুঁহসে হয়েছ বশ।

পিরিতি আখর, না জান যজ্ঞাতি,  
কিসে বা রাখিবি যশ ॥



( মুখ দেখাইবি, কোন্ লাজে মুখ দেখাইবি,  
সেই ব্রজমণ্ডলের মাঝে কোন্ লাজে মুখ  
দেখাইবি ) কিসে বা রাখিবি যশ ॥

৬। অগাধ জলের মকর যেমন,  
না জানে তিত কি মিঠা।

( তার জিহ্বা নাই সাধ জান্বে কি হে )  
অগাধ জলের, মকর যেমন,  
না জানে তিত কি মিঠা।

চিনি সরবৎ, দূরে তেয়াগিয়ে,  
চিটাতে আদর এত ॥

( কিছু জ্ঞান নাই বঁধু; তোমার চিটা চিনি  
কিছু জ্ঞান নাই বঁধু; তুমি এমনি মুরখ কুজন  
পুরুষ চিটা চিনি কিছু জ্ঞান নাই বঁধু )

চিটাতে আদর এত ॥

৭। বঁধু কে তোরে মধুপ বলে।

( ভ্রমর হ'লে কি কমল ত্যজে )

বঁধু কে তোরে মধুপ বলে।

সোণার কমল, দূরে তেয়াগিয়ে,

মজেছ শিমূল ফুলে ॥

( কিছু জ্ঞান নাই বঁধু; কমল শিমূল কিছু  
জ্ঞান নাই বঁধু; তুমি শঠ লম্পট চুড়ামণি কমল  
শিমূল কিছু জ্ঞান নাই বঁধু )

মজেছ শিমূল ফুলে ॥

৮। তোমায় এবে সে গেল হে জানা।

( তুমি কেমন রসিক তা জানা গেল )

এবে সে গেল হে জানা।

নয়ন থাকিতে, আঁধুয়া হ'য়েছ,  
না চিন পিতল সোনা ॥

( কিছু জ্ঞান নাই বঁধু, পিতল সোনা কিছু  
জ্ঞান নাই বঁধু, তুমি এমনি মুরখ কুজন পুরুষ  
পিতল সোণা কিছু জ্ঞান নাই বঁধু )

না চিন পিতল সোণা ॥

৯। নয়নে নয়নে, মিলন হ'লে,

পিবিতি রতন সেই হে।

কুরুপা সুরুপা, না কর বিচার,

পিরিতে পরাণ দাও হে ॥

( বিচার করনা হে, রূপ গুণের বিচার  
করনা হে, তুমি পিরিতে পরাণ দাও রূপগুণের  
বিচার করনা হে ) পিরিতে পরাণ দাও হে ॥

১০। মথুরা নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,

সবারে कहিয়া যাব।

চণ্ডীদাস কহে, দোষ গুণ ছলে,

ভড়ং ভাঙ্গিয়া যাব ॥

( ভড়ং ভেঙ্গে যাব, সাধুর ভড়ং ভেঙ্গে যাব  
এসেছি বাকী রাখ'ব না সাধুর ভড়ং ভেঙ্গে যাব )

ভড়ং ভাঙ্গিয়া যাব ॥

১।	<sup>০</sup> পা	ধা	মা	<sup>১</sup> পা	ধা	স'া	<sup>২</sup> স'া	স'া	স'া	<sup>৩</sup> স'া	স'া	স'া	I
	ধি	ৎ	ধি	ক	ধি	ক	নি	ই	র	কা	লি	য়া	
	<sup>০</sup> স'া	র'া	র'া	<sup>১</sup> র'া	র'া	র'া	<sup>২</sup> স'া	র'া	স'া	<sup>৩</sup> না	ধা	পা	II
	কে	তো	রে	এ	বু	কি	দি	০	ল	০	০	০	

আখর ৪—

II {মা পা পা | পা পা ধা | পা ধা সা | (না ধা -)} | (না ধা না) I  
তো রে ০ | ধি ক্ত তোর | প্রে মে ও | ধিক্ত হে ০ | ধিক্ত এ প্রেম

সা সা সা | সা সা - | রা সা সা | না ধা - I  
যে ০ শি খা লে ০ | তা রে ও | ধিক্ত হে ০

মা পা পা | পা পা ধা | পা ধা সা | না ধা -গা I  
তো রে ০ | ধি ক্ত তোর | প্রে মে ও | ধিক্ত হে ০ ০

সা রা রা | রা রা রা | সা -রা সা | না ধা পা II  
কে তো রে | এ বু ক্তি | দি ০ ল ০ ০ ০

II {পা ধা মা | পা ধা সা | সা সা সা | সা সা সা I  
ধি ক্ত ধি ক্ত ধি ক্ত | নি ঠু র | কা লি য়া

সা রা রা | রা রা রা | সা রা সা | না ধা পা I  
কে তো রে | এ বু ক্তি | দি ০ ল ০ ০ ০

{মা মা মা | মা মা মা | গা মা পা | ধা গা ধা I  
কে বা সে | ধে ছি ল | পি রি তি | ক রি তে

পা ধা পা | মা মা মা | গা পা মা | গা রা সা II  
ম নে য | দি এ ত | ছি ০ ল ০ ০ ০

## আখর ৪—

II.  $\begin{matrix} 0 & & & 1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$   $\begin{matrix} \text{পা} & \text{ধা} \\ \text{কেউ} & \text{তো} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 2 \\ \text{পা} & \text{ধা} \\ \text{সা} & \text{ধি} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 3 \\ \text{সাঁ} & \text{না} \\ \text{নাই} & \text{বঁ} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{না} & \text{ধা} \\ \text{বঁ} & \text{ধু} \end{matrix}$   $\begin{matrix} -1 \\ \text{না} \\ 0 \end{matrix}$  I

$\begin{matrix} 0 \\ \text{মা} & \text{পা} & \text{পা} \\ \text{আ} & \text{ম্} & \text{রা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 1 \\ -1 & \text{পা} & \text{ধা} \\ 0 & \text{কেউ} & \text{তো} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 2 \\ \text{পা} & \text{ধা} & \text{সাঁ} \\ \text{সা} & \text{ধি} & \text{নাই} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 3 \\ (\text{না} & \text{ধা} & -1) \\ \text{বঁ} & \text{ধু} & 0 \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \{(\text{না} & \text{ধা} & \text{না}) \\ 0 & \text{তো} & \text{মা} \end{matrix}$  I

$\begin{matrix} 0 \\ \text{সা} & \text{সাঁ} & \text{সাঁ} \\ \text{প্রো} & \text{ম্} & \text{ক} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 1 \\ \text{সা} & \text{সাঁ} & \text{সাঁ} \\ \text{র} & \text{প্রো} & \text{ম্} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 2 \\ \text{রাঁ} & \text{সাঁ} \\ \text{ক} & \text{র} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 3 \\ -1 & \text{না} & \text{ধা} & \text{গধা} \\ 0 & \text{ব} & \text{লে} & 00 \end{matrix}$  I

$\begin{matrix} 0 \\ \text{মা} & \text{পা} & \text{পা} \\ \text{আ} & \text{ম্} & \text{রা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 1 \\ -1 & \text{পা} & \text{ধা} \\ 0 & \text{কেউ} & \text{তো} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 2 \\ \text{পা} & \text{ধা} & \text{সাঁ} \\ \text{সা} & \text{ধি} & \text{নাই} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 3 \\ \text{না} & \text{ধা} & -1 \\ \text{বঁ} & \text{ধু} & 0 \end{matrix}$  I

$\begin{matrix} 0 \\ \text{পা} & \text{ধা} & \text{পা} \\ \text{ম} & \text{নে} & \text{য} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 1 \\ \text{মা} & \text{মা} & \text{মা} \\ \text{দি} & \text{এ} & \text{ত} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 2 \\ \text{গা} & \text{পা} & \text{মা} \\ \text{ছি} & 0 & \text{ল} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 3 \\ \text{গা} & \text{রা} & \text{সা} \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix}$  II II

অপরাপর কলিগুলির স্বর প্রথম কলির অনুরূপ।

হারমোনিয়মের স্কেল :—স্রী কণ্ঠে উদারার বি-ক্ল্যাট ( কোমল নি ) কিষা মুদারার সি, ( সা )। পুরুষ কণ্ঠে—  
উদারার সি-সার্প ( কোমল রে ) কিষা ডি-সার্প ( কোমল গা )। ইচ্ছামত কণ্ঠোপযোগী স্কেল ঠিক করিয়া লওয়া  
যাইতে পারে, তবে যাহাতে ঐতিহ্য ও কথাগুলি অস্পষ্ট না হয় সে দিকে বিশেষ মনোযোগ রাখা চাই।

## তেলেনা

## মালকোশ-ত্রিতাল

জিমতা জিমতা নানা ওদের নাতে তানা না,  
তাদিয়ানা তাদারেদা না জিমতা নানা তানা।  
নাড্রে দানি তুম্ভ্রে দানি তানা নানা দেরেনা,  
তা জিমতা জিম্ জিম্ ধেতেলে তেলেনা তানা  
ধা কিটি ধুমাকিটি ত্রেকেটে তাক্ ধা,  
ত্রেকেটে তাক্ ধা, ত্রেকেটে তাক্ তা ॥

কথা—শ্রীনির্মালচন্দ্র সর্বাধিকারী

স্বর—শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ( কালোবাবু )

স্বরলিপি—কুমারী তৃপ্তিসুধা সর্বাধিকারী ( গৌরী )

জাতি—ঐড়ব। বাদী—মা ; বিবাদী—রা ও পা। ঠাট—জা, দা, গা।

আরোহী :—গা সা জা মা দা গা সা

অবরোহী :—সা গা দা মা জা মা জা সা

পকড় :—মা জা মা দা গা দা মা জা সা

## আন্বাহারী

11 <sup>০</sup> জা -১ সা জা | <sup>১</sup> -১ সা দা গা | <sup>+</sup> সা সমা -মা মা | <sup>৩</sup> মা মা মা -১ I  
জি ইম্ তা জি | ইম্ তা না না | ও দেব না তে | তা না না ০

<sup>০</sup> মা মা জা জা | <sup>১</sup> মা জমদণা সা সা | <sup>+</sup> গা সা -১ গা | <sup>৩</sup> দা দা মা মা II  
তা দি যা না | তা দা ০ ০ ০ রে দা | না জি ইম্ তা | না না তা না

## অস্তুরা

II <sup>০</sup> জ্ঞা মা -গা দা | <sup>১</sup> দা দা গা গা | <sup>+</sup> সাঁ সাঁ গা গা | <sup>৩</sup> সাঁ সাঁ সাঁ -া I  
না জে দা নি | তুম্ জে দা নি | তা না না না | দে রে না ০

<sup>০</sup> গা সাঁ -া গা | <sup>১</sup> দা -া দা -া | <sup>+</sup> গা গা গা দা | <sup>৩</sup> দা দা মা মা I  
তা দ্রি ইম্ তা | দ্রি ইম্ দ্রি ইম্ | ধে তে লে তে | লে না তা না

<sup>০</sup> মাঁ মাঁ জ্ঞাঁ জ্ঞাঁ | <sup>১</sup> সাঁ জ্ঞাঁ গা -া | <sup>+</sup> গা সাঁ দা -া | <sup>৩</sup> দা গা মা -া II  
ধা কিটি ধুমা কিটি | ত্রেকেটে তাক্ ধা ০ | ত্রেকেটে তাক্ ধা ০ | ত্রেকেটে তাক্ তা ০

## ভান

১। <sup>+</sup> মদা গসাঁ দগা স'জ্ঞাঁ | <sup>৩</sup> স'সাঁ গদা গগা দমা I

২। <sup>+</sup> জ্ঞ'সাঁ গদা মদা গসাঁ | <sup>৩</sup> ম'মাঁ জ্ঞ'সাঁ গদা গদা I

৩। <sup>১</sup> স'গা দগা দমা দগা | <sup>+</sup> স'গা দমা জমা জমা | <sup>৩</sup> দগা মজা মদা গসাঁ I

## গান

## শ্রীমুখীন চাকলাদার

এস হে স্বন্দর এ মন-ভবনে

এস হে সঙ্গীতে তুষিত শ্রবণে।

এস নির্মল প্রভাতে

এস মঞ্জুল শোভাতে

এস মঞ্জীর রণিয়া

মুহুর পবনে।

এস জ্যোৎস্না আলোকে

এস অস্তর পুলকে

এস বিম্বিত মানসে

এ বিশ্ব ভুবনে।

## স্বরলিপি

মিশ্র পুরবী—কাওয়ালী

সন্ধ্যাতারা, ওগো সন্ধ্যাতারা,

কাহার লাগি' সজাগ আঁখি

নীল গগনে পলক হারা ?

সন্ধ্যারাণীর আঁচল ছায়ায়

ঢাক্ছে ধরা আঁধার মায়ায়

কাঁপন লাগা আলোর শিখায়

চাও শুনিতে কাহার সাড়া ?

স্মরি' মে কোন্ ঘরের মায়া

মাটির বুকের শ্যামল ছায়া,

সাঁঝের কোলে তোমায় চাহি'

চোখের মণি নিমেষ হারা।

কথা—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর, বি-এ

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীশুকুমার দেব

II <sup>০</sup> না -<sup>১</sup> সা সা | <sup>২</sup> সা -সা স্বা সা | <sup>৩</sup> সা -পা জ্ঞা গমা | <sup>৪</sup> -<sup>৫</sup> গা -<sup>৬</sup> -<sup>৭</sup> -<sup>৮</sup> I  
 স ন ধা তা | রা ০ ৬ গো | স ন ধা তা ০ | ০ রা ০ ০

<sup>০</sup> না সা -না -<sup>১</sup> -<sup>২</sup> ধপা জ্ঞা -পা -<sup>৩</sup> -<sup>৪</sup> জ্ঞা ধা পজ্ঞা জ্ঞজ্ঞা | <sup>৫</sup> গা মা গা -<sup>৬</sup> I  
 কা হা ব ০ | লা গি ০ ০ | স ০ জা ০ ০ গ | আ ০ ধি ০

<sup>০</sup> গা -<sup>১</sup> -<sup>২</sup> জ্ঞা | <sup>৩</sup> ধা পজ্ঞা -গা -<sup>৪</sup> -<sup>৫</sup> স্বাগা স্বাগা মগা -<sup>৬</sup> -<sup>৭</sup> -<sup>৮</sup> -<sup>৯</sup> I  
 নী ল ০ গ | গ নে ০ ০ ০ | প ০ ল ০ ক ০ ০ | হা ০ রা ০

II <sup>০</sup> { গা -স্বা -<sup>১</sup> গা | <sup>২</sup> জ্ঞা জ্ঞা -ধা -<sup>৩</sup> -<sup>৪</sup> সা সা -<sup>৫</sup> -<sup>৬</sup> -<sup>৭</sup> -<sup>৮</sup> I  
 স ন ০ ধা | রা গী ব ০ | আ চ ল ০ | ছা যা ব ০

<sup>০</sup> না -সা গা -<sup>১</sup> -<sup>২</sup> স্বা সা -<sup>৩</sup> -<sup>৪</sup> না ধা -না -<sup>৫</sup> -<sup>৬</sup> ধপা জ্ঞগা -<sup>৭</sup> -<sup>৮</sup> I  
 ঢা ক ছে ০ | ধ রা ০ ০ | আ ধা ব ০ | মা ০ যা ০ ব ০

০ পা পা -১ -১ | ১ ক্রা পা -১ -১ | + ক্রা -১ মা -১ | ৩ গা গা -১ -১ I  
কা প ন ০ | লা গা ০ ০ | আ ০ লো ব | শি খা য ০

০ গা -পা ক্রা ক্রা | ১ গা -১ -১ -১ | + ঋগা ঋগা মগা -১ | ৩ ঋ -১ সা -১ II  
চা ও শু নি | তে ০ ০ ০ | কা ০ হা ০ র ০ ০ | সা ০ ডা ০

II ০ গা মা পা না | ১ -১ -১ -১ | + সী সী -১ -১ | ৩ সী সী -১ -১ I  
অ রি সে কো | ০ ০ ন ০ | ষ রে ব ০ | মা ষা ০ ০

০ না সী -না -১ | ১ ধা পা -ক্রা -গা | + গক্রা ধনসী -১ -না | ৩ না না -১ -১ I  
মা টা ব ০ | ব কে ০ ০ | আ ০ ম ০ ০ ল | ছা যা ০ ০

০ সী সী -গী -১ | ১ গী গী -১ -১ | + গমী গমী গধ্বা ধ্বা | ৩ -সী সী -১ -১ I  
সী ঝে ব ০ | কো লে ০ ০ | তো ০ মা ০ য় ০ ০ | চা হি ০ ০

০ ধনা ধনা -না -১ | ১ ধপা পা -গা -গা | + ক্রাধা ধা -সী সী | ৩ সী সী -১ -১ I  
চো ০ খে ০ ০ ব | ম নি ০ ০ | নি ০ মে ০ য | হা রা ০ ০

০ গা গা -ক্রা -১ | ১ গা গা -১ -১ | + গক্রা গা গা -ধা | ৩ ধা সা -১ -১ II  
চো খে ব ০ | ম নি ০ ০ | নি ০ মে ০ য | হা রা ০ ০

## স্বরলিপি

লছ-মী-টোড়ী-কাঁপতাল

ডন্ ডন্ বাজে ও লাল মুরারী ।  
মদ মাতিয়া কাঁধে কমলিয়া ॥  
অঙ্গ সুলক্ষণ, গলে মোতিমালা,  
পীতাম্বর শোহে শীঘ্র, মকুট বিরাজে,  
নন্দকো নন্দন, সদা দুঃখ ভঞ্জন,  
বলবন্ত বলবন্ত কৃষ্ণ মুরারে,  
মদ মাতিয়া কাঁধে কমলিয়া ॥  
দীপককি জ্যোত কলধোত কিও মন্দ  
বলবন্ত বলবন্ত কংশ পছাড়ে,  
মদ মাতিয়া কাঁধে কমলিয়া ॥

রচনা—অজ্ঞাত ।

সুর—৬মাষ্টার পুরণ ( কোরিস্থিয়ন থিয়েটার )

স্বরলিপি—কুমারী সবিতা লাহিড়ী ( গীতা )

ঠেকা :— $\begin{matrix} + & \textcircled{\circ} & & \textcircled{\circ} & & \textcircled{\circ} & & + \end{matrix}$   
ধি না | ধি না | তি না | ধি না I ধি...

## আস্থায়ী

$\begin{matrix} + & \textcircled{\circ} & & \textcircled{\circ} & & \textcircled{\circ} & & + \end{matrix}$   
{ সগ্গা গ্গা | সা - | গ্গসরমজ্জা রা সা | সগ্গদা গ্গা | (প্গা) পমা } পা গদা I  
ড ন | ড ০ | ন ০০ ০ বা ০ | জে ০ | ০ ০ লা ০

$\begin{matrix} + & \textcircled{\circ} & & \textcircled{\circ} & & \textcircled{\circ} & & + \end{matrix}$   
গা সা | সা মপা মপদা | মজ্জা রা | মা মা জ্জা I রা - | সা মরা পমা |  
ল ০ | ম রা ০ ০০০ | রা ০ | ০ ম দ মা ০ | তি রা ০ ০০ |

$\begin{matrix} \textcircled{\circ} & \textcircled{\circ} & & \textcircled{\circ} & & \textcircled{\circ} & & + \end{matrix}$   
ধপা গধা | পা সগ্গা গ্গা I সা - | মা জ্জা রা | সগ্গদা | প্গা সগ্গা গ্গা I সা  
০০ ০০ | ০ কা ০ ধে ০ | ক ম লি | রা ০ | ০ ড ন ড



১ম অন্তরা

{ মা মা | পা + -১ | [ সা গা ধা ] ০ | পা -১ | ১ পা গমরা মা I পা + -১ |  
অ ং | গ ০ | স্ব ল ০ | ক্ষ ০ | গ গ লে মো ০ |

০ পা মপা মপদা | ০ মজ্ঞা জ্ঞা | ১ রা } { মা জ্ঞা I রা + -১ | ০ সা মা জ্ঞা |  
তি মা০ ০০০ | লা ০ ০ | গী তাম্ ব ০ | র শো হে |

০ রা -১ | ১ সা রা মা I পা + -১ | ০ পা মপা মপদা | ০ মজ্ঞা জ্ঞা | ১ রা } { না -১ |  
শ্রী ০ | ষ ম কু ট ০ | বি রা০ ০০০ | জে ০ ০ | ন ০ |

+ না -১ | ০ না রসা সা | ০ সা সা | ১ রা সরী সরমজ্ঞা I রা + -১ | ০ সা গা গা |  
ন্দ ০ | কো ন ০ | ন্দ ন | স দা০ ০০০ | ছঃ ০ | থ ভ অনু |

০ ধা পা | ১ ধা } সা গা I পা + -১ | ০ ধা সা সা | ০ গমপা মা | ১ মা পা গদা I  
জ ০ | ন ব ল ব অনু | ত ব ল | ব অনু | ত ক ইষ্ |

+ গা সা | ০ সা মপা মপদা | ০ মজ্ঞা রা | ১ মা মা জ্ঞা I রা + -১ | ০ সা মরা পমা |  
গ ০ | মু রা০ ০০০ | রে ০ ০ | ম দ মা ০ | তি রা০ ০০ |

০ ধপা গধা | ১ পা সগ্ গা | + সা -১ | ০ মা জ্ঞা রা | ০ সগ্ দা | ১ পা সগ্ গা I সা +  
০০ ০০ | ০ কা ০ | ধে ০ | ক ম লি | রা ০ | ০ ভ ন্ ড |

২য় অন্তরা

II { না না | না -১ | না র'স' সা | ন'স'র' সা | র' স'র'জ' ম'জ' । র' সা |  
দী প | ক ০ | কি জো ০ | ত ক | ল ধো ০ ০ | ০ ত ০ |

স' গা -১ | ধা পা | ধা } স' গা I ধা পা | ধা সা সা | গ'গ'পা মা |  
কি ও ০ | ম অন্ | দ ব ল ব অন্ | ত ব ল | ব অন্ |

মা পা গ'দা I গা সা | স' মপা মপদা | ম'জা রা | মা মা জা I র' -১ |  
ত ক ১ শ ০ | প ছা ০ ০ ০ | ডে ০ | ০ ম দ মা ০ |

স' মরা পমা | ধ'পা গ'ধা | পা স'গ' গ' | সা -১ | মা জা রা | স'গ' দা |  
তি যা ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ | ০ কা ০ | ধে ০ | ক ম লি | যা ০ |

প' স'গ' গ' | সা  
০ ০ ত ন | ড

তেহাইযুক্ত জোড় :-

১। গ'গ' | সমা মরা | সদা গ'গ' ম'পা | সমা স,স' | স'স' গ'সা পমা I  
ডন্ ড ০ ন'বা | ০ জে ০ ০ ডন্ | ড ০ ন,ড | ন'ড ০ ন' বা ০

র'সা স'রা | ম'পা প'পা, ম'মা | র'স' সা | প'মা র'সা দ'গ' I সা  
জে ০ ০ ড | ন'ড ০ ন, ডন্ | ড ০ ন'বা | ০ জে ০ ০ ডন্ | ড

২। গ্গা সসমা সগ্ I দ্গমা পদা | গর্গমা মপা মজ্জরা | মজ্জা রসমা | মরপমা ধপগধপপা গ্গা I  
ডন্ ডন্ বা ০ জে ০ ০ লা ০ ল ০ মু রা ০ রী ০ ০ ম দ মা ০ তি যা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ কা ০

+  
সসমা জ্জরা | গ্দ্পা গ্গা সসমা | মর্গর্গমা গর্গর্গর্গমা | মমা পপর্গা মজ্জা I  
ধে ০ ক ম লি যা ০ ০ ডন্ ড ০ ন, আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ কা ০ ধে ০ ক ম লি

+  
রজ্জমা মমা | পপপা মরপমা ধপগধপপা | জ্জরা মজ্জা | সগ্ দ্গপা গ্গা II সা  
যা ০ ০ ডন্ ড ০ ন, আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ কা ০ ধে ০ ক ম লি যা ০ ০ ডন্ ড

৩। গ্গা সসা | মসা গ্দ্দা | গ্গা পদা গর্গা | সর্গা পমা | জ্জরা মজ্জা রসা I  
ডন্ ড ০ ন বা ০ জে ০ ০ লা ০ ল ০ মু রা ০ রী ০ ০ ০ ম দ মা ০

+  
সঃমঃরঃ পমধপা | গধপপা গ্গা সসা | মজ্জা রগ্গা | দ্গপা গ্গা সসা I  
তি যা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ কা ০ ধে ০ ক ম লি যা ০ ০ ডন্ ড ০

+  
সঃ“ঃ” মর্গর্গমা | গর্গর্গর্গা রঃরঃমঃ মপা | পর্গা মজ্জা | রজ্জা সসা মপা I  
ন, আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ কা ০ ধে ০ ক ম লি যা ০ ০ ডন্ ড

+  
পপা “ঃ”মঃরঃ | পমধপা গধপপা জ্জরা | মমা জ্জমা | গ্দ্দা গ্গা গ্গা II সা  
০ ন, আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ কা ০ ধে ০ ক ম লি যা ০ ০ ডন্ ড

## মুদঙ্গাচার্য্য শ্রীমীননাথ হাজরা মহাশয়ের কয়েকটি বোল

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীকানাইলাল হাজরা

ঝাঁপতাল  
বোল+  
ধুমাকৈটে ড়ান্ ধুমাকৈটে ধুমাকৈটে ধেরেকৈটে

তাকধেরে কেটেতাক ধেং ধেতা গদিঘেনে

ধাগেদে ঘেনে নাগ্ কং তেটে তেটে কেটেতাগ্

তেরেকৈটে ঘেন তেরেকৈটে তাক তেরেকৈটে

ধুমাকৈটে ধুমাকৈটে তাকধুমা কেটেতাকা  
গদিঘেনে | ধা+  
ঘেন তেটেতেটে ঘেড়েনাক তেরেকৈটে তাগ্

তেটে তেটে কেটেতাক তেরেকৈটে ধেরেকৈটে

ধেরেকৈটে কেটেতাগ্ তাগেতেটে নাগে তেটে তেটে

কেটেতাগ্ দেং দেং | ধা

আড়ি

১। ধা গদিঘেনে তাকা থন্ থন্ গিঘেনে

নাগেনে তাগে নেতা ক্রেনে তাগিনে | ধা

২। ধা তেটে তেটে কৈটেটে ধেকৈটে কং

ঘেঘেতেটে কতাগ্ তাগিনে তাগ্ গেদা ঘেনে | ধা

রেল্লা (পাঁচ মাত্রা হিসাবে)

১। ধা দিন্ ধা তেটে তেটে ঘেন্ তেটে

কেটে তাগ তাগ তেরেকৈটে তাক তেরেকৈটে | ধা

২। ধান্ কেটেতাক তাগ তেটেকেটে তাব

তাগেতেটে ক্রান্ কেটেতাক তাগে তেটে কেটেতাব

তাগেতেটে | ধা

রেল্লা (দশমাত্রা হিসাবে)

+  
ধাগে তেটে ঘেঘে তেটে কেটে তাগ তাগে+  
তেটে কতা ঘেঘে তেটে কতা ঘেঘে তেটে ঘেঘে+  
তেটে কং ধা গদি ঘেনে | ধা

### তেহাই

১। ধা তেরে কেটে তাগ্ ধা (কং) ধা  
তেরে কেটে তাগ্ ধা (কং) ধা তেরেকেটে  
তাগ্ | ধা

২। ধেং ধেং ধেরেকেটে কেটে তাগ্ ধা (৩)

### বেমাঙ্গা তেহাই (নৃত্যের ছন্দে)

+ ০  
দ্রেঘেনে ঘেন্ ত্রেকেটে তাক্ কেঁড়ান্ ৭দিঘেনে

১ + ৩ ০  
কতা দেং দেং, ৩তাগেনে ধা কং ধা ধা কং

১  
ধা ধা কং | ধা

সুংফাঁকতার পরম বাঁপতালে সঙ্গত করা যাইতে  
পারে কারণ উভয়েরই দশ মাত্রা।

### দোবাহার

দোবাহার ত্রয়োদশ মাত্রার তাল। ইহাতে দশটি  
আঘাত ও তিনটি ফাঁক।

+ ১ ০ ১ ১  
ধা ধেং ধা ধা ধেন্নাক থুন্ থুন্ গদিঘেনে

১ ১ ০ ১ ১  
গদিঘেনে কং তাগে ধেন্নাক্ ধুমাকেটে তেটে তেটে

১ ১ ০  
নাক্ দেং ধা ধা কেটে তাগ্ |

+ ১ ০ ১  
ধা থুন্ তাক্ থুন্ তাক্ তাক্ থুন্ থুন্

১ ১ ১ ০ ১  
তাকেটে ধেকেটে তাক্ থুন্ থুন্ থুন্ তাকেটে

১ ১ ১ ০  
ধেকেটে ধুমাকেটে তাক্ তাক্ তাক্ গদিঘেনে

| ধা

### ষট্‌তাল

ইহা আট মাত্রার তাল। ছয়টি তাল ও দুইটি ফাঁক।

### ঠেকা

+ ১ ০ ১ ১  
ধা ধেং ধা ধা দেন্তা কংতা গদিন্তা

১ ১ ০  
কেটেতাক্ তেটেতাক্ গদিঘেনে | ধা

### পরম

+ ১ ০ ১  
ধেটে তেটে কতাগে তাগ্ ধা তাঘেনে

১ ১  
ঘেন তেরে কেটে তাগ্ তেরেকেটে কেটে তাক্

১ ০  
ধেটে তেটে গদিঘেনে | ধা

+ ১  
ধুমা কেটে কেটে তাগ্ তেটে তেটে ধুমাকেটে

০ ১ ১ ১  
কেটে তাগ্ তা কং তাগেন্না ঘেনে ধুমাকেটে কেটে

১ ০  
তাগ্ ধেটে ধেটে ক্রান্ ধেরে কেটে কেটে তাক্ | ধা

ক্রমশঃ

## স্বরলিপি

বাগেস্ত্রী-একতালা \*

কোন গহনে আছ তুমি কোন সে অলখ-তীরে ।  
 আঁখি আমার অবিরত তোমায় খুঁজে ফিরে ॥  
 কেমন ক'রে পাই ঠিকানা  
 সে-কথা যে নাইকো জানা,  
 আশা আমার কেঁদে মরে বুকের আঁচল ঘিরে ॥  
 তোমার তরে ওগো বঁধু সাজি বধুর বেশে  
 কণ্ঠে দোলাই মণির মালা চম্পক পরি কেশে ।  
 সুন্দর হে হায়গো সাথী  
 সফল কর এ মোর রাত্তি,  
 রাতুল তব পদ রেখা পড়ুক গৃহে ধীরে ॥

কথা ও সুর—শ্রীগিরীন চক্রবর্তী

স্বরলিপি—শ্রীঅজিত দাশগুপ্ত

II {স'র'ী স'গ'স'ী স'ী | গা ধা -া | মধা ধা গ'পা | পধ'গা পধ'স'গ'া ধা I  
 কো০ ০ ০ ন্ গ | হ নে ০ | আ০ ছ ০ | তু০০ ০০০০ মি

মজ্জা মজ্জা জ্জা | রসা গ'ধ্া গ'স | সা -মজ্জা -মজ্জা | রাজ্জ -সা -া | I  
 কো০ ০ ন্ সে | অ০ ল০ খ | তী ০০ ০০ | ০ রে ০

সান্ রসসা -া | গ্া ধ্া গ্া | সা মা -া | মা মা -া I  
 আঁ খি ০ | আ মা র | অ বি ০ | র ত ০

মধা ধা ধা | ধা ধা -া | পধা গ'ধা গ'ধা | পা মা -া II  
 তো মা য় খুঁ জে ০ | ফি০ ০০ ০০ | রে ০ ০

\* ইচ্ছা করিলে শিক্ষার্থীগণ এই গানটি দাদ্রাতেও গাইতে পারেন ।

II মা মা মা | ধা ধা -গা | সা সা সা | না সা -া I  
কে ম ন | ক রে ০ | পা ই টি | কা না ০

সনা -রসসা সা | গা ধা -া | পা ধা ধা | পধনা পধসনা ধা I  
সে০ ০০০ ক থা যে ০ | না ই কো | জা০০ ০০০০ না

সনা রসসা -া | গা ধা ধা | মা মজা মজা | রা সা -া I  
আ০ না ০ | আ মা র | কে দে০ ০০ | ম রে ০

( সনা গধা পধা )  
সা মা মা | মা ধা ধা | পধনা পধা সা | -া -া -া II  
বু কে র | আ চ ল | ঘি০ ০০ রে | ০ ০ ০

II না রসসা সা | গা ধা -গা | গা সা -া | সা সা -া I  
তো মা০ র | ত রে ০ | ও গো ০ | ব ধু ০

সমা ধা -া | ধা গা গধপমা | ধা গা ধা | সা -া -া I  
সা জে ০ | ব ধু ০০০০র | বে ০ ০ শে ০ ০

মা -সা সা | না সা সা | না রসসা সা | গা ধা -া | ( ধধা ) I  
ক নু ঠে | দো লা ই | ম পি র | মা লা ০ | মালা

মা -মা জা | জ্বরী ধা গা | সমা জমা জরা | সা -া -া I  
চ ম প | ক প রি | কে০ ০০ ০০ | শে ০ ০

মা -দা গা | ধা ধা -গা | সা -া সা | না সা -া I  
 ছ ন দ | র হে ০ | হা য় গো | সা খী ০

সঁরা সঁরঁরঁরঁ -া | রঁ সা -া | সঁগা রঁসঁসঁ -া | সঁগা ধা -া I  
 স ০ ফ ০ ০ ০ ল | ক র ০ | এ ০ মোর ০ | রা তি ০

সঁনা রঁসঁসঁ -া | গা ধা -া | মা মজ্জা -মজ্জা | রা সা -া I  
 রা ০ তু ০ ০ ল | ত ব ০ | প দ ০ ০ ০ | রে খা ০

সা মা -া | মা -ধা -গধা | পধগা -পধা সা [ সঁগা ধপা ধা ]  
 প ড় ক গ হে ০ ০ | ধী ০ ০ ০ ০ রে | ০ ০ ০ II II

## গান

শ্রীহিমাংশুভূষণ সেনগুপ্ত

এনেছি কুসুম-ডালি ;

পূর্ণ করিব বাসনা মম

তোমারি চরণে ঢালি' ।

জীবনে আমার সকলি শূন্য,

চরণ পরশে করছে পূর্ণ—

এস এস নাথ এ মম হৃদয়

আজিও রয়েছে খালি ॥

চরণ পূজিতে চায় মম হিয়া

বল বল নাথ পূজিব কি দিয়া,

জানিনা কিছুই দাও হে বুঝায়ে

জানের প্রদীপ জালি' ॥



## মুদঙ্গ-বাদন

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ত্রিদেবেন্দ্রনাথ দে (স্ববোধবাবু)

## কাঁপতাল

পূর্বে বলা হইয়াছে এই তালটি পাঁচ মাত্রার বা ইহার দ্বিগুণ দশ মাত্রার তাল। প্রথম ও দ্বিতীয় তালের পর যে অর্ধমাত্রা আছে উহাদের ঐ তালের সামিল ধরা যাইতে পারে বা পৃথক দেখান যাইতে পারে। ইহার তাল অসমান মাত্রা অন্তরে পড়ে এইজন্য ইহাকে বিসম-পদী তাল কহে। ইহার মাত্রা সমষ্টি দশ ধরিলে ইহার তাল ১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ ও ৮ম মাত্রার উপর পড়িবে অর্থাৎ প্রথম দুই মাত্রা সম, পরে তিন মাত্রা প্রথম তাল, ফের দুই মাত্রা ফাঁক শেষ তিন মাত্রা দ্বিতীয় তাল। যথা—

৩৫০।  $\begin{array}{cccccc} + & & 1 & & 0 & \\ | & & | & & | & \\ \text{ধাগে} & | & \text{তেটে} & | & \text{গদিঘেনে} & | & \text{নাগ} & | & \text{তাগে} & | & \text{তেটে} \end{array}$

$\begin{array}{cc} 2 & \\ | & \\ \text{গদি} & | & \text{ঘেনে} & | & \text{নাগ} \end{array}$

৩৫১।  $\begin{array}{cccccc} + & & 1 & & 0 & \\ | & & | & & | & \\ \text{ধাগে} & | & \text{তেটে} & | & \text{গদিঘেনে} & | & \text{নাগ} & | & \text{কত্রেকেটে} & | & \text{তাগ} \end{array}$

$\begin{array}{cc} 2 & + \\ | & \\ \text{ক্রান} & | & \text{তেটে} & | & \text{তেটে} & | & \text{ধা} \end{array}$

৩৫২।  $\begin{array}{cccccc} + & & 1 & & 0 & \\ | & & | & & | & \\ \text{ধাজেকেটে} & | & \text{তাগ} & | & \text{খুন} & | & \text{ধেরেকেটে} & | & \text{কতা} \end{array}$

$\begin{array}{cc} 2 & + \\ | & \\ \text{কতা} & | & \text{কত্রেকেটে} & | & \text{তাগ} & | & \text{দেং} & | & \text{ধা} \end{array}$

৩৫৩।  $\begin{array}{cccccc} + & & 1 & & 1 & \\ | & & | & & | & \\ \text{কেটেতাগ} & | & \text{খুয়া} & | & \text{কেটে} & | & \text{তাগ} & | & \text{তেরেকেটে} & | & \text{দেং} \end{array}$

$\begin{array}{cccccc} 0 & & & & 2 & \\ | & & | & & | & \\ \text{ধেং} & | & \text{ধেং} & | & \text{ধেরেকেটে} & | & \text{ক্রান} & | & \text{ধাজেকেটে} \end{array}$

$\begin{array}{cc} + & \\ | & \\ \text{তাগ} & | & \text{ধা} \end{array}$

৩৫৪।  $\begin{array}{cccccc} + & & 1 & & 0 & \\ | & & | & & | & \\ \text{ধাগে} & | & \text{তেটে} & | & \text{ধাগে} & | & \text{নাগে} & | & \text{তেটে} & | & \text{কত্রেকেটে} \end{array}$

$\begin{array}{cccccc} 2 & & & & + & \\ | & & | & & | & \\ \text{তাগ} & | & \text{তেরেকেটে} & | & \text{তাগ} & | & \text{দি} & | & \text{কেটেতাগ} & | & \text{ধা} \end{array}$

৩৫৫।  $\begin{array}{cccccc} + & & 1 & & 0 & \\ | & & | & & | & \\ \text{কড়ান্} & | & \text{তেটে} & | & \text{ঘড়ান্} & | & \text{কতা} & | & \text{ঘেনে} & | & \text{খুন্} \end{array}$

$\begin{array}{cccccc} 2 & & & & + & \\ | & & | & & | & \\ \text{কেটে} & | & \text{তাগ} & | & \text{তেরেকেটে} & | & \text{ধেরেকেটে} & | & \text{ঘড়ান্} & | & \text{ধা} \end{array}$

৩৫৬।  $\begin{array}{cccccc} + & & 1 & & 0 & \\ | & & | & & | & \\ \text{ধাগ} & | & \text{ধাগেনে} & | & \text{খেজা} & | & \text{গদি} & | & \text{ঘেনে} & | & \text{নাগ} \end{array}$

$\begin{array}{cccccc} 2 & & & & + & \\ | & & | & & | & \\ \text{তেরেকেটে} & | & \text{তাগ} & | & \text{তেরেকেটে} & | & \text{ধা} \end{array}$

(ইহাকে “মোড়” বলে)

ক্রমশঃ

## স্বরলিপি

মিশ্র-কাহারবা

ঘন আঁধার রাতে  
আজি একেলা পথে  
তুমি আসিলে প্রিয়  
কেন আমার প্রাণে ?

জীবন আমার  
গেল যে বৃথায়  
তোমারি সুরে  
শুধু বিরহ গানে ।

কভু নিঠুর বায়ে  
মোর জীবন বাতি  
যদি যায়গো নিভে  
শেষ না হতে রাতি ।

তুমি সেই লগনে  
মোর সমাধি 'পরে  
এসে ডাকিও মোরে  
মৃৎ করুণ তানে ।

কথা—শ্রীসুরেন রায়

সুর—শ্রীবীরেন ভট্টাচার্য্য

স্বরলিপি—শ্রীমতী শুলেখা রায়

II সা গা I সা পা পা ধা | গা মা পা ধা I পা সা গা ধা | পা -া ধা পধা I  
ঘ ন আঁ ধা র রা | তে ০ আ জি এ কে লা প | থে ০ তু মি ০

পা পা মা মা | গা মা ধা পা I মা জ্ঞা জ্ঞা মা | সা -া সা গা I  
আ সি লে প্রি | য ০ কে ন আ মা রি প্রা | নে ০ ঘ ন

মা পা পা ধা | পা মা পা ধা I পা সা গা ধা | পা -া -া -া I  
আঁ ধা র রা | তে ০ আ জি এ কে লা প | থে ০ ০ ০

গা গা গা গা | ধা গা সা -রা I পা সা গা ধা | পধা -গা -া -া I  
জী ব ন আ | মা ০ ০ ব গে ল যে ব | থা ০ ০ ০

পা ধা পা মা | গা -া গা গা I গা রা গা পা | মা -া ধা পা I  
তো মা রি হু | রে ০ শু ধু বি র হ গা | নে ০ কে ন

মা জ্ঞা -া মা | সা -া II  
আ সি লে প্রা | থে ০

II সা গ্ I দ্ না সা জ্ঞা | সা - সা -ন্ I সা ঙ্গা গা ঙ্গা | পা - গা ঙ্গা I  
ক ভূ নি ঠ্ র বা ০ | য়ে ০ মো ব্ জী ব ন বা | তি ০ ষ দি

পা -না না -দা | পা - পা - I পা ঙ্গা গা ঙ্গা | সা - গা গা I  
ষা য্ গো নি | ভে ০ শে ব্ না হ তে রা | তি ০ ত্ মি

ঙ্গা ধা না -ধা | সা - সা -না I সা সা -গা রা | সা - সা - I  
সে ই ল -গ | নে ০ মো ব্ স মা ধি প | রে ০ এ সে

সা রা সা গা | ধপা - ধা পা I মা গা সগা পা | মা - ধা পা I  
ভা কি ও মো | রে ০ য্ ছ ক ক ৭০ তা | নে ০ কে ন্য

মা জ্ঞা জ্ঞা মা | সা - II II  
আ সি লে ঐ | নে ০

## গান

শ্রীনীরেন্দ্রমোহন রায়

তুমি চরণে রেখেছ যাহারে  
জীবনেরি স্রোতে ভাসিয়া চলিছে  
কুল কি দিবে না, তাহারে ।

শয়নে স্বপনে গাহিব গান,  
মানসে আগিবে তোমারি ধ্যান,—  
আজিকে আমারে ঠাই দাও প্রভু  
ভীতি শঙ্কিত পাথারে ।

## সপ্তম বার্ষিক নিখিল-ভারত সঙ্গীত সম্মেলন ও ষষ্ঠ বার্ষিক এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

গত ২৪শে অক্টোবর তারিখে এলাহাবাদে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের ৭ম বার্ষিক অধিবেশন এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন যুক্তভাবে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। লোক সমাগম ও শ্রুগীদিগের সমাবেশ হিসাবে এবারকার সম্মেলন খুব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। সর্বাপেক্ষা আনন্দের বিষয় এই যে বাঙ্গলা দেশ হইতে আগত প্রতিযোগীরা প্রায় সমস্ত প্রতিযোগীতায়ই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। সম্মেলনে এবার বাঙ্গালী গুণীরা সর্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় হইয়াছিলেন।

প্রথমে ২৪শে অক্টোবর সঙ্গীত প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়া ২৭শে অক্টোবর সকালে উহা সমাপ্ত হয়। প্রতিযোগীতার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু ছাত্র-ছাত্রী ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। অতঃপর ২৭শে অক্টোবর ৫ ঘটিকায় সঙ্গীত সম্মেলনের কার্যাদি আরম্ভ হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু উচ্চশ্রেণীর গায়ক বাদক এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

বাঙ্গলা প্রদেশ হইতে প্রঃ গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রঃ গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, প্রঃ রামকিষণ মিশ্র, বিষ্ণুসেবক মিশ্র, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, শচীন দেব বর্মণ, শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, : হীরেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী (তবলা), জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, : কুমারী গীতা দাস, কুমারী বীণাপাণি মুখার্জি, কুমারী অমলা নন্দী, প্রঃ রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রঃ ইনায়েৎ খাঁ (সেতারী), প্রঃ অনাথ বহু, প্রঃ সফিউল্লা খাঁ (সেতারী), কুমারী সুসমা দে, প্রঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু রাধিকামোহন মৈত্র (স্বরোদ), রামকৃষ্ণ কর্মকার, শচীন্দ্রনাথ দাস, রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যামিনী গাঙ্গুলী, স্বর্গ্যকুমার পাল, প্রঃ দীরেন্দ্র

নাথ ভট্টাচার্য্য, প্রঃ হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী গাঙ্গুলী (স্বরোদ)। এতদ্ব্যতীত ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে আগত গুণীগণ, যথা—প্রঃ ফৈয়াজ খাঁ—বরোদা, ভি, এন, পটবর্দ্ধন—বোম্বে, প্রিন্সিপাল এইচ, আর, ডাক্তার—বরোদা, প্রঃ আলাউদ্দিন খাঁ—মাইহার ষ্টেট, খলিফা আবিদ হুসেন খাঁ—লক্ষ্ণৌ, প্রঃ ওয়াজিদ হুসেন খাঁ—লক্ষ্ণৌ, প্রঃ গোবিন্দ রাও (কাঠতরঙ্গ), প্রঃ মোজাফর খাঁ এবং তাহার পুত্রস্বর—দিল্লী, প্রঃ আবদুল আজিজ খাঁ (বিচিত্র বীণ), দিলীপচাঁদ ভেদী—পাঞ্জাব, প্রঃ রাজা ভইয়া পুঞ্চওয়াল, বেনারস হইতে একদল প্রসিদ্ধ শানাই বাদক (মিঞা বিলাতুস পার্টি), প্রঃ চন্দন চৌবে—মথুরা, প্রঃ নাথু খাঁ (তবলা)—দিল্লী, প্রঃ মোহনলাল (নৃত্যকার)—যুক্তপ্রদেশ, গামা মিশ্র (তবলা), প্রঃ পাঠক—লক্ষ্ণৌ, প্রঃ নারায়ণ রাও গুণে—বোম্বে, প্রঃ রামচন্দ্র অগ্নিহোত্রী, ওস্তাদ মিঠু খাঁ (তবলা), ওস্তাদ হুসনুদীন (সারঙ্গী), প্রঃ নন্দলাল (শানাই)—রামনগর, প্রঃ রমেশচন্দ্র ঠাকুর (তবলা-তরঙ্গ)—গোয়ালিয়র, প্রঃ শঙ্কুপ্রসাদ (নৃত্যকার)—লক্ষ্ণৌ, মাদ্রাজ হইতে একজন বেহালা বাদক, প্রঃ হাফিজ আলি খাঁ (স্বরোদ)—গোয়ালিয়র, প্রঃ পর্কত সিং (পাখোয়াজ), প্রঃ রামেশ্বর পাঠক (সেতার), প্রঃ খাদিম হুসেন ও মহম্মদ বক্স (ঝপদ)—হারিয়ানা, মালজ খাঁ (তবলা), কৃষ্ণরাও পণ্ডিত—গোয়ালিয়র, প্রঃ মাখন লাল (পাখোয়াজ), প্রঃ মৃত্তাক আলি খাঁ (সেতার), প্রিন্সিপাল রতনজনকর—লক্ষ্ণৌ, বিজয় সিংহ (পাখোয়াজ), প্রঃ বলবন্ত রাও (ঝপদ), মিঃ চন্দ্রকান্ত পাহ এবং এলাহাবাদের স্থানীয় গায়কগণ, যথা—প্রঃ ভি, এন, ঠাকুর,

প্রঃ আর, কে, পটবর্দ্ধন, প্রঃ এন, আর, যোশী, রঘুনাথ রাও, প্রঃ বেণীপ্রসাদ শ্রীবাস্তব (হারমোনিয়ম), প্রঃ জগদীশ পাঠক, প্রঃ গগন চ্যাটার্জি, প্রঃ এস, আর, তেওয়ারী (তবলা), প্রঃ রামদেও পাণ্ডে (পাখোয়াজ), প্রঃ এস, ডি, আপ্তে, প্রঃ হরনারায়ণ মিশ্র, প্রঃ কে, কে, মুখার্জি (হারমোনিয়াম), প্রঃ ভি, এ, কুশলকার, প্রঃ ভোলানাথ, মিঃ এ, ঘোষ প্রভৃতি গুণীগণ সকলেই যোগদান করিয়াছিলেন।

### বিশেষ পুরস্কার সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত গুণীগণ ও পুরস্কারদাতাদিগের নাম

১। মিস্ নীলিমা দত্ত (কণ্ঠসঙ্গীত)—মিঃ জ্ঞানেন্দ্র রায়, বোটানিক্যাল গার্ডেন, হাওড়া। ২। মিস্ সুষমাথুর (তবলা)—মহারাজ কুমার মৈমনসিং। ৩। কুমারী বিভাস কুমারী দেব বর্ষণ (কণ্ঠসঙ্গীত)—মহারাজ কুমার মৈমনসিং। ৪। মিস্ গীতা দাস (কণ্ঠসঙ্গীত)—দি অনারেবল নবাব স্মার মহম্মদ ইছফ, কে, টি, বার-এ্যাট-ল; মিনিষ্টার ফর লোকাল সেল্ফ গভর্ণমেন্ট, ইউ, পি। ৫। মিস্ আরতি দাস (কণ্ঠসঙ্গীত)—দি অনারেবল নবাব স্মার মহম্মদ ইউছফ, কে, টি, বার-এ্যাট-ল; মিনিষ্টার ফর লোকাল সেল্ফ গভর্ণমেন্ট, ইউ, পি। ৬। শচীন্দ্রনাথ দাস (কণ্ঠসঙ্গীত)—মেসার্স এইচ, এল, দত্ত এণ্ড ব্রাদার্স। ৭। মিস্ সুষমা দে (কণ্ঠসঙ্গীত)—উমাশঙ্কর বাজপেয়ী, এলাহাবাদ। ৮। প্রোঃ ভি, এন, ঠকর (কণ্ঠসঙ্গীত)—মিঃ ডি, কে, লাহিড়ী চৌধুরী, এম্, এল্, এ। ৯। মিঃ এম্, কে, গাজুলী (সরোদ)—মিঃ পি, সি, ব্যানার্জি। ১০। মিঃ এ, ঘোষ (ক্লারিওনেট)—মিঃ কে, সি, বানার্জি, ২ নং মালব্য রোড, এলাহাবাদ। ১১। মিস্ আশা ওষা (নৃত্য)—মিসেস্ শোহানলাল শ্রীবাস্তব। ১২। মিস্ আশা ওষা (নৃত্য)—জেনারেল রাণা প্রকরণ জং বাহাদুর, এলাহাবাদ। ১৩। মিস্ আশা ওষা

(নৃত্য)—মিসেস্ এম, ডি, সিংহ। ১৪। মিস্ সুষমা দে (কণ্ঠসঙ্গীত)—মিঃ ডি, পি, ঘোষ, ৩ নং জোড়াবাগান স্ট্রীট, কলিকাতা। ১৫। প্রঃ হাফিজ আলি খান (সরোদ)—মহারাজ কুমার মৈমনসিং। ১৬। প্রঃ শঙ্কুনাথ মহারাজ (নৃত্য)—পণ্ডিত তেজনারায়ণ মুন্না, এলাহাবাদ। ১৭। প্রঃ আলাউদ্দিন খান (সরোদ)—রাজা বাহাদুর অব্ খোটে টেট্ট, বাঘেলখান (সি, আই)। ১৮। প্রঃ ফৈয়াজ খাঁ (কণ্ঠসঙ্গীত)—সার জে, পি, শ্রীবাস্তব, কে-টি, মিনিষ্টার ফর এডুকেশন (ইউ, পি)। ১৯। প্রঃ গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী (কণ্ঠসঙ্গীত)—রাজা সাহেব অফ গৌরীপুর, আসাম। ২০। মিঃ ভীষ্মদেব চ্যাটার্জি (কণ্ঠসঙ্গীত)—মহারাজ কুমার মৈমনসিং। ২১। মিঃ এস, এন, দাস (কণ্ঠসঙ্গীত)—মিঃ সমরজিৎ সিং, গোরখপুর। ২২। মিঃ ভীষ্মদেব চ্যাটার্জি (কণ্ঠসঙ্গীত)—মিঃ সমরজিৎ সিং, গোরখপুর। ২৩। মিঃ অনাথনাথ বোস (কণ্ঠসঙ্গীত)—রাজকুমার অফ আমেদি টেট্ট। ২৪। প্রঃ গিরিজা শঙ্কর চক্রবর্তী (কণ্ঠসঙ্গীত)—ঠাকুর সাহেব অফ নাইগারহি। ২৫। প্রঃ গিরিজা শঙ্কর চক্রবর্তী (কণ্ঠসঙ্গীত)—মিঃ জে, কে, আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ২৬। প্রঃ মুনাউর খাঁ (কণ্ঠসঙ্গীত)—মিঃ এন্, কে, আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ২৭। প্রঃ রামকিষণ মিশ্র (কণ্ঠসঙ্গীত)—মিঃ এন্, কে, আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ২৮। প্রঃ রামেশ্বর পাঠক (সেতার)—মিঃ এন্, কে, আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ২৮। প্রঃ ফৈয়াজ খাঁ (কণ্ঠসঙ্গীত)—মিঃ জে, কে, আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ৩০। মিস্ রেণুকা সাহা (সেতার)—দি সিনিয়র কম্যাণ্ডিং জেনারেল অফ নেপাল। ৩১। মিস্ রেণুকা সাহা (সেতার)—প্রিন্স্ নরেন্দ্র সামশের জং বাহাদুর রাণা। ৩২। মিস্ রেণুকা সাহা (সেতার)—প্রিন্স্ জগৎ সামশের জং বাহাদুর রাণা। ৩৩। মিস্ রেণুকা সাহা (সেতার)—কুন্ডার প্রতাপ বিক্রম শাহি অফ

খাইরগড়। ৩৪। প্রঃ নাথু খাঁ (তবলা)—রায় কেশব চন্দ্র বানার্জী বাহাদুর, এম্, এল, এ; ঢাকা। ৩৫। প্রঃ রঘুনন্দন খাঁ (কণ্ঠসঙ্গীত)—মিসেস্ ডি, ওঝা, এলাহাবাদ। ৩৬। প্রঃ জি, এস্, চক্রবর্তী (কণ্ঠসঙ্গীত)—মিঃ পি, সি, বানার্জী, ইন্কম্ ট্যাক্স অফিস, এলাহাবাদ। ৩৭। মিঃ শচীন দেব বর্ষণ (কণ্ঠসঙ্গীত)—মিঃ ডি, কে, লাহিড়ী চৌধুরী, এম্, এল, এ। ৩৮। প্রঃ গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী (কণ্ঠসঙ্গীত)—মিঃ বিভূতি বোস, কলিকাতা। ৩৯। মিঃ শৈলেন্দ্র কুমার বানার্জি (কণ্ঠসঙ্গীত)—মিঃ এইচ, এন, সেন, ১২নং আহিরীটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা। ৪০। প্রঃ আব্দুল আজিজ খাঁ অফ পাতিল-য়ালা (কণ্ঠসঙ্গীত)—মহারাজ কুমার মৈমনসিং। ৪১। মিঃ এইচ, কে, গান্ধলী—প্রিন্স ডি, ডি, সিং। ৪২। প্রঃ শঙ্কনাথ—রাজা সাহেব অফ ভজি। ৪৩। প্রঃ শঙ্কনাথ (নৃত্য)—কুমার জে, কে, আচার্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ৪৪। প্রঃ হুন্দেরসা আয়ার—পণ্ডিত আর, এন, শুভ। ৪৫। প্রঃ বলবন্ত রাও—শ্রীযুক্ত ডি, কে, লাহিড়ী চৌধুরী। ৪৬। প্রঃ ওয়াজিদ হুসেন—কুমার এন, কে, আচার্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ৪৭। প্রঃ এনায়েৎ খাঁ (সেতার)—মিঃ পি, কে, পাণ্ডে। ৪৮। প্রঃ এনায়েৎ খাঁ (সেতার)—রায় বাহাদুর কেশবচন্দ্র বানার্জী। ৪৯। প্রঃ আবিদ হুসেন খাঁ—ডাঃ ডি, আর, ভট্টাচার্য। ৫০। প্রঃ নারায়ণ রাও ব্যাস—পণ্ডিত অমরনাথ বা। ৫১। প্রঃ চন্দন চৌবে—মিঃ আর, সি, চৌধুরী।

বিশেষ পুরস্কার রৌপ্যপদক প্রাপ্ত গুণীগণ ও

পুরস্কারদাতাদিগের নাম

১। মিস নীলিমা রাণী দত্ত (কণ্ঠসঙ্গীত)—মিঃ এন, কে, আচার্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ২। মিস শান্তনা ভট্টাচার্য (নৃত্য)—মহারাজ কুমার ময়মনসিংহ। ৩। মিস বেলা সরকার (কণ্ঠসঙ্গীত)—মিঃ ডি, কে, লাহিড়ী

চৌধুরী, এম, এল, এ। ৪। মিস্ শান্তনা ভট্টাচার্য (নৃত্য)—মিঃ পি, এল, টগুন, শ্রার পি, সি, বানার্জি হোটেল, এলাহাবাদ। ৫। মিস শান্তনা ভট্টাচার্য (নৃত্য)—রায় সাহেব আর, এল, বাজ, ভরতপুর। মিস পুষ্প মাথুর (নৃত্য)—রায় সাহেব কৃপা নারায়ণ, লাহোর। ৬। মিস শান্তনা ভট্টাচার্য (নৃত্য)—রায় সাহেব কৃপা নারায়ণ, লাহোর। ৭। মিস বিমলকুমারী মাথুর (তবলা)—মিসেস্ ডি, আর, ভট্টাচার্য, ৭ নং মালব্য রোড, এলাহাবাদ। ৮। মাষ্টার বিশ্বনাথ বিশ্বাস (কণ্ঠসঙ্গীত)—ডাঃ ডি, আর, ভট্টাচার্য, ৭ মালব্য রোড, এলাহাবাদ। ৯। মিস্ কল্লিণী দেবী মেরজা (কণ্ঠসঙ্গীত)—মিঃ এ, আলি খাঁ। ১০। মিস্ শান্তনা ভট্টাচার্য (নৃত্য)—মিঃ এইচ, এন, মেরজা, এলাহাবাদ। ১১। মাষ্টার নিরঞ্জন ভট্টাচার্য (নৃত্য)—মিঃ ডি, কে, লাহিড়ী চৌধুরী, এম্, এল, এ। ১২। মাষ্টার অনন্ত কেশব কগ্জি (কণ্ঠসঙ্গীত)—মিঃ ডি, কে, লাহিড়ী চৌধুরী, এম্, এল, এ। ১৩। মাষ্টার জহরলাল মুখার্জি (কঃসঃ)—মিঃ ডি, কে, লাহিড়ী চৌধুরী, এম, এল, এ। ১৪। মাষ্টার জগদীশ (কঃসঃ)—মিঃ জে, কে, আচার্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ১৫। মাঃ জগদীশ (হারমোনিয়ম)—রাজা অফ গৌরীপুর, আসাম। ১৬। মাঃ জগদীশ (হারমোনিয়ম)—মিঃ শ্রীবিলাস পাণ্ডে। ১৭। মিঃ মহেশচন্দ্র শ্রাবসেনা (কঃসঃ)—মিঃ ডি, কে, লাহিড়ী চৌধুরী, এম্, এল, এ। ১৮। মিস্ চন্দন কুমারী মাথুর (কঃসঃ)—মিঃ ডি, কে, লাহিড়ী চৌধুরী, এম্, এল, এ। ১৯। মিঃ শৈলেন্দ্রকুমার চ্যাটার্জী (কঃসঃ)—মিঃ এন, কে, আচার্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ২০। মিঃ শৈলেন্দ্রনাথ বানার্জি (কঃসঃ)—মিঃ হরেন্দ্র-লাল দত্ত, ৩৪-এ, কলুটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা। ২১। মিঃ শৈলেন্দ্রনাথ বানার্জি (কঃসঃ)—মিঃ দেবেন্দ্রলাল দত্ত, ৩৪-এ, কলুটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা। ২২। মিঃ শৈলেন্দ্র-নাথ বানার্জী, (কঃসঃ)—মিঃ জে, সি, বসু, ৪০ রাধা-

বাজার, কলিকাতা। ২৪। মিস্ চন্মনকুমারী মাথুর (ক: স:)—মি: দয়্য কৃষ্ণ মাথুর, ৫৪ কে, পি, ইউ, কলেজ, এলাহাবাদ। ২৫। মি: শৈলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী (ক: স:)—মি: এস, মুখার্জী, ৩ জোরাবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২৬। মি: রমেশচন্দ্র নৌতিয়াল (বালী)—মি: লক্ষ্মী-প্রসাদ গুপ্ত, ৮৪ হল্যাণ্ড হল, এলাহাবাদ। ২৭। মি: এস্, সি, ব্যাস (এস্রাজ)—মি: পি, এস, মেটা। ২৮। বিবি যশবন্ত কাউর (ব: স:)—মি: সত্যপ্রসাদ তপ্পিয়াল, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়। ২৯। মিস্ রেবা ঘোষ (ক: স:)—কুমার এন, কে, আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ৩০। বিবি যশোবন্ত কাউর (ক: স:)—মি: ডি, কে, লাহিড়ী চৌধুরী, এম, এল, এ। ৩১। মিস্ নির্মলা দেবী পস্তু (সেতার)—মিসেস্ ডি, আর, ভট্টাচার্য্য, ৭ মালব্য রোড, এলাহাবাদ। ৩২। মিস্ শোভা ভট্টাচার্য্য (নৃত্য)—মি: অনিলভূষণ বাগ্‌চী, ৫৭ গড়পার রোড, কলিকাতা। ৩৩। মিস্ শোভা ভট্টাচার্য্য (নৃত্য)—রায় বাহাদুর ডা: কে, পি, মাথুর, ৩ মালব্য রোড, এলাহাবাদ। ৩৪। মিস্ রেবা দত্ত (নৃত্য)—মি: পি, সি, দত্ত (গায়ক) টাটানগর। ৩৫। মি: রামশঙ্কর সাণ্ড (হারমোনিয়ম)—মি: পি, এন, চক্কা, ৩০ আখরা ম্যান থা, চক্কা রোড, এলাহাবাদ। ৩৬। মিস্ শোভা ভট্টাচার্য্য (নৃত্য)—মি: ডি, কে, লাহিড়ী চৌধুরী, এম, এল, এ। ৩৭। মিস্ শোভা ভট্টাচার্য্য (নৃত্য)—মি: এ, জি, ওয়াকেল, কেয়ার অফ প্র: এন, আর, যোশী, এলাহাবাদ। ৩৮। মিস্ উষা গোবিন্দা (সেতার)—মিসেস্ ডি, আর, ভট্টাচার্য্য, ৭ মালব্য রোড, এলাহাবাদ। ৩৯। মিস্ রেণুকা সাহা (সেতার)—প্র: ডি, ওয়া, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়। ৪০। মিস মায়া ভট্টাচার্য্য (ক: স:)—মি: বি, এন, চক্রবর্তী। ৪১। মিস তারা মাথুর (তবলা)—মি: দ্বারকা নাথ কাপুর, সাহিত্য ভবন, সাজাহানপুর। ৪২। মিস্ মায়া ভট্টাচার্য্য (ক: স:)—মি: রাম সিং শেঠ।

৪৩। মিস্ তারা মাথুর (তবলা)—মার্কেল সোপ ওয়ার্কস্, কানপুর। ৪৪। মিস মায়া ভট্টাচার্য্য (ক: স:)—মি: ডি, কে, লাহিড়ী চৌধুরী, এম, এল, এ। ৪৫। মিস মায়া ভট্টাচার্য্য (ক: স:)—মহারাজ কুমার ময়মনসিংহ। ৪৬। মিস তারা মাথুর (ক: স:)—মি: ডি, কে, লাহিড়ী চৌধুরী, এম, এল, এ। ৪৭। মিস তারা মাথুর (ক: স:)—মি: ডি, কে, লাহিড়ী চৌধুরী, এম, এল, এ। ৪৮। মিস্ চন্মনকুমারী (ক: স:)—মি: কে, কে, শর্মা, ৭ স্তার পি, সি, বি, হোস্টেল, এলাহাবাদ। ৪৯। মিস প্রেম-কুমারী সিংহ (ক: স:)—মি: ভগবৎ সহায় মাথুর, ৯-এ মুর রোড, এলাহাবাদ। ৫০। কুমারী শোভা কুণ্ডু (সেতার)—কুমার এন, কে, আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ৫১। মিস তারা মাথুর (তবলা)—মি: দয়্য কৃষ্ণ মাথুর, ৫৪, কে, পি, ইউ, হোস্টেল, এলাহাবাদ। ৫২। মাষ্টার চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য্য (তবলা)—মি: ডি, কে, লাহিড়ী চৌধুরী, এম, এল, এ। ৫৩। মি: দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য (ক: স:)—কুমার জে, কে, আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ৫৪। মি: চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য্য (ক: স:)—কুমার এন, কে, আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ৫৫। মি: বলদেওপ্রসাদ পাণ্ডে (ক: স:)—কুমার এন, কে, আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ৫৬। মি: গিরিশপ্রসাদ (তবলা)—রায় সাহেব কুপা নারায়ণ, লাহোর। ৫৭। মি: বনোয়ারীলাল শ্রীবাস্তব (সেতার)—মি: মোহনলাল ঘোষাল। ৫৮। মিস্ সুধা মাথুর (তবলা)—মহারাজা অফ গৌরীপুর, আসাম। ৫৯। কুমারী পুষ্পলতা বাত্রা (ক: স:)—কুমার জে, কে, আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ৬০। কুমারী পুষ্পলতা বাত্রা (ক: স:)—জনৈক অজ্ঞাত ব্যক্তি, কেয়ার অফ আর, পি, সিংহ, ৩৭ মুর রোড, এলাহাবাদ। ৬১। কুমারী শৈলবালা দেবী (ক: স:)—মিসেস্ ডি, আর, ভট্টাচার্য্য, ৭ মালব্য রোড, এলাহাবাদ। ৬২। কুমারী পুষ্পলতা বাত্রা (ক: স:)—প্র: ডি, ওয়া, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়।

৬৩। কুমারী পুষ্পলতা বাজা (ক:স:)—মহারাজ কুমার  
অফ ময়মনসিং। ৬৪। মিস্ সুধা মাথুর (তবলা)—  
মিস্ চাঁদকুমারী মাথুর। ৬৫। মিস্ শ্রীবিভাসকুমারী দেব  
বর্ষণ (ক:স:)—কুমার জে, কে, আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তা-  
গাছা। ৬৬। মিস আরতি দাস (ক:স:)—প্রঃ ভীষ্মদেব  
চ্যাটার্জী। ৬৭। কুমারী শান্তিলতা ব্যানার্জি (ক:স:)—  
কুমার এন, কে, আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ৬৮।  
মিস্ প্রতিমা রাণী ঘোষ (ক:স:)—কুমার এন, কে,  
আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ৬৯। মিস্ শ্রীবিভাসকুমারী  
দেব বর্ষণ (ক:স:)—প্রঃ গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, কলি-  
কাতা। ৭০। মিঃ এম, এল, মেহরা (বোর্ডে লিথিবার  
জন্ত) —মিঃ সৈয়দ আহম্মদ। ৭১। মিস্ সুধা মাথুর  
(তবলা)—মিঃ দয়্য কৃষ্ণ মাথুর, ৫৪ কে, পি, ইউ, হোটেল,  
এলাহাবাদ। ৭২। মিস সুধা মাথুর (তবলা)—মিসেস  
কে, সি, ব্যানার্জী, ২ মালব্য রোড, এলাহাবাদ। ৭৩।  
মিঃ এন, আর, ভট্টাচার্য্য (সেতার)—মিঃ ডি, কে, লাহিড়ী  
চৌধুরী, এম, এল, এ। ৭৪। মিঃ এন, আর, ভট্টাচার্য্য  
(সেতার)—কুমার এন, কে, আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা।  
৭৫। মিস সুধা মাথুর (তবলা)—মিসেস জি, ডি, কার-  
ওয়াল, ২ ব্যাক রোড, এলাহাবাদ। ৭৬। মিসেস মায়া  
দেবী (ক:স:)—কুমার এন, কে, আচার্য্য চৌধুরী,  
মুক্তাগাছা। ৭৭। মিস বিন্দুবাসিনী রায় (হারমোনিয়ম)  
—মিঃ ডি, কে, লাহিড়ী চৌধুরী, এম, এল, এ। ৭৮।  
মিস বিন্দুবাসিনী রায় (হারমোনিয়ম)—মিঃ ডি, ডি,  
যোশী। ৭৯। মিস বিন্দুবাসিনী রায় (হারমোনিয়ম)—  
মিঃ অনিলভূষণ বাগ্‌চী, ৫১ গড়পার রোড, কলিকাতা।  
৮০। মাষ্টার স্বধীরলাল চক্রবর্তী (ক:স:)—কুমার এন,  
কে, আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ৮১। মিঃ দেবীপ্রসন্ন  
ঘোষ (তবলা)—প্রঃ শশী মুখার্জি, ২৪ ঠাকুর ক্যাসেল  
স্ট্রীট, কলিকাতা। ৮২। মিঃ গোপালকৃষ্ণ মুখার্জি (ক:  
স:)—প্রঃ শশী মুখার্জি, ২৪ ঠাকুর ক্যাসেল স্ট্রীট, কলি-

কাতা। ৮৩। মিস শ্রীবিভাসকুমারী দেব বর্ষণ (ক:স:)—  
—প্রিন্সিপ্যাল কৃষ্ণ রাও পণ্ডিত, গোয়ালিয়র। ৮৪। মিস  
সুধা মাথুর (তবলা)—প্রিন্সিপ্যাল কৃষ্ণ রাও পণ্ডিত,  
গোয়ালিয়র। ৮৫। মিঃ স্থলীলকুমার বহু (ক:স:)—  
কুমার এন, কে, আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ৮৬।  
মিঃ বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য (ক:স:)—মিঃ ডি, কে, লাহিড়ী  
চৌধুরী, এম, এল, এ। ৮৭। মিঃ স্থলীলকুমার বহু (ক:  
স:)—মিঃ অনিলভূষণ বাগ্‌চী। ৮৮। মিঃ প্রতাপ-  
নারায়ণ মিত্র (পাখোয়াজ)—মিঃ কে, কে, লাহিড়ী  
চৌধুরী, এম, এল, এ। ৮৯। মিঃ শিশিরকুমার গুহ (ক:  
স:)—কুমার এন, কে, আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা।  
৯০। মিস নৌনিমা রাণী দত্ত (ক:স:)—মিসেস এন,  
আর, বায়। ৯১। বিবি যশবন্ত কাউর (ক:স:)—ডাঃ  
বি, এস, শেয়ার, হোসিয়রপুর। ৯২। মিস আরতি দাস  
(ক:স:)—পণ্ডিত রামকৃষ্ণ মিশ্র, ২১ কালী দত্ত স্ট্রীট,  
কলিকাতা। ৯৩। মিস গীতা দাস (ক:স:)—পণ্ডিত  
রামকৃষ্ণ মিশ্র, কালী দত্ত স্ট্রীট কলিকাতা। ৯৪। সর্ক-  
শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী (সেতার)—মিসেস ডলি মুখার্জি, ২ নং  
মালব্য রোড, এলাহাবাদ। ৯৫। সর্কশ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী  
(সেতার)—মিঃ জি, ব্যানার্জি, ৪১ জর্জ টাউন, এলাহা-  
বাদ। ৯৬। সর্কশ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী (সেতার)—মিস ইন্দ্-  
লেখা ব্যানার্জি, ৪১ জর্জ টাউন, এলাহাবাদ। ৯৭।  
সর্কশ্রেষ্ঠ পুরুষ প্রতিযোগী (তবলা)—মিঃ শান্তনু ব্যানার্জি,  
৪১ জর্জ টাউন, এলাহাবাদ। ৯৮। মিঃ জে, সি, রায়—  
(সেতার)—মেসার্স পি, কে, পাণ্ডে, এস, আর, ভট্টাচার্য্য  
গঙ্গারাম, ১০ মালব্য রোড, এলাহাবাদ। ৯৯। মিঃ  
স্বরূপপ্রসাদ (ক:স:)—প্রঃ ডি, ওঝা, এলাহাবাদ বিশ্ব-  
বিদ্যালয়। ১০০। মিস কমলা দেবী আগরওয়াল (হার-  
মোনিয়ম)—মিঃ হীরলাল, ৮৮ সার স্বধীরলাল হোটেল,  
এলাহাবাদ। ১০১। মিস তারা মাথুর (ক:স:)—মিঃ  
এ, জি, ওয়াকেল, এলাহাবাদ। ১০২। মাষ্টার স্বধীরলাল



চক্রবর্তী (ক: স:)—মি: মহীন্দ্রমোহন ব্যানার্জি, ৪৫ বি, মেছুয়া বাজার, কলিকাতা। ১০৩। মি: শচীন্দ্রনাথ দাস (ক: স:)—মি: মহীন্দ্রমোহন ব্যানার্জী, ৪৫ বি মেছুয়া-বাজার, কলিকাতা। ১০৪। মি: গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী (ক: স:)—মি: মহীন্দ্রমোহন ব্যানার্জি, ঐ। ১০৫। মি: হীরেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী (তবলা)—মি: মহীন্দ্রমোহন ব্যানার্জী, ঐ। ১০৬। মি: হীরেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী (তবলা)—রায় সাহেব জ্যোতি:প্রসাদ, ৬ মুর রোড, এলাহাবাদ। ১০৭। মি: হীরেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী (তবলা)—মি: এ, ডি, পদ্ম, মালব্য রোড, এলাহাবাদ। ১০৮। মি: নরেন্দ্রনাথ বসু মল্লিক (নৃত্য)—মি: সন্তোষকুমার শ্রীবাস্তব, এলাহাবাদ। ১০৯। মিস রেণুকা সাহা (সেতার)—মি: ভগ-বতী প্রসাদ মাথুর, সাজাহানপুর। ১১০। মিস পুষ্পলতা মাথুর (সেতার)—রায় বাহাদুর ডা: এল, ডি, যোগী, এলাহাবাদ। ১১১। মিস পুষ্পলতা বাত্রা (ক: স:)—মি: পুরোহিতস্বরূপ নারায়ণ, জয়পুর। ১১২। মিস অমলা নন্দী (নৃত্য)—মি: গোপাল লাল গুপ্ত, জয়পুর। ১১৩। মিস সুষমা মাথুর (তবলা)—মি: এন, জি, মতিলাল, রেইস, বেনারস। ১১৪। মিস বিভাসকুমারী দেব বর্মান (ক: স:)—মি: এন, জি, মতিলাল, রেইস, বেনারস। ১১৫। মিস শোভা কুণ্ডু (সেতার)—মি: এন, জি, মতিলাল, ঐ। ১১৬। মি: এস, কে, পাল (তবলা)—মি: এন, জি, মতিলাল, ঐ। মিস আশা ওঝা (নৃত্য)—মিসেস আর, আর, কে, আঘা, এলাহাবাদ। ১১৮। মি: নরেন বসু মল্লিক (নৃত্য)—মেসার্স নৌতিয়াল, ব্যানার্জি, তেওয়ারী ইত্যাদি। ১১৯। মি: নরেন বসু মল্লিক (নৃত্য)—মিস শান্তনা ভট্টাচার্য, ৭ মালব্য রোড, এলাহাবাদ। ১২০। মিস অমলা নন্দী (নৃত্য)—মিস ইন্দুলেখা ব্যানার্জি, জর্জ টাউন, এলাহাবাদ। ১২১। মিস সুষমা দে (ক: স:)—মিস ইন্দুলেখা ব্যানার্জী, জর্জ টাউন, এলাহাবাদ। ১২২। মিস আরতি দাস (ক: স:)—মিস ইন্দুলেখা

ব্যানার্জি, জর্জ টাউন এলাহাবাদ। ১২৩। মিস গীতা দাস (ক: স:)—মি: এ, কে, মিত্র, ৪২ ক্যান্টনমেন্ট রোড, লক্ষ্মৌ। ১২৪। মিস উমা মিত্র (ক: স:)—মি: এ, কে, মিত্র ৪২ ক্যান্টনমেন্ট রোড, লক্ষ্মৌ। ১২৫। মিস শোভা কুণ্ডু (সেতার)—মি: এ, কে, মিত্র, ৪২ ক্যান্টনমেন্ট রোড, লক্ষ্মৌ। ১২৬। প্র: ওয়াজিদ হুসেন (তবলা)—মি: মণীন্দ্রনাথ বসু, ৪৫ মেছুয়া বাজার, কলিকাতা। ১২৭। মিস শান্তা আমলাদি (ক: স:)—মি: ডি, কে, লাহিড়ী চৌধুরী, এম, এল, এ। ১২৮। মি: ভীষ্মদেব চ্যাটার্জী (ক: স:)—প্র: গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, কলিকাতা। ১২৯। মি: শ্যামকুমার গাঙ্গুলী (স্বরোদ)—মহারাজা অফ গৌরীপুর, আসাম (স্বর্ণ পদক)। ১৩০। মি: দেবীপ্রসন্ন ঘোষ (তবলা)—মহারাজা অফ গৌরীপুর, আসাম (স্বর্ণ পদক)। ১৩১। মি: রমেশচন্দ্র ব্যানার্জি (ক: স:)—মহারাজা অফ গৌরীপুর, আসাম (স্বর্ণ পদক)। ১৩২। মিস সুষমা মাথুর (তবলা)—মি: এইচ, কে, গাঙ্গুলী, কলিকাতা। ১৩৩। মিস উমা গোবিন্দা (সেতার)—মি: এন, জি, মতিলাল, রেইস, বেনারস। ১৩৪। মি: সি, এস, আঘার (বেহালা)—মেসার্স এস, আর, ভট্টাচার্য, প্রভৃতি। ১৩৫। মি: ভীষ্মদেব চ্যাটার্জি (ক: স:)—মি: মহীন্দ্রমোহন ব্যানার্জী, ৪৫ বি, মেছুয়াবাজার, কলিকাতা। ১৩৬। মি: এইচ, কে, গাঙ্গুলী (তবলা)—মি: রামচন্দ্র ব্যাস, ১ কুইন্স রোড, এলাহাবাদ। ১৩৭। মি: শচীন্দ্রনাথ দাস (ক: স:)—মি: আর, আর, দত্ত, কলিকাতা। ১৩৮। মিস বীণা-পাণি মুখার্জি (ক: স:)—কুণ্ডার স্মরজিৎ সিং, গোরক্ষ-পুর। ১৩৯। আলাউদ্দিন সাহেবের পুত্র (ক: স:)—মি: এস, সিং, ৩ ক্যানিং রোড, এলাহাবাদ। ১৪০। মিস পুষ্পলতা বাত্রা (ক: স:)—কুণ্ডার স্মরজিৎ সিং, গোরক্ষ-পুর। ১৪১। মিস গীতা দাস (ক: স:)—মি: দ্বারকানাথ কাপুর, সাহিত্য ভবন, সাজাহানপুর। ১৪২। মি: অনাথ

নাথ বহু (কঃসঃ)—মহারাজকুমার ময়মনসিং। ১৪৩।  
মিস বিভাসকুমারী দেব বর্ষণ (কঃসঃ)—মিসেস কে, সি,  
ব্যানাজ্জি, ২ মালবা রোড, এলাহাবাদ। ১৪৪। মিস  
প্রভাবতী মিত্র (কঃসঃ)—মিঃ কে, সি, ব্যানাজ্জি, ঐ।  
১৪৫। মিস বিন্দুবাসিনী রায় (হারমোনিয়ম)—মিসেস  
কে, সি, ব্যানাজ্জি, ঐ। ১৪৬। মিস শোভা ভট্টাচার্য  
(হারমোনিয়ম)—মিঃ পি, এস, যোশী (একটি কাপ)।  
১৪৭। মিস আশা ওঝা (নৃত্য)—মিঃ পি, এস, যোশী  
(একটি কাপ)। ১৪৮। মিস আশা ওঝা (নৃত্য)—  
মিঃ ডি, পি, ভার্গব, এ্যাডভোকেট, আজমীঢ়। ১৪৯।  
কুমারী বিভাসকুমারী দেব বর্ষণ (কঃসঃ)—মিঃ কমল  
মুখাজ্জি। ১৫০। কুমারী আরতি দাস (কঃসঃ)—প্রঃ  
ভীষ্মদেব চ্যাটার্জি, কলিকাতা। ১৫১। মিস সুধা মাথুর  
(তবলা)—মাষ্টার ভনপ্রকাশ শ্রীবাস্তব, ২২ ক্লাইভ রোড,  
এলাহাবাদ। ১৫২। মিঃ সূর্যকুমার পাল (তবলা)—  
রায় বাহাদুর কেশবচন্দ্র বানাজ্জি, এম্, এল্, এ। ১৫৩।  
মিস শোভা ভট্টাচার্য (তবলা)—রায় বাহাদুর কেশবচন্দ্র  
বানাজ্জি, এম্, এল্-এ। ১৫৪। মিস্ মায়া ভট্টাচার্য  
(তবলা)—রায় বাহাদুর কেশবচন্দ্র বানাজ্জি, এম্, এল্, এ।  
১৫৫। মিস্ বাঁণাপাণি মুখাজ্জী (তবলা)—রায় বাহাদুর  
কেশবচন্দ্র বানাজ্জি, এম্, এল্, এ। ১৫৬। মিস্ সান্ত্বনা  
ভট্টাচার্য (তবলা)—মিঃ রাধিকা মোহন মৈত্র। ১৫৭।  
মিস্ বিন্দুবাসিনী রায় (হারমোনিয়াম)—মিঃ রাধিকা  
মোহন মৈত্র। ১৫৮। মিসেস্ মায়া দেবী (কণ্ঠসঙ্গীত)  
—মিঃ দেবী প্রসন্ন ঘোষ। ১৫৯। মিস্ সুষমা দে  
(কণ্ঠসঙ্গীত)—রায় বাহাদুর কেশবচন্দ্র বানাজ্জি, এম্,  
এল্, এ ঢাকা। ১৬০। প্রঃ সফিউল্লা অফ্ নাটোর  
(কণ্ঠসঙ্গীত)—মিঃ সমরজিৎ সিং, ডুমুরি এষ্টেট, গোরখ-  
পুর (কাপ)। ১৬১। মিঃ দক্ষিণা রঞ্জন চ্যাটার্জি  
(তবলা)—মিঃ ডি, আর, ভট্টাচার্য, ৭নং মালবা রোড,  
এলাহাবাদ। ১৬২। মিঃ প্রতাপ নারায়ণ মিত্র  
(পাখোয়াজ)—মিঃ ডি, আর, ভট্টাচার্য, ৭নং মালবা  
রোড, এলাহাবাদ। ১৬৩। মিঃ ওঙ্কারনাথ অফ  
আজমীঢ় (কণ্ঠসঙ্গীত)—মিঃ ডি, ডি, যোশী। ১৬৪—  
১৬৭। মিঞা বিলাতুস পাট্টী (শানাই)—মিঃ এন্, জি,  
মতিলাল, রেইজ, বেনারস। ১৬৮। মিঃ শচীন্দ্রনাথ  
দাস (কণ্ঠসঙ্গীত)—মিঃ টি, সি, বোস। ১৬৯। মিঃ  
শৈলেন্দ্রনাথ বানাজ্জি (কণ্ঠসঙ্গীত)—মিঃ টি, সি, বোস।

১৭০। মিস্ হেনা সান্যাল, স্বেচ্ছাসেবিকা (উত্তম  
কার্যের জন্ত)—মিঃ চৈতন্য কুমার। ১৭১। মিঃ কে,  
পি, হাজেলা, স্বেচ্ছাসেবক (উত্তম কার্যের জন্ত)—অন্যান্য  
স্বেচ্ছাসেবকগণ। ১৭২। মিঃ আর, কে, বর্মা (স্বেচ্ছা-  
সেবক) (কঠিন এবং অসাধ্য কাজের জন্ত)—তাহাদের  
কাপ্টেনের দ্বারা (ডাঃ এন্, ঘোষ এণ্ড মিঃ এন্, সি, বর্মা)  
১৭৩। মিঃ বি, এন্, চক্রবর্তী, স্বেচ্ছাসেবক (আদর্শ  
কর্মকুশলী)—তাহাদের কাপ্টেনগণের দ্বারা (ডাঃ এন্,  
ঘোষ এণ্ড মিঃ এন্, সি, বর্মা)। ১৭৪। মিস্ অমলা  
নন্দী (রূপার কাপ)—মিস্ শিলা বর্মা। ১৭৫। মিস্  
গীতা দাস (রূপার কাপ)—মিঃ আর, ঘোষ। ১৭৬।  
মিস্ কমলা দেবী আগরওয়াল (রূপার কাপ)—মিঃ  
হীরালাল আগরওয়াল, পাটনা। ১৭৭। মিঃ এইচ, কে,  
গাজুলী (রোপ্য পদক)—মিঃ এইচ, সি, বাস। ১৭৮।  
মিস্ আশা ওঝা (রোপ্য পদক)—মিঃ কে, এন্, ইউনিয়াল।  
১৭৯। প্রঃ মজাফর খাঁ (স্বর্ণপদক)—ডাঃ বি, এস,  
শেয়ারী। ১৮০। প্রঃ হাকিম আলি খাঁ (স্বর্ণপদক)  
—কুমার এ, এন্, সিংহ অফ পাঁচগাছিয়া। ১৮১। প্রঃ  
ডি, সি, বেদী (স্বর্ণপদক)—কুমার এ, এন্, সিংহ অফ  
পাঁচগাছিয়া। ১৮২। মিঃ এইচ, কে, গাজুলী (স্বর্ণ  
পদক)—কুমার এ, এন্, সিংহ অফ পাঁচগাছিয়া। ১৮৩।  
মিস আশা ওঝা (স্বর্ণপদক)—কুমার এ, এন্, সিংহ  
অফ পাঁচগাছিয়া। ১৮৪। মিঃ হরিপদ চ্যাটার্জী (স্বর্ণ  
পদক)—কুমার এ, এন্, সিংহ অফ পাঁচগাছিয়া। ১৮৫।  
মিস গীতা দাস (স্বর্ণপদক)—কুমার এ, এন্, সিংহ  
অফ পাঁচগাছিয়া। ১৮৬। মিস মায়া ভট্টাচার্য (স্বর্ণ  
পদক)—কুমার এ, এন্, সিংহ অফ পাঁচগাছিয়া।

### চ্যাম্পিয়ানশিপ কাপ

ভট্টাচার্য পরিবার সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়া  
ও সর্বোচ্চ নম্বর পাইয়া চ্যাম্পিয়ানশিপ কাপ লাভ  
করিয়াছেন। এইবার লইয়া ভট্টাচার্য পরিবার উপযুক্ত  
তিনবার এই পুরস্কারটি লাভ করিলেন। (নম্বর ৮৮)

### রাগাস-আপ কাপ

সঙ্গীত কলাভবন, কলিকাতা রাগাস-আপ্ কাপটি  
পাইয়াছেন। নম্বর-৬৫।

থার্ড কাপ

- ১। গায়ন বাদন কলাভবন—জব্বারপুর।
  - ২। বিশ্বাস পরিবার।
- উভয়েই তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন।

টিচার্স প্রাইজ

প্রঃ গিরিজা শঙ্কর চক্রবর্তী উৎকৃষ্ট শিক্ষকতার জন্য।  
প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছেন কারণ তাঁর ছাত্র-ছাত্রীগণ  
সর্বোচ্চ নম্বর পাইয়াছেন। দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করিয়া  
ছেন প্রঃ এন্, আর, যোশী এবং বেণীপ্রসাদ। ক্রমশঃ

রাণাস কাপ বিজয়ী সঙ্গীতকলা ভবনের ছাত্র ও ছাত্রীগণ



পশ্চাতে বামদিক হইতে দণ্ডায়মান—জহর মুখার্জি, স্বধীর চক্রবর্তী, দক্ষিণা চট্টোপাধ্যায়, যামিনী গাঙ্গুলী (সেক্রেটারী)  
অমর মজুমদার, শৈলেন ব্যানার্জী, হরিহর রায়, স্থলীল বসু, সুনীল বসু, অমিয় ভট্টাচার্য, বিশেষ্বর ভট্টাচার্য।  
মধ্যভাগে উপবিষ্ট—কুমারী শোভা কুণ্ডু, কুমারী স্বরমা ভট্টাচার্য, কুমারী উমা মিত্র, আচার্য গিরিজাশঙ্কর (প্রতিষ্ঠাতা),  
কুমারী রেণুকা সাহা, কুমারী কুণাময়ী ব্যানার্জি, কুমারী প্রভা মিত্র। নিম্নে উপবিষ্ট—জগদীশ চক্রবর্তী,  
কুমারী বর্ণা সাহা, কুমারী শান্তিলতা ব্যানার্জি, কুমারী মণিকা সাহা, দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য।



## সংবাদ



### সঙ্গীত সাধনায় ভ্রাতৃত্ব

ফরিদপুর জেলাস্থ বাজিতপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বামাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বিম্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় সঙ্গীতচর্চায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। বিম্বেশ্বরবাবু শৈশবকাল হইতেই তাঁহার পিতৃদেবের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ করেন। ক্রমে



সঙ্গীতচর্চায় তাঁহার গভীর অহুরাগ দৃষ্টে বামাচরণবাবু তাঁহাকে প্রথমে ৬গোবর্দ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ঠুংরী গান শিখিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। তাঁহার নিকট কিছুদিন শিখিবার পর কাশীর বিখ্যাত গায়ক শ্রীযুক্ত বিপিন-বিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ করেন। বিপিনবাবুর নিকট মাত্র কয়েক বৎসর শিক্ষা-

লাভ করিয়া সঙ্গীত বিষয়ে তাঁহার গভীর ব্যুৎপত্তি জন্মে। অতঃপর তিনি কলিকাতার স্বনামধন্য সঙ্গীতবিশারদ শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট সঙ্গীত শিক্ষার সুযোগ লাভ করিয়া কয়েক বৎসর হইল তাঁহার নিকট নিয়মিতরূপে সঙ্গীত শিক্ষা করিতেছেন। গিরিজাবাবুর সুশিক্ষা লাভে তিনি কলিকাতার বহু সঙ্গীতাহুষ্ঠানে সঙ্গীতাদি কবিয়া বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছেন। সর্বাপেক্ষা আনন্দের বিষয় তিনি এলাহাবাদে অচ্যুত ৭ম বাষিক নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনে টপ্পা গান গাহিয়া শ্রোতামণ্ডলীকে বিশেষ মুগ্ধ করিয়াছেন, এজ্জন্ত আমরা তাঁহাকে আন্তরিক দণ্ডবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বিম্বেশ্বরবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যও সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ জ্ঞানাজ্জ্বল করিতেছে।



শ্রীমান শিশু বয়স হইতেই তাহার পিতার নিকট সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ করে। সঙ্গীত তাহার সহজাত স্বরূপ হওয়ায় বামাচরণ বাবু সুপ্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট তাহার সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন। রত্নেশ্বরবাবুর নিকট কিছুদিন শিক্ষা করিবার পর কলিকাতার স্বনামধন্য সঙ্গীত বিশারদ শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট প্রায় ৫৬ বৎসর যাবৎ নিয়মিতরূপে সঙ্গীত শিক্ষা করিতেছে। গিরিজাবাবুর শিক্ষানৈপুণ্যে শ্রীমান গত বৎসর এবং বর্তমান বৎসরে অত্যুষ্টিত এলাহাবাদ সঙ্গীত সম্মিলনে

কণ্ঠসঙ্গীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। শ্রীমানে বয়স মাত্র ১৫ বৎসর। এই অল্প বয়সে হিন্দুস্থানী উচ্চাঃ সঙ্গীতে এরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করা বাস্তবিকই আনন্দে বিষয়। আমরা বিশ্বেশ্বরবাবুর এবং শ্রীমান দেবীপ্রসাদেঃ ক্রমোন্নতি কামনা করিয়া ঈশ্বরের নিকট তাহাদের দীর্ঘায়ু কামনা করিতেছি।

শ্রীরমেশচন্দ্র ঘো

**প্রঃ শীতলপ্রসাদ মুখার্জির ঐক্যতান সঙ্গ**

বিখ্যাত এসাজবাদক শ্রীযুক্ত শীতলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত এলাহাবাদ নিগিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে



পশ্চাতের বামদিক হইতে—শ্রীকানীনাথ দাস, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীভারাদাস রায়চৌধুরী।

উপবিষ্ট—কুমারী বীণাপাণি মুখোপাধ্যায়, এসেসর শীতলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী প্রীতি থাকরাণী।

ছাত্রছাত্রীগণ সহ যোগদান করিয়াছিলেন। উক্ত সম্মিলনে তাঁহারা এতদ্বাছাড়া একাতন বাজাইয়া ভূমসী প্রাংশসা লাভ করিয়াছেন। প্রফেসার শীতলবাবুর পৌত্রী কুমারী বীণা-পাণি মুখোপাধ্যায় উপযুক্ত পরিচারি বৎসর সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছেন, ইহা বাঙ্গালী মাঝেরই গৌরবের বিষয়।

### কুমারী অমলা নন্দীর কৃতিত্ব

এলাহাবাদ ইউনিভারসিটির উত্তোঙ্গে অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত বিগত অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কন্ফারেন্সে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে সকল স্বনামধন্য কলাবিদগণ



কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার কিছু কিছু বিবরণ ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। কন্ফারেন্সের কতৃপক্ষগণ এবার নৃত্য বিভাগের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভারতের নানা প্রদেশ হইতে আগত যেসকল নৃত্যকলাবিদগণ বিভিন্ন প্রাচীন নৃত্য প্রদর্শন করিয়া এই অস্থানকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কুমারী অমলা নন্দীর কৃতিত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কুমারী অমলা নন্দীর নৃত্যের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহার প্রত্যেক নৃত্যভঙ্গিমাটিতে দর্শকগণের মনে ভগবৎভক্তি ফুটিয়া ওঠে। কন্ফারেন্সে তাঁহার নৃত্য দর্শনে বৃদ্ধবৃদ্ধাগণের আনন্দাশ্রু বর্ষণ হইতে দেখা

গিয়াছিল। ভারত বিখ্যাত বাদ্যযন্ত্রবিদ আলাউদ্দিন সাহেব বলেন—শাস্ত্রে গন্ধর্ব্ব নৃত্যের বর্ণন শুনিয়াছি,—অমলা নৃত্যে গন্ধর্ব্ব নৃত্য দেখিলাম।

কুমারী অমলা নন্দী যেমন মধুর তেমনি ভাবপূর্ণ হইয়াছিল এবং ইহা এতই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল যে, দর্শকবৃন্দ আর এক দিবস কন্ফারেন্সে ঐ নৃত্যের জন্য অনুরোধ করায় কন্ফারেন্সের কতৃপক্ষগণ প্রোগ্রাম পরিবর্তন করিয়াও আর এক দিবস অমলা নন্দীর নৃত্যের ব্যবস্থা করিয়া দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জন করেন।

কন্ফারেন্সের অষ্টে স্থানীয় শিক্ষিতগণ এলাহাবাদ সঙ্গীত বিদ্যালয়ের সাহায্যকল্পে ‘মেও-হলে’ আর একদিন কুমারী অমলা নন্দীর নৃত্যের জন্য অনুরোধ করায় ৩১শে অক্টোবর তারিখে অন্যান্য গীত বাদ্যের সহিত অমলা নন্দী হয়। উহাতে এলাহাবাদস্থিত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও বিশিষ্ট নাগরিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কন্ফারেন্সে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বহু বহু প্রতিষ্ঠান হইতে কুমারী অমলা নন্দীর নিমন্ত্রণ উপস্থিত হয়। তন্মধ্যে তিনি মাত্র ৩০ নভেম্বরের জন্য কানপুর মিউজিক কন্ফারেন্সে এবং ২ই ও ১১ই নভেম্বরের জন্য আগরা কলেজ মিউজিক কন্ফারেন্সের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এবং তথাকার নৃত্যগুলিও এলাহাবাদের মতই সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্বে কুমারী অমলা যুরোপের প্রায় দুই শত প্রধান প্রধান নগরে প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যকলা প্রদর্শন করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এই হিসাবে ভারতের বাহিরে যাহাদের দ্বারা ভারতের গৌরব প্রচারিত হইয়াছে, কুমারী অমলা তাঁহাদেরই একজন। যদিও যুরোপে তাঁহার নৃত্যগরিমা ঘোষিত হইয়াছিল, তথাপি ভারতে একমাত্র কলিকাতা ভিন্ন অত্র কোথাও ইতিপূর্বে তাঁহার নৃত্য প্রদর্শিত হইয়াছিল না। অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কন্ফারেন্সে নৃত্য প্রদর্শনের সাফল্যে তাঁহার নৃত্যপ্রতিভা সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইল। বাঙ্গলার পক্ষে ইহা অতীব গৌরবের কথা।

### ভাগলপুরের সুসংবাদ

গত বর্ষ বার্ষিক এলাহাবাদ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় সঙ্গীত শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ছাত্রছাত্রীগণ বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। কুমারী

পরিপূর্ণা নিয়োগী ১৪ বৎসর বয়স্কাদিগের মধ্যে কণ্ঠসঙ্গীতে ৪র্থ, হারমোনিয়মে ১ম ও সেতারে ৩য় স্থান অধিকার করিয়া কয়েকখানি রোপ্য পদক ও কাপ পাইয়াছেন। কুমারী রেবা রায় মাত্র ষষ্ঠ বয়সী বালিকা; এত অল্প বয়সেই কুমারী রেবা সেতার প্রতিযোগীতায় ১ম ও হারমোনিয়মে ৩য় স্থান অধিকার করিয়া দুইটা রোপ্য পদক পাইয়াছে। শ্রীযুক্ত বলদেব পাণ্ডে স্বকণ্ঠের সহিত একখানি খেয়াল গাহিয়া একটা 'বিশেষ পদক' প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা এই প্রতিযোগীদিগের সহিত বিহুতিবাবুকে অভিনন্দিত করিতেছি।

### স্বর্গীয় মহম্মদ আলি খাঁর স্মৃতিবার্ষিক সভা

গত ১৫ই ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় কলিকাতা মিউজিক এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ৪৬ নং পাথুরিয়া ঘাটা স্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে স্বর্গীয় ওস্তাদ মহম্মদ আলি খাঁ সাহেবের অষ্টম বার্ষিক স্মৃতিসভার অধিবেশন হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে মাননীয় কাশিম-বাজারাদিপতি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সভার প্রারম্ভে সভাপতি মহাশয় এবং কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় স্বর্গীয় খাঁ সাহেবের জীবনী সম্বন্ধে একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (স্বরবাহার), কুমার বীরেন্দ্রকিশোর বাবু (স্বরবাহার), গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী (কণ্ঠসঙ্গীত), রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (কণ্ঠসঙ্গীত), বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী (সেতার) ও তৎসহিত বায় বাহাদুর কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (তবলা সঙ্গত), ওস্তাদ সৌকৎ আলি খাঁ (স্বরশৃঙ্গার), কুমারী শোভা কুণ্ডু (সেতার), রবীন্দ্রলাল রায় (কণ্ঠসঙ্গীত), মাষ্টার স্বধীরলাল চক্রবর্তী, কুমারী গীতা রায়, কুমারী বিভাসকুমারী দেববর্মা (কণ্ঠসঙ্গীত),

পুণার বিখ্যাত বেহালা বাদক মিঃ পুরোহিত (বেহালা) এইসমস্ত সঙ্গীতকুশলী ও কুশলাগণ স্ব স্ব কলানৈপুণ্যের দ্বারা স্বর্গীয় শ্রীশ্রবরের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন করিয়াছিলেন। পরিশেষে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়কে অশেষ ধন্যবাদান্তে দীর্ঘ রাত্রে জলযোগাদির পর সভা ভঙ্গ হয়। সভায় কলিকাতার বিশিষ্ট ভক্তমহোদয়গণ যোগদান করিয়াছিলেন।

### শারদীয়া সন্মিলন

গত ২৩এ নভেম্বর সন্ধ্যায় ওল্ড ক্লাব ভবনে শারদীয়া সন্মিলন হইয়াছিল। উক্ত সন্মিলন সভায় প্রফেসর দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, পণ্ডিত মূলে, প্রঃ বিজয়লাল মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার ছাত্র মাষ্টার রায় প্রভৃতির উচ্চাঙ্গ রূপদ, খেয়াল ও টপ্পা গানে সভাস্থ শ্রোতৃবর্গ বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত সাতকাড় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পাখোয়াজ এবং স্বর্গীয় লালচাঁদ বড়াল মহাশয়ের সুরযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত গঙ্গু বড়ালের হারমোনিয়ম বাদ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইয়াছিল। রাত্রি ১২টায় সভা ভঙ্গ হয়।

### সঙ্গীত সন্মিলনী

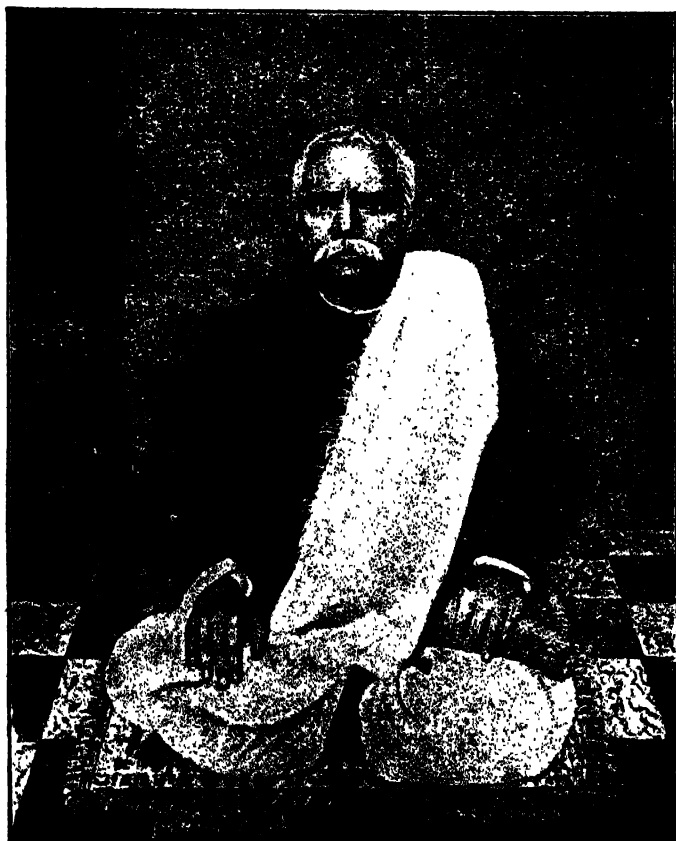
গত ৩০এ নভেম্বর শনিবার দিবস সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় সঙ্গীত সন্মিলনীর মাসিক অধিবেশন হুচাক্রুপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অস্থায়ীনের কার্যসূচীর মধ্যে সঙ্গীতবিশারদ শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয়ের সুশিক্ষিত ছাত্রছাত্রীগণের উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী সঙ্গীত এবং কুমারী শিবানী সরকারের প্রাচ্য-নৃত্যই বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইয়াছিল। অগ্রান্ত বালিকাদিগের বাংলা গান ও বেহালা বাদ্য বিশেষ নিন্দনীয় হয় নাই।

**নিবেদন**—আগামী ৫ই জানুয়ারী রবিবার, কলিকাতা এলবার্ট হলে মাননীয় নসীপুরাদিপতি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুরের সভাপতিত্বে স্বর্গীয় সঙ্গীতবিশারদ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিসভার অধিবেশন হইবে। এতদুপলক্ষে ভারতের বিশিষ্ট সঙ্গীতকলাবিংগণ যোগদান করিয়া তাঁহাদের কলানৈপুণ্য দ্বারা শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করিবেন। সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা অফিস ৮ সি, লালবাজার স্ট্রীট হইতে বিনামূল্যে প্রবেশ পত্র বিতরণ হইবে।

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীতবিশারদ শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী।

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ।

## শ্রদ্ধাঞ্জলী



স্বর্গীয় সঙ্গীত-বিশারদ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়



ওর মাথোঁপে সোণাকো মুকুট হৈ, হাথমেঁ খড়গ লিয়ে হৈ,  
বাঁয়ে হাথমেঁ কমল হৈ, গজমোতীনকী মালা কণ্ঠমেঁ হৈ,  
ঘোড়োঁপেঁ অসবার হৈ, সজ কোজ হৈ। ঐসো জো রাগ  
তাঁহি কানাড়নাট জাঁনিযে। শান্ত্রমেঁ তোঁ য়হ সাত  
সুরনসোঁ গায়ো হৈ। স রি গ ম প ধ নি স। যাঁতে  
সম্পূর্ণ হৈ। যাকো রাতিকে দুসরে পহরমেঁ গাবনোঁ।  
যহ তোঁ যাকো বখত হৈ। ওর রাতিমেঁ চাহোঁ তব  
গাবো। যাকী আলাপচারী সাত সুরনমেঁ কিযে রাগ  
বরতেসোঁ, জন্তসোঁ সমঝিয়ে।

অথ নটনারায়ণকো সোলবো পুত্র বরাড়ী তাকী  
উৎপত্তি লিখাতে।—শিবজীনেঁ উন নাটনমেঁসোঁ বিভাগ  
করিবেকো ঈশান নাম মুখসোঁ বরাড়ী রাগ সংকীর্ণ নট  
গাঞিকে, বাকো বরাড়ীনাট নাম করিকে নটনারায়ণকো  
দোঁনোঁ। যাকো লোকিকমেঁ বরাড়ী কহে হৈ।

অথ বরাড়ীনাটকো স্বরূপ লিখাতে।—অপনেঁ মুগসোঁ  
মিত্রনকে মধুব বচনসোঁ জাকী স্ততি হোত হৈ, গোবো  
জাকো বর্ণ হৈ, রজ বিরকে বস্ত্র পহরে হৈ, অতি প্রসন্ন  
জাকো মুখ হৈ, অতি সুকুমার জাকী দেহ হৈ, ফুলনকী  
মালা পহরে হৈ, ওর জাকে উপর চবর চুরে হৈ, কাম-  
দেবকো মিত্র হৈ, জাকে মনমেঁ বড়ো উত্তাহ হৈ, অধিক  
প্রতাপ হৈ, ঐসো জো রাগ তাঁহি বরাড়ী নাট জাঁনিযে।  
শান্ত্রমেঁতোঁ য়হ সাত সুরনসোঁ গায়ো হৈ। স রি গ ম প  
ধ নি স। যাঁতে সম্পূর্ণ হৈ যাকো সাঁঝ সমেঁ বা দিনকে  
চোখে পহরমেঁ গাবনোঁ, যহ তোঁ যাকো বখত হৈ,  
রাতিমেঁ চাহোঁ তব গাবো। যাকী আলাপচারী সাত  
সুরনমেঁ কিযে রাগ বরতেসোঁ জন্তসোঁ সমঝিয়ে।

অথ নটনারায়ণকো সত্তরবো পুত্র বিভাসনাট তাকী  
উৎপত্তি লিখাতে।—শিবজীনেঁ উন নাটনমেঁসোঁ বিভাগ  
করিবেকো ঈশান নাম মুখসোঁ বিভাসরাগ সংকীর্ণ নট  
গাঞিকে। বাকো বিভাস নাট নাম করিকে নটনারায়ণকো  
দোঁনোঁ।

অথ বিভাস নাটকো স্বরূপ লিখাতে।—চন্দ্ৰমাসোঁ  
জাকো মুখ হৈ, গোবো জাকো রজ হৈ, পীতাম্বর পহরে  
হৈ, চন্দনকো অঙ্গরাগ লাগায়ো হৈ, ফুলনকী মালা জাকে  
গরেমেঁ হৈ, কেসরিকে তিলক লাগায়ো হৈ, হাথমেঁ জাকে  
খড়গ হৈ, ঐসো জো রাগ তাঁহি বিভাসনাট জাঁনিযে।  
শান্ত্রমেঁতোঁ য়হ সাত সুরনসোঁ গায়ো হৈ, গ প ধ স নি ধ  
প ম গ রি স। যাঁতে সম্পূর্ণ হৈ, যাকো দিনকে চোখে  
পহরমেঁ গাবনোঁ। যহ তোঁ যাকো বখত হৈ, রাতিসমেঁ  
প্রথম পহরমেঁ গাবত হৈ। যাকী আলাপচারী সাত  
সুরনমেঁ কিযে, রাগ বরতেসোঁ জন্তসোঁ সমঝিয়ে।

অথ নটনারায়ণকো অষ্টারবো পুত্র বিহাগ নাট তাকী  
উৎপত্তি লিখাতে।—শিবজীনেঁ উন নাটনমেঁসোঁ বিভাগ  
করিবেকো অপনেঁ মুখসোঁ বিহাগ গাঞিকে বাকোঁ বিহাগ  
নাট নাম করিকে নটনারায়ণকো পুত্র দোঁনোঁ।

অথ বিহাগনাটকো স্বরূপ লিখাতে।—গোবো যাকো  
অঙ্গ হৈ, শ্বেতবস্ত্র পহরে হৈ; ওর জাকে শরীরমেঁ স্নগন্ধ  
আবে হৈ, পানকো বীড়ী হাথমেঁ হৈ, কামদেব যুক্ত হৈ,  
বিবহ্নীনকো ডর পাবে হৈ, লাল কমলসে নেত্র হৈ।  
মল্লিকাকে ফুলনকী মালা পহরে হৈ, অপনেঁ সমানরূপ  
সখীসবন করিকে সখী হৈ। ঐসো জো রাগ তাঁহি  
বিহাগনাট জাঁনিযে। শান্ত্রমেঁ তোঁ য়হ সাত সুরনসোঁ  
গায়ো হৈ, স রি গ ম প ধ নি স, যাঁতে সম্পূর্ণ হৈ।  
যাকো রাতিকে দুসরে পহরমেঁ গাবনোঁ, যহ তোঁ যাকো  
বখত হৈ, ওর চাহোঁ তব গাবো। যাকী আলাপচারী  
সাত সুরনমেঁ কিযে, রাগ বরতেসোঁ জন্তসোঁ  
সমঝিয়ে।

অথ নটনারায়ণকো পুত্র সংকরাভরণ তাকী উৎপত্তি  
লিখাতে।—পার্বতীজীনেঁ প্রসন্ন হোঞিকে উন রাগনমেঁসোঁ  
বিভাগ করিবেকো অপনেঁ মুখসোঁ গাঞিকে নটনারায়ণকী  
ছাগযুক্তি দেখি, বাকো সংকরাভরণ নাম করিতে নট-  
নারায়ণকো পুত্র দোঁনোঁ।

অথ সংকরাভরণকো স্বরূপ লিপ্যতে।—গোয়ো জাকো গায়ো হৈ; স রি গ ম প ধ নি স। যাতে সম্পূর্ণ হৈ।  
 রংগ হৈ, কঙ্কমল বস্ত্র পহরে হৈ, গলমে কঁমলকী মালা হৈ, যাকো প্রভাতসমে গাবনো; যহ তো যাকো বখত হৈ।  
 হৃন্দর রূপ হৈ, শূদ্ধার কিয়ে হৈ, শরীরমে সুগন্ধ লগায়ে সায়ংকালসমে রাত্রিমে প্রসিক হৈ। যাকী আলাপচারী  
 হৈ, বিভূতিকো তিলক হৈ, নৃত্য করিবেকা আরম্ভ জাকো সাত স্বরনমে কিয়ে। রাগ বরতেসো জল্পনো  
 প্রিয় হৈ, আনন্দযুক্ত হৈ। এসো জো রাগ তাঁহি সমঝিয়ে।  
 সংকরাভরণ জানিয়ে। শাস্ত্রমোতো যহ সাত স্বরনমে নটনারায়ণ রাগ পরিচয় সমাপ্ত।

## সরস্বতী-বন্দনা

খান্জাজ মিশ্র—দাদরা

জয় বাণী বিভাদায়িনী  
 জয় বিশ্বলোক-বিহারিণী।  
 সৃজন আদিম তমঃ অপসারি'  
 সহস্রদল কিরণ বিধারি'  
 আসিলে মা তুমি গগন বিদারি'  
 মানস-মরাল-বাহিনী ॥

ভারতে ভারতী মুক তুমি আজি,  
 বীণাতে উঠিছে ক্রন্দন বাজি',  
 ছিন্নচরণ-শতদল রাজি  
 কহিছে বিবাদ কাহিনী।  
 উর মা আবার কমলাসীনা,  
 করে ধর পুনঃ সে রুদ্রবীণা,  
 নব সুর তানে বাণী দীনা হীনা  
 জাগাও অমৃত-ভাষিণী ॥

কথা—কাজী নজরুল ইসলাম সুর—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস স্বরলিপি—শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গা মা II গমা -পধা -নসাঁ | না -সাঁ -াঁ I নসাঁ -রাঁ সাঁ | ধসাঁ গা ধা I  
 জ র বা ০ ০ ০ ০ | গী ০ ০ বি ০ ০ দ্যা | দা ০ য়ি নী

গা গা -মা | মধা -পগা -ধপা I পা পধা পা | গপা গা মা I  
 জ র ০ | বি ০ ০ ০ ০ | লো ক ০ বি | হা ০ রি গী

গমা -পধা -নসাঁ | নসাঁ গা মা II  
 বা ০ ০ ০ ০ | গী ০ "জ য়ি"

II + মা মধা ধা<sup>o</sup> ধা<sup>o</sup> ধা<sup>o</sup> ধনা I না না সী<sup>o</sup> সী<sup>o</sup> সী<sup>o</sup> সী<sup>o</sup> I  
ক জ ০ ন আ দি ম ০ ত ম অ গ সা রি

পা না -া<sup>o</sup> না না সী<sup>o</sup> I নসী<sup>o</sup> নসী<sup>o</sup> সী<sup>o</sup> ধসী<sup>o</sup> গা ধা I  
স হ ০ অ দ ল কি ০ র ০ ০ বি ০ থা রি

ধা ধপা গা<sup>o</sup> গা<sup>o</sup> গা<sup>o</sup> গধপা I পা পধা পা<sup>o</sup> মপা গমা মা I  
আ সি ০ লে মা তু মি ০ ০ গ গ ০ ন বি ০ দা ০ রি

সা মা গা<sup>o</sup> মা পা ধা I পধা -নসী<sup>o</sup> না<sup>o</sup> সী<sup>o</sup> রী<sup>o</sup> সী<sup>o</sup> I  
মা ন স ম রা ল বা ০ ০ ০ হি নী জ য

ধা -সী<sup>o</sup> গা<sup>o</sup> -ধপা গা<sup>o</sup> মা II  
বা ০ গী ০ ০ "জ য"

II + গা গা গা<sup>o</sup> গা<sup>o</sup> গা<sup>o</sup> গা I গমা -মা মা<sup>o</sup> মা<sup>o</sup> মা<sup>o</sup> -মা I  
ভা র তে ভা র ভী ম ০ ক তু মি আ জি

মা মপধা পা<sup>o</sup> মা গা গা<sup>o</sup> I জা -গা গা<sup>o</sup> জগপা গা গা I  
বী গা ০ ০ তে উ ঠি ছে জ ন দ ন ০ ০ বা জি

মা -মপা পা<sup>o</sup> পা পধা গধপা I পা পধা পা<sup>o</sup> মপা গা -মা I  
ছি ন ০ ন চ র ০ গ ০ ০ শ ত ০ দ ল ০ রা জি

সা মা গা<sup>o</sup> মা পা -ধা I পধা -নসী<sup>o</sup> না<sup>o</sup> সী<sup>o</sup> -া<sup>o</sup> -া<sup>o</sup> I  
ক হি ছে বি যা দ কা ০ ০ ০ হি নী ০ ০

মা মণা গধা | ধা ধনা না I না সাঁ সাঁ | -া না সাঁ I  
উ র০ মা০ | আ বা০ ব ক ম লা | ০ সৌ না

না সাঁ রাঁ | সঁরঁমাঁ রাঁ সাঁ I নসাঁ নসাঁ -সাঁ | ধসাঁ গা ধা I  
ক রে ধ | র০০ পু নঃ সে০ ক০ ০ | জ০ বী গা

সাঁ গাঁ গাঁ | গাঁ মাঁ গাঁ I রাঁ গাঁ রাঁ | সঁরঁ না সাঁ I  
ন ব জ | র তা নে বা গৌ দৌ | না০ হৌ না

সাঁ মাঁ গাঁ | মাঁ পাঁ ধা I পধা -নসাঁ না | সাঁ রাঁ সাঁ I  
জা গা ও | অ য় ত ভা০ ০০ বি | গৌ জ য়

ধসাঁ গধা -পা | -া গা মা II II  
বা০ গৌ০ ০ | ০ "জ য়"

## গান

শ্রীহিমাংশুভূষণ সেনগুপ্ত

মঙ্গল নাথ কর হে

গিধাছে আশা তুমি হে ভরসা

অকুলেতে কুল দাও হে।

পাপের বোঝা বহিতে নারি

চারিধিকে অরি রহিছে ঘেরি,

মঙ্গল বাছ প্রসার করিয়া

অধমেরে যুগুতি দাও হে।

## সঙ্গীতচ্ছটা

(পূর্বসূচী) \*

শ্রীচূর্ণাপ্রসন্ন স্মৃতি-ভারতী

বাঙ্গালা ভাষাকে বৈষ্ণব কবিগণ স্বদূর উচ্চতায় রাখিয়া গিয়াছেন। হিন্দু ও বাঙ্গালী বা বঙ্গভাষার একনিষ্ঠ সেবকগণ তাহা ভুলিলে চলিবে কেন। অনন্তকাল কৃতজ্ঞতায় থাকিলে এই ভাষাটি যেমন অক্ষুণ্ণ থাকিবে, সাহিত্য জগতেও তদ্রূপ সাহিত্যিকগণ প্রাচীন আলোতে অনেক তমসা ভেদ করিয়া অচেনা জগতের অফুরন্ত শোভনীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করিয়া পরিতুষ্ট হইবেন। তাহাদের রচনায় যেমন শাস্ত্রীয় ছন্দ, মাত্রা, অলঙ্কার প্রভৃতি বিস্তারিত রহিয়াছে; তেমন রাগরাগিণী তাল, লয় প্রভৃতিও নিহিত রহিয়াছে। চণ্ডীদাসের রচনায় অতি সহজ ভাষা, কিন্তু উল্লিখিত সকল অতি সূক্ষ্মভাবে আছে। বিজ্ঞাপতি ও জ্ঞান দাস, গোবিন্দ দাস, রায় শেখরের গীত রচনার মাদুরীর তুলনা জগতে নাই বলিয়া মনে হয়। সাহিত্য-দর্পণ, উজ্জল নীলমণি, অলঙ্কার কোষভ প্রভৃতি অলঙ্কার-শাস্ত্র গ্রন্থন করিয়া কবিগণ ঐ সকল গীত রচনা করিয়াছেন। দৈবশক্তি-সম্পন্ন মহাজনগণ সকলেরই প্রাতিশ্রবণীয়। তাহাদের দীনতা, দরিদ্রতা, বদাশ্রিতা, প্রাতিশ্রবণীয়। তাহাদের দীনতা, দরিদ্রতা, বদাশ্রিতা, উদারতা, নয়তা ও বিষ্ণুতৎপরতার ভিতর একরূপ অমর-

কীৰ্ত্তি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছে, তাহাদের নাম ঘণ: কীৰ্ত্তিকলাপ প্রভৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার অজ্ঞ; তখন সভা-সমিতি বা বিজ্ঞাপন ছিল না, এক একজন কবি, কোন স্বদ্য অজানা দেশের পল্লীতে পূর্ণ-কুটীরে জন্ম নিয়া একরূপ রত্নরাজি রাখিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন, ইহা আমাদের ভাবিবার বিষয় নয় কি?

এক্ষণে সংস্কৃত ভাষায় বৈষ্ণব-কবি জয়দেব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব। মহাকবি কালিদাস প্রণীত গ্রন্থসংল মধ্য আদিরসাত্মক গ্রন্থ লিপিত বিষয়ের সহিত তুলনা করিলে জয়দেব প্রণীত গীত-গোবিন্দকে উচ্চাসনে না রাখিয়া পারিবে না। উহার নিবাস বীরভূম জেলার কেন্দুবিষ (বর্তমান কেন্দুলি) গ্রাম। জয়দেব চরিত লেখকের মতে ইনি খৃ: ১৫শ শতাব্দীতে বিস্তারিত ছিলেন। অজ্ঞাত গ্রন্থ দৃষ্টে আমার ধারণা ইনি আরও পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। সুপ্রসিদ্ধ লক্ষণসেনের মহাসামন্ত বটদাসের পুত্র শ্রীধর দাসের মূর্ত্তি কণাযুক্ত জয়দেবের কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। গীত-গোবিন্দের প্রাচীন বইয়ের শেষে আছে—সমাপ্ত ক্ষেদং শ্রীগীতগোবিন্দাভিধং সমীচীন তমং

\* অগ্রহায়ণ মাসে, খেয়াল গান সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি, তাহার ভাষাগত ভাব সর্বসাধারণের নিকট এলোমেলো হওয়ায়, বর্তমান প্রবন্ধে পুনরায় লিখিতেছি। আস্থায়ী ও অন্তরাতেই খেয়াল সচরাচর ব্যবহৃত হয়। সঞ্চারী আভোগযুক্ত চারি কলিতে খেয়াল গান কম দেখা যায়। তাহাতে আস্থায়ীর পর অন্তরার স্তায় অল্প দুইটা যে গাইবে তাহা কাহারও নিকট শুনিয়াছি। কিন্তু ৬মহারাঙ্গা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গীতসারে দেখিলাম এবং সঙ্গীত-শিল্পী অধ্যাপক কুমার শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, যদিও আস্থায়ী অন্তরাতেই খেয়াল প্রায়শই ব্যবহৃত হবে, তথাপি কেহ অল্প দুই কলিতে গাইলে নিষম মতই গাইয়া থাকে। ঐ খেয়াল, স্বরগ্রাম, তেলনা, ত্রিবিট, চতুরঙ্গ রাগমালা, কাওল, কাল্বানা, গুলনকস, জাং বা জাট ইত্যাদি কয়েক প্রকারে বিভক্ত। ইতি সঙ্গীতসার।

শাস্ত্র সম্পূর্ণ।.....অথ লক্ষ্মণসেন নাম নৃপতি সময়ে  
শ্রীজয় দেবশ্রী কবিরাজ প্রতিষ্ঠা ॥ ইনি লক্ষ্মণসেনের সভায়  
ছিলেন। দিল্লী মূলসমানাদিকৃত হইবার পূর্ববর্তী রাজা  
মানিক্যচন্দ্রের আদেশে রচিত, “অলঙ্কার শেখা”র লিখিত  
আছে—জয়দেব উৎকল রাজের সভা-কবি ছিলেন।  
ভক্তি-মাহাত্ম্য ও ভক্তমালা জয়দেবের পরিচয় আছে।  
তাহার পিতা ভোজদেব, মাতা রামাদেবী। অল্পবয়সেই  
জয়দেব বৈরাগ্যাধিবে্য পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে তৎসংসর্গ  
আসিয়া সেবা দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করেন। পরে  
তাঁহার নিকট কয়েকজন শিষ্য গ্রহণ করেন। উৎকলরাজ  
তাঁহাকে ভালবাসিতেন। জগন্নাথের দয়ায় জনৈক ব্রাহ্মণ  
পদ্মাবতীকে কন্যারূপে পাইয়া তাহার আদেশেই জয়দেব  
দ্বারা পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করাইতে সমর্থ হন। জয়দেব  
সংসারী হইলেন। বাড়ীতে নারায়ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা  
করেন। তখন তাহার হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম উদ্ভাসিত হইল।  
তখনই অপূর্ণ শীঘ্র-পূরিত গীতগোবিন্দ প্রচার  
করিলেন। কথিত আছে, উক্ত গ্রন্থে সকল ভাব ও রসের  
অবতারণা করিলেন, কিন্তু খণ্ডিতা মধুর রসের বর্ণনা না  
করায়, দৈবক্রমে জয়দেব স্নানার্থে গেলে, জগন্নাথদেব  
জয়দেবের দেহরূপে আসিয়া, পরম পিতা শ্রীকৃষ্ণ ও যে  
রাধিকার পায়ে ধরিয়াছিলেন তাহা লিখিয়া গেলেন,  
যথা—“দেহি পদ পল্লব মূদারং।” অতি শীঘ্র সমুদ্র  
হইতে আসিয়া গ্রন্থ লেখায়, পদ্মাবতী কাংক্ষা জিজ্ঞাসায়  
সত্য সত্যের প্রদানান্তর তিনি অস্তর্হিত হইবামাত্র, বাস্তব  
জয়দেব আসিয়া সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া পুলকে প্রেমাবেশে  
ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন এবং পদ্মাবতীকে ধন্যবাদ দিয়া  
বাহ্যিক শাস্ত হইলেন। তখনই গীত গোবিন্দের মহিমা  
চারিদিকে রাষ্ট্র হইল।

প্রবাদ আছে, এক মালিনী ক্ষেত্রে বসিয়া গীত-গোবিন্দ  
গান করিতেছিলেন। জগন্নাথ তাহা শুনিতে যান,  
তাহাতে তাহার গায়ে ধূলা ও কাঁটা লাগে। উৎকল

রাজ-মন্দিরে এ সব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করায় সত্য ঘটনা  
প্রত্যাদেশ হয়। তখনই শিবিকা পাঠাইয়া মালিনীকে  
আনাইয়া ঐ গান করান। এখনও ঐ মালিনী বংশধর  
রমণীগণ মন্দিরে গীত-গোবিন্দ গান করিয়া থাকেন।  
উক্ত গ্রন্থের আদর দেখিয়া উৎকলরাজ ও একখানি গীত  
গোবিন্দ লিখিয়া জগন্নাথের পাদপদ্মে অর্পণ করেন।  
তাহা গ্রহণ না করায় উৎকলরাজ সমুদ্রে কাঁপ দিতে  
গেলে, প্রত্যাদেশ হইল—গীত-গোবিন্দের প্রথমেই তোমার  
১২টা শ্লোক থাকিবে এবং উহা গান হইবে। রাজা কৃতার্থ  
হইলেন। তখন হইতে এখনও প্রত্যহ গীত-গোবিন্দ  
তথায় পাঠ না হইয়া পূজা হয় না।

ভক্তমালা আছে, একদিন জয়দেব, রৌদ্রে কুটীর  
মেরামত করিতেছেন, তখন জগন্নাথদেবের কষ্ট হইল এবং  
নিজে সাহায্য করিতে লাগিলেন। কাষ্ঠ্যাস্তে জয়দেব  
কাহাকেও না দেখিয়া মন্দিরে দেখিলেন রাধামাধবের  
হাতে বুল্ ময়লা লাগিয়া রহিয়াছে। একদিন “হরি”  
জয়দেবের দেহ ধারণ করিয়া পদ্মার হস্তের প্রস্তুত অন্ন  
গ্রহণ করিয়াছিলেন। এববার রাধামাধবের সেবার্থ অর্থ  
সংগ্রহ জগু জয়দেব দেশান্তরে গেলে, পথে ডাকাতে তা সর্বস্ব  
নিয়া তাহার হাত পা কাটিয়া কূপ মধ্যে ফেলিয়া দিল।  
ঘটনাক্রমে সেইস্থান দিয়া কোন রাজা যুগরায় যাইতে-  
ছিলেন। তিনি শুনিলেন কূপ মধ্যে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কে বলিতেছে।  
তখন তথা হইতে রাজা উহাকে উদ্ধার করিয়া শিবিকা  
সাহায্যে রাজপ্রাসাদে আনিলেন। জয়দেবের অনেক  
ঘটনাই আছে, বাহ্যভায়ে লিখিত হইল না।

এ দিকে রাজপুত্রীর সহিত পদ্মাবতীর বেশ প্রণয়  
জন্মিল। একদিন রাণী তাহার ভ্রাতার মৃত্যুতে তৎপত্নীর  
সংগমনের কথা শুনিয়া রোদন করিতেছেন দেখিয়া,  
পদ্মাবতী বলিয়াছিলেন, পতির মৃত্যুতে পতিপ্রাণা রমণীর  
প্রাণ থাকে না। সেই কথা রাণীর মনে জাগিয়াছিল;  
পরীকার্য রাণী পদ্মাবতীকে জয়দেবের মৃত্যু হইয়াছে বলায়

তৎক্ষণাৎ পদ্মাবতী প্রাণত্যাগ করিলেন। জয়দেব কৃষ্ণনাম গান করিয়া তাহাকে পুনর্জীবিত করিলেন।

অতঃপর জয়দেব বৃন্দাবনে, রাধামাধবকে মূলিতে ভিক্ষা চলিলেন, কেশিঘাটে থাকা কালীন তথায় মন্দির নির্মাণ জটনক মহাজন করিয়াছিলেন। জয়দেবের মৃত্যুর পর জয়পুররাজ ঐ মূর্তিটী জয়পুরে ঘাটি নামক স্থানে স্থাপন করেন।

প্রবাদ আছে জন্মভূমিতে যখন বৃন্দাবস্থায় থাকিতেন, তখন ১৮ ক্রোশ হাঁটিয়া প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতেন। একদিন কাষ্যাকারণে না যাইতে পারায় দুঃখিত হইলেন, তাহাতে গঙ্গাদেবী তথায় প্রবাহিতা হইতে লাগিলেন, তথায়ই তাহার মৃত্যু হয়। জন্মভূমিতে মাঘ-সংক্রান্তিতে প্রায় ৫০ হাজার লোকের সমবেতে একটি মেলা হয়।

উদয়নাচাৰ্য্য, কমলাকর, কুস্তকর্ণ, মহেন্দ্র, কৃষ্ণদত্ত, কৃষ্ণদাস, গোপাল, চৈতন্তদাস, নারায়ণ ভট্ট, নারায়ণ দাস, পীতাম্বর, ভগবদাস, ভাবাচাৰ্য্য, রামাক্ষ, রামভারণ, রামদত্ত ও রূপদেব লক্ষ্মণ ভট্ট, লক্ষ্মণ সূরি, বনমালি ভট্ট, বিট্টল দীক্ষিত, বিবেকধর ভট্ট, শঙ্কর মিশ্র, শ্রীধর, হৃদয়ভরণ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ গীতগোবিন্দের ভাষ্য করিয়া গিয়াছেন। আরও টীকা আছে যেমন বচন মালিকা, বাল বোধিণী। উক্ত গ্রন্থ হিন্দী, বাঙ্গালা, উড়িয়া, আসামী ও বিদেশীয় ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ হইয়াছে।

এক্ষণে পদকর্ত্তা নরোত্তম ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ তৎপ্রণীত পদগান লিখিব। গড়েরহাট পরগণায় খেতরী গ্রামে ইহার জন্ম। ১৪৫৩-৫৪ শকাব্দ হইবে। তখনও মহাপ্রভু জীবিত আছেন বলিয়া গ্রন্থে দেখিয়াছি মনে হয়।

ইনি উত্তর রাঢ়ীয় কাহ্ন্য বংশীয় রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের নারায়ণী নাম্নী স্ত্রীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। মাধী পূর্ণিমায় জন্ম তিথি। একদিন শৈশবে নরোত্তম জটনক বক্তার নিকট গৌরাঙ্গের চরিত্র শ্রবণে বিহ্বল হইলেন ও কিছুদিন পর হঠাৎ গৌরাঙ্গদেবের অন্তর্ধান বার্তা শুনিয়া মুচ্ছা

গেলেন, তৎপর গৌরপার্ষদও ভক্ত বৃন্দাবনে আছেন শুনিয়া তাহাদের প্রতি তাহার অমুরাগ জন্মিল। তিনি গৌরলীলায় মত্ত বলিয়া পড়াশুনার অমনোযোগী হইলেন। ধূলা খেলা ত্যাগ করিলেন। (বৈষ্ণব গ্রন্থ আছে, যখন গৌরাঙ্গদেব রামকেলী গ্রামে আসেন, তখন পদ্মার অপর পারে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি প্রেমোন্মত্তভাবে চীৎকার করিয়া নরোত্তম! নরোত্তম! বলিয়া ডাকিয়াছিলেন) যাই হউক, নরোত্তম ব্রজে যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তখন তথাকার জায়গীরদার তাহাকে দেখিতে বারণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু তিনি সবাকার নিষেধ প্রত্যাখ্যান করিয়া হাটিয়া বৃন্দাবন চলিলেন। কি প্রকারে চলিলেন!

আহারের চেষ্টা নাই সকল দিবসে।

ভক্ষণ করেন দুই তিন উপবাসে।

পাথর চলনে পায় হইল ব্রণ।

বৃক্ষতলে পড়ি রহে হয়ে অচেতন।

তখন বয়স ১৬ হইবে। রাজপুত্রের এই সকল কষ্ট দর্শকদিগের মনোবেদনার কারণ হইল। ক্রমে তিনি বৃন্দাবনে গেলেন, তথায় তখন জীবিত রূপ স্নাতন নাই, শ্রীজীব আছেন। কিছুদিন পর লোকনাথ গোষামীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া দীক্ষিত হইলেন। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কারণ কেবল সেবা। ক্রমশঃ তাহার সঙ্গী জুটিল, ত্রিনিবাস আচাৰ্য্য ও শ্যামানন্দ। শ্রীজীব, এই জনজঘ দ্বারা বাঙ্গালায় ভক্তি শাস্ত্র ও পদাবলী প্রভৃতি প্রচার করিবেন মানসে ঐ ঐ গ্রন্থরাজি প্রেরণকালে (গোপালপুর নামক স্থানে আসিলে) গ্রন্থরাজি ডাকাতরা নিয়া গেল। কিছুদিন পর পুনঃ খেতরীতে আসিয়াই নবদ্বীপ গেলেন এবং গৌরাঙ্গের দ্রব্য সামগ্রী সন্দর্শনে পাগলপ্রায় হইয়াছিলেন। তিনি নীলাচল হইতে ত্রিগুণে আসিয়া নরহরিকে পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। তথা হইতে কাটোয়ায় চৈতন্ত দেবের সন্ন্যাস গ্রহণ স্থানে গিয়া পদগানকর্ত্তা স্বদ্বন্দ্বন দাসের সহিত মিলিত হইলেন। পুনর্বার খেতরীতে

আদিয়া সঙ্গীতের স্রোত বহাইলেন। ভক্তেরা ঠাকুর উপাধি দিল। তিনি নূতন নূতন গান রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং গরাণহাটী কীর্তনের সৃষ্টি করিলেন। গড়েরহাট পরগণায় সৃষ্ট বলিয়া এই নামটী হইল। ভক্তিরসাকরে আছে—

বহু দেশ হইতে আইল অনেক গায়ক।

কেহ করে নানা বাদ্য বাদক নর্তক।

অপূর্ব গরাণহাটী কীর্তন শ্রবণে নূতনত্ব পাইয়া শ্রোতা সব আত্মহারা হইলেন। শুনা যায় এই গীতে চৈতন্তদেব আবিষ্কৃত হইয়াছিলেন।

তাহার রচিত গান দিলাম—

বিধি মোরে কি করিল শ্রীনিবাস কোথা গেল  
হিয়া মাঝে দাক্ষণ দুঃখ দিয়া। ইত্যাদি

শ্রীগৌরাজের সহচর শ্রীনিবাস গদাধর  
নরহরি যুকুন্দ মুরারি।

শ্রীস্বরূপ দামোদর হরিদাস বকেশ্বর  
এসব প্রেমের অধিকারী।

করিলা যেসব লীলা শুনিতে গলয়ে শিলা  
তাহা মুই না পাই দেগিতে।

\* \* \* \*

যে মোর মরম কথা কাহারে কহিব কথা  
এছার জীবনে নাহি আশ।

অন্নজল বিব খাই মরিয়া নাহিক ঘাই  
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস।

তিনি কৃষ্ণ দর্শন পাইয়া গান রচনা করেন।

নবদন শ্রাম ও পরাণ বজুয়া

আমি তোমাং পাশরিতে নারি।

তোমার যে মুখশী অমিয় মধুর হাসি

ভিল আধ না দেখিলে মরি। ইত্যাদি

কখন দেখিলেন বিরহ ব্যাধ প্রাণ থাকেনা তখন  
শিষ্টরূপকে বিগ্রহগুলি দান করিলেন, এবং বুধরীতে

রামচন্দ্রের গৃহে গেলেন, তথায় পদগানকর্তা গোবিন্দদাসের সহিত মিলন হইল। এবং তাহার পদগান শুনিলেন। তথা হইতে গাঙ্গুলিগঙ্গারামের বাড়ীতে উৎসব সময়ে প্রাণভাগ করিলেন। প্রার্থনা, প্রেমভক্তিসঙ্গীত, হাট পত্তন, যৌতিশা পদাবলী প্রভৃতি তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

ইনি গৌর-লীলাভিষেক কীর্তন গান বহু রচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক গানের ভিতর গৌরগীতক প্রাণভাগ অভিব্যক্তি রহিয়াছে। তিনি বৈষ্ণব সমাজে বিশেষতঃ গৌরীয় বৈষ্ণবগণের অঙ্গিত। বৈষ্ণব কবিগণ যে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক এবং গৌর সম্পর্কীয় বিষয়ক রাগ রাগিনীতে তাল মানে গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা সঙ্গীতের পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে, নচেৎ সঙ্গীত পরিপূর্ণতাব ব্যবহৃত হইবার পথ ছিল না। সঙ্গীত-শিল্পীগণ ও সঙ্গীত-তৎপরগণ তাহাদের স্বদেয় পদ গান নিয়মাত্মক প্রচার কল্পে চেষ্টা করিলে স্থগী হইব। বিরাম, দশকুশী প্রভৃতি তাল মাহুকে সঙ্গারী ভাবদ্বারা হঠাৎ আনন্দের ফোয়ারায় নিয়া ডুবাইয়া দেয়। অত্বে কোনও তালে বা গানে এত হঠাৎ ভাবাবেশ হয় না বলিয়া আমার ধারণা। এক্ষণে যত্নন্দন দাস মহাশয়ের আলোচনা করিব। চৈতন্ত ভাগবত চৈতন্ত চরিতামৃত, ভক্তিরসাকর, নরোত্তম বিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে ৫ জন যত্নন্দনের উল্লেখ দেখা যায়।

১-যত্নন্দন। ইনি গৌর চরিত লেখক, গদাধর শিষ্য, ডাক নাম যত্নন্দনাচার্য। ইনি কবি ছিলেন। অনেক গৌরীয় গান রচনা করিয়াছিলেন। বাড়ী কটক নগর। চরিতামৃতে অদ্বৈত শাখাত্তক করিয়া গিয়াছেন। কৌলিক উপাধি চক্রবর্তী ছিল। পাণ্ডিত্যগুণে আচার্য উপাধি হয়। জীর নাম লক্ষ্মী, কস্তুরের নাম শ্রীমতি ও নারায়ণী ছিল।

২-যত্নন্দন। বামটপুর নিবাসী যত্নন্দনাচার্য। ইনি সুরবি ও কিছু গান তৈয়ারী করিয়াছিলেন।

৩-যত্নন্দন। কটকনগরে ইহার বাড়ী ছিল। ইনি নিত্যানন্দ শাখাত্তক ছিলেন। ভক্তিরসাকরে ইহাকে



পদগান রচয়িতা বলা হইয়াছে। গৌরদাস তাঁহি করু আশোয়াস। নিত্যানন্দ ভক্ত এই গৌরদাস যত্নর বন্ধু ও সমসাময়িক ছিলেন।

৪র্থ-যত্ননন্দন। বাহুদেব দত্তের শিষ্য ও রঘুনাথের গুরু ছিলেন। ইনিও গায়ক ছিলেন।

৫-যত্ননন্দন। ইনি মালিহাটী নিবাসী ছিলেন। জাতিতে বৈষ্ণব ছিলেন। প্রসিদ্ধ পদকর্তা যত্ননন্দন দাস ইনি। “যত্ননন্দন কহে যাও যাও ঐ যে উচ্চ বাসা” ইত্যাদি পদ ইহারই রচিত। বটক নগরের উত্তরে গঙ্গার পশ্চিম তীরে উহার জন্মস্থান দেখিতে বৈষ্ণবগণ অনেকেই গিয়া থাকেন। বুধাই পাড়া-নিবাসী শ্রীনিবাসাচার্য্য ছহিতা হেমলতার উনি গুরু; তথায় থাকিতেন।

বুধাই পাড়াতে রহি শ্রীমতি নিকটে।

সদাই আনন্দে ভাসে জাহ্নবী তটে।

কর্ণানন্দ। জন্ম সময় পরিচয়।

পঞ্চদশ শত আর বৎসর উনত্রিশে। ১৫২২।

বৈশাখ মাসেতে আর পূর্ণিমা দিবসে।

সমাপ্ত করিল গ্রন্থ গুন মন দিয়া,

নিজ প্রভু পাদপদ্ম মস্তকে রাখিয়া।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর দাস অহুদাস,

তাঁর দাসের দাস এই যত্ননন্দন দাস।

গোবিন্দ লীলামৃত ও কর্ণানন্দে আত্ম পরিচয় ত আছেই। বিদগ্ধ মাধবের শেষে হেমলতাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কোথায়ও তাঁহার পদগুলির আকাঙ্ক্ষা। কোথায়ও বা তাহার গুরুজনোচিত গুণ-গরিমার বর্ণনা আছে। “বিদগ্ধ-মাধব” রাধাকৃষ্ণ লীলার সম্বন্ধ বলে। শ্রীকৃষ্ণ উক্ত গ্রন্থের বঙ্গাভুবাদ কর্তা। উক্ত অহুদাস দৃষ্টে তাঁহাকে অসাধারণ বলিধাই বিবেচিত হয়। তিনি কুঞ্জরা শুব ও রাধাকৃষ্ণ স্তোত্র বই লিখিয়াছিলেন। কিন্তু পদ গানের জন্তই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

যত্ননাথ দাস। শ্রীহট্ট জিলার বুরজ গ্রামবাসী জৈনক

বৈষ্ণব-ভক্ত, পিতা রত্নগর্ত আচার্য্য তাহার ভাগব পাঠেই গৌরানন্দেবের প্রথম প্রেমভাব হয়। চৈতন্য ভাগবতে—

“রত্নগর্ত আচার্য্য বিখ্যাত তার নাম।

প্রভুর পিতার সঙ্গী জন্ম একস্থান ॥”

ইনি নিত্যানন্দ পার্শ্বদ। ইনি পদগান ব্যতীত কাব্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন কিনা জানি না। ইনি গৌরানন্দেবের লীলা স্বচক্ষে দেখিয়া গান প্রস্তুত করিয়াছিলেন গৌর প্রভু ইহাকে কবিচন্দ্র উপাধি দিয়াছিলেন, কাঃ তিনি গান তৈয়ারী করিয়া গাইতে পারিতেন, ঐ সব গা চিত্তাকর্ষক ছিল। চৈঃ চরিতামৃত—

মহাভাগবত যত্ননাথ কবীন্দ্র।

যাহার হৃদয়ে নিত্য করে নিত্যানন্দ।

চৈঃ ভাগবতে—

যত্ননাথ কবিচন্দ্র প্রেম-রসময়।

নিরবধি নিত্যানন্দ যাহার হৃদয়।

বাঙ্গালা গোবিন্দ লীলামৃত রচয়িতা যত্ননন্দন দাসে নামান্তর উক্ত গ্রন্থে আছে—

নিকুঞ্জে নিশান্তে কেলি মধুর বিলাস।

সংক্ষেপে কহয়ে কিছু যত্ননন্দন দাস। ১ম সর্গ।

রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষ।

গোবিন্দ চরিত কহে যত্ননাথ দাস। ২য় সর্গ।

সঙ্গীতের আদি প্রকাশকণের জীবনী সহ তাহাঃ ভাব ও বিচিত্র চরিত্র অমাহুযিক মনে হইলেও সত্য এই সব গান তৈয়ারী করিয়াও চর্কা করিয়া ইহার জীপাত করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং জীবনীসহ সঙ্গীতি প্রবন্ধ প্রকাশ করা সমীচীন মনে করিয়া এইগুলি প্রকৃত করিতেছি। জাতি, বর্ণ, চরিত্র নির্কিশেষে বহু জীব আমরা আলোচনা করিয়া থাকি। কিন্তু এইগুলি চন্দ্র আমরা সঙ্গীত-সাহিত্য ও গায়কের উচ্চ আদর্শ সর্ব সম প্রকাশ করিবার আরও ইচ্ছা রাখি। (ক্রমশঃ

## মীরার ভজন

মিশ্র—কাহারবা \*

ম্যায় গিরিধর কে ঘর যাউ।  
 গিরিধর হাম রো সাঁচো পীতম দেখত রূপ লুভাউ।  
 রয়ন পড়ে তবহি উঠি যাউ,  
 ভোর ভয়ে উঠি আউ,  
 রয়ন দিন ওয়াকে সঙ্গ খেলু  
 যৌ তৌ তাহি রিঝাউ ॥  
 যো পহিরাবে মোহি পহিরুঁ,  
 যো দে মোহি খাউ,  
 মেরী উন্কি প্রীতি পুরানী, উন্ বিন্ পলনা রহাউ ॥  
 যাহা বৈঠা ওয়ে তিততি বৈঠুঁ  
 বৈঠে তো বিক্ যাউ,  
 মীরী কি প্রভু গিরিধর নাগর  
 বার বার বলি যাউ ॥

কথা—মীরাবাঁজ

সুর—শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

স্বরলিপি—কুমারী সবিতা গুপ্তা

১ম বার

সা সা II রা ধা ধা পা | গপা মগা গা রা | গা -া সা -া II  
 ম্যা ম গি রি ধ র | কে ০ ০ ০ ঘ র | যা ০ উ ০

II ধা ধা ধা ধা | ধা গা ধপা ক্ষপা | ধা রা সা সা | নসা ধা সা নধা দধা I  
 গি রি ধ র | হা ম রো ০ ০ ০ | সা ০ চো পী | ত ০ ০ ০ ম ০ ০ ০

ধা ধা ধা গা | ধা পা মা -া | মা পা ক্ষপা ধা | পা -া II রজা সা II  
 বে খ ত রু | ০ প লু ০ | ভা ০ ০ ০ ০ | উ ০ ম্যা ০ য

\* উক্ত গানখানি হিজ মাস্টারস ভয়েস রেকর্ডে গীত হইয়াছে।

—স্বরলিপিকার।

II ধা	ধা	ধা	ধা	পনা	ধপা	মা	পা	ধা	সী	গী	সী	সী	সী	সী	I
র	য়	ন	প	ডে	০	০০	ত	ব	হি	০	উ	ঠি	যা	০	উ
ধা	হা	বৈ	০	ঠাঙ	০	০০	বে	০	তি	০	ত	হি	বৈ	০	ই

সী	-া	সী	সী	সী	-া	না	সী	না	সী	নসী	ধ'সী	না	ধা	-া	-া	I
ভো	০	র	ভ	য়ে	০	উ	ঠি	আ	০	০০	০০	উ	০	০	০	
বে	০	চৈ	তো	বি	০	ক	০	যা	০	০০	০০	উ	০	০	০	

পা	ধা	সী	রী	স'রী	গী	সী	সী	-া	সী	সী	সী	নসী	ধ'সী	গা	ধা	I
র	য়	ন	দি	ন	০	০	ওঝা	কে	০	স	০	জ	থে	০	০০	লু
মী	০	রা	কি	অ	০	০	জু	০	০	গিরি	ধ	র	না	০	০০	গ

ধা	ধা	ধা	গা	ধা	পা	না	মা	মা	পা	পা	ধা	II	পা	-া	II
ধো	০	তো	০	তা	০	হি	রি	বা	০	০	০	উ	০		
বা	০	র	বা	০	র	ব	লি	যা	০	০	০	উ	০		

11 সা	-া	গা	ধা	সা	-া	সা	সা	সরা	গা	গা	গা	রগা	পমা	গা	-া	I
ষো	০	প	হি	রা	০	বে	০	সো	০	হি	প	হি	০	০০	ক	০

সা	রা	মা	পা	ধা	-া	ধা	গা	পধা	স'গা	ধা	পা	-া	-া	-া	-া	I
ষো	০	দে	০	সো	০	হি	০	খা	০	০০	০	উ	০	০	০	০

সী	-া	সী	র'সী	গা	গা	গধা	পা	ধা	-া	ধা	গধা	পমা	-া	মা	-া	I
মে	০	রী	০০	উ	ন	কি	০	প্রী	০	তি	পু	০	রা	০	নী	০

মা	ধা	পা	ধা	মা	গা	সা	রা	মা	-া	মা	মা	-া	-া	-া	-া	II
উ	ন	বি	ন	প	ল	না	র	হা	০	উ	০	০	০	০	০	০

## স্বরলিপি

মিশ্র বেহাগ ঋষাজ-দাদরা

সুন্দর দেব চির প্রেমময় এসো হে গন্ধে পরশে গানে,  
ভক্তিত-বিহীন আমি হে দয়াল, কেমনে বাঁধিব তোমারে প্রাণে ॥

নয়ন 'পরে না আসিবে যদি, হে মোব মরমপ্রিয়,  
(মম) মানসকুঞ্জে চির আলো করা, পুষ্পের মত রহিও  
স্নিগ্ধ সুবাসে মত্ত রহিব, শাশ্বত তব দানে ॥

\* \* \* \* \*

বিদায় বেলার শেষেব গানে, হিয়ার মাঝে সংগোপনে  
আসবে তুমি ঘুচিয়ে তোমার লুকোচুরি খেলা  
এই আশাতেই কাটছে আমাব সারা সাঁঝের বেলা ।  
সযল হবে গো সবল বেদনা, তোমাবে লভি' চবম ক্ষণে ॥

কথা ও সুর—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-টি

স্বরলিপি—শ্রীবিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী

II {পা<sup>+</sup> সা<sup>o</sup> না | ধা<sup>o</sup> পা পা I জ্ঞা পা মা | মা গা গরা I  
স্ব নৃ দ র দে ব চি র প্রে ম ম য় ০

রা গা মা | পা -পা পা I মা গমা গা রা -া সা I  
এ সো হে গ নৃ ধে প র ০ শে গা ০ নে

সা সা পা | জ্ঞা পা পা I জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | গমা গা গা I  
ভ ক তি বি হো ন আ মি হে দ ০ যা ল

গা জ্ঞা পা | না না না I পা সা ধনা | পজ্ঞা গমা গা II  
কে ম নে ধা ধি ব তো মা রে আ ০ ০ ০ গে

II  $\begin{matrix} + \\ \{ \text{মা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{পা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{পা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{না} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{না} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{না} \end{matrix}$  I  $\begin{matrix} + \\ \text{না} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{না} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{না} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{সী} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{সী} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{সী} \end{matrix}$  I  
ন র ন ০ প রে না আ সি বে য দি

ধা না সী | রী রী সী I না - - | সী সী সী I  
হে মো ব ম র ম ০ প্রি ০ ০ য ম ম

না না না | ধা ধা পা I পা পা ক্রা | ক্রা গমা গা I  
মা ন স কু ঞ্ ছে চি র আ লো ক ০ রা

গা মা পা | না না না I না না ধা | না সী - I  
পু ০ পে ব ম ত র হি ০ ও ০ ০

গসী সী সী | গা গা ধা I পা ধা পা | মা মা মা I  
সি গ্ ধ স্ব বা সে ম ০ শু র হি ব

রা গা মা | পা পা পা I মা - গা | গা - সী I  
শা য় ত ০ ত ব দা ০ ০ নে ০ ০

পা সী না | ধা পা - II  
স্ব ন দ র ০ ০

II  $\begin{matrix} + \\ \text{সা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{না} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{না} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{সা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{পা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{পা} \end{matrix}$  I  $\begin{matrix} + \\ \text{পা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{পা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{পা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{ক্রা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{পা} \end{matrix}$   $\begin{matrix} 0 \\ \text{না} \end{matrix}$  I  
বি দা য বে লা ব় শে যে র গা নে ০

রা গা গা | মা পা - I ক্রা ক্রা ক্রা | গমা গা - I  
হি রা ব় মা যে ০ স ৭ গো প ০ নে ০

-ৱী গা গা | রা গা মা I পা -ৱী জ্ঞা | পা -ৱী -ৱী I  
০ ও গো স ৎ ০ গো ০ প নে ০ ০

জ্ঞা ধা ধা | জ্ঞা পা -ৱী I পা ধা ধা | জ্ঞা পা পা I  
আ স বে তু মি ০ ঘু চি য়ে তো মা র

মা মা -ৱী | গা রা গা I রা গা -ৱী | সী গী গী I  
ল কো ০ চু রি ০ থে লা ০ এ ই আ

র'মা গী রী | রী গী রী I সী না না | গা মা পা I  
শা ০ তে ই কা টু ছে আ মা ব সা রা ০

না না না | ধা সী নধা I পা -ৱী -ৱী | -ৱী -ৱী -ৱী I  
সী ঝে ব বে ০ ০০ ল ০ ০ ০ ০ ০ ০

পসী সী সী | গা গা ধা I পা ধা পা | মা মা রা I  
০ স ফ ল হ বে গো স ক ল বে দ না

রা গা মা | পা পা পা I মা মা গা | গা -ৱী সা I  
তো মা রে ০ ল ভি চ র ম ক ০ নে

পা সী না | ধা পা পা I -ৱী -ৱী -ৱী | -ৱী -ৱী -ৱী II II  
ছ ন দ র ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

## ঐক্যতানিক এস্ত্রাজের গৎ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ইমন-কল্যাণ-কাওয়ালী

রচনা—প্রফেসর নীতলপ্রাসদ মুখোপাধ্যায়

II সী<sup>০</sup> না<sup>১</sup> ধা<sup>২</sup> পা<sup>৩</sup> | -<sup>৪</sup> ক্কা<sup>৫</sup> গা<sup>৬</sup> -<sup>৭</sup> | পা<sup>৮</sup> রা<sup>৯</sup> -<sup>১০</sup> গা<sup>১১</sup> | রা<sup>১২</sup> -<sup>১৩</sup> সা<sup>১৪</sup> -<sup>১৫</sup> II

তান:--

১। না<sup>০</sup> সা<sup>১</sup> রা<sup>২</sup> গা<sup>৩</sup> | রা<sup>৪</sup> গা<sup>৫</sup> ক্কা<sup>৬</sup> পা<sup>৭</sup> | ধা<sup>৮</sup> পা<sup>৯</sup> মা<sup>১০</sup> পা<sup>১১</sup> | গা<sup>১২</sup> রা<sup>১৩</sup> না<sup>১৪</sup> সা<sup>১৫</sup> I২। গা<sup>০</sup> ক্কা<sup>১</sup> পা<sup>২</sup> ধা<sup>৩</sup> | পা<sup>৪</sup> ক্কা<sup>৫</sup> গা<sup>৬</sup> রা<sup>৭</sup> | সা<sup>৮</sup> ধা<sup>৯</sup> মা<sup>১০</sup> পা<sup>১১</sup> | গা<sup>১২</sup> রা<sup>১৩</sup> না<sup>১৪</sup> সা<sup>১৫</sup> I৩। পা<sup>০</sup> ক্কা<sup>১</sup> গা<sup>২</sup> ক্কা<sup>৩</sup> | পা<sup>৪</sup> ধা<sup>৫</sup> পা<sup>৬</sup> ক্কা<sup>৭</sup> | না<sup>৮</sup> রা<sup>৯</sup> গা<sup>১০</sup> রা<sup>১১</sup> | না<sup>১২</sup> রা<sup>১৩</sup> না<sup>১৪</sup> সা<sup>১৫</sup> Iধা<sup>০</sup> না<sup>১</sup> সী<sup>২</sup> রী<sup>৩</sup> | সী<sup>৪</sup> না<sup>৫</sup> ধা<sup>৬</sup> পা<sup>৭</sup> | ক্কা<sup>৮</sup> ধা<sup>৯</sup> ক্কা<sup>১০</sup> পা<sup>১১</sup> | গা<sup>১২</sup> রা<sup>১৩</sup> না<sup>১৪</sup> সা<sup>১৫</sup> I৪। ধা<sup>০</sup> না<sup>১</sup> সা<sup>২</sup> রা<sup>৩</sup> | সা<sup>৪</sup> না<sup>৫</sup> ধা<sup>৬</sup> পা<sup>৭</sup> | ক্কা<sup>৮</sup> পা<sup>৯</sup> ধা<sup>১০</sup> না<sup>১১</sup> | সা<sup>১২</sup> রা<sup>১৩</sup> গা<sup>১৪</sup> রা<sup>১৫</sup> Iগা<sup>০</sup> ক্কা<sup>১</sup> পা<sup>২</sup> ধা<sup>৩</sup> | না<sup>৪</sup> ধা<sup>৫</sup> পা<sup>৬</sup> ক্কা<sup>৭</sup> | সী<sup>৮</sup> না<sup>৯</sup> ধা<sup>১০</sup> পা<sup>১১</sup> | মা<sup>১২</sup> গা<sup>১৩</sup> রা<sup>১৪</sup> সা<sup>১৫</sup> I৫। না<sup>০</sup> সা<sup>১</sup> রা<sup>২</sup> গা<sup>৩</sup> | রা<sup>৪</sup> সা<sup>৫</sup> ক্কা<sup>৬</sup> পা<sup>৭</sup> | ক্কা<sup>৮</sup> পা<sup>৯</sup> ধা<sup>১০</sup> না<sup>১১</sup> | ধা<sup>১২</sup> পা<sup>১৩</sup> ক্কা<sup>১৪</sup> পা<sup>১৫</sup> Iধা<sup>০</sup> না<sup>১</sup> সী<sup>২</sup> রী<sup>৩</sup> | সী<sup>৪</sup> না<sup>৫</sup> ধা<sup>৬</sup> পা<sup>৭</sup> | ক্কা<sup>৮</sup> পা<sup>৯</sup> ধা<sup>১০</sup> না<sup>১১</sup> | সী<sup>১২</sup> রী<sup>১৩</sup> গী<sup>১৪</sup> রী<sup>১৫</sup> Iসী<sup>০</sup> রী<sup>১</sup> গী<sup>২</sup> রী<sup>৩</sup> | সী<sup>৪</sup> না<sup>৫</sup> ধা<sup>৬</sup> না<sup>৭</sup> | সী<sup>৮</sup> না<sup>৯</sup> ধা<sup>১০</sup> পা<sup>১১</sup> | ক্কা<sup>১২</sup> গা<sup>১৩</sup> রা<sup>১৪</sup> সা<sup>১৫</sup> II

(ক্রমঃ)

## স্বরলিপি

## মিশ্র-দাদরা

মধুর মাধবী রাতি  
কোথা প্রিয়তম, কোথা প্রিয়তম  
কোথা মম চির সাথী।  
আমি দীর্ঘ দিবস ধরিয়া  
কত যে অশ্রু কত যে বেদন  
রেখেছি নয়নে ভরিয়া ;  
অজিকে আমার নিভে যায় সখা  
স্তিমিত উজল বাতি।  
হাসিছে গগনে অগণন তারা,  
টানিনী চকোরে ঢালে সুধা ধারা  
আমি মিছে সখা বসি নিরঞ্জন  
মিলনের মালা গাঁথি'।

কথা—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

স্বর—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য

স্বরলিপি—শ্রীসুরেন রায়

II	সা	রা	-মা	রা	মা	পা	I	ধণা	-ধণা	-ধপমপা	ধা	-া	-সাঁ	I
	ম	ধু	র	মা	ধ	বী		রা	০	০০	০০০০	তি	০	০
	না	না	না	না	না	সাঁ	I	-সাঁ	-সাঁ	-সাঁ	পনা	-সাঁ	-গাঁ	I
	কো	থা	প্রি	য়	ত	ম		০০	০০	০	কো	থা	০০	০
	রসাঁ	রাঁ	সাঁ	ধা	-পা	-া	I	পা	পসাঁ	গা	ধা	পা	মা	I
	প্রি	য়	ত	ম	০	০		কো	থা	০	ম	ম	চি	র
	গা	সরপা	মা	-া	গা	রা	I	সরা	-গা	রসা	-া	-া	-া	II
	সা	০	খী	০	চি	র		সা	০	খী	০	০	০	

\* এই গানখানি শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় কলকাতা রেকর্ডিং কোম্পানীতে রেকর্ড করিয়াছেন।

—স্বরলিপিকার



II গা মধা ধা | -া ধা ধা I গা পমা পা | ধাস' ধা -সাঁ I  
আ মি০ দী ব ঘ দি ব স০ ধ রি যা ০

-া -া সাঁ | নসাঁ রাঁ রাঁ I -া রাঁ রাঁ | নসাঁ'রাঁ রাঁ সনা I  
০ ০ ক তো যে অ শ ক তো০০০ যে বে

সাঁ নধা ধা | গা ধা পা I মা রা মা | মপা মপা -গমগা I  
দ ন্০ রে থে ছি ন য নে ভ রি০ যা০ ০০০

-সরা -সা রজা | জা জা জা I জা -রজা সা | রমা গা -রগা I  
০০ ০ আ০ জি কে আ মা ০ ব নি ভে০ যা ০ য়

রা সা রসা | রা মা পা I না সাঁ ধা | -সাঁ গা -ধা I  
স থা হি মি ত উ জ ল বা ০ তি ০

-পা -া পা | পসাঁ গা ধা I পা মা গা | -সরপা মা -া I  
০ ০ কো গা০ ম ম চি র সা ০ থী ০

গা রা সরা | -গা রসা -া II  
চি র সা০ ০ থী ০

II সী সী সী | না পধা সী I সী রী সর'গী | -া র'সী সী I  
হা সি ছে গ গ৩ নে অ গ ন৩০ | ন্ তা রা

না সী না | ধা পা গা I গা গপা পধা | পধনা ধা পা I  
টা দি নী চ কো রে ঢা লে০ হু০ ধা০০ ধা রা

পধা গা গা | গা গা গধা I পধা ধধা ধা | পা গা মা I  
আ০ মি মি ছে স খা০ ব০ সি০ নি র জ নে

গা মা গমগা : -রসা রগা -পা I গ গা -সরগা রসা | -া -া -া II  
মি ল নে০০ ০৩ মা০ লা গা০০ ০০০ ধি ০ ০ ০

## ভারতীয় সঙ্গীত-বিদ্যা

( পূর্বাভ্যুত্থি )

স্বামী প্রজ্ঞানামল

‘শ্রুতি’ শব্দে ক্রমান্বয়ে স্বর মধ্যস্থতী যুদ্ধ স্বর বা কম্পনগুলিকে বোঝায়। শাস্ত্রকার এই শ্রুতি সংজ্ঞা নির্ণয়ে বলেছেন—

“প্রথম অবগচ্ছকঃ শ্রুতে হ্রস্বমাত্রকঃ।

সা শ্রুতিঃ সম্পরিজ্ঞেয়া স্বরাবয়বলক্ষণা॥”

শব্দোৎপত্তির প্রথমে হ্রস্ব বা যুদ্ধভাবে একটা স্বরকম্পন উদ্ভূত হয়, পরে ঐ কম্পন সমষ্টি আকারে স্থূল স্বররূপে প্রকাশিত হয়, এজন্য ঐ যুদ্ধ স্বরগুলিকে স্বরাবয়ব বলে। সঙ্গীতে যড়জাদি যে সপ্তস্বর, তা এই শ্রুতি ময়ষ্টিতেই প্রস্তুত। শ্রুতিকে এজন্য স্বরের বীজ বা উপাদানও বলে, কারণ শ্রুতি উৎপত্তি না হোলে স্বরের সৃষ্টি অসম্ভব;

এজন্য স্বরজ্ঞানেব পূর্বে শ্রুতিরহস্য অবগত না হোলে সপ্তস্বর সম্বন্ধে তথা সঙ্গীত সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই হয় না।

সঙ্গীতশাস্ত্র সপ্তস্বরের মধ্যে দ্বাবিংশতিটা শ্রুতি স্বীকার করেন। যড়জাদি স্বরক্রমে দ্বাবিংশতি শ্রুতির সংস্থান, যথা—

স—৪ শ্রুতি

র—৩ „

গ—২ „

ম—৪ „

প—৪ শ্রুতি

ধ—৩ „

ন—২ „

— — —

মোট ২২ শ্রুতি

সঙ্গীত পারিজাত মতে এই শ্রুতিগুলির নাম, যথা—

ষড়্জৈ—তীত্রা, কুম্ভতী, মন্দা, ছন্দোবতী।

অষভে—দধাবতী, রঞ্জনী, রতিকা।

গাঙ্কারে—দৌত্রা, ক্রোধা।

মধ্যম—বজ্রিকা, প্রসারিণী, প্রীতি, মাজ্জনী।

পঞ্চমে—কিত, রক্তা, সন্দিপনী, আলাপনী।

ধৈবতে—মদন্তী, রোহিণী, রম্যা।

নিষাদে—উগ্রা, ক্লেভিনী।

মহাশি ভরতের মতে শ্রুতিগণের নাম পুনঃ বিভিন্ন, বাহ্য ভয়ে তা উল্লিখিত হোলো না।

পাশ্চাত্য সঙ্গীতে শ্রুতিসংখ্যা ৫৩টী। অবশ্য পাশ্চাত্য সঙ্গীতবিদগণ শ্রুতি স্থানে ‘নৃক্ষ কম্পন’ বলে থাকেন। পাশ্চাত্য সঙ্গীতবিদ Leopold Stokowski বলেন—  
“All the arts are based on vibration, and music is the special expression of vibration \* \*.” তাঁরা গণিতের উপর নিতর কোরে বিজ্ঞানাত্মক সপ্তস্বরের স্বরকম্পমসংখ্য নিয়ন্ত্রিতভাবে বিভক্ত করেছেন, যথা—

স	র	গ	ম	প	ধ	ন	স
১	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	২

এই কম্পনের সহিত আমাদের ভারতীয় স্বরকম্পন সংখ্যার স্থানে স্থানে মতভেদ আছে, যথা গাঙ্কারে ১৬৬, ধৈবতে ১৬৬ ও নিষাদে ১৬৬ কম্পন অনুমান করা হয়।

তৎপরে Pythagorean শ্রুতির মধ্যেও যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, কারণ গ্রীক স্কেল ২৭টি শ্রুতির ব্যবহার দৃষ্ট হয়। তাঁরা অষভ ও ধৈবতে একটা কোরে বেশী শ্রুতি ব্যবহার কোরে থাকেন তাঁদের গানের সুবিধার জন্য। H. A. Popley তাঁর “The Music of India” নামক পুস্তকে এ সম্বন্ধে বলেছেন যে “The ancient Greek scale divided the octave into twenty four small intervals. \* \* that the ancient

Tamil books of the second and third century of our era support the view that in South India the octave was also divided into 24 equal intervals.” তিনি তাঁর পুস্তকে তাদের সংখ্যা নির্দেশ করেছেন, যথা—

স র গ ম প ধ ন

৪ ৪ ৩ ২ ৪ ৩ ২ —তামিল গ্রন্থ

৪ ৩ ২ ৪ ৪ ৩ ২ —উত্তর ভারতীয়

৪ ৪ ২ ৪ ৪ ৩ ২ —গ্রীসীয়

যাই হোক, শ্রুতিসংখ্যার সামান্য বৈলক্ষণ্য থাকলেও আমাদের ভারতীয় সংখ্যার সহিত অপরাপরের যে যথেষ্ট মিল আছে, তাতে আর সন্দেহ নেই। কারণ পীথাগোরাস যে ভারতে আগমন করেছিলেন, তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দজী তাঁর “India and Her People” নামক পুস্তকে একস্থলে বলেছেন—  
There is a Greek tradition that Pythagoras visited India and most probably he did.  
\* \* And the Scale with seven notes and three octaves were known in India centuries before Greeks had it. Probably the Greeks learned it from the Hindus (p. 221). ভারতের নিকট পীথাগোরাস বাস্তবিকই অনেক বিষয়ে ঋণী। খ্রীষ্টপূর্ব ৫১০ শতাব্দীতে গ্রীসে যখন তিনি সঙ্গীতের বীজ বপন করেন, তখন যে তাঁর মধ্যে ভারতীয় প্রভাব বর্তমান না ছিল, তা কে বলতে পারে?

### সপ্তস্বর রহস্য

“শ্রুতিভাঃ স্যঃ স্বরাঃ ষড়্জর্ষভ গাঙ্কার মধ্যমাঃ।

পঞ্চমোঽধিবত্কাপি নিষাদ ইতি সপ্ততে ॥”

শ্রুতি হোতেই যথাক্রমে সপ্তস্বরের উৎপত্তি। শাস্ত্র এই সপ্তস্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলেন—প্রকৃতিই এর

প্রসবদ্বিতী। ময়ূবাদি জন্তর অন্তিম স্বর হোতেই এ  
সপ্তস্বরের উৎপত্তি, যথা—

“ষড়্জং রৌতি ময়ূবাস্ত গাবো নদন্তি ঋষভং ।

অজো রৌতি তু গাক্ষারং ক্রোকঃ কণতি মধ্যমং ॥

কোকিলঃ পঞ্চমং রৌতি হয়ো ত্রেযতি দৈবতং ।

নিষাদং কুঞ্জরো রৌতি স্ববানামেব নির্ণয়ঃ ॥”

ময়ূয়ের অন্তিম স্বর হোতে ‘ষড়্জ’, বৃষ হোতে ‘ঋষভ’,  
ছাগ হোতে ‘গাক্ষার’, সারসপক্ষী হোতে ‘মধ্যম’, কোকিল  
হোতে ‘পঞ্চম’, অশ্ব হোতে ‘দৈবত’, ও হস্তী হোতে  
‘নিষাদেব’ উৎপত্তি ।

সপ্তস্বরের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে H. A. Popley বলেন  
—“The Saman Chant pivoted on two notes  
called the ‘Udātta’ and the ‘Anudātta’. In  
course of time the interval between these  
was established as a fourth. Then later,  
the notes of this tetrachord received distinct  
names. The highest was ‘Prathama’ (first)  
then Dvitiya, Tritiya, Chaturtha, down the  
scale. These names are found first in the  
Rikpratisakhya (c. 400 B. C). Later a note  
called ‘Svarita’ is also mentioned. ... two

other notes lower than the ‘Chaturtha’  
appear. These are called ‘Mandra’ and  
‘Atisvarya’ extremity. \* \* So we find the  
whole series of the seven notes or Svaras  
as they were called of the octave.” (Music  
of India, p. 27). তিনি দেখিয়েছেন—

ক্ৰুট—মধ্যম স্বর	চতুর্থ—নিষাদ স্বর
প্রথম—গাক্ষার স্বর	মন্দ্র—দৈবত স্বর
দ্বিতীয়—ঋষভ স্বর	অতিস্বর্য—পঞ্চম স্বর
তৃতীয়—ষড়্জ স্বর	

সপ্তস্বর

এই সপ্তস্বর পুনঃ নব রসে লীলায়িত, যথা—

স—সকল রসের মূল ও বিশ্রামদায়ক  
র—করুণ রসাত্মক ও উৎসাহহৃৎক  
গ—শাস্তরসাত্মক ও শাস্তিপ্রদ  
ম—ভয়ানক রসাত্মক, নিরাশা ও ভয়হৃৎক  
প—বীর রসাত্মক ও জয়কাল  
ধ—করুণ রসাত্মক ও শোকহৃৎক  
ন—বোদ্ভ ও বীররসাত্মক ও তীক্ষ্ণ

শাস্ত্র এই সপ্তস্বরের দেবতা, বেদ, ঋষি, কুল, জাতি, বর্ণ ও ছন্দ নির্ণয়ে বলেছেন—

স্বর	দেবতা	বেদ	ঋষি	কুল	জাতি	বর্ণ	ছন্দ:
স	অগ্নি	ঋক্	অগ্নি	দেব	ব্রাহ্মণ	কমল	অমৃতপু
র	ব্রহ্মা	”	ব্রহ্মা	মুনি	কত্রিয়	পিঞ্জর	গায়ত্রী
গ	সরস্বতী	সাম	চন্দ্র	দেব	বৈশ্য	ধুস্তর	ত্রিষ্টুপ
ম	শিব	যজুঃ	বিষ্ণু	”	ব্রাহ্মণ	কুন্দ	বৃহতী
প	বিষ্ণু	সাম	নারদ	পিতৃ	কত্রিয়	শ্রাম	পংক্তি
ধ	গণেশ	যজুঃ	তুঙ্গক	মুনি	বৈশ্য	পীত	উষ্ণিক
ন	সূর্য্য	অথর্ব	কুবের	অসুর	শূদ্র	বিচিত্র	জগতী

এ ছাড়া প্রত্যেক স্বরের পুনরায় গুণ ও ধাতু নির্দেশ করেছেন, যথা—

ষড়্জে—সম্বর্ণ	ও	ডক্	ধাতু	বর্তমান
ঋষভে—	”	”	কধির	”
গান্ধারে—তমঃ	”	মাংস	”	”
মধ্যমে—	”	মেঘ	”	”
পঞ্চমে—রজঃ	”	অস্থি	”	”
ধৈবতে—	”	”	মজ্জা	”
নিষাদে—	”	”	শুক্ল	”

এ সকল নির্দেশ ও বিভাগ দেখলে মনে হয়, সপ্তস্বর সম্পূর্ণ মানব শরীর, মন ও আত্মার সহিত ওতপ্রোতভাবে বর্তমান।

### গ্রাম

ষড়্জাদি সপ্তস্বর পুনরায় তিনটি গ্রামে বিভক্ত, যথা—

“অথ গ্রামত্ৰয়ঃ প্রোক্তো স্বর সন্দোহরূপিনঃ।

ষড়্জ মধ্যম গান্ধার সঙ্ঘাতিস্তে সমষ্টিতঃ॥”

ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার ভেদে গ্রাম তিনটি। তন্মধ্যে যে বোন স্বরকে ষড়্জ কোরে, তার অন্তর্গামী যে অপরাপর স্বরগুলি পাওয়া যায়, তাদের সমষ্টিকে “ষড়্জ-গ্রাম” বলে। পুনঃ ষড়্জ-গ্রামের মধ্যমকে ‘ষড়্জ’ কোরে তদন্তর্গামী যে অপরাপর ছয়টি স্বরকে পাওয়া যায়, তাদের সমষ্টিকে “মধ্যম-গ্রাম” এবং গান্ধারকে ‘ষড়্জ’ করলে যে তদন্তর্গামী অপরাপর স্বরগুলিকে পাওয়া যায়, তাদের সমষ্টিকে “গান্ধার-গ্রাম” বলে। গ্রামত্ৰয় সম্বন্ধে মতজ্ঞদেব বলেছেন—

“যথা কুটুধিনঃ সর্কেহপ্যেকীভূতা ভবন্তি হি।

তথা স্বরাণাং সন্দোহে গ্রাম ইত্যভিধীয়তে ॥”

বিভিন্ন জাতীয় লোক যেমন অনেকে একত্রে বাস কোরে একটি গ্রাম (Village) প্রস্তুত করে, সঙ্গীতে মুচ্ছনা, তান, অলঙ্কার, গমক, আশ ও মীড়াদি একত্রিত

হোয়ে সপ্তস্বর সম্মিলনে এক একটি ‘গ্রাম’ প্রস্তুত করে। সেজন্ত শাস্ত্রকার আরও পরিষ্কার কোরে বলেছেন—  
“মুচ্ছনা-তান প্রভৃতীনাং আশ্রয়ঃ অবলম্বনকৃতঃ স্বরসমূহঃ গ্রামস্তাৎ।” গ্রামত্ৰয় মধ্যে ষড়্জ ও মধ্যমগ্রাম মত্যা-লোকে ও গান্ধারগ্রাম স্বর্গলোকে গীত হয়। এই গ্রাম মধ্যে সাতটি স্বর থাকলেও কোমল বা বিকৃত নিয়ে যথাক্রমে আমরা ছাদশটি স্বর পাই, যথা—স র গ ঙ্গ ম প ধ দ ন ণ, অর্থাৎ ৭টি শুদ্ধ স্বর ও ৫টি বিকৃত।

### মুচ্ছনা

সঙ্গীত পারিজাতকার বলেন—

“আরোহণাবরোহণচ স্বরাণাং জায়তে সদা।

তাং মুচ্ছনা তথা লোকে আহগ্রামাশ্রয়ং বুধা ॥”

গ্রামত্ৰয়কে অবলম্বন কোরে স্বরসমূহের ক্রমে ক্রমে আরোহণ ও অবরোহণের নাম “মুচ্ছনা” (Slid) যথা—  
ষড়্জ মুচ্ছনা—স র গ ম প ধ ন স, স ন ধ প ম গ র স  
ঋষভ ,, —র গ ম প ধ ন স র, র স ন ধ প ম গ র  
ইত্যাদি।

এই মুচ্ছনার সংখ্যা মোট একবিংশতি, অর্থাৎ ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার এই তিন গ্রামের প্রত্যেকটিতে ৭টি কোরে বর্তমান। সঙ্গীত দর্পণের মতে তাদের বিভাগ ও নাম প্রদত্ত হ’ল, যথা—

ষড়্জ গ্রামের—উত্তরমজ্জা, রজনী, উত্তরাগতা, শুদ্ধ ষড়্জা, মংসরীকৃতা, অশ্রুক্রান্তা ও অভিরূপগতা।  
মধ্যম ,, —সৌবীরী, হরিণাশ্বা, কলীপনতা (?) শুদ্ধ-মধ্যা, মার্গী, পৌ.বী ও ছয়কা।

গান্ধার ,, —নন্দা, বিশালা, জুম্বী, বিবিজা, রোহিনী, স্থা ও আলাপা।

অবশ্য এই মুচ্ছনাদের নাম নিয়েও সঙ্গীত শাস্ত্রে যথেষ্ট মতভেদ আছে, একগণে সে সকল আর উল্লিখিত হোল না।  
ক্রমশঃ

## লক্ষণ গীত

### মালকোষ—ত্রিতাল

গাওয়ে মালকোষ গুণীজন সবকোই ।  
গন্ধার কোমল ধৈবত নিষাদ  
মধ্যম বাদী কর সব গাওয়ে  
ভাওয়ে মনকো হোঅত সুখদাই ॥  
শাবভ পঞ্চম বজ্রি করাকৈ,  
ঔড়ব জাতি পাঁচ সুর লাগাওয়ে,  
আরোহণ লাগত সাগামাধানিসা,  
অবরোহণমে সানিধামাগাসা,  
নিশীতে মুরলীমে বজাওয়ে মদন ভাই ॥

জাতি—ঔড়ব, বাদী—মা, সহাদী—নি, বিবাদী—রে পা অত্যাগ স্ববগুলি অমুবাদী ।  
ব্যবহার—কোমল গা ধা নি, সময়—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে গেয় ।  
আরোহণ ও অবরোহণ—সা গা মা ধা না সাঁ সা না ধা মা গা সা ।  
পকড়—সা গা মা ধা না সাঁ না ধা মা গা সা না ধা না সা মা ।

কথা—শ্রী মদনমোহন ঘোষ

সুর ও স্বরলিপি—শ্রী নির্মলচন্দ্র চৌধুরী

II {<sup>০</sup>সা<sup>১</sup> জ্ঞা সা -। গ্ সা দ্ গ্ সা সা মা -। মা -। মা -।} I  
গা ও য়ে ০ মা ল কো ব্ ও গী জ ন্ স ব্ কো ই

{মা -। মা -। মা -। জ্ঞা -। জ্ঞা মা দা গা সাঁ -। সাঁ -।} I  
গ ন্ ধা ব্ কো ০ ম ল্ ধৈ ০ ব ত নি ০ থা দ্

মা -। সাঁ -। গা -। গা -। দা গা সাঁ গা দা গা মা -। I  
ম ০ ধা ম বা ০ দী ০ ক র স ব গা ০ ও য়ে

{মা -। মা -। মা -। জ্ঞা -। জ্ঞা মা দা মা জ্ঞা মা সা -।} II  
জা ০ ও য়ে ম ন কো ০ হো ০ অ ত সু খ দা ই

অস্তর

II { জ্ঞা -১ মা -১ | গা দা গা -১ | -১ সী -১ সী | সী সী সী -১ I  
ঝ ০ ষ ভ প ঞ্ চ য ০ ব ব্ জি ক রা কে ০

মা -১ সী -১ | সী -১ গা -১ | দা গা সী গা | দা গা মা -১ I  
ঔ ০ ড় ব জা ০ তি ০ পা চ্ হ্র ল গা ০ ঙ্ ঘে

{মা মা মা মা | মা -১ মা -১ | সা -১ জ্ঞা -১ | মা দা গা সী I  
আ বো হ ণ ল ০ গ ত সা ০ গা ০ মা ধা নি সা

সী জ্ঞা সী গা | -১ সী মা -১ | সী গা দা মা | জ্ঞা -১ সা -১ I  
অ ব রো ০ হ ণ মে ০ সা নি ধা মা গা ০ সা ০

{দা গা সা গা | জ্ঞা সা না জ্ঞা | দা মা গা দা | সী -১ সী -১ II II  
নি ঙ্গ তে য় র লৌ মে ব জা ও য়ে ম দ ন্ ভা ই

গান

শ্রীফণীন্দ্রনাথ দে

আজি দখিণা বায়ে  
একি অমিয় ঢালা,  
কত কুহুম জাগা  
যেন অনল জ্বালা।

কত রঙীন ফুলে  
আমি গাঁথি যে মালা  
শুধু নীরবে শুকায়  
মোর বৃকের ডালা।

আজি নিরুন্ম রাতে  
ওগো দেবতা মম  
এসো নয়ন পাতে  
মধু স্বপন সম।

ভেনো একটি কথা  
মোর নিষ্ঠুর প্রিয়  
দিতু পূজার লাগি  
হৃদি অরেষ থালা।

## স্বরলিপি

## বেহাগ মিশ্র—কাহান্‌বা

আমার দহন লাগিয়া যেই জ্বলিল দুখানল  
 ব্যথার ব্যথী সেই করালো অঁখিজল ।  
 রাতের অঁধার কূপে  
 কাঁদিবু যে চুপে চুপে  
 বেদন রূপেতে মোর ফুটিল শতদল ।  
 যখন তাহারে খুঁজি আমারি গৃহছায়  
 সে যেনো লুকায়ে থাকে নিশীথের নিরালয়  
 নিভানু দীপের শিখা  
 সেতো শুধু মরীচিকা,  
 নিবিড় অঁধারে হেরি সে চির উজল ॥

কথা—শ্রীশ্বেতকুমার যুগোপাধ্যায়

সুর ও স্বরলিপি—কুমারী পারুলপ্রভা দাশগুপ্তা

II  $\overset{+}{\text{না}}$   $\overset{+}{\text{সা}}$   $\overset{+}{\text{গা}}$   $\overset{+}{\text{মপ}}$  |  $\overset{2}{\text{গা}}$   $\overset{2}{\text{পমা}}$   $\overset{2}{\text{গা}}$   $\overset{+}{\text{না}}$  I  $\overset{+}{\text{না}}$   $\overset{+}{\text{না}}$   $\overset{+}{\text{গা}}$   $\overset{+}{\text{মা}}$  |  $\overset{2}{\text{পা}}$   $\overset{2}{\text{না}}$   $\overset{2}{\text{না}}$   $\overset{+}{\text{সা}}$  I  
 দ হ ন লাও | গি যা ঘেই ০ ০ ০ জা লি | ল ০ ছ থা

$\overset{+}{\text{না}}$   $\overset{+}{\text{না}}$   $\overset{+}{\text{না}}$   $\overset{+}{\text{সা}}$  |  $\overset{2}{\text{না}}$   $\overset{2}{\text{না}}$   $\overset{2}{\text{না}}$   $\overset{+}{\text{না}}$  I  $\overset{+}{\text{পা}}$   $\overset{+}{\text{না}}$   $\overset{+}{\text{সা}}$   $\overset{+}{\text{রা}}$  |  $\overset{2}{\text{সা}}$   $\overset{2}{\text{গা}}$   $\overset{2}{\text{মপা}}$   $\overset{+}{\text{মগা}}$  I  
 ন ০ ০ ল ০ ০ ০ ০ ব্য থা র ০ বা থী সে ০ ই ০

$\overset{+}{\text{গা}}$   $\overset{+}{\text{মা}}$   $\overset{+}{\text{ধা}}$   $\overset{+}{\text{পা}}$  |  $\overset{2}{\text{গা}}$   $\overset{2}{\text{পা}}$   $\overset{2}{\text{মগা}}$   $\overset{+}{\text{রসা}}$  II  
 ব রা লো ০ অঁ থি জ ০ ০ ল



II <sup>+</sup> পা ক্রা পা না | <sup>২</sup> না-সাঁ সাঁ স'নসাঁ I <sup>+</sup> পা না না সাঁ | <sup>২</sup> নসাঁ নস'রা ধসাঁ গধপা I  
রা তে র আঁ ধা ব কু পে০০ কাঁ দি হু ঘে চু০ পে০০ চু০ পে০০

<sup>+</sup> সাঁ সাঁ স'পা পধগসাঁ | <sup>২</sup> গধ পা মা-গা I <sup>+</sup> মা পা গা -া | <sup>২</sup> মা পা গমা-গরসা II  
বে দ ন র০০০ পে০ তে মো ব কু টি ল ০ শ ত দ০ ০০ ল

II <sup>+</sup> পা পা পা পা | <sup>২</sup> পা পা পধা-মা I <sup>+</sup> মা মা মা -া | <sup>২</sup> মা মা মপা-মপা I  
ঘ থ ন তা হা রে খুঁ০ জি আ মা রি ০ গৃ হ ছা০ ০য়

<sup>+</sup> মা মা মা মা | <sup>২</sup> গা মা গা রসা I <sup>+</sup> সাঁ ধা সাঁ রা | <sup>২</sup> গা পা মগা-পা II  
সে যে গো লু কা যে থা কে নি কী থে র নি রা লায় ০

II <sup>+</sup> পা ক্রা পা না | <sup>২</sup> না সাঁ সাঁ স'নসাঁ I <sup>+</sup> পা না না সাঁ | <sup>২</sup> নসাঁ নস'রা ধসাঁ গধপা I  
নি ভা হু দী পে র শি খা০০ সে তো শু ধু ম০ রী০০ চি০ কা০০

<sup>+</sup> সাঁ সাঁ স'পা পধগসাঁ | <sup>২</sup> গধা পা মা গা I <sup>+</sup> মা পা গা -া | <sup>২</sup> মা পা গমা গরসা II  
নি বি ড আঁ০০০ ধা০ রে হে রি সে চি র ০ উ জ ০০ ০লে

## বিখ্যাত তবলা বাদক শ্রীকৃষ্ণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়

“মহাবিশ্ব অঙ্কুশপায় স্কন্ধ হরনি যাহার প্রাণ,  
গাইতে হরনা, কঙ্ক কণ্ঠ, মিথ্যা তাহার গাওয়াই গান;  
হ'কুনা স্বন্দর স্বরের ভঙ্গি, হ'কুনা শুদ্ধ তান ও লয়,  
গানের সঙ্গে প্রাণ নাই যার, তার সে গান গানই নয়।”

জীবন যাহার সবে মাত্র পথ-চলার প্রথম ধাপে, জীবন  
ও ধোরনের সকল আকাজক্ষা যার এখনও অপরিপূর্ণ,  
জীবনী তাঁর আর কেমন করিয়া লেখা চলে, তাই-ই অতি  
সংক্ষেপে আমার পূজ্যপাদ গুরুদেব  
শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়  
মহাশয়ের অতি ক্ষুদ্র কিঞ্চিৎ বিবরণ  
আমার সমস্ত ভক্তি-অর্ঘ্য মিশাইয়া  
আজ আপনাদের সম্মুখে নিবেদন  
করিতেছি।

কৃষ্ণকুমার বাবু ইদানীন্তন সঙ্গীত-  
সমাজে “নাটু বাবু” নামেই সুপরি-  
চিত। উত্তর কলিকাতাস্থিত টালার  
সুবিখ্যাত গাঙ্গুলী বংশে তাঁহার জন্ম  
হয়। অতি বাল্যকাল হইতেই  
তাঁহার সঙ্গীতাদিতে বিশেষ অনুরাগ  
জন্মে। তাঁহার তবলা শিকার

স্বক হইয়াছিল শ্রীযুক্ত চুলীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের  
শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া। ইহার পর কৃষ্ণকুমার বাবু  
বেনারসের বিখ্যাত সুরদাসসঙ্গী পণ্ডিত নারায়ণ সহায়  
মহাশয়ের নিকট নিম্নমিত তবলা শিকা করিয়া প্রভূত  
জ্ঞান উপার্জন করেন। নারায়ণ সহায় হিন্দুস্থানের একজন  
শ্রেষ্ঠ তবলা-বাদক ছিলেন। এ কথা নিঃসন্দেহে বলিতে  
পারি। আর যে তিনি কৃষ্ণকুমার বাবুকে নিজ পুত্রের স্থায় জ্ঞান

করিয়া বেনারসের বাহা কিছু কুঃসাধ্য বোল ছিল তাহা প্রায়  
সমস্তই দান করিয়া গিয়াছেন। নারায়ণ সহায়ের মৃত্যুর পর  
সঙ্গীতাচার্য লক্ষ্মীপ্রসাদ (বেনারস), পণ্ডিত পুরুষোত্তম  
দাস মিশ্র (বেনারস), পণ্ডিত শিবসেবক মিশ্র (বেনারস)  
এবং তন্ত্র পুত্র পণ্ডিত রামকিষণ মিশ্র ও পণ্ডিত কণ্ঠপ্রসাদ  
মিশ্র (বেনারস) প্রভৃতি বহু ওস্তাদের নিকট নানাবিধ  
সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া বেনারসের প্রসিদ্ধ ঘরোয়ানার



শ্রীকৃষ্ণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বোল সমূহ তিনি আপন আয়ত্বাধীনে  
আনিয়াছেন। পরে তিনি লক্ষ্মীএর  
খ্যাতনামা ওস্তাদ খলিফা ছোট্টেন খাঁ  
মহাশয়ের নিকট লক্ষ্মীএর বহুবিধ  
বোল শিখা করিয়াছেন। নাটু বাবুর  
জ্ঞান জ্ঞানী তবলা বাদক আজকাল  
খুব কমই দেখা যায়। তিনি বাজনার  
মধ্যে এমন স্বন্দর প্রাণ সৃষ্টি করিতে  
পারেন যে তাহা মুগ্ধ হইয়া কেবলই  
শুনিতে ইচ্ছা করে।

নাটু বাবুর গুণপনার কথা যখনই  
আমাদের স্মরণ হয় তখন বাস্তবিকই  
আমরা বিস্মিত হই যে, কেমন করিয়া

তিনি বিশ্ব-বিভাগ্যের প্রত্যেক পরীক্ষায় বিশেষ সম্মানের  
সহিত উত্তীর্ণ হইয়া আবার তবলা শিকাও বজায়  
রাখিয়াছেন এবং ইহাতেও তিনি একজন অদ্বিতীয়  
হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের  
এম-এ পরীক্ষায় দর্শন শাস্ত্রে দ্বিতীয় স্থান অধিকার  
করেন এবং আইন পরীক্ষায়ও সম্মানে উত্তীর্ণ  
হইয়াছেন।

কৃষ্ণকুমার বাবুর সহিত যিনি একবার মিশিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন তিনি সত্যিকারের গুণী কিনা। প্রথমেই যখন তাঁহার সন্নিধানে আসিলাম তখন আমি তাঁহার প্রভুর আননে দেখিয়াছি শিশুর হায় সবল হাসি যেন লাগিয়াই আছে। তাঁহার উদার চরিত্র এবং অল্পকণ্ঠেই মাহুযকে আপন করিয়া লইবার ক্ষমতা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। বর্তমানে তাঁহার বয়স মাত্র ২৭ বৎসর। এই অল্প বয়সের মধ্যে এইরূপ কৃতিত্ব অর্জন করা সম্ভবই বিষয়ের বিষয়।

কৃষ্ণকুমার বাবু টালাস্থিত নিজ ভবনে বহু ছাত্রকে বিনা বেতনে অকাতরে এবং অতি যত্নের সহিত শিক্ষা

দান করিয়া থাকেন। টালার অন্ততম তবলা-বাদক শ্রীহীনেত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ, মহাশয় তাঁহার পিতৃপুত্র এবং বিখ্যাত সরোদ-বাদক শ্রীমদ্রাঘু তাঁহারই অল্পজ্ঞ যে সকল ছাত্র তাঁহার নিকট এখনও নিয়মিত শিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীভূপেন্দ্রকৃষ্ণ শ্রীহরিকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (ভোমজুর), শিবাশ্রম পোড়োহুলাল দাস অধিকারী, ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নাটুবাবুর উজ্জল জীবন উজ্জলতর হউক, এবং দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া ভারতবাসীর গৌরব বৃদ্ধি করুন, ইহা আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

## স্বরলিপি

খান্সাজ-হেমন্ত-তেতাল

ছোড় তেরি মান।

ঘুঁঘট খোলকে, নৈনন দেখ্‌লাকে,

চারো নৈনন মিলাকে

যান্‌ দেরী মান্‌।

এসী তুআ কর্‌নেসে রহে মেরা জান্‌ ॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীজগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ

০ [পঞ্চমসী]				১	২	৩									
II	{সী	-	গা	ধা	পমা	-	গরা	গা	মা	া	-	-	-	-	I
	ছো	০	ড	তে	০০	০	০০	রি	মা	০	০	০	০	০	ন

০				১	২	৩									
গা	মা	ধা	ন	সী	-	-	-	না	ধা	সী	না	ধা	পা	মা	-} II
মা	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	ন

II {গা মা ধা না | সাঁ -া সাঁ সাঁ | নাঁ ধা সাঁ নাঁ | ধা পা মা গা} I  
ঘু ০ ঘ ট খো ০ ল কে নৈ ০ ন ন দে গ্ লা কে

গা সা রা গমা | পধা পমা গা মা | পনা ধপা মা গা | মা -া -া -া I  
চা রো নৈ নন মি ০ ০ লা কে ধা ০ ন্ দে রী মা ০ ০ ন্

{গাঁ গাঁ গাঁ গাঁ | গঁগাঁ রঁসাঁ না সাঁ | (নাঁ সাঁ নঁসাঁ রাঁ | সাঁ গা ধপা ধা)} I  
ঐ সৌ তু আ ক ০ ০ ব্ নে সে র হে মে ০ রা জা ০ ০ ০ ন্

গাঁ গাঁ -া গঁগাঁ | গঁগাঁ রঁসাঁ না সাঁ I গাঁ গাঁ পাঁ পাঁ | গঁগাঁ রঁসাঁ না সাঁ |  
ঐ সৌ ০ তু আ ক ০ ০ ব্ নে সে ঐ সৌ তু আ ক ০ ০ ব্ নে সে

নাঁ সাঁ নঁসাঁ রাঁ | সাঁ গা ধপা ধা II  
র হে মে ০ রা জা ০ ০ ০ ন্

### ভাস

১। গমা পধা গমা রঁসাঁ | গঁগাঁ পমা গরা গমা I  
মা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন্

২। গমা পধা গমা রঁগাঁ | রঁসাঁ গধা পধা গমা I  
মা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন্

৩। <sup>২</sup>গমা পধা গমা র্গমা | <sup>০</sup>ম'গা র্গমা ম'গা র্গমা | <sup>০</sup>গধা পমা গমা গমা |  
আ০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০০ |

<sup>১</sup>স'গা ধপা ম'গা র্গমা | <sup>২</sup>মা ইত্যাদি।  
ছো০ ড়ে ০০ ০ রি | মা

৪। <sup>২</sup>ম'মা গ'রা গ'গা র্গমা | <sup>০</sup>র'রা স'মা স'মা গধা | <sup>০</sup>গ'গা ধপা ধধা পমা |  
আ০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০০ |

<sup>১</sup>পপা ম'গা মা - | <sup>২</sup>স'গা ধপা ম'গা র্গমা | <sup>০</sup>মা - | <sup>১</sup>স'গা ধপা I  
০০ ০০ ০ ০ | ছো০ ড়ে ০০ ০ রি | মা ০ ছো০ ড়ে

<sup>০</sup>ম'গা র্গমা মা - | <sup>১</sup>স'গা ধপা ম'গা র্গমা | <sup>২</sup>মা ইত্যাদি।  
০০ ০ রি মা ০ | ছো০ ড়ে ০০ ০ রি | মা

৫। <sup>০</sup>সমা গগা র্গমা সমা | <sup>১</sup>ন্না ধ্ধা প্পা ধ্ধা | <sup>২</sup>ন্না সমা গগা মমা |  
আ০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০০ |

<sup>০</sup>ধধা পপা ম'গা মমা I <sup>০</sup>র'মা গ'রা স'গা ধপা | <sup>১</sup>ম'গা র্গমা ন'মা র্গমা | <sup>২</sup>মা ইত্যাদি।  
০০ ০০ ০০ ০০ | ছো০ ০০ ড়ে ০০ | ড়ে ০০ রি ০ ০০ | মা

## স্বরলিপি

## গোঁড়মল্লার—ত্রিভাল

কারি বাদরিয়া ঘেরি ঘেরি আবে ।

কোইয়া পিয়াসে কহ ঘর আবে ॥

সেইয়া বিহু শুনি সেজ একেলি,

অত ডর লাগে দেখ আঁধেরি,

তাপেয়াদ পিয়ু পাপিয়া দিলাবে ॥

রচনা—অজ্ঞাত ।

স্বর শিক্কক—শ্রীপশুপতি রায়চৌধুরী ।

স্বরলিপি—কুমারী মণিকা রায় ।

II <sup>০</sup>রা -গা রা মা <sup>১</sup>গা রা সরা -সমা <sup>+</sup>গা রা গমা -রা <sup>৩</sup>গমা -পা মা -গা I  
কা ০ রি বা দ রি হা ০ ০ ০ ঘে রি ঘে ০ রি আ ০ ০ বে ০

না না <sup>১</sup>সী <sup>১</sup>সী | -ধা -গা -পা -া | রা গা রা গা | গমা -পা মা গা II  
কো ই যা পি রা ০ সে ০ ক হো ঘ র আ ০ ০ বে ০

## অন্তরা

II <sup>০</sup>পা পা পা পা | <sup>১</sup>না -া ধা -া | <sup>+</sup>সী -া সী সী | <sup>৩</sup>সী -রা সী -া I  
সৈ যা বি হু ০ নি ০ সে ০ জ এ কে ০ লি ০

সধা ধা <sup>১</sup>সী <sup>১</sup>সী | <sup>১</sup>সী -া <sup>১</sup>সী -সী | <sup>১</sup>সী -রা <sup>১</sup>সী <sup>১</sup>সী | <sup>৩</sup>সী -গা -পা -া I  
অ ত ড র লা ০ গে ০ দে ০ খ আঁ ঘে ০ ০ রি ০

মা -া রা পা | -া পা মা পা | ধা <sup>১</sup>সী ধা পা | মা -পা মা -গা II  
জা ০ পে যা ০ দ পি হু পা পি যা দি লা ০ বে ০

## স্বরলিপি

দেশ মিত্র-দাদরা

তোমার হুঁটী কথা  
আমার বাতায়নে, জাগিয়ে দিলো মনে  
গভীর ব্যাকুলতা।  
কোন্ অতীতের কোন্ সে সুদূর চাওয়া,  
স্নিগ্ধ যেন মধুর দখিন হাওয়া,  
ফুলের সুবাস পাওয়া, জীবন তরী বাওয়া,  
সাগর নীরবতা।

ভোর গগনে স্বপন কাননটিরে  
তুমিই এসে সাজিয়েছিলে আমার পাশে ফিরে।  
কেঁদেছিলাম কতই আঁখির নীরে,  
তোমার স্নেহের অলৌক বাহু ঘিরে  
তুমিই তখন ঘুমিয়েছিলে  
কোথায় বলো কোথা,  
নিঠুর কনকলতা!

কথা- শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ, এম্-এ, বি-এল। সুর ও স্বরলিপি-শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (অঙ্কগায়ক)

## আস্থারী

II    +    সা    রা    মা    পা    না    ধা    I    না    সা    -১    -১    -১    -১    I  
         তো    যা    ব    হ    টি    ০            ক    থা    ০    ০    ০    ০

         +    না    সা    -১    পা    ধা    পা    I    ধা    গা    -১    -১    -১    -১    I  
         আ    যা    ব    বা    তা    ০            য    নে    ০    ০    ০    ০

         +    ধা    সা    গা    ধা    পা    -১    I    মা    পা    মা    জা    -১    -১    I  
         জা    গি    যে    দি    ল    ০            য    ০    নে    ০    ০    ০

         +    রা    রা    মা    জা    রা    জা    I    রা    সা    -১    -১    -১    -১    II  
         গ    ভী    ব    ব্যা    হ    ০            ল    তা    ০    ০    ০    ০

অন্তরা

II    +    -    ০    +    -    ০    +    -    ০    +    -    ০    +    -    ০  
 পা    না    অ    রা    তে    ব    কো    না    সে    হ    দ্ব    ব

+    -    ০    +    -    ০    +    -    ০    +    -    ০    +    -    ০  
 সা    রা    জা    জা    -    -    I    রা    -    জা    রা    সা    না    I  
 চা    ০    ও    ষা    ০    ০    মি    ০    ঙ    যে    ন    ০

+    -    ০    +    -    ০    +    -    ০    +    -    ০    +    -    ০  
 পা    না    না    সা    রা    জা    I    রা    সা    -    -    -    -    I  
 ম    ধু    ব    দ    থি    ন    হা    ওয়া    ০    ০    ০    ০

+    -    ০    +    -    ০    +    -    ০    +    -    ০    +    -    ০  
 সা    সা    -    রা    গা    -    I    মা    পা    -    -    -    -    I  
 ফ    লে    ব    হ    বা    স    পা    ওয়া    ০    ০    ০    ০

+    -    ০    +    -    ০    +    -    ০    +    -    ০    +    -    ০  
 ধা    পা    -    মা    গা    মা    I    গা    রা    -    -    -    -    I  
 জী    ব    ন    ত    রী    ০    বা    ওয়া    ০    ০    ০    ০

+    -    ০    +    -    ০    +    -    ০    +    -    ০    +    -    ০  
 রা    রা    গা    গা    ধা    গা    I    ধা    পা    -    -    -    -    II  
 সা    গ    ব    নী    র    ০    ব    তা    ০    ০    ০    ০

সংগারী

II    +    -    ০    +    -    ০    +    -    ০    +    -    ০    +    -    ০  
 সা    -    গা    রা    সা    -    I    সা    সা    -পা    পা    পা    -দা    I  
 ভো    ব    গ    গ    নে    ০    ব    গ    ন    কা    ন    ন

+    -    ০    +    -    ০    +    -    ০    +    -    ০    +    -    ০  
 আ    পা    -    -    -    -    I    পা    ধা    সা    সা    সা    -    I  
 টি    রে    ০    ০    ০    ০    তু    মি    ই    এ    সে    ০



+	সাঁ	গাঁ	গাঁ	০	ধাঁ	পাঁ	-াঁ	I	+	জাঁ	জাঁ	-াঁ	০	সাঁ	রাঁ	জাঁ	I
	সা	জি	ঘে	ছি	লে	০				আ	মা	বু		পা	রে		

+	রাঁ	সাঁ	-াঁ	০	-াঁ	-াঁ	-াঁ	II
	ফি	রে	০	০	০	০	০	

### আভোগ

II	+	পাঁ	ধাঁ	সাঁ	০	সাঁ	সাঁ	-াঁ	I	+	সাঁ	সাঁ	সাঁ	০	রাঁ	রাঁ	-াঁ	I
		কেঁ	দে	০	ছি	লা	মু	ক	ত	ই	আঁ	খি	বু					

+	সাঁ	রাঁ	জাঁ	০	-াঁ	-াঁ	-াঁ	I	+	রাঁ	রাঁ	জাঁ	০	রাঁ	সাঁ	নাঁ	I
	নী	রে	০	০	০	০	০		তো	মা	বু	সে	হে	বু			

+	পাঁ	নাঁ	নাঁ	০	সাঁ	রাঁ	জাঁ	I	+	রাঁ	সাঁ	-াঁ	০	-াঁ	-াঁ	-াঁ	I
	অ	লো	কু	বা	হ	০			ঘি	রে	০	০	০	০	০	০	

+	সাঁ	সাঁ	সাঁ	০	গাঁ	ধাঁ	পাঁ	I	+	পাঁ	ধাঁ	গাঁ	০	গাঁ	গাঁ	-াঁ	I
	তু	মি	ই	ত	খ	ন			ঘু	মি	য়ে	ছি	লে	০			

+	সাঁ	সাঁ	সাঁ	০	রাঁ	রাঁ	-াঁ	I	+	রাঁ	পাঁ	মাঁ	০	জাঁ	-াঁ	-াঁ	I
	কো	খা	ঘু	ব	লো	০			কো	০	খা	০	০	০	০	০	

+	রাঁ	রাঁ	মাঁ	০	জাঁ	রাঁ	জাঁ	I	+	রাঁ	সাঁ	-াঁ	০	-াঁ	-াঁ	-াঁ	II
	নি	ঠু	বু	ক	ন	ক	ল	তা	০	০	০	০	০	০	০	০	

## রস-কীর্তন—মিলন\*

(নিবেদনি)

- ১। বহুদিন পরে বঁধুয়া আইলে,  
দেখা না হইত পরাণ গেলে।  
( দেখা হ'ল হে বঁধু, ছিল প্রাণ দেখা হ'ল হে  
বঁধু, দেখা হ'ত না, দাসীর প্রাণ গেলে দেখা  
হ'তনা ) দেখা না হইত পরাণ গেলে ॥
- ২। এতেক সহিল অবলা বলে,  
ফাটিয়া যাইত পাষণ হ'লে।  
( তাই সহিল হে, কঠিন প্রাণ তাই সহিল হে,  
নইলে সহিত না, কঠিন নইলে সহিত না )  
ফাটিয়া যাইত পাষণ হ'লে ॥
- ৩। ছুখিনীর দিন ছুখেতে গেল,  
মথুরা নগরে ছিলে তো ভাল।  
( ছিলে হে বঁধু, তুমি ত কুশলে ছিলে হে বঁধু,  
যাই হউক, আমার ভাগ্যে যাই হউক )  
মথুরা নগরে ছিলে তো ভাল ॥
- ৪। এসব যজ্ঞা কিছু না গণি,  
তোমার কুশলে কুশল মানি।  
( ছিলে হে বঁধু, তুমি ত ছিলে হে বঁধু, যাই  
হউক, আমার ভাগ্যে যাই হউক ) তোমার  
কুশলে কুশল মানি ॥
- ৫। সব ছুখ মোর গেল হে দূরে,  
হারান রতন পেলাম হে কোলে।  
( সদয় হ'ল, আমার ভাগ্যে বিধি সদয় হ'ল,  
কোলে পেলাম, হারান রতন কোলে পেলাম )  
হারান রতন পেলাম হে কোলে ॥
- ৬। মলয় পবন বহুক মন্দ,  
গগনে উদয় হউক চন্দ্র।  
( উদয় হউক, গগনে চাঁদ উদয় হউক, উদয়  
হ'ল, শ্যাম চাঁদ আসি উদয় হ'ল ) গগনে  
উদয় হউক চন্দ্র ॥
- ৭। কোকিলা আসিয়া করুক গান,  
ভ্রমরা তাহাতে ধরুক তান।  
( গান করুক, আপন মনে গান করুক, শ্যামের  
বামে, আমি বসি শ্যামের বামে, তেমনি  
তেমনি করে আমি বসি শ্যামের বামে )  
ভ্রমরা তাহাতে ধরুক তান ॥
- ৮। বাণুলি আদেশে কহে চণ্ডীদাস,  
ছুখ নিকশল সুখের বিলাস।  
( সীমা নাইরে আজ, আনন্দের আর সীমা  
নাইরে, রাধা শ্যামে মিলন হ'ল আজ,  
আনন্দের আর সীমা নাইরে ) ছুখ নিকশল  
সুখের বিলাস ॥

রচনা—প্রাচীন বৈষ্ণব-কবি-শিরোমণি দ্বিজ চণ্ডীদাস।

স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীহর্গাচরণ বিশ্বাস।

[ সা <sup>০</sup> রগমা মা ]

ব ছ০০ দি

১। { সা <sup>০</sup> মা মা | জা <sup>১</sup> রা রা | সা <sup>২</sup> রা রা | রা <sup>৩</sup> জা রা I  
 ব ছ দি | ন প রে ব ধু ঙা | আ ই লে

সা <sup>০</sup> রা সা | সা <sup>১</sup> সা সা | সা <sup>২</sup> রা সরজা | রা সগা ধগা } I  
 দে খা না | হ ই ত | প রা ৭০০ | গে লে ০ ০ ০

আখর ৪—

সা <sup>০</sup> রগমা মা | জা <sup>১</sup> সা রজা | সা <sup>২</sup> রা মা | জা <sup>৩</sup> রজা রসা I  
 ব ছ০০ দি | ন দে খা ০ | হ' ল হে | ব ধু ০ ০০

গা <sup>০</sup> সা সা | সা <sup>১</sup> সা রজা | সা <sup>২</sup> রা মা | জা <sup>৩</sup> রজা রসা } I  
 ছি ল প্রা | ৭ দে খা ০ | হ' ল হে | ব ধু ০ ০০

গা <sup>০</sup> সা সা | সা <sup>১</sup> সা রা | রা <sup>২</sup> মা গা | মা <sup>৩</sup> -া -া I  
 ছি ল প্রা | ৭ দে খা | হ' ত না | ০ ০ ০ | ০ ০ ০

মা <sup>০</sup> পা মা | গা <sup>১</sup> রা সা | রা <sup>২</sup> মা গা | (মা -া -া) } | মা <sup>৩</sup> মা মা I  
 ন ই লে | দে খা ০ | হ' ত না | ০ ০ ০ | বা নী স্ব

০ মা পা মা | গা রা সা | রা মা গা } | মা - - - I  
০ ৭ ৭ে | লে দে খা | হ' ত না | ০ ০ ০

০ গা সা সা | সা সা সা | সা রা সরজা | রা সগা ধগা II  
দে খা না | হ ই ত | প রা ৭০০ | গে লে ০ ০ ০

অপরূপ কলিগুলির সুর প্রথম কলির অনুরূপ।

হারমোনিয়মের স্কেল :—স্রী কঠে মৃদারার সি-সার্প (কোমল রে) কিংবা ডি-সার্প (কোমল গা), পূর্ব কঠে দারার এফ-সার্প (কড়ি ম) কিংবা জি-সার্প (কোমল খা)।

মাথুর বিরহ সমাপ্ত।

## গান

শ্রীনির্মলচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-এল্

ওরে, চপল মন

আজকে আমার পূজার ফুলে

ধামরে কিছুক্ষণ।

চলার মাঝে একটা দিনে,

দে তারে তুই নিতে চিনে,

উজাড় করে দিতে তারে

নীরব নিবেদন।

চোখের তারা চার বতদূর

দেখছে কেবল ধূ ধূ করে,

দিশেহারা অসীম মাঝে

হতাশা ঘোর গুমড়ে মরে।

বুঝি খুঁজে পেলুম না হায়,

হারিয়ে গেছে পথের মায়ায়,

স্বতির মাঝে থাকিতে চাই

নিবিড় নিমগ্ন।



# সেতার শিক্ষা

সেতারের গৎ

খান্সাজ—টিমে ভেতালী

রচনা ও স্বরলিপি—শ্রীহর্গাপ্রসাদ রায়

আস্থারী

সম্ II সা গগা গমমা পধা | না না সা নস'রা | না ধধা মপধা পধনা |  
 ডিরি ডা ডিরি ডাডিরি ডারা ডা রা ডা ডা০০ ডা ডিরি ডা০০ ডা০০

পধা পমগমা গা পমা I মগরসা সসা না না | পা ন'না সা ন'সা |  
 ডা০ ডা০০০ ব্‌ডা ডারা ডা০০০ ডারা ডা রা ডা ডিরি ডা ডারা

রা গগা মপা ধধা | পধা পমগমা গা II  
 ডা ডিরি ডারা ডারা ডা০ ডা০০০ ব্‌ডা

অস্তুরা

গগা II মা ধপধা না না | সা সা সা নস'রা | রা ম'মা গা রা |  
 ডিরি ডা ডা০ডা ডা রা ডা ডা রা ডিরি ডা ডিরি ডা রা

নস'রা ধনা ধা গগা I মা পপা গা মা | পা ধধা না সা |  
 ডা০০ ডা০ ০ ডিরি ডা ডিরি ডা রা ডা ডিরি ডা রা

গা ধা গমা পধা | পধা পমগমা গা II  
 ডা রা ডিরি ডিরি ডা০ ডা০০০ ব্‌ডা

- ১। তোড়া :—সরমপা গমপধা | 'না'<sup>+</sup>  
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা
- ২। „ গমপমা পধপধা | 'না'<sup>+</sup>  
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা
- ৩। „ (গগ) মগা রসনসা গমপধা | 'না'<sup>+</sup>  
ডিরি ডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা
- ৪। „ গমপধা পমগরা গমপধা | 'না'<sup>+</sup>  
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা
- ৫। „ স<sup>১</sup>গধপা ধপমগা মপপমা গমপধা | 'না'<sup>+</sup>  
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা
- ৬। „ র<sup>১</sup>গমপা ধগধপা মগরসা গমপধা | 'না'<sup>+</sup>  
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা
- ৭। „ ন<sup>১</sup>সরগা মংরগঃ মপধা গমপধা | 'না'<sup>+</sup>  
ডিরিডিরি ডারডিরি ডিরিডা ডিরিডিরি ডা
- ৮। „ গমপধা নস'র'স' গধপমা গরসঃঃঃ | 'না'<sup>+</sup>  
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা
- ৯। „ ধস'ংগঃঃ ধপংমঃঃ গমপধা নংপধঃঃ | 'না'<sup>+</sup>  
ডিরি ডা ডিরি ডা ডিরিডিরি ডাংডিরি ডা

১০। তোড়া :—পমগরা | গমপধা নস'ণধা পমগরা সন্সা | 'না'  
ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভা ভা

১১। „ ধন্সনা | রগমগা রসপমা গমগগা গমপধা | 'না'  
ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভা

১২। „ গমপধা নস'ণধা পমগরা সন্সা | পমসনা স'পমঃ সন্সা গমপধা | 'না'  
ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভা ভিরিভিরি ডা ভিরি ভিরি ভা ভিরিভিরি ভা

১৩। „ স'গ'স'ণা ধপধপা মগমগা রসন্সা | নস'র'ণা স'ন্সঃ রন্সা গমপধা | 'না'  
ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভা ভিরি ভিরিভা ভিরিভিরি ভা

১৪। „ স'গ'রঃ সন্সা রগমপা ধপধপা | স'পঃ পমগমা রগমপা গমপধা | 'না'  
ভাভিরি ভিরিভা ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভা ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভা

১৫। „ গ'র'ম'গা র'স'ন'সা র'স'র'সা গধপধা | গধপধা পমগমা পমপমা গরন্সা |  
ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি

+  
স'গ'গা র'র'ম'মা গ'গ'প'পা ম'ম'ধ'ধা | প'প'ধ'ধা স'স'ধ'ধা র'র'স' ০০০০ I  
ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভিরিভিরি

০  
র'স'ধ'ধা স'স'ঃ স'০০০ র'স'ধ'ধা | স'০স' ০০০০ র'স'ধ'ধা স'স'ঃ | স'  
ভিরিভিরি ভা রা ভা ভিরিভিরি ভা রা ভা ভিরিভিরি ভা রা ভা

১৬। তোড়া :—<sup>০</sup>মগরসা নসমগা রসন্সা মগন্সা | <sup>১</sup>মপনা পধা নপধা নপধা | <sup>+</sup>না'  
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরি,ডা ডিরি ডা ডিরি ডা ডিরি ডা

১৭। „ <sup>১</sup>গমপমা গরসা নসরসা গধপা | <sup>+</sup>ম্ন্সা রসন্সা রগমপা মগরসা |  
ডিরিডিরি ডিরিডা ডিরিডিরি ডিরিডা ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি

<sup>০</sup>গমপগা মপধপা পধনসা নরনসা | <sup>০</sup>রগম'গা রস'গধা স'গধপা মগরসা |  
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি

<sup>১</sup>গমপধা নংগমঃঃ পধনা গমপধা | <sup>+</sup>না'  
ডিরিডিরি ডা ডিরি ডিরিডা ডিরিডিরি ডা

১৮। „ <sup>১</sup>নসরসা রগরগা মগমপা মপধপা | <sup>+</sup>ধনধনা স'গস'রা স'গধপা গধপমা |  
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি

<sup>০</sup>ধপমগা পমগরা নসরগা মপধনা | <sup>০</sup>সঃঃঃ নসরগা মপধনা সঃঃঃ |  
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা

<sup>১</sup>নসরগা মপধনা স'পধঃঃ নংপধঃঃ | <sup>+</sup>না'  
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা ডিরি ডা ডিরি ডা

( ক্রমশঃ )



## শ্রীখোল বাদ্য প্রণালী

(পূর্বসম্বন্ধিত)

শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার, বি-এ

## চঞ্চুপুট বা চর্চৎপুট

এই ছন্দকে অনেকে ঠুংরী বলিয়া থাকে, পূজাপাদ শ্রীযুক্ত নবদীপ চন্দ্র ব্রজবাসী রাঢ়দেশীয় বোল হইতে পৃথক এক প্রকার বোল ইহার স্থানে প্রয়োগ করেন এবং ইহাকে লোকা বলিয়া অভিহিত করেন। ইহার মাত্রা সংখ্যা চারিটি এবং তাল দুইটি। সঙ্গীত দামোদরে ইহার আটটি মাত্রা বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যথা—“তালে চর্চৎপুটে জেয়ং গুরু স্বন্দং লঘুঃপুত ৪।” দুইটি গুরু—৪, একটি লঘু—১, এবং একটি পুত—৩, মোট—৮। আমরা প্রচলিত লয় অনুসারে দুই মাত্রাকেই একমাত্রা ধরিয়াছি বলিয়া ইহাকে চতুর্মাত্রিক বলিতেছি। ইহা বৈঠকীর কাহানুবাবর অনুরূপ ছন্দ।

## লয়

+ ২  
ধাধি নিতা (আ) ধা ধিন্ গুরু

শ্রীযুক্ত নবদীপ ব্রজবাসী মহাশয়ের প্রযুক্ত লয় :—

+ ২  
তিইন্ নাধিন্ ত্রেগেড় ধিন্ থিইন্ নাধিন্

জেকেট্ তিন্

## লহর

+ ২ +  
১। ধিনিধি নিতা ত্রেগেড়ধি নিতা তিনিত্তি নিতা  
২। জেকেট্ তি নিতা

২। তা (আআ) থি নাগধিনি তা (আআ) থি

+ ২  
নাগধিনি তা (আআ) থি নাগধিনি (ইই

থিটি থিটি থিটি

+ ২  
৩। ধা তেটে নাগ ধেনে নাগ ধেনে ধেনে না

+ ২  
তা তেটে নাগ ধেনে নাগ ধেনে ধেনে না

+ ২ +  
৪। ধেনাগ ধেনাগ নাধেনে ধেনাক (ই)ত্রে (ই)নি

২  
তাতিনি তেনাগ

(এই বোলে ধেনা—থানে, তেনা—তানে)

## হাত

+ ২ +  
১। ধেনেরে ধে নাঝা গেধা গেধা ধেনেরে

২  
নাঝা থেটা থেটা

+                      ২                      +  
২। যিনিনা (আ) যিন্ যিনিনা (আ) যিন্ যিনিনা

২  
(আ) যিন্ দাযিনি দাযিনি

## মূর্ছন

+                      ২                      +                      +  
বা তিবা (আ) তি বা তিবা (আ) তা

২  
(আ) তা থি—বা

ইহাতে ডাঁসপাতিড় (আগাম্যোতে আলোচ্য) ছন্দের  
অধিকাংশ হাত ঘাঁত লহর প্রভৃতিই ইহাতে সঙ্গত  
হইবে।

## ছোট দোঠকি

দোঠকি তাল চারিটি পদে বিভক্ত ইহার প্রথম এবং  
তৃতীয় পদে ১ই মাত্রা করিয়া তিন মাত্রা এবং দ্বিতীয় ও  
চতুর্থ পদে ২ মাত্রা করিয়া চারি মাত্রা। অর্থাৎ ইহার পদ-  
গুলির অঙ্গপাত এইরূপ, যথা :—

+    ২    ০    ০    অথবা    +    ২    ০    ০  
৩    ৪    ৪    ৪

কিন্তু ঋতলয়ে এই অঙ্গপাত দেখান যায় না, কাজেই  
প্রথম শিক্ষার্থীর সুবিধায় অঙ্গ পদগুলিকে তখন সমাঙ্গপাতি  
ভাবেই দেখাইতে হয়। সেইজন্য ছোট দোঠকিকে চারি  
মাত্রার সমপদী ছন্দ বলিতে হয়। কিন্তু বাস্তবিক ইহা  
চতুর্ভাজিক আতীয় ছন্দ নহে বলিয়া এবং উপযুক্ত মাত্রার  
বিষমায়ঙ্গপাত স্পষ্টভাবে ইহাতে বর্তমান বলিয়া কতগুলি  
নির্দিষ্ট বোল ভিন্ন যে কোন চতুর্ভাজিক আতীয় তালের  
বোল ইহাতে সঙ্গত করিতে পারেনই ছন্দঃ নষ্ট হইবে।

## লহর (দুই আবর্তন)

+                      ২                      ০                      ০  
ধা    তাধি    তাগ্    দিদ্ধা

+                      ২                      ০                      ০  
ধা    তাধি    তাক্    তিত্তা

## প্রকারান্ত লয় (এক আবর্তন)

+                      ২                      ০                      ০  
(আ)    দাধিন্    দাধি    নাতিন

## লহর

+    ২    ০    ০    +    ২    ০  
১। বাগুব্    দিদ্ধা    দাগুব্    দিদ্ধা    দাগুব্    দিদ্ধা    দাগুব্

০                      +                      ২                      ০                      ০  
দিদ্ধা    বাগুব্    তিত্তা    তাকুব্    তিত্তা    তাকুব্

২                      ০                      ০  
তিত্তা    তাকুব্    তিত্তা

+                      ২                      ০                      ০                      +  
২। দে দে দে    ধিন্তা    দে দে দে    ধিন্তা    দে দে দে

২                      ০                      ০  
ধিন্তা    তেটেতা    তিন্তা

## হাত

+                      ২                      ০                      ০                      +                      ২  
১। দাধিনি    খেইয়াক্    দাধিনি    খেইয়াক্    দাধিনি    খেইয়াক্

০                      ০  
তাধিনি    খেইয়াক্

২। (দাওব্ গুব্গুব্) ৩ ঐ লঘু।

৩। খেই নাধিন্ নাগ জা জা খেই নাধিন্ নাক তাতা

## মুচ্ছন্ন

১। খেই তাতা খেটা খেই তা তা খেটা খেই

খেইটিতে (ই)টিতা গুব্গুব্ খেই যা

২। ঘেনেভেরে গেনাঘেনে ভেরেঘেনে তা (আ)তা

(আ)তা (আ)খেই যা

## ছোট একতালী বা কাটা একতালী

পূর্ববঙ্গে এই ছন্দকে ঝাঁতি বলে। ইহা সপ্তমাত্রিক মধ্যম একতালার (আগামীতে আলোচ্য) অপভ্রংশ। ক্ষুণ্ণলয়ে মধ্যম একতালার অনাহত মাত্রাগুলির স্থান পূর্ণ হইয়া ইহা একটি নূতন সমপদী চতুর্মাত্রিক ছন্দে পরিণত হয়। ঐ ছন্দকেই ছোট একতালী বা ঝাঁতি বলা হয়। ইহা একটু স্লথ গতিতে অর্থাৎ ঠার আসিলেই ইহার বিবমাত্রপাত পরিশুদ্ধ হইয়া উঠে এবং তখন ইহাতে সপ্তমাত্রিক বোলই সঙ্গত হয়। ইহার একটি তাল ও একটি ফাঁক।

## লহর

(আ)ধা বিধি বিতা (আ)ধি

## লহর

১। গিদা (আ)ধি (আ)ধি তেটে তেটে তিত্তা

(আ)ধি তিত্তা (আ)গ

২। তা গুব্ গুব্ দাধেনে দাধেনে দাধেনে তা গুব্ গুব্

দাধেনে তাতেনে তাতেনে

৩। জেগেড দাধি নাধি (ই)ধি নাধি (ই)ধি নাধি (ই)

জেগেড্ দাধি নাতি (ই)তি নাতি (ই)তি নাতি (ই)

## হাত

(তা)ধে (ই)না খেই ৩ ঐ লঘু।

## মুচ্ছন্ন

জা জা (আ)জা জাধি না—

ইহাতে চকুপুট তালের অবিকাংশ বোলই সঙ্গত হইবে।

লক্ষ ( দুই আবর্তনে )

$\begin{array}{ccccccc} + & & 2 & & & & + \\ \text{দিক্কা} & (\text{আ}) & \text{ধি} & \text{নিক্কা} & \text{ধি} & \text{গুব্ব} & \text{দিক্কা} (\text{আ}) \\ 2 & & & & & & \\ \text{নিত্তা} & \text{ধি} & \text{গুব্ব} & & & & \end{array}$   
 ইহার লহর মাতন হাত ষাঁত মুচ্ছন প্রভৃতি চকু?  
 লর অমুকুপ।

●●●

মা	মা	-পমা	জ্ঞা	জ্ঞা	-জ্ঞা	I	সরা	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	সা	-সা	I
তা	রা	০	তা	রা	০		জা	না	০		এ	কো	০

সা	ধা	-মা	ধা	মা	-দা	I	পা	দা	-ধা	সা	-সা	-সা	I
ব	প	০	হ	রে	০		দে	রা	০	নী	০	০	

সা	সা	-জ্ঞা	ধা	সা	-সা	I	দা	সা	-পা	জ্ঞা	-সা	-সা	II
ও	গো	০	জা	জা	০		ধে	রা	০	নী	০	০	

II	মা	দা	-দা	গা	সী	-ধা	I	গসা	দা	-দা	-সা	-সা	-সা	I
	টা	দে	০	ত	রী	০		বে	০	০	০	০	০	
	আ	ধা	০	রা	তে	০		শে	০	০	০	০	০	

সী	সী	-জ্ঞা	ধা	সী	-সী	I	না	সী	-সা	-সা	-সা	-সা	I
কি	গা	০	খা	নি	০		গে	০	০	০	০	০	
কো	ন	উ	য	সী	০		দে	০	০	০	০	০	

সী	সী	-জ্ঞা	রী	জ্ঞা	-জ্ঞা	I	সী	জ্ঞা	ধা	সী	সী	-সা	I
নি	০	০	রা	তে	০		এ	ক	তা	রা	তে	০	
রা	জা	০	ব	বি	০		বু	কে	০	জা	লো	০	

জ্ঞা	মা	দা	গা	ধা	গা	I	সী	-সা	-সা	-সা	-সা	-সা	I
বা	জা	০	মি	ভু	পা		নী	০	০	০	০	০	
দি	ব	সে	রই	দী	পা		নী	০	০	০	০	০	

সা	সা	-জ্ঞা	ধা	সা	-সা	I	দা	সা	-পা	জ্ঞা	-সা	-সা	II
ও	গো	০	জা	জা	০		ধে	রা	০	নী	০	০	
ও	গো	০	জা	জা	০		ধে	রা	০	নী	০	০	

II জা জা -জা | জা জা -জা I স্রী রা রা | সা গা -গা I  
ন য় ০ নে মো য় ঘ না য় য থ ন্

সা সা -খা | মা মা -মা I গা মা -গা | -গা -গা -গা I  
আ থা য় রা তে য় কা মো ০ ০ ০ ০

পা দা দা | গা সী -সী I গধা গা -গা | দা পা -গা I  
জা লা ও তু রি ০ ০ গ ০ গ ন্ পা রে ০

জা -জা জা | খা জা খা I সা -গা -গা | -গা -গা -গা II II  
ল ০ ক তা রায় আ মো ০ ০ ০ ০ ০

উক্ত গানখানি ইংরাজী হরের অনুকরণে করা হইয়াছে।

—হরকার।

## গান

### ঐজিভেন্ননাথ মুখোপাধ্যায়

বাক্য আমার বোণার তারে

তোমার পূজার গান।

যেন তোমার দিতে পারি

আমার সারা প্রাণ।

এ জীবনের বত ব্যথা

বত আঘাত, ব্যাকুলতা,

I , , , কল হবে ও চরণে

সকল অতিথান।

দিনের পরে দিন গণিমা

ছিহু তোমার পথ-চাহি'—

এসেছি আজ তোমার কাছে

হৃদয় কালের পথ চাহি'।

এসেছি আজ পূজার ছলে

তোমার পরশ পাব বলে,

ভরে দিবে এ চিত্ত মোর

তোমার সকল দান।

## স্বরলিপি

## পিনু মিশ্র—কাকী

ওগো নিশির নীরবতা আমি তোমায় বাসি ভাল  
 তুমিই আমার ভোলা মনে তারি কথা জাগিয়ে তোল।  
 সারাদিনের নানা কাজে  
 থাকি নানা লোকের মাঝে  
 পাইগো তারে গোপন রাতে যখন ধরা ঢেকে ফেল।  
 কায়-ঢাকা ঐ কৃষ্ণ-বাসের তারায় গাঁথা অঁচলখানি  
 বিছিয়ে দাও ভুবন 'পরে ঝিল্লি গাহে ঘুমপাড়ানি ;  
 সবাই যখন ঘুমের ঘোরে  
 জাগাও তখন তুমি মোরে,  
 জেলে দিয়ে ব্যথার আগুন একলা তুমি ধীরে চল।

কথা—শ্রীযামিনীমোহন শূর

স্বর—শ্রীকালীনাথ ভট্টাচার্য্য

স্বরলিপি—কুমারী রেণুকণা মজুমদার

II সা সা মা মা | মা মা মা গা I -১ গমা গা দা | পা দা পা মা I  
 ও গো নি শির | নো র ব তা ০ আমি তো মায় | বা সি ভা ল

সাঁ সাঁ খাঁ সাঁ | গা দা পা মা I হমা পা গা গা | গমা গমগা দা -১ II  
 তু মিই আ মার | ভো লা ম নে তা ০ রি ক থা | জাগি রে০০ তোল ০

II { ধা গা সাঁ সাঁ | সাঁ সাঁ সাঁ রঁরঁরা I সঁগা ধগা সরা জ্ঞা | রঁজ্ঞা রঁজ্ঞা সা -১ } I  
 সা রা দি নেবু | না না কা জে০০ ০০ থাকি না০ না | লোকের মাঝে ০ ০  
 ল বাই ব খন্ | ঘু মের ঘো রে০০ ০০ জাগাও তও খন্ | তুমি ঘোরে ০ ০

সাঁ সাঁ . খাঁ সাঁ | গা দা পা মা I হমা পা গা গা | গমা গমগা দা দা II  
 পাই গো তা রে | গো পন্ রা ভে যথ ন্ ধ রা | ঢে০ কে০০ ফে ল  
 জে লে দি রে | ব্য থাব্ আ গুন একলা ০ তু মি | ধী০ রে০০ চ ল

II { সা সা মা মা | মা মা মা গা I গা মা গা দা | পা দা পা মা I  
কায় ঢা কা ঐ ক ক বা সেব তা রায় গা খা অ্যা চন্ খা নি

সা সা ঋা সা | গা দা পা মা I মা পা মা গা | দা -া পা মা I  
বি ছি য়ে দাও তু বন্ প রে বি ০ রী ০ | গা ০ হে ০

গা -মা গা পা | মা -া -া -া } II  
যু ম পা ডা | নি ০ ০ ০

## মৃদঙ্গ-বাদন

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দে ( সুবোধবাবু )

### ঝাঁপতাল

৩৫৭। <sup>+</sup> ঝাঁগেতে <sup>৩</sup> ধাগেতে <sup>০</sup> কতা <sup>০</sup> ধা ধা ঘেড়েনাগ

<sup>১</sup> তেরেকেটে <sup>৩</sup> নাগ <sup>০</sup> তেরেকেটে <sup>+</sup> তাগ <sup>০</sup> ধা

৩৫৮। <sup>+</sup> ঘেরেকেটে <sup>৩</sup> কং <sup>০</sup> তা-দেং <sup>০</sup> খুন <sup>০</sup> গদিঘেনে

<sup>১</sup> নান্ <sup>৩</sup> তেরেকেটে <sup>০</sup> তাগ <sup>০</sup> দেং <sup>০</sup> ধা

৩৫৯। <sup>+</sup> ঘেং <sup>৩</sup> ঘেরে <sup>০</sup> কেটে <sup>০</sup> গদিঘেনে <sup>০</sup> ধাগে <sup>০</sup> তেটে

<sup>১</sup> তাগে <sup>৩</sup> তেটে <sup>০</sup> তেটে <sup>০</sup> ধা <sup>০</sup> তেরেকেটে <sup>০</sup> ধা <sup>০</sup> গেনে

<sup>১</sup> ধাগে <sup>৩</sup> তেটে <sup>০</sup> গদিঘেনে <sup>০</sup> কং <sup>০</sup> ঘেরেকেটে <sup>০</sup> ধা

৩৬০। <sup>+</sup> কত্বেকেটে <sup>৩</sup> তাগ <sup>০</sup> জান <sup>০</sup> ঘেং <sup>০</sup> কড়ান <sup>০</sup> কত্বেকেটে

<sup>১</sup> তাগ <sup>৩</sup> তেগে <sup>০</sup> তাগেতেটে <sup>০</sup> ধা <sup>০</sup> তেরেকেটে <sup>০</sup> ধা

<sup>৩</sup> ঘেনে <sup>৩</sup> ধাগে <sup>০</sup> খুন <sup>০</sup> ঘেঘে <sup>০</sup> তেটে <sup>১</sup> তেরেকেটে

<sup>১</sup> তাগ <sup>৩</sup> তেরেকেটে <sup>০</sup> তাগ <sup>০</sup> ধা

৩৬১। <sup>+</sup> থুকেটে <sup>৩</sup> ঘেনে <sup>০</sup> ঘেনে <sup>০</sup> ধা <sup>০</sup> তেরেকেটে <sup>১</sup> ঘে <sup>০</sup> ঘে

<sup>১</sup> কাণ <sup>৩</sup> তাগেনে <sup>০</sup> ধা <sup>০</sup> ধা <sup>০</sup> কেটেতাগ <sup>০</sup> তেরেকেটে

<sup>১</sup> তাগ <sup>৩</sup> তাগদি <sup>০</sup> কেটেতাগ <sup>০</sup> ধা <sup>০</sup> (ক্রমঃ)



## স্বরলিপি

## সোহিনী মিশ্র—একতারা

জীবনে যাহারে চেয়েছিলে প্রিয়  
এত আপনার করি,  
কোন বেদনায় মাগিছ বিদায়  
ভাহারি ছয়ার ধরি।

এখনও কঠে হুলিতেছে মালা  
এখনও শিয়রে আছে দীপ জালা  
বাহিরে চন্দ্র তারকা জাগিছে  
অসীম আকাশ ভরি ॥

যদি যেতে চাও দাঁড়াও হে ফিরে  
জনমের মত নয়নের নীরে  
ও ছ'টা চরণ মুছিয়া লইব  
বিরহের কথা স্মরি' ॥

কথা—শ্রীস্বরজিৎকুমার মৌলিক, এম্, এ

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

রাত্রি তৃতীয় ও চতুর্থ প্রহর

II	না	সাঁ	না	ধা	ধা	ধা	জা	ধা	না	না	না	না	I
	জী	ব	নে	যা	হা	রে	চে	য়ে	ছি	লে	প্রি	য়	

গা	মা	মা	মা	মা	জাগা	গা	খাগা	মা	গা	খা	সা	I
এ	ড	আ	প	না	০০	র	ক০	০	০	০	০	রি

সা	মা	মা	মা	জা	গা	মা	ধা	না	সা	না	ধমা	I
কো	ন	বে	দ	না	য়	মা	গি	ছ	বি	দা	০০	

মা	মা	মা	জা	গা	গা	মা	ধা	না	না	সাঁ	না	II
ভা	হা	রি	ছ	রা	র	ধ	০	০	০	০	০	রি

II	০	আ	আ	আ	১	আ	আগা	গা	+	আ	ধা	না	৩	না	না	না	I
	এ	খ	ন	ঙ	ক	০	ঠে	হ	লি	ভে	ছে	মা	লা				
	আ	আ	আ	আ	আগা	গা	আ	ধা	না	সী	সী	সী	I				
	এ	খ	নো	নি	ৱ	০	রে	আ	ছে	সী	প	জা	লা				
	না	সী	গী	গী	গী	গী	গী	বী	গী	খী	সী	না	I				
	বা	হি	রে	চ	০	জ	তা	র	কা	জা	গি	ছে					
	না	সী	গা	আ	ধা	না	আ	ধা	না	সী	না	না	II				
	অ	সী	ম	আ	কা	ম্	ভ	০	০	রি	০	০					

II	০	নু	নু	নু	১	নু	খা	নু	+	সগা	সগা	না	৩	গা	গা	গা	I
	ব	০	দি	০	০	ভে	০	চা	০	০	০	০	০	হে	ফি	রে	
	আ	আ	আ	না	আ	আগা	আধা	আধা	ধা	না	না	না	I				
	অ	ন	যে	র	ম	০	ন	০	০	নে	র	নী	রে				
	না	সী	গী	গী	গী	না	গী	গী	গী	গী	গী	গী	I				
	ও	হু	টী	চ	র	৭	মু	হি	রা	ল	০	ই	০	ব			
	না	সী	গা	আ	ধা	না	আ	ধা	না	সী	না	না	II				
	বি	র	হে	র	ক	খা	ম	০	০	০	০	০	রি				

ক্রম সংশোধন :—গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় সেনোলা কোম্পানীর বিজ্ঞাপনে নিম্নলিখিত তুলগুলি সংশোধন করিয়া লইবেন :—

ঐরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গীত Q. S. 15 রেফার্ট—কেন চলে যেতে ফিরে ফিরে চার...

যদি হান দিলে আমার

একেশ্বর বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের স্থলে যুগোপাধ্যায় হইবে।

## ষষ্ঠ বাষিক এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয় সঙ্গীত প্রতিযোগিতার ফল (পূর্বাহ্নবৃত্তি)

নিম্নে ভারত সঙ্গীত সম্মেলন আশাতীত সাফল্যের সহিত ৩০শে অক্টোবর শেষ হইয়াছে। এই অধিবেশনে ১০০ জনের অধিক সঙ্গীতজ্ঞ ও ২০০ জনের উপর প্রতিযোগী যোগদান করিয়াছিলেন। প্রতিযোগীগণ যে যে বিষয়ে দক্ষতা দেখাইতে পারিয়াছেন, তাহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

১। মিস শান্তনা ভট্টাচার্য (নৃত্য)। ২। মিস রেণুকা সাহা (সেতার)। ৩। মিস শোভা ভট্টাচার্য (নৃত্য)। ৪। কুমারী শোভা কুণ্ড (সেতার)। ৫। মিস সুধা মাথুর (তবলা)। ৬। মিস বিভাস কুমারী দেব বর্মণ (কঃ সঃ)। ৭। মিস বিন্দুবাসিনী রায় (হারমোনিয়ম)। ৮। মিঃ দেবী প্রসন্ন ঘোষ (তবলা)। ৯। মিঃ সন্তোষকৃষ্ণ বিশ্বাস (তবলা)। ১০। মিঃ এন, আর, ভট্টাচার্য (হারমোনিয়ম)।

### প্রতিযোগিতার ফল

প্রথম শ্রেণী—নয় বৎসরের নিম্নবয়স্ক বালিকাগণ  
কণ্ঠসঙ্গীত (ক)—১। মিস বেলা সরকার। ২। মিস লক্ষ্মী দেবী। কণ্ঠসঙ্গীত (খ)—১। মিস শান্তনা ভট্টাচার্য। ২। মিস মণিকা সাহা। ৩। মিস রামরাণী চক্ৰ। ৪। মিস নীলমারাগী দত্ত (প্রোফিঃ)।\* নৃত্য—১। মিস শান্তনা ভট্টাচার্য (দক্ষতার সহিত সত্তরের উর্দ্ধ সংখ্যা প্রাপ্ত)। ২। পুষ্প মাথুর। ৩। মিস সরস্বতী। হারমোনিয়ম—১। মিস রামরাণী চক্ৰ ও মিস বিমলকুমারী মাথুর। তবলা—১। মিস বিমলকুমারী মাথুর। ২। মিস শান্তনা ভট্টাচার্য। ৩। মিস উমা মাথুর। ৪। মিস পুষ্প মাথুর (প্রোফিঃ)। ৫। মিস রামরাণী চক্ৰ (প্রোফিঃ)।

দ্বিতীয় শ্রেণী—নয় বৎসরের নিম্ন বয়স্ক বালকগণ  
কণ্ঠসঙ্গীত (ক)—১। মাটার নিরঞ্জন ভট্টাচার্য। কণ্ঠসঙ্গীত (খ)—১। মাটার জগদীশচন্দ্র চক্রবর্তী। ২। মাটার লক্ষ্মণজীপ্রসাদ শ্রীবাস্তব। এসাজ—১। মাটার নরেন্দ্রকুমার ওঝা। তবলা—১। মাটার নিরঞ্জন ভট্টাচার্য। নৃত্য—১। মাটার নিরঞ্জন ভট্টাচার্য। হারমোনিয়ম—১। মাটার নরেন্দ্রকুমার ওঝা।

৪র্থ শ্রেণী ১৪ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক বালকগণ  
কণ্ঠসঙ্গীত (ক)—১। মাটার রবীন্দ্রনাথ বর্মা। ২। মাটার বিশ্বনাথ বিশ্বাস। কণ্ঠসঙ্গীত (খ)—১। মাটার অনন্ত কেশব কাগ্জী। ২। মাটার মহম্মদ মুখার্জী। ৩। মাটার বিশ্বরঞ্জন ভট্টাচার্য। ৪। মাটার জগদীশ। কণ্ঠসঙ্গীত (গ)—১। মাটার রাধেন্দ্রাম মিশ্র। হারমোনিয়ম—১। মাটার বিশ্বরঞ্জন ভট্টাচার্য ও মাটার জগদীশ। ২। মাটার ভাস্কর গঙ্গাধর পোহনকার। ৩। মাটার অনাথ কেশব কাগ্জী (প্রোফিঃ)। ৪। মাটার বিনায়কশঙ্কর পোহনকার (প্রোফিঃ)।

৪র্থ শ্রেণী ১৪ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক বালকগণ  
তবলা—১। মাটার নীলীশেখ ব্যানার্জী। ২। মাটার রাধেন্দ্রাম মিশ্র। ৩। মাটার জগদীশ (প্রোফিঃ)। ৪। মাটার ভানপ্রকাশ (প্রোফিঃ)। 'পাখোয়াজ—১। মাটার বিশ্বরঞ্জন ভট্টাচার্য। ২। মাটার বিশ্বনাথ বিশ্বাস।

সপ্তম শ্রেণী (ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের বালিকাগণ  
কণ্ঠসঙ্গীত (খ)—১। মিস চমনকুমারী মাথুর (প্রোফিঃ)। হারমোনিয়ম—১। মিস শান্তি বর্মা। সেতার—১। মিস শান্তি বর্মা।

\* বাহাদের নামের পার্শ্বে (প্রোফিঃ) শব্দটি যুক্ত হইয়াছে তাহারা প্রকিসিয়েন্সি আইন পাইয়াছেন।

সপ্তম শ্রেণী (খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের বালকগণ

কণ্ঠসঙ্গীত (খ)—১। মিঃ শৈলেন্দ্রকুমার ব্যানার্জী।

২। মিঃ মহেশচন্দ্র স্কসেনা। বেহালা—১। অবদেহ চন্দ্র ত্রিবাণ্ডব। ২। মিঃ শ্রামহন্দর লাল স্কসেনা। ৩। মিঃ এস, এন, ভট্টাচার্য (প্রোফি:)। তবলা—১। মিঃ শচীন্দ্র ভট্টাচার্য। ২। মিঃ এস, পি, ব্যানার্জী। হারমোনিয়ম—১। মিঃ সীতাচরণর ত্রিবাণ্ডব। ২। মিঃ কৃষ্ণলাল দীক্ষিত। ৩। মিঃ রামশঙ্কর সঙ্ক। ৪। মিঃ প্রকাশদেব মালব্য (প্রোফি:)। ৫। মিঃ গোকুলপ্রসাদ বর্ম্মা (প্রোফি:)। ৬। মিঃ গয়াপ্রসাদ জ্বলার (প্রোফি:)। বাঁশী—১। মিঃ রমেশচন্দ্র মোতিয়াল। ২। গয়াপ্রসাদ জ্বলার। ৩। মিঃ কেশবকুমার তেওয়ারী (প্রোফি:)। সেতার—১। মিঃ বিঠলনাথ মালব্য। এশ্রাজ—১। মিঃ মহেন্দ্রনাথ ভার্গব।

তৃতীয় শ্রেণী—১৪ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক বালিকাগণ

কণ্ঠসঙ্গীত (ক)—১। মিস অমৃপূর্ণা বিশ্বাস। কণ্ঠসঙ্গীত

(খ)—১। কুমারী প্রভাবতী মিত্র। ২। মিস ক্রীমতী মাথুর। ৩। মিস বসুমাণী রায়। ৪। কুমারী স্বরমা ভট্টাচার্য ও মিস রেবা ঘোষ। ৫। কুমারী কুপায়মী ভট্টাচার্য, বিবি যশোবন্ত কাউর ও কুমারী পরিপূর্ণা নিয়োগী। কণ্ঠসঙ্গীত (গ)—মিস শোভা ভট্টাচার্য। নৃত্য—১। মিস শোভা ভট্টাচার্য (অনাস')। ২। মিস রেবা দত্ত। ৩। মিস প্রেমকুমারী সিংহ। হারমোনিয়ম—১। কুমারী পরিপূর্ণা নিয়োগী। ২। মিস শান্তি বর্ম্মা। ৩। মিস অর্চনা লাহিড়ী। ৪। বিবি যশোবন্ত কাউর। ৫। মিস রেবা ঘোষ। ৬। মিস শকুন্তলা বর্ম্মা (প্রোফি:)। এশ্রাজ—১। মিস শোভা ভট্টাচার্য। তবলা—১। মিস ক্রীমতী মাথুর। ২। মিস শান্তি বর্ম্মা (প্রোফি:)। সেতার—১। মিস রেণুকা সাহা (স্বদক)। ২। মিস উষা গোস্বামী। ৩। মিস নির্মলা দেবী পঙ্ক (প্রোফি:)। ৪। কুমারী পরিপূর্ণা নিয়োগী (প্রোফি:)।

৫ম শ্রেণী ১৪ এবং তদুর্দ্ধ বয়স্ক বালিকাগণ

কণ্ঠসঙ্গীত (ক)—১। মিস রোহিণী রায়দান।

কণ্ঠসঙ্গীত (খ)—১। মিস উষা মিত্র। ২। মিস মায়া ভট্টাচার্য। ৩। মিস সাবিজী মাথুর। ৪। মিস সুহাসিনী রায়দান। ৫। মিস রূপকুমারী ভাটনগর। তবলা—১। মিস তারা মাথুর। ২। মিস মায়া ভট্টাচার্য। ৩। মিস সাবিজী মাথুর (প্রোফি:)। হারমোনিয়ম—১। মিস শীলা কারওয়াল। ২। মিস লতা দেবী মালব্য। বেহালা—১। মিস কমলা সেন। সেতার—১। কুমারী শোভা কুণ্ড (স্বদক)। ২। মিস মায়া ভট্টাচার্য। ৩। মিস তারা মাথুর (প্রোফি:)। ৪। মিস প্রেম অম্বা (প্রোফি:)।

ষষ্ঠ শ্রেণী—১৪ এবং তদুর্দ্ধ বয়স্ক বালকগণ

(মধ্যম বিভাগ)

কণ্ঠসঙ্গীত (ক)—১। মিঃ মুরারীমোহন মিত্র। ২। মিঃ

তারক প্রসাদ পাঠক। ৩। মিঃ প্রমোদরঞ্জন ভট্টাচার্য। কণ্ঠসঙ্গীত (খ)—১। দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য। ২। মিঃ চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য। ৩। মিঃ রত্নশঙ্কর মাধো লাল অভিচার্য। ৪। মিঃ জনার্দন শঙ্কর পোহকার (প্রোফি:)। তবলা—১। মিঃ চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য। ২। মিঃ গিরীশ প্রসাদ। ৩। মিঃ ব্রীজচন্দ্র শুক্লা। পাখোয়াজ—১। মিঃ বিশ্বম্বর নারায়ণ সিংহ। সেতার—১। মিঃ চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য। ২। মিঃ বনোয়ারীলাল ত্রিবাণ্ডব। হারমোনিয়ম—১। মিঃ প্রমোদরঞ্জন ভট্টাচার্য। ২। মিঃ নরেন্দ্র সহায় বর্ম্মা। ৩। বনোয়ারীলাল ত্রিবাণ্ডব। ৪। মিঃ জনার্দন শঙ্কর পোহকার।

৬ষ্ঠ শ্রেণী ১৪ এবং তদুর্দ্ধ বয়স্ক বালকগণ

ক্লারিওনেট এবং বাঁশী—১। মিঃ কৃষ্ণ মোহন মল (বাঁশী)। ২। মিঃ শ্রীরাম ত্রিবাণ্ডব (বাঁশী)। ৩। মিঃ প্রবোধ কুমার জহরী (ক্লারিওনেট; প্রোফি:)। বেহালা—

১। মিঃ প্রমোদরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। ২। প্রবোধ কুমার জহরী। ৩। মিঃ শ্রীরাম শ্রীবাস্তব (প্রোফিঃ)।

অষ্টম শ্রেণী—(ক-১) নবম বৎসরের নিম্ন বয়স্ক  
বালিকাগণ

কণ্ঠসঙ্গীত (ক)—১। কুমারী শৈলবালা দেবী।  
২। কুমারী পুষ্পালা বাত্র (প্রোফিঃ)। কণ্ঠসঙ্গীত (খ)  
—১। মিস বর্ণারাগী সাহা। ২। মিস ইভা গাজুলী।  
সেতার—১। কুমারী রেবা রায়। হারমোনিয়ম—১। মিস  
সুধা মাথুর। ২। কুমারী চন্দ্রপ্রভা। ৩। কুমারী রেবা  
রায়। তবলা—১। মিস সুধা মাথুর (সুদক্ষ)।  
২। কুমারী চন্দ্রপ্রভা। ৩। মিস প্রেমলতা কুমারী  
(প্রোফিঃ)।

অষ্টম শ্রেণী—(ক-২) চৌদ্দ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক  
বালিকাগণ (এমেচার)

কণ্ঠসঙ্গীত (ক)—১। মিস শ্রীবিভাসকুমারী দেববর্ণণ,  
(সুদক্ষ)। ২। কুমারী শান্তিলতা ব্যানার্জী।  
৩। কুমারী আরতি দাস। ৪। মিস প্রতিমারাগী ঘোষ  
ও মিস মায়ারাগী ঘোষ। ৫। মিস কমলা দেবী  
আগরওয়াল। ২। মিস হারকা হারসে। সেতার—  
১। কুমারী আরতি দাস। ২। কুমারী কমলা দেবী  
আগরওয়াল।

অষ্টম শ্রেণী—(ক-৩) চৌদ্দ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক  
বালিকাগণ (এমেচার)

কণ্ঠসঙ্গীত (খ)—১। মিসেস্ মায়া দেবী। ২। মিস  
সুশীলা মাথুর (প্রোফিঃ)। হারমোনিয়ম—মিস বিন্দু  
বাসিনী রায় (সুদক্ষ)। ২। মিস প্রতিভা বাত্র।  
৩। মিস ভগবন্তী মেহরা (প্রোফিঃ)। সেতার—  
১। মিস হেনা মুখার্জী। ২। মিস মুরিয়েল আলেক-  
জাণ্ডার। এস্রাজ—১। মিস রুবী ঘোষ। বেহালা—  
১। মিস হেনা মুখার্জী।

অষ্টম শ্রেণী (খ-২)—১৪ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক  
বালকগণ (এমেচার)

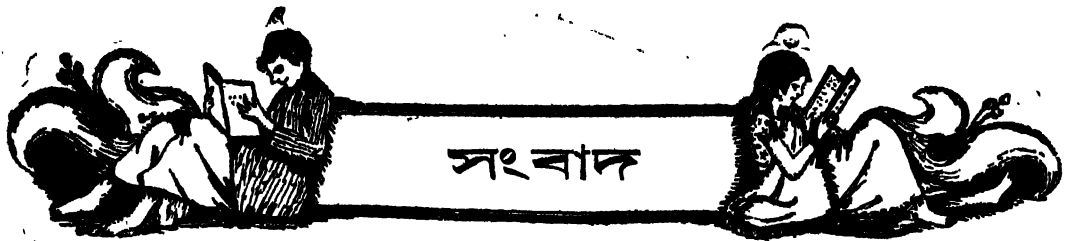
কণ্ঠসঙ্গীত (গ)—১। মাষ্টার সুধীরলাল চক্রবর্তী।

অষ্টম শ্রেণী (খ-৩)—১৪ বৎসরের বালক এবং  
তদুর্দ্ধ বয়স্ক ভক্তমহোদয়গণ (এমেচার)

বাশী—১। মিঃ রামদাস আগরওয়াল। ২। মিঃ ধন  
পাল আগরওয়াল (প্রোফিঃ)। সরোদ—১। মিঃ কমল  
কৃষ্ণ দে (প্রোফিঃ)। সেতার—১। মিঃ এন, আর,  
ভট্টাচার্য্য। ২। মিঃ জে, পি, শুক্লা। ৩। মিঃ অমর  
নাথ মজুমদার (প্রোফিঃ)। এস্রাজ—১। মিঃ অমর  
নাথ মজুমদার। বেহালা—১। জে, ডি, মজুমদার।  
২। পৃথ্বীরাজ সোই। ৩। মিঃ বটুকৃষ্ণ বিশ্বাস।

কণ্ঠসঙ্গীত (ক)—১। মিঃ শিশিরকুমার গুহ ঠাকুরতা।  
২। মিঃ গোপালকৃষ্ণ মুখার্জী। ৩। মথুরানাথ তেওয়ারী।  
কণ্ঠসঙ্গীত (খ)—মিঃ এন, আর, ভট্টাচার্য্য। ২। মিঃ  
পশুরান পুষ্কভেল। ৩। মিঃ সুশীলকুমার বোস। ৪। মিঃ  
গজানন নাট্ট। ৫। মিঃ ভুলু সেন। ৬। পণ্ডিত  
রামেশ্বর মিশ্র। ৭। মিঃ রাধাবিনোদ ঠাকুর (প্রোফিঃ)।  
৮। মিঃ জে, ডি, মজুমদার (প্রোফিঃ)। কণ্ঠসঙ্গীত (গ)  
—১। মিঃ বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য। পাখোয়াজ—১। মিঃ  
প্রতাপ নারায়ণ মিত্র। তবলা—১। মিঃ দেবী প্রসন্ন  
ঘোষ (সুদক্ষ)। ২। মিঃ সত্যোবকৃষ্ণ বিশ্বাস (সুদক্ষ)।  
৩। মিঃ সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য্য। ৪। মিঃ হিমালিনাথ  
মুখার্জী। ৫। মিঃ তারাপদ ব্যানার্জী। ৬। মিঃ  
রামপ্রসাদ (প্রোফিঃ)। ৭। মিঃ মুরী খান (প্রোফিঃ)।  
হারমোনিয়ম—১। মিঃ এন, আর, ভট্টাচার্য্য (সুদক্ষ)  
২। মিঃ জে, ডি, মজুমদার। ৩। ঠাকুর গঙ্গাধর সিং।  
৪। মিঃ বটুকৃষ্ণ বিশ্বাস। ৫। মিঃ গোবর্দ্ধন মালব্য ও  
মিঃ বংশীলাল। ৬। মিঃ বৈজনাথ প্রসাদ গুপ্ত।  
৭। মিঃ রামশরণ সিং (প্রোফিঃ)। ৮। রামনাথ বাহব  
(প্রোফিঃ)। ৯। মিঃ বনোয়ারীলাল (প্রোফিঃ)।  
১০। মিঃ বদরীনাথ ভার্গব (প্রোফিঃ)।

সমাপ্ত



## সঙ্গীত-সম্মিলনী

(উপাধি পরীক্ষা)

সঙ্গীত সম্মিলনী, ২৫, নিউ পার্ক ষ্ট্রীট হইতে আগামী মার্চ মাসে একটি উপাধি পরীক্ষার আয়োজন করা হইবে।

সম্মিলনীর ছাত্রী ব্যতীত বাহিরের পরীক্ষার্থী ও এই উপাধি পরীক্ষায় যোগ দিতে পারিবেন। বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পরীক্ষার গীত পদ্ধতি নিয়ে প্রদত্ত হইল, যাহাতে পরীক্ষার্থীগণ শিক্ষণীয় বিষয় আশ্রয় করিবার সময় পান।

সম্মিলনীর ছাত্রীগণের ফী—৫/-

বাহিরের পরীক্ষার্থীর ফী—১০/-

অজ্ঞাত জাতীয় বিষয় যথাসময়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে অথবা সম্পাদিকার নিকট পত্র লিখিলে জানান হইবে।

গীত-পদ্ধতি—স্বর-সাধন :—বেলাতল, কল্যাণ, খাযাজ, কাফী, ভৈরবী, ভৈরবী, আশাবরী ও পূর্ববী ঠাট।

রাগ :—ভূপালী, খাযাজ, ইমন, হাযীর, ইমন-কল্যাণ, কাফী, তিলক-কামোদ, বেহাগ, দেশ, কালাংড়া, ভৈরবী, ছায়ানট, পিলু, বাগেশ্রী, ভৈরবী, আশাবরী, মল্লার, পূর্ববী।

তাল :—তেতাল, একতাল, দ্বিতাল, ত্র্যপতাল, তেওরা, সুর-কীকতাল, ও চৌতাল।

শাস্ত্রবোধ :—উক্ত প্রতি তালের গঠনের পরিচয় এবং প্রতি রাগের কাল, জাতি, বাদী আরোহী, অবরোহী ইত্যাদির পরিচয় সাধারণ ভাবে শেষ করিতে হইবে।

স্বরলিপি :—(ক) আকার ও মণ্ডমাত্রিক উভয় প্রকার স্বরলিপি দেখিয়া গাহিতে বাজাইতে পারা।

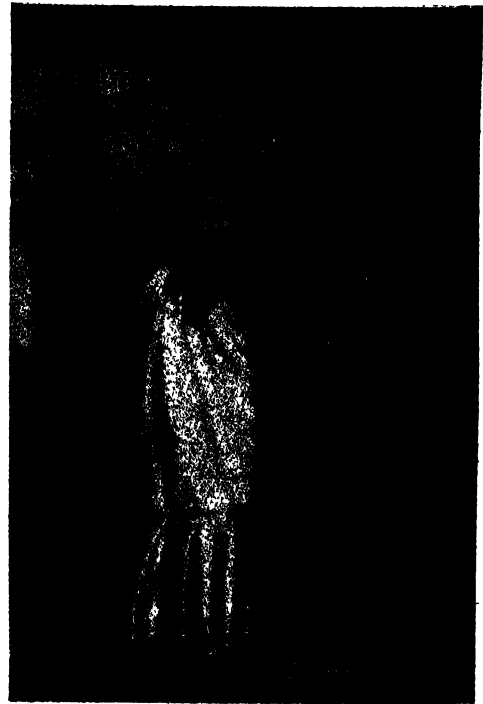
(খ) গান বা গণ শুনিয়া উভয় প্রকার স্বরলিপি করা।

স্বরবোধ :—শ্রুত ও বিকৃত স্বর সম্পূর্ণভাবে আশ্রয় করা। বিনা-স্বরে কিংবা তানপুরাসহ গান করা।

সঙ্গীত-সাধিকা কুমারী সবিতা গুপ্তা

কুমারী সবিতা গুপ্তার বয়স ১০ বৎসর। এই ১০ বৎসর বয়সে বালিকাটী সঙ্গীত সাধনার যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা বাঙ্গালী মাঝেই বিশেষ গৌরবের

বিষয়। বালিকাটী মাত্র ২ বৎসর দাবং কলিকাতার উদীয়মান তরুণ গায়ক শ্রীযুক্ত জীবনচন্দ্র উপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া তান, লয়, বিশেষতঃ সঙ্গীতের সূক্ষ্ম ক্রিয়াগুলি অতি সুন্দররূপে আয়ত্ত



কুমারী সবিতা গুপ্তা (ইন্)

করিয়াছেন। এত অল্প বয়সে তাঁহাকে কলিকাতার বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞগণ হইতে পদক লাভ করিতে দেখিয়া আমরা বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছি। সঙ্গীত সাধনার তাহার ভবিষ্যৎ উজ্জল, একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

কালীপ্রসন্ন স্মৃতি-সভা

গত এই জাম্বুদারী রবিবার দিবস সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময় এ্যালবার্ট হলে মাননীয় নসীপুরাধিপতি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে স্বর্গীয় সঙ্গীত-বিশারদ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের

নৃত্তি-সভার আয়োজন হইয়াছিল। সভার প্রারম্ভে অমৃতচাঁনের অস্তুতম সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মনমথমোহন বসু মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন এবং মাননীয় শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল কে-টি তাহা সমর্থন করায় জনসাধারণের হর্ষধ্বনির মধ্যে সভাপতি মহাশয় তাঁহার আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহাকে পুষ্পমালায় ভূষিত করিয়াছিলেন। অতঃপর নিম্নলিখিত গায়ক গায়িকাগণ সঙ্গীতাদি করেন :— শ্রীমান জগদীশ মুখোপাধ্যায়, কুমারী প্রভাবতী মিত্র, জহরলাল মুখার্জি, রেণুকা মোদক, রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সঙ্গীতবিশারদ গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, পণ্ডিত কালীনাথ অরিসোত্র (বেনারস), কুমারী রেণুকা সাহা (সেতার), কুমারী বীণাপাণি মুখোপাধ্যায়, কুমার শচীন দেববর্মণ, সঙ্গীত-নায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, জটনৈক ভট্টলোক (সেতার), কুমারী গীতা দাস ও আরতি দাস, শচীন্দ্রনাথ দাস প্রভৃতি সঙ্গীত কলাবিদগণ স্ব স্ব কলানৈপুণ্যে সভাটী সজ্জা স্বন্দর করিয়াছিলেন। সভায় আনন্দের বিষয় এই কুমারী বীণাপাণি মুখোপাধ্যায়ের হারমোনিয়ম বাজের কৃতিত্ব প্রকাশ দেখিয়া গীত রচয়িতা শ্রীযুক্ত স্মরণকুমার মৌলিক এম-এ, মহোদয় তাঁহাকে একটি রূপার কাপ প্রদান করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর দাস মহাশয় একটি রৌপ্য-পদক প্রদান করিয়াছেন। অতঃপর গীত শ্রী গীতা দাস ও কুমারী আরতি দাসের যৈত প্রণয় গানে মুগ্ধ হইয়া প্রফেসর শীতলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উভয়কে দুইটি রৌপ্য-পদক প্রদান করেন। সভায় কলিকাতার বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ যোগদান করিয়াছিলেন। রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

### ফরিদপুর কৃষিশিক্ষা প্রদর্শনী

ফরিদপুর স্বদেশী কৃষিশিক্ষা প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ ভারতীয় প্রাচ্য-নৃত্যের প্রতি দেশবাসীর প্রাণে প্রজ্জ্বলিত জাগাইবার নিমিত্ত কলিকাতা হইতে সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্য-নৃত্যবিদ শ্রীযুক্ত মণিবর্দ্ধনকে নিমন্ত্রিত করিয়াছিলেন।

এতদুপলক্ষে গত ৪ঠা ও ৫ই জানুয়ারী শ্রীযুক্ত বর্দ্ধন সদলবলে ভবায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার নৃত্যাদি প্রদর্শন করিয়া সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ভারতের এই প্রাচীন সম্পদ বাহা লুপ্ত হইতে চলিয়াছিল, তাহার



প্রদর্শনিত নৃত্তি—শিবনৃত্যে মণিবর্দ্ধন

পুনরুত্থান প্রয়াসী শ্রীযুক্ত বর্দ্ধন ভারতের বিশেষতঃ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁহার নৃত্যাদি প্রদর্শন পূর্বক সাধারণের নিকট ভারতীয় নৃত্যের প্রতি প্রজ্জ্বলিত করিতেছেন, ইহা বাস্তবিকই আশা ও আনন্দের কথা। আমরা তাঁহার এই বদান্ততার জন্য তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীতবিশারদ শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী।

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমনমথমোহন বসু, এম-এ।



বীণাপাণি







১২শ বর্ষ

মাঘ, ১৩৪২ সাল

১০ম সংখ্যা

## বাগী-বন্দনা

ঐবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

বন্দি' ভারতী হে সরস্বতি

বন্দি' তোমাব চরণদ্বয়,

নন্দি' তোমার ভকত-চিত্ত

অর্ঘ্য লও মা কমলচয়।

এস ত্রিমূর্তী পূজা বেদী পরে

খেত-শতদল সাজে ধরে ধরে,

চন্দন ফুল মধুর গন্ধে

চিন্ত কর মা পুণ্যময়।

কণ্ঠে নাহি মা বোধনের বাণী

মুক সঙ্গীতে এস বীণাপাণি,

তোমার বীণার গভীর ছন্দে

অন্ধ মানস কর মা লয়।

## ভারতীয় সঙ্গীতের প্রভাব

শ্রী ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

ধর্ম-সমাজ, আচার-নীতি, পুরাণ-ইতিহাস, দর্শন-বিজ্ঞান, চিকিৎসা-রসায়ন, সঙ্গীত-সাহিত্য দ্বারাই দেশের শিক্ষা ও সভ্যতার পরিমাপ করাই জগতের প্রত্যেক সভ্য জাতির চির প্রচলিত রীতি। জাতির সভ্যতার সহিত সঙ্গীত এরূপ ওতঃপ্রোতভাবে বিকশিত যে সঙ্গীত ব্যতীত সভ্যতা কখনই পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না—ইহাই আধুনিক সভ্য-জগতের সিদ্ধান্ত। এ সম্বন্ধে কোথায়ও মতভেদ নাই, সুতরাং অধিক বলাও অনাবশ্যক। কিন্তু এ স্থলে একটা কথা বলিতেই হইবে—অগ্ৰাণ্ড দেশে সঙ্গীত লোক-চিত্তরঞ্জনের জন্তই প্রসিদ্ধ, কিন্তু ঋষির আবাস-ভূমি ভারতে সঙ্গীত উন্নতির গগন চুম্বী শীর্ষদেশে যে উন্নীত হইয়াছিল, তাহা কেবল মানব-হৃদয়-বিনোদনের অসামান্য শক্তিবলেই নহে, আধ্য সঙ্গীত ভগবদারাদনার একতম বিশিষ্ট সহায়ক বলিধাই, হিন্দু মাত্রেই বোধ হয় অবগত আছেন, দেবাদিদেব মহাদেব হইতেই হিন্দু সঙ্গীতের উৎপত্তি; লোক-পিতামহ ব্রহ্মা চতুর্বেদের সার আকর্ষণ করিয়াই গান্ধব-বেদ নামধেয় পঞ্চম বেদ বা সঙ্গীত-শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং ভরত মুণি প্রভৃতি শিষ্যগণকে সঙ্গীত-বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করিয়া ঋষিপ্রবর ভরতকেই মন্ত্যালোকে উহা প্রচার করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। আজ আমি সঙ্গীতের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আর কিছু বলিব না; কেবল এই কথাটিই এ স্থলে বলিতে চাই যে আমাদের প্রাচীন সঙ্গীত আধুনিক নানাদেশ প্রচলিত সঙ্গীতের সহিত সমপর্যায়ভুক্ত নহে—বহু উচ্চতরে প্রতিষ্ঠিত এবং লোক-রঞ্জনই ইহার একমাত্র সাধকতা নহে—নানা ভাবে লোক-কল্যাণ সাধনই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু দুঃখের ও পরিতাপের বিষয়—এ হেন অশেষ মঙ্গলের নিদানস্বরূপ আমাদের সেই প্রাচীন

মহামূল্য সঙ্গীতশাস্ত্র অশেষ ছরদুট্টের ফলে আমরা অত্যা-বহু সম্পদের সহিত চিরতরে হারাইয়াছি।

হিন্দু সঙ্গীত-প্রিয় প্রজারঞ্জন সম্রাট আকবরের রাজ দরবারে সঙ্গীতবিশারদ তানসেন প্রমুখ যে সকল গুণী বিদ্যমান ছিলেন এবং তখনও যে উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গীত প্রচলিত ছিল, কালবশে তাহাও প্রায় লোপ পাইতে চলিয়াছে। ক্রমেই তরল চটুল সঙ্গীতানুরাগ উত্তরোত্তর বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বয়েক বৎসর পূর্ব পর্য্যন্ত সঙ্গীত যে স্থলে আশিষ্য অবনমিত হইয়াছিল তাহা কেবল শোচনীয় নহে—ঘৃণনীয় বলিলেও অত্যাধিক হয় না। সঙ্গীতে তথ্য আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনে সহায়ক না হইয়া ভীষণ পাপপঙ্কে নিমজ্জিত করিবার অত্যাধিক প্ররোচক হইয় উঠিয়াছিল। দেবরূপা-প্রযুক্ত এই বিদ্যা বুঝি লোপ পাইবার নহে; ঋষির আশীর্বাদ-সিক্ত ভারত-ভূমি আজও পূর্ণমাত্রায় সোভাগ্যহীন হয় নাই; তাই আজ কয়েক বৎসর যাবত দেশে সঙ্গীতানুরাগের যুহুমন্দির হিল্লোল বহিতেছে; শিক্ষিত যুবকবৃন্দ সঙ্গীতকলার অতুরক্ত ভক্ত হইতেছেন; আবাগ-বৃদ্ধ-বনিতার মধ্যে সঙ্গীত-পিপাস জাগিয়া উঠিতেছে। ভারতের নানা শ্রেষ্ঠ নগর সহরে বিভিন্ন সঙ্গীত-সভ্য সমিতি গড়িয়া উঠিতেছে এবং উত্তরোত্তর সঙ্গীত-কলাকে আমাদের জীবন-যাত্রার অঙ্গীভূত করিবার জন্ত নিবিড় আগ্রহ ও প্রয়াস চলিতেছে। এই শুভ-মুহুর্তে দেশের যথার্থ কল্যাণকামী ষাহারা, দেশের কৃষ্ণ পুষ্টি সংস্কৃতি ষাহাদের—আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের আর নীরব ক্ষিপ্রা থাকিলে চলিবেনা—দেশের সর্বাবধ কল্যাণ প্রচেষ্টার সহিত সঙ্গীতের অভ্যুত্থানকল্পে নগর, উপনগর, গ্রাম পল্লীরও যত্নবান হইতে হইবে; নতুবা পূর্ণাঙ্গ ভারত গড়িয়া উঠিবে না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে—সঙ্গীতের এমন কি উপযোগীতা রহিয়াছে—যে অল্প সমগ্র দেশব্যাপী এই আন্দোলন প্রয়োজন ?

আমি তাহার উত্তরে বলিব যে, এ দেশের পতনের ক্ষুদ্র কারণ অল্পসন্ধান করিলে দেখা যাইবে ধর্মপন্থ্যে আন্তরিক্য বৃদ্ধি বিরহিত হইয়া আমরা আমাদের সর্বোচ্চ বৈকল্য ও সর্ববিধ দুর্দশা আত্মান করিয়াছি। এই মহা বিপদ-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে আবার প্রতি দেশবাসীর হৃদয়ে ভগবানে বিশ্বাস ভগবদুপাসনায় ঐকান্তিক অত্মরূপ সৃষ্টি করিতে হইবে। আজ দেশের বিদ্যালয়গুলিতে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা হইবার কথা চলিতেছে, কিন্তু কোন্ পথে সে শিক্ষা সম্ভবপর ও সহজসাধ্য হইতে পারে তাহা ভাবিতে গেলেই দেখা যায় যে, যে কোন ধর্মশাস্ত্রের বাণী যতই মধুর ভাষায় উপদেশরূপে প্রদান করা হউক না কেন, তাহা বালক বা যুবকচিত্তে ততখানি প্রভাব বিস্তার কখনই করিতে পারিবে না, যতখানি পারিবে হরিনাম কীর্তন, ভ্রাম্য-সঙ্গীত—বাহ্যকে আমরা আগে ‘মালসী’ বা রামপ্রসাদী পান বলিয়া জানিতাম। সরল হিন্দী ভজন, কুকুলীলা, বাউল সঙ্গীত, পাচালী, বাজা প্রভৃতির ধর্মোচ্চারণ, উদ্দীপন-শক্তির পরিচয় ভারতে কে না অবগত ? বঙ্গদেশ বহন অধর্মের প্রবল প্রাবলে ভাসমান, তখন নবজীবনের বঙ্গপীঠে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া প্রধানতঃ শ্রীহরিনাম সঙ্গীতের সাহায্যে অগণিত পাপী-তাপির উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। শুধু বঙ্গদেশ কেন—সমগ্র অগতেই তাহা স্মরণীয়। ইউরোপ মহাদেশের ইতিহাস অল্পসন্ধান করিলেও ধর্ম-প্রচার কার্য সঙ্গীতের সাহায্য গ্রহণের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ভারতীয় সঙ্গীতের লোক-শিক্ষা ও ধর্ম-প্রেরণার শক্তি সম্বন্ধে Mand Mac-carthy নামধেয়া অনৈক্য বিজ্ঞানী ইংরাজ বহিরা টেইলরগান পত্রিকার রবি-বাসরীয় লেখা

Ideals of Indian music শীর্ষক যে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা পাঠ করিলে আপনারা আমার বর্ণিত বিষয়ের যথার্থ সম্বন্ধে সন্দেহশূন্য হইতে পারিবেন বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস। বাহা হউক, ভারতীয় সঙ্গীত বিজ্ঞানের মঙ্গলপ্রদ প্রভাবের ইহাই শেষ নয়। ভারতীয় সঙ্গীত নরনারীর অন্তরে নবরসের সঞ্চার করিয়া সমরোচিত নানাবিধ কর্তব্য কার্যে উদ্দীপনা আগ্রহ করিতেও যেমন সক্ষম, বহুবিধ দুঃস্বাস্থ্য ব্যাধির কবল হইতে মুক্তি প্রাপ্তি করিতেও তেমনি শক্তি-সম্পন্ন। প্রকৃতি-রাজ্যের উপরও ভারতীয় সঙ্গীতের প্রভাব অসাধারণ। আপনারা বোধহয় অনেকই শুনিয়াছেন যে সম্রাট আকবরের দরবারে সঙ্গীত-কেশরী তানসেন দীপক রাগালাপ করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন এবং মল্লার রাগ গাহিয়া বারিধারা বর্ষণ করাইতেও তিনি সক্ষম ছিলেন। ধানী রাগের সাহায্যে তিনি একবার সমস্ত দরবারের গৃহ-সজ্জা ধানী রংয়ে রঞ্জিত করিয়া সম্রাট ও সভাসদমণ্ডলীকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া প্রচুর পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন। আপনারা আজ আর তেমন সঙ্গীত-সাধকের সাক্ষাৎলাভ করেন না, তাই হয়তো এসব কাহিনী অতিরঞ্জিত কিম্বদন্তী মাত্র বলিয়া উপেক্ষণীয় মনে করিবেন। রামপ্রসাদের বেড়ার বীধন যে স্বয়ং জগদম্বা দিয়াছিলেন ইহাও অলৌকিক বলিয়া উপহাস করিবেন। কিন্তু বনের বিষধর সর্পও যে প্রসিদ্ধ বরকীরা ৮আমীর খাঁর রাগালাপে মুগ্ধ হইয়া রাজসাহীসহরে ৮ললিত মোহন মৈত্র জমিদার মহাশয়ের বৈঠকখানার বহুলোক সমক্ষে ৮আমীর খাঁ সাহেবের পার্শ্বে আসিয়া প্রায় অর্ধ ঘণ্টাকাল নীরব নিথর হইয়া সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছিল তাহার প্রমাণদানে সক্ষম আমার পরিচিত দুই একটা তত্ত্বলোক এখনও জীবিত রহিয়াছেন। এই ওস্তাদ ৮আমীর খাঁ সাহেব আমার অন্ততম শিক্ষাগুরু এবং কলিকাতার বিশেষ প্রসিদ্ধ বাদক ছিলেন; যাজ বৎসর

ছুই হইল তিনি পরলোকগত হইয়াছেন। মানুষ বাহা নিজের ক্ষুদ্রশক্তি বলে সম্পাদন করিতে পারে না, তাহাকে অবিশ্বাস্ত বলিয়া উপেক্ষা করা অদূরদৃশিতা ও সঙ্গীত চিন্তাতারই পরিচায়ক মাত্র। কয়েক বৎসর পূর্বে কি কেহ কল্পনাও স্থান দিতে পারিত যে বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে দূর দূরান্তর হইতে ধনি বহন করিয়া লইয়া আসা সম্ভব-পর? এতদিন কে বিশ্বাস করিত যে যোগবলে কাঁচচূর্ণ তেজস্কর দ্রাবক ও মারাত্মক বিষ প্রভৃতি গলাধঃকরণ করিয়াও মানুষ জীবিত থাকিতে পারে? কে জানিত যে চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি সম্যাকরূপে প্রতিরুদ্ধ করিলেও অতীন্দ্রিয় শক্তি সাহায্যে সম্পূর্ণ আবদ্ধ চক্ষু লইয়া মোড়ক ও শীল-মোহর করা একখানি পুস্তকে কি লিখিত আছে তাহা অনায়াসে বলিয়া দিতে পারে? কিন্তু পাক্সারের একটি মুসলমান যুবক লণ্ডনের নানা ক্লাবে অসংখ্য বৈজ্ঞানিক ও সূচতর দর্শক সমক্ষে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদান করিয়াছেন। আমি আপনাদের অনেক সময় নষ্ট করিলাম, তবু আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ ই রহিয়া গেল।

আমার শেষ অনুরোধ—আপনাদের নিকট, সমুদ্র বঙ্গবাসীর নিকট এই যে, আপনারা লুপ্তপ্রায় সঙ্গীত-বিজ্ঞান পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হউন; বাংলার প্রতি পল্লীতে পল্লীতে সঙ্গীতের যথার্থ ও একাগ্র সাধনার সূচনা হউক।

ক্রমে একদিন এই নেত্রকোণার ক্ষুদ্র সহর হইতেই যে সঙ্গীতের গতিপথ কুহুমাতীর্ণ ও সাকল্য-মণ্ডিত হইয়া উঠিবে না তাহা কে বলিতে পারে? কে বলিতে পারে অস্তকার এই অকিঞ্চিৎকর প্রচেষ্টা—এই যৎসামান্য আয়োজন হইতেই এক বিরাট সঙ্গীত-মহৌল্লসের সৃষ্টি হইবে না? এখনও এ দেশে ঋষিকল্প শাক্তদেব প্রণীত “সঙ্গীত-রত্নাকর” গ্রন্থখানি বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে। এই গ্রন্থখানি প্রায় আটশত বৎসর পূর্বে ভরতাদি মুনিগণের অমূল্য গ্রন্থরাজির অঙ্গস্বরূপেই লিখিত। ইহা হইতেই সঙ্গীত-সাধক বহু গুণ ও লুপ্ত তথ্যের সন্ধান পাইতে পারিবেন। একাগ্র সাধক ইহার সাহায্যেই ভারতের প্রাচীন লুপ্ত সঙ্গীত-শাস্ত্র পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতে পারিবেন। কিন্তু তজ্জন্ম এখন একান্ত ভাবেই প্রয়োজন একনিষ্ঠ অহুরাগ, ঐকান্তিক বিশ্বাস ও অপ্রতিহত অধ্যবসায়। আমাদের আজ করিতে হইবে সঙ্গীতের একটি আবহ সৃষ্টি, অহুপ্রাণিত করিতে হইবে দেশের শিক্ত যুবক-মণ্ডলীকে, সর্বত্র প্রচার করিতে হইবে সঙ্গীতের মহান্ মহিমা।

নাদব্রজ্ঞা আপনাদের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন, আপনাদের যাত্রাপথ জয়যুক্ত করুন—এই আমার সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা।\*

\* গত শারদীয়া সমাগমে অহুষ্টিত নেত্রকোণা সঙ্গীত সম্মিলনীতে উপরোক্ত প্রবন্ধটি গৌরীপুরের অনামঘন্ত সঙ্গীতজ্ঞ জমিদার অঙ্কের শ্রীযুক্ত ব্রজেনকিশোর রায়চৌধুরী মহোদয় পাঠাইয়াছিলেন। কোন কারণে তিনি সভাস্থলে উপস্থিত হইতে না পারায় প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত অধিলচন্দ্র সেনগুপ্ত বি-এল, উকিল মহোদয় স্পষ্টরূপে পাঠ করিয়া সভাস্থ ভক্তমহোদয়গণের চিন্তাকর্ষণ ও উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

## স্বরলিপি

## রাগভী—ধামার

হরি মোরি সুরত বিসারি আয়ো কাণ্ডন মাস।

কা করু' কছু বসনাহি মেরো দাহত নিত প্রতি শাঁস ॥

স্বরলিপি—সঙ্গীত-বিশারদ শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয়ের ছাত্র  
শ্রীযামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

## স্বারী

পঙ্কা	পা	না	সাঁ	II	ধাঁ	ধাঁ	-াঁ	সাঁ	-াঁ	২	সাঁ	সাঁ	-াঁ	-সাঁ
হ	রি	মো	রি		হ	র	০	ত	০	০	বি	সা	০	০

৩	না	-দাঁ	০	-পাঁ	-াঁ	I	দঙ্কা	-পাঁ	-দাঁ	০	ক্কা	-পাঁ	২	-গাঁ	-ধাঁ	০	গাঁ	-াঁ	-াঁ
রি	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০

৩	ধাঁ	-াঁ	০	সাঁ	-াঁ	I	নসাঁ	-পাঁ	-াঁ	০	-দঙ্কা	-াঁ	২	-গাঁ	-ধাঁ	০	-গাঁ	-ধাঁ	সা
৩	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	স

৩	ক্কা	পা	না	সা	II
হ	রি	মো	রি		

## অন্তরা

II  $\overset{+}{\text{দক্ষা}}$   $\overset{-}{\text{না}}$   $\overset{-}{\text{পা}}$   $\overset{0}{\text{না}}$   $\overset{-}{\text{না}}$   $\overset{2}{\text{না}}$   $\overset{0}{\text{না}}$   $\overset{-}{\text{না}}$   $\overset{-}{\text{না}}$   $\overset{0}{\text{না}}$   $\overset{-}{\text{না}}$   $\overset{0}{\text{না}}$   $\overset{-}{\text{না}}$  I  
 কা ০ ০ ০ ০ ০ ক ক ০ ০ ক ০ হ ০

$\overset{+}{\text{সনা}}$   $\overset{-}{\text{না}}$   $\overset{-}{\text{না}}$   $\overset{0}{\text{না}}$   $\overset{-}{\text{না}}$   $\overset{2}{\text{না}}$   $\overset{-}{\text{না}}$   $\overset{0}{\text{না}}$   $\overset{-}{\text{না}}$   $\overset{-}{\text{না}}$   $\overset{0}{\text{না}}$   $\overset{-}{\text{না}}$   $\overset{-}{\text{না}}$  I  
 ব স ০ না ০ হি ০ মে ০ ০ রো ০ ০

$\overset{+}{\text{পা}}$   $\overset{-}{\text{ক্ষা}}$   $\overset{-}{\text{পা}}$   $\overset{0}{\text{না}}$   $\overset{-}{\text{না}}$   $\overset{2}{\text{না}}$   $\overset{-}{\text{না}}$   $\overset{0}{\text{না}}$   $\overset{-}{\text{না}}$   $\overset{-}{\text{না}}$   $\overset{0}{\text{না}}$   $\overset{-}{\text{না}}$  I  
 দা ০ ০ হ ০ ত ০ নি ত ০ প্র ০ তি ০

$\overset{+}{\text{ক্ষপা}}$   $\overset{-}{\text{না}}$   $\overset{-}{\text{না}}$   $\overset{0}{\text{না}}$   $\overset{-}{\text{না}}$   $\overset{2}{\text{না}}$   $\overset{-}{\text{না}}$   $\overset{0}{\text{না}}$   $\overset{-}{\text{না}}$   $\overset{-}{\text{না}}$   $\overset{0}{\text{না}}$   $\overset{-}{\text{না}}$  II [[  
 দা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ স হ রি মো রি

## গান

শ্রীশ্ররজিৎ মৌলিক এম, এ

কোথায় প্রাণের প্রিয় তুমি,  
 জীবন রথের রথী গো!  
 আজ ফাগুনের বাজা হুঙ্কার,  
 আজকে মধুর রাত্তি গো!

জয়রাখানি রইলো পোলা  
 কোথায় বসি' আগন ভোলা  
 বাজাও বাঁশী পাগল হুয়ে  
 আমার পথের সাথী গো?

পদেবে এস রঙিন রাখী  
 তোমার দু'টি হাতে,  
 রইবো আমি ছানার মত  
 তোমার সাথে সাথে।

মধুমাংসের পরল লেগে  
 কুড়ির বৃকে উঠছে ভেগে  
 অনাগতের চরণ ধনি—  
 কোথায় ব্যথার ব্যথী গো?

## স্বরলিপি

ভাসের দেশ

আমরা নূতন যৌবনেরি দূত ।

আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্বুত ॥

আমরা বেড়া ভাঙি,

আমরা অশোক বনের রাঙা-নেশায় রাঙি ।

ঝঞ্ঝার বন্ধন ছিন্ন করে দিই—

আমরা বিদ্বাং ॥

আমরা কবি ভুল—

অগাধ জলে ঝাঁপ দিয়ে যুঝিয়ে পাই কুল ।

যেখানে ডাক পড়ে

জীবন মরণ ঝড়ে

আমরা প্রস্তুত ॥

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শান্তিদেব ঘোষ

II	গা	-মা		-পা	-ধা	-গা	-সাঁ	I	নসাঁ	-াঁ	-াঁ	-াঁ	-পা	-াঁ	I
	আ	০		০	০	০	ম্		রা	০	০	০	০	০	

পা	-ধা		গা	-রাঁ	সাঁ	-াঁ	I	গা	-ধা		পা	-মা	গা	-রগা	I
ম্	০		ত	ম্	যো	০		ব	০		নে	০	রি	০	

মা	-াঁ		াঁ	াঁ	াঁ	াঁ	I	গা	-াঁ		মা	-াঁ	-গা	-াঁ	I
দত্	০		০	০	০	০		আম্	০		রা	০	চন	০	

মা	-াঁ		াঁ	াঁ	াঁ	াঁ	I	মা	-াঁ		পা	-াঁ	মা	-জা	I
চ	ম্		০	০	০	০		আম্	০		রা	০	অ	দ্	

পা	-াঁ		-াঁ	-াঁ	-াঁ	-াঁ	II
ত্	ত্		০	০	০	০	



II গমা -১ | মা -ধা ধা -না I না -১ | না -স'১ স'১ -১ I  
আ য় রা ০ বে ০ ড়া ০ ভা ০ ভি ০

না -১ | স'১ -১ না -১ I নস'১ -১ | গা -ধা পা -ধা I  
আ য় রা ০ অ ০ শো ক় ব ০ নে ০

গা -১'১ | স'১ -১ গা -ধা I স'গা -১ | ধা -১ পা -ধা I  
রা ০ ড়া ০ নে ০ শা য় রা ০ ভি ০

গা -১'১ | স'১ -১ গা -১ I ধা -১ | পা -১ মা -১ I  
ঝ ন় ঝা ০ র ০ ব ন় ধ ০ ন ০

গা -১ | রস'১ -১ রা -১ I গা -১ | -১ মা -১ -১ I  
ছি ন় ন ০ ক ০ রে ০ ০ দি ই ০

গা -১ | মা -১ গা -১ I মা -১ | † † † † I  
আ য় রা ০ বি য় দ্বা ০ ০ ০ ০

গা -১ | মা -১ গা -১ I মা -১ | † † † † I  
আ য় রা ০ চ ন় চ ল় ০ ০ ০ ০

মা -১ | পা -১ মা -জা I পা -১ | † † † † II  
আ য় রা ০ অ য় ত্ত ত্ত ০ ০ ০ ০

গা -মা | -পা -ধা -গা -স'১ I নস'১  
আ ০ ০ ০ ০ য় রা ইত্যাদি।

II সা -১ | সা -১ রা -১ I রা -গা | -১ গা -১ -১ I  
আ ম্ | রা ০ ক ০ রি ০ | ০ তু ল্ ০

{মা -১ | মপা -১ পা দ্বা I পা -১ | -১ -১ -মা -গা I  
অ ০ | গাধ্ ০ জ ০ লে ০ | ০ ০ ০ ০ ০

মা -১ | ধা -১ পা -১ I ধা -১ | গা -১ স' -১ I  
ঝা প্ | দি ০ রে ০ য় ০ | তি ০ য়ে ০

ধা স' | গা -ধা -পা -১ I পধা -১ | পা -১ মা -১ I  
পা ই | ক্ ০ ল্ ০ আম্ ০ | রা ০ ক ০

গা -১ | রগা মা মা -১ I মা -১ | মা -ধা ধা -না I  
রি ০ | ০ তু ল্ ০ যে ০ | ধা ০ নে ০

না -১ | না -১ স' -১ I না -১ | স' -১ না -১ I  
ডা ০ | ক্ ০ ড়ে ০ জী ০ | ব ল্ য ০

স' -১ | গা -ধা পা -ধা I গা -র' | স' -১ গা -ধা I  
র ল্ | ঝ ০ ড়ে ০ আ ম্ | রা ০ প্র ল্

ধপা -১ | † † † † I গা -১ | মা -১ গা -১ I  
তু ত্ | ০ ০ ০ ০ আম্ | রা ০ চ ল্

মা -১ | † † † † I মা -১ | পা -১ মা -দ্বা I  
চ ল্ | ০ ০ ০ ০ আম্ | রা ০ অ ধ্

পা -১ | † † † † II II  
তু ত্ | ০ ০ ০ ০

## শ্রীখোল বাদ্য প্রণালী

(পূর্বসম্বন্ধিত)

শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার, বি-এ

### ঝাঁপ তাল বা ঝাম্পা তাল

এই ছন্দ: চারি পদে বিভক্ত। প্রথম ও তৃতীয় পদে  
১ মাত্রা করিয়া ২ মাত্রা এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদে ১½  
মাত্রা করিয়া ৩ মাত্রা মোট ৫ মাত্রা। ইহার সরলাস্ত  
এইরূপ—

+ ২ ০ ৩  
২ ৩ ২ ৩

সুতরাং এই সরলাস্তপাতাসূত্রে প্রতি অষ্টমাত্রাকেই  
এক মাত্রা ধরিয়া দশমাত্রিক রূপে আমরা ইহাকে ব্যবহার  
করিব। সঙ্গীত-রসিকের ইহার মাত্রা নির্দেশ এইভাবে  
করিয়াছেন যথা—

“ঝাম্পাতালো বিরামান্তঃ ক্রতঃস্বং লঘুস্তথা”

অর্থাৎ দুইটি বিরামান্ত ক্রতমাত্রা এবং একটি লঘু-  
মাত্রায় ঝাম্পা বা ঝাঁপতাল গঠিত।

ক্রত + বিরাম = ২ + ১ = ৩

পুনঃ ক্রত + বিরাম = ৩

পুনঃ লঘু = ১

১ + ৩ + ৩ = ৭

ইহাতে প্রত্যেক সিকি (১½) মাত্রাকে এক মাত্রা ধরিলে  
মোট মাত্রা সংখ্যা দশটি হয়। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে কর্তৃক  
সম্পাদিত কালীনাথ শ্রীকান্ত অভিনব তালমঞ্জরীতে ইহার  
নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে। যথা—

জনেষু বহু বিজ্ঞতো দশকলোছত্র ঝাম্পোতিচ:

সা শাব্দি রচিতেছি শাস্ত্র উদিতোদ্ভতালীতি বৈ।

ক্রতো ক্রত বিরামকস্তনম্ শব্দহীনো ক্রত

স্ততো ক্রত বিরামকোহত্র কথিতং নিঘাত জয়ম্।

অর্থাৎ ইহার দশটি মাত্রা ৩টি তাল এবং একটি ঝাঁক।

### লয়

(এক আবর্তন)

+ ২  
১। ধা তিন ধা ধিন্ ধিন্  
০ ৩  
না তিন্ ধা ধিন্ ধিন্

### লয় প্রকারান্তর

(দুই আবর্তন)

+ ২  
২। ধা তে টে ধা  
০ ৩  
(আ)গ্ দে দে দে

+ ২  
ধা তে টে তা

০ ৩  
(আ)ক তে টে তা

### লহর

+ ২  
১। (আ) ধিনি ধিনি না  
০ ৩  
(আ) ধিনি ধিনি না

+ ২  
১। (আ) ধিনি ধিনি না

০ ৩  
২। (আ) তিনি তিনি না

+ ২  
৩। (তেটে তেটে ধা ধা ধিন) ৩ ঐ লঘু।

+ ২  
৪। (ধা তেটে নাগ ধেনে ধেনে) ৩ ঐ লঘু।

+ ২  
৫। (নাগ ধেনে নাগ ধেনে ধেনে) ৩ ঐ লঘু।

+ ২  
৬। (আ) জেকেট্ দেদে দেদা ধিনি) ৩ ঐ লঘু।

+ ২  
৭। (ধেনে নাক জেকেট্ ধেনে নাক) ৩ ঐ লঘু।

## হাত

+ ২  
১। ধে না ধে না ধেই

০ ৩  
২। ধে টা ধে না ধেই

+ ২  
৩। ধেনে তেরে তেরে তেরে গেনা

০ ৩  
৪। তেরে গেনা ঘেনা তেরে গেনা

## ঘাঁত

+ ২  
১। \* বা জেকেট্ বা তেটে খেটা

০ ৩  
২। জাঘি জেকেট্ বা তেটে খেটা

+ ২  
৩। তা তা তাখি তাখি জেকেট্

০ ৩  
৪। জেকেট্ তাক্ বা তিবা (আ) তি

+ ২  
৫। \* ধো খেটা ধেই যা জেকেট্

০ ৩  
৬। ধেই যা ধেই যা জেকেট্

+ ২  
৭। তা খেটা ধেরে তেরে খেটা তাখি জেকেট্

০ ৩  
৮। বা বা জেকেট্ বা জেকেট্

+ ২  
৯। তাখি জেকেট্ বাতি নিবা তিনি

০ ৩  
১০। বা জেকেট্ বাতি নিবা তিনি

ক্রমঃ

\* তারকা চিহ্নিত বোল দুইটি প্রবন্ধকারের স্বরচিত।

## স্বরলিপি

## ছর্গা—ত্রিতাল

ফাগুনের সমীরণ সনে

আজি বন-মৃগ এল ফিরে বনে ।

সুনয়নে একি মায়া জাগে

আকাশের চোখে নীল লাগে

পথ-রাঙা-পদ পরশনে ।

ছন্দের ঝর্ণা সে বুঝি

তারি ছাঁদে নদী চলে তারে খুঁজি'—

বন্দী সে ছিল মোর প্রাণে

এল ছুটে আলোকের গানে

চিনিবে কি মোরে এ লগনে ॥

কথা—শ্রীঅজয়কুমার ভট্টাচার্য্য

স্বর—শ্রীহিমাংসুকুমার দত্ত, স্বর-সাগর

স্বরলিপি—শ্রীমতী সাবিত্রী বসু

II পা<sup>০</sup> পা পা পধা | -মপা-পমা পা ধা | মা<sup>+</sup> -া -া -া | -রা রা -া সর I  
 ফা গু নে র ০ | ০ ০ ০ স মী র | ৭ ০ ০ ০ | ০ স ০ নে ০

মা -রা পা পা | পর্সা সর্ধা ধর্রা -সর্সা | ধা পধা মপা পধা | মা -া -রা সর II  
 আ ০ জি ব | ন মৃ গ ০ ০ ০ | এ লো ০ ফি ০ রে ০ | ব ০ ০ নে ০

II পা ধা মা পা | ধা সর্ সর্ সর্ | সর্রা -ধা ধর্সা -া | -া -া -া -া I  
 হ ন র নে | এ কি মা যা | জা ০ গে ০ | ০ ০ ০ ০

সর্ রর্ সর্ধা -মর্ | মর্ রর্ সর্ -া | সর্রা -ধা ধা ধা | ধপা -ধা -পমা -পা I  
 আ কা শে ০ | র চো খে ০ | নী ০ ল জা | গে ০ ০ ০

মপা -পধা ধা ধা | -মপা -া -মধা পা | মা -া রা রা | সা -া -া -া I  
প ০০ থ রা | ০জা ০ ০প দ | প ০ র শ | নে ০ ০ ০

মপা -ধসাঁ ধা ধা | মপা -া মধা পা | মা -া রা রা | সা -া -া -া I  
প ০ ০০ থ রা | জা ০ ০ প ০ দ | প ০ র শ | নে ০ ০ ০

মা -রা পা পা | পমঁ সঁধা ধরা -সঁসা | ধা পধা মপা পধা | মা -া -রা সরা II  
আ ০ জি ব | ন য় গ ০ ০ ০ | এ লো ০ কি ০ রে ০ | ব ০ ০ নে ০

II সা -রা মা পা | মপা -পধা ধা ধা | পমা -পা মপা -ধা | -া -া -া -া I  
ছ ন্ দে র | ঝ ০ ঝ ০ গা সে | বু ০ ঝি ০ ০ | ০ ০ ০ ০

সাঁ ধা ধরা সঁসা | ধা ধা পমা পা | মপা -পধা ধা মা | রা -া -সা -া I  
তা রি ছাঁ ০ দে ০ | ন দী চ লে | তা ০ ০০ রে খুঁ | জি ০ ০ ০

পা -ধা মা পা | ধা সাঁ সাঁ সাঁ | সঁরা -ধা ধসাঁ -া | -া -া -া -া I  
ব ন্ দী সে | ছি ল যো র | ঞা ০ ঞে ০ | ০ ০ ০ ০

সাঁ রাঁ সঁধা -মঁ | রাঁ -া সাঁ সাঁ | সঁরাঁ -া ধা -ধা | পা -ধা -পমা -পা I  
এ লো ছ ০ | টে ০ আ লো | কে ০ র পা | নে ০ ০ ০

মপা -পধা ধা ধা | মপা -া মধা পা | মা -া রা রা | সা -া -া -া I  
চি ০ ০০ নি বে | কি ০ ০ যো ০ রে | এ ০ ল গ | নে ০ ০ ০

মপা -ধর্মা ধা ধা | মপা -া মধা পা | মা -া রা রা | সা -া -া -া I  
চি ০ ০ ০ নি বে | কি ০ ০ মো ০ রে | এ ০ ল গ | নে ০ ০ ০

মা -রা পা পা | পর্মা সর্মা ধর্মা -সর্মা | ধা পধা -মপা পধা | মা -া রা -সরা II  
জা ০ জি ব | ন য় গ ০ ০ ০ | এ লো ০ ফি রে ০ | ব ০ ০ ০ নে

## স্বরলিপি

### সোরাষ্ট্র-রূপক

প্রভু করতার তুমহো অপার মায় ছ শরণ্  
তুম বিনা কোন্ মেরো অধার্।  
তুহি কো রাজপাট তুহি কো স্মরণ  
দাতার ভরতার্ ॥

সংগ্রহ—ওস্তাদ মেহেদী হোসেন খাঁ।

স্বরলিপি—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ।

রাগিণী পরিচয় :—এই রাগিণীর গাঙ্কার (জা) ও নিখাদ (ণা) কোমল; রেখাব (রা) ও পঞ্চম (পা) বজ্জিত।

আরোহণে এবং অবরোহণে যথাক্রমে—সা ধা গা সা মা ধা ণা সর্গা, সর্গা ধা মা জা সা।

মধ্যম (মা) ইহার বাদী ও ধৈবত (ধা) সমবাদী।

তাল পরিচয় :—রূপক তাল সাত মাত্রার চিমা গতির তাল

তিন্ তিন্ তাগে। তিন্ তাগে। তিন্ তাগে।

ফাঁকেই ইহার 'সম'।

## আস্থারী

II সা সা | ধা গা | সা -সা সা I সা সা | স্মা -মা | মা মা মা I  
প্র ভু | ক র | তা ০ র ভু ম | হো ০ | অ পা র

সা মা | মধা -ধা | ধা ধা ধা I মা মা | ধা ধা | সা -সা সা I  
ম্য য | হ ০ | শ র গ ভু ম | বি না | কো ০ ন

সা মা | সা মা | -মা -মজ্ঞা -সা II  
মে রো | অ ধা | ০ ০ ০ র

## অন্তরা

II সা মা | ধা -ধমা | ধা -সা সা I সা সা | সা ধা | ধমা -মা -মা I  
ভু হি | কো ০ ০ | রা ০ জ পা ট | ভু হি | কো ০ ০

সা মা | জ্ঞা সা | সা -সা সা I -সা সা | মা মা | মা -মজ্ঞা সা II  
ভু ম | র ২ | দা ০ তা ০ র | ভ র | তা ০ ০ র

## গান

## ত্রিহিমাংগভূষণ সেনগুপ্ত

ফাগুয়ায় গগন রেঙে

মাতিয়ে তোলে আমার হিয়া।

দূরে মোরে ডাক্ছে কে ঐ

খেলি হোলি আয়্রে প্রিয়া।

বসন্তের কুণ্ডবনে

মোলেবু লীলা আজ কাণ্ডনে,

জাগিয়ে তোলে প্রেমের লীলা

ফাগুয়ার পরশ দিয়া।

আয়রে আয় প্রাণের সাধী

হোলীর খেলায় আজকে মাতি

রঙের নেশায় পরাণ পাগল

পিচ্কারীতে রং ভরিয়া।



## হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

আমরা এ পর্যন্ত মিয়া তানসেন ও তাঁর বংশধরদের জীবন-কৃতান্ত ও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তাঁদের মহামূল্য দানের বিশদ পরিচয় দিয়ে এসেছি। সেনী বংশ ও সেনী সঙ্গীত সম্বন্ধে একটা ধারণা তা থেকে নিশ্চয়ই পাঠক-পাঠিকাগণ পেয়েছেন। তবে সেনী সঙ্গীতের বিভিন্ন রীতি ও পদ্ধতির ভালরূপ বিশ্লেষণ আমরা পূর্ব পূর্ব প্রবন্ধে করি নাই—এক্কে তার অবতারণার প্রয়োজন বোধ করছি। সেনী সঙ্গীত বা হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতির রাগ গঠন—রাগের বিভিন্ন বিভিন্ন বিকাশ, আলাপ, ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি প্রভৃতির মৌলিক বিশ্লেষণের আবশ্যকতা আমরা অস্বত্ব করছি। যন্ত্রসঙ্গীতের আলাপ, পরম, গং, তোড়া প্রভৃতিরও বিশদ আলোচনা প্রয়োজনীয় মনে করি। মিয়া তানসেন যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের জনক ছিলেন তা সবাই অবগত আছেন। তাঁর বংশপরম্পরার অলৌকিক সঙ্গীত-প্রতিভা ও সৃষ্টিকৌশলতার পরিচয়ও আমরা নিয়েছি। এক্ষেত্রে সেনী সঙ্গীত জগতে আমরা কি বৃষ্টি, তাই আমরা ভালরূপে লিখতে চাই।

সেনী সঙ্গীত বা হিন্দুস্থানী সঙ্গীত এক অতি উন্নত সাধনতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতবিজ্ঞান অপরাবিদ্যা নয়—ইহা পরাবিদ্যা বা বেদবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত; বেদ নাদময় আবার নাদও বেদ প্রকাশক। বেদবিদ্যা বা পরাবিদ্যা বলতে আমরা সেই বিদ্যা জানি যা বাহিরের দৃশ্যমান জগৎ প্রপঞ্চের উৎপত্তিস্থানে আমাদের নিয়ে যায়। শব্দ ও ধ্বনি জগতের এক প্রধান উপাদান। জগৎ গতিময়, আবার যেখানে গতি আছে, সেখানেই ধ্বনি আছে—ধ্বনি ভিন্ন জগৎ চলে না। এই ধ্বনি আমরা কাণে শুন্তে পাই—তাই একে আহত ধ্বনি বলা

হয়। সঙ্গীতও ধ্বনিরই অন্তর্ভুক্ত—সঙ্গীতে মন হরণ করে—স্বমধুর ধ্বনিকেই আমরা সঙ্গীত বলে থাকি। সাধারণ সঙ্গীতেও আমাদের শ্রবণ মন পরিতৃপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। জগতের যা-কিছু মনোহর স্বন্দর সঙ্গীত যেন তা আমাদের মনের কাছে খুলে ধরে।

সঙ্গীতে নানা রস, ভাব ও জগতের নানামুখী সৃষ্টির ছবি আমাদের সামনে প্রকট করে তোলে। এই জগৎকেই শাস্ত্রে অপরা প্রকৃতি বলেছে। অপরা মানে যা পরা নয়। পরাপ্রকৃতি নিত্য। আর অপরা প্রকৃতি পরিবর্তনশালিনী এ ছুইয়ে এই তফাৎ। পরাপ্রকৃতি পূর্ণা—অপরাপ্রকৃতি অপূর্ণ ষণ্ড ষণ্ড নানা বিকাশের মধ্য দিয়ে অগ্রগত হচ্ছে। অপরাপ্রকৃতি তাই ব'লে অবহেলার জিনিষ নয়—এই জগতের অপরাপ্রকৃতির মধ্যেই আমরা এসেছি ও এর মধ্যেই আমাদের বিকাশ। যে সব বিদ্যা অপরা প্রকৃতি বা জগতের নানা তত্ত্ব বা সৌন্দর্যের দ্বার উন্মুক্ত করে, সে সবকে আমরা অপরাবিদ্যার ব'লে থাকি। যে সঙ্গীত জগতের নানামুখী গতিকের মধুর ধ্বনি দ্বারা মনোহর ক'রে দেখাতে পারে সে সঙ্গীতও মহামূল্য—যদিও তা অপরাবিদ্যার অন্তর্গত। তবে হিন্দুস্থানী সেনী সঙ্গীতের মূল হচ্ছে জগতের অন্তর্নিহিত ও নিত্যকারের সব গতি রাগের স্বরূপ বিকাশ। হিন্দুসঙ্গীতের লক্ষ্যই জগতের উৎপত্তি স্বরূপ মূলধ্বনি বা নাদব্রহ্মের অন্তর্গতান ও বহিঃপ্রকাশ। হিন্দুসঙ্গীত একেবারে জগৎছড়ির গোড়া থেকে সঙ্গীতের সূত্র খুঁজে বের করতে চেয়েছে ও আংশিক সফলও হয়েছে। মিয়া তানসেন প্রবর্তিত সঙ্গীতও হিন্দু সঙ্গীতের এই অধর্ম আদর্শকে কখনও লঙ্ঘন করেনি—বরঞ্চ সেই আদর্শেরই এক অভিনব সমৃদ্ধ ও সরস রূপ দিয়েছে।

ক্রমশঃ

## স্বরলিপি

মিশ্র ভীমপলশ্রী সারং—কাহারুবা (মধ্যলহরী)

মিলনে যে ছিল দূরে দূরে  
বিরহে সে ধরা দিল প্রাণে  
কাছে ছিল সলাজ নয়নে  
দূর হ'তে চাহে মুখপানে।

নিদহারা তারকারি মাঝে  
তারি নয়নের বীণা বাজে,  
সুরভি নিশীথ সমীরণ  
তারি পরশন ব'য়ে আনে।

কাছের আড়াল গেল টুটে,  
নিখিল রূপে যে হেরি তারে  
যে কথাটি পারিনি বলিতে,  
আজি তাই জাগি অঁখি ধারে।

মিলনে যে ছিলরে মুকুল  
বিরহে সে ফুটিয়া আকুল  
আকাশ কাঁদানো পরিমল  
ভরিল আমার গানে গানে।

কথা—শ্রীমুবোধচন্দ্র পুরকায়স্থ

সুর—শ্রীঅনিলভূষণ বাগ্‌চী

স্বরলিপি—শ্রীনলিনীকান্ত লাহিড়ী

II {গা মা গমপণা পা I মা -জ্ঞা রা সা | ররা-সনা-সা -া I -া -া -া -া |  
মি ল নে০০০ যে ছি ল দূ রে | দু ০ ০০ রে ০ ০ ০ ০ ০ |

পা দা সা সা I রা জ্ঞা -রা সা | রপা -মপা মরা -মা I -রা -সরা -সনা-সা |  
বি র হে সে ধ রা দি ল | প্রা ০ ০০ ৭০ ০ ০ ০০ ০০ ০ |

পা পা পা পা I পা মপধপা মা পা | রগমা -রগা পধপমা -া I -া -া -া -া |  
কা ছে ছি ল ল লা০০০ জ ন | য০০ ০০ নে০০০ ০ ০ ০ ০ ০ |

পা দা সা সা I রা -জ্ঞা রা সা | ন্‌সা-রমা-পণা-মপা I গণা-পমা-রসা-ন্‌সা |  
দু য় হ তে চা হে মু খ | পা ০ ০০ ০০ ০০ নে ০ ০০ ০০ ০০ |

II {সাঁ -সাঁ -গা গা I ধা -গা ধা -পা | ধধা -পমা পা -া I [ -া -া -া -া ]  
নি দ হা রা তা র কা রি মা০ ০০ ঝে ০ ০ ০ ০০ ০০

{পা পধপা মগা মা I মা মা মা সা | রা -পমা পা -া I [ (ধা গা ধগা সরাঁ) ]  
তা রি০০ ন০ র নে র বী গা বা ০০ ছে ০ ০ ০ ০ ০

{সা সা সা সরাঁ I গা সা সগা সা | রা -া -া -া I -সরা -মজা -া -া |  
সু র ভি নি০ শী খ স০ মী র ০ ০ ০ ০০ ০০ ০ ৭

সাঁ সাঁ গা ধা I পা পা পধা ধপা | মপা -ধগা -ধপা -মপা I মপা -ধপা -মজা -রসা |  
তা রি পি র শ ন্ ব০ য়ে০ আ০ ০০ ০০ ০০ নে০ ০০ ০০ ০০

II গা গা গা গা I গা গা গা গা | সা ন্ সা -া I ন্ সা রা রা |  
কা ছে র আ ডা ল গে ল টু ০ টে ০ নি খি ল ক

রা রা রজা সা I সরজা -সরপমা জা -া | -া -া -া -া I জা জা মা মা |  
পে যে হে০ রি তা০০ ০০০০ রে ০ ০ ০ ০ ০ যে ক খা টা

রা রা সা ন্ সরসা I ন্ ন্ ধ্ ন্ সা -া | প্ দ্ সা সা I রা রজা রা সা |  
পা রি নি ব০০০ লি০ ০০ তে ০ আ জি তা ই জা গে০ আ খি

ন্সা -রমা -পমা -মপা I মপা -া -া -া |  
ধা ০ ০০ ০০ ০০ রে০ ০ ০ ০

II {সী সী গা গা I ধা গা ধা পা | ধধা -পমা -পা -া I [-া -া -া -া]  
মি ল নে যে ছি ল রে মু | কু ০০ ০ ল ০ ০ ০০ ০০ | (-ধা -গা -ধগা -স'রা')}

পা পধপা মগা মা I মা মা মা মা | রা -পমা -পা -া I -া -া -া -া |  
বি র ০০ হে ০ সে ফু টি যা আ | কু ০০ ০ ল ০ ০ ০ ০ |

{সী সী সা সরী I গা সা সগা সা | রা -া -া -া I সরা মজ্জা -া -া }  
আ কা শ কাঁ ০ দা ন প ০ রি | ম ০ ০ ০ ল ০ ০ ০ ০ |

সী সী গা ধা I পা পা পধা ধপা | মপা -ধগা -ধপা -মপা I মপা -ধপা -মজ্জা -রসা II II  
ড রি ল আ মা র গা ০ নে ০ | গা ০ ০ ০ ০ ০ ০ নে ০ ০ ০ ০ ০ ০

স্বরদাতার অহুমতি ব্যতীত কেহ এই গানখানি রেকর্ড করিতে পারিবেন না।

—স্বরলিপিকার

## গান

শ্রীজগদীশচন্দ্র পাল

বিফলে যাযেনা রাতি গো আমার  
বিফলে যাবে না রাতি;  
বধুর মুরতি অরণ করিয়া  
জ্বলেছি সাঁঝের বাতি।

জীবনের ধন আসিবে যখন  
নয়নের অলে সিক্তি' চরণ  
মধুর হাসিয়া করিব বরণ,  
রেখেছি হাল্য গাঁবি'।

বে আশা করেছি প্রভাতে রোপন  
হবে কি গোপন?  
গন্ধে তো তার ভরিবে আমার  
রাতের স্বপন।

জাগরণে যদি তারে নাহি পাই,  
স্বপনে তাহারে চাহি, আমি চাই;  
এ'মধু যামিনী যাবে কি এমনি?  
যাবে তো স্বপনে মাতি'।

## সাত মাত্রার যৎ

শ্রীহরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

আজ যে তালের আলোচনার প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছি তাহাও বিশেষগণত হইয়া আছে আমাদের বঙ্গদেশ। আট মাত্রার যৎ হইতে ইহার পার্থক্য অবধারণার্থ “সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার” প্রাবণ (১৩৪২ বঙ্গাব্দ) সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ পাঠ করিতে আপনাদিগকে অমরোদ করি। এখানে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে দুই প্রকার যৎ-ই যখন বিশেষগণত হইয়াছে, তখন কোন্টী প্রাচীন, কোন্টী অর্ধাচীন। আমার কাল্পনিক মীমাংসা অবলম্বনে বলিতেছি যে, আট মাত্রার যৎটী ঠুংরী গানের পাঞ্জাবী চৈক্যর সঙ্গতের স্থলবর্তী হইয়া ত্রিতালী বা তেতালার ও সাত মাত্রার যৎ-এর অবয়বকে আশ্রয় করিয়া কার্য সম্পাদন করিগা থাকে। এই হিসাবে আট মাত্রার যৎকে অর্ধাচীন বলা যাইতে পারে কারণ সাত মাত্রার যৎের স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়—অর্থাৎ অত্র কোন্ তালের অবয়বকে আশ্রয় করিয়া ইহার দেহ গঠিত হইয়াছে তাহা খুঁজিয়া পাই নাই আজও; তজ্জন্ত ইহার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি। যাহা হউক এখন সাত মাত্রার যৎএর অবয়বকে লক্ষ্য করিব, যথা:—

+            ৩            ০            ১  
|     |     |     |     |     |  
ধা    ধিন্    ধাগে    তিন্,    তা    তিন্    ধাগে    ধিন্ ।

আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্ত ইহার মাত্রা সংখ্যাকে দ্বিগুণিত করিতেছি, ফলে মাত্রা ও তালের স্থান একরূপ স্পষ্টভাবে দেখিতে পাই, যথা:—

+            ৩  
|     |     |     |     |  
ধা    ধিন্,        ধা    গে    তিন্ ;  
  
০            ১  
|     |     |     |     |  
তা    তিন্,        ধা    গে    ধিন্ ।

বিস্তৃষ্টভাবে আমরা দেখিতেছি যে ইহা তিন তাল এক ফাঁক যুক্ত হইয়া সমান দুই অংশে খোলা ও বন্ধ বোল দ্বারা রূপ প্রকাশ করিতেছে। সমান দুই অংশ থাকা হেতু একটিকে গ্রহণ করিয়া তাহাকে আরও বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিতেছি। প্রতি অর্দ্ধাংশ দুইটী করিয়া তাল থাকাতো একটী তাল তিনটি মাত্রাকে এবং অপরটি চারটি মাত্রাকে অধিকার করিয়া আছে। এপানে আমরা দুটি ছন্দপাত প্রাপ্ত হইতেছি। আমার অভিধান আশ্রয়ে বিচার ফলে দেখিতেছি প্রথম পাদ তিন মাত্রা যুক্ত ও দ্বিতীয় পাদ চার মাত্রা যুক্ত হইয়া পাশ্চাত্য Iambic ছন্দোপাদের অমুরূপ বলিয়া মনে হইতেছে, যেহেতু প্রথমপাদ প্রশ্বনযুক্ত। সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্র অনুযায়ী ইহাকে ‘মধুমতী ছন্দঃ’ বলিতে আমার এখনো অনেকখানি সন্দেহ রহিয়াছে। আবুদী ছন্দোপাদ ‘মতাকা আলুন’র সহিত সাত মাত্রায় যৎের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু বর্তমান কালে তালের মাত্রা সমূহের লখু-গুরুষ নিকৃপণ দুঃসাধ্য বিধায়, কোন্ ছন্দোপাদের সহিত ইহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহা নির্ভয়ে বলিতে পারিতেছি না এখনো। আমার অভিধানে আরো যাহা পাইতেছি তাহা আপনাদের গোচর করিব।

স্বর্গীয় পণ্ডিত বিষ্ণুদ্বিজয়র তাঁহার এক গ্রন্থে বলিতেছেন যে শাস্ত্রীয় ‘সরস্বতীকণ্ঠতাল’ সম্ভবতঃ ঝুমরা, ধামার বা দীপচন্দী মধ্যে কোন একটি হইবে। এবিধ উক্তি সিদ্ধান্তের পরিচায়ক নহে। রামদাস অগ্রবাল তাঁহার এক গ্রন্থে ‘হরসতী’ (সম্ভবতঃ সরস্বতী) নামের এক তাল মাত্রা সংখ্যা ১৪, তাল সংখ্যা ২ ও ফাঁক বজ্জিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তালাঘাতের সংখ্যাধিক্য থাকা হেতু সাত মাত্রার যৎের সহিত তুলনায় বিস্তৃত

রহিলাম। 'সরস্বতীকণ্ঠ' নামে শাস্ত্রীয় কোন তাল এখনও আমি পাই নাই, তবে 'সরস্বতীকণ্ঠভরণ' নামে তাল পাওয়া যায়। স্বর্গীয় রাজা সৌরীন্দ্রমোহন এবং খুব সম্ভবতঃ তদন্তকরণে 'বিশ্বকোষ'কার 'সরস্বতীকণ্ঠভরণকে' 'সংস্কৃত সঙ্গীতসার' গ্রন্থ অবলম্বনে দুই গুরু, দুই লঘু ও দুই ক্ষত মাত্রার সমষ্টিতে সাতমাত্রা যুক্ত বলিতেছেন কিন্তু অপর এক গ্রন্থের প্রমাণে ইহাকে দুই গুরু এক লঘু ও দুই ক্ষতের সমষ্টিতে ছয় মাত্রা যুক্ত দেখিতেছি। এবিধ পার্থক্যের হেতু নিরূপণ ও সামঞ্জস্য স্থাপন কার্যটি জটিল বিধায় 'সরস্বতীকণ্ঠভরণ' তালের আলোচনায় বিরত রহিলাম। স্বর্গীয় নীননাথ হাজরা একগ্রন্থে বলিতেছেন যে, ভারতের কোন প্রদেশে ধামার ও যৎ তাল 'হরিताल' নামে অভিহিত—যদিও সেই প্রদেশের নামোল্লেখ করেন নাই। এই কথাটি অবিসম্বাদিত নহে। ধামার ও যৎ এই দুটি তাল এক নামে পরিচিত হইতে পারে না কারণ হাজরা মহাশয়ের গ্রন্থই প্রমাণ করিতেছে যে, যদিও এই দুটি তালের মাত্রা সংখ্যার তুল্যতা আছে তথাপি ইহাদের অবয়বের ছন্দোপাদগুলি বিভিন্ন প্রকার হইয়া বিভিন্ন প্রকার তালারূপে গ্রহণ করিয়াছে। অবয়বে বিভিন্নতা থাকা হেতু 'হরিताल' উভয়ের জাপক হইতে পারে না। উভয়ের কোনটিকে বিশেষভাবে নির্দেশের প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত হাজরা মহাশয়ের কথাটিকে নিঃসন্দেহভাবে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আশা করি তাঁহার কোন উত্তরাধিকারী আমাকে জ্ঞান দান করিবেন। স্বর্গীয় "রামসেবক মিশ্র" ( বিখ্যাত পণ্ডপতি সেবক ও শিউ সেবক মিশ্রের পিতা ) তাঁহার গ্রন্থে সাত মাত্রার যৎকে 'জতি তাল' নাম দিয়াছেন। শাস্ত্রে 'যতি' নামে অস্ত্র প্রকারের তাল পাই। 'জ্যোতি' নামে আরো একটি তাল পাই কিন্তু তাহার রূপ অস্ত্র প্রকার। বিশ্বকোষকার 'যতি' তালকে তিন মাত্রা যুক্ত বলিয়াছেন। 'যতি' তালের আরো ভিন্ন প্রকার কথা আমার অভিধানে দ্রুত

হইয়াছে—কিন্তু সাত মাত্রার আলোচনায় তাহার সার্থকতা না থাকায় প্রকাশ করিলাম না। বিশ্বকোষকার 'যৎ' তাল সম্বন্ধে বলিতেছেন, যে ইহা এক হ্রস্ব+এক ক্ষত+এক বিরাম+দুই হ্রস্ব+এক বিরাম+এক হ্রস্ব+এক ক্ষত+এক বিরাম+দুই হ্রস্ব+এক বিরাম=৭ মাত্রা ও ৪ ফাঁক যুক্ত। ইহার তাল সংখ্যার উল্লেখ করেন নাই এবং প্রমাণও উল্লেখ করেন নাই। প্রমাণাতাব হেতু এবং প্রচলিত রীতি বহির্ভূত বিধায় এই মত সমর্থন করিতে আমি অসমর্থ। পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর এক গ্রন্থে 'যৎ'কে 'কাহারুবা' বলিয়া অহুমান করিয়াছেন—ইহাও ঐ যুক্তিতে গ্রহণের অযোগ্য। ৮রাধামোহন সেন দ্রুত সপ্তমাত্রাগত জগদ তেতালা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। স্বর্গীয় রাজা সৌরীন্দ্রমোহন তাঁহার এক গ্রন্থে সপ্তমাত্রা, তিন তাল ও এক ফাঁক যুক্ত 'রূপক' তালের উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তাহার প্রমাণ উল্লেখ করেন নাই। পুনরায় অপর স্থানে 'সঙ্গীত রত্নাবলীর' প্রমাণে রূপকের ভিন্নরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে সপ্তমাত্রা, তিন তাল ও এক ফাঁক যুক্ত রূপক তালের উক্তিকে আমরা ভ্রম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি কিনা আপনারা বিবেচনা করিবেন। উল্লিখিত মতানৈক্যতা ব্যতীত অধিকাংশ গ্রন্থেই প্রচলিত রীতি অহুযায়ী সাত মাত্রা, তিন তাল ও এক ফাঁকযুক্ত সাত মাত্রার যৎ দ্রুত হইয়াছে। এই তাল 'হোরিকা ঠেকা' নামেও পরিচিত কারণ তবলায় হোলীর সঙ্গতে ইহার ব্যবহার সর্বজন বিদিত।

এবার প্রচলিত তাল সমূহ মধ্যে অস্ত্র কোন তালের সহিত ইহার একরূপতা দৃষ্ট হয় তাহার অহুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। কীর্তনাক্ষরী তাল মধ্যে 'লোকা' নামে একটি তাল আছে বাহার রূপ সাত মাত্রার যৎের স্তায় বলিয়া সাধারণের ধারণা থাকিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত 'লোকার' রূপ অস্ত্র প্রকার। কীর্তন গানে সাত মাত্রার অহুরূপ যে তাল প্রচলিত দেখিতে পাই তাহা "দোঠুকা" নামে

অভিহিত। 'সাত মাত্রার যৎ' এবং 'দোঠুঁকী' তালের সঙ্গতে ব্যবহার মধ্যে একটু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সাতমাত্রার যৎ যেমন খোলাবন্ধ-বোল যোগে তিন তাল ও এক ফাঁক সহ আবর্তিত হয়, দোঠুঁকী ঐ তিন তাল এক ফাঁককে দুইবারে খোলাবন্ধভাবে লইয়া আবর্তনকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহাতে প্রকৃতপক্ষে কোনরূপ ভেদ প্রমাণিত হয় না; সঙ্গতের প্রয়োজনানুসারে কীর্তন গান এইভাবে তালকে গ্রহণ করিয়া থাকে। কীর্তনে এরূপ আরও তাল দেখা যায়। 'দোঠুঁকী' ও 'সাত মাত্রার যৎ' যখন দ্রুত লয়কে প্রাপ্ত হয় তখন শ্রোতার মনকে অনেক সময় চারি মাত্রাগত বলিয়া ভ্রান্তি জন্মায়—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাত মাত্রা গৃহীত থাকে। শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র মজুমদার বি, এ, (সংস্কৃত অনার্স) বলেন যে রাত্বে দেশীয় প্রধান কীর্তনবেত্তা অবধূত ব্যানার্জি মহাশয় দোঠুঁকীর শাস্ত্রীয় নাম 'ললিত মাধবী' বলিয়াছেন। আমি অত্যাধিক এরূপ নাম প্রাপ্ত হই নাই। দোঠুঁকী যখন দ্রুতগতিকে প্রাপ্ত হইয়া শ্রোতার মনে চারিমাত্রাগত বলিয়া ভ্রান্তি জন্মায় তখন তাহা 'আড়া দোঠুঁকী' নামে পরিচিত হয় কিন্তু বৈঠকী সঙ্গীতে 'সাত মাত্রার যৎ' দ্রুত লয়কে প্রাপ্ত হইয়া অল্প কোন সংজ্ঞা গ্রহণ করে না। কীর্তনীয়া সমাজে গানের লয়ের গতি-ভেদে দোঠুঁকী বড়, মধ্যম, ছোট ও আড়া-দোঠুঁকী নামে পরিচিত হইয়া থাকে। কিন্তু বৈঠকী সঙ্গীত

বিলম্বিত, মধ্য, দ্রুত লয়কে প্রাপ্ত হইয়া কোন উপাধি ভূষিত হয় না।

এতদূর আলোচনার ফলে প্রমাণিত হইতেছে যে বৈঠকী 'সাতমাত্রার যৎ' ও কীর্তনশাস্ত্রীয় 'দোঠুঁকী'তে কোন প্রভেদ নাই। হিন্দুস্থানে ইহা 'টাঁচর' নামে অভিহিত। হিন্দুস্থানবাসী বগ্‌তাওয়ার সিং বলেন যে ইহা 'রূপচন্দী' নামেও পরিচিত। আবার কেহ বলেন যে হিন্দুস্থানে ইহা 'চঞ্চল' নামে কথিত হয়। দাক্ষিণাত্যে ইহা 'দীপচন্দী' বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমার অভিধানে এ পর্যন্ত যে সকল তাল দ্রুত হইয়াছে তাহাতে বড়, দোঠুঁকী, চঞ্চল, রূপচন্দী ও দীপচন্দী নামে কোন শাস্ত্রীয় তালের পরিচয় পাই নাই। টাঁচরের সংস্কৃত ভাষা "চর্চরী" হইয়া থাকিলে তাহার অবয়ব টাঁচর হইতে পৃথক বলিয়া 'চর্চরীকে' টাঁচর বলিতে পারি না। অতএব অবিসম্বাদিতরূপে বলা চলে যে সাতমাত্রার যৎ, টাঁচর, চঞ্চল, দোঠুঁকী, দীপচন্দী, রূপচন্দী বা হোরিকা টেঁকা এই ছয়টি সংজ্ঞা একটি তালেরই বাচক। প্রবন্ধান্তরে ইহার সহিত কুমরার রূপের তুলনা করিতে বাসনা রহিল। ভারতীয় সঙ্গীত সমাজ এই মীমাংসা গ্রহণ করিবেন কিনা তাহাই আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয়।

প্রবন্ধান্তরে ইহার সহিত কুমরার রূপের তুলনা করিতে বাসনা রহিল।

## গান

### মানকুমারী সাজ্জাল

গভীর রাতে ঘুমের মাঝে নয়ন পাতে আসি,  
দাঁড়ালে তুমি উজল বেশে, স্নিগ্ধ-মধুর হাসি।  
সারাটি দিন বিরহে তব কাটিয়া গেছে মোর,  
সুখারে গেছে কথার মালা ঝরেছে আঁধি লোর।

প্রিয় সে ছায়া না নিয়ে ধরা পলকে গেছে সরে,  
চকিতে হাসি, কণেক খামি আঁধিতে স্থধা ভরে।  
রাতের ছায়ায়, স্বপন খেয়ার, গোপন প্রিয়ভম!  
স্বচ্ছ মম হৃদয় নীরে উঠিলে ধীরে ভাসি।

## অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী \*

প্রকাশক—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীহর্গাচরণ বিশ্বাস

সখি হের দেখ আসিয়া ।

ধরণী উপরে, এ চারি পঙ্কজ

নয়নে দেখহ চাহিয়া ॥ ৩

পঙ্কজ উপরে	বিংশ শশধর	তাহে ফলিয়াছে,	অরুণ বরণ,
চাঁদের উপরে গজ।		এ চারি উত্তম ফল।	
এ চারি গজের,	উপরে শোভিত	ফলের ভিতর	ফুল ফুটিয়াছে,
যুগল কেশরী রাজ ॥ ৭		নাহি তার শাখাদল ॥ ১০	
কেশরী উপরে,	এ ছই উদয়,	তা'পর এ ছই	কীরের বসতি,
উদয় উপরে গিরি।		তা'পর চকোর চারি।	
গিরির উপরে,	এ ছই তমাল,	তা'পর এ ছই	চাঁদের বসতি,
চারি শাখা আছে ধরি ॥ ১১		পিবইতে ইহ বারি ॥ ২৩	
তাহে আছে সখি	একটি তমাল,	তা'পর দেখহ	বিধু সে অরুণ,
নবঘন শ্রাম দেখি।		তা'পর ময়ূর অহি।	
একটি তমাল	সোণার বরণ,	জ্ঞানদাস কহে	মরমক বাত,
শুনলো মরম সখি ॥ ১৫		এ কথা জানেনা কোহি ॥ ২৭	

১। চারি পঙ্কজ—রাধাকৃষ্ণ চরণ চতুষ্টয়। ২। বিংশ শশধর—কুড়িটি নখচন্দ্র। ৩। গজ—করীণ্ড তুল্য চারি উরু। ৪। কেশরী রাজ—রাধাকৃষ্ণ ক্ষণ মধ্যদেশ। ৫। গিরি—শ্রীমতির স্তনযুগ। ৬। ছই তমাল—অবিকৃত বৃক্ষদ্বয়। ৭। চারি শাখা—চারি বাহ। ৮। (১৫) একটি শ্রীকৃষ্ণের ও অপরটি শ্রীমতির। ৯। চারি ফল—পঙ্ক বিশেষ চারি ওষ্ঠাধর। ১০। ফুল—হৃন্দকলিকাসম দৃষ্ট পংক্তি। ১১। কীর—তুণ্ডপক্ষীর চকুর ত্রায় নাসিকা যুগল। ১২। চকোর চারি—চারি চক্ষু। ১৩। চাঁদ—মুখচন্দ্র। চারি চক্ষু মুখচন্দ্রদ্বয়ের স্বধাপানে সমুৎসুক। ১৪। বিধু—শ্রীকৃষ্ণের খেতচন্দনের কোঁটা ও শ্রীমতির সিন্দুর বিন্দু। ১৫। ময়ূর—শিখিগুচ্ছের চূড়া। ১৬। অহি—শ্রীমতির সর্পের ত্রায় বেণী।

\* মানসী ও মর্ষবাণী ১৯১১ পত্রিকা হইতে প্রাচীন কবি জ্ঞানদাসের হেমালী পদ, অর্থসহ উদ্ধৃত হইল।



## বাণী-বন্দনা গৌরী-ভেতাল

কৃপা নেত্রে চাহ খেত শতদল বাসিনী,  
অজ্ঞান আঁধার দূর কর তমোনাশিনী।

দেবী ভারতী বীণা পুস্তক ধারিণী,  
তোমা হ'তে উদ্ভব সব ছন্দ রাগিণী।

শুভ্র বসনাবৃত্তা স্মিত হাস হাসিনী,  
প্রসীদগো বরাননে সিতি হংস বাহিনী।

কথা—শ্রীনির্মলচন্দ্র সর্বাধিকারী

স্বর—শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ( কালোবাবু )

স্বরলিপি—কুমারী তৃপ্তিসুধা ( গৌরী ) সর্বাধিকারী

জাতি—সম্পূর্ণ ; বাদী—পা ; ঠাট—ঝা, দা, ছই মা।

পকড়—সা না সা গা জা গা জা সা না সা। সা না দা প্ কা প্ দা না সা মা পা দা  
না সঁ সঁ জঁ সঁ না দা পা জা পা জা পা দা পা মা গা জা গা জা সা II

### আম্ভারী

II সা<sup>০</sup> জা গা জা | সা<sup>১</sup> না দা না | জা<sup>+</sup> জা সা সা | সা<sup>৩</sup> না সা সা I  
কৃ পা নে ত্রে | চা হ খে ত | শ ত দ ল | বা সি নী ০

সা-পা পা জা | পা পা দা দা | মপা মপা গা গা | গা জা জা সঁ II  
অ জা ন জঁ | ধা র দূ র | ক ০ র ০ ত মো | না শি নী ০

### ১ম ও ২য় অন্তরা

II পা<sup>০</sup> জা দা দা | সঁ<sup>১</sup> সঁ সঁ সঁ | সঁ<sup>+</sup> সঁ জঁ জঁ | সঁ<sup>৩</sup> না সঁ - I  
দে ০ বী ভা | র তী বী গা | পু ০ শু ক | ধা রি গী ০  
শু ০ ভ্র ব | স না বৃ ভা | শ্মি ত হা স | হা সি নী ০

দনা-সঁ<sup>১</sup> সঁ না | সঁ না দা পা | জাপা-পপা পা জা | গা জা সা - II  
তো ০ মা ০ হ তে | উ দ্ ড ব | স ০ ০ ব ছ ন্দ | রা গি গী ০  
প্র ০ সী ০ দ গো | ব রা ন নে | সি ০ ডি ০ হং স | বা হি নী ০

তান :—

১। <sup>+</sup>ক্ৰপা <sup>৩</sup>দনা স'না দপা | ক্ৰপা দমা পগা ধাসা I

২। <sup>+</sup>ধ'স'না স'না স'না দপা | <sup>৩</sup>মপা মপা গধা সনা I

৩। <sup>০</sup>গ'ধা'না স'না ধ'স'না নদা | <sup>১</sup>স'না দপা মপা দনা | <sup>+</sup>স'ধা'না স'না স'না দপা |

<sup>৩</sup>মপা গমা গধা সনা II

## ভারতীয় সঙ্গীত বিদ্যা

(পূর্বাহ্নবৃত্তি)

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

রাগ, রাগিনী ও তাদের কাল নির্ণয়

“শিবশক্তি সমাযোগাদ্ রাগানাং সম্ভবো ভবেৎ ।

পঞ্চাস্তাং পঞ্চরাগাঃ স্যুঃ সঠৈস্ত গিরিজামুখাং ॥”

শিব ও শক্তির সংযোগে রাগগণের উৎপত্তি । নটরাজ শিবের পঞ্চমুখ হোতে পাঁচটি ও পার্শ্বতীর মুখ-কমল হোতে একটি, মোট ৬টি রাগের উৎপত্তি, যথা—

শিবের (১) সছোবক্ত্র হোতে ত্রীরাগের উৎপত্তি

(২) বামদেব “ বসন্তের “

(৩) অঘোর “ ভৈরবের “

(৪) তৎপুরুষ “ পঞ্চমের “

(৫) ঈশান “ মেঘের “

এবং পার্শ্বতীর মুখ-কমল হোতে ‘নটনারায়ণ’ রাগের উৎপত্তি । তবে এই রাগোৎপত্তি নিয়ে শাজে যথেষ্ট মতভেদ আছে ।

আমাদের হিন্দু-সঙ্গীতে (Indian Music) প্রধানতঃ চারটি মত প্রচলিত, যথা—(১) হরমন্তের, (২) ব্রহ্মার,

(৩) ভরতের, (৪) কলিনাথের । প্রথমতঃ হরমন্ত মতে আদি রাগ ছ’টি, যথা—(১) ভৈরব, (২) মালকৌশ, (৩) হিন্দোল, (৪) দীপক, (৫) ত্রী, (৬) মেঘ ।

ভরতের মত হরমন্তমতানুযায়ী ও কলিনাথ বা কালীনাথের মত ব্রহ্মার মতানুযায়ী । তবে ‘নারদ-সংহিতার’ মত আবার ভিন্নপ্রকারের, যথা—(১) মালব, (২) মল্লার, (৩) ত্রী, (৪) বসন্ত, (৫) হিন্দোল, (৬) কর্ণাট । তৎপরে ‘রাগার্ণব’ বলেন (১) ভৈরব, (২) পঞ্চম, (৩) নাট, (৪) মল্লারী, (৫) গোড়মালব, (৬) দেশ । ‘সঙ্গীতসার-সংগ্রহ’ পুনরায় ছ’টি রাগের স্থানে বিংশতিটি রাগসংখ্যা প্রদান করেন, যথা—

“ত্রীরাগনটৌ বাজালৌ ভাগ্যমধ্যম ষাড়বৌ ।

রক্তহংসক কোহ্লাসঃ প্রভবৌ ভৈরবধননি ॥

মেঘরাগঃ সোমরাগঃ কামোদশাস্ত্র পঞ্চমঃ ।

স্রাতং কন্দর্পদেশাখৌ কাকুভাস্তক কৌশিকঃ ।

নটনারায়ণচেতি রাগা বিংশতিরীরিতা ॥”

এতদ্ব্যতীত ‘সঙ্গীত-দামোদর’কার আরও ১০১৬টি রাগের কথা উল্লেখ করেছেন, অবশ্য যদিও ৩৬টি ব্যতীত অধুনা অপরগুলি সব লুপ্ত হোয়ে গেছে। এতগুলি মত লিখিত বা দৃষ্ট হোলেও বাঙ্গালায় ‘ভরত’ ও ‘হরমন্’ মতই সমধিক প্রচলিত।

রাগের পরই সঙ্গীত-শাস্ত্রে রাগিণীর উল্লেখ আছে। ছয় রাগের ছত্রিশটি রাগিণী রাগের পত্নীরূপে কল্পিত। বাহুল্যভয়ে মাত্র হরমন্সমূহমোদিত রাগিণীসকলের নাম প্রদত্ত হোল, যথা—

(১) ভৈরব—ভৈরবী, রামকেশী, বাঙ্গালী, কলিঙ্গড়া, মালিকি ও সৈন্ধবী।

(২) মালকোশ—কোশকী, টকা, মূত্রাকী, বাগীশ্বরী, নাটিকা ও গুজ্জরী।

(৩) হিন্দোল—পুরিরা, জয়ন্তী, দেবগিরি, বেলাবলী, ককুভা, ও দেশকারী।

(৪) দীপক—ললিতা, শোভনী, কামোদী, কেদারী, কল্যাণী ও ভূপালী।

(৫) ত্রী—ধনত্রী, ত্রিবণী, মালবী, গৌরী, জয়তত্রী ও মালবত্রী।

(৬) মেঘ—মল্লারী, সৌরাটী, দেশাকী, সারঙ্গী, মধুমাধবী ও বড়হংস।

রাগিণী সঙ্ক্ষেপেও যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়, সামান্ত্র্য একটি উদাহরণ যথা—হরমন্সমূহমোদিত ‘হিন্দোলের’—পুরিরা, জয়ন্তী, দেবগিরি, বেলাবলী, ককুভা ও দেশকারী এই ছ’টি রাগিণী, কিন্তু ‘সঙ্গীত-দর্পণের’ রাগাধ্যায়ে ৩১—৩৭ স্লোকে হিন্দোলের রাগিণী যথাক্রমে ভূপালী, মালত্রী, পটমঞ্জরী, বেলাবলী ও ললিতা দৃষ্ট হয়। তৎপরে ‘সঙ্গীত-দামোদরে’ ‘মালবাদি’ ছয় রাগাসংগত হিন্দোলরাগের যথাক্রমে মাহুরী, দীপিকা, দেশকারী, পাহাড়ী, বরাড়ী ও মারাটী রাগিণীগুলি দৃষ্ট হয়।

রাগ ও রাগিণীসকলের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হওয়ার অনেক হ্রত মনে করতে পারেন যে, সঙ্গীতের মধ্যে শৃঙ্খলার নামে বিশৃঙ্খলতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে; কিন্তু বস্তুত: তা নয়। এ সকল পার্থক্য দেশ, কাল ও পাত্র-ভেদে মাত্র উদ্ভূত হোয়েছে। তবে এর মধ্যে গায়কের অনেকটা কৃতি ও বৈশিষ্ট্যও সংযুক্ত আছে, কারণ বর্তমান কালেও আমরা দেখতে পাচ্ছি, একই গান ‘ঘরাণা’ ভেদে নানারূপ ঢঙে গীত হয়, স্বতরাং মতভেদ স্বাভাবিক।

সঙ্গীত-শাস্ত্রসকলেও মতের বৈষম্য যথেষ্ট। শাস্ত্র নিয়ে যারা একটু আলোচনা করেছেন, তাঁরাই দেখবেন, যেন প্রত্যেক বিষয়েই সঙ্গীতশাস্ত্রকারগণ স্ব স্ব মত স্থাপন করতে বদ্ধপরিকর। এর জন্য মনে হয় কালই (time) অনেকটা দায়ী। রাগসকলের কাল নির্ণয়েও দেখা যায়, মত-বিপর্যয় যথেষ্ট। হরমন্ বলছেন, শরৎকালে—ভৈরব, হেমন্তে—মালকোশ, বসন্তে—হিন্দোল, গ্রীষ্মে—দীপক, শিশিরে—ত্রী ও বর্ষায়—মেঘরাগ গেয়। মহর্ষি ভরত বলছেন,—হেমন্তে—ত্রী, বসন্তে—বসন্ত, গ্রীষ্মে—পঞ্চম, বর্ষায়—মেঘ, শরতে—ভৈরব ও শিশিরে—নট্টনারায়ণ। এতদ্ব্যতীত ‘সোমেশ্বর’ ইত্যাদির মতও বর্তমান। এজন্য বিশেষজ্ঞগণ নির্ণয় করেছেন, বাঙ্গালা-দেশে হরমন্ মতই অহুসরণীয়, অতথা সর্বমতের সমন্বয় সাধন বা সকলের অহুসরণ করা বিপজ্জনক বা অসম্ভব। শাস্ত্রকারগণ স্বয়ং এ নিমিত্ত বোধ হয় বলেছেন—

“যথোক্তকাল এতৈবতে গেয়া: পূর্ববিধানতঃ।

রাজাজ্ঞয়া সগা গেয়া ন তু কলিং বিচারয়েৎ।”

অথবা “যথেষ্ট্রা বা গাতব্য্যাঃ” ইত্যাদি প্রকাশ করে বলেছেন, ভগবদ্ভাবের অহুপ্রেরণায় তাঁর গুণগান যখন তখন গাওয়া যায়, তাতে সুরবিজ্ঞাট বা কালকাল জ্ঞাত কোন ক্রটির আশঙ্কা থাকতে পারে না।

## সঙ্গীত বিভাগ

সঙ্গীত অর্থাৎ কণ্ঠ-সঙ্গীত প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত, যথা—(১) ধ্রুপদ, (২) খেয়াল, (৩) ঠুংরী, (৪) টপ্পা। তন্মধ্যে (১) ধ্রুপদ অর্থাৎ ধ্রুপদ বা শ্রেষ্ঠ পদ ধীর ও লীলায়িত ছন্দ এবং ঋজুগতিবিশিষ্ট সঙ্গীত। এর ভাব ও ভাবা উভয়েই শাস্ত্র ও প্রসঙ্গগম্ভীর! পূর্বে ভারতীয় সঙ্গীত বলতে একমাত্র ধ্রুপদকেই বোঝাত এবং এই ধ্রুপদের মূর্তি স্থলতান আলাউদ্দীনের রাজত্বের মধ্যভাগ পর্যন্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বর্তমান ছিল। ধ্রুপদে আস্থারী, অন্তরা, সফারীও আভোগ—এই চারিটি তুক থাকে, আশ, মীড়, গমক, বাঁট ও অলঙ্কারই এর প্রাণস্বরূপ এবং চৌতাল, সুরফাঁকতাল, আড়া-চৌতাল, ব্রহ্মতাল, ক্রততাল, ধামার, তেওরা, রূপক, ঝাঁপতাল ও পঞ্চম সওয়ারী প্রভৃতি তাল এতে ব্যবহৃত হয়। ধ্রুপদ-সঙ্গীত সাধারণতঃ ভজনাঙ্গক, ও দেবদেবীর স্তুতিবিষয়ক, তবে এছাড়া এতে নৃপতিবর্গের গুণ, শৌর্য ও যুদ্ধবর্ণনামূলক গানও দৃষ্ট হয়। ধ্রুপদের পুনরায় যুগলবদ্ধ, হোরী, প্রবন্ধ, ধাক ও তিলানা প্রভৃতি প্রকারভেদ আছে। প্রাচীনকাল হোতে আজ পর্যন্ত ধ্রুপদগায়কগণের সংখ্যা যথেষ্ট। তবে বহু প্রাচীনের রচিত সঙ্গীত আর এখন পাওয়া যায় না। মাজ বৈজুবাওরা, নায়ক গোপাল, তানসেন, বিলাসখাঁ, হুরদাস, মানদাস, শ্যামদাস, জগুর্জাদাস, হুরসেন,

হরবল্লভ, ধীরজ, রূপরজ, অদারজ, সদারজ, রজনাক্ষ, উধোদাস, মুরারীদাস, নন্দদাস, জানকীদাস, রামদাস, লক্ষ্মণদাস, তালতরজ, ঘোঁষি খাঁ, জুজান খাঁ, চিরজ, কৃষ্ণানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, গুলাব খাঁ, আনন্দকিশোর ও জীবনদাস প্রভৃতি সাধকগণের রচিত সঙ্গীত আমরা পেয়ে থাকি। এঁরা সকলেই মুসলমান রাজত্বকালের লোক। বর্তমান-কালে বাংলার গৌরব বিষ্ণুপুর হোতে রামশঙ্কর, যতুট্ট, শিবগোপাল, অনন্তলাল, রাধিকাপ্রসাদ ও গোপেশ্বরবাবু প্রভৃতি সাধকগণের দানও আমরা যথেষ্ট পেয়েছি।

ধ্রুপদের ছন্দ কত লালিত্যপূর্ণ ও গম্ভীর, তার ছুটি মাত্র উদাহরণ প্রদত্ত হোল, যথা—

(১) “অলখরী তেরি গতি অপারমপার,  
পরব্রহ্ম পরমেশ্বর কোউন পাবত পার।  
অলখ জ্যোত অবিনাশী আদমন্ত জগনিবাসী,  
নিরঞ্জন নিরঙ্কার একহি অনন্তগেয়  
ব্যাপেয় সংসার।” ইত্যাদি—তানসেন

(২) “নামসমুজ্রকো পার না পায়ে,  
শুনয়ত গুণী কহায়ে।  
প্রবন্ধ ছন্দ ধাক ধুরপত মার্গদেখী দো বিধি গায়ে॥  
ব্রহ্মা বেদ উচারায়ো, সারজ বোরায়ো,  
ভরতমত কলিনাথ হহুমত সপ্তাধ্যায় গায়ে।”

ইত্যাদি—তানতরজ।

( ক্রমশঃ )



# সেতার শিক্ষা

সেতারের গৎ

খান্সাজ—টিমে ভেতালনা \*

( পূর্বাছবুতি )

বচনা ও স্বরলিপি—শ্রীহর্গা প্রসাদ রায়

১৯। তোড়া :—<sup>০</sup>গর্গর্গর্গা <sup>১</sup>গর্গর্গর্গা <sup>২</sup>রর্গর্গর্গা <sup>৩</sup>পমগরা | <sup>৪</sup>ধপধা <sup>৫</sup>ধপধা <sup>৬</sup>পমগরা সাং০০০ |  
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা ০০০

<sup>+</sup>  
<sup>০</sup>গমপধা <sup>১</sup>পমগমা <sup>২</sup>পমগরা সাং০০০ | <sup>৩</sup>নসরসা <sup>৪</sup>রগরগা <sup>৫</sup>মগমপা <sup>৬</sup>মপধসা I  
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা ০০০ ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি

<sup>০</sup>গমপধা <sup>১</sup>সংসাং <sup>২</sup>সংসাং <sup>৩</sup>গমপধা | <sup>৪</sup>সংসাং <sup>৫</sup>সংসাং <sup>৬</sup>গমপধা <sup>৭</sup>সংসাং | <sup>৮</sup>সংসাং  
ডিরিডিরি ডাংরাং ডা ০০০ ডিরিডিরি ডাংরাং ডা ০০০ ডিরিডিরি ডাংরাং ডা

২০। „ <sup>+</sup>  
<sup>০</sup>পধপধা <sup>১</sup>পধপধা <sup>২</sup>গমপগা <sup>৩</sup>পমগরা | <sup>৪</sup>রগমরা <sup>৫</sup>মগরসা <sup>৬</sup>নসরনা <sup>৭</sup>রসগধা |  
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি

<sup>০</sup>মধ্ন্সা <sup>১</sup>রসন্সা <sup>২</sup>রগমগা <sup>৩</sup>রসন্সা | <sup>৪</sup>রগমপা <sup>৫</sup>গমপধা <sup>৬</sup>নপধা <sup>৭</sup>নপধা | <sup>৮</sup>না  
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডাংডিরি ডাংডিরি ডা

\* বিন্দু চিহ্নগুলি চিকারীর ভাবে বাদিত হইবে।

—স্বরলিপিকার

২১। ত্রোড়া :—<sup>+</sup>পমগরা মগরসা ন্‌সগমা পমগমা | <sup>৩</sup>পধনর্সা র্‌সনর্সা র্‌গমর্গা র্‌সনর্সা |  
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি

<sup>০</sup>র্‌সর্‌সর্‌সা গধপমা সর্‌গধপা মগরসা | <sup>১</sup>ন্‌সমপা ন্‌ন্‌সা মপনা° ন্‌সমপা | <sup>+</sup>না'  
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা°ডিরি ডিরিডা° ডিরিডিরি ডা

২২। „ <sup>+</sup>গক্ষগ° গক্ষগ° গক্ষগরা সন্‌স° | <sup>৩</sup>পধপ° পধপ° পধপমা গরস° |  
ডাড্রিডা ডাড্রিডা ডাড্রিডারা ডারাদা ডাড্রিডা ডাড্রিডা ডাড্রিডারা ডারাদা

<sup>০</sup>ন্‌সগরা °মগ° পম°ধা প°গধা | <sup>১</sup>পধস'° পধস'° পধস'° পধস'° | <sup>+</sup>না'  
ডিরিডিরি ডারা ডারা ডা রা ডারা ডিরিডা ডিরিডা ডিরিডা ডিরিডা ডা

২৩। „ <sup>+</sup>স'র্‌গধা ধপমপা গমপগা °রস° | <sup>৩</sup>ন্‌সগা মপগমা প°গধা স'নস'° |  
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরিডিরি ডা ডিরি ডিরি ডা

<sup>০</sup>র্‌গ'র্‌মর্‌গা র্‌স'গধা স'গধপা মগরসা | <sup>১</sup>স'া°°° গধপমা গরসা° গমপধা | <sup>+</sup>না'  
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা°°° ডিরিডিরি ডিরিডা ডিরিডিরি ডা

২৪। „ <sup>+</sup>স'নস'না °ধমপা ধম°গা মগরনসা | <sup>৩</sup>সন্‌সগা র্‌গমপা ধগ°মা গমপধা |  
ডিরিডিরি ডিরিডা ডিরি ডা ডিরিডা°রা ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরি ডা ডিরিডিরি

<sup>০</sup>ম'র্‌গ'র্‌সা °স'নর্‌সা র্‌গ°ধা পধনর্‌সা | <sup>১</sup>স'গধপা মগরসা গ°ম° প°ধ° | <sup>+</sup>না'  
ডিরিডিরি ডিরিডা ডিরি ডা ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা রা ডা রা ডা

২৫। তোড়া :—<sup>৩</sup>গমপগা মপগমা পমগরা সন্সা° | <sup>০</sup>প্°ন্সা রগমপা গমপমা গরসা° |  
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডা ডা ডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডা

<sup>১</sup>গমপধা ন°গমা পধন° গমপধা | <sup>+</sup>না°  
ডিরিডিরি ডা ডিরি ডিরিডা ডিরিডিরি ডা

২৬। „ <sup>৩</sup>পধনর্সা গধপমা গমপমা গরসা° | <sup>০</sup>গমপধা ন°গমা পধনা° গমপধা |  
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডা ডিরিডিরি ডা ডিরি ডিরিডা ডিরিডিরি

<sup>০</sup>না°°° °°পধা ন°পধা ন°পধা | <sup>+</sup>না°  
ডা ডা ডা ডা ডা ডা ডা

২৭। „ <sup>৩</sup>পমগরা মগরসা ন্গগমা পধনর্সা | <sup>+</sup>নসর্গর্গা মর্গর্গর্গা গধপমা গরসা° |  
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডা

<sup>১</sup>গমপধা ন°গমা পধনা° গমপধা | <sup>+</sup>না°  
ডিরিডিরি ডা ডিরি ডিরিডা ডিরিডিরি ডা

২৮। ছেড় সংযুক্ত তোড়া :—

<sup>+</sup>না°°° °°°° সা°°° °°°° | <sup>৩</sup>না°°° °°°° সা°°° °°°° |  
ডারারার রারারার ডারারার রারারার ডারারার রারারার ডারারার রারারার

<sup>০</sup>না°°° সা°°° রা°°° সা°°° | <sup>১</sup>গা°°° মা°°° গা°°° সা°°° I  
ডারারার ডারারার ডারারার ডারারার ডারারার ডারারার ডারারার ডারারার

+  
গা°°° মা°°° গা°°° সা°°° | পা°°মা °°গা° °সা°° রা°°গা |  
ভারারার ভারারার ভারারার ভারারার ভারারার রাৱারার রাভারার ভারারার

°  
°°মা° °পা°° মা°°° পা°°° | না°°° সর্গা°°° গা°°° ধা°°° I  
রাৱারার রাভারার ভারারার ভারারার ভারারার ভারারার ভারারার ভারারার

+  
মা°°পা °°গা° ধা°প° মা°গা° | রগা°°° ন্°°° সা°°° সা°°° I  
ভারারার রাৱারার ভারারার ভারারার ভারারার ভারারার ভারারার ভারারার

°  
পা°°° ন্°°° সা°°° সা°°° | ম্°°পা °°ন্°° °সা°° ন্°সা°° |  
ভারারার ভারারার ভারারার ভারারার ভারারার রাৱারার রাভারার ভারারার

+  
গা°°° ধা°°° ম্°°পা °°ধা°° | °ম্°° গা°°° স্°°° গ্°°° I  
ভারারার ভারারার ভারারার রাৱারার রাভারার ভারারার ভারারার ভারারার

°  
মা°°° পা°°° ন্°°° সা°°° | গা°°° মা°°° পা°°° ধা°°° |  
ভারারার ভারারার ভারারার ভারারার ভারারার ভারারার ভারারার ভারারার

+  
না°°° না°°° সর্গা°°° সর্গা°°° | গা°°° ধা°°° পা°°° পা°°° I  
ভারারার ভারারার ভারারার ভারারার ভারারার ভারারার ভারারার ভারারার

°  
র°স°র°স° গধপধা সর্গা°°° °ন্°সা°° | রা°°° °গ°মা পা°°° °প°ধা | না°°°  
ভিরিভিরি ভিরিভিরি ভারারার রাভারার ভারারার রাভারার ভারারার রাভারার ভা



## রাতের বিদায়

ভোরের সানাই ঐ বাজে গো

হল মোর যাবার সময়—রাতি কয়।

ফুলেরা ঘুমায়, নিঝুম আকাশ  
পাখীরা জাগেনি, ঘুমায় বাতাস,  
নীরব বনানী, এখন যাইতে হয়—রাতি কয়।

চুপি চুপি আসি, চুপি চুপি যাই,  
সদা শঙ্কা মনে পালিয়ে বেড়াই  
আলোরে করি, দিনেরে করি ভয়—রাতি কয়।

ধরণীতে আমি বড় ভালবাসি,  
ছায়ার আড়ালে তাই হেথা আসি,  
ক্ষণিকের সুখ, করিতে সঞ্চয়—রাতি কয়।

জাগে মাঠ বন সমীরণ বয়  
জাগে ফুলকলি ভীকু কিশলয়  
চলি গো চলি হইল সময়—রাতি কয়।

কথা—শ্রীপান্নালাল সেন

সুর—শ্রীমণিলাল সেনশর্মা

স্বরলিপি—কুমারী বীণা দাশগুপ্তা

II {সা ঞ্খা -১ সা | সা ঞ্খা মা -১ I গা -১ -১ মা | মা -১ ঞ্খা সা} I  
ভো রে ০ র সা ০ নাই ০ ঐ ০ ০ বা জে ০ গো ০

সা ঞ্খা -১ সা | দা -১ -১ দা I পা দা মা পা | গদা -১ -১ পা I  
হ ল ০ যে মো ০ ০ র যা বা র স ম ০ ০ ০ য

‘বি রা ম’ | ‘বি রা ম’ I ঞ্খা -১ -১ সা | সা -১ -১ -১ I  
রা ০ ০ তি কয় ০ ০ ০

বি রা ম | বি রা ম I ঞ্খা সা দা -পা | প্‌সা -১ -১ -১ I  
রা ০ তি ০ কয় ০ ০ ০

বি রা ম | বি রা ম II

II {পা দা -১ মা | পা দা সী -১ I পা দা -১ গা | সী -১ জ্ঞাসী সী I  
হু লে ০ রা | যু ০ মায় ০ নি বু ০ ম | আ ০ কা ০ শ

সী -১ ঞ্জী সী | গা দপা দা মা I মা গদা -১ পা | পা দা মা -১ I  
পা ০ খী রা | জা গে ০ নি ০ যু মা ০ ০ র | বা ০ তাস ০

মা -১ ঞ্জী সী | সী ঞ্জী দা -১ I মা গদা পা মা | গা গা মা -১ I  
নী ০ র ব | ব না নী ০ এ খ ০ ন যা | ই তে হয় ০

বি রা ম | বি রা ম I মা -১ -১ ঞ্জীসা | মা -১ -১ -১ I  
রা ০ ০ তি ০ | কর ০ ০ ০

বি রা ম | বি রা ম II

II {মা দা -১ পা | দা পা দা মা I মা গা -১ দা | পা দা মা -১ I  
হু পি ০ হু | পি আ সি ০ হু পি ০ হু | পি ০ বাই ০

সী সী গা সী | জ্ঞাসী -১ সী সী I পা গা -১ দা | পা দা মা -১ I  
স দা ০ শঙ | কা ০ ০ ম নে পা লি ০ রে | বে ডা ই ০

মা মা ঞ্জী সা | ঞ্জী -১ মা -১ I ঞ্জী গা -১ ঞ্জী | সা ন্ সা -১ I  
আ লো রে ০ | ক ০ রি ০ দি নে ০ রে | ক রি ডর ০

বি রা ম | বি রা ম I মা -১ -১ ঞ্জীসা | মা -১ -১ -১ I  
রা ০ ০ তি ০ | কর ০ ০ ০

বি রা ম | বি রা ম I সী -১ দা পা | সী -১ -১ -১ I  
রা ০ তি ০ | কর ০ ০ ০

বি রা ম | বি রা ম II

II {সী জ্ঞা -১ রা | জ্ঞা -১ ধা সা I মা জ্ঞা -১ জ্ঞা | ধা -১ সা সা I  
ধ র ০ গী | রে ০ আ যি ব ড ০ তা | ল ০ বা সি

পা পা -১ পা | গদা -১ পা মা I পা গা -১ গা | দা -১ পা পা I  
ছা রা র আ | ডা ০ ০ লে ০ তা ই ০ হে | ধা ০ আ সি

পা দা -১ মপা | সী -১ -১ -১ I সী সী গা দা | গা সী -১ -১ I  
ক গি ০ কের | অথ ০ ০ ০ ক রি তে ০ | সন্ চয় ০ ০

বি রা ম | বি রা ম I সী -১ দা পা | সী -১ -১ -১ I  
রা ০ তি ০ | কর ০ ০ ০

বি রা ম | বি রা ম II

II {সী জ্ঞা -১ -১ | ধা ধা সী -১ I সী জ্ঞা -১ -১ | ধা -১ সী -১ I  
আ গো ০ ০ | মা ঠ বন ০ স যী ০ ০ | রণ ০ বয় ০

সী জ্ঞা -১ -১ | রা জ্ঞা রা জ্ঞা I রা মা -১ জ্ঞা | ধা সী -১ -১ I  
আ গো ০ ০ | হু ল ক লি ডী ক ০ কি | শ লয় ০ ০

সাঁ খাঁ -াঁ সাঁ | সাঁ খাঁ মাঁ -াঁ I মাঁ -াঁ খাঁ সাঁ | সাঁ খাঁ মাঁ -াঁ I  
চ লি ০ গো | চ ০ লি ০ হ ০ ই ল | স ০ ময় ০

বি রা ম | বি রা ম I সাঁ -াঁ দাঁ পাঁ | সাঁ -াঁ -াঁ -াঁ I  
রা ০ তি ০ | কয় ০ ০ ০

বি রা ম | বি রা ম I মা -াঁ খাঁ সাঁ | মা -াঁ -াঁ -াঁ I  
রা ০ তি ০ | কয় ০ ০ ০

বি রা ম | বি রা ম I সা -াঁ দাঁ পাঁ | সা -াঁ -াঁ -াঁ I  
রা ০ তি ০ | কয় ০ ০ ০

### স্বর পরিচয়—

গানটির স্বরের বিশেষত্ব এই যে তাতে প্রত্যেক কলির পর আর প্রথম কলিতে অর্থাৎ ‘ভোরের লানাই’ এ ফিরে যেতে হবে না। যেভাবে ‘রাতি কর’ কথাটি স্বরবিজ্ঞাস করা আছে সে ভাবেই কেবল এই কথাটি প্রতি কলির শেষে নানা স্বরকে ভিত্তি করে স্বর করা হয়েছে তাই গাইতে হবে। গানটিতে লক্ষ্য করার বিষয় হল স্বরটি ক্রমে প্রায় প্রত্যেক কলিতেই একটু চড়াতে উঠে গেছে এবং যেখানে শেষ হয়েছে অর্থাৎ ‘হইল সময়’ কথাতে চরমে উঠেছে। তাতে মনে হবে যে রাত্রিকাল আশ্বে আশ্বে ক্রমেই সরে যাচ্ছে এবং পরে একসময় দূরে কোথায় প্রকৃতির অস্ত্রাঙ্গ শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে গেছে, কেবল আছে ‘রাতি কর’—মর্ত্যের স্বর।

গানটির স্বরে আছে যোগিয়া, ভৈরবী ও মাঝে মাঝে ‘মা’ স্বরকে ভিত্তি করে বারোয়ার স্বরবিজ্ঞাস। স্বরের ছন্দ একটি জন্ত অথচ কল্পন চলন ভঙ্গীর ছন্দ গ্রহণ করেছে। এরূপ স্বর বিজ্ঞাসকেই Descriptive Music বলা যায়। এ গানের সঙ্গে যে অর্কেস্ট্রা সঙ্গীত হবে অর্থাৎ কি কি বস্তু কিরূপ স্বর বিজ্ঞাস এ গানের সঙ্গে কখন কখন বাজাবে তার স্বরলিপি এখানে দেওয়া সম্ভবপর হল না।

## স্বরলিপি

### কাঞ্চি থানি—ত্রিভাল

কাঁধা করত মুসে রার ডগরমে

ক্যায়সে ঝাঁউ জল লেনা সাগরমে ॥

কর মোরোরী সারি চুড়িয়া তোড়ী

ভরি দেত ধুরি জল লেরি গাগরমে ॥

কহে নানক এ্যায়সে লঙ্গরমে ডরতে

ক্যায়সে বসেঁ। এ্যায়সে ব্রজকি নগরমে ॥

কথা—কবি গুরু নানক

সুর—৬পণ্ডিতপ্রবর শিবসেবক মিশ্র

স্বরলিপি—তদীয় ছাত্র শ্রীললিতমোহন দাস (ভমুবাবু)

ব্যবহার—গ জ, ন ৭,

বাদী—জ,

সহাদী—৭।

- II <sup>০</sup> ন্‌সা রজ্জা সা রা | <sup>১</sup> গ্‌সা গমা মা পমা | <sup>২</sup> পা -া গমা পদা | <sup>৩</sup> দপা মা জ্জা রসা I  
কাঁ ০ ০০ ধা ক | র ত মু ০ ০ ০ সে | রা ০ র ০ ০০ | ড ০ গ র মে ০
- <sup>০</sup> সা না সা নর্সর্সর্সা | <sup>১</sup> সা গা ধা পা | <sup>২</sup> গা -া মা রমপদা | <sup>২</sup> পা মা জ্জা রসা II  
ক্যা য় সে ঝাঁ ০০০ | ০ উ জ ল | লে ০ না সা ০০০ | গ র মে ০০
- II <sup>০</sup> পা পা গা মা | <sup>১</sup> পা মজ্জা মজ্জা মা | <sup>২</sup> পা না না সা | <sup>৩</sup> -া সা না সা I  
ক র মো রো | রী সা ০ রি | চু ডি ঝা তো | ০ রি ড রি
- <sup>০</sup> নর্সা রজ্জা রা সা | <sup>১</sup> গা ধপা গা মা | <sup>২</sup> রা -মা রমা পদা | <sup>৩</sup> দপা মা জ্জা রসা II  
দে ০ ০০ ত ধু | ০ রি ০ জ ল | লে ০ রি ০ ০০ | গা ০ গ র মে ০
- II <sup>০</sup> গা গা মা পা | <sup>১</sup> না না সা সা | <sup>২</sup> সা রা না সা | <sup>৩</sup> নর্সা রজ্জা রা সা I  
ক হে না ন | ক এ্যা র সে | লং গ র মে | ড ০ ০০ র তে
- <sup>০</sup> নর্সা রজ্জা রা সা | <sup>১</sup> ধনা সর্গা ধা পা | <sup>২</sup> রা মা রমা পদা | <sup>৩</sup> দপা মা জ্জা রসা II II  
ক্যা ০ ০ য় সে ব | সো ০ ০০ এ্যায় সে | ব্র জ কি ০ ০০ | ন ০ গ র মে ০

## কর্ণাটী রাগ রাগিণী \*

শ্রীমণিলাল সেনশর্মা

কোমল 'গ' ও 'ন' স্বর ব্যবহার করিয়া যে মেল হয় তাহার কর্ণাটী নাম 'কর হরপ্রিয়া মেল'। আধুনিক হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে ইহার নাম 'কাফি ঠাট'।

## করহরপ্রিয়া মেল ( কর্ণাটী )

রাগের নাম	আরোহণ	অবরোহণ
মনিরঝো—	সা রা মা পা গা সা	সাঁ গা পা মা জা রা সা
শ্রীরাগ—	সা রা মা পা গা সা	সাঁ গা পা ধা গা পা মা রা জা রা সা
মধ্যমাবতী—	সা রা মা পা গা সা	সাঁ গা পা মা রা সা
সিন্ধু-ধনাশ্রী—	সা রা জা মা পা গা ধা সা	সাঁ গা ধা পা মা জা রা সা
ধান বসন্ত—	সা জা মা পা গা সা	সাঁ গা ধা গা পা জা রা সা
কর্ণাক-ববালী—	সা রা মা পা গা সা	সাঁ গা ধা গা পা মা জা রা সা
পঞ্চম—	সা রা ধা গা পা সা	সাঁ গা ধা পা মা জা রা সা
দেবজয়ী—	সা জা রা জা মা পা ধা গা ধা সা	সাঁ গা ধা পা মা জা রা সা
সিন্ধবী—	গা ধা গা সা রা জা মা পা ধা গা	গা ধা পা মা জা রা সা গা ধা গা সা
মনোহরী—	সা জা রা জা মা পা ধা সা	সাঁ ধা পা মা জা রা জা সা
শুদ্ধ বালালা—	সা রা মা পা ধা সা	সাঁ গা ধা পা মা জা রা সা
শুদ্ধ ভৈরবী—	সা জা রা মা পা গা ধা গা সা	সাঁ গা ধা পা মা রা জা মা রা সা
কাফি—	সা রা জা মা পা ধা গা সা	সাঁ ধা পা মা রা জা মা রা সা
ঐ মতান্তরে—	সা রা জা মা পা মা জা রা জা মা পা ধা গা সা	সাঁ গা ধা পা মা জা রা সা
পল মকেরৌ—	সা জা মা ধা সা	সাঁ গা ধা পা মা জা রা সা
ঐ মতান্তরে—	সা জা মা পা মা ধা জা মা ধা সা	সাঁ গা ধা পা মা জা মা রা সা
জয় মনোহারী—	সা রা জা মা ধা সা	সাঁ গা পা মা জা রা সা
নায়কী—	সা রা মা পা ধা গা পা সা	সাঁ গা ধা পা মা জা রা সা

\* কয়েকটি মেল প্রকাশ করিয়া এই প্রবন্ধ বন্ধ করিয়াছিলাম এই ভাবিয়া যে ইহা পাঠকবর্গকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না। কিন্তু কয়েকজন সঙ্গীত রসিক বন্ধুর একাধিক অনুরোধে পুনরায় লিখিতে বাধ্য হইলাম।

কর্ণাটী রাগিণীর আরোহণ ও অবরোহণ 'Capt. Day's Music Instruments of Southern India' (প্রায় আশী বৎসরের পুরাতন) পুস্তক হইতে ও 'হিন্দুস্থানী রাগরাগিণী' পণ্ডিত ভাতখণ্ডে মতাবলম্বী 'অভিনব রাগমঞ্জরী' হইতে উদ্ধৃত হইল।

রাগের নাম	আরোহণ	অবরোহণ
বসন্তী—	সা রা জা মা পা গা ধা গা সী	সী গা ধা মা পা মা জা রা সা
মজেরী—	সা রা জা মা পা গা সী	সী গা ধা মা জা রা সা
নাগেশ্বরী—	সা রা মা পা ধা পা গা সী	সী ধা গা পা ধা মা জা রা জা সা
ভোগ কানাড়া—	সা রা জা মা ধা গা সী	সী গা ধা মা জা রা সা
বৃন্দাবন সারঙ্গ—	সা রা মা পা গা সী	সী গা পা মা রা জা মা রা সা
অরুণ চন্দ্রিকা—	সা জা মা পা গা সী	সী গা পা ধা পা মা জা সা
দেব মুখারী—	সা রা জা মা পা ধা গা সী	সী গা ধা মা পা মা রা জা মা রা সা
সম মুখারী—	সা রা জা মা পা ধা গা সী	সী ধা গা ধা মা পা মা জা সা
গুধান পল—	সা রা জা মা পা ধা সী	সী গা ধা মা জা রা জা রা সা
দরবার—	সা রা মা পা ধা গা সী	সী গা ধা পা মা পা ধা পা জা রা সা
ঐ মতান্তরে—	সা রা মা রা পা ধা গা সী	সী গা ধা পা মা জা রা সা
সারঙ্গ রাম—	সা রা মা ধা গা পা সা	সী গা ধা জা রা সা
দেব মনোহারী—	সা রা মা পা গা ধা গা সী	সী গা ধা পা মা জা রা সা

### কাফি ঠাট ( হিন্দুস্থানী )

- কাফি—প্ সা, রজা, মা পা, ধা গসী, সী গা ধা পা, মজা, রসা।
- সৈন্ধবী—সা, রা মা পা, ধা, সী, গা ধা পা মা জা, রা সা।
- সিদ্ধুরী—মপা, নসী, রজা রসা গা ধা পা মা জা, রা সা।
- ধনাশ্রী—প্ সা, জা মা পা, ধা পা, গা ধা পা, জা, পা জা, রা সা।
- ভীমপলাশী—প্ সা মা, জা মা, পা, গা সী, গা ধা পা মা, জা রা সা।
- ধানী—প্ সা জা, মা পা, গা সী, সী গা পা, মা জা সা।
- পটমঞ্জরী—প্ সা, রা সা, প্ ধ্ প্ সা, রা সা, পা, ধা জা, রা জা মা জা, রা সা।
- দ্বিতীয় পটমঞ্জরী—সা গা, মা গা, রা সা, রা সা, প্ ধ্ প্ রা গা সা, পা মা গা, রা সা।
- পট দীপকী—পা জা, মা জা, রা সা, ন্ সা, গা মা, পা গা মা, গা ধা পা, মা গা মা, জা রা সা।
- হংসকঙ্কনী—সা গা, মা পা, জা রা সা, প্ সা, জা, মা পা, মা, পা গা।
- পিলু—ন্ সা, জা রা, ন্ সা, পা, মা পা, জা, ন্ সা, ধা ন্ সা প্।
- দ্বিতীয় পিলু—ন্ সা, জা ধা সা, ন্ সা, ন্ সা, ন্ সা প্, ধা ন্ সা, জা।
- বাগেশ্বরী—সা, প্ ধ্ প্ সা, মা জা, মা ধা গা ধা, মা জা রা সা।
- সাধনানী—গা ধা পা, মা পা, সী, গা পা, মা, পা জা মা, রা সা।
- সুহা—প্ সা, জা মা, পা গা মা পা, সী, গা পা, মা পা, জা মা, পা জা মা, রা সা।
- অপর সুহা—প্ সা, মা রা, সা, প্ সা, জা মা, পা মা, জা মা, প্ সা, সী, দপা পা, মা পা, জা মা, রা সা।

সুঘরাই—ধা পা, সা রা, না সা, রা, জা, মা, রা সা, গা পা, মা পা, জা মা, রা, সা।  
 নারকী কানাড়া—গা পা, মা পা, সা গা পা, মা পা, জা, মা পা, জা মা, রা সা।  
 দেবসাগ রাগ—গা সা, মা রা, পা মা, গা পা, সা, গা পা, মা পা, জা মা, রা সা।  
 বহার—না সা জা মা পা জা মা, ধা, না সা, গা পা মা পা, জা মা, রা সা।  
 বৃন্দাবনী সারঙ্গ—না সা, রা, মা পা, না, সা, গা পা, মা রা, সা।  
 মধ্যমাদি সারঙ্গ—রা, মা পা, গা সা, গা পা মা রা, সা।  
 সামন্ত সারঙ্গ—পা, মা পা, গা পা, মা রা, সা, রা, মা পা, গা ধা পা।  
 শুদ্ধ সারঙ্গ—সা, রা মা রা, পা, জা পা, গা পা, মা পা, মা রা, সা।  
 মীরা সারঙ্গ—সা, না সা, ধা না, গা ধা না সা, রা, পা মা রা, সা।  
 বড়হংস সারঙ্গ—গা পা মা রা, সা, রা মা, পা, গা পা, না সা, গা, পা মা, রা, সা।  
 শুদ্ধ মল্লার—সা রা মা, পা রা পা, ধা সা, ধা পা মা, সা রা মা।  
 মেঘ রাগ—রা মা, রা সা, না পা, না সা, রা, মা রা, পা, রা মা, রা, সা।  
 মীরা মল্লার—রা মা, রা সা, গা গা, মা গা, গা ধা, গা ধা, না সা, পা জা, মা, রা, সা।  
 সুর মল্লার—না সা, রা মা, পা মা, গা ধা পা, না সা, গা পা, মা রা, সা।  
 গোড় মল্লার—সা গা পা, মা পা, ধা সা, গা পা, মা পা, জা মা, রা, সা।  
 দ্বিতীয় গোড় মল্লার—রা গা রা, মা, গা রা সা, মা পা ধা সা, ধা পা মা গা।

## গান

### ঐননীপোপাল চৌধুরী

যখন	সোনার রোদে ঢুলছিল মোর ছিন্ন হারের মালা,	তুমি	যার জীবনে এনে দিলে চির দুঃখের মেলা,
তখন	ফুরিয়ে গেছে শান্তি ধারা পূর্ণ দুঃখের ডালা!	এবে	কোন পরাণে খেলাও তারে কশিক অখের খেলা?
হঠাৎ	ক্যাপা হাওয়ার চেউ লেগে যে, বাঁশী তোমার উঠল বেজে,	যার	অঙ্ককারে যাবে জীবন, দাওগো তারে অভয় চরণ,
তখন,	হুজ হ'ল গছে গানে বিধ অয়ের পালা।	ভাবি,	এই কি তোমার ধূলী প্রভু স্বধা বিধে ঢালা!



## স্বরলিপি

## মিশ্র ভীমপলত্ৰী—দাদরা

বিজ্ঞান পথের বন্ধু আমার

জানি জানি দিবেই দেখা,

পথের মাঝে পথিক বেশেই

আসবে তুমি এগিয়ে একা।

তাইত' সদাই সজাগ আঁখি

সাবধানেতে মুক্ত রাখি',

এগিয়ে চলি সমুখ পানে

লক্ষ্য করি ধূসর রেখা।

চেয়ে চেয়ে সবার পানে

মিলিয়ে দেখি মনের কোনে,

ছায়ায় ঢাকা আছে যে মুখ

মিলছে কিনা তারি সনে।

চিন্বে কবে সেই সে হাসি

মূল্য দিয়ে অশ্রুমাণি,

বাষ্প ভরা আঁখির পাতে

উঠল ফুটে রূপের লেখা।

—“সন্ধ্যাতারা”

কথা ও মুর—ত্ৰীপ্রসাদ বসু

স্বরলিপি—গৌরী সেনগুপ্তা \*

II	পা	পা	গণা	পা	মজ্জা	-রসা	I	সরা	-গ্	সা	-গমা	গা	মগা	-মা	I			
	বি	জ	ন	০	প	ধে	০	০	ব	০	ন	০	ধু	০	আ	মা	০	ব

পমা	পা	-পা	মগা	মা	-গমা	I	গমপা	মজ্জা	-জ্জা	রা	সা	-রা	I	
জা	০	নি	০	জা	নি	০	দি	০	০	বে	০	দে	খা	০

সা	রসা	রসা	গ্	ধ্	-গ্	I	সগা	গা	মা	গা	মগা	মা	I
প	ধে	০	র	০	মা	০	প	০	ধি	ক	বে	শে	০

পা	-ধপা	গণা	ধা	পা	-পা	I	ধধা	পা	মা	গা	মগা	-মা	II	
আ	স	০	ধে	০	তু	মি	০	এ	০	গি	য়ে	এ	কা	০

জানি জানি দিবে দেখা.....ইত্যাদি ॥

\* কুমারী গৌরী সেনগুপ্তা নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতার স্বরলিপি বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

II {পা ধপা গধপা | ধা পমগা মা I পমা না গমা | না স'না -স' I  
তা ই০ ত০০ | স দা০০ ই স০ জা গ | আঁ ধি০ ০

স' র'স' ম'জা | র' স' - I র'রা -গা গা | ধা পা -পা I  
না ব০ ধা | নে তে ০ য়০ ০ জ রা ধি ০

পনা না না | না না -ধা I না স' স' | না স' - I  
এ০ গি য়ে | চ লি ০ স য় থ | পা নে ০

নস'র' -র' স'না | ধা পা - I পধা পা মা | মগা মগা -মা II  
ল০০ ০ ক্য | ক রি ০ য়০ স র | রে থা০ ০

জানি জানি দিবে দেখা.....ইত্যাদি।

II { স'না না -না | না না -ধা I না সা সা | না সা -সা I  
চে য়ে ০ চে য়ে ০ স বা র | পা নে ০

ম'গা -র'জা জা | রা জা -জা I র'জা ম'জা -ম'জা | রা সা -রা I  
মি০ ০ লি য়ে | দে ধি ০ য়০ নে০ ০ য় | কো নে ০

র'গা গা গা | গা গা -রা I গা মা -মা | গা মগা মা I  
জা০ রা র | জা কা ০ আ ছে ০ বে য়০ থ

মপা -মপা মা | জর' জা -জা I র'জা ম'জা -ম'জা [রা সা -সা]  
মি০ ০ লু ছে | কি০ না ০ তা০ রি০ ০০ | রা সা -রা } II  
স নে ০

II {পা -গা পা | মা জমা জমা I পা -না নসাঁ | না সাঁ -সাঁ I  
চি ০ ন ব সে ই ০ সে ০ হাঁ সি সে ০ হাঁ সি ০

নসাঁ -রজাঁ জাঁ | রাঁ সাঁ -াঁ I রাঁ -গা গা | ধা পা -পা I  
মু ০ ০ ০ ল্য দি য়ে ০ অ ০ ঞ্চ রা নি ০

পনা না না | না না -ধা I না সাঁ -সাঁ | না সনা -সাঁ I  
বা ম প ভ রা ০ আঁ থি ব পা তে ০ ০

নসাঁ রাঁ -গা | ধা পা -াঁ I ধা পা -মা | গা মগা -মা II  
উ ০ ০ ঠ্বে ফু টে ০ রু পে র লে থা ০ ০

জানি জানি দিবে দেখা...ইত্যাদি।

## বাণী সঙ্গীত

শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘটক

আজি, এসগো জননী এস বীণাপানি

বিষ মুহূর্ত ধারিণী

মোরা, পূজিব তোমার চরণ যুগল

এস মাগো শেত-বরণী।

কণ্ঠে শোভে তব মণিমুক্তা হার,

কর হ'ত ওঠে বীণারি ঝঙ্কার,

এস এস ওগো ভারতি ভারতে—

জান বিদ্যা বুদ্ধি দারিণী।

তব লাগি আজ ভারত সন্তান,

সাজায়েছে ডালা দিতে অর্ঘ্য দান,

লহ গো জননী দীনেরি অঞ্জলি—

লহ গো হাস-বাহিনী।

—“রূপালী”

## মৃদঙ্গাচার্য্য শ্রীদীননাথ হাজরা মহাশয়ের কয়েকটি বোল

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

শ্রীকানাইলাল হাজরা

## ধামার বা ধর্মতাল

ধামার তালে ১৪ মাত্রা দিলে অতি সহজ হয়। ইহা তেওয়ারি তালের বিশৃঙ্খল, রূপক ও আড়া চৌতাল যদিও ইহার অন্তর্গত বটে তথাপি ছন্দের বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। তেওয়ারি ছন্দেও ১৪ মাত্রার হিসাবে ধামার তাল সঙ্গত করা প্রথম শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। প্রথম মাত্রায় সম, পরে ছয় মাত্রার উপর একটি তাল ও ১১ মাত্রার উপর একটি তাল। এইরূপ নিয়মে গায়কেরা তিনটি তাল দিয়া থাকেন।

## ঠেকা

+     ১     ১  
১। ধা   বেঁড়ে   নাগ্   বেঁড়ে   নাগ   বেঁড়ে   নাগ।

প্রকারান্তরে—

+     ১     ১  
ধা   বেঁড়ে   নাগ   তেটে   কতা   গদি   ঘেনে।

ধামার ও তেওয়ারি উভয়ের এক বোলে সঙ্গত করা যায়, ঝাঁপতালও কৌশলক্রমে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

## পরম

+     ১  
ধা   তেটে   তেটে   বেঁচে   তেটে   গদি   ঘেনে

+     ১  
তাগে   তেটে   তেটে   কেঁড়েখা   কেটে   গদি   ঘেনে।   আছে।

## রেল

+     ১  
ধাৎ   ধেনাগ্   ধেনাগ   ধেনাগ

+  
জেকে   ধেনাগ   খেটেতেটে   গদিঘেনে।   ধা

## বোল

+     ১  
খেটে   তেটে   তেটে   তেরে   কেটে   তাগে   তেটে

+     ১  
কতা   ঘেঁবে   তেটে   কতা   কৎ   তেরে   কেটে   তাকতা

+     ১  
ধেৎ   তা   দেৎ   ধাগে   তেটে   তাগে   তেটে

+     ১  
তাগে   দিগ্   নাগে   তেটে   কতা   গদি   ঘেনে।

## তেহাই

+     ১  
ধা   দেন্   তা   তেটে   কতা   গদি   ঘেনে

+     ১  
ধা   দেন্   তা   তেটে   কতা   গদি   ঘেনে।   ধা

ধামার সাত মাত্রায় ছয়টি পূর্ণ মাত্রা আর দুইটি অর্ধ মাত্রায় এক মাত্রা।

যথা—     +     ০     ১     ০     ১     ০  
           ১     ১     ১     ১     ১     ১

ইহাতে তিনটি তাল ও তিনটি শূন্য ও দুইটি অর্ধমাত্রা

ঠেকা ষথা—

+ ৮ | ১ | ১ | ৮ ১ |  
ক খেটে খেটে ধা গদিনে দেনে তা

তেওয়ার ঠেকা—

তেওয়ার ৩০ সার্ব্ব জিমাআ বা সাত মাত্রার তাল  
কহে। ইহাতে তিনটি আঘাত।

ষথা—

+ ধা ঘেঁড়ে নাগ ঘেঁড়ে নাগ ঘেঁড়ে নাগ  
আড়ি

+ ধা গেদে ঘেনে ধাগে তেটে তেটে কজেকে

১ খেকেটে গ্রেদেন তানেধা গ্রেদেন তানে ধা  
গ্রেদেন তানে | ধা

ছহাতি আড়ি ( বাঁটের সময় )

+ কভাগ্ দিঘেনে নাগেনে জেগে গেদা ঘেনে

১ কান্ ধেং তা খেটেং তাগিনে তাকে

১ খেকেটে কান জেগে গেদাঘেনে | ধা

ক্রমশঃ

## মুদঙ্গ বাদন

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

জীদেবেজনাথ দে ( সুবোধবাবু )

কাঁপ তাল

+ ৩৬২। তাবেয়া ধা কতা ঘেনে তাদেং খুননা ঘড়ান

+ ঘড়ান ঘড়ান ধা

+ ৩৬৩। কং তেটে খেতা ঘেনে নাগ ধা ঘেনে নাগ

+ তেরেকেটে তাগ তেরেকেটে ধা

+ ৩৬৪। ঘেন তেরেকেটে তাগ গদিঘেনে নাগ কতা

+ কতা কজেকেটে তাগ দেং ধা

+ ৩৬৫। ধাগে তেটে ধাগে নাগ তেটে কজেকেটে

+ তাগ জেকেটে তাগ দি কেটে তাগ ধা

+ ৩৬৬। ধা তেরেকেটে তাগ তেরেকেটে তাগ তেরেকেটে

+ তাগ তাগ তেরেকেটে তাগ তেরেকেটে তাগ

+ তেরেকেটে তাগ ধা

+ ৩৬৭। ধাগে তেটে খেটে কতা ঘেনে নাগ দিগ

+ তাগ তেটে কতেটে তাগেনে তাগে তেটে

+ ৩৬৮। খেটে তেটে কতা কতান কতান দেং ধা

ক্রমশঃ

## স্বরলিপি

ভৈরবী-দাদরা (জলদ)

হাঁরে মোরে বাঁকে বনওয়ারী, মায় চেরি তেহারী  
কঁহি মেরা ভুলা নাহি ধ্যান।  
এ কহিঁ মেরা ভুলা নাহি ধ্যান,  
মোরে দিলকো ভাঁতা নাহি প্রাণ।  
পেয়ারে যোগিকে মায় যোগন্ বহুজি,  
গেরুয়া রঙ্গাউ বিধান।  
দাসী চরণোকি বনকে মায়, সেরা করুঁ,  
(দাসী চরণোমে তেরে, মায় বনকে রহুঁ)  
মোরে দিলকো ছুখানা না জগ্‌মে হাঁসানা,  
জিলানা এ বেলি হয় রস্কি বনি।  
আন পড়ি মোপে বিপ্তা বিশ্বরত ধ্যান,  
মোরে দিলকো ভাঁতা নাহি প্রাণ ॥

স্বর—মাষ্টার পূরণ (কোরিস্থিয়ন থিয়েটার)

স্বরলিপি—শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী (গোপাল বাবু)

ঠেকা—১। ধা ধি না ধা তি না ধা... ২। ধা ধিন্ ধাড়াঘেনে | তা তিন্ তাড়াকেনে | ধা.....

## আল্‌তাহারী

II	[জাখা]	জা	খা	সা	গ্	সা	I	সা	মা	মা	মা	মা	I
	ই	০	রে	মো	০	রে		বা	০	কে	০	ব	ন্
	মা	পা	মপা	দা	পা	মা	I	মজরা	রা	মজা	জা	মা	-I
	ও	রা	রী ০	০	ম্য	র		চে ০	০	রি ০	০	তে	০
	জা	রা	জা	সা	খা	সগ্	I	সা	খা	জা	মা	জা	-I
	হা	০	রী	ক	০	হি ০		মে	০	রা	০	তু	০
	খা	সা	গ্	দ্	গ্	-I	I	সা	(খা	জা	মা -I	মা)	সা সা I
	লা	০	না	০	হি	০		খা	(০	০	০ ০	ন)	০ ন

“-া -া -া”} | {গ্ স্ জন্মা পা I দা -া দা | দা -া দা I  
০ ০ ০ | এ ০ ০ ০ ০ ক ০ হি | মে ০ রা

-া দা -া | দা -া দা I পা মা -া | গা মা পা I  
০ হু ০ | না ০ না ০ হি ০ | ধা ০ ০

দা পা মা | গা গমা মা I সা পা মা | জা রা মজা I  
০ ০ ০ | ০ ০ ন মো ০ রে | দি ল কো

জা -া ধা | সা -া গ্ দ্ I দ্ গ্ -া | সা (ধা জা I  
০ ০ ভা | তা ০ না ০ হি ০ | প্রা (০ ০

জন্মা মা মা) সা সা | “-া -া -া”} I জ্ধা জা ধা | ... ...  
০০ ০ ০) ০ ০ | ০ ০ ০ হা ০ রে

সা -া সা | “-া -া -া” II  
ধা ০ রে | ০ ০ ০

### অন্তরা

II পা পা মজা | জা মা -া I জ্ধা ধা সধা | সা সগ্ গ্ I  
পে মা রে ০ | ০ মো ০ গি ০ ০ কে ০ | ০ মা ০ র

সা -া জা | জজা মা -া I জন্মা পদা দা | পা -া -া I  
মো ০ গ | ০ ন ব ০ হ ০ ০ ০ | দি ০ ০

মা	মা	পা		-	দা	-	I	সর্গা	সর্গাধ	-		পা	-	দা	I
গে	ক	রা		০	র	০		দা	০	০		উ	০	বি	

(পা	-	ধা)		পদা	গর্গা	ধা	I	{	গর্গা	-	সর্গা		সর্গা	সর্গা	সর্গা	I
(ধা	০	ন)		ধা	০০	ন			দা	০	সী		চ	র	গো	
									দা	০	সী		চ	র	গো	

-	সর্গা	-		গা	ধা	গা	I	-	মা	-		পা	দা	দা	I
০	কি	০		ব	ন	কে		০	মায়	০		সে	০	০	
০	মে	০		তে	০	রে		০	মায়	০		র	ন	০	

সর্গা	সর্গাধ	দা		(পদা	গর্গা	ধা)	I	দা	পা	-}	[জমা]	{	গমা	পপা	দা	I
বা	০	ক		ক	০০	০		০	ক	০		{	মো	০০	রে	
কে	০	র		হ	০০	০		০	হ	০						

দা	দা	দা		-	দা	-	I	দা	-	দা		পা	মা	-	I
দি	ল	কো		০	ছ	০		খা	০	না		০	না	০	

গা	না	গা		-	দা	পা	I	-	গমা	-}	{	"-"	সর্গা	সর্গা	I
জ	গ	বে		০	হা	না		০	না	০			জি	না	

ধা	পা	-		মা	-	-	I	জা	ধা	সা		-	গ	গ	I
০	না	০		এ	০	০		বে	০	লি		০	হা	র	



সা	ঝা	-া		মজ্জর	জা	মজ্জার	I	সা	-া	-া}		ঝা	-া	সা	I
র	স	০		কি	০	ব		নি	০	০		আ	০	ন	

গা	সা	জা		মা	-া	জা	I	মা	পা	জা		মা	দা	গা	I
প	ড়ি	মো		পে	০	বি		প	ভা	বি		স	র	ক	

সা	গা	দা		পা	মা	জা	I	ঝা	সা	সা		সা	পা	মা	I
খা	০	০		০	০	০		০	০	ন		মো	০	রে	

জা	রা	রা		জা	মা	গা	I	ঝা	সা	গা		-া	গা	-া	I
দি	০	ল		কো	০	ভা		তা	০	না		০	হি	০	

সা	ঝা	জা		মা	-া	মা	II
প্রা	০	০		০	০	৭	

## গান

### শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর বি-এ

আমার সোণার বাংলা মাগো

আমি তোমার ভালবাসি

তোমার মুখের মধুর হাসি

যায় কি তোলা, অবিদ্যায়

পরশ লোভী তাই তো আমি

তোমার বৃকে কিরে আসি,

তোমার নদীর তটের কোলে

জটিল বটের মাথা দোলে

কাশ কুহুমে মাথা তোলে

ভ্রামল মেহে উল্লাসি'।

আকাশ ভরা জোছনা আলো

দখিনা হাওয়া মন ভুলানো

ধানের খেতে সোণার আলো

লুটিয়ে প'ড়ে উল্লাসি'।

তোমার মেহের আঁচল ছাড়ি

চাইনা হতে পরবাসি

আমার সোণার বাংলা মাগো

আমি তোমার ভালবাসি।

## তিনানা

## ভূপালী—জলদ-ত্রিতাল

দেরে দেরে তাদিয়ানা রে তা জিম্ তা জিম্ তা ।  
 নানা দেরে তা দা রে দানি তা না না,  
 দেরে না তা না না দেরে না তা না না,  
 তা না তোম্ দেরে তা রে দানি ॥

না দের্ দের্ জিম্ দের্ দের্ দের্ জিম্ জিম্ তা না না,  
 তা হুম্ দেরেনা তা হুম্ তা দেরেনা তা রে দানি,  
 না দের্ দের্ জিম্ দের্ দের্ জিম্ জিম্ তা না না,  
 তা না তোম্ দেরে তা রে দানি ॥

রচনা—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত ।

স্বর ও স্বরলিপি—শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ।

## অস্তারী:

II <sup>০</sup> ধা ধা পা পা | <sup>১</sup> গা রা সা রা | <sup>+</sup> পা -গা -া পা | <sup>০</sup> গা -রা -া সা I  
 দেরে দেরে তা দি রা না রে তা জি ম্ ০ তা জি ম্ ০ তা

সা সা সা সা | সা গা রা গা | গা রা সা সা | সা সা সা রা I  
 না না দে রে তা দা রে দা নি তা না না দে রে না তা

রা রা সা সা | রা গা গা গা | গা রা গা পা | গা রা সা সা I  
 না না দে রে না তা না না তা না তোম্ দেরে তা রে দা নি

## অস্তরা

II <sup>+</sup> গা গা গা পা | <sup>০</sup> -া পা পা পা | <sup>০</sup> সা -ধা -া সা | <sup>১</sup> -া সা সা সা I  
 না দের্ দের্ জিম্ ০ দের্ দের্ দের্ জি ম্ ০ জিম্ ০ তা না না

সা সা -রা রা | রা রা রা রা | গা রা সা সা | সা ধা পা পা I  
 তা হ্ ম্ দে রে না তা হুম্ তা দে রে না তা রে দা নি

সা সা সা গা | না পা পা পা | সী -ধা -রী সী | -সী ধা পা পা ।  
না দেব্ দেব্ ত্রিম্ | ০ দেব্ দেব্ দেব্ | ত্রি ০ ম্ ত্রি | ম্ তা না না

গা রা গা পা | গা রা সা সা II  
তা না তোম্ দেরে | তা রে দা নি

ভানঃ—

১। <sup>+</sup>সরা -গপা -ধসী -ধপা | <sup>০</sup>-ধপা -গপা -রগা -সরা II  
আ০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০০

২। <sup>+</sup>গপা -ধসী -রগী -রসী | <sup>০</sup>-ধসী -ধপা -গরা -সরা II  
আ০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০০

৩। <sup>০</sup>গরা -গপা -ধসী -ধপা | <sup>১</sup>-ধপা -ধসী -রগী -রসী | <sup>+</sup>-ধপা -গপা -গরা -সরা |  
আ০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০০

<sup>০</sup>-সরা -গপা -গরা -সরা II  
০০ ০০ ০০ ০০

৪। <sup>০</sup>সরা -গরা -গপা -ধপা | <sup>১</sup>-গপা -ধপা -গরা -গপা | <sup>+</sup>-ধসী -ধপা -গরা -গপা |  
আ০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০০

<sup>০</sup>-ধপা -গপা -গরা -সরা II  
০০ ০০ ০০ ০০

## বাণী-বন্দনা

ইমন-কল্যাণ—একতাল।

এস মা ভারতি বাণি ।

হৃদয়-সরোজে বিছায়ে রেখেছি কোমল আসন খানি ।

তোমার বীণার মধু ঝঞ্ঝারে

ডুবায়ৈ বিশ্ব অমৃত ধারে

অমল-রাতুল-কমল-গন্ধ-চরণে লহ মা টানি' ।

অস্তুরে দাও গান সুমধুর,

নীরব কণ্ঠে ভরি দাও সুর ;

প্রাণের আরতি বন্দনা তব গাহিব মা বীণাপাণি ।

নয়ন ভ্রমর ও রূপ ধেয়ানে

রহুক মাজিয়া তব নাম গানে ;

তোমার প্রসাদে মোহ যাবে দূরে মর্শ্বের ছুখ গ্রানি ।

কথা—শ্রীঅজিতনাথ লাহিড়ী

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী আলো সেন

II	{	সা	গা	রা		পা	মা	গা		সরা	সরগা	সা		সা	-	-		I
		এ	স	মা		ভা	র	তি		বা	০০০	বি		০	০	০		

সা	সরা	না		সা	গা	জা		পা	না	ধা		জা	ধা	পা	I
ছ	দ০	র		স	রো	জ		বি	ছা	য়ে		রে	থে	ছি	

সাঁ	গাঁ	রাঁ		সাঁ	না	ধা		ধনা	ধসাঁ	গবা		পজা	গরা	সন্	II
কো	ম	ল		আ	স	ন		খা	০০	০০		নি	০০	০০	

II পা ধা পা | সাঁ সাঁ সাঁ | সাঁ সাঁ সাঁ | সাঁ সাঁ সাঁ I  
তো যা য় বী গা র ম ধু ঝ ও কা রে

ধা ধা না | ধনা সঁরী রী | নসাঁ ধা পা | -সাঁ ধা পা I  
ডু বা রে বি০ ০ ০ খ অ০ য় ত ০ ধা রে

সাঁ সাঁ সাঁ | সাঁ সাঁ সাঁ | না না ধা | পসাঁ গরা গা I  
অ ম ল রা তু ল ক ম ল গন ০ ০ ধ

গা সাঁ ধা | না না না | সঁনা ধনা সঁরী | সাঁ -াঁ -াঁ II  
চ র গে ল হ মা টা০ ০ ০ ০ ০ নি ০ ০

II সাঁ সাঁ সাঁ | সাঁ রা না | সগা গা গা | যা গা -াঁ I  
অ ন ত রে দা ও গা ন হ় ম ধু র

সাঁ সাঁ সাঁ | পা সাঁ সাঁ | গা সাঁ পনা | ধনা পা -াঁ I  
নৌ র ব ক ন্ঠে ড় রি দা০ ০ ৩ হ় র

না না না | ধা পা পা | সাঁ পা সাঁ | গা যা গা I  
প্রা গে র আ র তি ব ন্ দ না ত ব

না রা গা | পা গা রা | না রা সা | -াঁ -াঁ -াঁ II  
গা হি ব মা বী গা পা ০ নি ০ ০ ০

II	পা	ধা	পা	সী	সী	সী	সী	সী	সী	সী	সী	I
	ন	য়	ন	ভ্র	ম	র	ও	রূ	প	ধে	য়া	নে
	ধা	ধা	না	ধনা	সঁরী	রী	নসী	ধা	পা	ক্কা	ধা	পা I
	র	হ	ক	ম০	জি০	য়া	ত০	ব	না	ম	গা	নে
	সী	সী	সী	সী	সী	সী	না	না	ধা	পক্কা	গরা	গা I
	তো	মা	র	প্র	সা	দে	মো	হ	যা	বে০	দু০	রে
	গা	ক্কা	ধা	না	না	না	সঁনা	ধনা	সঁরী	সী	-া	-া II II
	ম	ব	মে	র	হ	থ	গা০	০০	০০	নি	০	০

## সমালোচনা

সাত সাগরের পাঠের—কুমারী অমলা নন্দী প্রণীত। ১০নং চৌরঙ্গী রোড, ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কস্ হইতে ত্রিযুক্ত অশোক নন্দী কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২৮ টাকা।

কুমারী অমলা নন্দীকে আমরা নৃত্যকুশলা হিসাবেই জানিতাম, কিন্তু সাহিত্য-রচনাও যে তাঁর বিশেষ অধিকার আছে, তাহা আলোচ্য পুস্তকটি পাঠ করিলেই বেশ প্রতীয়মান হয়। এই পুস্তকখানি তাঁহার পিতার সহিত বিলাত ভ্রমণের কাহিনীগুলি সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভ্রমণ কাহিনী লিখিতে গিয়া অনেকেই শুধু কতকগুলি মনোহর দৃশ্যের বর্ণনা করিয়া থাকেন। কিন্তু আলোচ্য পুস্তকে লেখিকা তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি না দিয়া উক্ত দেশবাসীদের আচার পদ্ধতি, আহার বিহার প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবনের গতি-বিধিগুলিই বিশদরূপে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পুস্তকটি পাঠ করিলে বিলাতের অনেক অজাত বিষয়ও জ্ঞাত হওয়া যায়। লেখিকার রচনাভঙ্গী এবং ভাষার সমাবেশ সরল

ও সুপাঠ্য। বহু চিত্রে সুশোভিত, ছাপা ও বাঁধাই মনোরম। আশা করি পুস্তকখানি সাধারণের নিকট সমাদৃত হইবে।

ত্রিবিদ্যজুবর্ণ দাশগুপ্ত

গীতিকা—ত্রিহীনকুমারসেন প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী, ১৪নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

আলোচ্য পুস্তকে ৮২টি গান প্রকাশিত হইয়াছে। গানগুলি ভাব ও ভাষায় অনবদ্য হইয়াছে। স্বর সংযোগে গানগুলি সুগীত হইবে বলিয়া মনে হয়। লেখক সাহিত্য-ক্ষেত্রে নবাগত হইলেও রচনার মধ্যে তাহার বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি গানের পংক্তি নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম।—

যখন আমার ডাক দিয়েছ প্রিয়

তখন ঘরের বাঁধন ছিন্ন করে

বাহির হ'তে দিও।

\* \* \*

কেন দূরে থেকে কর ছলনা

চোখের ভাষায় কি কথা জানাও

মুখ ফুটে কেন বলনা।

\* \* \*

জীবন যখন ফুরায় যাবে

ক্লাস্ত দিনের শেষে

তখন তুমি সম্মুখে মোর

দাঁড়ায়ো বারেক এসে।

লেখকের রচনা-কৌশল প্রশংসনীয়। ছাপা ও বাঁধাই  
সুন্দর।

**টান্দনী চকু**—কাজী মোহাম্মদ মোজাক্ফর  
হোসেন কাফী প্রণীত ও নগরী, রাজসাহী হইতে রচিত।  
কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বারো আনা।

আলোচ্য পুস্তকে একশটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে।  
এই পুস্তকের কয়েকটি কবিতা আমাদের বেশ ভাল  
লাগিয়াছে। যেমন ‘আলমগীর’ ‘বিশ্বনবী’ ‘ইসলাম’

‘অতীত ও বর্তমান’ প্রভৃতি শীর্ষক কবিতাগুলি মন্দ হয়  
নাই। কয়েকটি কবিতার মিল রাখিতে গিয়া শব্দ  
সংযোগে সামান্য ত্রুটি ঘটয়াছে। আশা করি ভবিষ্যতে  
লেখক এবিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইবেন। পুস্তকের ছাপা  
ও বাঁধাই সুন্দর।

**চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মুখরোগের  
চিকিৎসা**—অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ আয়ুর্বেদ  
শাস্ত্রী প্রণীত। ঢাকা সাধনা ঔষধালয় হইতে শ্রীবীরেন্দ্র  
চন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

অধ্যাপক যোগেশবাবু চিকিৎসা বিষয়ক এই পুস্তক-  
খানি প্রকাশ করিয়া সাধারণের বিশেষ উপকার সাধন  
করিয়াছেন। পুস্তকখানি পাঠ করিলে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা  
ও মুখের ব্যাধি প্রভৃতির প্রতিকার ক্রিয়া সহজেই উপলব্ধি  
করা যায়। প্রতি গৃহস্থেরই পুস্তকটি গৃহে রাখা কর্তব্য।  
পুস্তকটির বহুল প্রচার কামনা করিয়া অধ্যাপক যোগেশ  
বাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

## সংবাদ

### পরলোকে মহামান্য সম্রাট পঞ্চম জর্জ

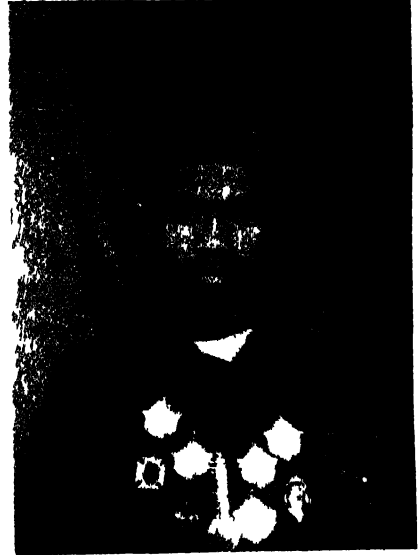
গত ২০শে জানুয়ারী রাত্রি ১১-৫ মিনিটে গ্রেট  
ব্রিটেনের অধীশ্বর এবং ভারতবর্ষের মহামান্য সম্রাট পঞ্চম  
জর্জ মাত্র একাত্তর বৎসর বয়সে আত্মীয় স্বজন, পুত্র  
পৌত্রাদিগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া পরলোক গমন  
করিয়াছেন।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন লণ্ডনের মার্লবরা হউসে  
সম্রাটের জন্ম হয়। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড ও সম্রাজ্ঞী  
আলেকজান্দ্রার পুত্র কন্যাগণের মধ্যে একমাত্র সম্রাট  
পঞ্চমজর্জই জীবিত ছিলেন। সম্রাটের শিক্ষারম্ভ মাত্র  
চারি বৎসর বয়সেই হইয়াছিল। বার বৎসর বয়সে তিনি  
(১৮৭৭ খৃঃ) ব্রিটানিয়া জাহাজে নৌবিদ্যা শিক্ষার জগ্ন  
আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ডিউক অফ টেকের

কন্যা রাজকুমারী মেরীর সহিত তাঁহার শুভ-পরিণয়  
হইয়াছিল। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ সম্রাট প্রথম  
ভারতবর্ষে শুভাগমন করিয়াছিলেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে  
সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যু হইলে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ২২শে  
জুন ওয়েস্টমিনিস্টার গির্জায় সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও মেরীর  
শুভ রাজ্যাভিষেক হয়। এই বৎসরেই ১২ই ডিসেম্বর  
দিল্লীর দরবারে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী ভারতে রাজ্যাভিষেক  
অমুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। ভারতে ইংলণ্ডের ভারত-  
সম্রাটের রাজ্যাভিষেক এই প্রথম। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে  
ইউরোপে মহাসমর বাধিলে ৪ঠা আগষ্ট ইংলণ্ড আর্মাদোর  
বিপক্ষে এই মহাযুদ্ধে যোগদান করিল। সম্রাটের মৃত্যুতে  
সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এক গভীর শোকোচ্ছ্বাস স্বতন্ত্র  
হইয়া উঠিয়াছে। সম্রাট ছিলেন প্রজাবৎসল ও প্রজাহৃদয়-

কারী। আজ সমগ্র পৃথিবী হারাইল একজন প্রকৃত  
মঙ্গলকামী মহাপুরুষকে। এই বিশ্বব্যাপী গভীর শোচ

হইয়াছে। শ্রীমানের বয়স মাত্র ১২ বৎসর আশা করি,  
সঙ্গীত-চর্চায় শ্রীমান্ তাহাদের বংশ-মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে



নিবেদনে যোগদান করিয়া আমরা তাহার অমরাত্মাব  
প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করিতেছি।

### পরলোকে মন্থননাথ দে

আমরা গভীর দুঃখেব সহিত জানাইতেছি যে চাঁপাতলা  
নিবাসী প্রবীন শ্রীযুক্ত মন্থননাথ দে মহাশয় আর ইহলোকে  
নাই। গত ২২শে জ্যৈষ্ঠ বৃদ্ধবার প্রাতে আত্মীয়-  
বর্গকে শোক সাগরে নিমজ্জিত করিয়া মাত্র ৭০ বৎসব  
বয়সে তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন। স্বর্গীয় মন্থননাথবাবু  
বঙ্গীয় বৈষ্ণব স্ত্রীধর সভার একজন বিশিষ্ট বর্ষীয় ও সভ্য  
ছিলেন। তাহার মৃত্যুতে উক্ত সভার যে কিরূপ ক্ষতি  
হইল, তাহা অবর্ণনীয়। আমরা তাহার শোকসন্তপ্ত  
পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানাইয়া পবিত্র আত্মার  
শান্তিকামনা করিতেছি।

### সঙ্গীত-সাধনার বাঙ্গালী বালকের কৃতিত্ব

গত নিখিল-বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় সঙ্গীত বিশারদ  
স্বর্গীয় রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান  
অশেষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতের ছয়টি  
বিভাগীয় প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।  
তাহার এই কৃতিত্বের জন্য সাধারণ কর্তৃক দুইটি এবং  
নিখিল-বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতা হইতে ৭টি পদক প্রাপ্ত

সক্ষম হইবে। ঈশ্বর সমীপে বালকের ক্রমোন্নতি কামনা  
করিতেছি।

### সঙ্গীত জন্ম

গত ১৬ই মাঘ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীসবস্বতী পূজা  
উপলক্ষে কালীঘাট সঙ্গীত-কলাপীঠ ভবনে উক্ত সঙ্গীত  
কলাপীঠেব সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপদ ভট্টাচার্য্যের পরি-  
চালনায় একটি সঙ্গীত জন্ম হইয়া গিয়াছে। উক্ত  
জন্মসময় প্রথমে সঙ্গীত-চর্চায় শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী  
চট্টোপাধ্যায়ের ছাত্র শ্রীযুক্ত সত্যীশচন্দ্র সবকার খেয়াল গান  
করিয়া সকলকে আনন্দ দান করেন। তৎপরে কুমারী  
বীণাপাণি ঘটক কুমারী স্বর্ণাবালী সাহা ও কুমারী মণিকা  
সাহার গান ভাল হইয়াছিল। সঙ্গীত-চর্চায় শ্রীযুক্ত বিপিন  
বিহারী চট্টোপাধ্যায়ের ছাত্র শ্রীযুক্ত সুধীবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়  
স্বমধুর টপ্পা গান গাহিয়া সকলকে আনন্দ দান করিয়া-  
ছিলেন। সঙ্গীত-চর্চায় শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্তী  
মহাশয়ের ছাত্র শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ তট্টাচার্য্য খেয়াল ও ঠুংরী  
গান গাহিয়া সভাস্থ ভক্তমহোদয়গণকে মুগ্ধ করেন, তৎপরে  
কুমারী রেণুকা সাহা এবং প্রসিদ্ধ সেতার বাদক শ্রীযুক্ত



অবিনাশচন্দ্র দাসের (হাসাবাবু) স্বমধুর সেতার বাজ বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। অতঃপর নিউ থিয়েটার্সের প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুত পাহাড়ী সাম্মাল মহাশয় খেয়াল ও বাংলা গান গাহিয়া সকলের আনন্দবর্ধন করেন। তৎপর শ্রীযুত ভূপতিচরণ মুখোপাধ্যায়ের স্বমধুর গানের পর সভা ভঙ্গ হয়। সকলের সহিত তবলা সঙ্গত করিয়াছিলেন শ্রীযুত বিবেশ্বর ভট্টাচার্য। একাধারে গানের সহিত সঙ্গত ও যন্ত্রের সহিত সাজ-সঙ্গত শুনিয়া সকলেই বিবেশ্বরবাবুকে প্রশংসা করিয়াছেন।

### হিন্দুস্থান সভা

গত ২৬শে আশ্বিনী হাওড়া, শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরী হল-গৃহে হিন্দুস্থান সজ্জের উদ্বোধনে তাঁহাদের শিল্প-প্রদর্শনীর ২য় বার্ষিক অধিবেশন সূচকরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই প্রদর্শনীতে হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুরের দারোদ্বাটন করিবার কথা ছিল, কিন্তু বিশেষ কোন কার্যবশতঃ যত্নে তিনি উপস্থিত হইতে না পারায় স্থানীয় প্রবীণ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রদর্শনীর দারোদ্বাটন করিয়াছিলেন। উদ্বোধন সঙ্গীতাদির পর সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে সত্ৰাটের যত্নে গভীর শোকপ্রকাশ করিয়া উপস্থিত ভক্তমহোদয়গণকে দণ্ডায়মান হইয়া সত্ৰাটের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে অহুমতি করেন। তৎপর প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য এবং হিন্দুস্থান সজ্জের কর্মকুশলতার জন্য তাহাদিগকে আন্তরিক প্রশংসা জ্ঞাপন করেন। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদাদির পর প্রদর্শনীর সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অবনী সেন ও শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন আশ মহাশয়গণ চিত্রাদির বিষয় বস্তুগুলি সাধারণকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। প্রদর্শনীর চিত্রাদির মধ্যে শিল্পী যামিনী রায়, অবনী সেন, গোবর্দ্ধন আশ, ইন্দু রক্ষিত, হরিধন দত্ত, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী প্রভৃতি খ্যাতনামা শিল্পীগণের চিত্রাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, মহিলাগণের সূচীকার্যও প্রশংসনীয়। প্রদর্শনীতে কলিকাতার বিশিষ্ট ভক্তমহোদয়গণ যোগদান করিয়াছিলেন। আমরা উক্ত অস্থানের সর্বতোভাবে সাফল্য কামনা করিয়া কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

### শ্রীযুক্ত স্মরজিৎকুমার মৌলিক এম্. এ

উদীয়মান তরুণ-কবি শ্রীযুক্ত স্মরজিৎকুমার মৌলিক মহাশয়ের নাম সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার পাঠক-পাঠিকার নিকট অবিস্মৃত নহে। তিনি সঙ্গীত বিজ্ঞান



প্রবেশিকার নিয়মিত সঙ্গীত রচয়িতা। তাঁহার গানগুলি ভাব ও ভাষার মাধুর্য্যে অল্পম। স্মরজিৎবাবু বৈষ্ণব-সাহিত্যেও বিশেষ অধিকার আছে। আমরা এই তরুণ কবির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ আশাশ্রিত।

### বাসন্তী বিদ্যাবীথি

গত ২রা ফেব্রুয়ারী রবিবার রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় বাসন্তী বিদ্যাবীথি ভবনে বাগীপূজা উপলক্ষে একটি সঙ্গীত জলসার আয়োজন হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে কলিকাতার সুবিখ্যাত সঙ্গীতকলাবিৎ প্রফেসর রামকিষণ মিশ্র, ওস্তাদ গজুর খাঁ এবং শ্রীযুক্ত মারা দেবী তাঁহাদের স্থগলিত কণ্ঠে কয়েকখানি খেয়াল ও ঠুংরী গান গাহিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। রামকিষণ মিশ্রজীর সেতার বাদনও বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। রাত্রি প্রায় ১২ ঘটিকার সময় অস্থান ভঙ্গ হয়।

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীতবিশারদ শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্তী।

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ।



স্বর্গীয় রজনীনাথ সিংহ দেব বাহাদুর





১২শ বর্ষ

ফাল্গুন, ১৩৪২ সাল

১১শ সংখ্যা

## সঙ্গীতসাধক স্বর্গীয় রজনীনাথ সিংহদেব বাহাদুর

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

একদা সঙ্গীতচর্চায় বঙ্গদেশের মধ্যে বিষ্ণুপুর শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহার সম্যক পরিচয় শুণীসমাজের নিকট নূতন করিয়া দিবার নহে। এই সঙ্গীতচর্চায় বিকাশলাভ মাননীয় বিষ্ণুপুরাধিপতিগণের অহুগ্রহ-দৃষ্টিতেই সম্ভব হইয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থানের সঙ্গীতশিল্পীদিগকে নিজসভায় আনয়নপূর্বক সাধারণের মধ্যে তাঁহাদের কলাবিদ্যার পরিচয় প্রদান করা এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে মানবের মূহা ও অহুরাগ বৃদ্ধি করিতে বিষ্ণুপুর রাজগণ অকাতবে অর্থব্যয় করিতেন। বাংলার তদানীন্তন অবস্থা ভাবিতে গেলে আজ জুড়ু হজ্ঞাশার নিশ্বাসই নির্গত হয়। তখন সঙ্গীত ছিল সাধনার বস্তু, সাধক সাধনার মধ্যে আজীবন আত্মনিয়োগ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে প্রয়াস হইতেন। আর অধুনাতন

মানব চায় অল্প সাধনার মধ্য দিয়া গৌরব লাভ করিতে। বাহা মায়ুকের কাষা, তাহার পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া চাই একাগ্র সাধনা, তবেই সাধনা ক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ আশ সম্ভব।

ব্যক্যমান প্রবন্ধে বিষ্ণুপুরের রাজবংশ সচুত কুচিয়াকোল নিবাসী জনৈক সাধকের সংক্ষিপ্ত জীবনচিহ্ন আঁকিবার প্রয়াস পাইয়া কৃতজ্ঞ বোধ করিতেছি। স্বর্গীয় জীবন সিংহ দেব বাহাদুরের কনিষ্ঠ পুত্র রজনীনাথ সিংহের নাম সঙ্গীত-জগতে বিশেষরূপে বিদিত বা থাকিলেও তিনি যে একজন প্রকৃত শুণী ছিলেন, সে বিষয় কোনরূপ সন্দেহ নাই। তাঁহার পরিচয় দিবার পূর্বে বিষ্ণুপুর রাজগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতেছি।

বিষ্ণুপুরের মহারাজ চৈতন্য সিংহ দেব বাহাদুরের দ্বিতীয় পুত্র নিমাই সিংহ দেব বাহাদুর বিবিধ শাস্ত্রে সুশিক্ষিত ছিলেন। কুচিয়াকোলে বিষ্ণুপুর রাজগণের জমীদারী থাকা হেতু নিমাই সিংহ তথায় আসিয়া বসবাস স্থাপন-পূর্বক জমীদারী কার্যাদি পর্যবেক্ষণ করিতেন। নিমাই সিংহের পুত্র বীরসিংহ দেব বাহাদুর। বীরসিংহের দুই পুত্র ছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাবল্লভ সিংহ এবং কনিষ্ঠপুত্র জীবন সিংহদেব বাহাদুর। জীবন সিংহ বাহাদুরের তিন পুত্র। যথা—রঘুনাথ সিংহদেব, নলিনীনাথ সিংহদেব এবং কনিষ্ঠ রজনীনাথ সিংহদেব বাহাদুর। রজনীনাথের সঙ্গীতাত্মরূপ অতি শৈশবেই পরিলক্ষিত হইয়াছিল। শৈশবকাল হইতেই তিনি সঙ্গীতশিক্ষা আরম্ভ করেন। রজনীনাথের পিতামহ নিমাই সিংহ একজন প্রসিদ্ধ বীণকার ছিলেন। তাঁহার বীণাবাদনে সঙ্গীতসভা বিশ্ময়-বিমুক্ত হইত। বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত ওস্তাদগণ কুচিয়াকোলে প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত-কেশরী স্বর্গীয় অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও যদু ভট্ট মহাশয়দ্বয় উক্ত রাজ-দরবারে সভাগায়ক ছিলেন। তৎপরে অর্থাৎ রাধাবল্লভ সিংহদেব বাহাদুরের পুত্র বিবিধশুণালকৃত যোগেন্দ্রনাথ সিংহদেব বাহাদুর ও রঘুনাথ সিংহদেব

বাহাদুরের সময়ে ভারত বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্যারদ প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত দরবারে নিযুক্ত ছিলেন তৎসময়ে যোগেন্দ্রনাথ ও রজনীনাথ উভয়েই রামপ্রসন্নব নিকট রীতিমত সঙ্গীতশিক্ষা করিতেন। রজনীনাথের বাহাদুর যন্ত্রে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। রামপ্রসন্নবাবুর সুশিক্ষায় তাঁহার সঙ্গীতসাধন খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। রজনীনাথ নিজে ধেমন্ ছিলেন গুণীর সম্মান রাখিতেও তিনি তৎপ্রণ আ প্রকাশ করিতেন। বিপুল অর্থের অধিকারী হইয়া তিনি ছিলেন সামান্য ব্যক্তির মত নিরহকারী। পরছ কাতর রজনীনাথ দাতা হিসাবেও ছিলেন মুক্তহ ১২৬৮ সালে তাঁহার জন্ম হয়। আজ আট বৎসর হ তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বিষ্ণু তথা সমগ্র বঙ্গদেশ হারাইয়াছে একজন নীরব সাধকঃ বিষ্ণুপুর রাজগণের অল্পগ্রহে বাংলায় উক্ত সঙ্গীতের প্রা সম্ভব হওয়ায় আজ সমগ্র বাংলায় সঙ্গীত বিশেষতঃ প্রচলিত হইয়াছে। পরিশেষে বিষ্ণুপুর রাজগণে বদান্ততায় মুগ্ধ হইয়া রজনীনাথের পরলোকগত আত্ম শাস্তিকামনা করিতেছি।

## গান

শ্রীজগদীশচন্দ্র পাল

মোর মন্দিরে বুঝা বন্দিত্ব করে  
বন্দনা গীতি গাহি'।  
কতো কুণিমা রাতি ব্যর্থ হয়েচে  
তবু তো বিরতি নাহি।  
আরতি তোমার করেছি নিত্য,  
চিত্ত নিগারি' সেজেছি রিক্ত;  
ঝরি' শেফালিকা শূন্য মালিকা,  
আঁখি তবু পথ চাহি।

হে পাষণ, ওই পূজা-বেদীতল  
নিষেছে আমার কতো আঁখি জল!  
আজি নিরাশা-সায়র পার হ'য়ে এসো  
স্বপনের তরী বাহি'।  
জীবন মরণ, ছুট হ'ল ভার,  
অসাধা সাধন দেয় না ক পার,  
ওহে হৃদয়, তুমি কাণ্ডারী  
তোমারে হেথায় চাহি।

## স্বরলিপি

ভৈরবী—টিমা-তেতাল

(ঠুম্রী)

খুলি খুলি জায়রে সাঁবলিয়ানে  
জাহ ডারা মেরা বাজুবন্দ।  
জাহ ডারা তুনে ভলা কিয়ারে  
অচরা খুলি খুলি জায়রে বাজুবন্দ ॥

রচনা—কদর।

স্বরলিপি—স্বর্গীয় রজনীনাথ সিংহদেব বাহাদুর

### আস্থারী

জমা পদা II <sup>২</sup> পাঃ পঃ পা -া | <sup>৩</sup> -া -া জজ্ঞা পপা | <sup>০</sup> -া -া -া মপা | <sup>১</sup> -দা -া -া মপা I  
খুলি খুলি জা য রে ০ | ০ ০ সাঁব লিয়া | ০ ০ ০ নে ০ | ০ ০ ০ জা

<sup>২</sup> -জ্ঞা -া -া -া | <sup>৩</sup> মজ্ঞসা -জ্ঞমপা -দদপা -মজ্ঞমা | <sup>০</sup> জ্ঞধা -া -া -া | <sup>১</sup> সা -া গ্‌সজ্ঞা -মপদা I  
০ ০ ০ ০ | হ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ | ডা ০ ০ ০ ০ | রা ০ মে ০ ০ ০ ০

<sup>২</sup> -গণদা -পমজ্ঞা -মপদা -দপা | <sup>৩</sup> -মজ্ঞরা -জ্ঞপদা গঃ ক্লা মঃ | <sup>০</sup> জ্ঞরা জ্ঞা -া মধ্যজ্ঞা |  
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ | বা ০ জ ০ ব ০ ০ ০

<sup>১</sup>  
-জ্ঞধসা -গ্‌সা  
০ ০ ০ ০ জ

অস্তরা -

পা	পদা	II	পা	-	পা	-	দপা	৩	দপা	পগদা	পা	-	০	-মপা	-মদা	-পমা	-জমজ্ঞা
জা	ছ	ডা	রা	০	০	তুনে	ভলা	কি	০০	য়া	০	০০	০০	০০	০০	০০	০০

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
জ্ঞা	স্বা	গ	স	জ্ঞা	-মপদা	I	-গগদা	-পমজ্ঞা	-মপদা	-দপা	-মজ্ঞা	-জপদা	-গঃ	-স্বা	-মঃ		
০	০	০	অচরা	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০	০০০	০০০	০	০	০	০	০

০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
জ্ঞা	জ্ঞা	-	স্বা	জ্ঞা	-জ্ঞা	স্বা	-গ	স									
বা	০	জ	০	ব	০০	০০০	০০০	০	ন								

## কর্ণাটী রাগ রাগিনী

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

শ্রীমণিলাল সেনশর্মা

দক্ষিণী 'নাট-ভৈরবী মেল' আধুনিক হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে আশাবরী নামে পরিচিত। এইগুলিতে কোমল গ, খ ও ন, ব্যবহৃত হয়।

### 'নাট ভৈরবী মেল' (কর্ণাটী)

রাগের নাম	আরোহণ	অবরোহণ
কুঙ্ক দেশী—	স র ম প দ গ স	স গ দ প প জ র স
ভৈরবী—	স জ র জ ম প দ গ স	স গ দ ম প ম জ র স
রীতি গৌল—	স জ র জ ম গ দ গ স	স গ দ ম জ ম প ম জ র স
আনন্দ ভৈরবী—	স জ র জ ম প স	স গ দ প ম জ র স
ঐ মতাস্তরে	স জ র স জ ম প দ প গ স,	স গ খ ম প ম জ র স
নাট মঙ্গল	স জ জ ম প দ গ স,	স গ দ প ম র জ র স
কুঙ্ক ধৃতালী—	স স্ব ম প গ স	স গ প ম জ স
হিন্দোল-বসন্তম্—	স র ম প দ গ দ স,	স গ দ প ম দ ম জ র স

রাগের নাম	আরোহণ	অবরোহণ
অমরত বাহিণী—	স জ ম প দ গ স	স গ দ ম জ র স
বাকার বাণী—	স র র জ ম প গ স	স গ দ প ম র স
আভেরী—	স জ র জ ম গ স,	স গ দ প ম জ র স
আভোগী—	স র জ ম দ স	স দ ম জ র স
কনক-বসন্ত—	স র ম প গ স,	স গ প ম জ র ম জ স
করমামতী—	স র জ প দ স,	স গ দ প দ ম জ র স
মৃগ ভৈরবী—	স র জ ম প দ স	স গ দ প র স
আদি ভৈরবী	স জ র জ ম প দ স,	স দ প ম প জ র স
মকী—	স র জ ম প গ দ প দ গ স	স গ দ প ম জ ম প জ র স
চলন বরালী—	স র জ ম দ গ দ স,	স গ দ ম জ র স
নব মনোহরী—	স র ম দ গ স,	স গ প ম র স
বসন্ত-বরালী	স জ ম প দ গ স,	স দ প জ র স
উড্ড-চন্দ্রিকা—	স র জ ম প দ গ স	স দ প ম র স
কানাড়া-গৌল—	স জ র জ ম প দ গ স,	স দ প জ র স
মায়-রজিণী—	স র জ ম প দ গ স,	স দ প জ র স
কজ-গহ্বর—	স র জ র ম প ম দ গ প স,	স গ দ ম জ স
মুখারী—	স র ম প গ দ স,	স গ দ প ম জ র স
হেমকী—	স র জ ম প দ গ স	স গ প ম র জ ম র স
চন্দ্রিকা-ভৈরবী—	স জ র জ ম দ গ স,	স গ দ ম জ র স

Capt. Day's Music & Musical Instrument of Southern India



## আশাবরী ঠাট ( হিন্দুস্থানী )

রাগের নাম

আরোহাবরোহণ

আশাবরী—র, মপ, গদ, প, প, দ, স, গ দ, প, মপ, জ, রস,

জোনপুরী—মপ, দ, গস, গ, দ, প, মপ, জ, র, স,

দেব গান্ধার—মপ, দপ, স, গস, রস, গদপ, মপ, গদপ, মপজ, পজ, র, স,

দ্বিতীয় গান্ধার—রমপ, গদ, প, স, গদপ, মপজ, র, স

সিদ্ধু ভৈরবী— প জ র জ, স র, গ্ স দ প্ দ স গ্ দ প্

দেশী— র ম প, র ম প দ প, গ দ প, র জ র, গ্ স

ষট্‌রাস— ন্ স, জ ম, প, দ প, ম প দ প, স' ন দ প, ম প গ ম, গ ধ প,

ম প গ প, গ ঞ্ স

কৌশিক কানড়া— গ্ স ম, জ ম, প জ, ম জ র স, ম, দ, গ স, গ দ, ম দ গ দ ম, পজ, মজ, রসা

দরবারী কানড়া— জ, র, স, গ্ স, র, ম প, দ, গ স, গ প, মপা জ, র, স ।

আড়ানা— ম প, দ স, দ গ প, ম প, জ ম, র স

দ্বিতীয় নায়কী— স, র প, জ ম, র স, ম, প, দ, গ প, স' গ প, ম প, জ' ম, র, স ।

( অভিনব রাগ মঞ্জরী )

(ক্রমশঃ)

## গান

## ত্ৰিনির্মলচন্দ্র বর্দ্ধন

শান্ত উষায় ছুয়ার খুলি বাহিরে এলে,  
ভোরের বাতাস শিখিল তোমার অলকে খেলে।কোন্ ফাগুনের স্বপন তোমার নয়নে জাগে  
আলোর ছন্দে গন্ধ কাহার মিলন মাগে।তরুণ রবির আলোর ধারা  
করল তোমায় কি ইসারা,  
ভোরের বায়ে কাহার সারা

বুঝি বা পেলে।

বিস্মিত কোন্ বারতা  
আনল প্রাণে ব্যাকুলতা,  
চাইলে কারে করুণ তব

নয়ন মেলে ॥

## স্বরলিপি

## চণ্ডালিকা

ফুল বলে ধন্য আমি মাটির পরে,  
 দেবতা ওগো, তোমার সেবা আমার ঘরে ॥  
 জন্ম নিয়েছি ধূলিতে  
 দয়া করে দাও ভূলিতে,  
 নাই ধূলি মোর অন্তরে ॥  
 নয়ন তোমার নত করো  
 দলগুলি কাঁপে থরো থরো ।  
 চরণ-পরশ দিয়ে দিয়ে  
 ধূলির ধনকে করো স্বর্গীয়,  
 ধরার প্রণাম আমি  
 তোমার তরে ॥

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রী অনাদিকুমার দত্তিদার

II {সা -রা গা -রা | সা -া -া -া I (গা -পা পা পক্ষা | পা -া -া -ক্ষা I  
 ফ ল ব ০ | লে ০ ০ ০ ধ ০ ন্য আ ০ | মি ০ ০ ০

পক্ষা -না না ধা | ধপা -ক্ষা ধপা -ক্ষা I গা -মা মা -া | গা -া -া -রা)) I  
 ধ ০ ০ ন্য আ | মি ০ মা ০ ০ টি ব প ০ | রে ০ ০ ০

সা -ধা ধা -া | ধা -া সা -া I সা -পা পা -া | পা -ক্ষা পা -া I  
 দে ব্ তা ০ | ও ০ গো ০ তো ০ মা ব্ | লে ০ বা ০

ক্ষা -ধা পা -ক্ষা | গা -মা গা -রা II  
 আ ০ মা ব্ | ঘ ০ রে ০

II {পা - গা গা | পা - ক্রা ধা - পা I পা - সী সী - না | র'সী - সী - সী I  
জ ন ম নি | য়ে ০ ছি ০ ধু ০ লি ০ | তে ০ দ ০

নসী - সী সী সী | না - - - ধা I ধা - না না - ধা | ধনা - ধা - ধা I  
রা ০ ০ ক রে | দা ০ ০ ও ভু ০ লি ০ | তে ০ দা ও

ধা - না নধা - | পা - পা - I ক্রা - ধা পা - ক্রা | গা - - - I  
ভু ০ লি ০ | তে ০ দা ও ভু ০ লি ০ | তে ০ ০ ০

পা - পা পা পা | পা - পা - I ক্রা - ধা পা - | - সী - র'সী I  
না - ই ধু লি | মো ব্ব অ ন ত ০ রে ০ | ০ ০ না ই

র'গী - গী গী | র' - সী - I ধনা - ধা - নধা | - পা - - - II  
না ০ ই ধু লি | মো ব্ব অ ন ত ০ ০ রে ০ ০ | ০ ০ ০ ০

II {সা - ধা - | ধা - সা - I সা - পা - | ধা - সা - I  
ন ০ য় ন | তো ০ যা ব্ব ন ০ ত ০ | ক ০ রো ০

সা - পা পা পা | পা - ক্রা পা - I - - - | - - - I  
দ - লু ও লি | কা ০ পে ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

পা - পা - | পা - ক্রা পা - I ক্রা - ধা ধক্রা - | গা - না গা - I  
থ ০ রো ০ | থ ০ রো ০ থ ০ রো ০ | থ ০ রো ০

পা - গা গা | পা - ক্রা ধা পা I ধা - সী সী - | সী - না সী - I  
চ ০ র ০ | প ০ র ০ দি ০ রো ০ | দি ০ রো ০

পা - সাঁ সাঁ - ১ | সাঁ - না না - ধা I ধা না না - ধা | ধনা - ১ ধা - ১ I  
ধু ০ লি ব্ ধ ন্ কে ০ ক রো ষ ব্ গী ০ ০ য ০

ধনা - ১ ধা - ১ | জা - ধা পা - ১ I জা - ধা পা - ১ | - ১ - ১ - ১ - ১ I  
দি ০ ০ যো ০ দি ০ যো ০ দি ০ যো ০ ০ ০ ০ ০

{সা - রা গা - ১ | গা - ১ গা - না I রগা - রা সা - ১ | - ১ - ১ - ১ - ১ I  
ধ ০ রা ব্ প্র ০ গা য় আ ০ ০ মি ০ ০ ০ ০ ০

গা - পা পা - ১ | পা - জা পা - ১ II II  
তো ০ মা ব্ ত ০ রে ০

## মল্লার রাগ পরিচয়

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

নারদ-সংহিতা মতে মল্লার রাগ ছয় রাগ মধ্যে দ্বিতীয়  
এবং রাগার্ণব মতে চতুর্থ রাগ।

মালবশ্চৈব মল্লারঃ শ্রীরাগশ্চ বসন্তকঃ।

হিন্দোলশ্চার্থ কর্ণাট এতে রাগাঃ যড়ীরিতাঃ।

—নারদ সংহিতাঃ।

ভৈরবঃ পঞ্চমো নাটো মল্লারো গোড়মালবঃ।

দেশাখ্যৈশ্চৈব যড়াগাঃ প্রোচ্যন্তে লোকবিশ্রুতাঃ।

—রাগার্ণব।

একণে আমরা বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে মল্লার রাগের ধ্যান  
ও গঠন প্রণালীর উল্লেখ করিব।

নারদ-সংহিতার মতে মল্লার রাগের ধ্যান—

বিহারলীলোহতি স্বকাস্ত দেহঃ

কাস্তাপ্রিয়ো ধার্মিক শীলযুক্তঃ।

কামাতুরঃ পিঙ্গল নেত্রযুগ্মো

মল্লার রাগঃ প্রিয়কুংহবেশঃ।

মল্লার রাগ বিহারলীল, কমনীয় দেহ, কাস্তার প্রিয়,  
ধার্মিকস্বভাব, স্বন্দরবেশধারী, প্রিয়কারী ও কামাতুর;  
ইহার নয়নযুগল পিঙ্গলবর্ণ।

রাজা অর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সঙ্কলিত “সঙ্গীত সার  
সংগ্রহ” নামক গ্রন্থে ঔড়ুব রাগ প্রসঙ্গে মল্লার রাগের  
নিম্নলিখিতরূপ ধ্যান ও গঠন প্রণালীর উল্লেখ  
রহিয়াছে;—

শঙ্খাবতশ্চঃ শ্রবণে নধানঃ

প্রলম্ব কর্ণঃ কুমুদেন্দুবর্ষঃ।

কৌপীনবাশাঃ শুচিহারধারী

মল্লাররাগঃ কথিতস্তপস্বী।

মল্লার রাগ তপস্বী বলিয়া কথিত। ইহার লম্বিত  
কর্ণযুগলে শঙ্খনির্মিত কর্ণভূষণ, দেহকাস্তি কুমুদ  
ও চন্দ্রের স্তায় শুভ্র, গলদেশে শুভ্রহার, পরিধানে  
কৌপীন।

মল্লার: সপহীনোহয়ং সঙ্গাত: পঞ্চমাধয়ে ।

ধৈবতাংশ গ্রহণ্যাসো গম্ভীরসপ্তমঃ ।

শৃঙ্গারেচ রসে গেয়ঃ পমোদাগমনে বৃধৈঃ ।

পঞ্চম মেল সম্বৃত মল্লার রাগটি স ও প বর্জিত, ধৈবত ইহার অংশ, গ্রহ ও ত্রাস স্বর, গান্ধার স্বর মল্ল, সপ্তম স্বরটি তার; বর্ধার প্রারম্ভে, আদি রসের অভিব্যক্তনায় এই রাগ গেয় ।

সঙ্গীত রত্নাকরে মল্লার রাগের নিম্নলিখিতরূপ গঠন-প্রণালীর উল্লেখ রহিয়াছে ।

আঙ্কাল্যপাদ মল্লার: ষড়্জ পঞ্চম বর্জিতঃ ।

ধম্মাসাংশ গ্রহো মল্ল গান্ধারস্তার সপ্তমঃ ॥

আঙ্কালীর উপাদ্যস্বরূপ মল্লার রাগটিতে ষড়্জ ও পঞ্চম স্বর বর্জিত, ধৈবত ইহার গ্রহ, অংশ ও ত্রাস স্বর, গান্ধার মল্ল, সপ্তম স্বরটি তার ।

পণ্ডিত কালীনাথ অপাতুলসী তাঁহার রাগকল্পক্রমাক্ষর গ্রন্থে মল্লার রাগ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপবর্ণনা করিয়াছেন ;

রাগো মল্লার সংজ্ঞা: সরিমপথ ইতি

প্রোক্ত পঞ্চস্বরাদ্যা:

তীত্রাবশ্বিন্ রিধৌ শ্তো ভবতি সহচরঃ

পঞ্চমঃ সোহত্র বাদী ।

যজ্ঞাগাকাল গানোক্তব ছরিতময়ং

দুস্তিতস্বাদেবশ্রুং

গেয়ো বর্ধাহ নিত্যং শ্রুতিমধুর রবৈ-

রোদ্রুব: কল্মষয়ঃ ॥

মল্লার নামক রাগ 'সরিমপথ' এই পঞ্চ স্বর বিশিষ্ট ঐদ্রুব । এই রাগে রি ও ধা তীত্র, পঞ্চম স্বরটি সংবাদী ও 'স' স্বর বাদী । রাগ সমূহ অসময়ে গান করাতে যে পাপ হয়, মল্লার রাগের গানে সে পাপ নষ্ট হয়; অতএব বর্ধাকালে নিতাই এই পাপহারী রাগটি শ্রুতিমধুররবে অবশ্রু গান করিবে ।

হৃদয় নারায়ণ দেব বিরচিত হৃদয়প্রকাশ নামক গ্রন্থে

মল্লার রাগের ঠাট :—

স্বাদ্গহীনস্ত মল্লার: সাদিরৌদ্রব জরিতঃ ।

—সরি পম পধ পধ পম মম সরিস ।

মল্লার একটি 'গ' বর্জিত রাগ; 'স' ইহার গ্রহ স্বর; ইহা ঐদ্রুব জাতীয় । ইহার ঠাট—সরি পম পধ পধ পম মম সরিস ।

পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা বিরচিত 'রাগচক্রিকা' গ্রন্থে মল্লারের ঠাট :—

তীত্রৌ রিধৌ মৃদুমর্শ সাংশঃ সংবাদি পঞ্চমঃ ।

গনিহীনস্ত মল্লারো বর্ধতো গীয়তে সদা ॥

মল্লারে 'রি' ও 'ধ' তীত্র, 'ম' মৃদু, 'স' অংশস্বর, পঞ্চম সংবাদী, 'গ' ও 'নি' বর্জিত; এই রাগ বর্ধা ঋতুতে সর্বদা গেয় ।

পণ্ডিত পুণ্ডরীক বিঠঠল বিরচিত 'রাগমালা', গ্রন্থোক্ত মল্লার রাগের রূপ ;—

সাবেরী মেলজাত: সপপরিরহিতে।

ধগ্রহণ্যাসকাংশঃ

শ্রামঃ পীতাস্বরো যো মদন পরিজিতঃ

কণ্ঠমালাদিকাচ্যঃ ।

বিদ্যাম্মোহাতিগজৈকৃদিত শিখরিণা (মুখরিত শিখিনো ?)

নর্তয়ন্ কীর্ণবক্ষান্ (পক্ষাম্ ?)

ধারামী জন্মমিত্রো (?) প্যাবসি মলহরো

ভাতি মল্লার রাগঃ ॥

সাবেরী মেল সম্বৃত মল্লার 'স' ও 'প' বর্জিত রাগ; ধৈবত ইহার গ্রহ, অংশ ও ত্রাস স্বর; দেহ শ্রামবর্ণ, পরিধানে পীতবসন, কণ্ঠে মালাদি ভূষণ; এই রাগ মদনজিত বা কামবর্দ্ধক । ইহারই প্রেরণায় বিদ্যাম্মণ্ডিত মেঘের অতি গর্জন কেকারব মুখরিত শিখিকুল পক্ষ বিকীর্ণ করিয়া নৃত্য করিয়া থাকে । উষাকালে এই রাগ গীত হইলে পাপহারণ করিয়া থাকে ।

উক্ত পণ্ডিত বিরচিত 'সঙ্গীত চন্দ্রোদয়' গ্রন্থোক্ত মল্লার রাগের রূপ :—

ধাংশ গ্রহো ধাতুযুতোহসপশ্চ

মল্লারনামোবশি গীয়তেহসৌ।

মল্লার রাগের গ্রহ, অংশ ও ত্রাস স্বর ধৈবত, 'স' ও 'প' বজ্জিত; এই রাগ উষাকালে গেয়।

উক্ত পণ্ডিত কৃত 'রাগমঞ্জরী' গ্রন্থে মল্লারের নিম্নরূপ গঠন প্রণালীর উল্লেখ রহিয়াছে;—

ধজিঃ সপাভ্যাং হীনোহং মল্লারোহপ্যুযসি প্রিয়ঃ।

'স' ও 'প' বজ্জিত মল্লার রাগে তিনটি ধৈবত ব্যবহৃত হয়; ইহা প্রত্যাষেই শ্রুতিমধুর হইয়া থাকে।

পণ্ডিত রামামাভ্য বিরচিত 'স্বরমেল কলানিধি' নামক গ্রন্থোক্ত মল্লার রাগের রূপ,—

ধৈবতাংশ গ্রহত্বাসো রাগো মল্লার সংজ্ঞকঃ।

ঔদ্রুবো গনিবজ্জোহসৌ প্রভাতে গীয়তে বৃধৈঃ।

মল্লার নামক রাগের অংশ, গ্রহ ও ত্রাস স্বর ধৈবত, ইহা 'গ' ও 'নি' বজ্জিত ঔদ্রুব রাগ; প্রভাতে ইহা গেয়।

এক্কে আমরা 'নারদ সংহিতা' মতে মল্লার রাগের ধ্যান ব্যাখ্যাসহ লিপিবদ্ধ করিব। অত্র কোন গ্রন্থে মল্লার রাগের ভাষ্যা পুত্রাদির উল্লেখ আমরা পাই নাই।

বেলাবলীচ পুরবী কানড়া মাধবী তথা।

কোড়া কেদারিকাটৈব মল্লারস্ত প্রিয়া ইমাঃ।

বেলাবলী, পুরবী, কানড়া, মাধবী, কোড়া ও কেদারিকা ইহারা মল্লার রাগের পত্নী।

১। মল্লার-পত্নী বেলাবলীর ধ্যান—

সঙ্কেতিভোংকুজ লতানিকুঞ্জে

কৃতস্থিতিঃ কান্ত সমাগমায়।

বেলাবলী চম্পকমাল্যমৌলি-

বালা বিচিত্রাভরণেন যুক্তা।

বিচিত্র আভরণে মণ্ডিতা বালা বেলাবলীর মৌলিদেহে

চম্পকের মালা; ইনি স্বীয় কান্তের সঙ্কেতে উৎকৃষ্ট, লতাকুঞ্জে আসিয়া তাঁহার সমাগম প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন।

২। মল্লার-পত্নী পুরবীর ধ্যান—

রহঃ স্বকান্তাং (স্ত—?) ক্রিয়মান পত্নী-

বলীং বহন্তী কুচকুন্তযুগ্মে।

দূর্বাদলশ্রামতন্তঃ সকামা

পুরাতনৈঃ সা পুরবী নিকৃষ্টা।

পুরবী সকামা; ইহার তন্তু দূর্বাদলের শ্রাম স্তম্ভ। স্বীয় কান্ত গোপনে বসিয়া ইহার কুচকুন্তযুগ্মে পত্রাকার চিত্র রচনা করিয়া দিয়াছেন।

৩। মল্লার-পত্নী কানড়ার ধ্যান—

অশোক বৃক্ষস্ত তলে নিবধা

বিয়োগিণী বাপ্পকণাকুলান্ধী।

বিভূষিতাক্ষী জটিলৈক বেগী

শা কানড়া হেমলতেব তথী।

কুলান্ধী কানড়া কনকলতার শ্রাম হৃন্দরী; এই বিরহিণী অশোক বৃক্ষের তলে বসিয়া আছেন; অশ্রু-জলকণায় ইহার নয়নদ্বয় আকুল; মস্তকে জটাময় এক বেগী, অঙ্গ বিভূষিত।

৪। মল্লার-পত্নী মাধবীর ধ্যান—

তড়িৎপ্রভা লোল বিচিত্রনেত্রা

মাতঙ্গিণীব প্রমদা স্বকান্তং।

সংচুষমানা প্রিয়কামিনীচ

সা মাধবী মাধবিকা নিকুঞ্জে।

মাধবী কুঞ্জে মল্লার-পত্নী প্রিয়কামিনী হস্তিনীর শ্রাম মদমতা মাধবী স্বীয় কান্তকে চুষন করিতেছেন; ইহার বিচিত্র নয়নযুগল বিদ্যুৎপ্রভাব শ্রাম চকল।

৫। মল্লার-পত্নী কোড়ার ধ্যান—

প্রণতিতা লাভ বিলাসা

পবিত্রদেহা কুটিলেক্ষণা চ।

কাস্তান্ত বামে বরকামিনী সা

কোড়া বিহারেয়ু অতীব দক্ষা ॥

বিহারে অতি দক্ষা বরকামিনী কোড়া স্বীয় কাস্তের  
বামভাগে থাকিয়া লাস্ককলা বিলাসে স্বন্দর নৃত্তি  
হইতেছেন; ইহার দেহ পবিত্র, নয়নদ্বয় কুটিল।

৬। মল্লার-পত্নী কেদারিকার ধ্যান—

স্নানেন শুদ্ধাংগুক নীলদেহ।

কেশাদ্ বিহিচ্ছন্নিত বারিবিদ্যুঃ।

মনোহরস্তী জগতাং জয়ানাম্

কেদারিকা বৃত্ত পয়োধর শ্রীঃ ॥

সুগোল পয়োধরযুগলে শোভায় মণ্ডিতা ত্রিজগৎ  
মনোহারিণী কেদারিকার দেহ স্নানার্জ শুদ্ধ সূক্ষ্ম বয়ঃ  
আভায় নীলবর্ণ; ইহার কেশপাশ হইতে বারিবি  
বিগলিত হইতেছে।

মল্লার রাগ পরিচয় সমাপ্ত।

(ক্রমশঃ)

## স্বরলিপি

কাফী—১৭

মো সঙ্গ খেলোণে হোরী

তব জানেঁ তুমহী খেলারী।

মোহে অকেলী ন জানো সাঁবরে

ছিন লেহেঁ পিচকারী।

নন্দ মহরকে কুঁবর কাহু

তুম হো বৃষভানু ছলারী।

অরস-পরস দোউ খেলন লাগে

শ্রীবল্লভ বলিহারী ॥

শ্রীবল্লভ গৌসাইজী কৃত

স্বরলিপি—সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বল্লোপাধ্যায়

মহাশয়ের ছাত্র (পাইকপাড়ার রাজকুমার) শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিং

০	সা	-	রা	রা	০	মজ্জা	-	-	১	-সরা	-	মা	মা	২'	গা	মা	পা
০	মো	০	স	জ	০	খে	০	০	০	০	০	লো	গে	০	হো	০	রী
০	মা	-	জা	রা	০	রা	-	-জা	১	সরা	-	মা	মা	২'	গা	-মা	-
০	মো	০	স	জ	০	খে	০	০	০	০	০	লো	গে	০	হো	০	০
০	পা	-	-	-	০	পা	ধা	-	১	গা	-	মা	-	২'	পা	পধা	-সর্গা
০	রী	০	০	০	০	ত	ব	০	০	জা	০	নো	০	০	তু	ম	০

৩  
-১ -১ গা গা | ০ গধা -পা -ধা | ১ পা -১ -১ -১ | ২ -মপা -ধপা -১ |  
০ ০ হী থে | লা ০ ০ ০ | রী ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০

৩  
মা -১ জা রা | ০ রা -১ -জা | ১ সরা -১ মা মা | ২ পা -১ -১ |  
"মো ০ স জ | থে ০ ০ ০ | ০ ০ লো গে | হো ০ ০ ০

৩  
পা -১ -১ -১ |  
রী ০ ০ ০

২  
|| মা -১ -১ | ৩ পা -১ -১ ধা | ০ না -১ -১ | ১ সী -না সী -১ |  
মো ০ ০ | হে ০ ০ ০ | কে ০ ০ ০ | ০ ০ লী ০

২  
সী -১ -না | ৩ সী -১ রী -১ | ০ সী -গধা -গা | ১ -১ -১ পা ধা |  
ন ০ ০ | জা ০ নো ০ | সা ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ব রে

২  
না -১ -১ | ৩ সী -১ সী সী | ০ -ধা -সী -১ | ১ গা গা ধা পা |  
ছি ০ ০ | ন ০ লে হো | ০ ০ ০ | পি চ কা ০

২  
পা -১ -১ | ৩ মা -১ জা রা |  
রী ০ ০ | "মো ০ স জ

২  
|| মা -১ -১ | ৩ পা -১ ধা -১ | ০ না না -১ | সী -১ -১ -১ |  
ন ০ ০ | ল ০ ম ০ | হ র ০ | কে ০ ০ ০

২  
সী -১ -না | ৩ সী -১ রী -১ | ০ সী -গা -১ | ১ ধা -পা -ধা -১ |  
কু ০ ০ | ব ০ র ০ | কা ০ ০ ০ | হ ০ ০ ০



না না -। সী -। সী সী | ধা -সী -। গা গা ধা -পা |  
তু ম ০ হো ০ ব ব ভা ০ ০ হু হু লা ০

পা -। -। মা -। জা রা ||  
রী ০ ০ "মো ০ স জ"

মা মা -। পা -। ধা -। না না -। সী -। সী -।  
অ র ০ স ০ প ০ র স ০ মো ০ উ ০

সী -না -। সী -। রী -। সী -গা -। ধা -পা -ধা -।  
থে ০ ০ ল ০ ন ০ লা ০ ০ গে ০ ০ ০

না -। -। সী -। সী -। ধা -সী -। গা গা ধা -পা |  
ত্রী ০ ০ ব ০ ল ০ ভ ০ ০ ব লি হা ০

পা -। -। মা -। জা রা ||  
রী ০ ০ "মো ০ স জ"

### ভান

১। মমা পধা নসী | রসী গধা পমা পধা | গগা পমা জরা | সা -। রা রা |  
আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ "মো ০ স জ"

২। ধগা স'রী জ'মা | জ'রী স'গা ধপা মপা | গগা পমা জরা | সা -। রা রা |  
আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ "মো ০ স জ"

৩। মমা ধগা সী | ধা সী গা ধা | গা -। -। -। -। গধা পমা |  
মো ০ ০ ০ ০ ০ স জ থে ০ ০ ০ ০ লো ০ ০

ধা পা -। রমা রমা পধা মপা | মজা রা -। সা -। রা রা |  
০ গে ০ হো ০ ০ ০ ০ রী ০ ০ মো ০ স জ

## ঝরুণার গান

\*মিশ্র টেডরব-টুংরী

কল কল্ ছল ছল

চলেছে ঝরুণা জল

ধির নহে এক পল চলেছে।

কত গিরি মরু পার

কত প্রান্তর ধার

করি সুশ্রামল, জল চলেছে।

নাহি জানে কোথা তার শেষ

কোথা সেই অ-নিরুদ্ধেশ

শুনি নিজ সঙ্গীতরেশ চলেছে।

আশা আছে দেখা মিলিবে

সাগরের গরজনি শুনিবে

সব শ্রম নিমেষেই ভুলিবে চলেছে।

এমনি জীবনধারা হোক

শোকে দুখে অন্নান রো'ক

গেয়ে যাক্. ঝরুণা যেমন চলেছে ॥

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল, বাণীকণ্ঠ

স্বরলিপি—নীলিমা ঘোষ

### আস্থারী

II	সাঁ	খাঁ	মা	-াঁ	গাঁ	মা	পাঁ	-াঁ	I	পাঁ	পাঁ	পাঁ	মা	পঁমা	পাঁ	গাঁ	-দাঁ	I	
	ক	ল	ক	ল্	ছ	ল	ছ	ল্	চ	লে	ছে	ব	র	০	গা	জ	ল্		
	দাঁ	-দাঁ	দাঁ	গাঁ	পাঁ	-দাঁ	পাঁ	-মা	I	গাঁ	পাঁ	মা	-াঁ	-াঁ	-াঁ	-াঁ	-াঁ	I	
	ধি	বু	ন	হে	এ	ক	প	ল্	চ	লে	ছে	০	০	০	০	০	০		
	মা	সাঁ	সাঁ	সাঁ	সাঁ	সাঁ	সাঁ	সাঁ	-সঁগা	I	গাঁ	গাঁ	গাঁ	-াঁ	গাঁ	ধা	গঁগা	-াঁ	I
	ক	ত	গি	রি	ম	ক	পা	বু	০	ক	ত	প্রা	০	স্ত	র	ধা	০	বু	
	দাঁ	দাঁ	দাঁ	গাঁ	পাঁ	-দাঁ	পাঁ	-মা	I	গাঁ	পাঁ	মা	-াঁ	-াঁ	-াঁ	-াঁ	-াঁ	II	
	ক	রি	তু	ত্ৰা	ম	ল্	জ	ল্	চ	লে	ছে	০	০	০	০	০	০		

\* এচ. ২৭৬ নং হিন্দুস্থান রেকর্ডে রচয়িতা কর্তৃক গীত।

## ଅନ୍ତରା

.II ম'া জ'া জ'া জ'া | জ'া জ'া জ'া:-রঃ I ম'জ'জ' -।-।-।- | াঁ -। -। -।-খাঁ I  
না হি জা নে কো থা তা ব্ শে ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০-ব্

খাঁ খাঁ খাঁ খাঁ | খাঁ খাঁ জ'া -। I না -সাঁ -।-।- | -। -। -। -। I  
কো থা সে ই অ নি ক ০ দে ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ শ

সাঁ খাঁ গা গা | সাঁ -। দা গা I পা -। -। -মা | গা পা মা -। II  
ত নি নি জ স ০ দী ত রে ০ ০ শ্ চ লে ছে ০

## ਸਥਾਪਨਾ

II

সাঁ	খাঁ	মাঁ	মাঁ	মাঁ	মাঁ	গাঁ	পাঁ	মাঁ	-াঁ	-াঁ	-াঁ	-াঁ	-াঁ	I			
আ	খা	মা	ছে	দে	খা	মি	লি	বে	০	০	০	০	০				
সাঁ	মাঁ	মাঁ	-মাঁ	মাঁ	মাঁ	মাঁ	পাঁ	I	গাঁ	মাঁ	<u>গমাঁ</u>	-পাঁ	-াঁ	-াঁ	-াঁ	-াঁ	I
সাঁ	গ	রে	ব	গ	র	জ	নি	ত	নি	বে	০	০	০	০			
পাঁ	গা	পা	-পা	পা	পা	পা	মা	I	পা	গা	গা	-াঁ	-দাঁ	-াঁ	-পা	-মা	I
স	ব	প্র	ম্	নি	মে	ষে	ই	তু	লি	বে	০	০	০	০	০		
গাঁ	পাঁ	মাঁ	-াঁ	-াঁ	-াঁ	-াঁ	-াঁ	II									
চ	লে	ছে	০	০	০	০	০										

## আভোগ

II <sup>১</sup>মী <sup>০</sup>জী <sup>১</sup>জী <sup>১</sup>জী | <sup>০</sup>জী-<sup>১</sup>জী <sup>১</sup>জী <sup>১</sup>রা। <sup>১</sup>জী<sup>১</sup>জী-<sup>১</sup>না-<sup>১</sup>না-<sup>১</sup>না | <sup>০</sup>না-<sup>১</sup>না-<sup>১</sup>না-<sup>১</sup>না I  
এ ম নি জী | ব ন্ ধা রা হো ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ক  
<sup>১</sup>খী <sup>১</sup>খী <sup>১</sup>খী <sup>১</sup>খী | <sup>১</sup>খী-<sup>১</sup>না <sup>১</sup>খী <sup>১</sup>জী I না-<sup>১</sup>সী-<sup>১</sup>না-<sup>১</sup>না | <sup>১</sup>না-<sup>১</sup>না-<sup>১</sup>না-<sup>১</sup>না I  
শো কে ট: থে | অ ০ রা ন্ রো ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ক  
<sup>১</sup>সী <sup>১</sup>খী <sup>১</sup>গা-<sup>১</sup>না | গা <sup>১</sup>সী <sup>১</sup>দা <sup>১</sup>গা I পা-<sup>১</sup>না-<sup>১</sup>না-<sup>১</sup>না | গা <sup>১</sup>পা <sup>১</sup>মা-<sup>১</sup>না II II  
গে ঘে যা ক | ঝ র্ গা যে ম ০ ০ ন্ | চ লে ছে ০

## রস-কীর্তন ( লীলা গান ) \*

কলহাস্তরিভা ( মান )

১। আসিয়া নাগর সমুখে দাঁড়াল

গলে পীত-বাস দিয়ে।

সে চাঁদ বদনে ফিরি না চাহিল

তু বড় নিঠুর মেয়ে ॥

( নিঠুর কেবা আছে, তোর মত নিঠুর কেবা

আছে, ওহে মানের গরবিনী তোর মত নিঠুর

কেবা আছে ) তু বড় নিঠুর মেয়ে ॥

২। সে শ্যাম নাগর

জগত দুর্লভ

৪। অভিমানী হৈয়া

মোরে না কহিয়া

কিসের অভাব তার।

তেজলি আপন মুখে।

তোমা হেন কত

কুলবতী সতী

আপনার শেল

যতনে আপনি

দাসী হইয়াছে তার ॥

হানিলি আপন বৃকে ॥

( দাসী হ'য়েছে, কত কুলবতী সতী দাসী

হ'য়েছে, মনপ্রাণ সঁপে দিয়ে কত কুলবতী

দাসী হ'য়েছে ) দাসী হইয়াছে তার ॥

( কার দোষ দিও না, তুমি কার দোষ দিওনা,

আপন দোষে হারায়েছ তুমি কার দোষ

দিও না ) হানিলি আপন বৃকে ॥

৩। তার চুড়া মেনে

মুখেতে থাকুক,

৫। মনের আগুনে

মরহ পুড়িয়া,

তাহে ময়ূরের পাখা।

নিভাইবা আর কিসে।

তোমা হেন কত

কুলবতী সতী

শ্যাম জলধর

আর না মিলিবে

দুয়ারে পাইবে দেখা ॥

কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥

( কিছু অভাব নাই হে, তার কিছু অভাব

( মিলিবে না হে, শ্যাম জলধর মিলিবে না হে,

নাই হে, সে যে জগৎ দুর্লভ বহু বল্লভ তার

তোমার ঐ হৃদমাঝারে শ্যাম জলধর মিলিবে না

কিছু অভাব নাই হে ) দুয়ারে পাইবে দেখা ॥

হে ) কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥

রচনা—প্রাচীন বৈষ্ণব-কবি-শিরোমণি দ্বিজ চণ্ডীদাস।

স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীহর্গাচরণ বিশ্বাস।

II <sup>০</sup> {মা মা মা | <sup>১</sup> জা রা রা | <sup>২</sup> সা রা রা | <sup>৩</sup> রা জা রা I  
আ সি ঝা না গ র স য় থে দা ডা ল

<sup>০</sup> সা রা সা | <sup>১</sup> গা ধা গা | <sup>২</sup> সা সা -া | <sup>৩</sup> -া -া -া -া } I  
গ লে পী ত বা স দি য়ে ০ ০ ০ ০

<sup>০</sup> {মা পা পা | <sup>১</sup> পা পা পা | <sup>২</sup> মা পা পা | <sup>৩</sup> -পা দা পা I  
সে চা দ ব দ নে ফি রি না চা হ লি

<sup>০</sup> মা পা মা | <sup>১</sup> মা মা মজুরগা | <sup>২</sup> সরা -মজা -রজা | <sup>৩</sup> সা -া -া } II  
তু ব ড ক ঠি ন ০ ০ ০ মে ০ ০ ০ য়ে ০ ০

আখর :-

II <sup>০</sup> -সা -া -া | <sup>১</sup> -সা সা -রা | <sup>২</sup> সা -রা মা | <sup>৩</sup> জা রজা -রসা I  
০ ০ ০ ০ নি ঠু ব কে ০ বা আ ছে ০ ০ ০

{ <sup>০</sup> গা -সা সা | <sup>১</sup> সা সা রা | <sup>২</sup> সা -রা মা | <sup>৩</sup> জা রজা -রসা } I  
তো ব ম ত নি ঠু ব কে ০ বা আ ছে ০ ০ ০

{ <sup>০</sup> মা মা -া | <sup>১</sup> পধগসা গধা -পমা | <sup>২</sup> মা পা মা | <sup>৩</sup> মজা -রসা -সা I  
ও ছে ০ মা ০ ০ ০ নে ০ ০ ব গ র বি নী ০ ০ ০

০ গা -সা সা | ১ সা সা রা | ২ সা -রা মা | ৩ জ্ঞা রজ্ঞা -রসা } ১  
তো ব ম | ত নি ঠর | কে ০ বা | আ ছে ০ ০ ০

০ মা পা মা | ১ মা মা রজ্ঞরসা | ২ সরা -রজ্ঞা -রজ্ঞা | ৩ সা -া -া II II  
তু ব ড | ক ঠি ন ০০০ | মে ০ ০ ০ ০ | যে ০ ০

অষ্টাঙ্গ কলিগুলির স্বর প্রথম কলির অনুরূপ।

হারমোনিয়মের স্কেল :—স্রী-কণ্ঠে মূদারার সি-সার্প ( কোমল র ) কিম্বা ডি-সার্প ( কোমল গ )।

পুরুষ কণ্ঠে :—উদারার এফ-সার্প ( কড়ি ম ) কিম্বা জি-সাপ ( কোমল ধ )।

## ভারতীয় সঙ্গীত-বিজ্ঞান

( পূর্বস্মৃতি )

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

### (২) খেয়াল

হুলতান আলাউদ্দীনের রাজত্বকাল ১২৯৫-১৩১৬ খ্রিষ্টাব্দ। এ সময়ে আমীর খস্র নামে একজন প্রসিদ্ধ গুণী ছিলেন। শুনা যায়, তিনিই বীণার অতু্যকরণে 'সেতার' যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। তিনিই খেয়ালের সৃষ্টিকর্তা। কিংবদন্তি যে, নায়ক গোপালকে পরাজিত করবার জন্তে তিনি বাদশাহের সিংহাসনের অন্তরাল হোতে গোপালের ছর ও প্রণালী শ্রবণ কোরে তাতে আপন প্রতিভানিস্ত তান, গিটকারী ও কম্পনাদি যুক্ত কোরে খেয়ালের সৃষ্টি করেন। তাঁর আবিষ্কৃত 'ইমন' ইত্যাদি অনেক নূতন স্বর বা রাগিনীও বর্তমান আছে।

এতদ্ব্যতীত সঙ্গরঙ্গকেও এই খেয়াল-সঙ্গীতের প্রবর্তক বলা যায়। তিনি স্বয়ং রূপদী ও যন্ত্রী ছিলেন, কিন্তু রূপদী হোয়েও তিনি খেয়াল গান মজলিস প্রভৃতিতে গাইতেন

এবং খেয়ালের রীতি প্রচলিত করেন। তাঁরও রচিত রূপদ ও বহু খেয়াল সঙ্গীত পাওয়া যায়।

খেয়াল সঙ্গীত চকল ও মধুর প্রকৃতি বিশিষ্ট। এতে তান, গিটকারী, বাট, কম্পনাদি ব্যবহৃত হয় অথবা বলা যায়, তান ও গিটকারীই এর প্রাণ। এতে ত্রিতাল, কাওয়ালী, একতাল, মধ্যমান ও আড়াঠেকা প্রভৃতি তাল ব্যবহৃত হয়।

### (৩) ঝুংরী

'ঝুংরী' অতিশয় লঘু গতিশীল ছন্দ ও তাল সমন্বয়ে গাওয়া হয়। এতে কাহারুবা, দাদরা ও কাওয়ালী প্রভৃতি হালকা তাল ব্যবহৃত হয়।

লক্ষ্যে সহরে নবাব ওয়াজিদ্ আলি সাহেবের সময়ে সঙ্গত আলি খাঁ নামক প্রসিদ্ধ খ্যাল-গায়ক ঝুংরী গান

গাইবার রীতি প্রচলিত করেন। তারপর তাঁর দুই শিষ্য গণপৎ রাও ভাইয়া সাহেব ও হযদর বাইজী দ্বারা তা আরও পরিপুষ্ট হয়। এ ছাড়া ‘কদর পিয়া’ও স্বীয় প্রতিভাবলে বহু ঠুংরী গান রচনা কোরে এর উৎকর্ষ সাধন করেন। কারও কারও মতে সনদ ও কদরই ঠুংরীর প্রথম আবিষ্কারক।

প্রাচীন ঠুংরী গান অধিকাংশ শৃঙ্গার-রসাত্মক। কিন্তু আধুনিক গান প্রাচীনের তায় অত চঞ্চল নয়, এর গতি বরং শান্ত, ধীর ও লীলায়িত, এজন্ত বর্তমানের ঠুংরীকে গুণীগণ “লবাও ঠুংরী” আখ্যা প্রদান করেন।

### (৪) টপ্পা

টপ্পা অতীব ককণ রসাত্মক সঙ্গীত। পাঞ্জাব হোতে শোরীর কোমল-কণ্ঠে এর প্রথম প্রকাশ। বিরহাত্মক ভাবই শোরীর টপ্পার বৈশিষ্ট্য। এতে মধ্যমান ও আড়াঠেকা তালেই প্রাধান্য দেখা যায়। এতে রাগিণী হিসাবে সিন্ধু, খায়াজ, কাফী, কিকোটা, ভৈরবী, পিলু ও বরবা প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়।

এতদ্ব্যতীত গজল, গুলনকশ্, টপখাল, কওল-কলবনা, তিলানা, ত্রিবিট, চতুরঙ্গ প্রভৃতি শ্রেণীও সঙ্গীতে পাওয়া যায়। তদুপরি সাধক রামপ্রসাদের, কমলাকান্তের ও নীলকণ্ঠাদির গান ও বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসাদি রচিত পদাবলী ও কীর্তন বাঙলার বৈশিষ্ট্য। বর্তমান সঙ্গীত-জগতে কবীজ রবীন্দ্রনাথের দানও অভিনব। পুরাতনের বুকে এ নূতন দানের ঋণ অপরিশোধ্য। বাঙালীর সৃষ্টি দিয়ে বাঙলার গৌরব ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা এক রবীন্দ্রনাথই করেছেন বলে মনে হয়।

### প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীত

প্রাচ্য সঙ্গীত একদিকে যেমন গৌরবমণ্ডিত, অপর দিকে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের উন্নতিও বড় কম নয়। সঙ্গীত

হিসাবে উভয়ের মধ্যে মিল থাকলেও অমিলও যথো আছে। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে Harmony-ই প্রধান, কিং প্রাচ্য সঙ্গীতে Melody-ই প্রাধান্য। প্রাচ্য চায় স্বর বিস্তার দ্বারা তার রাগ-রাগিণীকে ফুটিয়ে তুলতে ব একাধিক স্বরকে পৃথকভাবে যথাসম্ভব প্রকাশ করিতে আর পাশ্চাত্য চায় ঠাটের স্বরগুলিকে এক একটা কোরে বেছে নিয়ে তার অন্তর্নিহিত রাগ-রাগিণীগুলিকে তাঃ বাদী, সম্বাদী ও অস্বাদী স্বরের সঙ্গে সমগ্রভাবে ফুটিয়ে তুলতে। এই সমগ্র বা সমষ্টিরূপে ফুটিয়ে তোলার নামই হোচ্ছে Harmony বা স্বর-সম্বাদ।

এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন সাধন করিতে সত্যোজ্ঞনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ক্রম করেন নি এবং বর্তমানে অগ্রাগ্রেঃ প্রচেষ্টাও প্রাশংসাহ; কারণ Harmony ও Melody-র সমন্বয় নিন্দনীয় নয়, বরং মনে হয় ভারতীয় সঙ্গীত তাতে আরও সমৃদ্ধ হইবে।

### সঙ্গীতে সৌন্দর্য ও যুক্তির সম্বন্ধ

“নাহং বশামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।

মন্তুক্তা যত্র গাথন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥”

ব্যবহারিক অথবা আধ্যাত্মিক, যে দিক দ্বিধেই হোব সঙ্গীত যে মানবের অশেষ কল্যাণ সাধন কোরে সাংসারিক দুঃখের মাঝেও শান্তি ও আশ্বাসের বাণী প্রদান করে, তাতে আর সন্দেহ নেই।

বাস্তবিকই সঙ্গীতের আনন্দ অনাবিল! এতে মাহুকের চিত্ত দ্রবীভূত ও আকর্ষিত হোয়ে শান্তিপূর্ণ স্বর-কেজ্জই অধিষ্ঠিত হয় এবং সহজাত ধ্যানের অতল নীরে নিমজ্জিত হোয়ে পরমানন্দ লাভ করে। এজন্ত সঙ্গীত-সাহিত্যকার বলেছেন—

“পূজাকোটীগুণং ধ্যানং ধ্যানং কোটিগুণং জপঃ।

জপাং কোটি গুণং গানং গানং পরতরং নহি ॥”

এই সঙ্গীতের অপূর্ণ মাধুর্য্য নিরীক্ষণ কোরেই বোধ হয় মহাকবি সেক্সপীয়র (W. Shakespere) বলেছেন—

“The man that hath no music in himself,  
Nor is moved with concord of sweet sound;

\* \* \* \*

The motion of his spirit are dull at night,  
Let no such man be trusted.”

বাস্তবিকই সঙ্গীতের অপূর্ণ আকর্ষণী শক্তিতে যে মানুষ মুগ্ধ হয় না, সে মানুষের মধ্যে যথার্থ হৃদয়ের স্পন্দন নেই। এজন্যই বোধ হয় শাস্ত্রকার দুঃখ কোরে বলেছেন—“তে দ্বিপদাঃ যুগাঃ শ্বতাঃ।” সঙ্গীতকে প্রকৃতির উন্মাদময়ী প্রেরণা আখ্যায়ণে অতিহিত করা হয়েছে। কথাটা যথার্থই! কারণ সত্যই দেখা যায়, হৃদয় বনচ্ছায়ার অন্তরালে কোকিল পঞ্চম সুরের মাধুরী তোলে, আর উদাসীন কবির চক্ষে অশ্রুর রেখা দেখা দেয়! নিশার অন্ধকারে পাণিয়ার চোখের দায়ে কেঁদে ওঠে, আর শোকাভুরার হৃদয়ে যুগযুগান্তের শোকের কালিমা উদ্বেলিত হয়! মধ্যাহ্নের খাঁ-খাঁ রৌদ্রের মাঝে হৃদয় আকাশতল হোতে ঘুঘুর উদাস রাগিনী ব্যঙ্গারিত হয়, আর ভাবুকের জগতভোলা কল্পনাময় প্রাণে অতীতের কত স্মৃতি জেগে ওঠে! তাই বলি, সঙ্গীতের মোহিনী শক্তিকে অস্বীকার

করবার উপায় নেই! মানুষ যেমনই হোক না কেন, সঙ্গীতের সেবায় তার যথার্থ মানবত্বটুকু ফুটে ওঠেই। সঙ্গীতের সাধক যদি “গাহি গীত শুনাতে তোমায়” ভাবে আপনার অহংকার ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বটুকু সুর-ভগবানের চরণে অঞ্জলি প্রদান কোরে সঙ্গীত-সাধনা করতে পারেন, তবে তাঁর জীবন ধন্য হয়ে যায়। যে সঙ্গীতের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হয়ে সামান্য পশু হরিণও আপনার ব্যক্তিত্বটুকু বিসর্জন দিয়ে থাকে, সুরের মাঝে আপনাকে বিলিয়ে তাতে তদগত হয়ে যায়, সে স্বর্গীয় সঙ্গীতের মাঝে বিবেকবান্ মানুষের পক্ষে আত্মবলিদান দেওয়া অসম্ভব নয়। এজন্য পাশ্চাত্য দার্শনিক প্লেটো (Plato) বলেছিলেন—“Music for the ‘soul’” ইহা বাস্তবিকই সত্য যে, আত্মার স্বরূপ সুরেই সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য রক্ষিত। বৈজু বাওরা, নায়ক গোপাল, হরিদাস স্বামী, মিকো তানসেন ও বিলাস সেন প্রভৃতি সিন্ধু সাধকগণ এই সঙ্গীতের মাঝেই ভগবদ্-প্রসন্নতা লাভে কৃতকৃতার্থ হয়েছিলেন। আজও সে সাধনা বর্তমান কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাকে পুনর্জাগরণ দেবার মত হ’একজন সাধক ছাড়া আর কেউ পরিদৃষ্ট হোল না। জানি না সাধনার সঙ্গে লক্ষ্য বিচ্ছিন্নিত হোয়ে আবার কবে সঙ্গীত আমাদের স্বয়মায়ত্ত্ব হোয়ে উঠবে! (সমাপ্ত)

## গান

### শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

আলন তোমার পাতা আছে আমার প্রাণের মাঝখানে,  
হে প্রিয় আজ এসো তুমি অধীর উতল মোর প্রাণে।

তোমার রূপে আকাশ উজল,

জল-কুমুদী আর শতদল

নেচে নেচে উঠছে কেবল কোন্ প্রেরণায় মন জানে।

সাঁঝের বাতাস ডাকে খালি ব্যাকুল প্রাণে সুর ক’রে,  
আসবে কখন ওগো তুমি আমার নীরব বুক ভ’রে,

শুনেছিলাম কৌতূহলে

লুকিয়ে আছি হৃদ-কমলে,

চেয়ে আছি আঁখির জলে তীক্ষ্ণ আশায় পথ পানে।



## স্বরলিপি

### ইমন-চৌতাল

নারায়ণ পরা বেদা নারায়ণ পরাক্ররা  
 নারায়ণ পরামুক্তি নারায়ণ পরাগতি।  
 রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন  
 কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠবামন।  
 হরে মুরারে মধুকৈটভারে  
 গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দমৌরে  
 যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু  
 নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ।  
 হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।  
 হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

কথা—ভারকব্রহ্ম নাম।

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

### আস্থায়ী

II	+	সী	-	০	সী	-	২	সী	০	না	-	৩	না	৪	ধা	-	৪	ধা	I
		না	০		রা	০	ৱ	ণ		প	০		রা		বে	০		রা	
	+	ক্কা	-	০	পা	ধা	-	২	পা	০	পা	-	৩	পা	ক্কা	-	৪	গা	I
		না	০		রা	ৱ	০	ণ		প	০		রা	ক্	ষ	০		রা	
	+	রা	-গা	০	গা	পা	-	২	পা	০	ধা	-	৩	পা	ক্কা	-	৪	গা	I
		না	০		রা	ৱ	০	ণ		প	০		রা	মু	ক্			তি	
	+	রা	-	০	গা	পা	-	২	ক্কা	০	গা	০	৩	রা	না	-	৪	সা	II
		না	০		রা	ৱ	০	ণ		প	০		রা	প		০		তি	

অস্তরা

II <sup>+</sup>পা <sup>-১</sup> | <sup>০</sup>ধা ধপসা | <sup>২</sup>-১ | <sup>০</sup>সাঁ | <sup>০</sup>সাঁ | <sup>৩</sup>সাঁ | <sup>-৪</sup>ধা | <sup>৪</sup>সাঁ | <sup>-১</sup> | <sup>৪</sup>সাঁ I  
রা ০ | য না ০০ | ০ রা | য পা | ০ ন | ন্ ত

<sup>+</sup>সাঁ <sup>১</sup>রা | <sup>০</sup>-সাঁ | <sup>২</sup>গাঁ | <sup>২</sup>গাঁ | <sup>০</sup>রা | <sup>-১</sup> | <sup>৩</sup>রা | <sup>৩</sup>না | <sup>-৪</sup>রা | <sup>৪</sup>সাঁ | <sup>৪</sup>সাঁ I  
ম্ কু ০ | ন্ দ ম ০ | ধু স্ব ০ | দ ন

<sup>+</sup>সাঁ <sup>-১</sup> | <sup>০</sup>সাঁ | <sup>২</sup>না | <sup>-১</sup>রা | <sup>০</sup>না | <sup>-৪</sup>ধা | <sup>৩</sup>ধা | <sup>৩</sup>পা | <sup>-৪</sup>কা | <sup>৪</sup>গাঁ | <sup>৪</sup>গাঁ I  
ক ০ | ষ কে ০ | শ ০ | ব কং সা ০ রে

<sup>+</sup>রা <sup>১</sup>গাঁ | <sup>০</sup>-পা | <sup>-১</sup> | <sup>২</sup>-গাঁ | <sup>-১</sup> | <sup>০</sup>গাঁ | <sup>৩</sup>গাঁ | <sup>৩</sup>রা | <sup>৪</sup>না | <sup>৪</sup>রা | <sup>৪</sup>সা II  
হ রে ০ | ০ ০ | ০ ০ | বৈ কৃ ঠ বা ম ন

সংগারী

II <sup>+</sup>সা <sup>-১</sup>রা | <sup>০</sup>গাঁ | <sup>২</sup>গপা | <sup>২</sup>পা | <sup>০</sup>পা | <sup>৩</sup>পা | <sup>৩</sup>ধা | <sup>৪</sup>ধা | <sup>৪</sup>পকা | <sup>৪</sup>গাঁ I  
হ ০ | রে মু ০ | রা রে ম ধু কৈ ট ভা ০ রে

<sup>+</sup>রা <sup>১</sup>গাঁ | <sup>০</sup>রা | <sup>২</sup>গাঁ | <sup>২</sup>পা | <sup>০</sup>পা | <sup>৩</sup>গাঁ | <sup>৩</sup>গাঁ | <sup>৩</sup>রা | <sup>৪</sup>না | <sup>৪</sup>রা | <sup>৪</sup>সা I  
গো পা | ল গো বি ঙ্গ মু কু ঙ্গ মো ০ রে

<sup>+</sup>রা <sup>১</sup>গাঁ | <sup>০</sup>পা | <sup>২</sup>পা | <sup>২</sup>পা | <sup>০</sup>কা | <sup>৩</sup>পা | <sup>৩</sup>ধা | <sup>৩</sup>পা | <sup>৪</sup>কা | <sup>-৪</sup>কা | <sup>৪</sup>গাঁ I  
য জে শ না রা য ণ কৃ ষ বি ০ ষু

<sup>+</sup>রা <sup>১</sup>গাঁ | <sup>০</sup>রা | <sup>২</sup>গাঁ | <sup>২</sup>পা | <sup>-১</sup> | <sup>০</sup>গাঁ | <sup>৩</sup>গাঁ | <sup>৩</sup>রা | <sup>৪</sup>রা | <sup>৪</sup>না | <sup>৪</sup>রসা II  
নি রা ঙ্গ রং য় ০ জ গ দী শ র কৃষ

+	০	২	০	৩	৪	
রা	-১	-গা	পা	-ক্রা	গা	গা
রা	০	ম	রা	০	ম	হ
				০	হ	০

421b

## স্বরলিপি

ভৈরবী মিশ্র—কাহারবা

ভোরে কমল কুঁড়ি

আজি উঠিল ফুটি,

তারি মধুর তরে

এল মধুপ ছুটি'।

যবে আলোক-রেখা

আসি' বাজাল বেণু

তারি মিলন লাগি'

দিলে প্রাণের রেণু।

ভরি' গন্ধে আঁচল

বায়ু হোল যে পাগল

তারি পরশ লাগি'

কাঁদি' পড়িছে লুটি'।

তব দেহটি ঘিরে

অলি নাচিছে ফিরে

হাসি' তাকালে তুমি

মেলি' নয়ন দু'টী ॥

কথা—ডাঃ শ্রীফণীন্দ্রনাথ দে

স্বর—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য

স্বরলিপি—কুমারী রেখা চট্টোপাধ্যায়

দা গা II সা সজ্ঞা জ্ঞা-খা | সনা-সা খা গা I সা সজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | সজ্ঞা-মপা দা পা I  
 ভো রে ক ম ০ ল কুঁ ডি ০ ০ আ জি উ টি ০ ল ফু টি ০ ০ ০ তা রি

মজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞরা | মজ্ঞা -া-খা খা I সা সা না খা | সা -া দা গা II  
 ম ০ ধু র ত ০ রে ০ এ লো ম ধু প ছু টি ০ ভো রে

দা মা II জ্ঞা মা দা গা | সর্ধা-গর্সা দা গা I সর্ সর্জ্ঞা জ্ঞা সর্ধা | সর্না-সর্না সর্ সর্ধা I  
 ভ রি গ ০ ছে আঁ চ ০ ০ ল বা য় হো ল ০ যে পা গ ০ ল তা রি ০  
 ত ব দে হ টি যি রে ০ ০ ০ অ লি না চি ০ ছে ফি রে ০ ০ হা সি ০

গা খা -সা গদা | পা-গা দা পা I মজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা-খা | সা -া দা গা II  
 প র শ লা ০ গি ০ কাঁ দি প ০ ডি ছে লু টি ০ ভো রে  
 তা কা লে ছু ০ মি ০ মে লি ন ০ র ন ছু টি ০ ভো রে

মা মা II গা মা গা -স্বা | সা -া সা না I সা স্বা গা গা | মা -া দা দা I  
য বে আ লো ক রে | থা ০ আ সি বা জা ল বে | গু ০ তা রি

স্বা স্বা মা গা | মা -া গা স্বা I স্বা মা গা স্বা | সা -া দা গা II  
মি ল ন লা | গি ০ দি লে প্রা পে র রে | গু ০ ভো রে

## সঙ্গীতচ্ছটা

(পূর্বাত্মবৃত্তি)

শ্রীহর্গাপ্রসন্ন স্মৃতিভারতী

সঙ্গীত বলিতে কীৰ্ত্তনকেও প্রতিপন্ন করে। সঙ্গীতের যে সব লক্ষণ শাস্ত্রগ্রন্থে আছে, তাহার আলোচনা যে বহু পূর্বে করিয়াছি তাহা পাঠক পাঠিকাগণের স্মরণ থাকিতেও পারে। ঐ সব লক্ষণানুযায়ী কীৰ্ত্তন যদিও সঙ্গীতপদবাচ্য হয়, তথাপি লোক-ব্যবহার অন্যরূপ। “সঙ্গীত জলসা” প্রবন্ধ থাকিলে কখনও লোকে কীৰ্ত্তনের নাম-গন্ধও করে না। ইহা অস্তায় মনে করিয়াছি অনেক দিন হয়, যেদিন কীৰ্ত্তনের আলোচনা আরম্ভ করিয়াছি। নৃত্য, বাদ্য, গীত এই তিনটির মিশ্রণকে সঙ্গীত বা তৌধ্যাত্মিক বলে। “জয়ঃ সঙ্গীতমুচ্যতে” ইত্যাদি প্রমাণই এই সিদ্ধান্তের কারণ। সঙ্গীত কেবল গীতকে লক্ষ্য করিলেও সোজা পথে কীৰ্ত্তনের সঙ্গীতত্ব বজায় থাকে। অস্তায় রূপদাদিতে গীতবাদ্যে নৃত্যের নিয়ম কাছন আছে। কীৰ্ত্তনেও তাহা আছে বটে, কিন্তু বৈশিষ্ট্য এই—ভাবুকতায় রসানভিজ্ঞ ব্যক্তিও কীৰ্ত্তন মাহাশ্রো নৃত্য না করিয়া পারেন না। যিনি কোনও দিন গাহিতে বা বাজাইতে পারেন না, তিনিও কীৰ্ত্তন শ্রবণে নৃত্য করিতে পারিবেনই। ইহার বৈজ্ঞানিক তথ্য ও দার্শনিক তথ্য আছে। এখানে মীমাংসার

প্রয়োজন বোধ করিলাম না। যেমন, এই কীৰ্ত্তন-পদ প্রণেতা অসংখ্য। তেমন অস্তায় গীত প্রণেতার সংখ্য অর্ধেকও আছে কিনা সন্দেহ। বর্তমানে যে সকল পদ-কর্তাগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী দিতেছি, তাহা ভবিষ্যতে প্রয়োজন আছে। সাহিত্যিক ও ভাবুক এবং সঙ্গীত-শিল্পী অস্বীকার করিলে চলিবে না যে, আমার পদের সার্থকতা ও পদ-কর্তাগণের পরিচয় চাহি না যেহেতু বাঙ্গালা দেশের তাহারা যথেষ্ট হিতসাধন করিয়া আজ অমরতুল্য ও পূজ্য হইয়া আছেন।

আলোচ্য বিষয়, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতিই সর্বপ্রধান পদকর্তা। ইহারা ভগবৎ-শক্তি-সম্পন্ন ছিলেন চৈতন্যদেবের পূর্বে তাঁহারা অনগ্রহণ করিয়াছিলেন ইহারা এই ভাব, এই স্থললিত পদ-লালিত্য কোথা হইবে আনিলেন! এই সব ভাল লয়, রাগ রাগিণী কোথায় শিক্ষা করিলেন! ইহা ভাবিবার বিষয় বটে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ও তৎপরবর্তী বহু পদ-কর্তা আছেন, ইহারা কীৰ্ত্তন-গানের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের একমাত্র আধ্যাত্মিকত

রক্ষা করিয়াছে, আধ্যাত্মিকতাই এই দেশবাসীকে অহিংসা, সত্য, ব্রহ্মচর্য, বিনয়ী, অশ্বৈর্য প্রভৃতি গুণসম্পন্ন দ্বারা মাহুষ করে এবং দেবতার তুল্য ও কাহাকেবা ভগবৎ তুল্য আসন দিয়া বেদ ও দর্শনের সার্থকতা প্রতিপাদন করে।

বিদ্যাপতির পদে আছে—

সোহি কোকিল অব নাথ ডাকউ  
লাথ উদয় করু চন্দা।  
পাচ বাণ অব লাথ বাণ হউ,  
মলয় পবন বহু মন্দা।

\* \* \*

অন্তপদ—কি কহবরে সখি নন্দ ওর,  
চিরদিন মাধব মন্দিরে যোর।

এই সমস্ত পদের অঙ্কুরণে ইদানীং বহু প্রসিদ্ধ কবিগণ কবিতা লিখিয়াছেন। চৈতন্যদেব এই পদ শ্রবণে উন্নতবৎ গ্রহণের নৃত্য করিয়াছিলেন। এই নৃত্য যাহা দ্বারা সম্ভব সেই পদ-গানকে সঙ্গীত শব্দের প্রধানরূপে গ্রহণ করা সম্ভব নয় কি?

বিশালাক্ষী দেবী মন্দিরের সেবিকা রামী ধুবনী চণ্ডীদাস কবির হৃদয়ে এক অপূর্ণ প্রেম জাগাইয়াছিল। এই রামীকে কেহ তারা ও কেহ রামতারা বলিয়া জানেন।

চণ্ডীদাসের গানে কবিত্বের মুক্ত মূর্তি প্রকট নহে, আধ্যাত্মিকভাবে স্পষ্টরূপে দেদীপ্যমান। ত্রীরাধাকৃষ্ণ প্রেমের এক স্বর্গীয় উপাদেয় সামগ্রী। যথা—

১। বধু কি আর বলিব আমি...ইত্যাদি।

বধু তুমি যে আমার প্রাণ।  
দেহ মন আদি তৌহারে সঁপেছি কুল শীল জাতিমান।  
অধিলের নাথ তুমি হে কালিয়া যোগীর আধাধা ধন।  
পোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীনা না জানি ভজন পূজন।  
শিরীষি রসেতে ঢালি তহু মন দিয়াছি তোমার পায়।  
জুনি মোর পতি তুমি মোর পতি মন নাহি আন ভায়।

কলঙ্কী বলিয়া সব লোকে বলে তাহাতে নাহিক দুখ।

তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ।

সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত ভাল মন্দ নাহি জানি।

কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য মম তোমার চরণখানি।

ইত্যাদি পদ-গানে কত রস কত ভাব, এবং মনোহর-সাহী পদ্ধতিতে যখন এই সব পদ-গায়ক গান করেন, তখন অপূর্ণ আনন্দের ঢেউ শরীরকে অবাস্তব, অকিঞ্চিৎকর প্রভৃতি অবস্থায় উপনীত করে। অথচ এমন কীর্তনের আদর নাই। ইহারও অসংখ্য তাল আছে, নাচ আছে। যদি ভগবৎ কৃপায় সুস্থ থাকি, তাহা হইলে ভবিষ্যতে ইহার বিশদ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ভনহি বিদ্যাপতি কবি কর্ণহার

কোটাইন ঘটয় দিবস অভিসার

এই পদে বিদ্যাপতির কবিকর্ণহার উপাধি ছিল।

চণ্ডীদাস কবিরঞ্জে মিলল

পুছত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জে।

এই পদ দ্বারা বিদ্যাপতির কবিরঞ্জন উপাধিও প্রতীতি হয়।

বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী হইলেও বহু বাঙ্গালী তাঁহার শিষ্য গ্রহণ করিয়া তদ্রূপী হইয়াছিলেন। ইহা বাঙ্গালীর তুলিলে চলিবে না। মিথিলার নিকট বাঙ্গালী বিশেষভাবে গুণী। রাজর্ষি জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, গৌতম, গার্গী প্রভৃতি দেশের গুরু। জ্ঞানশাস্ত্রও মিথিলা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তারপর গুণী, সম্মানী যে দেশেরই হউক, দেশ নির্বিশেষে সকলের কাছেই তাঁহার স্মরণীয়। ঈশান নাগর কৃত অষ্টৈত প্রকাশে আছে, বিদ্যাপতি ও অষ্টৈত প্রভৃতি সম্মেলন হইয়াছিল। বিদ্যাপতি খুব রূপবান ছিলেন। তাহার পদ রচনার সঙ্গে গান গাহিবার শক্তি ও রাগাদির জ্ঞান খুব ছিল। বিরহ দুঃখের পর মিলন সুখ বর্ণনায় বিদ্যাপতির তুল্য নাই বলিলেও হয়। চৈতন্য দেবের সময় হইতে অসংখ্য

পদকর্তার সৃষ্টি আরম্ভ হইল, কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের উৎকর্ষও বাড়িয়া উঠিল।

আমরা সর্বপ্রথমে বাসুদেব ঘোষের পরিচয় দিতেছি।

১। বাসুদেব ঘোষ একজন প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ পদকর্তা। কোন পদের ভনিতায় নিজেকে বাসুদেবানন্দ পরিচয় দিয়াছেন। উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ কুলীন বংশে তাঁহার জন্ম। দিনাজপুরের বর্তমান রাজবংশ তাঁহাদের বংশধর বলিয়া প্রমাণ পাইয়াছি। মাধব ও গোবিন্দ তাঁহার সহোদর হইতেন। তিন ভ্রাতাই প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। তিনজনই চৈতন্যদেবের ভক্ত ও তাঁহার গঠিত সংকীর্ণন দলের মূল গায়ক ছিলেন। তিন জনই পদ-কর্তা ও স্বকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্য চরিতামৃতের বহু বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। বাসুদেবই গৌরালীলার প্রধান পদকর্তা। তিনি চৈতন্যদেবের নিকট অনেক সময় থাকিতেন। চৈতন্যদেবের যে সব লীলা তিনি দেখিয়াছেন, তাহাই গীতাকারে রাখিয়া গিয়াছেন। বাসুদেবের পদাবলী সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

বাসুদেব গীত করে প্রভুর বর্ণনে।

কাষ্ঠ পাষণ দ্রবে যাহার শ্রবণে॥

তিনি নরহরি সরকার ঠাকুরের পদাঙ্কসরণে পদ রচনা করিয়াছেন। যথা—

শ্রীসরকার ঠাকুরের পদামৃত পানে।

পদ্য প্রকাশিত বলি ইচ্ছা কৈল মনে।

শ্রীসরকার ঠাকুরের অদ্ভুত মহিমা।

ব্রজে মধুমতী যে গুণের নাহি সীমা॥

চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের পর মাধব ঘোষ দাইহাটে ও বাসু ঘোষ তমলুকে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। বাসু ঘোষের পদাবলী সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। কোন কোন পদ এত গভীরার্থক যে সাধক ও ভক্ত না হইলে

মর্খোদ্ঘাটন করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। বাসু ঘোষের প্রসিদ্ধ গান—

নিরমল গোরা তহু

কবিত কাঞ্চন জহু

হেরইতে পড়ে গেল ভোর।

\* \* \*

মন্ত্র মহৌষধি, তুঁহ জানিস যদি

মঝু লাগি করবি উপায়।

বাসুদেব ঘোষে বলে শুন শুন ওরে সখি

গোরা বিহু প্রাণ যোর যায়।

এই গানটী রীতিমত তান কর্তব্যাদি দ্বারা শোভিত করিয়া গাহিতে প্রায় ১ ঘণ্টার মত লাগে। উহা আমি ১ মার্চ ৩৭জ্যদেব কীর্তনীয়ার নিকট শিখিয়াছিলাম।

২। বৃন্দাবন দাস একজন বৈষ্ণব কবি ও পদ-রচয়িতা তিনি 'চৈতন্য ভাগবত' ভিন্ন 'বৈষ্ণব বন্দনা' 'ভজন নির্ণয়' ও 'তত্ত্ববিকাশ' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। রা রঘুপতি ও বল্লভ, বৃন্দাবন দাসের বন্ধু ছিলেন, একা পদে এই বন্ধু দ্বয়ের উল্লেখ আছে। "রায় রঘুপতি বল্লভ সঙ্গতি বৃন্দাবন দাস ভাসই।" তাহার পদ স্থূললিত মধুর। তাঁহার বহু গান প্রচলিত আছে।

৩। জগদানন্দ। জগদানন্দ পণ্ডিত ও জগদানন্দ ঠাকুর নামে দুই জন পদকর্তার উল্লেখ আছে। ঐপণ্ডিতের বা নবদ্বীপ গ্রাম। চৈতন্যদেব নীলাচলে যাওয়ার সময় চারিজন ভক্ত সঙ্গে গিয়াছিলেন, তৎসঙ্গে জগদানন্দও ছিলেন 'পদ-কল্পতরু' গ্রন্থে জগদানন্দ প্রণীত পাঁচটি পদ আছে তাহা উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের কৃত। যথা—

নাচত নগরে নাচত গৌর।

হেরিয়ে মুরতি মদন ভোর॥

যৈছন চরিত কচির অঙ্গ ভঙ্গি।

নটবর শোভনি.....জগদানন্দ বল্লভজল্লহ \*

চরণক বলিহারী।

অতি সুন্দর ও সুমধুর পদে ইহার গানগুলি রচিত। এই সব গানে মানুষ-মাত্রই আনন্দভোগ করিতে সমর্থ হয়।

৪। জগদানন্দ ঠাকুর জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। তিনি শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামীর শিষ্য। তাঁহার পিতার নাম নিত্যানন্দ মোহন্ত ঠাকুর। কাহারও মতে সর্বানন্দ জগদানন্দের ভ্রাতা হইতেন। কেহ বলেন ১৬২০-১৬৩০ শকে তাঁহার জন্ম এবং ১৭৪০ শকের বামণ দ্বাদশী, এই আশ্বিন তারিখে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। কাহারও মতে বর্দ্ধমান জেলার রাণীগঞ্জের পূর্বাংশস্থিত দক্ষিণখণ্ডে জগদানন্দের বাস। মতান্তরে বীরভূম জেলায় অজয় নদের তীরবর্তী ছবরাজপুরের নিকট জোফলাই গ্রামে তাঁহার বাস ছিল। বৈষ্ণব গ্রন্থাদি আলোচনায় প্রতীতি হয়, জগদানন্দের পিতা নিত্যানন্দের আদি বাস শ্রীখণ্ডে ছিল। তিনি গঙ্গীস্বর্গক নানাভাব প্রকাশক শ্রবণ মধুর পদসমূহ রচনা করিয়া সঙ্গীতজ্ঞ কীর্তনকে এবং বঙ্গভাষাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। পদগুলি কবিত্ব, ছন্দ-লালিত্যে, রচনা-চাতুর্য্যে এবং শব্দবিশ্বাসে সকল বিষয়েই তাহার কৃতিত্ব প্রকটিত করিয়াছেন। কথিত আছে, তিনি স্বপ্নে গৌরাক্ষ মূর্তি দর্শন করিয়া, ‘দামিনী দাম’ ও ‘গৌরকলবর’ এই দুইটি পদ রচনা করেন। জগদানন্দ সম্বন্ধে প্রাচীনেরা যে শ্লোক করিয়াছিলেন, তাহা এই—

শ্রীলক্ষ্মী জগদানন্দো জগদানন্দ দায়কঃ।

গীত পদ্যকরঃ খ্যাতি ভক্তি শাস্ত্র বিশারদঃ ॥

জগদানন্দের সিদ্ধপুরুষত্ব সম্বন্ধে প্রবাদ আছে— একদিন কয়েকটি সাধু অভিখি হওয়ায় তাহাদের ক্রোধাদক পান ব্যতীত জলপান অকর্তব্য। এই ব্রত রক্ষার জন্ত ঐ কুপ শূন্ত গ্রাম চৈতন্তদেবের নাম স্মরণে ভূমিতে লোহ-দণ্ডের আঘাত দ্বারা কুপ হইল ও কালক্রমে পুঙ্খুরে পরিণত হইল। অদ্যাপি জোফলাই গ্রামে উহা বিদ্যমান আছে। উহা এক্ষণে গৌরাক্ষ সাগর নামে কথিত।

জগদানন্দ চৈতন্ত-ধর্ম প্রচারার্থ পঞ্চকোট রাজ্যের অধীন আমলালা গ্রামে গমন করেন। এই স্থানে এক বৃহৎ সরোবর ছিল, তাহার মধ্যস্থলে দ্বীপের স্থায় একটা নিভৃত সুন্দর স্থান ছিল। তিনি কাঠ-পাতুকা পদে দিয়া প্রতিদিন সরোবর পার হইয়া ঐ স্থানে সাধন করিতেন। পঞ্চকোটরাজ তদর্শনে তাঁহাকে গ্রাম অর্পণ করেন। গ্রাম লাভের পর তিনি ঐ স্থানে গৌরাক্ষ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত সেবাইতগণ ঐ গ্রাম এখনও ভোগ করিতেছেন। এই পুঙ্খুর “ঠাকুরবাড়ী” নামে খ্যাত। তথায় গীতবাদ্যের প্রচলন তৎসময় হইতে দেখা যায়।

৫। জগন্নাথ দাস। বৈষ্ণব গ্রন্থে চারিজন জগন্নাথ পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে উড়িষ্যাবাসী জগন্নাথই পদকর্তা। বৈষ্ণব-বন্দনা গ্রন্থে—

বন্দে উড়িয়া জগন্নাথ দাস মহাশয়।

জগন্নাথ বলরাম যার বশ হয় ॥

জগন্নাথ দাস বলে সঙ্গীত পণ্ডিত।

যার পদ শুনিয়া শ্রীজগন্নাথ মোহিত ॥

ইহাতে জানা যায়, তিনি জগন্নাথের কীর্তনিয়া এবং সঙ্গীতে সিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার চরিত্র মধুর ছিল। কথা—  
জগন্নাথ দাস বন্দনা মধুর চরিত ॥

৬। নয়নানন্দ দাস—ইহার নিবাস মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁদির নিকটস্থ ভরতপুর গ্রামে। আদি নাম ধ্রুবানন্দ। চৈতন্ত চরিতামৃতে ইনি মিশ্র নয়ন নামে কথিত। ইনি গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতৃপুত্র ও শিষ্য। বংশধরগণ ঐ গ্রামে এখনও জীবিত আছেন। গদাধর নীলাচলে গেলে নয়নানন্দের উপর বিগ্রহ সেবার ভার ছিল। ‘প্রেমবিলাসে’, তাঁহার পুঙ্গ-গোপাল গোপালদাস ও ধ্রুবানন্দ নামে তিন ভ্রাতার নাম দেখা যায়। মহাপ্রভু ও গদাধর নবদ্বীপে থাকিয়া প্রেমভাবে কীর্তন ও নৃত্য করিতেন। তৎকণাৎ তত্তল্লা দর্শনান্তর সেইগুলি পদ-গানে উনি প্রকাশ করিতেন।



তাঁহার এই অদ্ভুত কবিত্বশক্তি দেখিয়া চৈতন্তদেব ও গদাধর উভয়েই খুব ভালবাসিতেন। এই গদাধরই নয়নের নাম নয়নানন্দ রাখিয়াছিলেন। নয়নানন্দ মহাপ্রভু গৌরানন্দেবের সমসাময়িক ছিলেন। ‘পদসমুদ্রে’ আছে।—

পণ্ডিতের স্নেহ পাত শ্রীনয়ান মিশ্র।  
বাল্যকালে প্রভু যারে করিলেন শিষ্য।  
পণ্ডিতের পাছে নয়ান থাকে সর্স্বক্ষণ।  
প্রভু লীলা দেখি পদ করএ বর্ণন।  
এঁকে চোঁটা দেখি প্রভু হরষিত হৈলা।  
নয়নানন্দ নাম পশ্চাৎ থুইলা।

তিনি গাহিতেও পারিতেন।

৭। নরহরি সরকার—নিবাস বর্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড গ্রামে। জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। পিতা নারায়ণ দেব সরকার। তিনি ১৪০০ শকে জয়গ্রহণ করেন। আকুমার বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। চৈতন্তদেবের সন্ন্যাসের পর তাঁহার নিকট দীক্ষিত হন। শ্রীখণ্ডে চৈতন্ত, নিত্যানন্দ প্রভৃতি ৬টি মূর্ত্তি স্থাপিত করেন। তিনি সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন, ‘ভক্তচন্দ্রিকা পটল’, ‘ভক্তামৃতটক’, ‘নামামৃত সমুদ্র’ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি চৈতন্তদেবের লীলা পদ-গান দ্বারা বহু প্রকাশ করিয়াছেন।

তাঁহার পদাবলীতে—

কিছু কিছু পদ লেখি যদি ইহা কেহ দেখি  
প্রকাশ করএ প্রভু লীলা।  
নরহরি পায় স্থখ, যুচিবে মনের দুখ  
গ্রন্থ গানে দরবিবে শিলা ॥

১৪৬৩ শকে তিনি ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হন।

৮। মাধবী দাস—ইনি মহিলা কবি। তিনি বহু পদ-গান রচনা করিয়াছেন। নীলাচলে তাঁহার নিবাস ছিল। চৈতন্তদেব নীলাচলে বাসকালে জগন্নাথদেবের শ্রীশিবী মহাক্ষী নামে এক কাষস্থ লিপিকর ছিলেন, মাধবী তাঁহার সহোদরা হইতেন। উন্নত চরিত্রের বলিয়া কৃকদাস

কবিরাজ মহাশয় তাঁহাকে দেবী উপাধি দিয়াছিলেন। তিনি পণ্ডিত এবং তপস্শায় খুব নিষ্ঠাপন্ন ছিলেন। মাধবী বঙ্গ ও উড়িষ্যা ভাষায় বহু পদ রচনা করিয়াছিলেন। ‘পদ-সমুদ্রে’ মাধবী কৃত অনেক উড়িয়া পদ আছে। উৎকলবাসীরা এই সকল পদ-গানের খুব আদর করে। চৈতন্তদেব সন্ন্যাসগ্রহণের পর জীলোকের মুখ দর্শন না করায়, মাধবী নিকটে বাইত না। অলক্ষিতে থাকিয়া চৈতন্ত-লীলা দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ পদগানে আঁকিয়া রাখিত। মাধবী কৰ্মদোষে নারীজন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে ভাবিয়া, চৈতন্তদেবকে দর্শন করিতে না পারায়, খেদ করিয়া একটি পদ রচনা করিয়াছিলেন।

যে দেখয়ে গোর। মুখ সেই প্রেমে তাংসে।

মাধবী বঞ্চিত হইল নিজ কৰ্ম দোষে ॥

ইহার নিকট ভিক্ষা চাহিতে যাওয়ায় মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে বর্জন করিয়াছিলেন। যথা—চৈঃ চরিতামৃত—

প্রভু কহে সন্ন্যাসী করে প্রকৃতি সন্তাষণ

দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন ॥ ইত্যাদি

ইহারা সকলেই প্রায় স্বভাব-কবি ছিলেন, অথচ ইহাদের নামগন্ধও অনেকেই জানেন না। প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিই যেমন গান তৈয়ারী করিতেন, তেমন রস গ্রহণও করিতেন। ইহারা রাগরাগিণীতেও জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। ইহাদের সমতুল্য পণ্ডিত পাওয়া কঠিন। সঙ্গীতক্ষেত্রে বাঁহারা যেভাবে সঙ্গীতের উৎকর্ষ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই সঙ্গীতসেবকগণের নিকট সম্মানার্থ। স্মরণ্য এই সম্মানীয়গণের পরিচয় দিয়া পশ্চাৎ তাঁহাদের গানের পার্থক্য করিয়া কবিদের পার্থক্য প্রতিপাদন করিয়া প্রাচীন ঋষিকল্প ব্যক্তিগণের পরিচয় ইতিহাস আকারেও সঙ্গীত সমাজে আঁকিয়া রাখা অসমীচীন মনে করি না। এই বৃদ্ধ জীবন যদি কিছুদিন টিকে, তবে ইহার সার উদ্ধার করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

কৃষ্ণশঃ

## ভূপালী--ত্রিতাল

তুম হাম সন জি ন বোল পিয়াকুৱা ।  
 আউর না মানে ন মিলাবতহি  
 হামসে কোন কর রাঢ় ॥  
 কারি করু' কছু বন নাহি আৱয়ত  
 এইসি টীট লঙ্গরৱা তোৱে  
 হামসে কোন কর রাঢ় ॥

କଥା—ଅଜ୍ଞାତ ।

স্মরণ—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (গোপালবাবু)

স্বরলিপি—শান্তিপ্রভা গুহ

স্বাভাবিক ঠাট। বাদী গা ( গাঙ্কার ), সংবাদী ধা ( ধৈবৎ ), বিবাদী মা ( মধ্যম ) ও না ( নিষাদ )।  
রাজি ১ম গুরে গের।

## আম্ভারী

II <sup>०</sup>जाँ जाँ धा पा | <sup>१</sup>गाँ राँ जाँ राँ | <sup>२</sup>पाँ-गाँ पाँ पाँ | <sup>३</sup>पाँ धाँ धाँ -१ I

डू म हा म | स न जि न | बाँ ० ल पि | बाँ कू बाँ ०

<sup>०</sup> गा गा गा रा | <sup>१</sup> गा - पा मक्षा - मी | <sup>२</sup> मी मी मी - । | <sup>३</sup> मी री मी - । I  
 जा उ र ना | मा ० ने ० | न मि ला ० | ब त हि ०

০ সা সা রা রা | -ধা ধা সা সা | পধা-স'সা'-ধপা-ধরা | -ধসাঁ'-ধপা-গরা সা II  
হা য় সে কো | ০ ন ক র রা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

## ଅନ୍ତରା

II    <sup>०</sup>पा -गा पा पा | <sup>१</sup>मदा -मं मं मं | <sup>२</sup>मं मं मं मं | <sup>३</sup>मं रं मं मं I

का ० रि क क ० क छ | ब न ना हि | आ ङ ग त

<sup>০</sup>স<sup>০</sup>ধা -ধা ধা স<sup>১</sup>া | -স<sup>১</sup>া -স<sup>১</sup>া র<sup>২</sup>া র<sup>২</sup>া | স<sup>২</sup>া র<sup>২</sup>া গ<sup>৩</sup>া -র<sup>৩</sup>া | স<sup>৩</sup>া -র<sup>৩</sup>স<sup>৩</sup>া ধা -পা I  
 এ ই ০ সি টী | ০ ০ ট ল | জ র বা ০ | তো ০ রে ০

<sup>০</sup> পা গা পা পা | <sup>১</sup> সী ধা সী সী | <sup>২</sup> পধা-স'সী-ধপা-ধরী | <sup>৩</sup> -ধসী-ধপা-গরা সা :  
 হা য় মে কো | ০ ন ক র | রা ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

**ভান :-**

১। <sup>২</sup>সরা -গপা -রগা -পধা | <sup>৩</sup>স'স' -ধপা -গরা -সা I

२। <sup>०</sup>स<sup>०</sup>धा स<sup>०</sup>रा ध<sup>०</sup>र्मा ध<sup>०</sup>पा । <sup>१</sup>ग<sup>१</sup>पा स<sup>१</sup>धा प<sup>१</sup>गा र<sup>१</sup>सा । <sup>२</sup>स<sup>२</sup>रा ग<sup>२</sup>रा ग<sup>२</sup>पा ध<sup>२</sup>र्मा ।

୬  
ଗର୍ଭା ମଧ୍ୟା ପମା ରମା ।

୩। <sup>୧</sup>ମରା <sup>୨</sup>ଗମା <sup>୩</sup>ଧର୍ମା <sup>୪</sup>ଧମା | <sup>୫</sup>ଗମା <sup>୬</sup>ଧର୍ମା <sup>୭</sup>ରୁର୍ଗା <sup>୮</sup>ମର୍ଧା | <sup>୯</sup>ରୁର୍ମା <sup>୧୦</sup>ମର୍ଧା <sup>୧୧</sup>ମଗା <sup>୧୨</sup>ରମା ।

# গান

শ্রীমুখীন্দ্রনাথ মিত্র

সেদিন বিদায় বেলা  
 যে কথা কহিলনা সে,  
 আজি দূর হ'তে তারি  
 সে বাণী বহিরা আসে।

বিজ্ঞান পথের 'পরে,  
গোধূলি অন্ধকারে,  
খামিয়াছে আসা যাওয়া  
সেদিন দিনের শেষে।

কণেক বসিয়াছিল  
 আমার মাধবী-তলে,  
 কি নিল, কি দিয়া গেল,  
 বিদায় অশ্রুজলে ।

আজি এ সাঁঝের ক্ষণে,  
সেখা এসে আনমনে,  
তাহারে কুড়ায়ে পেলু  
সেই তরুতলে বসে।



# সেতার শিক্ষা

সেতারের গৎ

খান্সাজ—টিমা-জিতাল

রচনা—প্রোঃ এনায়েৎ হোসেন খাঁ মাহেব

স্বরলিপি—শ্রীবিমলাকান্ত রায়চৌধুরী

আম্বারী

পপা II গা মমা পা ধা | না সনা সা সা | সা গধা পা সা | গা ধা মা  
ডেরে ডা ডেরে ডা রা | ডা ডেরে ডা রা | ডা ডেরে ডা রা | ডা ডা রা

II গা মমা পা মা | গা রা সা ন্না | সা গগা মা পা | গা মমা পা ধা I  
ডা ডেরে ডা রা | ডা রা ডা ডেরে | ডা ডেরে ডা রা | ডা ডেরে ডা রা

না সসাঁ রা সা | গা ধা মা  
ডা ডেরে ডা রা | ডা ডা রা

## অন্তরা

11. গা. ঝমা গা ধা | না স'না স' স' | পা ননা স' র' | স' গা ধা ননা I  
ডা ডেরে ডা রা | ডা ডেরে ডা রা | ডা ডেরে ডা রা | ডা ডা রা ডেরে

স' গ'গ' ম' গ' | র' স' না স' | না স'স' র' স' | না ধা মা  
ডা ডেরে ডা রা | ডা রা ডা রা | ডা ডেরে ডা রা | ডা ডা রা

## তোড়া

১। সগমপা গমপধা | স' গমপধা স' গমপধা | স'

২। সগমপা গমপধা গধপমা গ'র'সঃ | গমপধা সঃ গমপধা সঃ গমপধা | স'

৩। গ'গ'না গ'ধপমা গ'র'গ'রা স'ন'সঃ | ন'স'র'না স'র'না রা গমপগা |

মপগমা পা প'ধনপা ধনপধা | না

## গান

## শ্রীহলালী দেবী

ভগ্নো তোমারে বাসি ভালো ;  
আমার অঁখি আগে  
তোমারি মুখে আগে,  
তোমার মধু-বগী,  
তোমার রূপ-আলো ।  
তোমার কাছে যাই,  
কী যে বলিতে চাই,  
অঁখিতে অঁখি দিয়ে  
তুলি যে কথা-জাল ।

তোমার হিয়াখানি  
আমারে চার জানি,  
আমার মনো-বাধা  
তুমিত জানো ভালো ;  
জানে তা' তরু-লতা  
মোদের প্রেম-কথা,  
সকলে জানে তবু  
গোপন রয়ে গেল ।



অন্তরা

১। <sup>০</sup>সী <sup>৩</sup>পাঁ -১ | <sup>৩</sup>-গদা -গদা না না | <sup>১</sup>সী -১ -১ | <sup>০</sup>সী -নসী | <sup>২</sup>সী | <sup>০</sup>সী I  
খ ধু ০ | ০০ ০০ র গা | বে ০ ০ | কী ০০ | স ব

<sup>০</sup>সীনা <sup>৩</sup>সী -১ | <sup>৩</sup>সী -নসী রী <sup>১</sup>সী | <sup>১</sup>রীনা সীঃ -১ঃ | <sup>০</sup>গদা গা | <sup>২</sup>পাঁ -১ I  
আ ০ ম ০ | কো ০০ গু গ | ব ০ র ০ | গ ০ ০ | গ ০

<sup>০</sup>সী গজ্জী -মরী | <sup>৩</sup>রী -১ সী -১ | <sup>১</sup>মা -পাঁ রী | <sup>০</sup>না -সী | <sup>২</sup>মা পা I  
গো লা ০ ০০ | ব ০ কী ০ | কে ০ শ. র ০ | র জ

<sup>০</sup>সী -মা পণা | <sup>৩</sup>মজ্জা -মসী -রা সা II II  
স ব কো ০ | দে ০০ উ কী

বাঁট

১। <sup>০</sup>সী মজ্জা মা | <sup>৩</sup>পণা মপা রী <sup>১</sup>সী | <sup>১</sup>গা পা মা | <sup>০</sup>-গা পা | <sup>২</sup>মজ্জা মা I  
কা হা কো | বো ০ লো ০ আ ন | স ব আ | ০ জ | হো রী

<sup>০</sup>সী রা সা | <sup>৩</sup>পণা -মা পা না | <sup>১</sup>সী -১ -১  
ধে লু কী | "বো ০ ০ লো আ | ন ০ ০"

২। <sup>০</sup>রী না | <sup>২</sup>সী গা | <sup>০</sup>পাঁ রী <sup>৩</sup>সী | <sup>৩</sup>গা পা মা -গা | <sup>১</sup>পাঁ মজ্জা মা I  
কা হা কো | বো লো আ ন | স ব আ | ০ জ হো রী

<sup>০</sup>সী রা | <sup>২</sup>-১ সা | <sup>০</sup>সা মজ্জা মা | <sup>৩</sup>পণা -মা পা না | <sup>১</sup>সী -১ -১ II  
ধে লু ০ | কী "কা হা কো | বো ০ ০ লো আ | ন ০ ০"

৩। <sup>০</sup>সা <sup>০</sup>মরা <sup>০</sup>পরা | <sup>০</sup>গপা <sup>১</sup>না <sup>১</sup>রসা <sup>১</sup>মরা | <sup>১</sup>রসা <sup>১</sup>গা <sup>০</sup>সপা | <sup>০</sup>গমা <sup>০</sup>পজা | <sup>২</sup>মসা <sup>২</sup>রসা ।  
কা হাও কো বো লো আ ন স ব ০ ০ আ জ ০ হো রী

<sup>০</sup>সা <sup>০</sup>মজা মা | <sup>০</sup>পগা <sup>০</sup>মা পা না | <sup>১</sup>সী <sup>১</sup>না <sup>১</sup>না II  
খে লু কী "বো ০ লে আ ন ০ ০"

### ছন ও তেহাইযুক্ত বাঁট

৪। <sup>০</sup>মপা <sup>০</sup>গদদা <sup>০</sup>ননা <sup>১</sup>সসা | <sup>১</sup>সনা <sup>১</sup>রসা <sup>১</sup>গা | <sup>০</sup>সপা <sup>০</sup>গঃ হঃ | <sup>২</sup>পঃ মপা | <sup>০</sup>ননা <sup>০</sup>সী মপা I  
কা ০ হাকো বোলো আন সব মিল আজ হোরী থেলু ০ কী বো লোআ ন, বো

<sup>০</sup>ননা <sup>১</sup>সী <sup>১</sup>মপা <sup>১</sup>ননা | <sup>১</sup>সী <sup>১</sup>না <sup>১</sup>না II  
লোআ ন বো লোআ ন, ০ ০

### বাঁট ও তেহাই

৫। <sup>০</sup>না <sup>০</sup>না <sup>১</sup>মী <sup>১</sup>রসা | <sup>১</sup>সনা <sup>১</sup>রসা <sup>১</sup>গা | <sup>০</sup>রসা <sup>০</sup>গপা | <sup>০</sup>গমা <sup>০</sup>পসা | <sup>০</sup>সঃ মপা <sup>১</sup>সসা I  
০ ০ কা হাকো বোলো আন সব মিল আজ হোরী থেলু ০ কী কা হাকো

<sup>০</sup>মপা <sup>১</sup>সসা <sup>১</sup>মপা <sup>১</sup>ননা | <sup>১</sup>সী <sup>১</sup>মপা <sup>১</sup>সসা | <sup>০</sup>মপা <sup>০</sup>সসা | <sup>২</sup>মপা <sup>০</sup>ননা | <sup>০</sup>সী <sup>০</sup>মপা <sup>১</sup>সসা I  
বোলো আন বো লোআ ন কা হাকো বোলো আন বো লোআ ন কা হাকো

<sup>০</sup>মপা <sup>১</sup>সসা <sup>১</sup>মপা <sup>১</sup>ননা | <sup>১</sup>সী <sup>১</sup>না <sup>১</sup>না II  
বোলো আন বো ০ লোআ ন ০ ০



## হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতবিদ্যা তাত্ত্বিক সাধনা ও তাত্ত্বিক সত্যদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা সঙ্গীত-রত্নাকর গ্রন্থটি ভালভাবে আলোচনা করলেই তা' বুঝতে পারি। সঙ্গীত-রত্নাকরের মত প্রামাণিক গ্রন্থ ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রের মধ্যে আর কোনটিই নয়, এবং দক্ষিণী ও হিন্দুস্থানী উভয় মতের সঙ্গীতেরই মূল পাণ্ডা যার সঙ্গীত-রত্নাকরে। অবশ্য রাগ রাগিণীর ত্রমবিকাশ ও ব্যবহারিক সঙ্গীতের প্রয়োগভেদ পরবর্তীকালে অনেক হয়ে গেছে এবং ব্যবহারের বৈচিত্র্য ও নব বিকাশ জীবন্ত সঙ্গীতেরই পরিচয়, তবে সঙ্গীতের মূল প্রতিষ্ঠা বা সঙ্গীতের তত্ত্ব সঙ্গীত-রত্নাকরে যেমন বিশদভাবে বর্ণিত আছে অগ্র কোথাও তা নেই।

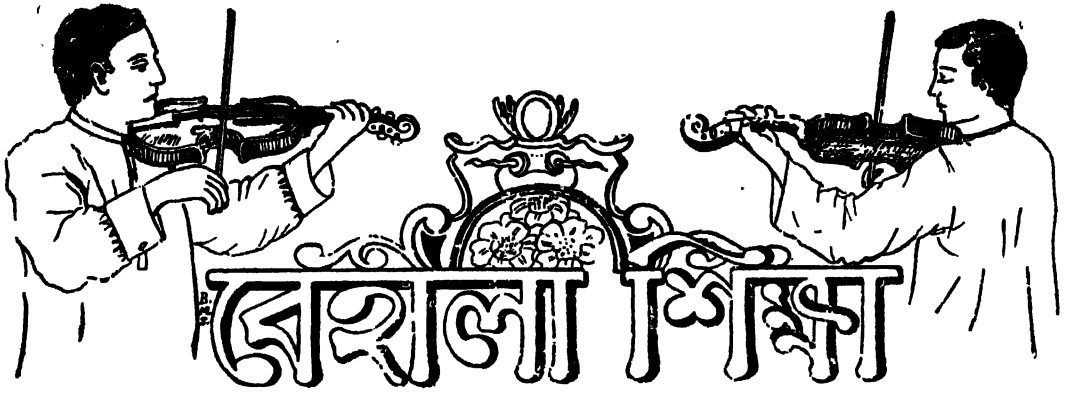
মিরা তানসেন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের এক অভিনব বিকাশের পথ খুলে দিয়ে গেছেন সন্দেহ নেই এবং মিরা তানসেনের পরবর্তী যুগ হ'তে শুরু করে এই বর্তমান বিংশ শতাব্দীতেও হিন্দু সঙ্গীতের কত নব নব বৈচিত্র্যময় বিকাশ হচ্ছে ও হবে—তা হওয়াই সঙ্গীতের স্বহ ও মতেজ প্রাণশক্তির চিহ্ন—কিন্তু মিরা তানসেনের প্রবর্তিত রাগ রাগিণীর একটা স্থায়ী প্রতিষ্ঠা থাকবেই—যার উপরে আমরা নানা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করব। তেমনি মিরা তানসেনেরও বহু যুগ পূর্ব থেকে ভারতীয় সঙ্গীতের যে মূল তত্ত্বের আবিষ্কার ও প্রচার হয়েছিল সেই তত্ত্ব বা সঙ্গীত বিজ্ঞা আজও আমাদের অঙ্গুর ও উজ্জল রাখা চাই। প্রাচীনের শ্রেষ্ঠ সম্পদের উপরই নবীনের কলাকৌশল দেখতে হবে।

আমরা এই প্রাচীন সঙ্গীত-বিদ্যাকে পরাবিদ্যা বলেছি—তার কারণ আমাদের সঙ্গীত বিদ্যা পরা-প্রকৃতিকেই প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছে। যে ধ্বনি বা

আদি নাদ কাণে শোনা যায় না অথবা মন দিয়ে ধারণা করা যায় না সেই ধ্বনিরই একটা রেশ যেন রাগ রাগিণীর মধ্যে আমরা খুঁজে পাই। আমরা নাদব্রহ্ম কথাটা অনেক-বার শুনেছি, এই নাদব্রহ্ম ভালই সঙ্গীতের আদি স্বরূপ। এই নাদব্রহ্ম একটা ক্ষীণ রেশ যে সঙ্গীতে থাকে, তার একটা পারমার্থিক মূল্য আছে, আর যে বিজ্ঞা নাদব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের সংযোগের পথ দেখায়, সে বিজ্ঞাই পরাবিজ্ঞা।

আমরা পরাপ্রকৃতি ও নাদব্রহ্মের সম্বন্ধে এখন একটু বিশদ আলোচনা করতে চাই। তত্ত্বের মতে এই নিখিল জগৎ সৃষ্টির আদিতে বা জগতের মূলরূপে রয়েছেন এক পরমপুরুষ বা পরম শিব উপনিষদের মতে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বলতে বা বুঝায়, এই পরম পুরুষ তা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। উপনিষদও বলেছেন যে এই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম থেকেই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন জগতের সৃষ্টি হয়েছে। যে শক্তির দ্বারা ব্রহ্ম এই সৃষ্টি করলেন, তাকে বেদান্ত উপনিষদে মায়া বলা হয়ে থাকে। তবে বেদান্ত ও উপনিষদে ব্রহ্মের শক্তির দিকটা অর্থাৎ ব্রহ্মের নিগূর্ণ নিখর অবস্থার পর সগুণ বিকাশোন্মুখ অবস্থাটার ভাল বিশ্লেষণ নাই। তত্ত্বের এই অভাব পূরণ করেছে। তত্ত্ব বলেছেন যে সচ্চিদানন্দময় পরম পুরুষেরই অপয় অবস্থা হচ্ছে সচ্চিদানন্দময়ী শক্তি। এই শক্তি মাধারণও উপরে। শক্তি পুরুষ থেকে অভিন্ন এবং সৃষ্টির জন্য এঁরা দুই ভাবে লীলা করেন মাত্র। এই চিন্নরী শক্তিই পুরুষের বীজ নিয়ে সব-কিছু সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির গোড়াতে চিৎশক্তি যা সৃষ্টি করলেন তাকেই তত্ত্ব নাদব্রহ্ম বা সদাশিব বলে থাকেন। এই নাদব্রহ্মকে বেদান্ত প্রাজ্ঞ পুরুষ বা বিজ্ঞানময় পুরুষ বলেন।

ক্রমশঃ



বেহালা গৎ

ভৈরবী-তেতাল

ত্রিপ্রতাপচন্দ্র ব্রহ্মচারী

আহ্বারী

II গা<sup>১</sup> সা জা মা<sup>+</sup> | দা<sup>১</sup> - গা দা<sup>১</sup> | পা<sup>১</sup> মা জা - | মা<sup>১</sup> জা খা সা I

\* গা<sup>১</sup> সা খা খা<sup>১</sup> | দা<sup>+</sup> - দা<sup>১</sup> গা<sup>১</sup> | সা<sup>১</sup> খা জা - | মা<sup>১</sup> মজা খা সা II

অন্তরা

II দা<sup>+</sup> দা<sup>১</sup> মা, দা<sup>১</sup> | দা<sup>১</sup> মা, দা<sup>১</sup> গা<sup>১</sup> | সা<sup>১</sup> দা<sup>১</sup> - গা<sup>১</sup> | সা<sup>১</sup> খা<sup>১</sup> জা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> I

<sup>+</sup> - খা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> গা<sup>১</sup> | দা<sup>১</sup> - গা<sup>১</sup> দা<sup>১</sup> | পা<sup>১</sup> মা পা জা<sup>১</sup> | - মা, সা খা I

<sup>+</sup> জা<sup>১</sup> মা পা দা<sup>১</sup> | পা<sup>১</sup> মা জা<sup>১</sup> - | মা<sup>১</sup> জা<sup>১</sup> খা সা | \* এখানে আসিয়া আহ্বারীর  
২য় লাইন বাকাইয়া অন্তরা শেষ করিতে হইবে।

তান

১। গা<sup>১</sup> সা জা মা দা<sup>১</sup> | সা<sup>১</sup> গা দা পা মজা খা সা I

২। পা দা মপা জা মা দা<sup>১</sup> | সা<sup>১</sup> গা দা পা মজা খা সা I

৩। গণা দঃ,গঃ গদা গণা | দণা দপা মজ্জা ধাসা ।

৪। ধা'ধা' স'দ,ধাঃ ধা'সা' ধা'ধা' | স'গা দপা মজ্জা ধাসা ।

৫। স'ধা' -ধা' স'গা স'সা' | দণা -ণা দপা দদা | মদা -দা পমা পপা ।

ধাজ্জা -জ্জা ধাসা গ'সা । গ'সা -সা জ্জমা -মা | দা -া গ'সা -সা ।

জ্জমা -মা দা -া | গ'সা সা জ্জমা মা । দা +

দ্রষ্টব্য :—সঙ্গীতাচার্য পণ্ডিত রামকৃষ্ণ মিশ্র মহাশয়ের নিকট যজ্ঞপ শিক্ষা করিয়াছি, তাহাই কয়েকটা ছোট তান সমেত সহজ স্বরলিপির দ্বারা প্রকাশ করিলাম ।

## গান

শ্রীশচীন্দ্র নাথ রায়

বনে বনে ভ্রমে যত

কেন এত ফুল বান ।

আপন হরষে মাতি'

পাপিয়া ধরিছে তান ।

ছল ছল কলনায়ে

দখিন মলয়ে ভেসে

বধূর মিলন ফাঁদে

চলে তরী দূর দেশে

ভেঁকেছে নদীর বারি

অধরেতে প্রেম হৃদা

স্বরিতে গাগরী আন ।

অরণ দিয়াছে মান ।

## স্বরলিপি

বাগেশ্বরী—দাদরা

জুড়াও আমার সকল বাধা

তোমার গানে গানে,

নিভাও আমার সকল জ্বালা

আগুন জ্বালা প্রাণে।

এ জীবনের যত আশা

হরণ কর তাদের ভাষা,

সকল আশার বাঁধ ভাঙ গো

আকুল করা তানে।

তোমার সুরের পরশ দিয়ে

বাহির কর মোরে,

সুরের আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে

লওগো টানি' দূরে।

কেমন করে সকল ভুলে

ছুটবো আমি তোমার কূলে

বাহির পানে ছুটেতে গেলে

পিছনে কে টানে।

কথা—শ্রীচাক্রক্স মুখোপাধ্যায়

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীরমণীলাল সরকার

আস্থারী

II     $\overset{+}{\text{স}} \overset{+}{\text{র}} \overset{+}{\text{া}}$     ধা     $\text{—} \overset{+}{\text{স}} \overset{+}{\text{া}}$      $\overset{0}{\text{গা}}$     ধা     $\text{—} \overset{+}{\text{া}}$     I     $\overset{+}{\text{মা}}$     ধা     $\text{—} \overset{+}{\text{পা}}$      $\overset{0}{\text{গা}}$     ধা     $\text{—} \overset{+}{\text{া}}$     I  
জু.    ডা    ও    আ    মা    র    স    ক    ল    বা    থা    ০

মা    জ্ঞা     $\text{—} \overset{+}{\text{া}}$      $\overset{+}{\text{স}} \overset{+}{\text{রা}}$      $\text{—} \overset{+}{\text{জ্ঞা}}$     I     $\overset{+}{\text{রা}}$      $\overset{+}{\text{সা}}$      $\text{—} \overset{+}{\text{া}}$      $\text{—} \overset{+}{\text{া}}$      $\text{—} \overset{+}{\text{া}}$     I  
তো    মা    র    গা    নে    ০    গা    নে    ০    ০    ০    ০

$\overset{+}{\text{স}} \overset{+}{\text{রা}}$   $\overset{+}{\text{স}} \overset{+}{\text{র}} \overset{+}{\text{জ্ঞা}}$   $\overset{+}{\text{র}} \overset{+}{\text{সা}}$      $\overset{+}{\text{গা}}$     ধা     $\overset{+}{\text{গা}}$     I     $\overset{+}{\text{সা}}$      $\overset{+}{\text{সা}}$      $\text{—} \overset{+}{\text{মা}}$      $\overset{+}{\text{মা}}$      $\overset{+}{\text{মা}}$      $\text{—} \overset{+}{\text{া}}$     I  
নি.    তা.    ০০    ০০    ০০    আ    মা    র    স    ক    ল    আ    লা    ০

মা    মা     $\text{—} \overset{+}{\text{ধা}}$      $\overset{+}{\text{ধা}}$      $\overset{+}{\text{ধা}}$      $\text{—} \overset{+}{\text{গা}}$     I     $\overset{+}{\text{মধা}}$      $\overset{+}{\text{ধা}}$      $\text{—} \overset{+}{\text{গা}}$      $\text{—} \overset{+}{\text{স}} \overset{+}{\text{া}}$      $\text{—} \overset{+}{\text{া}}$      $\text{—} \overset{+}{\text{া}}$     II  
আ    ও    ন    জা    লা    ০    প্রা    পে    ০    ০    ০    ০

অন্তরা

II	<sup>+</sup> মা	<sup>০</sup> মা	-	<sup>০</sup> ধা	<sup>০</sup> ধা	-	I	<sup>+</sup> সী	<sup>০</sup> সী	-	<sup>০</sup> সী	<sup>০</sup> সী	-	I
	এ	জী	০	ব	নে	র		ষ	ত	০	আ	শা	০	
	সী	রী	-	রী	সী	সী	I	ধা	ধা	-	গা	ধা	-	
	হ	র	০	ণ	ক	র		তা	দে	র	ভা	বা	০	
	মা	ধা	-	মধা	-	গসী	I	মা	-	মা	জা	রা	-	I
	স	ক	ল	আ	০	০	শার	বা	ধ্	ভাঙ্	গ	গো	০	
	সরা	সজা	-	গা	ধা	-	I	গসী	সা	-	-	সী	-	I
	আ	হু	০	ক	রা	০		তা	নে	০	০	০	০	
	-	মা	-	-	গা	-	II							
	০	০	০	০	০	০								

সংগারী

II	<sup>+</sup> সরা	<sup>০</sup> সরজা	রা	<sup>০</sup> গা	<sup>০</sup> ধা	গা	I	<sup>+</sup> সা	<sup>০</sup> সা	-	মা	মা	-	I
	তো	মা	০	হু	রে	র		প	র	শ	দি	য়ে	০	
	মা	ধা	-	ধা	মধা	-	I	গমা	মা	-	জা	-	-	I
	বা	হি	র	ক	র	০	০	মো	রে	০	০	০	০	
	রজা	রজা	-	রা	জা	-	I	জা	রা	জা	মা	পা	-	I
	হু	রে	র	আ	ও	ন		জা	লি	য়ে	দি	য়ে	০	
	রা	মা	জা	রা	গধা	-	I	গা	-	-	সা	সা	-	II
	ল	ও	গো	টা	নি	০	০	হু	০	০	০	০	০	

আভোগ

II  $\overset{+}{\text{মা}}$   $\text{মা}$   $\text{-সঁ}$  |  $\overset{0}{\text{গঁধা}}$   $\text{ধা}$   $\text{-গা}$  I  $\overset{+}{\text{সঁ}}$   $\text{সঁ}$   $\text{-}$  |  $\overset{0}{\text{সঁ}}$   $\text{সঁ}$   $\text{-}$  I  
কে ম ন ক রে ০ স ক ল ভূ লে ০

$\text{.মা}$   $\text{-}$   $\text{সঁ}$  |  $\text{সঁ}$   $\text{সঁ}$   $\text{-}$  I  $\text{সঁর}$   $\text{ধা}$   $\text{-সঁ}$  |  $\text{গা}$   $\text{ধা}$   $\text{-সঁ}$  I  
ছ ট বো আ মি ০ তো মা র ক লে ০

$\text{-}$   $\text{-}$   $\text{-}$  |  $\text{-}$   $\text{-}$   $\text{-}$  I  $\text{সঁর}$   $\text{-মা}$   $\text{-}$  |  $\text{-জঁ}$   $\text{-}$   $\text{-}$  I  
০ ০ ০ ০ ০ ০ আ ০ ০ ০ ০ ০ ০

$\text{-রঁ}$   $\text{-সঁ}$   $\text{-গা}$  |  $\text{-ধা}$   $\text{-}$   $\text{-}$  I  $\text{-মা}$   $\text{-ধা}$   $\text{-}$  |  $\text{-মধা}$   $\text{-গা}$   $\text{-ধা}$  I  
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

$\text{-মা}$   $\text{-জঁ}$   $\text{-রা}$  |  $\text{-সা}$   $\text{-}$   $\text{-}$  I  $\text{-সরা}$   $\text{-সজঁ}$   $\text{-রা}$  |  $\text{-সা}$   $\text{-গাঁধা}$   $\text{-গাঁ}$  I  
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০

$\text{-সা}$   $\text{-}$   $\text{-}$  |  $\text{-সা}$   $\text{-মা}$   $\text{-}$  I  $\text{-মা}$   $\text{-ধা}$   $\text{-}$  |  $\text{-গা}$   $\text{-সঁ}$   $\text{-}$  I  
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

$\text{মা}$   $\text{মা}$   $\text{-}$  |  $\text{ধা}$   $\text{ধা}$   $\text{-গা}$  I  $\text{সঁ}$   $\text{সঁ}$   $\text{-}$  |  $\text{সঁ}$   $\text{সঁ}$   $\text{-}$  I  
কে ম ন ক রে ০ স ক ল ভূ লে ০

$\text{সঁ}$   $\text{-রঁ}$   $\text{সঁরঁ}$  |  $\text{গঁসঁ}$   $\text{ধা}$   $\text{-গা}$  I  $\text{সঁ}$   $\text{সঁ}$   $\text{-মা}$  |  $\text{মা}$   $\text{মা}$   $\text{-}$  I  
ছ ট ব ০ আ ০ মি ০ তো মা র ক লে ০

সাঁ রাঁ -সঁরঁরঁরঁ | রাঁ সাঁ -াঁ I গা -সাঁ সাঁ | গা ধা -াঁ I  
ব হি ০০ র | পা নে ০ ছ ট তে | গে লে ০

মা ধা -াঁ | মধা -গঁসাঁ গা I ধা মা জা | সঁরা সাঁ -াঁ I  
বা হি র | পা ০ ০০ নে ছ ট তে | গে লে ০

সরা সজা -রসা | গা ধা গা I সা -মা -মাস | -মা -ধা -াঁ I  
পি ০ ছ ০ ০০ | নে কে ০ টা ০ ০ | ০ ০ ০

-ধা -গা সাঁ | গা -সাঁ -াঁ I II  
০ ০ ০ | নে ০ ০

বিশেষ : দ্রষ্টব্য :— ভাঙোণের যে যে অংশ যতবার আবৃত্তি করিতে হইবে, তাহা অরলিপিতেই দেওয়া হইল।

—স্বরকার।

## শ্রীখোল বাদ্য প্রণালী

( পূর্বাহ্নবৃত্তি )

শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার, বি-এ

### তেওড়া বা ত্রিপুরা

ইহা একটা সপ্তমাত্রিক (লঘুমাত্রা) ছন্দ; ইহাতে তিনটি তাল। প্রথম তালে তিন মাত্রা, দ্বিতীয় তালে দুই মাত্রা এবং তৃতীয় তালে দুই মাত্রা। ইহার লক্ষণ, যথা,—

তালো যন্তবরেনতি ত্রিপুরা ইতিচ দেশ ভাষাপ্রসিদ্ধো  
গ্রহে রত্নাকরেহসৌ স্মৃতিভিকৃদিতোস্ত্যস্তবক্রীড়দংজঃ।  
সপ্তামুগ্মিন্ কলাঃ স্যঃ স্ফুটমিহ দবিয়ামস্ততো দদ্বদংস্তা  
দ্বাতাত্তত্র জ্যো বৈ স্করচির মতিতির্বাণ্ডতে মজুপাটৈঃ।  
( কাশীনাথ প্রণীত “অভিনব তালমঞ্জরী” )

লয়  
( দুই আঘাতন )  
+ ২ ৩  
ধা | ধিন্ | ধিন্ | ধা | ধিন্ | ধা | ধিন্  
+ ২ ৩  
না | তিন্ | তিন্ | তেটে | তেটে | তেটে | তাক  
লহর  
+ ২ ৩  
১। (নাগ | খেনে | খেনে | নাগ | খেনে | নাগ | খেনে)  
৩ ঐ লঘু

+ ২ ৩ + ২  
২। দেদে দেদা ধিনি দেদে দেদা ধিনি ধিনি ৪। (ঘেনে নেরে গেনে দা(আ) ঘেনে নেরে গেনে দা  
৩ ঐ লঘু

+ ২ ৩ + ৩  
৩। (নাগ ঘেনে জেকোট্ নাগ ঘেনে জেকোট্ (আ) ঘেনে নেরে গেনে দা(আ) ঘেনে নেরে  
৩ ঐ লঘু  
ঘেনে) ৩ ঐ লঘু

## ৪নং বোলের পাঠ

+ ২ ৩ + ২ ৩  
৪। [(আ) নাগ ঘেনে ঘেনে নাগ ঘেনে ঘেনে (ঘের গেদা ঘের গেদা ঘের গেদা ঘের) ৩  
৩  
নাগ ঘেনে ঘেনে] ৩ ঐ লঘু

উক্ত বোলের প্রথম ঘেনে নেরে আরম্ভ করিবার  
সময় একবার ঐরূপ করিরা দ্বিতীয় বার হইতে ঘেনা নেরে  
হইয়া যাইবে।

## হাত

+ ২  
১। (ঘেনা দেরে দেরে ঘেনা দেরে দেরে ঘেনা

৩  
দেরে দেরে ঘেনা) ৩ ঐ লঘু

+ ২  
২। (ঘেনে ঘেনে নাগ ঘেনে নাগ

৩  
ঘেনে নাগ) ৩ ঐ লঘু

+ ২  
৩। (ঘেনে তেরে ঘেনা তাধি তেরে খেটে দেরে গেডে

৩  
ঘেনে তেরে ঘেনা তাধি তেরে খেটে) ৩ ঐ লঘু

## ঘাঁত

+ ২ ৩  
১। \* (নাগ ঘেনে ঘেনে ধো খেটা খেই রা)২

+ ২ ৩  
তা খেটা খেটা গুরুগুর্ খেই তেরে খেটা

+ ২ ৩  
দা দা খেই তাধি তাধি তেরে খেটা

+ ২ ৩  
ঘেনে তেটে তেটে খেটা ঘেনে তেরে খেটা

+ ২ ৩  
ঘে ঘে ঘে তেরে খেটা তেরে খেটা



+                      ২                      ৩  
তা | তা | তা | তা<sub>খি</sub> | তেরে | তেরে | খেটা | তা<sub>খি</sub> |

|  
তেরে খেটা |

+    ২  
তেরে | তেরে | খেটা | তা<sub>খি</sub> | তেরে | খেটে | তা<sub>খি</sub> |

৩  
তেরে | তেরে | খেটা | তা<sub>খি</sub> | তেরে | খেটা |

+    ২                      ৩  
২। \* বা | খেটা | তা | দা<sub>ধে</sub> (ই) যা | খেটা | তা |

+    ২                      ৩  
তা | খেটা | তা | তেটে | ঘেনা | তা | গু<sub>বু</sub>গু<sub>বু</sub> |

+    ২                      ৩  
জা | জা | জা | বোনা | খেটা | বা | ত্রেকোট |

+  
ঘেনে | নেরে | ঘেনে | নাও | তেরে | খেটে |

২    ৩  
মেরে | গেতে | ঘেনে | নেরে | ঘেনে | নাও | তেরে | খেটে |

### তেহাই

২                      ৩                      +  
১। তা | তা | খেটা | গেঘে | নাগ | বা(আ) | গু<sub>বু</sub> | গু<sub>বু</sub> |

২                      ৩                      +  
তা | তা | খেটা | গেঘে | নাগ | বা (আ) | গু<sub>বু</sub> | গু<sub>বু</sub> |

২                      ৩                      +  
তা | তা | খেটা | গেঘে | নাগ—বা |

২                      ৩  
২। ( তা<sub>খি</sub> | তেরে | তেরে | খেটা | তা<sub>খি</sub> | তেরে | খেটে |

+  
বা | ( আ ) | কু<sub>বু</sub>কু<sub>বু</sub> ) ২ |

২                      ৩  
তা<sub>খি</sub> | তেরে | তেরে | খেটা | তা<sub>খি</sub> | তেরে | খেটে—বা |

### মুচ্ছন

+    ২  
দা<sub>খি</sub> | নাতা | খেটা | খেটা | দা<sub>খি</sub> |

৩                      +  
নাতা | খেটা | তেই | যা | গু<sub>বু</sub> | গু<sub>বু</sub> |

২                      ৩                      +  
বা | তি<sub>বা</sub> | (আ) | তি | বা | বা |

\* চিহ্নিত বোলগুলি প্রবন্ধকারের স্বরচিত।

## স্বরালপি

গজল

মিশ্র সুর ( হোলি )—কাহারুবা

চরণ নুপুর বাজে রুম রুম,  
আবির গুলাল হাতে কুমকুম ;  
নাচত গরত রং ছোড়ত রে  
ধুম মচাই আজ হরি ত্রিজমে ॥

হসি মুহু রাধিকা ছেড়ত সুর  
সখিয়ন গরত ছন্দ মধুর ;  
রং ভরি পিচকারি মারত রে  
ধুম মচাই আজ হরি ত্রিজমে ॥

অঙ্গিয়া সমারত পারত লাজ  
মদভরি আঁখিয়ন রং কি সাজ ;  
মুরলী ধুন চিত হরত রে  
ধুম মচাই আজ হরি ত্রিজমে ॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীশিবনাথ মুখোপাধ্যায়

I <sup>+</sup>সী সী সী নধা | <sup>০</sup>ধনা গা ধা পা I <sup>+</sup>পধা ধধা সী না | <sup>০</sup>ধা -া -া -া I  
চ র গ নু ০ | পু ০ র বা জে ক ০ ০ ০ ম বু | ম ০ ০ ০ ০

সী সী সী না | ধনা না ধা পা I পধা ধধা সী না | ধা -া -া -া I  
আ বি র গু | লা ০ ল হা থে কু ০ ০ ম কু ০ ০ ০ | ম ০ ০ ০ ০

গধা ধা ধা পা | মা না গা রা I রগা মমা গা রা | গগা পপা পগা ধা I  
না চ ত গা | ব ত র ৎ ছো ০ ০ ড ত | রে ০ ০ ০ ০ ০

\* <sup>+</sup>সী -সী সী নধা | না না ধা পা I ধা ধা সী না | ধা -া -া -া I  
ধু ০ ম ম ০ | চা ই আ জ হ রি ত্রি জ | মে ০ ০ ০ ০

\* <sup>+</sup>সী -সী সী নধা | না না ধা পা I ধা ধা সী না | ধা -া -া -া II  
ধু ০ ম ম ০ | চা ই আ জ হ রি ত্রি জ | মে ০ ০ ০ ০

ভারা চিহ্নিত লাইন দুইটা ধুয়া পাহিবে।

II	+	সী	সী	সী	সী	০	ধা	-না	ধা	পা	I	+	ধা	সী	সী	০	রা	-	-	-	I
	হ	সি	মু	ছ	রা	০	ধি	কা	০	ছে	ড	ত	হু	০	০	০	০	০	০	০	০
	০	অ	জি	ঝা	স	মা	র	ত	০	পা	ব	ত	লা	০	০	০	০	০	০	০	০

-	সী	সী	না	ধনা	-না	ধা	পা	I	ধা	-ধা	সী	না	ধা	-	-	-	I
০	সধি	য়	ন	গা	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
০	মদ	ভ	রি	অধি	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০

-	গধা	ধা	ধা	পা	মা	গা	রা	I	রগা	-মমা	গা	রা	গগা	-পপা	-পপা	-ধা	II
০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০

## গান

শ্রীমুখীন চাকলাদার

লঙ প্রণতি সঙ্গীতে

ছন্দ পাগল উঠুক নেচে

তোমার পদ ইজিতে ।

মোর মরমের বাণী বত

কলির বুকে আলির মত

চায়না যেন তোমার রাজা

চরণ রেখা লজিতে ।

তোমার হাতের বীণা বেণু

বাজুক হরের তালে

পদাঙ্গুলির ধুলির কথা

অয়টাকা হোক তালে ।

তব নামের মধুর স্বরে

যে স্বর বুকে গুমে মরে

ছড়িয়ে পড়ুক বিশ্বমাঝে

বর্ণা ধারার ভঙ্গিতে ।

## হোলীর গান

মিশ্র-দাদরা

ফাগুয়ায় গগন বেঙে

মাতিষে তোলে আমার হিয়া।

দূরে মোবে ডাকছে কে ঐ

খেলি হোলি আয়রে প্রিয়া ॥

বসন্তের কুঞ্জবনে

দোলের লীলা আজ ফাগুনে,

জাগিয়ে তোলে প্রেমের লীলা

ফাগুয়ার পরশ দিয়া।

আয়রে আয় প্রাণেব সাথী

হোলির খেলায় আজকে মাতি,

রঙের নেশায় পরাণ পাগল

পিচকারীতে রং ভরিয়া ॥

স্থানা—শ্রীতিমাংসতুষ্ণ সেনগুপ্ত

স্বর ও স্বরলিপি—শ্রীব্রজগোপাল গোস্বামী

II

পা	পা	পা	ধা	I	মপা	মপধা	পা	মা	গা	-	I
ফা	গু	হায়	০		গ০	গ০০	ন	রে	ঙে	০	

-	-	সন্	সা	গা	গা	I	গা	গা	মা	রগা-রগমপা-মা	I
০	০	মাতি	রে	তো	লে		আ	মা	র	হি০ ০০০০	০

গা	-	পা	সাঁ	না	সাঁ	I	গধা	-গা	ধা	পা	মগা	মা	I
হা	০	দু	রে	মো	রে		ডা০	ক	ছে	কে	ও০	ই	

-পা	-সাঁ	গা	রা	পা	ধা	I	মা	-পা	মা	মমা-মপা-মা	I
০	০	খে	লি	হো	লি		আ	হ	রে	প্রি০ ০০	০

গা -রসা সন্ | সা গা মা I পা ক্রা পা | মা গা -া I  
৪া ০০ ফা ০ ৩ ৪া ৩ গ গ ন রে ডে ০

-গমা -পর্মা -গধা | -পধা -পমা -গমা I -গা -পা "পা"  
০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০ ০ 'কা'

II মা | পা গমা -পধনা I না -া না | সা না সা I  
ব সন্ ডে ০ ০০ র ৩ ০ ক ৩ ব নে

-া -া না | না না না I না -া নধা | না ধপা -া I  
০ ০ দো লের লী লা আ জ ফা ০ ৩ নে ০ ০

-া -া পা | পা ক্রা পা I পা পক্রা -পা | ক্রা গা -া I  
০ ০ জা গিয়ে তো লে প্রে যে ০ ব লী লা ০

-া -া ন্ | -া -া -া I সা ন্ সা -রগরা | সন্ সা -া I  
০ ০ ফা ৩ ৪া ৩ গ র ০ ০০ ৩ দি ০ ৪া ০

-ন্ সা -গমপা "পা"  
০ ০ ০০০ 'কা'

II ন্ | ন্ ন্ -া I ন্ ধ্ ন্ -সরা | স্ সা -া I  
৪া রে আ ৪ প্রা থে ০ ০ ৩ সা ০ থী ০

-া -া ন্ | সা গা গা I গা -া মা | রগা -রপা -মা I  
০ ০ হো লীর থে লার আ জ কে ৪া ০ ০ ০

গা -১ পা | পা ক্রা পা I পা ক্রা পা | মা গা -১ I  
 ডি ০ র ডের নে শায়্ প রা ৭ | পা গ ল

গা মা গমপা | -ধনসাঁ গা ধা I পা -ধা পা | মা গা -১ I  
 পি চ কা০০ | ০০০ রি তে র উ ড | রি রা ০

-সাঁ -১ জাঁ | রাঁ সাঁ রাঁ I সাঁ -রাঁ সাঁ | গা ধা পা I  
 ০ ০ পিচ | কা রি তে র উ ড | রি রা ০

-সাঁ -১ গা | ধা পা ধা I পা -ধা পা | মা গা -১ I  
 ০ ০ পিচ | কা রী তে র উ ড | রি রা ০

-গমা -পধা -গসাঁ | -গধা -পমা -গমা I -পা -সাঁ গা | ধা পা ধা I  
 ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০ ০ পিচ | কা রী তে

মা -পা মা | গা গা -১ I গা মা গমগা | -ধনসাঁ গা ধা I  
 র উ ড | রি রা ০ পি চ কা০০ | ০০০ রী তে

পা -ধা পা | মা গা -১ I -১ -১ "পা"  
 র উ ড | রি রা ০ ০ ০ 'কা'

## মুদঙ্গাচার্য্য ও দীননাথ হাজরা মহাশয়ের কয়েকটি বোল

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীকানাইলাল হাজরা

ধামার									
+	১	১			+	ধাগে	তেটে	তেটে	ধাগে তেটে ক্রেখা কোঁ
ধেটে	ধাগিয়ে	ধাগে	তেটে	ঘেন্ তেরে	কেটেতাক	কতেরে	কেটে	ধেকেটে	ধেটে ক্রেখাকেটে ধেটে
+	১	১				+	কতা	ঘেনে	নাদেঘেঘে জেকেটে গদিঘেনে
দেং	কেধেয়ে	কতা	কতেরে	কেটেতাগ	তাগেং	কং	জান্	ধা	দেন্তা ধা জেকেটে ধা ঘেনাকং
+	১	১				+	ধা	দেং	ধা ক্রেখা ধেতা ক্রেখা তাক্ থুং
দিঘেনে	কতা	ঘেঘে	দেং	কতা	দেং	কেটে	তাগ	তেরেকেটে	কং জান্ কানকতা গদিঘেনে।
+	১	১							
কতা	নাদিয়ে	ঘেনাক্	তা	কংধেরে	কেটেতাক্				

ক্রমশঃ

## নিবেদন

মাননীয় “সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা” সম্পাদক,

মহাশয় সমীপে—

আপনার পত্রিকা মারফতে শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় “সাত মাজার যৎ” শীর্ষক প্রবন্ধে স্বর্গীয় দীননাথ হাজরা মহাশয়ের কোন উত্তরাধিকারীর নিকট “যৎ” ও ধামার উভয় অবয়বের ছন্দোপাদ বিভিন্ন থাকা সত্ত্বেও উভয় তালই কিরূপে “হরিতাল” নামে প্রচলিত হইতে পারে এবং কোন দেশে “হরিতাল” নামে প্রচলিত তাহা জানিতে চাহিয়াছেন। এক্ষণে আমি দেখিতেছি যে তাঁহার (হাজরা মহাশয়ের) লিখিত “তাল মুদঙ্গ বা

তবলা শিকা” নামক গ্রন্থে যৎ সম্বন্ধীয় মত ও তাঁহার স্বহস্তে লিখিত যৎ সম্বন্ধীয় বাহা আমার নিকট আছে তাহা বিভিন্ন প্রকার। নিয়ে তাঁহার স্বহস্তে লিখিত মত লিখিত হইল—“যৎ—ইহা সাড়ে তিন মাজার তাল, ইহার তিন তাল ও এক ফাঁক আছে ও বিত্তীয় তালের উপর “সম” এবং সকল মাজা সমান পরিমাণে নাই, ইহার ফাঁক পোণ মাজা ও “সম” ঐরূপ আছে এবং ১ম তাল পূর্ণ এক মাজা ও তৃতীয় তাল পূর্ণ এক মাজা, কিন্তু ইহার লয়ের কোঁক তিওট ও রূপকের ভায় নহে, মুদঙ্গের ধামারের স্থান ইহার কোঁক। হোরি গানে

সর্বদা ঐ ভালের ব্যবহার হইয়া থাকে বলিয়া “যৎ”কে হিন্দুস্থানে “হরিতাল” কহে।” কিন্তু গ্রন্থে বলিতেছেন ইহা ৭ মাত্রার তাল, ছয়টি পূর্ণ মাত্রা ও দুইটি অর্ধ মাত্রা। যাহা হউক এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে “যৎ”কেই হরিতাল কহে কেবল ইহা ধামারের কোঁকে সঙ্গত হয় মাত্র।

১ম মতামুযায়ী ঠেকা ও ২য় মতামুযায়ী ঠেকার বিশেষ কোনই পার্থক্য নাই, কেবল মাত্রাভেদ আছে।

+ ৩ ০ ১  
১ম—ধাধিন নাগতিন তাতিন ধাগেধিন

+ ৩ ০ ১  
২য়—ধা ধিন ধাগে তিন তা তিন ধাগে ধিন  
এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে ২য় ঠেকাটি সঙ্গত করা সহজ সাধ্য ও ১ম ঠেকাটি নিজের সুবিধামত করিয়া সঙ্গত করিতে হইবে। ধামার (নাচনু চন্দে) ২৪০+২৪০+২ এইরূপ মাত্রাভেদে হোরিগানে বিশেষ প্রচলিত দেখা যায় সুতরাং ইহাও যখন এইরূপ চন্দে ব্যবহার হয় তখন ইহাকেও অনায়াসে “হরিতাল” বলা যাইতে পারে।

—শ্রীকানাইলাল হাকুরা

## মৃদঙ্গ বাদন

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দে (সুবোধবাবু)

### কাঁপ তাল

+ ১  
৩৬৮। ধেটে তেটে ধা তেরেবেটে তাগ তেরেবেটে  
০ তাগ তেরেবেটে তাগ তেরেবেটে ধা ধা  
কড়ান ধা

+ ১  
৩৬৯। ধা জেকেটে ধা কতা কেড়েনাগ তেটে তেটে  
০ ক জেকেটে তাগ ২ জেকেটে তাগ তেরেবেটে  
তাগ ধা

+ ১ ০ ২  
৩৭০। ধুম কেটে তাকা ধুম কেটে গদিঘেনে নাগ  
দেং জান তাক ধা গদিঘেনে ধা গদিঘেনে  
ধা গদিঘেনে ধা

+ ১  
৩৭১। ধা জেকেটে তাগ ঘেনে ঘেনে ঘেনে ধাগে  
না ধা ২ কেটে তাগ তেটে কতা কতা কড়েটে  
তা গেনে ০ ঘেন জেকেটে তাগ দিগ দাগ  
তেটে ধা

+ ১ ০  
৩৭২। ধাগে তেটে তেটে ধা জেকেটে তাগ জেকেটে  
তাগ জেকেটে তাগ জেকেটে দেং ২ কেটে  
তেটে কড়ান ২ জেকেটে তাগ জেকেটে  
তাগ জেকেটে তাগ জেকেটে দেং ধা





## সংবাদ



### সঙ্গীত সন্মিলনী

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় নিউ পার্ক ষ্ট্রীটস্থ সঙ্গীত সন্মিলনী গৃহে উপাধি পরীক্ষার্থীনি কুমারী বিজলীরাণী দত্ত, কুমারী য়েগুৎপা মোদক, কুমারী উমা মিত্র প্রভৃতির কণ্ঠসঙ্গীতে সভাস্থ শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন। অস্ত্রান্ত্র করেকটি বালিকার কণ্ঠসঙ্গীতও বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রাখালদাস মজুমদার মহাশয়ের বেহালা বাদ্যও বিশেষ প্রশংসনীয়। নিউ ইণ্ডিয়ান অর্কেস্ট্রার ঐক্যতান বাদন মন্দ হয় নাই। পরিশেষে উপাধি পরীক্ষার্থীনিগণের সফলতার জন্য সঙ্গীত-বিশারদ শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয়কে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার সুশিক্ষা গঠিত ছাত্র ও ছাত্রীবৃন্দ সঙ্গীতচর্চায় প্রতি ক্ষেত্রেই বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। ইহা সভাই গৌরবের কথা। রাজি প্রায় আট ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়। সভার কলিকাতার বিখ্যাত ভক্ত মহোদয় ও মহিলাগণ যোগদান করিয়াছিলেন।

### স্বর্গীয় মন্মথনাথ স্মৃতিসভা

গত শনিবার ২০শে ফেব্রুয়ারী শোভাবাজার রাজবাটিতে সুপ্রসিদ্ধ এটর্নী ও তবলা বাদক স্বর্গীয় মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতি সভার আয়োজন হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত কলাবিদগণ তাঁহাদের সঙ্গীতকলা-নৈপুণ্যে স্বর্গীয় মন্মথনাথের প্রতি শ্রদ্ধাার্ঘ্য নিবেদন করিয়াছিলেন। সভায় কলিকাতার খ্যাতনামা ভক্তমহোদয়গণ যোগদান করিয়াছিলেন। দীর্ঘ রাত্রে সভাভঙ্গ হয়।

### গিরিশ জন্মোৎসব

গত ১লা মার্চ রবিবার প্রাতে মহাকবি গিরিশচন্দ্রের ১৩তম জন্মোৎসব গিরিশ সন্মেল উদ্যোগে গিরিশ পার্কে

মন্মথের মূর্তি তলে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের জন্য এক অধিবেশন হইয়াছিল। রায় শ্রীযুক্ত বীণেশচন্দ্র সেন বাহাদুর সভাপতির আগমন গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাার্ঘ্য নিবেদনের জন্য কলিকাতার বিশিষ্ট গণ্যমান্য ভক্তমহোদয় ও রক্তমন্মথের খ্যাতনামা অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ যোগদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাট্টা, রায় বাহাদুর ডাঃ হরিধন দত্ত, প্রবোধচন্দ্র গুহ, অরিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, স্বামী স্বরূপানন্দ, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রকুমার বসু, শ্রীমতী তারাসুন্দরী, কুসুমকুমারী, উমাশ্রী, চাকশীলা প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্রের রচনা হইতে কীর্তন ও মালাদানের পর সভাভঙ্গ হয়।

### শুভ বিবাহ

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী শনিবার দিবস ৪২ নং ল্যান্স-ডাউন রোডে ভাগলপুর নিবাসী স্বর্গীয় রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মজুমদারের কন্যা শ্রীমতী তৃপ্তিরাণী মজুমদারের সহিত রংপুর ভিতরবন্দ নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকান্ত রায় চৌধুরী মহাশয়ের স্ত্রীযোগ্য পুত্র সঙ্গীতবিৎ শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত রায়চৌধুরীর শুভ-পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহ সভায় কলিকাতার খ্যাতনামা জমিদারমণ্ডলী ও অস্ত্রান্ত্র বিশিষ্ট ভক্তমহোদয়গণ যোগদান করিয়াছিলেন। পরিশেষে আমরা নবদম্পতীর শুভ কামনা করিয়া ঈশ্বরের নিকট আন্তরিক প্রার্থনা জানাইতেছি।

### সঙ্গীত শিক্ষাশ্রমে সঙ্গীত সভা

সঙ্গীতচর্চা শ্রীমতাকবির বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত 'সঙ্গীত শিক্ষাশ্রমে' এখংসর মহাসমারোহে বাগ্মনবীর পূজা হইয়াছে। এই উপলক্ষে এক বিরাট সঙ্গীতসভায়

আয়োজন হইয়াছিল। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সঙ্গীতজ্ঞ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সভার আরম্ভে আশ্রমের ছোট ছোট ছাত্র ও ছাত্রীগণ কর্তৃক সাহানার খাঁপতালে সংস্কৃতের একটা মধুর বন্দনা গীত হয়। তৎপরে আশ্রমের ছাত্রীগণ যথা—কুমারী অঞ্জলী ব্যানার্জী, আইতী ব্যানার্জী, মিহিকা মিত্র, অলকা মিত্র, অম্বিকা মিত্র, ভগবতী বসাক, উষা গোভিলা, জ্যোৎস্না শেঠ, মীবা ভট্টাচার্য, সকলেই গীত বাদ্যাদির দ্বারা উপস্থিত প্রায় দুই শতাধিক নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে তৃপ্তি দান করে। ইহাব পর আশ্রমের ছাত্র শ্রীমান অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত ননীগোপাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীধনকৃষ্ণ বসাক, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, শ্রীধাময় চ্যাটার্জী, শ্রীধনকৃষ্ণ দে, প্রভৃতি সকলেই চমৎকার গীত বাদ্য করেন। ইহার পর শ্রীযুত মুহারী-মোহন মিশ্রের ধ্রুপদ, সত্যকিঙ্কর বাবুর ধ্রুপদ ও সেতার, মোহিনীমোহন মিত্র মহাশয়ের পাণোয়াজ ও সুরচরন, শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতার, রামধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতার অতি উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল। অধিক রাজে সভা ভঙ্গ হয়। উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে, কুমার কেমেন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাজকুমার প্রবীরেন্দ্রমোহন ঠাকুর, মিঃ এন, এন, দেব, মিঃ জে, এন, দে, মিঃ কৃষ্ণকিশোর দাস (সঙ্গীত বিজ্ঞান) মিঃ প্রহ্লাদচন্দ্র মিত্র (অমৃত বাজার) ডাঃ অমরেশ ভট্টাচার্য, ডাঃ সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য, মিঃ বি, এন, সেন, প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সভার শেষে সঙ্গীত শিক্ষাপ্রমের সেক্রেটারী শ্রীযুত বিরল চন্দ্র ব্যানার্জী ও রায়সত্য ব্যানার্জী এবং উদ্যোগী ও অজ্ঞাত কর্মী শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনার সমবেত ব্যক্তিগণকে কুরিভোজনে পরিতৃপ্ত করা হয়।

### শোক সংবাদ

আমরা গভীর অশ্রুতঃসিক্ত হইয়াই যে, সঙ্গীতচার্য্য শ্রীযুত হুগ্গিচরণ বিশ্বাস মহাশয়ের একমাত্র পুত্র মধুসূদন

বিশ্বাস সাত বৎসর বয়সে ম্যালেরিয়া জরে গত ১১ই ফাল্গুন সেমবার দিবা ১২টার সময় আত্মীয় স্বজনকে শোক সাগরে ডাসাইয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছে। সন ১৩৩৫ সাল ৭ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবারে এই বালকের জন্ম; যখন সে নয় মাসের শিশু তখন তাহার মাতৃবিয়োগ হয়, এই পত্রিকা যথা সময়ে তাহা প্রকাশ করা হইয়াছিল। আমরা কায়মনোপ্রাণে শ্রীশ্রীভগবানের নিকট শোকসন্তপ্ত পরিবারের সাহসনা কামনা করিতেছি।

### পরিচিতি

কুমারী এষারানী মিত্র—এই বালিকা অমর নাট্যকার নীনবন্ধু মিত্রের কনিষ্ঠ পুত্র হাইকোর্টের এটর্নী ও ডেপুটি রেজিষ্টার ন্যোয়তিবচন্দ্র মিত্রের পৌত্রী। মেয়েদের নানারূপ ব্যায়াম-প্রতিযোগিতা



আজকাল খুবই প্রচলিত; কিন্তু বোধহয় অনেককেই জানেন না যে, গত ১৩৩৬ সনে হেহরার সেণ্টার্লি হুইমিং ক্লাবের প্রচেষ্টায় মেয়েদের সত্তরণ-প্রতিযোগিতায় প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। সেই প্রতিযোগিতায় যে জিনিষন বালিকা যোগদান করিয়াছিল, এষারানী তাহাদের মধ্যে

अनुभवः, भग्नोक्तान् तिनजनै उतीर्ण हवधाय, तिनजनै  
भग्नक आश हरेवाहिन ।

এবারাণী কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের 'ছোটদের বৈঠক'এর সদস্ত। এবং যোগ্যতার জন্য বৈঠক হইতে তাহাকে পদক দেওয়া হইয়াছে; প্রতিষ্ঠানের গানের আসরে এবারাণী তাহার কণ্ঠস্বীতের জন্য স্থপরিচিত। এতদ্ব্যতীত অসঙ্গ সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় এবারাণী একাধিকবার পদক পাইয়াছে,—তন্মধ্যে লিলুমায় সঙ্গীত প্রতিযোগিতা উল্লেখযোগ্য। নানারূপ শিল্পকার্যেও বিশেষ পারদর্শী। এবং তাহার বয়সোচিত বাজনা রচনা একাধিকবার সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এবারাণীর পিতা শ্রীহুলালচন্দ্র মিত্র তাঁহার একমাত্র কস্তার লেখাপড়া ও সঙ্গীতাদি শিক্ষার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় ও

উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। এবারটি বর্ষমান ভারত বিখ্যাত গীতশিল্পী শ্রীহুক রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, সঙ্গীত-রত্নাকর মহাশয়ের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিতেছেন। ঈশ্বর সমীপে আমরা এই বালিকাটির দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি।

ଅସ୍ତିତ୍ବା—(ବେଶ-ତେଜ)—କଳିକାତା ଡ୍ରାମ୍ମ ଏକ  
 କେମିକାଲ ଷ୍ଟାର୍କ୍ସ ହାଉସେ ଏସ୍, ବି, କବିରାଜ ଯନ୍ତ୍ର କର୍ତ୍ତୃକ  
 ଗ୍ରନ୍ଥ ।

আমরা উক্ত কেশ-তৈলটি ব্যবহার করিয়া বিশেষ প্রীতি  
হইয়াছি। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্ক সুস্থ থাকে। বাহ্যিক  
মানসিক পরিশ্রমে ক্লান্ত তাঁহাদের পক্ষে এই তৈলটি বিশেষ  
উপকার সাধন করিবে বলিয়া মনে হয়। এই সুমুখ  
গন্ধযুক্ত কেশ-তৈলটির বহুল প্রচার কামনা করিতেছি।

## সমালোচনা

**রোগ ও পথ্য**—কবিয়াজ শ্রীধরেজনাথ রায় শ্রীপীঠ এবং কবিয়াজ শ্রীসত্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক জ্যোতিঃ আয়ুর্বেদ নিকেতন, ১২৭ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা মাত্র।

গ্রন্থকার বৈদ্য শাস্ত্র-শীর্ষের অধ্যাপক এবং নিজেও কবিরাজ, তাঁর গভীর অভিজ্ঞতা ও সুন্দর বর্ণনের হেতু পরিচয় অজোড়া গ্রন্থখানিতে যেন। এদেশে বিশেষ ভাবে সহরে চিকিৎসকের অভাব নাই, রোগের ঔষধ ব্যবহারও ক্রটি নাই। কিন্তু পথ্যাপথ্যের জ্যাব্যবস্থা যে ঔষধের চেয়ে কোন অংশে কম নয় বরং বেশী, সে রোগ চিকিৎসক ও রোগী উভয়ের মধ্যেই একান্ত অভাব। এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার বিদেশী ঔষধ ও অনেক সময় বৈদেশিক পথ্যেরও ব্যবস্থা দেওয়া হইয়া থাকে। যে দেশের জলবায়ুতে বংশাভ্যুত্থিক রক্তধারা পুষ্ট ও সঞ্চারিত সেই দেশ-জাত ঔষধের ফল যে কতখানি তা যেন আর আমাদের বিদেশী প্রভাবাবিহীন মনে ধেরালাই আসে না। এমন ক্রমশঃই রোগের জটিলতা ও নব নব ব্যাধির আবির্ভাব লক্ষ্যে পড়ে। এইখানেই ‘রোগ ও পথ্য’ বইখানির বিশেষ বৈশিষ্ট্য মনে হইল। রোগ ও পথ্য-

পথের যে সজ্জিত বিবরণ দেওয়া আছে তাহাতেই মোটামুটি সাধারণ প্রয়োজন মিটিতে পারে। রোগী, সাধারণ গৃহস্থ সংসারে ও চিকিৎসক নির্বিশেষে সকলেরই বইখানি নিত্য সজীৱণ উপকারে আসিবে। আশা করি পুস্তকখানি সৰ্ব সাধারণের নিকট সাধরে গৃহীত হইবে।

বাংলা দেশের গাছপালা—(প্রথম ভাগ,  
দ্বিতীয় সংস্করণ)। কবিরাজ—শ্রীমুকুন্দর সেন প্রণীত,  
বেদানু পুস্তকালয়। ২৭১০ নং শ্রামবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।  
হইতে প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা মাত্র।

উনসত্তরটি সাধারণ ও সহজ প্রাপ্য পাছ পাছকার  
সংক্ষিপ্ত পরিচয়, গুণাগুণ ও ব্যবহারবিধি আয়োজ্য  
পুস্তকখণ্ডে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের সাধু প্রবৃত্তি  
দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। প্রবন্ধে গ্রন্থকার এই দেশ ও  
দেশবাসীর অসুস্থল দেশীয় চিকিৎসা সম্বন্ধীয় আরও  
কয়েকখানি পুস্তক ইতিপূর্বে প্রকাশ করিয়া প্রাণসম্পদ  
পাইয়াছেন। ঠাকুরমার সুলির লুপ্ত ও ইন্দ্রাবীর অবহেলিত  
মৃতিধোনের পুনরুদ্ধার করিয়া এ দরিদ্র দেশে মহা উপকার  
সাধন তিনি করিয়াছেন। গৃহপতীর মতই প্রতি পরিবারে  
গ্রন্থাগারে ও বিদ্যালয়ে ইহার সাধর স্থান হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সম্পাদক—সভীতনারক ত্ৰিগোপেশ্বৰ বৰ্ম্মোপাধ্যায় ও সভীতবিশাৰদ ত্ৰিগিৰিৰামচন্দ্ৰ চক্ৰবৰ্তী।

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্নগেন্দ্রনাথ বসু, এম-এ ।



বামে : স্বর্গীয় স্থিতিরাম পাল।  
দক্ষিণে : শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (হেবনে )





১২শ বর্ষ

চৈত্র, ১৩৪২ সাল

১২শ সংখ্যা

## বিখ্যাত মৃদঙ্গ ও তবলা বাদক স্বর্গীয় স্থিতিরাম পাঁজা

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের পল্লীতে কত যে নীরব সাধক রহিয়াছে, তাহার সন্ধান আমরা বিশেষ রাখি না। কিন্তু এই সব সাধকের মধ্যে যে গুণগ্রাহিতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বাস্তবিকই বিশ্বের বিবরণ। তাঁহারা খ্যাতির মোহ হইতে দূরে থাকিয়া চিরজীবন সাধনাতেই প্রাণপাত করিয়া যান। এইরূপ সাধকের সংখ্যা কম দৃষ্ট হইলেও বাংলার বিভিন্ন পল্লীতে আমরা ছু'একজনের সন্ধান পাইয়াছি।

বিক্রপুর রাজধানীর চারিকোণ উক্তরে রাজগ্রাম নিবাসী জনৈক নীরব সাধকের পরিচয় আমরা এখানে দিব, যিনি নাম স্বর্গীয় স্থিতিরাম পাঁজা। স্থিতিরামবাবু রাজ-গ্রামের জমিদার স্বর্গীয় বেচারাম পাঁজা মহাশয়ের একমাত্র

পুত্র। বাল্যকাল হইতেই স্থিতিবাবুর মৃদঙ্গ শিকার প্রতি অঙ্গবাগ জন্মে। তাঁহার এইরূপ অঙ্গবাগ দৃষ্টে পিতা বেচারামবাবু রাজগ্রামের নিকটস্থ গেলে গ্রামের বিখ্যাত মৃদঙ্গী ও তবলা বাদক স্বর্গীয় ভৈরব চক্রবর্তী মহাশয়কে তাঁহাকে মৃদঙ্গ ও তবলা শিকার্থে নিযুক্ত করিয়া দেন। তাঁহার প্রতিভা বলে তিনি খুব অল্পদিনের মধ্যেই মৃদঙ্গ বাদনে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ভৈরববাবুর শিক্ষা-নিপুণতাও ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুযোগ্য শিষ্য পাঠিয়া তিনি উৎকৃষ্টচিত্তে মৃদঙ্গের স্বকণ্ঠিন ভাল ও তাহার বোলগুলি তাঁহাকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। স্থিতিবাবু বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহাদের বৈবক্ষিক কার্যে মগ্ন হইয়াও তাঁহার সাধনার প্রতি কদাপিও আলস্য প্রকাশ

করেন নাই। দৈনন্দিন জীবনের যতটুকু অবসর পাইতেন, তন্মধ্যেই তিনি সঙ্গীতসাধনায় মগ্ন হইতেন। সাধনার প্রতি চরম লক্ষ্যই তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল।

স্থিতিবাবুর সাধনার পরিচয় ক্রমশঃ রাজগ্রাম ও তন্নিকটবর্তী গ্রামসমূহে প্রচারিত হইয়া পড়ে। তাঁহার গুণপণ্যের জন্য তদানীন্তন গায়কগণ, যথা—সঙ্গীতনায়ক স্বর্গীয় রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, সঙ্গীতবিশারদ স্বর্গীয় রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হারাদন দেবধরিয়া প্রভৃতি তাঁহাকে সঙ্গত করিবার জন্য প্রায়ই আহ্বান করিতেন। গানের সহিত সঙ্গত অভ্যাসের জন্য রাধানগরের সুবিখ্যাত গায়ক সারদা চক্রবর্তী ও পাঁচানের ভগবতী মুখোপাধ্যায়কে তিনি কিছুদিন নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে ময়ূরভঞ্জাধিপতির দরবার হইতে সঙ্গীতচার্য্য স্বর্গীয় বামাচরণ ভট্টাচার্য্য এবং বর্তমান বাংলার সুপ্রসিদ্ধ প্রবীন সেতারী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাজগ্রামে যাইতেন। স্থিতিবাবু তাঁহাদের সহিত সঙ্গত করিয়া বিশেষ প্রশংসা লাভ করিতেন। ইহার কিছুদিন পরে কিছু সঙ্গীত সংগ্রহ করিলে সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ করেন। স্থিতিবাবুর সঙ্গীত-রচনাশক্তিও প্রখর

ছিল। গোপেশ্বরবাবুর নিকট একটি হোরী গান শিখ করিয়া তদনুসরণ আর একটি হিন্দী গান তিনি অস্বন্দররূপে রচনা করেন। গানটি অন্তর্ভুক্ত প্রকাশিত হইল। এতদ্ব্যতীত তাঁহার বহু গান রচিত আছে। স্থিতিবাবু সঙ্গীতনৈপুণ্য বিশেষতঃ তাঁহার তবলা ও মৃদঙ্গ বা সাধারণের নিকট বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ গায়কগণের সহিত সঙ্গীতচর্চা ও প্রসার-লা তাঁহার ঐকান্তিক সাধনাতেই ঘটিয়াছিল।

স্থিতিবাবুর ব্যক্তিগত চরিত্রও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিপুল অর্থের অধিকারী হইয়াও তিনি ছিলেন নিরহঙ্কারী অমায়িক, হান্তপ্রিয় এবং পথোপকারী। গুণীগণের মর্য্যাদা রক্ষাতেই তিনি ছিলেন বিশেষ তৎপর। যে কোন গুণী তাঁহার বাটীতে আসিলে তাঁহাকে যথোচিত সম্মান সহকারে আপ্যায়ন করিতে ক্রটি করিতেন না। আজ প্রায় আ বৎসরের অধিক হইতে চলিল তাঁহার পরলোক ঘটনা। মৃত্যুকালীন তিনি পুত্র ও চারি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। পুত্রকন্যাগণও পিতার আদর্শে গঠিত। স্থিতিবাবুর গুণ একজন সঙ্গীতসাধকের পরলোকগমনে সঙ্গীত-জগতে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে বলিয়াই আমরা অনুভব করিতেছি। ঈশ্বর সমীপে তাঁহার পরলোকগত আত্মার প্রতি প্রার্থনা 'নবেদন করিতেছি।

## গান

### শ্রীনরেশ্বর ভট্টাচার্য্য

তোমার মাধুরী আহা কিবা মরি, ধরাতলে নাহি তুলনা  
নয়নেতে জ্বালা চাহনি চপলা কোথা হ'তে পেলো বলনা।  
তোমার বাতাসে তটিনী শুকাবে  
চাঁদ তোমা হেরি আঁধারে লুকাবে,  
তুমি আছ বলে তৃণ-তরুদলে, ফুলপত্রী কত এলনা।

## স্বরলিপি

### কাফি-২৭

আয়সী মে' অঁধেরী রাত

দেবী কাহে তু আওএ।

লুটও গোড় পর মহাকাল

কণ্ঠ সোহে মুণ্ড-মাল,

ছুষ্ট দমন লিয়ে কৃপাণ ধরত ছায়্

অব ছোড়ো শিষ্ট ডরাওএ।

চুলত লাল লাল তিন অঁথিয়া

সুধা লেকে নিত পিয়া,

বহোত হঁস লগী কাহেকো মাই,

অব স্থিতি ক্যায়সে তুঅ পগ পাওএ।

কথা—স্বর্গীয় স্থিতিরাম পাঁজা

সুর ও স্বরলিপি—সঙ্গীতনাট্যক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

৩	সাঁ	-াঁ	রা	রা	০	মজ্জা	-াঁ	-াঁ	১	-সরা	-াঁ	সাঁ	মা	২	পাঁ	-াঁ	-াঁ
	আ	র	নী	মে		অ	০	০		০	০	ধে	রী		রা	০	০

৩	-াঁ	-াঁ	গা	মা	০	পধা	-নসাঁ	-াঁ	১	গা	গা	ধা	-াঁ	২	পাঁ	-াঁ	-াঁ
	০	ত	দে	বী		কা	০	০	০		হে	তু	আ		এ	০	০

৩	মা	জা	জা	বা	০	রা	-াঁ	-াঁ	১	-াঁ	-জা	মা	মা	২	পাঁ	-াঁ	-াঁ
	আ	র	নী	মে		অ	০	০		০	০	ধে	রী		রা	০	ত





সী -১ সী -১ | ধা -সী -১ | ১ -১ -১ গা গা ২ ধা -১ পা |  
ডো ০ মি ০ | ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ঙ ড রা ও এ |

৩ মা জা জা রা ০ রা -১ -১ | ১ -১ -জা মা মা ২ পা -১ -১ ||  
' অ্যা য় সী মে অ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ধে রী রা ০ ত্ ||

২য় অন্তরা

|| রী -১ রী রী | স'রী -মজা -১ | ১ -১ -১ রী সী | ২ সী -রী -১ |  
হু ০ ল ত লা ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ল লা | ল ০ ০ |

৩ সী -না না -১ | না সী -১ | না -সী -রী -১ | ২ সী -রী -১ |  
তি ০ ন ০ | অ থি ০ রা ০ ০ ০ | হ ০ ০ |

৩ সী -১ গা -১ | গা -ধা -১ | ১ -১ -১ পা ধা | ২ না -১ -১ |  
ধা ০ লে ০ | কে ০ ০ ০ | ০ ০ ০ নি ত পি ০ ০ |

৩ -১ -১ -সী -না | সী -১ -১ | ১ -১ -১ -১ | ২ (-১ -১ -১) | ২ মা -১ -১ |  
০ ০ ০ ০ | রা ০ ০ | ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ | ব ০ ০ |

৩ ধা -১ ধা -১ | ধা গা -১ | ১ ধা -পা ধা -১ | ২ -১ -১ -১ |  
হো ০ ত ০ | ই স ০ | ল ০ গী ০ | ০ ০ ০ |

৩ গা -ধা না সী<sup>০</sup> | সী<sup>০</sup> -গধা -গা | গধা -া পা -ধা | না -া -া |  
কা ০ হে কো | না ০ ০ ০ | ০ ০ ই ০ | হি ০ ০ |

৩ সী<sup>০</sup> -া -া -া | -া<sup>০</sup> -া -া -া | -া<sup>১</sup> -া পা ধা | না না -া |  
তি ০ ০ ০ | ০ ০ ০ | ০ ০ অ ব | হি তি ০ |

৩ সী<sup>০</sup> -া সী<sup>০</sup> -া | সী<sup>০</sup> সী<sup>০</sup> -া | -ধা<sup>১</sup> -সী<sup>১</sup> গা গা | ধা<sup>২</sup> -পা পা |  
কা য় সে ০ | তু অ ০ | ০ ০ প গ | পা ০ ওএ |

৩ মা -জা জা জা | রা<sup>০</sup> -া -া | -া<sup>১</sup> -জা মা মা | পা<sup>২</sup> -া -া |||  
আ য় সী মে | অ ০ ০ | ০ ০ ধে রী | রা ০ ত্ |||

## গান

শ্রীজগদীশচন্দ্র সেন মজুমদার

মহল বনে সঙ্কোপণে  
এস বাসন্তিকা,  
বনের বীণায় বাজাও তব  
ফাগুন-গীতিকা।

দখিনার পরশনে  
মুকুলিত বনে বনে,  
এস এস উজ্জল ছন্দে  
আলিয়ে রূপ-শিখা।  
এস বাসন্তিকা।

আকাশ বাতাস মাতিয়ে তোল  
রঙ্গীন গানে গানে।  
বাজাও তোমার ব্যাকুল বাঁশী  
করণ কুহু-তানে।

মধুর অলয় বায়ে  
এস বনের ছায়ে,  
মুগুরিয়া উঠুক আবার  
কানন-বীথিকা  
এস বাসন্তিকা।

## স্বরলিপি

ভোড়ী-ধামার ( হোরী )

সমারত চলত্, ধরত পাগ ডগ্, মগাত

ছুপারিত মদকে বচন ।

କହ ବମନ କହ ପୌଠ ଶୁଧାରତ

তাপর করত অনেক যতন ॥

সংগ্রহ—ওস্তাদ মেহেদী হোসেন খাঁ

স্বরলিপি—শ্রীমত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ

রাগ পরিচয় :—তোড়ী সম্পূর্ণ রাগিণী ; রেখাব, গান্ধার, ধৈবত, কোমল ও মধ্যম কড়ি ।

ଆରୋହଣ—ଜା ଖା ଙ୍ଗା କ୍ଵା ନା ନା ନା  
 ଅବରୋହଣ—ନା ନା ନା ନା କ୍ଵା ଙ୍ଗା ଖା ନା

বাদী—জা।      সমবাদী—দ।      রেখাব আন্দোলিত।

**তাল পরিচয় :-** ধামার চৌদ্দমাত্রার তাল ।

+  
ক ধে টে | <sup>০</sup>ধে টে | <sup>২</sup>ধা - | <sup>০</sup>ক তে টে | <sup>৩</sup>তে টে তা - | I

## આનુશાસી

	°		+												
II	না	দা	পাঃ	ক্রঃ	দা	পা	পাক	০		২		০			
	(স্বা	জ্ঞা	ক্রা	দা	স্বনা	দা	-দা)	পা	-পা	ক্রা	পা	দা	ক্রা	-জ্ঞা	I
	স	মা	র	ত	চ	ল	০	ত	০	ধ	র	ত	পা	০	

৩				+			০		২		০		
-ক্রা	-ক্রা	পা	দা	পা	ক্রা	জঝা	-জা	-ঝা	-ঝা	সা	সা	সা	-ন্সা I
০	০	গ	ড	গ	ঘ	গা	০	০	০	ত	ছ	পা	০০

०				+		०		२		०			
आगा	-ना	-ना	मा	आ	बक्रा	-नका	-नदा	-मना	-ना	मना	दा	-दा	दा II
वक्र	०	०	य	द	के	०	०	०	०	वा	छा	०	न

## অন্তরা

II  $\overset{+}{\text{স্কা}}$   $\overset{0}{\text{দা}}$   $\overset{2}{\text{-দা}}$   $\overset{0}{\text{নস্কা}}$   $\overset{2}{\text{স্কা}}$   $\overset{0}{\text{স্কা}}$   $\overset{2}{\text{-স্কা}}$   $\overset{0}{\text{স্কা}}$   $\overset{2}{\text{স্কা}}$   $\overset{0}{\text{-স্কা}}$   $\overset{2}{\text{স্কা}}$   $\overset{0}{\text{-না}}$   $\overset{2}{\text{স্কা}}$   $\overset{0}{\text{স্কা}}$  I  
ক হ ০ ব স ন ০ ক হ ০ পে ০ চ হ

$\overset{+}{\text{জ্জা}}$   $\overset{0}{\text{-স্কা}}$   $\overset{2}{\text{স্কা}}$   $\overset{0}{\text{না}}$   $\overset{2}{\text{-দা}}$   $\overset{0}{\text{দা}}$   $\overset{2}{\text{-জ্জা}}$   $\overset{0}{\text{-স্কা}}$   $\overset{2}{\text{জ্জা}}$   $\overset{0}{\text{স্কা}}$   $\overset{2}{\text{স্কা}}$   $\overset{0}{\text{না}}$   $\overset{2}{\text{-দা}}$   $\overset{0}{\text{পা}}$  I  
ধা ০ র ত ০ তা প ০ র ক র ত ০ অ

$\overset{+}{\text{স্কা}}$   $\overset{0}{\text{স্কা}}$   $\overset{2}{\text{-স্কা}}$   $\overset{0}{\text{-নদা}}$   $\overset{2}{\text{-স্কা}}$   $\overset{0}{\text{-স্কা}}$   $\overset{2}{\text{স্কা}}$   $\overset{0}{\text{দা}}$   $\overset{2}{\text{-দা}}$   $\overset{0}{\text{পা}}$  II II  
নে ক ০ ০ ০ ০ য ত ০ ন

## কর্ণাট রাগ পরিচয়

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

নারদ সংহিতার মতে কর্ণাট ষষ্ঠ রাগ। সঙ্গীতসার, সঙ্গীত-নারায়ণ প্রভৃতি দুই তিনখানি গ্রন্থের মতামতানুযায়ীও বিংশতি রাগ মধ্যে কর্ণাট অন্ততম রাগ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কর্ণাট রাগ কানড় নামে সাধারণে সুপরিচিত।

কর্ণাট রাগের ধ্যান ও গঠনপ্রণালী আমরা বিভিন্ন গ্রন্থে বাহা পাইয়াছি তৎসমস্ত ব্যাখ্যাসহ লিপিবদ্ধ করিলাম।

নারদ-সংহিতার মতে কর্ণাট রাগের ধ্যান—

রূপাণ পাণ্ডুরগাধিক্রোদা

ময়ুরকণ্ঠোপম দেহকান্তিঃ।

ক্ষুরং সিতোক্ষীষধরঃ প্রযাতি

কর্ণাট রাগো হরিণান্ বিহন্ত (ম্?)।

কর্ণাট রাগের দেহকান্তি ময়ুরকণ্ঠের স্তায়; মন্তকে

দীপ্তিময় শুভ্র উক্ষীষ; ইনি অশ্বে আরোহণ করিয়া অসি হস্তে হরিণ বিনাশের জন্ত বাইতেছেন।

সঙ্গীত-নারায়ণ দ্বিত সঙ্গীত সারের মতে কর্ণাট রাগ—  
“নিজ্ঞাস গ্রহণাংশকঃ” বলিয়া কথিত হইয়াছে। উক্ত মতে কর্ণাট রাগের ধ্যান নিম্নলিখিত রূপ—

রূপাণপাণির্গজদন্ত ধণ্ড-

মেকং দধদক্ষিণ কর্ণপূরে।

সংস্তু রমানঃ সুরচারনৌ তৈঃ

কর্ণাট রাগঃ শিখিকণ্ঠ নীলঃ।

—( ক্ষিতিপাল মূর্তিঃ )

কর্ণাট রাগের মূর্তি ময়ুরকণ্ঠের স্তায় নীলবর্ণ; ইহার

হস্তে অসি; দক্ষিণ কর্ণে একখণ্ড গজদন্তের ভূষণ। সুর-

চারণগণ চারিদিক হইতে ইহাকে স্তব করিতেছে।

ধৈবতাংশ গ্রহস্তাসো ধৈবতাদিক মুচ্ছনা।  
প্রথমে প্রহরে গানং রসে বীরে প্রযুক্ত্যতে।  
তুর দেবগিরীযুক্তা বেলাবলীচ মিথ্রিতা।  
কর্ণাটোহয়ং রসে বীরে প্রযুক্তো ভরতেন চ।

ধ নি সা গ রে সা নি প ম গ রে সা।

ম গ প সা ধা সা নি গ সা রে প সা।

ধৈবত ইহার অংশ, গ্রহ ও স্তাস স্বর, মুচ্ছনা  
ধৈবতাদি। বীররসের ব্যঞ্জনায় প্রথম প্রহরে ইহা গেল।  
ভরতও বীররসেই ইহার প্রয়োগ করিয়াছেন। তুরা  
দেবগিরি ও বেলাবলী ইহার সহযোগগী।

রাগবিবোধ গ্রন্থে কর্ণাট রাগের নিম্নলিখিতরূপ ধ্যান  
মাছে।

সাসি গজদন্ত পাণিনীলগলো মীনভূষিতঃ কর্ণে।

শৃঙ্গারবীরবেধী কর্ণাটো যোষিতা মিঠঃ।

কর্ণাট রাগের দক্ষিণ হস্তে অসি, বাম হস্তে গজদন্ত।  
ইহার কণ্ঠ নীলবর্ণ, কর্ণ মৎস্তভূষণে ভূষিত; ইহার বেশ  
মাদি রস ও বীর রসের অভিব্যঞ্জক। এই রাগ কামিনী-  
গণের কমনীয়।

রাগকল্পজমাসুরে কর্ণাট রাগের গঠন প্রণালী—

শ্রোক্তঃ কর্ণাট রাগো যুগ্মগমধনিকো

মল্লমধ্যস্বরহো

বাদীতীত্রবভোহত্র ভ্রবণ মধুর সং-

বাদিনা পঞ্চমেন।

আরোহে দুর্কলো গঃ প্রবিলসতি সদা-

ন্দোলনং গে প্রযুক্তং

ধোবর্জ্যচ্চাবরোহে বিদিত ইহ ভবেৎ

পূর্কে কালে নিশীথং।

কর্ণাট রাগ মল্ল ও মধ্য স্থানস্থিত স্বরে অবস্থিত;  
ইহার গ ম ধ ও নি এই কয়টি স্বর যুহু। তীত্র ঋষভ  
ইহার বাদীস্বর, কতিমধুর পঞ্চম স্বরটি, ইহার সংবাদী।  
আরোহে গাঙ্কার স্বরটি দুর্কল বা যুহু এবং এই গাঙ্কারে

আন্দোলন করিলে অতি সুন্দর শুনায়। অবরোহে 'ধ'  
বর্জিত। অর্দ্ধরাত্রির পূর্বে ইহা গেল।

সঙ্গীত-সুধাকর নামক গ্রন্থে কর্ণাট রাগের নিম্নলিখিত  
রূপ গঠন প্রণালীর উল্লেখ আছে।—

অথ কর্ণাট রাগোহত্র প্রসিদ্ধ ঋষভাংশকঃ।

পঞ্চম স্বর সংবাদী প্রোঢ়ালাপাহ উত্তমঃ।

অবরোহে ধৈবতেন হীনঃ সম্পূর্ণ ষাড়বঃ।

রমণীয়া স্ত্রাশ্রিতাদ পঞ্চম স্বর সংগতিঃ।

সদান্দোলিত গাঙ্কারো বিলম্বিত লয়াশ্রিতঃ।

মল্লমধ্য প্রচারোহয়ং গীয়েতেহর্বাণ্ড নিশীথতঃ।

কর্ণাট শঙ্কাপত্রংশং প্রসিদ্ধং নাম কানড়া।

দরবারীতি যবনৈর্গীতস্তাত্ৰাজ সংসদি।

গাঙ্কারো মধ্যমশ্চৈব ধৈবতশ্চ নিষাদকঃ।

কোমলাঃ কথিতান্তীত্র ঋষভশ্চৈক এবহি।

কর্ণাট একটি প্রসিদ্ধ রাগ; ঋষভ ইহার অংশ স্বর,  
উত্তম গভীর ও আলাপযোগ্য পঞ্চম স্বরটি ইহার সংবাদী,  
অবরোহে ধৈবত বর্জিত, স্তত্রাং এই রাগটি সম্পূর্ণ-ষাড়ব  
(অর্থাৎ আরোহে সম্পূর্ণ ও অবরোহে ষাড়ব)। নিষাদ  
ও পঞ্চম স্বরের সঙ্গতি এই রাগে রমণীয় হইয়া থাকে।  
এই রাগ বিলম্বিত লয়ে অর্দ্ধরাত্রের পূর্বে গেল। মল্ল  
ও মধ্যস্থানস্থিত স্বরের সাহায্যে ইহা গান করিতে হয়।  
কর্ণাট শব্দের অপভ্রংশে 'কানড়া' এই নামটি ইহার প্রসিদ্ধ।  
রাজসভায় গীত হয় বলিয়া মুসলমানগণ ইহাকে দরবারী  
কানড়া বলে। ইহাতে গাঙ্কার, মধ্যম, ধৈবত ও নিষাদ  
এই কয়টি স্বর কোমল, একমাত্র ঋষভ স্বরটি তীত্র।

হৃদয় কোতুক নামক গ্রন্থে কর্ণাট রাগের গঠনপ্রণালী  
নিম্নোক্তরূপ;—

গমৌ মগরিসা নিশ্চ লরিষা রিষগা রিসৌ।

সসৌ সসরিসা নিশ্চ সসৌচ লরিসা নির্ধৌ।

গমৌ মম পমাঃ পশ্চ ধনিসা ধনিপা মমৌ।

গরিসা ইতি কর্ণাটো গীয়েতেহুতি বিরাগিভিঃ।

গম মগ রিস নিস রিস রিস গরিস সস সস রিস নিস  
সস রিস নিধ, পম মম পম পধ নিস ধনি পম মগ রিস এই  
সকল স্বর সংযোগে অতি বিরগিগণ কর্তৃক রাগ গীত হয়।

রাগ-চঞ্জিকা গ্রন্থে কর্ণাট রাগ সম্বন্ধে লিখিত  
আছে :—

মুহু গনী ধমৌ রিস্ত তীব্রোহংসঃ পসহায়কঃ।

গাঙ্কারান্দোলনং যত্র কর্ণাটঃ স নিশিষ্যতঃ ॥

যে রাগে গ নি ধ ও ম এই কয়টি স্বর মুহু বা কোমল,  
তীব্র রি অংশ স্বর, পঞ্চম সংবাদী স্বর; যে রাগে গঙ্কার  
স্বরটি আন্দোলিত তাহাকে কর্ণাট রাগ বলে। ইহা  
রাজি-গেয় রাগ।

একণে আমরা নারদ-সংহিতার মতামুযায়ী কর্ণাট  
রাগের পত্নীগণের নাম ও তাহাদের ধ্যান ব্যাখ্যাসহ  
লিপিবদ্ধ করিতেছি।

নাটিকা চাখ ভূপালী রামকেলী গড়া ভবা।

কামোদী চাখ কল্যাণী কর্ণাটশ্চ প্রিয়া ইমাঃ ॥

নাটিকা, ভূপালী, রামকেলী, গড়া, কামোদী ও কল্যাণী  
এই ছয়টি কর্ণাট রাগের পত্নী।

১। কর্ণাট-পত্নী নাটিকার ধ্যান—

চিরং নটন্তী শুভরস মধ্যে

বিচিত্র রত্নাভরণা কুশালী।

সুগীত তালেষু কৃতাবধানা

নাটী স্রুশাটী পরিধানশীলা ॥

সুন্দর রত্নভূমি মধ্যে নাটী সুগীত তালসমূহে অতি-  
নিবেশপূর্ব্বক বহুকণ ধরিয়া নৃত্য করেন। ইহার  
পরিধানে সুন্দর শাড়ী; এই কুশালী রত্নাভরণে ভূষিত।

২। কর্ণাট-পত্নী ভূপালিকার ধ্যান—

স্বনায়কে পুষ্পগণং সৃজন্তী

হসমুখী সর্ব্বমুদং বহন্তী।

উন্মাদিতা প্রেমমদাকুলাকী

ভূপালিকা সা স্মলহস্তরীয়া ॥

ভূপালিকা বীর নায়কের উপর পুষ্পবর্ষণ করিতেছেন;  
ইনি হাসিতরা মুখে শকলের আনন্দ উপাদান করিতেছেন।  
ইহার নয়নস্বয় প্রেম-মদে আবুল। এই উন্মাদিত  
রাগিণীর দেহ হইতে উত্তরীয় ঝলিত হইয়া পড়িতেছে।

৩। কর্ণাট-পত্নী রামকলীর ধ্যান—

শ্রীরামরামেত্যনিশং জগন্তী

পূজারতা পুষ্পচৈঃ স্রবাসাঃ।

লাবণ্যযুক্তা ককণাশ্চ চিত্তা

শ্রীরামকেলী কথিতা বিদধৈঃ ॥

যিনি সর্ব্বদা 'রাম রাম' এই নাম জপ করেন; যিনি  
সুন্দর বস্ত্র পরিধান করিয়া পুষ্প সমূহদ্বারা পূজার নিরতা;  
ঐহার দেহ লাবণ্যযুক্ত, মন ককণাসিক্ত, পণ্ডিতগণ  
তাহাকেই শ্রীরামকেলী বলিয়া নির্দেশ করেন।

৪। কর্ণাট-পত্নী গড়ার ধ্যান—

বিশেষ বৈদগ্ধ্যবতী সমস্তান্

কলা বিলাসেন বিমোহয়ন্তী।

বৃহন্নিতম্বা কুশমধ্যভাগা

পীনস্তনী সৈব গড়া প্রদীপা ॥

বিশেষ চাতুর্ঘ্যশালিনী যে রাগিণী সকলকে কল  
বিলাসে বিমোহিত করেন; ঐহার নিতম্বদেশ বিশাল  
মধ্যভাগ কুশ, স্তনস্বয় পীন, পণ্ডিতগণ তাহাকেই 'গড়া'  
নামে নির্দেশ করিয়াছেন।

৫। কর্ণাট-পত্নী কামোদীর ধ্যান—

প্রিয়েণ সাক্ষং রহসি প্রকামঃ

পয়ো বিহারেণ সযোজহাণি।

বিচিষতী সৌরভ মোদমানা

কামোদিকা সা কথিতা গুণজৈঃ ॥

যিনি গোপনে প্রিয়জনের সহিত জলবিহার প্রসঙ্গে  
পর্যাপ্ত কমল চয়নে ব্যাপ্তা, কমল সৌরভে আনন্ডিত  
গুণজগণ তাহাকেই 'কামোদিকা' নামে অভিহিত  
করিয়াছেন।





১	সা	গ্ঃ	-দাঃ	গা	+	সা	সা	-	জ্ঞা	৩	-জ্ঞা	-	-	জ্ঞা	০	পা	পা	গদা	-পা	I
বা	সে	০	আ	হা	ন	০	ঐ	০	০	০	০	০	০	০	হ	দি	মা	বে	০	

১	মা	জ্ঞা	-রা	-জ্ঞা	+	রজ্ঞা	-মপা	-দগা	-সর্গা	৩	সর্গা	-দপা	-মজ্ঞা	-ঋদা	০	-দপা	-মজ্ঞা	-রসা		
বা	জৈ	০	০	আ	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	

অঙ্করা

{জ্ঞা II	১	মা	দা	-	গা	+	সা	সা	-	-দগা	৩	-সর্গা	-জ্ঞা	-সর্গা	-দগা	০	সা	সা	-	দা I
অ	ন	স্ত	০	আ	কা	শ	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	
প্র	ভা	তে	০	অ	ক	ণ	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	
ত	ভ	শ	০	জ	ধ	নি	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	

১	গা	সা	জ্ঞা	-	৩	রা	সা	-	-গর্সা	৩	-রা	সা	গদা	-পা	০	-	-	-	জ্ঞা	I
জ	র	বি	০	দী	প	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
ন	ল	স	০	জী	ত	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
জি	কে	ম	০	জ	ল	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০

১	পা	পা	পা	-	৩	পা	পদা	-গর্সা	-রর্সা	৩	-গদা	-গা	দা	পা	০	-মজ্ঞা	-রা	-	জ্ঞা	I
বি	পু	ল	০	ম	হা	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
টি	নী	ক	০	লো	লে	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
অ	ত	প	০	রা	ণে	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০

১	পা	পা	পা	-	৩	গদা	-পা	-মজ্ঞা	-রজ্ঞা	৩	রজ্ঞা	-মপা	-দগা	সর্গা	০	দপা	-মজ্ঞা	-ঋদা		
যু	গ	জৈ	০	বা	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
জ	রি	ছে	০	হু	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
ন	বা	জৈ	০	কা	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০

## স্বরলিপি

মিশ্র বাগেচ্ছী—দাদরা।

ধরার বুকে কে এল অই

উড়িয়ে রঙ্গীন উত্তরীয়।

ফুল-কুঁড়িদের প্রাণের কাণে

গোপন কথা কইল কী ও।

কইল কি সে “ও করবী,

টুটল নাকি স্বপন ছবি।

আমার প্রাণের সুরের খেলায়

আপনাকে আজ লুটিয়ে দিয়ে”।

দখিন ছয়ার আগল টুটে

পাপল আজি মাতল স্নেহে,

বনের পথে বাজায় নুপুর

ফুলের রেণু জড়িয়ে বুকে।

কইল কি সে চাঁপার কাণে,—

“মগ্ন তুমি কোন্ ধোয়ানে।

আমার বুকের আগুন রাগে

হৃদয় তোমার রাঙিয়ে নিয়ো”।

কথা—শ্রীঅজিত নাথ লাহিড়ী।

স্বর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী আলো সেন।

[সাঁ ধণা সরণী]

II সাঁ	সাঁ	সাঁ	গা	ধা	-না I মপা	-ধা -জ্ঞা	রা	সা	-না I
ধ	রা	র	বু	কে	০ কে ০	০ এ	ল	অ	ই

সা	জ্ঞা	রা	সা	ধা	গা I	সা	-মা জ্ঞা	রা	সা	-না II
উ	ড়ি	য়ে	র	ভী	ন	উ	০ ত	রী	র	০

II সা	জ্ঞা	রা	সা	ধা	গা I	সা	মা	-না	মা	মা	-না I
ফ	ল	কুঁ	ড়ি	দে	র	প্রা	ণে	র	কা	ণে	০

মা	মপা	ধা	জ্ঞা	রা	-সা I	রা	মা	জ্ঞা	রা	সা	-না II
গো	প ০	নু	ক	ধা	০	ক	ই	ল	কী	ও	০

II মা -১ মা | ধা ধা -গা I ধা -সী সী | সী সী -১ I  
ক ই ল কি সে ০ ও ০ ক র বী ০

সী রী সী | গা ধা -পা I পধা পধা -গা | ধা -গা -১ I  
টু টু ল না কি ০ হ ০ প ০ ন ছ বি ০

সী রী -সী | জী জী -১ I রী রী জী | রী সী -১ I  
আ মা র প্রা গে র হ রে র খে লা ব

সী রী সী | গা ধা -মা I মা ধা ধা | -গা সী -১ II  
আ প না কে আ জ লু টি য়ে দি য়ো ০

II সা না -পা | পা না -সা I সা সা সা | সা সা -১ I  
দ খি ন হু ধা র আ গ ল টু টে ০

সা নুসা রজা | জা জা -১ I রা রা জা | রা সা -১ I  
পা গ ০ ০ ল আ জি ০ মা ভ ল হ খে ০

গা গা -১ | মা গা -১ I সা গা -১ | মা গমা -পদা I  
ব নে র প খে ০ বা আ হ নু পু ০ ০ র

পা জা -১ | রা সা -না I সা মা জা | রা সা -১ II  
হু লে র রে পু ০ জ ডি য়ে বু কে ০

II মা -১ মা | ধা ধা -গা I ধা -সাঁ -১ | সাঁ সাঁ -১ I  
ক ই ল কি সে ০ টা পা র কা গে ০

সাঁ -রাঁ সাঁ | গা ধা -পা I পধা -পধা -গা | ধা -গা -১ I  
ম গ্ ন তু মি ০ কো ০ ০ ন্ ধে রা নে ০

সাঁ রাঁ -মাঁ | জাঁ জাঁ -১ I রাঁ রাঁ জাঁ | রাঁ সাঁ -১ I  
আ মা র বু কে র আ ও ন রা গে ০

সাঁ রাঁ সাঁ | গা ধা -মা I মা -ধা ধা | গা সাঁ -১ II II  
হ দ য তো মা র রা ডি যে নি ও ০

## ভাটিয়ালী গান

শ্রীশ্বেতকুমার মুখোপাধ্যায়

ওরে, এই ময়ূর-পখী নায়।

ভাটার টানে পাল তুলেছি (পারে) কে যাবিরে আর।

হালের কোরে ব'সে আছি লাগলো বৃকে হাওরা,

দখিনা আজ আগিরে দিল মনের পরম পাওরা,

আতি, কোয়ার-জলের কলহোলে রে—

তরী, ছুটেবে দরিয়ার,

ওরে, এই ময়ূর-পখী নায়।

ফাগুন রাতে চাঁদের আলো ভাসে নদীর জলে,

পলাশ ফুলের রাঙা-মালা পরি' নিজের গলে,

ঘোর, আঁধার জমে বৃকের মাঝে রে—

আর, মনের কিনারায়।

ওরে, এই ময়ূর-পখী নায়।

## হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

জগৎ উপস্থিতির আদি কারণই হচ্ছে আদি নাদ বা নাদ ব্রহ্ম। সৃষ্টির প্রথম স্পন্দকে বা সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মের যে গতিশীল অবস্থা তাকেই সৃষ্টির আদি কারণ বলা হয়ে থাকে। আর যেহেতু প্রতি গতির বা প্রতি স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে একটা ধ্বনি থাকতে বাধ্য সে হেতু এটা আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি যে সৃষ্টির গোড়াকার আদিগতিরও একটা ধ্বনি আছে। তবে তা স্থূল কাণে শোণা যায় না বা স্বল্প মন দিয়েও ধারণা করা যায় না—তার প্রত্যয় হয়, কারণ দেহের বিজ্ঞানময় ক্ষতিতে। এই নাদধ্বনি যিনি শুনে পেয়েছেন সমাধিস্থ অবস্থায়, তিনিই সঙ্গীতের ঋষি—আর এই নাদের স্বরূপ হচ্ছে সগুণ ব্রহ্ম বা সদাশিব স্বরূপ। যে শিব সৃষ্টির গোড়াকার বিরাট আদি স্পন্দনকে ধারণ করে আছেন তিনিই সদাশিব—নাদ তাঁরই ধ্বনিময় প্রকাশ।

নাদব্রহ্ম থেকে সৃষ্টির পথে নাদের অনেক অবস্থান্তর হয়ে এসেছে। আমরা বৈজ্ঞানিকগণের গানে পাই

“প্রথম আদি শিব শক্তি নাদ পরমেশ্বর”—

তার মানে হচ্ছে গোড়াতে পরম শিব ও তাঁর চিৎ-শক্তি ছিলেন—তাঁদের থেকেই নাদরূপ ঈশ্বর এসেছেন। আমাদের রূপদ সঙ্গীতে তন্ত্রের তত্ত্বকেই রাগরাগিণীর মধ্যে মূর্ত করে ধরেছে। তন্ত্র বলছেন নাদ হচ্ছে চিৎশক্তির প্রথম সৃষ্টি তারপর নাদ থেকে বিন্দুর উদ্ভব হয়েছে—বিন্দুই ঈশ্বর। “নাদ” “বিন্দু” এই সব কথাই হচ্ছে অতি

নিখুঁত ঐশ্বরিক সব তন্ত্রের প্রতীক। এই প্রতীকের বিশ্লেষণ আবশ্যক। আমরা সৃষ্টির আদি কারণরূপ প্রথম স্পন্দনের ধ্বনিকে নাদ বলেছি—নাদ হচ্ছে সীমাহীন বিরাট ভূমা, তার আদি অন্ত নাই। কিন্তু এই আকাশের মত অনন্ত অসীম গতি থেকে সসীম স্থির সৃষ্টি হতে পারে না। সৃষ্টির জন্ম অসীমকে সসীম হতে হয়, ভূমাকেও ক্ষুদ্র হতে হয়। মহানকেও অল্পপরিমিত হতে হয়। পরাপ্রকৃতিতে অসীমের এই প্রথম সসীমতাব গ্রহণকেই বিন্দু বলা হয়। বিন্দু হচ্ছে নাদ ব্রহ্মের ঘনীভূত অবস্থা অনন্ত জ্যোতিঃস্বরূপের একটি মণ্ডলাকার গ্রহণ।

চিদ-ঘন এই বিশ্বকেই তন্ত্রে “বিন্দু” বলেন। ধ্বনির দিক থেকে বলতে গেলে, নাদ হচ্ছে এক অনির্দিষ্ট সীমাহীন সমুদ্র গর্জনের মত শব্দ আর বিন্দু হচ্ছে—তারই কেন্দ্রীভূত একটা রণন। “উম্” শব্দের “ম্” কার উচ্চারণ কলে যেমন একটা তীব্র সংহত ধ্বনি বিশেষের সৃষ্টি হয়—বিন্দু হচ্ছে সেইরূপ। কারণ শক্তির প্রথম কেন্দ্র হচ্ছে বিন্দু। ঈশ্বর হচ্ছেন জগচ্ছষ্টির কেন্দ্র, তাই ঈশ্বরকে বিন্দু বলা হয়। সীমাহীন অনন্ত অপার নাদময় সদাশিব হতে এইভাবে বিন্দুরূপী ঈশ্বরের আবির্ভাব হল। এই পর্যন্তও মায়ার খেলা স্বল্প হয় নি—এখানেও চিদ্রায়ী পরাশক্তি বা আদ্যাশক্তিই প্রত্যক্ষভাবে সব কিছু কর্ণে। তন্ত্রতন্ত্রে আমরা তারই পরিচয় পাই।

ক্রমশঃ

## স্বরলিপি

ভৈরবী—তেতাল (অন্ন বিলম্বিত)

কোন্ বিজন বনে কার বেদন-বাঁশী  
বাজে বিধুর করি' আজি নিখিল ধরা ?  
তবু তাহারি মাঝে যেন লুকান আছে  
এক মধুর গাথা কত সুধাতে ভরা ।

রচে উদাস-বাঁশী নীল অনীম বৃকে,  
এক স্বপন মায়া বৃষি ব্যথিত স্মৃখে,  
হৃদি-বৃন্দাবনে রাধা-শ্যামের সনে  
হেরি মিলন-মেলা হিয়া আকুল করা ।

আমি বাইগো দূরে ওই বাঁশীর সুরে,  
ফিরে পাইগো বৃকে মোর হারা-বঁধুরে,  
আমি কাঁদিয়া বলি,—“বঁধু যেওনা চলি'  
ভাঙি' স্বপন মম ওগো বেদন-হরা ।”

কথা—শ্রী প্রসাদ বসু ।

সুর ও স্বরলিপি—শ্রী অনিল বাগ্‌চী ।

সংখ্যা -সা I সঙ্খা সা মজ্জা মপা | মপা -া পদা মা | পদা পদগম্ভা দগম্ভা গম্ভা |  
কো০ ন বি জ ন বো | নে০ ০ কা০ র বে০ দ ০০০ ন ০০০ বা০ |

গদা -পমা মজ্জা মা I মজ্জা মজ্জা মজ্জা মজ্জা | মজ্জা -সজ্জমপা -জ্জমপদা জ্জমা |  
লী ০০ বা০ জে বি ধু র ক | রি০ ০০০০ ০০০০ আজি |

জ্জা জ্জা সঙ্খজ্জা সজ্জা | সা -া সা ঙ্খা I -গা সা মজ্জা মপা |  
নি থি ল ০০ ধ০ | রা ০ ত বু তা হা রি মা০ |

মপা -া পদা -মা | পদা পদগম্ভা দগম্ভা গম্ভা | গদপা -গদা পমা জ্জমা I  
বে০ ০ বে০ ন লু০ কা০০০ ন০০০ আ০ | ছে০ ০০ এ০ ক০ |

মজ্জা জ্জা জ্জা জ্জা | সা -মজ্জমপদা -জ্জমা | জ্জা জ্জা -সা জ্জা | সা -া -া -া II  
ম ধু র গা | থা ০ ০ ০ ক ত হ ধা তে ভ রা ০ ০ ০ |

মা পা II মজ্জা মা গদা গসাঁ | গসাঁ -াঁ সাঁ -ধাঁ | গসাঁ গদপমা দগসাঁধাঁ সগাঁ |  
র চে উ দা স বাঁ ০ | লী ০ ০ নী ল | অ ০ সী ০০০ ০ ০০০ ০ ০

সাঁ -াঁ গদা দা I দপা দা গা সর্জা | গসর্জা -াঁ জর্জা জাঁ |  
কে ০ এ ক ব প ন যাঁ ০ | যাঁ ০০০ ০ ০ ০ ০

দজ্জাঁ রজ্জাঁ জসাঁ জধাঁ | সাঁ -াঁ পা পা I পদগাঁ -সগাঁ পা গদা |  
বাঁ ০ থি ০ ত হু | থে ০ হু দি ০০০ ০ ০ দা ব

পাঁ -াঁ পা পা | পা পা গদা পদা -মা -াঁ মা মা I  
নে ০ রা ধা জা মে র স ০ নে ০ হে রি

মজ্জা জা জা জা | সজ্জা -সজ্জমপা -জ্জমপদা জ্জমা | মজ্জা জা -সা জ্জধা |  
মি ল ন মে | লা ০ ০০০০ ০০০০ হিরা | আ হু ল ক

সাঁ -াঁ -াঁ -াঁ II  
রা ০ ০ ০ ০

দা গাঁ II সজ্জা জা মজ্জা -রা | জা -াঁ জদা গাঁ | সজ্জা জা -সা জ্জধা |  
আ মি বাঁ ০ ই গো দু | রে ০ ও ই | বা লী ০ ০ ০ ০

সাঁ -াঁ সা সা I সমা মা মা মা | মপা -জ্জমপদা জ্জমা -জা |  
রে ০ আ মি পা ই গো ০ | কে ০ ০০০০ ০ ০ ০ ০

জঙ্কা	মা	রক্তা	সঙ্খা	সা	-	সা	সা	সপা	পা	পদগা	পগদা
হা	রা	বো	ধু	রে	০	আ	মি	কা	দি	রা ০০	ব ০০

পা	-	পদা	-মা	মজ্জা	মা	গদা	গর্সা	গর্সা	-	গদা	দা I
লি	০	বো	ধু	বে	ও	না	চ ০	লি ০	০	তা	তি

সপা	দা	গা	সর্গা	গস'রক্তা	-	খা	-সর্গা	দক্ষা	মজ্জা	রক্তা	সঙ্খা
ব	প	ন	ম ০	ম ০ ০ ০ ০	০	ও	গো ০	বে ০	ধ ০	ন ০	হ ০

সা	-	-	-	II	II
রা	০	০	০		

## গান

### শ্রীযতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত

তারি আননখানি আজো পড়িলে মনে,  
কত লুকানো ছবি ফুটে ওঠে জীবনে ।  
শত লাজ অভিমান ব্যথা বিষাদের গান  
কত বিরহ মিলন, আগে বেদনা মনে ॥

হোলো নব কাণ্ডনে দৌড়ে নিরালে দেখা  
ছিছ মিলন স্থখে মোরা হৃদনে একা ।  
গাঁথা বকুল ঝালা দিয়ে সহসা গলে  
কোথা গেল সে চলি লয়ে বারি নয়নে ॥

আজো জীবন বীণে বাজে তারি রাগিণী  
বড় করুণ সুরে কাঁদে মন মানিনী,  
যদি আসিবে না কেন আশারি আশে  
মোরে রেখেছে ঢাকি হৃৎ স্বতি-স্বপনে ॥



## ঐক্যতানিক গৎ

মল্লার-কাওয়ালী

রচনা—আয়েত আলী খাঁ

আস্তহারী

I। রাঁ মরা রাঁ মা | পাঁ ধা মা পা | সাঁ - সাঁ রাঁ | সাঁ গা ধা পা I

রাঁ পা ধা পা | মাঁ গা রা - | রাঁ গা ধা পা | মাঁ গা রা সাঁ II

অন্তরা

II মাঁ পা না না | সাঁ না সাঁ - | পাঁ না সাঁ রাঁ | সাঁ গা ধা পা I

রাঁ গাঁ মাঁ গাঁ | রাঁ সাঁ না সাঁ | সাঁ গা ধা পা | মপা ধপা সঁপা ধপা I

গঁধা পম্বা গরা সা

তান

১। মপা নসাঁ রঁসাঁ গঁধা | পঁধা পম্বা গরাঁ সা I

২। সাঁ নসাঁ গঁধা পা | সঁগা ধপা মগা রঁসা I

৩। সরা মপা মপা নসাঁ | পনা সঁরাঁ সঁরাঁ নসাঁ | রঁগাঁ মঁগাঁ রঁসাঁ নসাঁ I

গঁধা পম্বা গরা সা I

৪। রগাঁ মগাঁ রা - | রাঁ মা পা ধা | মাঁ পা না সাঁ I

সঁনা সাঁ গঁধা পা I ধপা ধা মগা রা | মপা ধপা মগা রঁসাঁ

## স্বরলিপি

রঙ্ ফাৎনের চরণ ঘায়ে শিহর জাগে বনে বনে,  
মোর কবিতার ফুল করবী ভুল করে হায় অকারণে ।

স্বপন জাগা চাঁদনৌ রাতে  
জল ঝরে মোর নয়ন-পাতে ;  
বেদন বাঁশীর সুরের মায়া দোহুল দোলে আমার প্রাণে ।

দূর আকাশে সাঁঝের তারা  
শূন্য মাঠের চোখ ইসারা  
উভল করে আমার হিয়া আঁধার ঘরের কোণে ।

কথা—শ্রীমনসা চট্টোপাধ্যায়

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীশুকুমার দেব

II	পা	-া	-া	মা	দপা	-পমা	জা	জা	I	রমা	রমা	জা	-জা	জরা	নসা	-া	-া	I
	রং	০	০	কা	ঙ০	০০	নে	র		চ০	র০	ণ	০	ঘা০	য়ে	০	০	
	সা	সরগা	-রগা	-া	-া	-া	মঃ	পাঃ	I	গমা	গমা	-া	-জা	-া	রা	সা	-সা	I
	শি	হ০০	০০	০	০	০	জা	গে		ব০	নে০	০	০	০	ব	নে	০	
	সী	-সী	সী	সী	সী	-া	সী	সী	I	ধসী	-ধসী	রা	সী	গা	-ধা	পা	-মা	I
	মো	০	র	ক	বি	০	তা	র		ফু০	০০০	ল	ক	র	০	বী	০	
	গা	গা	-গা	মা	গমা	-পদা	পা	পা	I	জা	রা	মা	-া	জা	-রা	সা	-সা	II
	জু	ল	০	ক	রে০	০০	হা	য়		অ	কা	০	০	র	০	থে	০	
II	মা	পা	-পা	-পা	গধা	দা	-দা	-গা	I	গা	সী	সী	-সী	রা	গা	-সী	-সী	I
	য	প	ন	০	জা০	গা	০	০		টা	দি	নী	০	রা	তে	০	০	
	সী	-সী	-সী	রা	সরজা	রা	রা	-রা	I	মা	পা	গা	-গা	গা	-সী	সী	-সী	I
	জ	ল	০	ব	রে০০	মো	র	০		ন	য়	ন	০	পা	০	তে	০	

[ গা ]

{পদা পা মা -। | জরা-জরা সা সা I সা রা মা -। | পঃ-গঃ গা সা -সাঁ} I  
বে০ দ ন ০ | বা ০ ০ ০ জী র স্থ রে র ০ | মা ০ রা র ০

গা ধা পা -। | মাঃ গঃ -। -। I সা গা গা -মা | গমা-পদা পা -। I  
দো ছ ল ০ | দো লে ০ ০ আ মা র ০ | প্রা ০ ০ ০ ০

গা দা পা -। | মা জা -রা-জা I রা মা জা -। | রা -। সা -। II  
দো ছ ল ০ | দো লে ০ ০ আ মা র ০ | প্রা ০ ০ ০

II মঃ পাঃ জা জা | জমা-জমা -। -। I ধা -। না না | সা সা -সা -সা I  
দু র আ কা | শে ০ ০ ০ ০ সা ০ বে র | তা রা ০ ০

সঁরা সঁরজা -। -। | জাঁ রা সা -। I গা -ধা পা -। | পধা-পধসা গধপা -। I  
শু ০ জে ০ ০ ০ | মা ঠে র ০ চো ০ খ ০ | ই ০ ০ ০ ০ সারা ০ ০

[ গা ]

{পদা পা মা -। | জরা-জরা সা -সা I সা রা মা -। | পঃ-গঃ-গা সা -সা I  
উ ০ ত ল ০ | ক ০ ০ ০ রে ০ আ মা র ০ | হি ০ ০ ০ রা ০

গা ধা পা -। | মাঃ গঃ -। -। I সা -গা-গা -মা | গমা-পদা-পা -। I  
আ ধা র ০ | ঘ রে র ০ কো ০ ০ ০ | গে ০ ০ ০ ০

গা দা পা -। | মা জা রা -জা I রা -মা-জা -। | রা -। -সা -। II II  
আ ধা র ০ | ঘ রে র ০ কো ০ ০ ০ | গে ০ ০ ০ ০

## স্বরলিপি

ইমন-কল্যাণ—ত্রিতাল (মধ্যম)

জল যমুনা কৈসে জাউঁ সখি

বাট ঘাট পর রোকত কাহাই মোসে ॥

যমুনা তটপর নিভহি কাহাই পিয়া,

করত টিটাই অব্ কৈসে জাউঁরি পিয়া কৈসে জাউঁ সখি ॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীদেবব্রত চট্টরাজ

### আস্থায়ী

II <sup>০</sup> নধা না ধক্ষা ধা | <sup>১</sup> পা -া -ক্ষা -ধা | <sup>২</sup> পা -পক্ষা গা মা | <sup>৩</sup> গা -রা ন্‌রা সা I  
জ ০ ল ঘ ০ য় | না ০ ০ ০ | কৈ ০০ সে জা | উ ০ স ০ ধি  
না -রা গা গক্ষা | -পা পা পা পা | রা গা মা গা | রা -া ন্‌রা সসা II  
বা ০ ট ঘা ০ | ০ ট প র | রো ক ত কা | হা ০ ই ০ মোসে

### অন্তরা

I <sup>০</sup> গা গা পক্ষা -া | <sup>১</sup> ধা পপা সা সা | <sup>২</sup> সা -ধা সা সা | <sup>৩</sup> সা সা সা সা I  
ব য় না ০ ০ | ত ট ০ প র | নি ত হি কা | হা ই পি য়া  
না র্‌রা সা সা | না -ধা ক্ষা পা | ক্ষা ধা না র্‌রা | সা না ধা পা I  
ক র ০ ত টি | ঠা ০ ই অব | কৈ ০ সে জা ০ | উ রি পি য়া  
গা -রা সা না | ধা -পা -পক্ষা -পা | রা -গা -গা -মা | -গা -রা -ন্‌রা সা II  
কৈ ০ সে জা | উ ০ ০০ ০ | ০ ০ ০ ০ | ০ ০০ স ০ ধি

### তান

১। <sup>০</sup> ন্‌রা গমা পক্ষা গরা I

২। <sup>২</sup> ন্‌রা গক্ষা পনা ধপা | <sup>৩</sup> সনা ধপা ক্ষগা রসা I

৩। <sup>১</sup> গগা জপা রগা ক্ষগা | <sup>২</sup> রসা ন্‌রা গক্ষা পক্ষা | <sup>৩</sup> পনা ধপা ক্ষগা রসা I

## স্বরলিপি

### সামন্ত-সারদ-ঝাঁপতাল

তুঁহিতো জগ জননী,  
সৃজন পালন করতুঁ হাঁয়,  
তুঁহিতো সংহার কারিণী,  
তেরো মহিমা জানত ।

এই তেরি খেলনকি,  
তুঁহি খেলতুঁ হাঁয়,  
রূপ রূপ বউরা বনে,  
হাঁসত রোবত ॥

বহুত করুণা তেরি,  
হামাকো বিসঁর গঁই,  
তেরো আশ মিলব তৌহে,  
কসর কাহে করত ।

দে, দে আনন্দ কর দে,  
স্বর সঙ্গতমে,  
মধুর পরম নাম,  
মাই মাই দীন কহত ॥

কথা, স্বর ও স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য ত্রীযুক্ত অমরনাথ ভট্টাচার্য্য সঙ্গীতরত্ন মহোদয়ের  
দীন ছাত্র শ্রীগোবর্দ্ধন চন্দ্র ।

জাতি—ঔরব, বাদী—ঝষড, সহাদী—পঞ্চম, বিবাদী—গান্ধার ও নিষাদ ।

### আস্থারী

II ধা<sup>+</sup> মা<sup>০</sup> | পা<sup>০</sup> মা<sup>০</sup> -রা<sup>০</sup> | সা<sup>০</sup> মা<sup>০</sup> | পা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> -ধমা<sup>১</sup> । রা<sup>+</sup> মা<sup>০</sup> | পা<sup>০</sup> মা<sup>০</sup> পা<sup>০</sup> |  
তুঁ হি | তো জ ০ | গ জ | ন নী ০০ স্ব জ | ন পা ল |

ধা<sup>০</sup> পা<sup>১</sup> | মা<sup>১</sup> রা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> I ধা<sup>+</sup> রা<sup>০</sup> | সা<sup>০</sup> রা<sup>০</sup> ধা<sup>০</sup> | পা<sup>০</sup> মা<sup>০</sup> | -পা<sup>১</sup> মা<sup>১</sup> রা<sup>১</sup> I  
ন ক | র তুঁ হাঁয় তুঁ হি | তো সং হা | র কা | ০ রি বী |

ধা<sup>+</sup> ধা<sup>০</sup> | সা<sup>১</sup> রা<sup>১</sup> -ধা<sup>০</sup> | ধমা<sup>০</sup> পধা<sup>১</sup> | -সা<sup>১</sup> পমা<sup>১</sup> -রমা<sup>১</sup> II  
তো রো | মহি মা ০ | জা ০ ন ০ | ০০ ত ০ ০০

অন্তরা

<sup>+</sup>মা পা | <sup>৩</sup>ধা সাঁ -সাঁ | <sup>০</sup>রাঁ রাঁ | <sup>১</sup>রাঁ রাঁ সাঁ রাঁ I <sup>+</sup>রাঁ মাঁ | <sup>৩</sup>রাঁ -সাঁ -ধা |  
 এ হি | তেঁ রি ০ | খে ল | ন কি ০ | তুঁ হি | ০ ০ ০ |  
<sup>০</sup>রাঁ সাঁ | <sup>১</sup>ধা মাঁ মা I <sup>+</sup>রাঁ -মাঁ | <sup>৩</sup>রাঁ পাঁ মাঁ | <sup>০</sup>রাঁ ধাঁ | <sup>১</sup>পাঁ মাঁ রাঁ I  
 খে .ল | তুঁ হ্যাঁ য় ক্র ০ | প .ক্র প | ব উ রা ব নে  
<sup>+</sup>রাঁ -মাঁ | <sup>৩</sup>ধাঁ রাঁ সাঁ | <sup>০</sup>ধমাঁ -রাঁসাঁ | <sup>১</sup>-রাঁসাঁ ধমাঁ পা II  
 ক্র ০ | হাঁ স ত | রো ০ ০ ০ | ০ ০ ব ০ ত

সংগারী

<sup>+</sup>রাঁ রাঁ | <sup>৩</sup>পাঁ -পাঁ পাঁ | <sup>০</sup>মাঁ ধাঁ | <sup>১</sup>পাঁ -মাঁ রাঁ I <sup>+</sup>পাঁ পাঁ | <sup>৩</sup>ধাঁ সাঁ ধাঁ |  
 ব হ | ত ০ ক ক্র গা | তেঁ ০ বি হা মাঁ কো ০ বি |  
<sup>০</sup>পাঁ ধাঁ | <sup>১</sup>পাঁ মাঁ -রাঁ I <sup>+</sup>পাঁ পাঁ | <sup>৩</sup>ধাঁ ধাঁ সাঁ | <sup>০</sup>সাঁ সাঁ | <sup>১</sup>রাঁ রাঁ রাঁ I  
 সাঁ র | গ ই ০ | তেঁ রোঁ আ শ মি | ল ব | তৌ হে ০  
<sup>+</sup>রাঁ রাঁ | <sup>৩</sup>রাঁ ধাঁ পাঁ | <sup>০</sup>-মাঁ -রাঁ | <sup>১</sup>মমাঁ পাঁ -পাঁ II  
 ক স | র কা হে | ০ ০ | কর ত ০

আভোগ

<sup>+</sup>পমাঁ ধাঁ | <sup>৩</sup>সাঁ সাঁ সাঁ | <sup>০</sup>সাঁ সাঁ | <sup>১</sup>রাঁসাঁ -সাঁ -সাঁ I <sup>+</sup>সাঁ -রাঁ | <sup>৩</sup>সাঁ ধাঁ রাঁ |  
 দে ০ দে | আ নন্ দ ল ব | দে ০ ০ ০ | হু ০ | র স অং |  
<sup>০</sup>সাঁ ধাঁ | <sup>১</sup>পাঁ -মাঁ -রাঁ I <sup>+</sup>মাঁ মাঁ | <sup>৩</sup>মাঁ -রাঁ পাঁ | <sup>০</sup>পাঁ পাঁ | <sup>১</sup>ধাঁ -সাঁ ধাঁ I  
 গ ত | মে ০ ০ | ম ধু | র ০ প | র য় না ০ ম  
<sup>+</sup>রাঁ সাঁ | <sup>৩</sup>মাঁ রাঁ সাঁ | <sup>০</sup>রাঁ ধাঁ | <sup>১</sup>পাঁ রাঁ মাঁ II  
 মা ই | মা ই দো | ০ ন | ক হ ত

## স্বরলিপি

বিবিট ধাম্বাজ—একতাল

বসন্তের আজি উৎসবে

মিলন-গানের মধুর তালে,

চাঁদিনী রাতের ফাগের খেলায়

দোলের আবীর মাখিয়া ভালে,—

কে আজি দোলে দোলন-দোলায়,

পুলকে মাতি সকলে ভোলায়

জড়িত করিয়া শ্রীতির জালে।

মান-অভিমান রাখি আজি দূরে

রাঙিয়া হৃদয় ফাগুন-লালে—

বিরাগী প্রাণের আগল টুটিয়া

তাহার বাঁশীর মধুর ভালে,—

পুলক ভরে আসিরে ছুটিয়া

পূজিছে তা'র চরণে লুটিয়া

সবাই আজিরে নমিত ভালে।

কথা—শ্রীহলাচন্দ্র মিত্র বি, এ

স্বর ও স্বরলিপি—কুমারী এমারাণী সি

II	০	পা	গপা	-ধপা	১	গা	ধা	পা	২	গমা	-ধপা	মা	৩	গা	-ৱ	-ৱ	I
		ব	স ০	০ ০		স্বের	আ	জি		উ ০	০ ৭	স		বে	০	০	

০	সা	গা	গা	১	মা	পা	-ৱ	২	পা	গধা	পা	৩	মা	গা	-ৱ	I
	মি	ল	ন		গা	নে	র		ম	ধু ০	র		তা	লে	০	

০	গা	রা	সা	১	গা	ধা	-ৱ	২	সা	ধপা	-রগা	৩	মা	গা	-ৱ	I
	চা	দি	নী		রা	তে	র		ফা	গে ০	০ ৩		খে	লা	৩	

০	রা	গা	পা	১	ধস'গা	ধা	-ৱ	২	পা	ধপা	মপা	৩	মা	গা	-ৱ	II
	দো	লে	র		আ ০	বী	৩		মা	বি ০	রা ০		তা	লে	০	

[ ০ গা মা মা | ১ গা ধগা -পধা | ২ না সা না | ৩ সা সা -া I  
কে আ জি | দো লে ০ ০ | দো ল ন | দো লা য়

০ পা. সা না | ১ সা সা -া | ২ সা নস'রা র'সা | ৩ গা ধা -া I  
পু ল কে | মা তি ০ | স ক ০ ০ | লে ভো লা য়

০ সা গা ধা | ১ পা মা গা | ২ গমা পধা -গমা | ৩ গা -ধা -া II  
জ ডি ত | ক রি য়া | প্রী ০ তি ০ ০ ব | জা লে ০

০ মা -া গা | ১ রগা রসা -সা | ২ ধা সা রা | ৩ গা মা গা I  
মা ন্ অ | ভি যা ০ ন্ | রা থি আ | জি দ্ রে

০ সা গা গা | ১ মা পা -া | ২ পধা পগা পা | ৩ মা গা -া I  
রা ডি য়া | হ় দ য় | ফা ০ গু ০ ন | লা লে ০

০ মা ধা ধা | ১ স'গা ধা -া | ২ পা পধা -স'গা | ৩ ধা পমা গা I  
বি রা গী | প্রা ০ গে র | আ গ ০ ০ ল্ | টু টি ০ য়া

০ মা ধা -া | ১ ধা গা -সা | ২ সা না সা | ৩ স'গা ধা -া II  
ভা হা য় | বা গী -য় | য ধু র | তা ০. লে ০



II	<sup>০</sup> গা	<sup>০</sup> মা	<sup>০</sup> মা	<sup>১</sup> গা	<sup>১</sup> ধণা	<sup>১</sup> -পধা	<sup>২</sup> গা	<sup>২</sup> সাঁ	<sup>২</sup> না	<sup>৩</sup> সাঁ	<sup>৩</sup> সাঁ	<sup>৩</sup> সাঁ
	পু	ল	কে	ভ	রে০	০০	আ	সি	য়ে	হু	টি	ষা
	<sup>০</sup> নসাঁ	<sup>০</sup> রুগাঁ	<sup>০</sup> রুগাঁ	<sup>১</sup> রসাঁ	<sup>১</sup> -সাঁ	<sup>১</sup> -	<sup>২</sup> সাঁ	<sup>২</sup> নসাঁ	<sup>২</sup> সাঁ	<sup>৩</sup> গা	<sup>৩</sup> ধণা	<sup>৩</sup> পধা
	পু০	জি০০	ছে০	ভা০	০	ব	চ	য়০০	ণে	লু	টি০	য়া০
	<sup>০</sup> পধা	<sup>০</sup> পধা	<sup>০</sup> সাঁ	<sup>১</sup> সাঁ	<sup>১</sup> গা	<sup>১</sup> ধা	<sup>২</sup> পা	<sup>২</sup> পধণা	<sup>২</sup> ধপা	<sup>৩</sup> মা	<sup>৩</sup> গা	<sup>৩</sup> -১ II
	স০	বা০	ই	আ	জি	রে	ন	মি০০	ত০	ভা	লে	০

## স্বরলিপি

পিলু-দাদরা

\* আজি ফাগুনের সনে, ফুটিল ফুল বনে বনে।  
আকুল করে গন্ধে হায় মন্দ সমীরণে।  
তায় মাতি মধুপ কত ধাইল ফুল পানে।  
বিহগকুল মধুর গায় বাক্যরি' কাননে ॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র রায় (অঙ্কগায়ক)

আস্থারী

II	<sup>১</sup> সপা	<sup>১</sup> -	<sup>১</sup> মজা	<sup>০</sup> :	<sup>০</sup> রঃ	<sup>০</sup> সা	<sup>০</sup> রা	<sup>১</sup> I	<sup>১</sup> সন্	<sup>১</sup> -	<sup>১</sup> সা	<sup>০</sup> -	<sup>০</sup> রা	<sup>০</sup> জা	<sup>০</sup> I
	ফা	০	ও	০	০	নে	র		স	০	নে	০	আ	জি	
	<sup>১</sup> সরা	<sup>১</sup> -জমপা	<sup>১</sup> মজা	<sup>০</sup> :	<sup>০</sup> রঃ	<sup>০</sup> সা	<sup>০</sup> রা	<sup>১</sup> I	<sup>১</sup> ন্	<sup>১</sup> -সা	<sup>১</sup> ন্	<sup>০</sup> দ্	<sup>০</sup> দ্	<sup>০</sup> প্	<sup>০</sup> I
	ফা০	০০০	ও	০	০	নে	র		স	০	নে	ফু	টি	ল	

\* মদীহ সঙ্গীতগুরু শ্রীযুক্ত হুয়েজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "ভ্রাম বড় জোরি" হিন্দি গানখানির অঙ্ক ইহা রচিত।

১ প্ -জ্ঞা জ্ঞা | ০ মজ্ঞা -রা সা I ১ গ্ -মা -পধা | ০ পমা -জ্ঞরা -সন্ I  
ফু ০ ল ব ০ নে ব ০ ০ ০ ০ ০ নে ০ ০ ০ ০

১ সপা -া মজ্ঞা | ০ রঃ সা রা I ১ সগ্ -া -সা | ০ সা -া -া I  
ফা ০ শু ০ ০ ০ নে র স ০ ০ ০ নে ০ ০

১ ন্ -সা রা | ০ মা পা দা I ১ মা -পা সী | ০ গা দা পা I  
আ ০ ক ল ক রে গ ০ কে ০ হা য

১ মা -পদা মপা | ০ মজ্ঞা রঃ রঃ জ্ঞা I ১ সরা -জ্ঞমা -পদা | ০ পমা -জ্ঞরা সগ্ II  
ম ০ ০ ম ০ স ০ ০ ০ মী র ০ ০ ০ ০ ০ নে ০ ০ ০ ০

### অন্তরা

II ১ মা পা মপা | ০ -নর্মা নর্মা -রজ্ঞা I ১ রা সী রা | ০ না সী সী I  
তা য মা ০ ০ ০ তি ০ ০ ম ধু প ০ ক ত

১ না সী নর্মা | ০ -রজ্ঞা রা সী I ১ নর্মা -মজ্ঞা -রস | ০ রা -া -া I  
ধা ই ল ০ ০ ০ ফু ল পা ০ ০ ০ ০ ০ নে ০ ০

১ পা -জ্ঞা জ্ঞা | ০ জ্ঞা রা জ্ঞা I ১ রা মা জ্ঞা | ০ -রা সী না I  
বি ০ হ গ ক ল ম ধু য ০ গা য

১ মপা -নর্মা সী | ০ না -দা পা I ১ মপা -দদা -পপা | ০ মজ্ঞা -ধাসা -নগা II II  
ম ০ ০ ০ ফা রি ০ কা ম ০ ০ ০ ০ ০ নে ০ ০ ০ ০



# সেতার শিক্ষা

সেতারের গৎ

ভৈরব—জলদ—তেতাল

রচনা ও স্বরলিপি—শ্রীশিবনাথ মুখোপাধ্যায়

আরোহণ :—স ঞ্জ, গ ম, প, দ নস। বাদী :—ন। পকড় :—স, গ, মগ, ন, প।

অবরোহণ :—সনদ, প, মগ, ঞ্জ, স। সঙ্গী :—ঞ। সময় :—প্রাতঃ প্রথম প্রহর।

ঠাট—ভৈরব। জাতি—সম্পূর্ণ।

## আম্রানী

II    +    -    গা   -    গা   -    গা   মা   পা   -    গা   -    গা   মা   গা   ঞ্জা   সা   ঞ্জা   II  
 ডা   র   ডা   র   ডা   রা   ডা   র   ডা   র   ডা   রা   ডা   রা   ডা   রা

## অস্তরা

II    +    -    না   সঁ   না   দা   পা   দা   পা   মা   গা   মা   গা   ঞ্জা   সা   ঞ্জা   II  
 ডা   র   ডা   রা   ডা   রা   ডা   রা   ডা   রা   ডা   রা   ডা   রা   ডা   রা

## ভোড়া

১।    +    সা   ঞ্জা   গা   মা   পা   দা   না   সঁ   না   দা   পা   মা   গা   ঞ্জা   সা   ঞ্জা   II  
 ডা   রা   ডা   রা   ডা   রা   ডা   রা   ডা   রা   ডা   রা   ডা   রা   ডা   রা

২। <sup>+</sup>সা <sup>৩</sup>খা গা মা | <sup>০</sup>খা গা মা পা | <sup>১</sup>গা মা পা দা | <sup>২</sup>মা পা দা না I  
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

<sup>+</sup>সাঁ না দা পা | <sup>৩</sup>না দা পা মা | <sup>০</sup>দা পা মা গা | <sup>১</sup>পা মা গা খা II  
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

৩। <sup>+</sup>না না সা গা | <sup>৩</sup>মা পা না সা | <sup>০</sup>মা গা খা সা | <sup>১</sup>গা খা সা না I  
ডিরি ডিরি ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

<sup>+</sup>খাঁ সাঁ না দা | <sup>৩</sup>সাঁ না দা পা | <sup>০</sup>না দা পা মা | <sup>১</sup>গা খা সা খা II  
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

৪। <sup>+</sup>সা খা গা সা | <sup>৩</sup>খা গা মা পা | <sup>০</sup>মা পা দা মা | <sup>১</sup>পা দা না সা I  
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

<sup>+</sup>সাঁ না দা পা | <sup>৩</sup>মা গা খা গা | <sup>০</sup>না দা পা মা | <sup>১</sup>গা খা সা খা II  
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

৫। <sup>০</sup>সাঁ না সাঁ না | <sup>১</sup>সাঁ না দা পা | <sup>+</sup>না দা না দা | <sup>৩</sup>না দা পা মা I  
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

<sup>০</sup>না দা পা মা | <sup>১</sup>গা খা সা খা II  
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

৬। <sup>০</sup>গাঁ গাঁ সী ঋঁ | <sup>১</sup>ঋঁ ঋঁ না সী | <sup>+</sup>সী সী দা না | <sup>৩</sup>না না পা দা I  
ডিরি ডিরি ডা রা ডিরি ডিরি ডা রা ডিরি ডিরি ডা রা ডিরি ডিরি ডা রা

<sup>০</sup>দা দা মা পা | <sup>১</sup>পা পা গা মা | <sup>+</sup>মা মা ঋা গা | <sup>৩</sup>গা গা সা ঋা I  
ডিরি ডিরি ডা রা ডিরি ডিরি ডা রা ডিরি ডিরি ডা রা ডিরি ডিরি ডা রা

<sup>০</sup>সাঁ ঋা গা মা | <sup>১</sup>পা দা না সী | <sup>+</sup>সী না দা পা | <sup>৩</sup>গাঁ -াঁ সী না I  
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

<sup>০</sup>দাঁ পা গা -াঁ | <sup>১</sup>সী না দা পা II  
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

৭। <sup>০</sup>ঋাঁ সী -াঁ গাঁ | <sup>১</sup>ঋাঁ সী না দা | <sup>+</sup>পা দা না সী | <sup>৩</sup>না দা পা -াঁ I  
ডা ডা রা ডা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

<sup>০</sup>পা মা -াঁ দা | <sup>১</sup>পা মা গা ঋা | <sup>+</sup>গা মা পা মা | <sup>৩</sup>গা ঋা সা -াঁ I  
ডা ডা রা ডা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

<sup>০</sup>সাঁ ঋা সা ঋা | <sup>১</sup>না সা গা মা | <sup>+</sup>গা মা পা দা | <sup>৩</sup>ঋাঁ সী না দা I  
ডা ডিরি ডা ডিরি ডা ডিরি ডা রা ডা ডিরি ডা রা ডা ডিরি ডা রা

<sup>০</sup>পাঁ -াঁ পা মা | <sup>১</sup>গা ঋা সা ঋা II  
ডা রা ডা ডিরি ডা রা ডা রা

৮। না<sup>০</sup> সা<sup>১</sup> না সা<sup>১</sup> | সা<sup>১</sup> -া সা<sup>১</sup> -া | গা<sup>+</sup> মা<sup>০</sup> গা<sup>০</sup> মা<sup>০</sup> | পা<sup>০</sup> -া পা<sup>০</sup> -া I  
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা র ডা র ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা র ডা র

খা<sup>০</sup> সা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> না<sup>১</sup> | দা<sup>১</sup> পা<sup>১</sup> -া পা<sup>১</sup> | না<sup>১</sup> দা<sup>১</sup> দা<sup>১</sup> পা<sup>১</sup> | মা<sup>১</sup> গা<sup>১</sup> -া গা<sup>১</sup> I  
ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডা র ডা ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডা র ডা

দা<sup>০</sup> পা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> গা<sup>১</sup> | খা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> খা<sup>১</sup> II  
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

৯। সা<sup>+</sup> -া খা<sup>০</sup> -া | সা<sup>০</sup> গা<sup>০</sup> মা<sup>০</sup> -া | সা<sup>০</sup> গা<sup>০</sup> মা<sup>০</sup> -া | গা<sup>১</sup> মা<sup>১</sup> পা<sup>১</sup> -া I  
ডা আ রা আ ডা রা ডা র ডা রা ডা র ডা রা ডা র

মা<sup>+</sup> পা<sup>০</sup> দা<sup>১</sup> -া | মা<sup>১</sup> পা<sup>১</sup> দা<sup>১</sup> -া | না<sup>০</sup> সা<sup>১</sup> না<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> | সা<sup>১</sup> গা<sup>১</sup> খা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> I  
ডা রা ডা র ডা রা ডা র ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডা ডিরি

১০। সা<sup>+</sup> খা<sup>০</sup> সা<sup>১</sup> খা<sup>১</sup> | না<sup>০</sup> সা<sup>১</sup> না<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> | না<sup>০</sup> দা<sup>১</sup> পা<sup>১</sup> মা<sup>১</sup> | গা<sup>১</sup> খা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> খা<sup>১</sup> II  
ডা ডিরি ডা ডিরি ডা ডিরি ডা ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা রা ডা রা

১১। গা<sup>+</sup> -া গা<sup>০</sup> খা<sup>১</sup> | -া খা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> -া | সা<sup>০</sup> না<sup>১</sup> -া না<sup>১</sup> | সা<sup>১</sup> -া সা<sup>১</sup> না<sup>১</sup> I  
ডা র ডা, ডা র ডা, ডা র ডা, ডা র ডা ডা র ডা, ডা

-া না<sup>+</sup> দা<sup>০</sup> -া | দা<sup>১</sup> পা<sup>১</sup> -া পা<sup>১</sup> | না<sup>০</sup> দা<sup>১</sup> পা<sup>১</sup> মা<sup>১</sup> | গা<sup>১</sup> খা<sup>১</sup> সা<sup>১</sup> খা<sup>১</sup> II  
র ডা, ডা র ডা, ডা র ডা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

১১। <sup>+</sup> গা গা গা মা | <sup>৩</sup> মা মা পা পা | <sup>০</sup> পা দা দা দা | <sup>১</sup> পা পা পা দা I  
ডা ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডা

<sup>+</sup> দা দা না না | <sup>৩</sup> না সা সা সা | <sup>০</sup> ঋা ঋা ঋা সা | <sup>১</sup> সা সা না না I  
ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডা ডিরি

<sup>+</sup> না দা দা দা | <sup>৩</sup> পা পা পা মা | <sup>০</sup> মা মা গা গা | <sup>১</sup> গা ঋা ঋা ঋা II  
ডিরি ডা ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি

১২। <sup>+</sup> সা সা সা না | <sup>৩</sup> না না দা দা | <sup>০</sup> দা না না না | <sup>১</sup> দা দা দা পা I  
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

<sup>+</sup> পা পা দা দা | <sup>৩</sup> দা পা পা পা | <sup>০</sup> মা মা মা পা | <sup>১</sup> পা পা মা মা I  
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

<sup>+</sup> মা গা গা গা | <sup>৩</sup> মা মা মা গা | <sup>০</sup> গা গা ঋা ঋা | <sup>১</sup> ঋা না সা ঋা II  
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

১৩। <sup>+</sup> ঋা ঋা সা ঋা | <sup>৩</sup> না সা না সা | <sup>০</sup> গা মা গা মা | <sup>১</sup> পা ঋা সা ঋা II  
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা রা ডা রা ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা রা ডা রা

১৪। গা মা -১ পা | পা -১ মা গা | -১ মা মা -১ | গা ঋ ঋ -১ II  
ডা ডা র ডা ডা ব, ডা ডা র ডা ডা র ডা রা ডা র

১৫। গা -১ মা -১ | পা -১ পা -১ | দা -১ দা -১ | না -১ সা -১ I  
ডা আ রা আ ডা আ ডা আ ডা আ ডা আ ডা আ বা আ

+ ঋ ঋ সা ঋ | না সা না দা | পা পা দা পা | মা গা ঋ সা II  
ডিরি ডিরি ডা রা ডা রা ডা রা ডিরি ডিরি ডা রা ডা রা ডা রা

১৬। সা সা ঋ গা | মা পা গা মা | পা গা মা গা | দা দা দা না I  
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিবি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিবি ডিবি ডিরি ডিরি

+ সা ঋ না সা | ঋ না সা ঋ | গা গা গা গা | গা ঋ গা ঋ I  
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিবি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

+ গা ঋ সা না | ঋ সা না দা | সা না দা পা | মা গা সা ঋ II  
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিবি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

### ঝালা

১৭। না সা সা সা | সা সা সা সা | না গা গা গা | গা গা গা গা I  
ডা রা ড ড ড ড ড ড ডা রা ড ড ড ড ড ড

+ না মা মা মা | মা মা মা মা | না পা পা পা | পা পা পা পা I  
ডা রা ড ড ড ড ড ড ডা রা ড ড ড ড ড ড



না সা সা সা | না গা গা গা | না মা মা মা | না পা পা পা I  
ডা রা [ড ড ডা রা ড ড ডা রা ড ড ডা রা ড ড

+  
না সা গা মা | পা না সা খা | সা না দা পা | মা গা খা সা II  
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা . ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

১৮। +  
না সা সা সা | না সা সা সা | না সা সা সা | না সা সা সা I  
ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি

+  
দা না না না | দা না না না | দা না না না | দা না না না I  
ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি

+  
পা দা দা দা | পা দা দা দা | পা দা দা দা | পা দা দা দা I  
ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি

+  
মা পা পা পা | মা পা পা পা | মা পা পা পা | মা পা পা পা I  
ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি

+  
না সা সা সা | দা না না না | পা দা দা দা | মা পা পা পা I  
ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি

+  
খা খা সা সা | না না দা দা | পা পা মা মা | গা গা সা খা II  
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

- ১৯। <sup>+</sup>সী না সী সী | <sup>৩</sup>সী না সী সী | <sup>০</sup>সী না সী সী | <sup>১</sup>সী না সী সী I  
ডা রা ড ড ডা রা ড ড ডা রা ড ড ডা রা ড ড
- <sup>+</sup>ধী সী ধী ধী | <sup>৩</sup>ধী সী ধী ধী | <sup>০</sup>ধী সী ধী ধী | <sup>১</sup>ধী সী ধী ধী I  
ডা রা ড ড ডা রা ড ড ডা রা ড ড ডা রা ড ড
- <sup>+</sup>মী গী মী মী | <sup>৩</sup>মী গী মী মী | <sup>০</sup>মী গী মী মী | <sup>১</sup>মী গী মী মী I  
ডা রা ড ড ডা রা ড ড ডা রা ড ড ডা রা ড ড
- <sup>+</sup>পী মী পী পী | <sup>৩</sup>পী মী পী পী | <sup>০</sup>পী মী পী পী | <sup>১</sup>পী মী পী পী I  
ডা রা ড ড ডা রা ড ড ডা রা ড ড ডা রা ড ড
- <sup>+</sup>দী পী মী গী | <sup>৩</sup>ধী - পী মী | <sup>০</sup>গী ধী মী গী | <sup>১</sup>ধী সী না সী I  
ডা রা রা রা ডা আ ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা
- <sup>+</sup>দী পা মী গী | <sup>৩</sup>ধী - পা মী | <sup>০</sup>গী ধী মী গী | <sup>১</sup>ধী সা ন্ সা I  
ডা রা ডা রা ডা আ ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা
- <sup>+</sup>সী ধী সী ধী | <sup>৩</sup>না সী না সী | <sup>০</sup>দী না দী না | <sup>১</sup>পা দী পা দী I  
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা
- <sup>+</sup>মা পা মা পা | <sup>৩</sup>গী মা গী মা | <sup>০</sup>ধী গা ধী গা | <sup>১</sup>সা ধী সা ধী I  
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা
- <sup>+</sup>ন্ সা গী মা | <sup>৩</sup>পা দী না সী | <sup>০</sup>না দী পা মা | <sup>১</sup>গা ধী সা ধী II  
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

# চয়ন

## বর্তমান বাঙলা গান ও তাহার রচয়িতার গতি-প্রবণতা

ডেপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ

সম্প্রতি পাশ্চাত্য কৃতবিদ্য বঙ্গ-যুবক-যুবতী মধ্যে মধ্যে বাঙলা গান সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন, সে প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া মনে কতকগুলি সংশয়ের উদয় হওয়ায়, তাহা পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন করিতেছি। আশা করি বিষয়টির সম্যক আলোচনা হইলে বাঙলা গানের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক কথা পরিষ্কার হইতে পারে।

প্রথমেই ভাষা ও রচনা ভঙ্গী সম্বন্ধে আমার অমুযোগ আছে। তাঁহাদের আলোচ্য বিষয় জটিল ও সূক্ষ্মাশূভূতি সাপেক্ষ। পুরাকালে যখন বিদ্বজ্জনৈর ভাষা সংস্কৃত ছিল, তখনও সাধারণ কথোপকথনের ভাষা অন্তপ্রকার ছিল— তাহাকে প্রাকৃত ভাষা বলিত। মধ্যে প্রবন্ধাদি লিখিবার ভাষা এবং সাধারণ ভাষায় প্রভেদ ছিল; যথা, ভারত-চন্দ্রের, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের, বঙ্কিমচন্দ্রের, নবীনচন্দ্রের, হেমচন্দ্রাদির ভাষা; উপরন্তু মেয়েলি ভাষাও ছিল। ইহাদের ভাব গভীর হইলেও ভাষার সরলতা ও ভাব-ব্যঞ্জকতা থাকায় ভাব গ্রহণ করিতে শিরঃপীড়া হইত না।

সঙ্গীত বিষয়ের প্রবন্ধাদি জটিল ও সূক্ষ্মাশূভূতি সাপেক্ষ অতএব সংল ও নিরলঙ্কার ভাষাই তাহা ব্যক্ত করিবার উপযোগী, অথচ কোন কোন নবীন লেখক সঙ্গীত সম্বন্ধে এমন স্লেষ-বিক্ষোভ পূর্ণ চটকদার ও রংদার ভাষা ব্যবহার করেন যে অনেক স্থলেই তাঁহাদের প্রকৃত বক্তব্য যে কি তাহা ধরা কঠিন হয়; যথা, “চিন্তার ছন্দ” “সঙ্গীত সাগরের চলোশিরি নাদ ব্রহ্মের তেলায়,” “সংস্কৃত গ্রন্থাদি থেকে স্লোকের পর স্লোক উদ্ধৃত করে সঙ্গীত শিক্ষার্থীর

স্বকম্পন রুদ্ধ করে দেওয়া” “ঋতির বিভীষিকায় তাকে স্তম্ভিত করা” প্রভৃতি স্লেষোক্তির দ্বারা একশ্রেণীর প্রবন্ধকার আমাদের প্রতি কটংক করিয়া থাকেন। অপিচ, একশ্রেণীর লেখক-লেখিকা আছেন, তাঁহারা পাশ্চাত্য-দেশীয় কর্ড বা হারমনি আমাদের সঙ্গীতে প্রবেশ করাইবার চেষ্টায় বন্ধপরিষ্কার। এ বিষয়ে প্রতিবাদ করিলে প্রত্যুত্তর দিতে অপারক হইলেও পুনরুক্তি করিতে লজ্জা বোধ করেন না।

প্রথমে সংস্কৃত স্লোকের কথা ধরুন। আর্ঘ্য সঙ্গীত প্রাচীন ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। যাহারা এ সঙ্গীতের আবিষ্কার-কর্তা, তাঁহারা এ সম্বন্ধে যে চিন্তা বা আলোচনা করিয়াছেন, তাহা সংস্কৃত স্লোকেই নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান কালের সঙ্গীত-রসিকের পক্ষে সেই প্রাচীন চিন্তাধারার সহিত পরিচয় রক্ষা করাও কি অপরাধ? তারপর ঋতির কথা। অনেকেই জানেন আর্ঘ্য সঙ্গীতের স্বর পদ্ধতির মূল ভিত্তিই হইল স্বরের ঋতি-বিভাগ। আজকাল হারমোনিয়মের যুগে অনেকে তাহা স্বীকার করেন না। স্বরের সূক্ষ্ম ঋতি-বিভাগ এখন ক্রমশঃ কল্পনার বস্তু হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু আমাদের সঙ্গীতের রাগরাগিণীর গঠন ও অঙ্গ-বিস্তার, বাদ্য সজাদীর সম্বন্ধ বিচার সমতাই এই ঋতি ভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে সঙ্গীতে ঋতির খেলা নাই সে সঙ্গীত এ দেশের সঙ্গীতবিদের নিকট প্রাণহীন ও মাধুর্যহীন বলিয়া বোধ হয়। অবশ্য যে-কোন কলাবিদ্যার বসবস্তু বিশ্লেষণ করিয়া মূল উপাদান সম্বন্ধে আলোচনা

করিতে গেলেই নীরস আলোচনার প্রবৃত্তি হইতে হয়। নীরস তত্ত্বাংশ একবার আয়ত্ত হইয়া গেলে তাহা যে রস-বোধের বিষয় স্বরূপ না হইয়া সহায়তাই করিয়া থাকে, শিল্পরসিক মাত্রেই তাহা স্বীকার করিনেন। ব্যাকরণ অলঙ্কার ও ছন্দঃ-শাস্ত্র কাব্য শৌন্দর্য্যের সম্যক উপলব্ধির পক্ষে সহায়তাই করিয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, শিল্পীর পক্ষে, 'শিল্প সমালোচকের পক্ষে, এই তত্ত্বাংশের সম্যকজ্ঞান অপরিহার্য্য। নব-শিল্প-সমালোচক সম্প্রদায় কি সত্যই মনে করেন ভারতীয় সঙ্গীতের এই অক্ষর জ্ঞান না হইলেও সঙ্গীত-সমালোচক বা সঙ্গীত-সংস্কারক হওয়া চলে?

অধুনা নব্যদলের এই ধারণা যে “ওস্তাদগণের অধিকাংশই আজকের দিনে সঙ্গীতের ছরবহুর জ্ঞাত কম বেশী দায়ী”। একথা আংশিক ভাবে সত্য হইতেও পারে। কিন্তু ইহাও কি সত্য নহে যে এই সঙ্গীত যে এতদিন টিকিয়া আছে তাহাও এই ওস্তাদগণের একনিষ্ঠ সাধনার গুণে? যতই ছরবহু হউক এখনও প্রাচীন ভারত-সঙ্গীত ভারতবাসীকে যে অপূর্ণ মাধুর্য্যরস উপভোগ করাইতেছে তাহার তুলনা অধুনা-সৃষ্ট অজ্ঞ কোন শিল্পের মধ্যে নাই। এ সঙ্গীতের ভিত্তি জাতীয় আত্মার গভীরতম স্তরে নিহিত। ঋতু প্রভৃতি সিনেমা-থিয়েটার-রসিক তরুণ বঙ্গ তাহা অস্বীকার করিতে পারে, কারণ তাহাদের অন্তরাঙ্গার দ্বার আজ সকল প্রকার গভীর রস-তত্ত্ব-বোধের পক্ষে নিরুদ্ধ। কিন্তু দ্বার একদিন খুলিবেই এবং তখন ঐ ওস্তাদদিগের নিকটে তাহাকে অঞ্জলি পাতিয়া দাঁড়াইতে হইবে। তরুণ-সঙ্গীত-সংস্কারক-গণ যে তরুণ সমাজকে লক্ষ্য করিয়া প্রবন্ধ লিখেন সেই তরুণদের ধারণা ওস্তাদি সঙ্গীত একটি কিছুতকিমাকার হাঙ্গামার পদার্থ। এই ভ্রান্ত ধারণা অবস্থা বিশেষের।

সাধক প্রবর বামপ্রসাদ গান করিয়াছেন—

“এন গরীবের কি দোষ আছে?

রাজীকরের ঘেরে শ্রামা যেমন নাচায় তেমনি নাচে।”

আর একটি কথা, প্রায় স্তনিতে পাই যে রূপদের যুগ গত হইয়াছে। ভারতীয় সঙ্গীতের গজল, ঠুমরী, টপ্পাই নাকি বর্তমান যুগধর্ম্মের উপযোগী। তবে নিরবচ্ছিন্ন গজল, টপ্পা, ঠুমরী একঘেয়ে হইতে পারে, তাই রূপদ ও খেয়াল অদ্ভুতঃ মিউজিয়মে তুলিয়া রাগিবার মত বজায় রাখার চেষ্টা করিতে হইবে। এ কথার উত্তর রাম-প্রসাদের গানে পাইয়াছেন। রূপদ, খেয়াল গভীর ও স্থায়ী রসের সৃষ্টি করে; গজল, টপ্পা, ঠুমরী প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণের চকল, ক্ষণস্থায়ী লঘু মনে হারিতা। অপেক্ষা রূপদ খেয়ালের স্থান যে বহু উর্দ্ধে তাহা অনেকেই বুঝিতে পারে না, কিন্তু তব্দর্শী রসিক মাত্রেই তাহা অমুভব করেন। আজিকার চকল জীবজাত্যের সেই গভীর রসের অমুভূতির অবকাশ স্বল্প; অধিকাংশ লোকেই এখন চকলচিত্ত। কিন্তু রসতত্ত্ব চিরন্তন; যুগভেদে সমাজে রসবোধের প্রসার বা সঙ্কোচ হইতে পারে, কিন্তু এই আবর্তনের মধ্যে যে স্বল্প সংখ্যক গুণী ও রসজ্ঞ ব্যক্তি উচ্চতম শিল্পের চিরন্তন রসভাণ্ডার রক্ষা করিয়া যান তাহারা জাতীয় সভ্যতার ও মানব সভ্যতার প্রকৃত ভাণ্ডারী। যাহা নিত্যকালের সম্পত্তি তাহার উপর কণিক যুগধর্ম্মের দাবী খাটে না। এই স্থানে সামান্ততঃ বলিয়া রাখি, যুগধর্ম্ম বা কালধর্ম্ম বলিয়া যে কিছু আছে তাহা আমার মনে হয় না। প্রকৃত শিক্ষার অভাবই ইহার কারণ। আমার “নিষ্কাম কর্ম্মতত্ত্ব” ব্যাখ্যায় এই বিষয়ে বিশদরূপে বলিবার ইচ্ছা আছে। প্রচলিত ধর্ম্মহীন, কর্ম্মহীন, অর্থকরী শিক্ষার ফল স্বরূপ এই বর্তমান যুগধর্ম্ম। এই সকল গভীর চিন্তার স্থলে মহাত্মা শঙ্করের “অর্থমনর্থম্” কথার গূঢ়ভাব জ্ঞানরত্নময় হয়।

অনেকের ধারণা “বাঙ্গালা গানে হুবহু হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ঢং আমদানী করিতে গেলে সে চেষ্টা সাধন হইবে না। বাঙ্গালা গানের মধ্যে একটু বাঙ্গালীত্ব থাক চাই।” প্রধানতঃ এই মতের প্রচারক শ্রীমান দিলীপ-

কুমার। তিনি বলিতে চান যে তাঁহার পিতা স্বর্গীয়  
দ্বিজেন্দ্রলালের গানে হিন্দুস্থানী স্বর-বৈচিত্র্যের সহিত  
বাঙালা কাব্যের দরদের অনেক সমন্বয় ও সামঞ্জস্য  
হইয়াছে। অতুলপ্রসাদের ঠুংরী-অঙ্গ গান ও কাজী  
নজরুলের গজল-অঙ্গের গান সম্বন্ধেও তিনি ঐ কথাই  
বলিতে চান। বোধ হয় তাঁহার বক্তব্য এই যে  
বাঙালা গানে এই সকল আদর্শ অনুসরণ করা  
উচিত। কিন্তু উল্লিখিত গান সমূহে কি ভাবে  
এই সমন্বয় সাধিত হইয়াছে তাহা তিনি বুঝাইয়া  
বলেন নাই।

বাঙালা গানে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের রাগ রাগিণী গুচ্ছ-  
স্বর প্রয়োগ চেষ্টা বহুকাল পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছে।  
জয়দেব মহাপ্রভুর গানে রাগ ও তালের উল্লেখ আছে।  
তাঁহার কাব্য জগতে অদ্বিতীয়। পরে গোবিন্দদেবের  
সময়ে যখন ধর্মভাবের রোল ছুটিয়াছিল, তখন ধর্মার্থে  
সমবেত হইয়া প্রচার কার্যের জন্ত কীর্তনাদি গান পুনরায়  
প্রচলিত হইল। ইহাতে বাঙালা কাব্যের দরদ রক্ষা  
করিয়া রাগ রাগিণীর দিকে বিশেষ লক্ষ্য না রাখিয়া  
পুরাদমে বাঙালীত্ব রক্ষা করিয়াছে।

সাময়িক বাবা হরিদাস স্বামী নিজ শিষ্যদের দ্বারা  
রাগ রাগিণীর বিস্তৃততা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ইহার ফলে  
কীর্তন গানের কিছু পরিবর্তন হইয়া রাগ রাগিণীর সম্পূর্ণ  
সম্পর্ক না রাখিয়া কয়েক প্রকার গানের উদ্ভব হইয়াছে।  
যথা—টপ, বাউল, রামপ্রসাদী গান। এই সকল গানের  
মধ্যে এক এক প্রকার বিশেষ রসের উদ্বোধন হইয়াছে,  
এবং বাঙালী জনমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হইতেই উহাদের উদ্ভব।  
কিন্তু ইহাদের মধ্যে স্বর মুখ্যতঃ কাব্য রসের বাহন হইয়া  
রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সঙ্গীতকলা তাহার নানা বিচিত্র  
উপাদান ও অলঙ্কার লইয়া স্বকীয় পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যে অধিষ্ঠান  
লাভ করে নাই; করিল স্বর্গীয় দেওয়ান মহাশয়ের গানে,  
আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রথমাবস্থায় বহু ধর্মসঙ্গীতে, নিখুঁত

টপ্পায়, গোপাল উড়ের যাত্রায়, দাশরথি রায়ের পাঁচালীতে,  
গোবিন্দ অধিকারীর প্রেমময় আত্মনিবেদনে।

ইতিপূর্বে আদর্শ স্বরূপ যে তিনটি সঙ্গীত-রচয়িতার  
নাম উল্লেখ হইয়াছে, তাঁহাদের ত্রায় নব্য বঙ্গের অধিকাংশ  
সঙ্গীত-রচয়িতার গানে একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায়।  
তাঁহাদের গানে কথার এত আধিক্য যে তাহার মধ্যে সুরের  
স্বচ্ছন্দ লীলা পদে পদে বাহত হয়। সঙ্গীতের যে বিশিষ্ট  
সৌন্দর্য্য তাহা স্বর-বিজ্ঞানের দ্বারাই ফুটিয়া উঠে “বাগর্থ”  
বিজ্ঞানের দ্বারা নহে। গান যদি রাগ-পদ বাচ্য হয়, তাহা  
হইলে তাহাকে রসস্বপ্নের জন্ত মুখ্যতঃ মীড়, গমক মুচ্ছনাদি  
সুরের কারুকার্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে। সুরের  
সৌন্দর্য্য প্রকাশের পক্ষে গানের বাক্যাংশের উপাদান স্বর  
ব্যাঞ্জনাদি বর্ণের প্রত্যেকের এক একটি বিশেষ উপযোগিতা  
আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্বরবর্ণের মধ্যে আ এ এবং ও ব্যঞ্জন-  
বর্ণের মধ্যে গ, ঘ, ট, ঠ, ড, ঢ, ধ, ল, হ প্রভৃতি বর্ণ গমক  
প্রকাশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। হিন্দুস্থানী গান প্রায়ই  
সঙ্গীতজ্ঞ কলাবিদের রচিত, সেই জন্ত তাহাদের সুরের  
স্বচ্ছন্দ-বিকাশের অবকাশ দিয়া বাক্যাংশের যোজনা করা  
হয়, এবং যে স্থানে যে অলঙ্কার প্রয়োগ করিতে হইবে সে  
স্থানে শুদ্ধপযোগী বর্ণ ব্যবহার করা হয়। সে গানে বাক্যাংশ  
এলোমেলো ভিড় করিয়া সুরকে চাপিয়া মারে না বরং  
প্রচুর অবকাশ দিয়া সুরকে স্বচ্ছন্দে খেলিতে দেয়,  
আবশ্যক মত সুরের সহকারী হইয়া রাগের বিশিষ্ট  
সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিবার সহায়তা করে। উপরন্তু প্রকৃত  
রাগ-রচয়িতাকে রাগ, তাল, লয়, ছন্দ, রূপরসের বিষয়ে  
লক্ষ্য রাখিতে হয়। এই সকলের বিশেষ বিবৃতি লিখিতে  
হইলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া যায় এবং পাঠকেরও বিরক্তির  
সম্ভাবনা, সেই কারণে সংক্ষেপে বলি। ঐকপদ-অঙ্গের  
তালের মধ্যে সাধারণতঃ আট দশটি তালের ব্যবহার দেখা  
যায়; যথা চৌতাল, ধামার, সুর-ফাঁকতাল, ঝাঁপতাল  
ইত্যাদি। ইহাদের প্রত্যেকের ছন্দ ও গতি প্রবণতা

পৃথক। চৌতালের জন্ত যে গান রচিত—তাহা অল্প কোন তালে গীত হওয়া অসম্ভব। সেইরূপ ধামার বা অন্ত্যাত্ত তালের গান অল্প তালে গীত হইবার উপায় নাই। টঙ্কা, ঠুংরী ধরণের গান, ধ্রুপদ অঙ্গের তালে কিম্বা ধ্রুপদ অঙ্গের গান টঙ্কা, ঠুংরী ধরণের তালে গীত হইতে পারে না। এই হইল তাল, লয়, ছন্দ বিষয়ের কথা। রাগ, রূপ ও রসের বহু ব্যাপার। রাগ বিশেষের রস বা ভাব বিশেষের কথা শাস্ত্রে আছে। সাহিত্যসেবক সমিতির সভ্যগণ তরুণ। তরুণদের কচির বণবস্ত্রী হইয়া আদি রসের (অম্বরগ) ব্যাপার লইয়া রাগ, রূপ ও রসের ব্যাপার একটু ‘তা না না’ করিয়া সঙ্গীতচাৰ্য্যগণের গান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। ‘তা না না না’ এই যে :— উপনিষৎ বলিলেন, ব্রহ্ম ও তাহার শক্তি অভেদ, যেমন সূর্য ও তাহার জ্যোতিঃ বা হীরক আর তাহার দীপ্তি, গুণঃকোভ হইলে বিকাশ বা সৃষ্টি হয়। পুনরায় গুণত্রয়কে (সম্ব, রজ, তম) সংযত করিয়া শক্তির বিকাশ রহিত করাই অষ্টৈতবাদ। বেদান্ত এই সিদ্ধান্তকে ব্রহ্মই একমাত্র সৎ আর সব অসৎ মায়া বা অজ্ঞানতা বলিয়াছেন। এই মায়া অর্থাৎ ভ্রম ত্যাগ করিয়া অষ্টৈতে উপনীত হইতে হইবে। এই মূল ধরিয়া সাংখ্যকার তাহাকেই পুরুষ-প্রকৃতি সংজ্ঞা দিয়া সৃষ্টি-তত্ত্ব ব্যাখ্যাইলেন। বেদান্ত আমাদের গান, যথা :—

ভৈরবী—তাল চৌতাল

“আদি রম্য জ্যোতিকো যো জানে জানে অন্তর্যামী।  
পাবে বৈ সে যোগী ধ্যানে তাহে দেত অচল স্মরণ”।  
ইত্যাদি।

সাংখ্যযোগ ভাবের গান, যথা :—

পুরিয়া—তাল চৌতাল

“আজু কেতকী সে কেশোরায়, গুলাব সে গোপাল লাল,  
ধোপেরে সে মদনমোহন, পিরায়ি ছব দেত।  
বাঁকরী সে হামোদর, শীলা সে শ্রীকরণনাথ,  
পারিলে যে অপার ব্রহ্ম সেউতী সে সীতারাম সর-রস পিয়ে”।

শ্রীকৃষ্ণলীলার গান বিষয়ে কিছু বলিবার পূর্বে আমার কিছু বলিবার আছে। সাহিত্য-সম্রাট অমর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কৃষ্ণ-চরিত গ্রন্থে বলিয়াছেন, ষাণ্মারা শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভাবেন তাঁহাদের জন্ত তিনি কৃষ্ণ-চরিত লিখেন নাই; আমাদের মত ভাবাপন্ন লোকের জন্তই লিখিয়াছেন। সেজন্ত তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ মানব ধরিয়াছেন। আমিও এখানে তাঁহারই পদ স্মরণ করিলাম। ষাণ্মারা শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ-ব্রহ্ম ভাবেন তাঁহাদের গান :—

জৈমিনি-কল্যাণ—তাল চৌতাল

১। “পরব্রহ্ম পরমেশ্বর অলঙ্ঘ্য নিরঞ্জন অব্যক্ত অবিনাশী  
নর হর নারায়ণ নরোত্তম”। ইত্যাদি।

ভক্তি ভাবের গান, যথা :—

মূলতানী—তাল ধামার

২। “মৈনে দেখি অনোধি হোরিরে। মদনমোহন কি  
কুঞ্জ গলিন যে অল্পম সোর মোচরি।  
মমতা কেশর ভর পিচকারী মারতু হৈ বর জোবী,  
জান গুলাল উড়ে অতি ভারী, উড়ে ভব যোবী”।

প্রেম ভাবের গান, যথা :—

খাছাজ—তাল কাঁপতাল

৩। “এ সখি গ্রামেরো রূপ-দোবন মম ললচায়ে, অধর  
ধর মধুরী মধুরী মূলী বজায়ে। সপ্ত সুর  
তিন গ্রাম গারে শুনায়ে, মনমে মনমে নিরত  
কর ভাব বতায়”।

প্রতীকা ভাবের গান, যথা :—

আসাবরী—তাল চৌতাল

৪। “সোগনহো আজু তোর আলী, তুজ করকত  
মোরি পিয়া মিলনকে। মনসে উমগ ভই,  
পিছাকে আন লাগী ঘরি পলন গিনন কো”

বিরহ ভাবের গান, যথা :—

মালকৌশ—তাল হরফাক্তা

৫। “আওন কহ গয়ে অজহান আয়ে সব নিশি বিতি,  
সোহে গিনবত তারা। দীপ জ্যোত মলিন হোত  
চলি আয়ে, কেয়া করি এ লখী নৌত ভর মায়ে”।

অভিমান ভাবের গান, যথা :—

কামোদ—তাল ধমার

৬। মত বারো ঠাটো বাট মাঝ, মতো বারো কঠিন

ভয়ে ঘর যায়েরী,

সঙ্গনি জিয়া কাঁপত, জহু জহু পড়ত সাঁঝ।” ইত্যাদি।

বিষাদ ভাবের গান, যথা :—

শঙ্করা—তাল ধমার

৭। হারে নিরদয়ীরে লুংগর-মোহন মোহলত

জবসে শ্রবণ শুনি বাঁশরী, সুধ বুধ বিসর গই।

ইত্যাদি।

গোপ বালকদের বিরক্তির গান, যথা :—

অলৈয়া—তাল ঝাঁপতাল

৮। “ইয়ালে তোরি লাকরি কামরি লে, গোয়ে চরাওন ন

জাউরী মায়ী। সঙ্গকে গোয়াল বলভদ্

কিউনি মোকলো,

বনমে অকেলো ন জাউরী মায়ী।”

সখা ভাবের গান, যথা :—( গোপিনীর )

মুদ্রাকানড়া—তাল রূপক

৯। “কঠৈনহা যানে দেহো যমনা জল ভরণ, আপন দান

লে বনাহি। হমারে সঙ্গকি দূর নিকম গয়ী,

পরিহো তোরি পইয়া।”

ভাবের লঘুগুরু বিচারে ও যে সময়ে যে গান গীত হইবে সেই সেই সময়ের অনুযায়ী রাগ গ্রহণ করিতে হইবে। তাল নির্বাচনও সেই অনুসারে করিলে রাগ ও ভাব সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিবে, এতদ্ভিন্ন অগ্ৰ-পশ্চাৎ গ্রহণের সময় কিছু অভাবই পরিলক্ষিত হইবে। উক্ত গান কয়টির কেবল স্থায়ী এবং অন্তরা মাত্র দেওয়া হইয়াছে। সঙ্গারী এবং আভোগাংশ বাহ্যিক ভয়ে দিই নাই। এত অল্প কথায় উক্ত হইতে উচ্চতম ভাষা বাঙলা গানে সম্ভব

হইলেও সচরাচর দেখিতে পাই না। কথার বাহ্যিক থাকায় বাঙলা গানে রাগের বিকাশ পূর্ণ মাত্রায় হয় না। বাঙলা গান ষাঁহার রচনা করেন, তাঁহার অনেক স্থানে সঙ্গীত-শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, ঔপপত্তিক ও নন ক্রিয়াশীল ও নন। গানের স্বর ও তাল বিভিন্ন লোকের দ্বারা বসাইয়া লন। সে স্থলে অসঙ্গতি অনিবার্য। সে গানের মধ্যে সঙ্গীত-রসিক কোন রস পান না। ষাঁহার পান তাঁহার কাব্যরস মাত্র উপভোগ করেন। স্বর সেখানে কথার বাহন মাত্র। তাহা সঙ্গীত নহে, স্বর সংযোগে কথার আবৃত্তি মাত্র। তাঁহার ভারতীয় সঙ্গীতের যথার্থ মাধুর্য্যরস উপভোগ করিতে একেবারেই অসমর্থ। সেই মাধুর্য্যরসের সহিত পরিচয় সাধন করানই এখন সঙ্গীত-সংস্কারকের প্রধান কর্তব্য, প্রাচীন গুণীজনের প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপাদন করা নহে। যতদিন এই প্রকৃত রসবোধ শিক্ষিত সমাজের মধ্যে জাগ্রত না হইবে, ততদিন তাঁহাদের প্রেরণায় কোন সংস্কারের প্রত্যাশা বাতুলতা মাত্র। ভারতীয় সঙ্গীতের মূলধারা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতেই বৈচিত্র্য ও পুষ্টলাভ করিয়াছিল, এখনও কিছু আছে। নূতন চেষ্টার কথা শুনিলেই ভয় হয়—পাছে ভারতীয় সঙ্গীতের মূল ধারার সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়া বাঙলা সঙ্গীতকে এমন একটা পারস্পর্য্যহীন স্বতন্ত্র খাতে প্রবাহিত হইবে যে-প্রবাহ নূতন নূতন যথেষ্টাচারের আবর্তে আবর্তিত হইতে থাকিবে। এ আশঙ্কা যে আমার একেবারে অমূলক তাহা নহে; বর্তমান বাঙলার তরুণ বৈঠকে ও রঙ্গমঞ্চে এই উন্মার্গ সঙ্গীতের আত্মঘোষণা প্রকট হইয়া উঠিতেছে। আমরা যদি বাঙলা গানের মধ্যে সঙ্গীত-কলার বিকাশ দেখিতে চাই তাহা হইলে এ পন্থা পরিহার করিতে হইবে।

বিচিত্রা

শ্রাবণ, ১৩৩৯।

## স্বরলিপি

বাগেত্ৰী—একতাল্য

বিনতি এক রাখ গিরিধারী হামারী  
নীর ভরন চলত সব ব্রজকৌ ছলারি পারী সঙ্গ।  
রোকন বাট ছোড় কাছাই  
শাস ননদী গারী দেত  
সব সখী মিল পইয়া পরত রাখ অরজ নন্দছলার ॥

কথা ও সুর—শ্রী প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী

স্বরলিপি—কুমারী নির্মলা ঘোষ

### আম্ভারী

II সা সা সা | -গা ধপা ধা মা -মা জা | -জা রা জা I  
বি ন তি | ০ এ ০ ক | রা ০ খ | ০ গি রি

রা -রা -রা | সা -সা সা | ধা -ধা -গা | ধগা -ধা -সাঁ I  
ধা ০ ০ | রা ০ হা | মা ০ ০ | রি ০ ০ ০

সা -রা মা | গা ধা গা | মা সা মা | -মা মা মা I  
নী ০ র ভ র গ চ ল ত | ০ স ব

মা ধা ধা | গা ধা মা | মা -ধা ধা | ধগা -ধা -সাঁ II  
অ অ কৌ | ছ ল রা | প্যা ০ রা | স ০ ০ ক



অন্তরা

১।  $\overset{0}{\text{মা}}$   $\overset{0}{\text{মা}}$   $\overset{0}{\text{মা}}$  |  $\overset{1}{\text{ধা}}$  - $\overset{1}{\text{ধা}}$   $\overset{1}{\text{ধা}}$  |  $\overset{+}{\text{গা}}$  - $\overset{+}{\text{সী}}$   $\overset{+}{\text{সী}}$  |  $\overset{0}{\text{রী}}$   $\overset{0}{\text{গা}}$   $\overset{0}{\text{সী}}$  |  
 ঘো ক ন বা ০ ট ছো ০ ড কা হা ই

$\overset{0}{\text{সী}}$  - $\overset{0}{\text{সী}}$   $\overset{0}{\text{সী}}$  |  $\overset{1}{\text{সী}}$   $\overset{1}{\text{সী}}$   $\overset{1}{\text{রী}}$  |  $\overset{+}{\text{ধা}}$  - $\overset{+}{\text{সী}}$  - $\overset{+}{\text{সী}}$  |  $\overset{0}{\text{গা}}$  - $\overset{0}{\text{ধা}}$   $\overset{0}{\text{গা}}$  |  
 শা ০ স ন ন দৌ গা ০ রা দে ০ ত

$\overset{0}{\text{সী}}$   $\overset{0}{\text{সী}}$   $\overset{0}{\text{সী}}$  |  $\overset{1}{\text{জী}}$   $\overset{1}{\text{রী}}$   $\overset{1}{\text{সী}}$  |  $\overset{+}{\text{ধা}}$  - $\overset{+}{\text{সী}}$   $\overset{+}{\text{সী}}$  |  $\overset{0}{\text{গা}}$   $\overset{0}{\text{গা}}$   $\overset{0}{\text{ধা}}$  |  
 স ব স গী মি ল গই ০ যা প র ত

$\overset{0}{\text{ধা}}$  - $\overset{0}{\text{গা}}$   $\overset{0}{\text{ধা}}$  |  $\overset{1}{\text{ধা}}$   $\overset{1}{\text{পা}}$   $\overset{1}{\text{মা}}$  |  $\overset{+}{\text{জা}}$  - $\overset{+}{\text{রা}}$   $\overset{+}{\text{জা}}$  |  $\overset{0}{\text{রা}}$   $\overset{0}{\text{সা}}$   $\overset{0}{\text{সা}}$  ||  
 রা ০ থ অ র জ ন ০ ম ছ লা র

তান

১।  $\overset{+}{\text{জমা}}$   $\overset{0}{\text{পধা}}$   $\overset{0}{\text{গসী}}$  |  $\overset{0}{\text{গধা}}$   $\overset{0}{\text{পমা}}$   $\overset{0}{\text{জরা}}$  |

২।  $\overset{+}{\text{সরা}}$   $\overset{0}{\text{জরা}}$   $\overset{0}{\text{জমা}}$  |  $\overset{0}{\text{জমা}}$   $\overset{0}{\text{পমা}}$   $\overset{0}{\text{পগা}}$  |  $\overset{0}{\text{পধা}}$   $\overset{0}{\text{গধা}}$   $\overset{0}{\text{গসী}}$  |  $\overset{1}{\text{গধা}}$   $\overset{1}{\text{স'রী}}$   $\overset{1}{\text{জ'মা}}$  |

$\overset{+}{\text{জ'রী}}$   $\overset{+}{\text{স'গা}}$   $\overset{0}{\text{ধপা}}$  |  $\overset{0}{\text{মজা}}$   $\overset{0}{\text{রসা}}$   $\overset{0}{\text{গ'সা}}$  |

৩।  $\overset{0}{\text{ম'জা}}$   $\overset{0}{\text{র'জা}}$   $\overset{0}{\text{র'সা}}$  |  $\overset{1}{\text{র'সা}}$   $\overset{1}{\text{গসী}}$   $\overset{1}{\text{গধা}}$  |  $\overset{+}{\text{গধা}}$   $\overset{0}{\text{পধা}}$   $\overset{0}{\text{পমা}}$  |  $\overset{0}{\text{পমা}}$   $\overset{0}{\text{জমা}}$   $\overset{0}{\text{জরা}}$  |

$\overset{0}{\text{জরা}}$   $\overset{0}{\text{সরা}}$   $\overset{1}{\text{সগা}}$  |  $\overset{1}{\text{সরা}}$   $\overset{0}{\text{জমা}}$   $\overset{+}{\text{পধা}}$  |  $\overset{+}{\text{গসী}}$   $\overset{0}{\text{র'জা}}$   $\overset{0}{\text{র'সা}}$  |  $\overset{0}{\text{গধা}}$   $\overset{0}{\text{পমা}}$   $\overset{0}{\text{জরা}}$  |

### সঙ্গম

সঁ গসঁ ধণা | সঁ -৭ -৭ | ধণা সঁধা গসঁ | সঁসঁ জঁরঁ সঁ I  
 সঁগাঁ ধমা ধণা | ধমা জঁরা সা | সঁরা গঁসা ধঁগাঁ | সঁ -৭ -৭ I  
 সঁরা মঁজঁ পমা | ধপা মঁধা গাঁ | সঁ -৭ -৭ | সঁসঁ জঁরঁ সঁ I  
 সঁরঁ গসঁ ধণা | সঁগাঁ ধমা ধপধা | গাঁ গঁজঁ মা | রাঁ জঁ সা I  
 সঁরা জঁরা জঁমা | জঁমা পমা পধা | পধা গঁধা গসঁ | গসঁ রঁসঁ রঁজঁ I  
 মঁজঁ রঁসঁ গধা | মঁধা গঁগাঁ সঁসঁ | সঁগাঁ ধমা ধণা | ধমা জঁরা সা II

বিনতি এক পর্য্যন্ত গাহিয়া ১ম ও ২য় তান ধরিতে হইবে পরে অন্তরার প্রথম লাইন গাহিয়া ৩য় তান ধরিতে হইবে।

—স্বরলিপিকারিকা

### গান

#### শ্রীনিরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আজ তেমনি করে কাঁদে আমার মন।

(যেমন) কৃষ্ণহারা, গোপিনীরাই, গোকুল বন্দাবন ॥

(যেমন) মরানদী, নিরবধি, কাঁদায় বালুচর,  
ফাগুন বনে ঝরাপাতার, করুণ মর্ষর।

(যেমন) যেমন গৃহী-ছাড়া, কুটীর খানির, মুক্ত বাতায়ন ॥  
যেমন কাঁদে বিরহিণী, মিথ্যে বিভাবরী,  
শ্রোতে ভেসে যায়রে যেমন, হাল-ছাড়া ঐ তরা,

সীতা খুঁজে ফেরে যেমন, রাখব ও লক্ষণ ॥

(যেমন) বৈশাখের ঐ তপ্ত-হাওয়া, উদাস হয়ে ফেরে  
সারা-কানন কেঁদে ফেরায়, গত বসন্তেরে,

(যেমন) পরতের ঐ ছিন্ন-মেঘের বিফল-গর্জন ॥

## স্বরলিপি

## ভজন

মম মন-নৌপবনে জাগো। জগতজীবন  
সুনীল অঞ্জে প্রিয় ভরি' ছনয়ন।  
চরণে নৃপুর হানো চমক নব  
অমৃত মথিয়া আনো বেণুতে তব,  
তনুতে তনুতে মম অরূপ রতন।  
মরুর প্রদাহ বুকে পথ যে চাহি'  
মাধব এসো প্রেম তরণী বাহি।  
শাওন-শ্রাম-ঘন মেঘ-মাদলে  
চঞ্চল তটিনীর নৃত্যরোলে  
শোনিতে শোনিতে মম শত শিহরণ॥

কথা—শ্রীবটকৃষ্ণ বসু

স্বর—শ্রীমনোরঞ্জন সেন

স্বরলিপি—শ্রীকালিদাস চট্টোপাধ্যায়

সী	সী	II	সী	পনা	সী	সী	গা	সী	ধণা	-ধণা	I	মপা	গমা	-গরা	সা	
ম	ম		ম	ন০	০০	নী	প	ব	নে০	০০	জা০	গো০	০০	০		
রা	মা	-	পা	I	ধণা	পধা	-গসী	-পধা	-সী	-	-	-	-	(সী	সী)	I
জ	গ	০	ত	জা০	ব০	০০	০০	০	ন	০	০	ম	ম			
সী	সী	সী	নসী		-নসী	না	ধণা	-ধণা	ধা	পমা	-পা	-				
হ	নী	ল	অন		০০	জ	নে০	০০	প্রি	য়০	০	০				
গা	মপা	-ধণা	পধা	I	মপা	গমা	গরা	সা		সা	রা	মা	-	I		
ভ	রি০	০০	হ০	ন০	য়০	ন০	জা	গো	জ	গ	০					
পা	ধণা	-পধা	-গসী		-পধা	সী	সী	সী	II							
ত	জা০	ব০	০০		০০	ন	ম	ম								

I পা ধা মা পা | ধা সা সা সা I সা রা সর'গা র'গা |  
চ র নে নু পু র হা নো চ ম ক ০ ০ ন ০

সা -১ -১ -১ I ধা রা সা সর'রা | নসা না ধা গধা I  
ব ০ ০ ০ অ য় . ত ম ০ থি ০ যা আ নো

পা পা ধণা ধা | পধা মপা -১ -১ I সা সর'গা রা সর'রা |  
০ বে গু ০ তে ত ০ ব ০ ০ ০ ত হু ০ ০ তে ত ০

নসা না ধণা ধপা I পা পধণা ধা পধা | মপা গমা গরা সা I  
হু ০ তে ম ০ ম ০ অ ক ০ ০ প র ০ ত ০ ন ০ জা ০ গো

রা মা পা ধণা | পধা সা -১ -১ (সা সা) II  
জ গ ত জী ০ ব ০ ন ০ ০ (ম ন)

II রা জা রা জা | সা রা ধা গা I সা রা গা গা |  
ম ক র প্র দা হ বু কে প থ যে চা

মা -১ -১ -১ I মা -১ পা পা | পা পা পধা মা I  
হি ০ ০ ০ মা ০ ধ ব এ সো প্রে ০ ম

পধা ধসা সর'গা ধণা | পধা -মপা -১ -১ I গা -পধা গা মা |  
ত ০ র কী ০ বা ০ হি ০ ০ ০ ০ ০ শা ০ ০ ও ন

পা পা পা পা I পা -ধা না না | সা -না সা গা I  
জা ম ঘ ন মে ০ ঘ মা দ ০ লে ০

সাঁ সাঁ রাঁ রাঁ | রাঁ রাঁ রাঁ গাঁ I সঁরাঁ -গঁরাঁ গাঁ রঁগঁরাঁ |  
চ ন্ চ ল ত ট নী র ন্ ০ ০ ০ ত্য য়ো০০ |

সঁরাঁরাঁ -নঁসঁরাঁ -ধঁধঁরাঁ -পাঁ I সাঁ সঁরাঁরাঁ রাঁ সঁরাঁ | নঁসাঁ নাঁ ধঁরাঁ ধঁপাঁ I  
লো০ ০০০ ০০০ ০ শো নি ০০ তে শো ০ | নি ০ তে ম ০ ম ০ .

পাঁ পঁধঁরাঁ ধাঁ পঁধাঁ | মঁপাঁ গঁরাঁ গঁরাঁ সাঁ I রাঁ নাঁ পাঁ ধঁরাঁ |  
শ ত ০০ শি হ ০ | র ০ ৭ ০ জা ০ গো জ গ ত জী ০ |

পঁধাঁ সাঁ -১ -১ (সাঁ সাঁ) II II  
ব ০ ন ০ ০ (ম ম)

## গান

### শ্রী আশারানী মুখার্জী

চৈতী হাওয়ার বিনায় শেষে কঁাদে আমার মন,

কঁাদে বনে বুলবুলি—সুখ গীত-মুখর-কানন।

উদাস করা উতল হাওয়া,

আপন হারা কোকিল গাওয়া,

কোন্ নিষ্ঠুরের উফ খাসে ডাঙলো আজি স্থ-স্থপন।

পাতায় পাতায় কানাকাণি ফুল কুঁড়িদের রঙের বেশ,

প্রথর তাপে—দগ্ধ হবে, বনের খেলা হ'ল শেষ।

মলয় আজি তোমার তরে

প্রাণ যে আমার কেমন করে,

যাবার বেলায় যাও গো দিয়ে শেষের পরশন।

## স্বরলিপি

## আড়ানা—ত্রিতাল

এরি মুরলিয়া বোলে  
আজু বসন্ত দিনমে।  
ফাগুনকে দিন, মুরলীয়া ধুন—  
উমগ যোরন মনমে ॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীজগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ

[ আড়ানা কানড়া অন্তর্গত একটি উত্তরাদ্ব্যপ্রধান রাগ। ইহা কানড়া ও সুরট সংমিশ্রণে উৎপন্ন। নিম্নলিখিত স্বরলিপিটি অঙ্কন করিলে বেশ বুঝা যাইবে যে, যেখানে “সা রা মা পা” বা “মা পা না সাঁ রাঁ সাঁ”র ঘর সেখানে সুরটের রূপ প্রকটিত, আর যেখানে “মা জা মা রা সা” বা “গদা গপা”র লীলাঙ্কিত ভঙ্গী দৃশ্যমান, সেখানে কানড়ার মাধুর্য্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে। ]

II { সাঁ -া গাঃ -পঃ | মপা জা -া -মা | গা -পা নসাঁ -া | -া -া -া -া } I  
এ ০ রি মু র লী যা ০ ০ বো ০ লে ০ ০ ০ ০ ০ ০

মমা -রমা গগাঃ -পঃ | জমা -জমপা -পাঃ পঃ | রাঁ -া -া -জা | গরা -া সা -া II  
আ ০ ০ ০ জু ০ ব স ০ ০ ০ ০ ০ জু দি ০ ০ ০ ন ০ মে ০

II { মা পা গদা গপা | না -সাঁ -াঃ সঃ | পা -রাঁ রাঁ রাঁ | সঁনা -নসাঁ গদা -গপা } I  
ফা গু ন ০ কে ০ দি ০ ০ ন মু র লী যা ধু ০ ০ ০ ন ০ ০ ০

না সাঁ নসাঁ রাঁ রাঁ | মজা -জমা রা -সাঁ | মপা -নসাঁ -রসাঁ নসাঁ | গপা -মজমা -সাঁ -া II  
উ ম গ ০ ০ ঘো ব ০ ০ ০ ন ০ ম ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

ভান

১। <sup>২</sup>মপা <sup>৩</sup>নসাঁ <sup>৩</sup>রাঁ <sup>৩</sup>সাঁ | <sup>৩</sup>গদা <sup>৩</sup>গপা <sup>৩</sup>রঁসাঁ <sup>৩</sup>নসাঁ ।

২। <sup>২</sup>মজ্ঞা <sup>৩</sup>মরা <sup>৩</sup>সরা <sup>৩</sup>মপা | <sup>৩</sup>গপা <sup>৩</sup>নসাঁ <sup>৩</sup>রঁসাঁ <sup>৩</sup>নসাঁ ।

৩। <sup>০</sup>সগাঁ <sup>৩</sup>পুসা <sup>৩</sup>রসা <sup>৩</sup>নসা | <sup>৩</sup>মজ্ঞা <sup>৩</sup>মরা <sup>৩</sup>সরা <sup>৩</sup>নসা | <sup>২</sup>রমা <sup>৩</sup>পমা <sup>৩</sup>গপা <sup>৩</sup>নসাঁ | <sup>৩</sup>রঁমা <sup>৩</sup>রঁসাঁ <sup>৩</sup>রঁসাঁ <sup>৩</sup>নসাঁ

৪। <sup>০</sup>সসা <sup>৩</sup>ররা <sup>৩</sup>রমা <sup>৩</sup>পপা | <sup>৩</sup>গগা <sup>৩</sup>পপা <sup>৩</sup>ননা <sup>৩</sup>সঁসাঁ | <sup>২</sup>রঁমা <sup>৩</sup>জঁমা <sup>৩</sup>রঁসাঁ <sup>৩</sup>নসাঁ ।

<sup>৩</sup>রাঁ <sup>৩</sup>সঁপা <sup>৩</sup>সঁনা <sup>৩</sup>রঁসাঁ ।

বাঁট ( তেহাইযুক্ত )

<sup>০</sup> এরি য়	<sup>৩</sup> রলীয়া	<sup>২</sup> বো ০	<sup>৩</sup> সাঁ	<sup>৩</sup> গপা	<sup>৩</sup> মপা	<sup>৩</sup> জঁমা	<sup>৩</sup> সঁনা	<sup>৩</sup> সাঁ ।
		এ	রি য়		রলী	য়া ০	বো ০	লে

<sup>০</sup> জঁমা	<sup>৩</sup> গপা	<sup>৩</sup> জঁমা	<sup>৩</sup> মপা	<sup>৩</sup> রা -াঁ	<sup>৩</sup> সরা	<sup>৩</sup> সা	<sup>২</sup> মজ্ঞা	<sup>৩</sup> মরা	<sup>৩</sup> সরা	<sup>৩</sup> নসা	<sup>৩</sup> পাঁ	<sup>৩</sup> পা	<sup>৩</sup> গপা	<sup>৩</sup> নসাঁ ।
আ ০	জুব	স ০	০ স্ত	দি ০	ন	মে	এ ০	রি য়	রলী	য়া ০	বো	লে,	এ ০	রি য়

<sup>০</sup> রঁমা	<sup>৩</sup> রঁসাঁ	<sup>৩</sup> রঁসাঁ	<sup>৩</sup> নসাঁ	<sup>৩</sup> সাঁ	<sup>৩</sup> গপা	<sup>৩</sup> মপা	<sup>৩</sup> জঁমা	<sup>২</sup> গাঁ	<sup>৩</sup> পাঁ
রলী	য়া ০	বো ০	লে ০,	এ	রি য়	রলী	য়া ০	"বো ০"	ইত্যাদি।

## মৃদঙ্গ-বাদন

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীদেবেশ্বনাথ দে (সুবোধবাবু)

### কাঁপতাল

৩৭৩।  $\begin{matrix} + & & ১ & & ০ & & - \\ \text{ক্রান} & \text{তেটে} & \text{ঘড়ান} & \text{কতা} & \text{ঘেনে} & \text{থুয়া} & \text{কেটে} \end{matrix}$

$\begin{matrix} ২ & & + \\ \text{তাগ} & \text{তেরেকেটে} & \text{ধেরেকেটে} & \text{ধা} \end{matrix}$

৩৭৪।  $\begin{matrix} + & & ২ \\ \text{ক্রান} & \text{কেড়ে} & \text{নাগ} & \text{তেরে} & \text{কেটে} & \text{নাগ} & \text{দেং} & \text{থুন} \end{matrix}$

$\begin{matrix} ০ & & ২ \\ \text{ধেরেকেটে} & \text{ধেরেকেটে} & \text{ধেং} & \text{ধেং} & \text{ধেরেকেটে} \end{matrix}$

$\begin{matrix} + \\ \text{জান} & \text{ধা} \end{matrix}$

৩৭৫।  $\begin{matrix} + & & ১ & & ০ \\ \text{তা} & \text{ঘেরা} & \text{ধা} & \text{কতা} & \text{ঘেনে} & \text{তা} & \text{দেং} & \text{থুয়া} \end{matrix}$

$\begin{matrix} ২ & & + \\ \text{জান} & \text{জান} & \text{জান} & \text{ধা} \end{matrix}$

৩৭৬।  $\begin{matrix} + & & ১ \\ \text{ধা} & \text{তেরেকেটে} & \text{তাগ} & \text{দেস্তা} & \text{কেটে} & \text{তাগ} \end{matrix}$

$\begin{matrix} ০ & & ২ \\ \text{তেরেকেটে} & \text{তাগ} & \text{তেরেকেটে} & \text{তাগ} & \text{দেস্তা} \end{matrix}$

$\begin{matrix} + \\ \text{কেটে} & \text{তাগ} & \text{তেরেকেটে} & \text{ধা} \end{matrix}$

৩৭৭।  $\begin{matrix} + & & ১ \\ \text{ঘেন} & \text{তেরেকেটে} & \text{তাগ} & \text{তাগ} & \text{তেরেকেটে} \end{matrix}$

$\begin{matrix} ০ \\ \text{তাগ} & \text{তেরেকেটে} & \text{তাগ} & \text{দি} & \text{কেটে} & \text{তাগ} \end{matrix}$

$\begin{matrix} ২ & & + \\ \text{গদিঘেনে} & \text{নাগ} & \text{তেরেকেটে} & \text{তাগ} & \text{ধা} \end{matrix}$

## সমালোচনা

আরতি সঙ্কলন (১ম সংখ্যা)—আর্য্য সঙ্গীত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল দাস প্রণীত ও চট্টগ্রামস্থিত আর্য্য শিল্প ভাণ্ডার হইতে প্রকাশিত।

আরতি সঙ্কলন একখানি আরতি বিষয়ক সঙ্গীত পুস্তক। ইহাতে শ্রীশ্রীগণপতি, শ্রীশ্রীসরস্বতী, পরব্রহ্ম প্রভৃতি দেবদেবীর আরতিকালীন স্তোত্রাদি বিস্তৃত রাগ রাগিণী ও তাল সহযোগে অরলিপি কৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শম্ভু, বট্টা, কাংত্র, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাস্তবজ্ঞের

আবতি বাস্তব প্রণালীও অতি সুন্দররূপে লিপিবদ্ধ করিয়া রচয়িতা তাঁহার সঙ্গীত-জ্ঞান-গভীরতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সঙ্গীত বিষয়ে এরূপ পুস্তক ইতিপূর্বে আমরা আর দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ। রচয়িতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল দাস মহাশয় একজন প্রকৃত সঙ্গীত-সাহক। তাঁহার সঙ্গীত সাধনার কিঞ্চিৎ পরিচয় এই পুস্তকটিতে পরিষ্কৃত হইয়াছে। আশা করি সঙ্গীতজ্ঞ সমাজ এই পুস্তকখানি সমাদৃত করিয়া ভারতীয় আর্য্য-সঙ্গীতের মর্যাদাদানে সমর্থ হইবেন।





## সংবাদ



### লিলুয়া সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

গত শনিবার ও রবিবার, ১৪ই ও ১৫ই মার্চ তারিখে লিলুয়া ই, আই, রেলওয়ে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউটের সভাবৃন্দে উদ্যোগে ও পরিচালনায় এবং খ্যাতনামা সঙ্গীতকলাবিদগণের সমাবেশে ২য় বার্ষিক সঙ্গীত প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণ সাফল্যের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রতিযোগিতায় ৫২টি বালিকা ও ২৩টি বালক ১৬০টি বিভিন্ন বিষয়ে যোগদান করিয়াছিল এবং এই সংখ্যাধিক্যের জন্তই প্রতিযোগিতাটি দুইদিনে বিভক্ত করিয়া শনিবার দিন বালিকাগণের ও রবিবারদিন বালকগণের জন্ত নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কালবাবু), শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত হরিহর রায়, শ্রীযুক্ত অরেন্দ্র চক্রবর্তী, বি, এল, শ্রীযুক্ত অমর ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন মিশ্র, শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ চক্রবর্তী প্রভৃতি সঙ্গীতবিশারদগণ এই প্রতিযোগিতায় বিচারকের কার্য সম্পাদন করেন।

প্রতিযোগিতার শেষে সঙ্গীত প্রতিযোগিতা কমিটির চেয়ারম্যান ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী মহাশয় স্বন্দর ও সংক্ষিপ্ত ভাষায় প্রতিযোগিতা বিবরণী পাঠ করিবার পর তিনি বিচারকবৃন্দকে, প্রতিযোগিবৃন্দকে সঙ্গীতজ্ঞগণকে এবং সর্বশেষে এই উৎসবের কর্মীবৃন্দকে তাঁহাদের সহায়ত্ব ও সহযোগিতার জন্ত যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান করেন।

মিসেস এক, এল, বহু এই প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন। প্রদত্ত পুরস্কারগুলির মধ্যে ই, আই, রেলওয়ের চীফ মেডিকেল অফিসার শ্রী হাশান সুরাবর্দী কর্তৃক প্রদত্ত একটি স্বন্দর মূল্যবান ঘড়ি এবং অস্ত্রান্ত

উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ ও স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণ কর্তৃক প্রদত্ত ৫টি রৌপ্য কাপ ও বহু রৌপ্য পদক ছিল।

প্রতিযোগীদের মধ্যে কুমারী জ্যোৎস্না শেঠ, আইডি ব্যানাজ্জি, মায়া পাল, সতীরাণী চট্টোপাধ্যায়, চামেলী ঘোষ, শোভা কুণ্ডু, নিতাননী উপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ বাগচী বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

পুরস্কৃত প্রতিযোগীগণ কর্তৃক অর্দ্ধঘণ্টাব্যাপী সঙ্গীতের পর কুমারী সুরমা ভট্টাচার্য্যের উচ্চাঙ্গের খেয়াল, কুমারী কমলা ভট্টাচার্য্যের সেতার ও শ্রীমান মুরারীমোহন মিশ্রের খেয়াল সঙ্গীতে সকলে তৃপ্তিলাভ করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল মহাশয় খেয়াল সঙ্গীতে ও সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ধ্রুপদ ও তৎসঙ্গে মৃদঙ্গাচার্য্য শ্রীযুক্ত দুর্গভদ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পাখোয়াজ সঙ্গতে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ অপূর্ব আনন্দ লাভ করেন। প্রোফেসর সত্যকিন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উচ্চাঙ্গের খেয়াল সঙ্গীত, প্রোফেসর গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয়ের কৃত্তী ছাত্র শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চমৎকার খেয়াল ও ঠুংরী সঙ্গীত ও শ্রীযুক্ত ফণী ভাট্টা মহাশয়ের বীণা উপস্থিত সঙ্গীতজ্ঞ ও শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত দীলিপ ভেনী মহাশয়ের স্মিট খেয়াল ও ঠুংরী সকলকে অতিশয় আনন্দ প্রদান করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত লক্ষণ ভট্টাচার্য্যের সেতার ও প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বহু মহাশয়ের তবলা সঙ্গত বাস্তবিকই উপভোগ্য হইয়াছিল। অনাথবাবুর স্বকর্তৃ নিঃসৃত বৈত স্বরের খেয়াল ও ঠুংরী সঙ্গীত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে এক অপূর্ব আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছিল। সর্বশেষে শ্রীযুক্ত বিজয়লাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সুরমধুর টপ্পা সঙ্গীতের পর সঙ্গীত প্রতিযোগিতার কার্যসূচি সমাপ্ত হয়।

উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে মিটার ও মিসেস এল, পি, মিশ্র ( ডিভিসানাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট, হাওড়া ) মিটার ও মিসেস এক, এন, বহু ( সিনিয়র সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ওয়ে এণ্ড ওয়ার্কস, হাওড়া ), মিটার ও মিসেস এম, কে, কাউল ( সহকারী ষ্টাক সুপারিন্টেন্ডেন্ট, হাওড়া ), মিটার এস, এস, চৌধুরী ( রোলিং ষ্টক সুপারিন্টেন্ডেন্ট, হাওড়া ), মিটার ও মিসেস পি, সি, বহু ( প্রোডাক্শন ইঞ্জিনিয়ার লিলুয়া ), মিটার ও মিসেস পি, সি, দে ( এম্প্লয়মেন্ট অফিসার, লিলুয়া ) এবং মিটার ও মিসেস কে, এন, রঞ্জরাও ( সহকারী ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার, লিলুয়া ) বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত ( সেক্রেটারী সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা ) প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সঙ্গীত প্রতিযোগিতা কমিটির চেয়ারম্যান ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, সঙ্গীত প্রতিযোগিতা কমিটির সম্পাদক, শ্রীযুক্ত বিমলেন্দু চট্টরাজ, ইনষ্টিটিউটের সম্পাদক ডাক্তার অনাদিকুমার লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত মদনমোহন চৌধুরী, ডি, সি, মুখার্জি, ইউ, পি, মুখার্জি, টি, এন, লাল, কে, ডি, ব্যানার্জি, রামসত্য ব্যানার্জি, এস, কে, বহু, অঞ্জিতকুমার মুখার্জি, সুকুমার বহু, পূর্ণচন্দ্র মজুমদার, ডি, পি, মুখার্জি, জে, পি, আহুনা, এন, রায়, এন, বি, চ্যাটার্জি, এস, কে, দাশগুপ্ত, এস, দাশ শর্মা, ইনষ্টিটিউটের কর্মচারীগণ এবং অজ্ঞাত সভাগণ এই সঙ্গীত প্রতিযোগিতাটিকে সর্বাংশে সাফল্যে পরিণত করিবার আদ্যস্ত চেষ্টা ও যত্ন বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

নিম্নে পুরস্কৃত প্রতিযোগিত্বন্দের তালিকা বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করিয়া প্রদত্ত হইল :—

### পুরস্কৃত প্রতিযোগিত্বন্দের তালিকা

১ম পর্যায় :—কণ্ঠসঙ্গীত ( আধুনিক )

৯ম বৎসর পর্যায়স্থ বালিকাবৃন্দ ( বিভাগ 'এ' )

১ম পুরস্কার কুমারী জ্যোৎস্না শেঠ

২য় পুরস্কার

কুমারী বাণী মুখার্জী

৩য় " }

" ভগবতী বসাক

" ভ্রামরী বহু

কনসোলেসন পুরস্কার কুমারী ধমুনা মুখার্জী

২য় পর্যায় :—কণ্ঠসঙ্গীত ( খেয়াল ) ৯ম বৎসর

পর্যায়স্থ বালিকাবৃন্দ ( বিভাগ 'এ' )

১ম পুরস্কার

কুমারী জ্যোৎস্না শেঠ

২য় " }

" শীলা মিত্র

" ভগবতী বসাক

৩য় " }

" সত্যবাণী চ্যাটার্জী

৪র্থ " }

" ভ্রামরী বহু

কনসোলেসন পুরস্কার কুমারী রাত্রী চক্রবর্তী

৩য় পর্যায় :—কণ্ঠসঙ্গীত ( খেয়াল ) চৌদ্দ

বৎসরের উর্দ্ধতম বালিকাবৃন্দ ( বিভাগ 'এ' )

১ম পুরস্কার

কুমারী মায়া পাল

৪র্থ পর্যায় :—কণ্ঠসঙ্গীত ( আধুনিক ) চৌদ্দ

বৎসরের উর্দ্ধতম বালিকাবৃন্দ ( বিভাগ 'এ' )

১ম পুরস্কার

কুমারী মায়া পাল

৫ম পর্যায় :—কণ্ঠসঙ্গীত ( খেয়াল ) ৯ম বৎসর

পর্যায়স্থ বালিকাবৃন্দ ( বিভাগ 'বি' )

১ম পুরস্কার

কুমারী ইরারানী ঘোষ

৬ষ্ঠ পর্যায় কণ্ঠসঙ্গীত ( খেয়াল ) দশ হইতে

চৌদ্দ বৎসরের বালিকাবৃন্দ ( বিভাগ 'বি' )

১ম পুরস্কার

কুমারী নমিতা মিত্র

" চামেলি ঘোষ

৭ম পর্যায় :—কণ্ঠসঙ্গীত ( আধুনিক ) ৯ম বৎসর

পর্যায়স্থ বালিকাবৃন্দ ( বিভাগ 'বি' )

১ম পুরস্কার

কুমারী ইরারানী ঘোষ



২২শ পর্যায় :—যন্ত্রসঙ্গীত ( এসরাজ )

বোল বৎসরের উর্দ্ধতম বালিকাবৃন্দ ( বিভাগ 'এ' )

১ম পুরস্কার শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী চ্যাটার্জি

২৩শ পর্যায় :—কণ্ঠসঙ্গীত ( আধুনিক )

বোল বৎসরের উর্দ্ধতম বালকবৃন্দ ( বিভাগ 'বি' )

১ম পুরস্কার শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ বাগচি

২য় " " বসন্তকুমার ঘোষ

২৪শ পর্যায় :—কণ্ঠসঙ্গীত ( খেয়াল )

বোল বৎসরের উর্দ্ধতম বালকবৃন্দ ( বিভাগ 'বি' )

১ম পুরস্কার শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ বাগচি

২য় " " ফণীভূষণ ব্যানার্জি

২৫শ পর্যায় :—কণ্ঠসঙ্গীত ( ঠুংরী )

বোল বৎসরের উর্দ্ধতম বালকবৃন্দ ( বিভাগ 'বি' )

১ম পুরস্কার শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ বাগচি

২৬শ পর্যায় :—কণ্ঠসঙ্গীত ( টপ্পা )

বোল বৎসরের উর্দ্ধতম বালকবৃন্দ ( বিভাগ 'বি' )

১ম পুরস্কার শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ বাগচি

২৭শ পর্যায় :—কণ্ঠসঙ্গীত ( আধুনিক )

দশ বৎসর পর্যায়স্থ বালকবৃন্দ ( বিভাগ 'এ' )

১ম পুরস্কার শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত

২৮শ পর্যায় :—কণ্ঠসঙ্গীত ( আধুনিক )

এগার হইতে বোল বৎসর পর্যায়স্থ বালকবৃন্দ

( বিভাগ 'এ' )

১ম পুরস্কার শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

২৯শ পর্যায় :—কণ্ঠসঙ্গীত ( খেয়াল )

দশ বৎসর পর্যায়স্থ বালকবৃন্দ ( বিভাগ 'এ' )

১ম পুরস্কার শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত

৩০শ পর্যায় :—কণ্ঠসঙ্গীত ( খেয়াল ) এগার

হইতে বোল বৎসরের বালকবৃন্দ ( বিভাগ 'এ' )

১ম পুরস্কার শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

৩১শ পর্যায় :—কণ্ঠসঙ্গীত ( আধুনিক )

বোল বৎসরের উর্দ্ধতম বালকবৃন্দ ( বিভাগ 'এ' )

১ম পুরস্কার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

২য় " " পরেশ চন্দ্র দে

৩য় " " নারায়ণ চন্দ্র পালুই

৩২শ পর্যায় :—কণ্ঠসঙ্গীত ( কীর্তন ) বোল

বৎসরের উর্দ্ধতম বালকবৃন্দ ( বিভাগ 'এ' )

১ম পুরস্কার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

৩৩শ পর্যায় :—যন্ত্রসঙ্গীত ( সেতার ) বোল

বৎসরের উর্দ্ধতম বালকবৃন্দ ( বিভাগ 'এ' )

১ম পুরস্কার শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার দাশগুপ্ত

২য় " " ধনকৃষ্ণ দে

৩৪শ পর্যায় :—যন্ত্রসঙ্গীত ( এসরাজ ) বোল

বৎসরের উর্দ্ধতম বালকবৃন্দ ( বিভাগ 'এ' )

১ম পুরস্কার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখার্জী

৩৫শ পর্যায় :—কণ্ঠসঙ্গীত ( খেয়াল ) বোল

বৎসরের উর্দ্ধতম বালকবৃন্দ ( বিভাগ 'এ' )

১ম পুরস্কার শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ বাগচি

২য় " " ফণীভূষণ ব্যানার্জী

৩য় " " ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

৪র্থ " " জগদীশচন্দ্র বহু

সঙ্গীত আলাপের বিশেষ পুরস্কার

খেয়াল—কুমারী স্বরমা ভট্টাচার্য্য

সেতার— " কমলা ব্যানার্জী

খেয়াল—শ্রীযুক্ত মুরারীমোহন মিশ্র

—

প্রাচ্যনৃত্যকুশলা কুমারী শ্রীমতী দেবী

গত ১৬ই ও ১৭ই মার্চ কলিকাতা ওল্ড এম্পায়ার

মঞ্চে শান্তিনিকেতনের ভূতপূর্ব ছাত্রী কুমারী শ্রীমতী

দেবীর প্রাচ্যনৃত্যের আয়োজন হইয়াছিল। এই

নৃত্যাহুষ্ঠানে তিনি যে সমস্ত নৃত্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তন্মধ্যে ‘মন্দির পথে’, ‘বসন্ত’, ‘নটরাজ’, ‘গর্ভা’, প্রভৃতি নৃত্য কয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইয়াছিল। অধিকাংশ নৃত্যেই কথাকলি ও মণিপুরী নৃত্যের মিশ্রণ আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। নৃত্যের পরিকল্পনা, সাজসজ্জা, দৃশ্যপট ও আলোক-সম্পাত সুন্দর ও সুরচিসম্মত হইয়াছে। নৃত্যাহুসঙ্গিক সুরশিল্পী তিমিরবরন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সুযোগ্য ছাত্র শ্রীযুক্ত স্বধীন দত্তের সঙ্গীত পরিচালনা সভাই প্রশংসনীয় হইয়াছিল। তিমিরবাবুর স্বরোদ বাদ্য তাঁহার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। এই নৃত্যাদির সাফল্যের জন্ত কুমারী শ্রীমতী দেবীকে আমরা বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

### পরলোকে সুপ্রসিদ্ধ বেহালা বাদক

চট্টগ্রাম কোয়েপাড়া নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ বেহালা বাদক তিনকড়ি দে মহাশয় হঠাৎ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া গত ১৭ই মার্চ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনকড়িবাবু চট্টগ্রাম নিবাসী হইলেও ঢাকা সহরেই তাঁহার খ্যাতি পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। চট্টগ্রামের খ্যাতনামা বেহালা বাদক শ্রীমানন্দচন্দ্র আইচ মহাশয়ের সুযোগ্য ছাত্র শ্রীযুক্ত কাবোদ বেহালাদারের নিকট তিনকড়ি বাবু বেহালা শিক্ষা করিয়াছিলেন। পরে চট্টগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত সাধক ও মায়া সঙ্গীত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত হুসেনুজ্জাম দাস মহাশয়ের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন। তিনকড়ি বাবু ত্রায় একজন প্রকৃত সুরসাধক বাংলার সঙ্গীতক্ষেত্রে বিরল। অধুনা ঢাকা সহরে যে কয়জন বেহালা বাদকের আবির্ভাব হইয়াছে তাঁহারা সকলেই প্রায় তিনকড়িবাবুর ছাত্র। এইরূপ একজন বেহালা বাদকের অকাল মৃত্যুতে বাংলার সঙ্গীতক্ষেত্রের বিশেষ ক্ষতি হইল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার বর্গের সহিত আন্তরিক সমবেদনা জানাইয়া পরলোকগত আত্মার শান্তিকামনা করিতেছি।

### সঙ্গীত সন্মিলনী

(বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণী সভা)

গত শনিবার ২১শে মার্চ বৈকাল পাঁচ ঘটিকার সময় কলিকাতা টাউন হলে মাননীয় সভাপতিপতি শ্রীযুক্ত মন্থনাথ রায়চৌধুরী বাহাদুরের সভাপতিত্বে সঙ্গীত সন্মিলনীর পারিতোষিক বিতরণী সভার কার্যাদি হুচাক-

রূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভার প্রায়শ্চৈ সন্মিলনীর উচ্চশ্রেণীর ছাত্রীগণ কর্তৃক একটি বৈদিক গান গীত হয়। অতঃপর উচ্চশ্রেণীর কয়েকটি বালিকা একটি বাংলা গান অত্যন্ত প্রাণম্পর্শীভাবে গীত করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত সাধনা বহুর শিক্ষাধীন ছাত্রীগণ যথা :—কুমারী গৌরী সেন, মঞ্জুলা দে, বিনীতা দে, লক্ষ্মী সেনগুপ্তা, অঞ্জলি বসু, প্রভৃতির সমবেত নৃত্যটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। নব উপাধিপাশ্চাৎ গীতশ্রী কুমারী রেণুকণা মোদক ও গীতশ্রী শ্রীযুক্ত বিজলীরাণী দত্তের দ্বৈত হিন্দী খেয়াল গানে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষভাবে মুগ্ধ হন। সন্মিলনীর ছাত্র :ও ছাত্রীগণ কর্তৃক পাহাড়ী গুংখানি অতিশয় নিপুণতার সহিত বাদিত হইয়াছিল। কুমারী রেণুকণা মোদকের প্রাচ্যনৃত্য সর্বজনসুন্দর হইয়াছে। আশা করি এই বালিকাটি প্রাচ্যনৃত্যে খ্যাতিলাভ করিবে। প বিশেষে সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাবে সন্মিলনী কার্যাদির জন্ত আন্তরিক সহায়ভূতি প্রকাশ করেন। পরে সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা প্রমদা চৌধুরাণী বার্ষিক কার্য-তালিকা পাঠ করিবার পর মাননীয় ডি, পি, ধৈতান মহাশয় এক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন এবং সভাপতি মহাশয় ও উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। অতঃপর মিসেস উড্‌হেড্‌ মহোদয়া বালিকাদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করেন। এই অহুষ্ঠানে কলিকাতার বিশিষ্ট খ্যাতনামা ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ বোগদান করিয়া সভার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সভা ৭টার সময় সভাভঙ্গ হয়।

### সঙ্গীত-সভা

গত ২২-এ মার্চ কলিকাতার, অন্ততম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সঙ্গীত-সভা এক বিরাট জলসার আয়োজন হইয়াছিল। এই জলসার সভ্যের ছাত্রীগণ, যথা—কুমারী সুবমা ও শান্তা দেবীর দ্বৈত রূপদ, সাবিত্রী বহুর চুংরী, মেনকা দাশগুপ্তার খেয়াল, স্মৃতিকণার বাংলা গান, নীলবালা ও সুধার সমবেত সেতার ও এশ্রাজ বাদ্য অত্যন্ত প্রাণম্পর্শী হইয়াছিল। জলসার কলিকাতার খ্যাতনামা ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ বোগদান করিয়াছিলেন। জলযোগাদির পর রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় জলসা সমাপ্ত হয়।

সম্পাদক—সঙ্গীতনাথক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীতবিশারদ শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্তী।

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ।





